আগাথা ক্রিস্টি

পোয়ারো ইনভেস্টিগেটস

অনুবাদ

শুভদেব চক্রবর্ত্তী, সৌরেন দত্ত

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ও অনীশ দেব

এ পি পি

১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০০০৯

Poirot Investigates
by
Agatha Christie

প্রচ্ছদ ☐ অশোক রায়

প্রথম প্রকাশ ☐ ১৯৬০ ,

অশোক রায় কর্তৃক এ পি পি'র পক্ষে ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত; বর্ণবিন্যাসে কম্পিউ ওয়ার্ল্ড এন্টারপ্রাইস
৮, বেলেঘাটা মেন রোড, (সরকার বাজার), কলিকাতা-৭০০০৮৫ এবং ষ্টারলাইন,
১৯ এইচ/এইচ/১২ গোয়াবাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ক্রিস্টির সৃষ্টি পোয়ারো

একালের, না একালের বলছি কেন, সর্বকালের এবং সারা বিশ্বের বললেও বোধহয় ভুল নয়, গোয়েন্দা সাহিত্যের সম্রাজ্ঞী ব্রিটিশ লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি। আর তার সৃষ্ট চারটি গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান এবং জনপ্রিয় হলো এরকুল পোয়ারো। বেঁটে ছোট-খাটো চেহারার মানুষ হলে হবে কি, এই বেলজিয়ান ভদ্রলোকটির বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার ভান্ডার কখনো কানায় কানায় ভরা, আবার কখনো বা উপচে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু কখনোই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একেবারে তলানিতে পড়ে যেতে দেখিনি তাঁর কোন গল্প কিংবা উপন্যাসে। বেলজিয়ান গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোব সূক্ষ্ম বুদ্ধি যেন তার পুরু গোঁফের আড়ালে লুকানো থাকতো; তবু তারই মাঝে তার সেই সব বুদ্ধির কোষগুলি বিকশিত হতে দেখতে পাই ক্রিস্টির লেখনীব মাধ্যমে, যেমন দেখতে পাই '' দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড '' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে আততায়ী কে শেষ পৃষ্ঠার আগে অনুমান করা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষেও বোঝা কঠিন। এই উপন্যাসে যেমন আগাথা ক্রিস্টির রহস্যময় লেখনী এবং গল্পে র আঁটো বাঁধুনী, তেমনি তাঁর গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর সূক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণ। এরকুল নিজে কখনো ভুল করেও পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে দেয়নি,— এখানে গোয়েন্দাই খুনী। ঝানু গোয়েন্দা বলেই একজন গোয়েন্দা যখন সেই খুনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে জেনে যায়, কিভাবে অপরাধ করলে পুলিশের সাধ্য নেই যে, তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে। অপরাধীদের সাধারণত যে সব দুর্বলতা থাকে, সেগুলো প্রত্যেক খুনী-গোয়েন্দা নিজের থেকে শুধরে নেয় নিজের বেলায়। এটাও কি কম কৃতিত্ব গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে।

এই সংকলন শুধু এরকুল পোয়ারোর তদন্ত কাহিনী। এখানে '' পোয়ারো ইনভেস্টিগেটস'' -এ বাছাই করা গল্প ও উপন্যাসের সমষ্টি ঘটানো হয়েছে। প্রতিটি লেখা ও রেখায় আগাথা ক্রিস্টির সৃজনশীলতা, গল্পে গূঢ় রহস্যের জাল বোনা এবং পরে এরকুল পোয়ারোর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি দিয়ে একে একে রহস্যের জাল-বুনন শিথিল করে দেওয়া, একাজ একমাত্র এরকুল পোয়ারোর দ্বারাই সম্ভব। অন্য কোন গোয়েন্দাদের পক্ষে তো নয়ই। এক কথায় বলা যায় যেখানেই খুনী সেখানেই এরকুল পোয়ারো, তৃতীয় কোন পক্ষের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। এখানে ''সেকেন্ড গঙ'' এবং ''দি ডেড ম্যানস মিরর'' গল্প দুটির বিষয়বস্তু এক ধরণের হলেও স্থান ও চরিত্র ভিন্ন বলেই এই সংকলনে গল্প দুটি সংযোজিত হলো। একই ধরণের কাহিনী ভিন্ন উপস্থাপনার দরুণ যে সমান উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, ক্রিস্টির সেই সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর নিখুঁত বিশ্লেষণ প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে তৃপ্তি দেবে এবং এই সংকলনের প্রতিটি গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস সুনির্বাচিত বলে বিবেচিত হবে।

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ
দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার

পোয়ারোর বসার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে অলসভাবে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'আরে এতো অদ্ভুত ব্যাপার', নিজের মনেই হঠাৎ বলে উঠলাম।

'কি হল কি ?' পোয়ারো চেয়ারে আরাম করে বসেছিল, আমার মন্তব্য শুনে সে প্রশ্ন করল।

'যা দেখেছি বলে যাচ্ছি', আমি বললাম, 'মন দিয়ে শুনে যাও। এক অল্পবয়সী যুবতী ধীরপায়ে হেঁটে আসছেন, পরনে দামী ফারের পোষাক, মাথায় ফ্যাশনদুরস্ত টুপি। হাঁটতে হাঁটতে উনি দুপাশের বাড়িগুলোর দিকে বার বার মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। এদিকে তিনজন পুরুষ ও তিনজন মাঝবয়সী মহিলা যে পেছন থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে, মনে হয় তা ওঁর জানা নেই। একটা ছোঁড়া আবার এসে জুটেছে এদের সঙ্গে। আঙ্গুল তুলে বারবার যুবতীকে দেখিয়ে সে যেন ওকে কি বলছে। এ কেমন নাটক তা বুঝতে পারছিনা। যুবতীটি কি কোনও অপরাধ করে পালিয়েছে আর যারা ওঁর পিছু নিয়েছে তারা কি গোয়েন্দা, হাতেনাতে ধরার সুযোগ খুঁজছে? অথবা ওরা একদল বদমাশ, ঐ নিরীহ যুবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল খুঁজছে? এ বিষয়ে আমাদের বিখ্যাত গোয়েন্দা মশায়ের কি অভিমত ?'

'বিখ্যাত গোয়েন্দা মশাই ব্যাপার কি তা নিজেকে দেখার জন্য সব চাইতে সহজ পথটি নেবেন, তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়বেন,' বলে পোয়ারো সত্যিই চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'নাঃ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তোমায় নিয়ে আব পাবলাম না।' পোয়ারো নিচের দিকে তাকিয়ে আপন মনে মুচকি হাসল, 'ইনি ত ফিল্মষ্টার মিস মেবী মার্ভেল। যারা ওঁর পিছু নিয়েছে তারা বদমাশ বা গোয়েন্দা এ দুটোর একটাও নয়, আসলে এরা ওঁর স্তাবক যাকে তোমাদের ভাষায় বলে ফ্যান। আর এও জেনে রেখো হেস্টিংস, এরা যে ওঁর পিছু নিয়েছে তা কিন্তু মিস মার্ভেলের অজানা নেই।'

'বাঃ, কি সহজ ব্যাখ্যা,' হেসে বললাম, 'কিন্তু এ জন্য আমি কিন্তু একটি মার্কসও তোমায় দেবনা পোয়ারো, আসলে যুবতীর মুখ তোমাব খুব চেনা তাই সমস্যার সমাধান করতে নেমেছো।'

'তাই নাকি ?' পোয়ারো গম্ভীর হয়ে গেল। 'মিস মার্ভেলের কটা ছবি তুমি এ যাবৎ দেখেছো বলো ত?'

'তা কম করে ডজন খানেক ত বটেই,' একটু ভেবে জবাব দিলাম।

'এক ডজন ছবি দেখার পরেও তুমি ওঁকে চিনতে পারনি,' পোয়ারো বলল 'আর আমি এ পর্যন্ত মিস মার্ভেলের ছবি একটার বেশী দেখিনি। তবু একবার দেখেই ওঁকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, কিন্তু তুমি পারলে না।'

'আসলে ওঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল,' আমি বললাম 'তাই ঠিক চিনতে পারিনি। মুখে বললেও নিজের যুক্তি আমার নিজের কানে সেই মুহূর্তে খুবই দুর্বল ঠেকল।

'বাঃ, চমৎকার সাফাই গাইলে বন্ধু।' পোয়ারো গলা সামান্য চড়ালো, 'তুমি কি

আশা করেছিলে যে এই লন্ডন শহরে ইনি হয় খালি পায়ে নয়ত মাথায় কাউবয় টুপি চাপিয়ে কেয়ারি করা চুলের বাহার দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবেন? তোমায় নিয়ে আর পারলাম না, সেই নাচিয়ের কেসটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, সেই যে ভ্যালেরি সেইন্ট ক্লেয়ার?'

আমি মুখে কোনও জবাব দিলাম না শুধু হাবে ভাবে পোয়ারোকে বুঝিয়ে দিলাম যে তার এহেন আচরনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছি।

'না না, মুখ কালো করার মতো কিছু হয়নি', পোয়ারো হঠাৎ শান্ত হয়ে বলে উঠল, 'সবাই ত আর এরকুল পোয়ারো নয়, হতেও পারে না এটা আমার খুব ভালই জানা আছে।'

'আমি যাকে চিনি সে যেই হোক তুমি যে তাকে আরও হাড়ে হাড়ে চেনো সে কথা মানছি!' ভেতরে ভেতরে তখন আমি একই সঙ্গে বিরক্ত আর মজা পাচ্ছি, তবু কথাটা না বলে পারলাম না।

'কি করা যায় বলো' পোয়ারো বলল। 'সেরা লোকেরা তাদের গুণ আর যোগ্যতার কথা জানে, বাকি যারা তারাও একথা মানতে বাধ্য যেমন ধরো মিস মার্ভেল আমার কাছেই আসছেন।'

'কি করে টের পেলে?'

'খুব সোজা ব্যাপার,' পোয়ারো বলল, 'এই রাস্তাটা মোটেই বনেদি এলাকা বা বড়লোক পাড়া নয়! কোনও পয়সাওলা নামী ডাক্তার বা ডেন্টিস্ট এখানে থাকেন না কিন্তু মাথায় প্রচুর বুদ্ধি রাখেন এমন একজন বেসরকারী গোয়েন্দা এখানে থাকেন যার নাম এরকুল পোয়ারো।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একতলার দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। পোয়ারো বলে উঠল, 'কেমন, দেখলে? ইনি মিস মার্ভেল না হয়েই যান না।'

পোয়ারোর ধারনা ঠিক, আর কিছুক্ষনের মধ্যে ল্যাণ্ডলেডী যে যুবতীকে পথ দেখিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন তিনি সেই মিস মার্ভেল, কয়েক মিনিট আগে যার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম।

আমেরিকান চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিস মার্ভেল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর স্বামী গ্রেগরী বি রলফ নিজেও একজন অভিনেতা, হালে তাঁরা দুজনে ইংল্যান্ডে এসেছেন। মাত্র একবছর আগে আমেরিকায় ওঁদের বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর এই প্রথম ওঁরা একসঙ্গে এদেশে এলেন। এখানকার মানুষ তাঁদের বিপুল সংবর্দ্ধনা জানিয়েছে, মেরী মার্ভেলের রূপ, যৌবন তার হালফ্যাশানের পোষাক, ফারের কোট, জড়োয়া গহনা এসব নিয়ে খবরের কাগজওয়ালারা পাগলের মত মাতামাতি করেছে। সেই সব জড়োয়া গয়নার মধ্যে একটি বড় হীরের কথাও কাগজে উল্লেখ করা হয়েছে যার নাম 'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার' আর একদিক থেকে নামকরণ কত সার্থক হয়েছে বলাই বাহুল্য। সত্যি মিথ্যে জানিনে, তবে অনেকের মুখেই শুনেছি ঐ পেল্লাই হীরে খানা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বীমা করা আছে।

মিস মার্ভেলকে অভ্যর্থনা জানাতে পোয়ারো আর আমি দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি আর তখনই এসব তথ্য আমার মনে পড়ল।

বাচ্চা মেয়ের মত দেখতে ছোটখাটো মিস মেরী মার্ভেলের বড় বড় নীল দুটি চোখে অপার সরলতা মিশে আছে, পোয়ারো নিজেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিল তাঁর সামনে।

'আপনি সব শুনে আমায় পাগল বা যা খুশি ভাবতে পারেন মঁসিয়ে পোয়ারো।' মিস মার্ভেল চেয়ারে বসেই কোন ভূমিকা না করেই শুরু করলেন, 'তবু বুক ভরা বিশ্বাস নিয়েই আমি ছুটে এসেছি। এই তো গতকাল রাতে লর্ড ক্রনশ আমায় বলছিলেন ওঁর ভাইপোর মৃত্যুর রহস্য কি অসাধারণভাবে আপনি সমাধান করেছেন, তখনই মনে হল একবার আপনার শরণ নিই, উপদেশ শুনি। আমার স্বামী গ্রেগরীর মতে গোটা ব্যাপারটা নিছক প্রতারণা, কিন্তু আমার মন সে কথা কেন জানিনা মানতে চাইছে না। বিশ্বাস করুন, এই ভাবে দিনরাত দুশ্চিন্তা করলে শীগগিরই আমার মৃত্যু হবে!' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন মিস মার্ভেল, হাঁ করে বার বার দম নিতে লাগলেন।

'অত ঘাবড়ে গেলে ত চলবে না মাদাম,' পোয়ারো আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'বুঝতেই পারছেন, সব কিছু খুলে না বললে রহস্য আমার কাছে অজানাই থেকে যাবে।'

'এই চিঠিগুলো আমি পেয়েছি,' মিস মার্ভেল তাঁর হাতব্যাগ খুলে তিনটে খাম বের করে তুলে দিলেন পোয়ারোর হাতে।

'খুব শস্তা কাগজ,' খামগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পোয়ারো মন্তব্য করল, 'নাম ঠিকানা খুব সাবধানে ছাপানো হয়েছে। দেখা যাক ভেতরে কি আছে।' বলে প্রথম খাম খুলে একটুকরো কাগজ টেনে বের করল সে। পোয়ারোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখলাম কাগজে কি যেন লেখা হয়েছে। সহজ সেই বাক্যটি তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় তা এরকম :

'বড় হীরেটি দেবতার বাঁ চোখে বসানো ছিলো, অবিলম্বে তা যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হল।'

দ্বিতীয় চিঠির ভাষা প্রায় একই তাতে অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। তৃতীয় চিঠিতে লেখা :

'তোমায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তুমি তাতে কান দাওনি। এবার হীরেটি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। আগামী পূর্ণিমায় দেবতার বাঁ আর ডান চোখে বসানো হীরে দুটি তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।'

'প্রথম চিঠিটা পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম কেউ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মজা করছে,' মিস মার্ভেল নিজে থেকেই বললেন, 'দ্বিতীয়, তৃতীয় চিঠিটা পাবার পরে ভাবনায় পড়লাম। গতকাল তৃতীয় চিঠিটা পেয়ে মনে হল আমি নিজে গোড়ায় ব্যাপারটাকে যত হালকা ভেবেছি আসলে তা নয় বরং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'চিঠিগুলো ডাক মারফৎ আসেনি দেখছি,' পোয়ারো বলল।

'না,' মিস মার্ভেল বললেন।

'এক চীনে যুবক ওগুলো দিয়ে গেছে আর সেই কারণেই আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কেন?'

'কারণ তিন বছর আগে গ্রেগরী সান ফ্রানসিসকোতে এক চীনে যুবকের কাছ থেকেই ঐ হীরেটি কিনেছিল।'

'মাদাম,' পোয়ারো গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'চিঠিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে আপনি দেখছি সেই—'

'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার', পোয়ারোকে বাধা দিলেন মিস মার্ভেল, 'আমার স্পষ্ট মনে আছে হীরেটা কেনার পরে গ্রেগরী বলেছিল ওর সঙ্গে এক পুরোনো কাহিনী জড়িয়ে আছে, কিন্তু ঐ চীনে যুবকটি ঐ হীরে বিক্রী করেছিল সে কিছু বলেনি। গ্রেগরী এও বলেছিল লোকটা যে কোন কারণেই হোক ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল কোনও মতে জিনিসটা গছিয়ে দিতে পারলে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আর হয়ত এই কারণে হীরেটির যা আসল দাম লোকটি তার দশভাগ শুধু দাম হিসেবে দাবী করেছিল। গ্রেগরী বিয়েতে ঐ হীরেটা আমায় উপহার দিয়েছিল।'

আপনার মুখ থেকে সব শুনে আর চিঠিগুলো পড়ে যা বুঝলাম তা এক অবিশ্বাস্য গল্পকথা। পোয়ারো বলল, 'তা হলেও—কে জানে? ক্যাপ্টেন হেষ্টিংস ছোট পাঁজিটা একবার হাত বাড়িয়ে দাও ত।'

পোয়ারোর নির্দেশ মত ছোট পঞ্জিকাটা বের করে হাতে তুলে দিলাম।

'এই ত পেয়েছি,' কয়েকটা পাতা উল্টে পোয়ারো আপন মনেই বলে উঠল, 'এই শুক্রবারেই পূর্ণিমা, তার মানে হাতে আর তিন দিন সময় আছে। শুনুন মাদাম, আপনি এখানে এসে আমায় উপদেশ চেয়েছিলেন? এবার সেই উপদেশ আমি দিচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। যে অলীক ইতিহাস আপনার হীরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা হয়ত সত্যি, হয়ত নয়! আমি তাই বলছি, এই শুক্রবার পর্যন্ত আপনি হীরেটা আমার হেপাজতে রাখুন। ঐ দিনটা কেটে গেলে আমরা আমাদের পছন্দমত যেকোন পথ ধরে এগোতে পারব।'

পোয়ারোর প্রস্তাব কানে যেতেই মিস মার্ভেলের সুন্দর ফর্সা মুখের ওপর নেমে এল কালো মেঘের ছায়া, মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'তার মানে ওটা এখন এই মুহূর্তে আপনার কাছেই আছে?' পোয়ারো মিস মার্ভেলকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠল।

কোনও উত্তর না দিয়ে মিস মার্ভেল তাঁর গলা থেকে খুলে আনলেন একটি পাতলা চেন, সেটা মুঠোয় ধরে তিনি এগিয়ে এলেন। পোয়ারোর চোখের সামনে এনে হাত খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেল, দেখলাম তাঁর ডান হাতের পাতায় রাখা একখণ্ড সাদা আগুন প্ল্যাটিনামে সেট করা—দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার! সেই চোখ ধাঁধানো একখণ্ড সাদা আগুনের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো আওয়াজ তুলে শ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'মাফ করবেন মাদাম, একটু ছুঁয়ে দেখছি'। বলে

হীরেটা দু আঙ্গুলে তুলে নিল সে, খোলা চোখে এক পলক যাচাই করে আবার সেটা তাঁর হাতের মুঠোয় ফিরিয়ে বলল, খাঁটি বেদাগ হীরে, এমন একটা দামী জিনিস আপনি সব সময় গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ? কি সর্বনাশ।'

'না, মঁসিয়ে পোয়ারো,' মিস মার্ভেল বললেন, 'এটা শুধু আপনাকে দেখানোর জন্য আজ গলায় পরে এসেছি। অন্য সময় এটা আমার গয়নার বাক্সে থাকে আর সেটা থাকে হোটেলের সেফ ডিপোজিট ভল্টে। আমরা ওখানে দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলএ উঠেছি, ওখানে যে ভল্ট আছে, এটা সেখানেই রাখা থাকে।'

'তাহলে আপাতঃত এটা আপনি আমার কাছেই রাখছেন, তাই ত?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'আপনি আমায় ভুল ভুঝবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো,' মিস মার্ভেল হেসে হেসে বললেন, 'আসলে মুসকিল হয়েছে আসছে শুক্রবার আমরা ইয়ার্ডলি চেজে যাচ্ছি, লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলির কাছে কিছুদিন থাকব আমরা তাই এটা এক্ষুণি আপনার কাছে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

ইয়ার্ডলি চেজ—লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলি! নাম দুটো যেন আগেও শুনেছি বলে আমার মনে হল, কিন্তু কবে, কোথায়, কার মুখে, কি প্রসঙ্গে শুনেছি তা তখনই মনে করতে পারলাম না। মনটা তখনকার মত অন্যদিকে ঘুরিয়ে ভাবতে লাগলাম। একটু ভাবতেই মনে পড়ল আমার কয়েক বছর আগের ঘটনা যা সেইসময় এক বিরাট কেচ্ছার আকার নিয়েছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হল, বছর কয়েক আগে লর্ড আর লেডি ইয়ার্ডলি একসঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেখানে লেডি ইয়ার্ডলির নাম ক্যালিফোর্ণিয়ার এক নামী চলচ্চিত্রাভিনেতার নামের সঙ্গে জড়িয়ে কেচ্ছা রটেছিল! কি আশ্চর্য? বিদ্যুৎ ঝলকের মত সেই অভিনেতার নাম আমার মনে পড়ে গেল—গ্রেগরী বি রলফ, অর্থাৎ মিস মেরী মার্ভেলকে যিনি বিয়ে করেছেন বলে জেনেছি, সেই ভদ্রলোক।

'একটা খুবই গোপনীয় বিষয় আমি আপনাকে জানাচ্ছি, মঁসিয়ে পোয়ারো,' মিস মার্ভেল মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'লর্ড ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক চুক্তির কথাবার্তা চলছে, ওর পূর্বপুরুষেরা যেখানে দিন কাটাতেন সেই জায়গায় আমরা একটা ছবির স্যুটিং করব ভাবছি, অতীতের ইয়ার্ডলি নাইট আর জমিদারদের কেন্দ্র করেই ঐ ছবি তোলা হবে।'

'তার মানে আপনি ইয়ার্ডলি চেজের কথা বলছেন,' আমি বিস্ময় চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে বললাম, 'ইংল্যাণ্ডে যত দেখার মত জায়গা আছে ইয়ার্ডলি চেজ তাদের মধ্যে একটি।'

'ঠিকই ধরেছেন', মিস মার্ভেল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন,' পুরো ব্যাপারটার জন্য লর্ড চেজ প্রচুর দাম হাঁকছেন, আমি এখনও জানিনা শেষ পর্যন্ত কাজটা আদৌ হবে কিনা। তবে গ্রেগ একটু বেপরোয়া গোছের লোক, তাছাড়া ব্যবসায় মধ্যে কিছু আমোদ প্রমোদ টেনে আনা ওর বরাবরের শখ।'

কিন্তু আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই বলছি, আপনার ঐ দামী হীরেটা সঙ্গে নিয়ে ইয়ার্ডলি চেজে কি আপনার না গেলেই নয়?'

'উঁহু,' মিস মার্ভেলের ছেলেমানুষী ভরা চাউনী নিমেষে ধূর্ততার কাঠিন্যে মিলিয়ে গেল, কিছুটা শক্ত গলাতে তিনি বললেন, 'এটা গলায় পরেই আমি ওখানে যাব।'

'তাহলে তাই যান,' আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুর পাল্টে বললাম, 'লর্ড ইয়ার্ডলির কাছেও শুনেছি এমন প্রচুর দামী রত্ন আছে যাদের পেছনে আছে কোনও না কোন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, এছাড়া একটা বড় হীরেও তাঁদের কাছে আছে শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন,' মিস মার্ভেল সংক্ষেপে বললেন।

'তাহলে লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আপনার ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে।'

পোয়ারো প্রশ্ন করল, 'নাকি আপনার পতিদেবতা ওকে আগেই চিনতেন?'

'লেডি ইয়ার্ডলি তিনবছর আগে আমেরিকায় গিয়েছিলেন,' একমুহূর্ত দ্বিধা করে কি ভেবে উত্তর দিলেন মিস মার্ভেল, 'তখন ওঁদের চেনাজানা হয়েছিল। ইয়ে-মানে আপনারা কেউ সোসাইটি গসিপ কাগজটা পড়েন?'

পোয়ারো আর আমি দুজনেই তাঁর প্রশ্ন শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করলাম।

'জানতে চাইছি তার কারণ এ হপ্তায় ঐ কাগজে বিখ্যাত প্রচীন রত্ন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে আর ওটা সত্যিই পড়ে দেখার মত—' বলেই তিনি চুপ করে গেলেন।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, এককোণে রাখা সেই কাগজটা নিয়ে আবার ফিরে এলাম। কাগজটা চোখে পড়তেই মেরী আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন, নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি খুঁজে বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন।

'...অন্যান্য বিখ্যাত প্রাচীন রত্নের মধ্যে আছে 'ষ্টার অফ দ্য ইস্ট' নামে একটি বড় বেদাগ হীরে যা বহু বছর ধরে ইয়ার্ডলির জমিদার পরিবারের হেপাজতে আছে। বর্তমানে লর্ড ইয়ার্ডলির কোনও এক পূর্বপুরুষ চীন থেকে ঐ হীরেটি নিয়ে এসেছিলেন, এর সঙ্গে এক অলীক কাহিনী জড়িত তা হল, কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের ডান চোখে বসানো ছিল ঐ হীরে। হুবহু ঐরকম আরেকটি হীরে বসানো ছিল ঐ বিগ্রহের বাঁ চোখে, এবং কথিত আছে, এই হীরেটিও চুরি হবে। "একটি হীরে যাবে পশ্চিমের কোন একটি দেশে, অন্যটি যাবে পূর্বদিকে। ভবিষ্যতে ঐ দুটি হীরে ফিরে আসবে সেই মন্দিরের বিগ্রহের কাছে।" এটা নিছক কাকতলীয় যে বর্তমানে ঐরকম একটি হীরের নাম শোনা গেছে বা 'স্টার অফ দ্য ওয়েস্ট' অথবা 'দ্য ওয়েস্টার্ণ স্টার' নামে পরিচিত আপাততঃ বিখ্যাত চিত্রতারকা মিস মেরী মার্ভেলের হেপাজতে ঐ হীরেটি আছে। দুটি রত্নের মধ্যে সাদৃশ্য ওজনগত তুলনা সত্যিই যথেষ্ট কৌতুহল জাগাবে।'

'ও এই হল ব্যাপার,' পোয়ারো নিজের মনে বলে উঠল 'প্রথম প্রেমের ফল।' পরমুহূর্তে মেরীর দিকে তাকাল সে, গম্ভীর গলায় বলল, 'এসব পড়েও আপনি

এতটুকু ভয় পাচ্ছেন না মাদাম? ধরুন, কোনও চীনে বদমাশ শেষপর্যন্ত সত্যিই ওখানে আপনার সামনে এসে হাজির হল তারপর দুটি হীরে একসঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে সে চলে গেল তার দেশ চীনে, তখন কি করবেন আপনি?'

পোয়ারো যে মেরীকে নিছক ঘাবড়ে দেবার উদ্দেশ্যে এসব বলছে তা বুঝতে আমার বাকি নেই, কিন্তু এও জানি যে পোয়ারোর হাসি ঠাট্টার মধ্যেও কোনও না কোনও কিছু লুকিয়ে থাকে সেটা পরে ধরা পড়ে।

'লেডি ইয়ার্ডলির কাছে যে হীরেটা আছে আমি জানি সেটা আমারটার মত এত ভাল নয়', মেরীর গলায় চিরকালের নারী-সত্ত্বা ফুটে বেরোল, 'তবু আমি একবার নিজের চোখে ওটা দেখতে চাই!'

পোয়ারো হয়ত কিছু বলত কিন্তু তার আগেই বন্ধ দরজা বাইরে থেকে সজোরে গেল খুলে সেই সঙ্গে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষ মানুষ ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর চুলের বাহার থেকে শুরু করে পায়ের চামড়ার জুতোজোড়া দেখে যে কেউ রোমান্টিক নায়ক ছাড়া আর কিছু ভাববে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম ইনি কে।

'ভাবলাম এবার তোমায় ডাকব মেরী,' গ্রেগরী রলফ ঘরকাঁপানো গলায় বলে, উঠলেন, 'শেষকালে নিজেই চলে এলাম। যাক, মঁসিয়ে পোয়ারো আশাকরি সব শুনেছেন, এই সমস্যা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত তাই একবার শুনি। আমার নিজের ধারণা, এ নিছক ভয় দেখিয়ে লোক ঠকানোর কারবার, জানি না আপনি কি বলবেন?'

পোয়ারো গ্রেগরীর দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, 'সে যাই হোক না কেন মিঃ রলফ, আমি আপনার স্ত্রীকে বারণ করেছিলাম যাতে উনি অতবড় হীরেটা সঙ্গে নিয়ে আসছে শুক্রবার দিন ইয়ার্ডলি চেজে না যান।'

'এবিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত', রলফ বললেন মেরীকে, 'আমি আগেই হুঁশিয়ার করেছিলাম, কিন্তু হলে কি হবে, মেরী নিজে ষোলআনা মেয়েমানুষ, গয়নাগাঁটির ব্যাপারে আরেকজন মেয়েমানুষের কাছে সে হার স্বীকার করে কি করে?'

'কি সব বাজে বকছ, গ্রেগরী!' মেরী রলফকে কড়াগলায় ধমক দিলেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম পুলক মেশানো লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানা।

'মাদাম', পোয়ারো কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'আমি আপনাকে আমার সাধ্যমত সদুপদেশ দিলাম, এর বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

মেরী আর রলফকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে গ্যাঁট হয়ে বসল তার চেয়ারে, খুশিখুশি মুখে বলল।

'পতিদেবতাটি ভাল সন্দেহ নেই, একদম মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছেন।'

তবু উনি খেলোয়াড় নেহাৎই কাঁচা, মেয়েদের খেলানোর কৌশলটা উনি জানেন না।'

কয়েক বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেগরীর সঙ্গে লেডি ইয়ার্ডলির অসামাজিক প্রেম ভালবাসার সত্যকাহিনী এবার পোয়ারোকে যতদূর মনে আছে বললাম, শুনে সে এমন ভাব দেখালো যা দেখে মনে হল ঘটনাটা তারও মনে আছে।

'আমিও ঠিক এমন কিছুই ধরে নিয়েছিলাম, পোয়ারো বলল, 'যাক, মন দিয়ে শোন আমি একটু বেরোচ্ছি খানিক পরেই ফিরে আসব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোর।'

পোয়ারো বেরিয়ে যেতে আমি দুচোখ বুঁজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছি এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় মৃদু টোকা দেবার শব্দ হল। চোখ মেলতেই দেখি ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মাচিনসন ঘরের ভেতরে দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়েছেন। আমি চোখ মেলতেই তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আরেকজন ভদ্রমহিলা মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দেখে মনে হল দূরের গাঁগঞ্জের লোক। উনি কাজে বেরিয়েছেন শুনে ভদ্রমহিলা বললেন তাঁর খুব দরকার মঁসিয়ে পোয়ারো ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

''তাঁহলে ওকে বরং এখানেই নিয়ে আসুন, মিসেস মাচিনসন,' আমি বললাম, 'হয়ত আমি ওঁর জন্য কিছু করতে পারি।'

একটু পরে মিসেস মাচিনসন যে ভদ্রমহিলাকে ভেতরে নিয়ে এলেন তাঁকে দেখেই আমার বুকের ভেতরের কলজেটা ধুকপুক করে উঠল বারেকের জন্য। হ্যাঁ, এ মুখ আমার খুবই পরিচিত। এ দেশের সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল সমাজের বিভিন্ন কেচ্ছা কেলেংকারী নিয়ে প্রকাশিত মুখরোচক কাহিনীগুলোতে এই মুখের ফোটো বহুবার ছেপে বেরিয়েছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটি চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন, লেডি ইয়ার্ডলি, আমার বন্ধু মঁসিয়ে পোয়ারো একটু বেরিয়েছেন, অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লেডি ইয়ার্ডলি বসলেন আমার মুখোমুখি। কিছুক্ষণ আগে যিনি এসেছিলেন সেই মেরী মার্ভেলের তুলনায় ইনি অত্যন্ত অন্য রকম। লম্বা, ঘন তামাটে গায়ের রং, মুখখানা ফ্যাকাশে হলেও এক সম্ভ্রান্ত গর্ববোধ সেখানে ফুটে উঠেছে। তাঁর দু'চোখ অদ্ভুত দীপ্তিময়, ঠোঁট দুটি কামনামদির।

তাঁর সমস্যা নিয়ে কথা বলার সাধ জাগল আমার মনে। আর জাগবে নাই বা কেন? বন্ধুবর পোয়ারো সামনে থাকলে বেশীর ভাগ সময় আমি কিছু অসুবিধা বোধ করি—নিজের কের্দাণি দেখাতে পারি না বলে। তা হলেও গোয়েন্দাগিরি করার কিছু ক্ষমতা সীমিত পরিমাণে যে আমার মধ্যেও আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভেতরের সেই তাগিদেই সামনের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললাম, 'লেডি ইয়ার্ডলি, আপনি কেন কি কারণে এখানে এসেছেন তা আমি জানি। হীরে সম্পর্কে আপনি অচেনা কোনও লোকের কাছ থেকে উড়ো চিঠি পেয়েছেন যা ব্ল্যাকমেলিং বলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে।'

প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে লেডি ইয়ার্ডলির গাল দুটো গেল চুপসে, আমার মনে হল সেখানকার সব রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। হাঁ করে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি কি ভাবে জানলেন?'

'এত সাধারণ যুক্তির নিয়ম,' আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললাম, 'মিস মেরী মার্ভেল যদি ভয় দেখানো চিঠি পান তাহলে—'

'মিস মার্ভেল?' লেডি ইয়ার্ডলি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন, 'উনি এখানে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' স্বাভাবিক সুর বজায় রেখে বললাম, 'অর্থাৎ কিছুক্ষণ হল উনি গেছেন। তা যা বলছিলাম, জোড়া হীরের একটি ওঁর কাছে আছে আর তাকে কেন্দ্র করেই উনি যখন বারবার ভয় দেখানো রহস্যময় চিঠি পাচ্ছেন তখন অন্য হীরেটি যাঁর হেপাজতে আছে সেই আপনিও নিশ্চয়ই একই ধরণের কিছু উড়ো চিঠি পেয়েছেন। এটা কত সহজ ও সরল ব্যাপার তা দেখলেন ত? তাহলে বলুন, আপনিও ঐরকম কয়েকটি ভয় দেখানো চিঠি পেয়েছেন?'

মুহূর্তের জন্য তিনি দ্বিধা করলেন যা দেখে মনে হল আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলা ঠিক হবে কি না তা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে বিনীতভাবে জানালেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

'কি ভাবে পেয়েছেন চিঠিগুলো, 'প্রশ্ন করলাম, কোনও চীনে যুবক এসে কি হাতে হাতে দিয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে না,' লেডি ইয়ার্ডলি বললেন, 'চিঠিগুলো সব ডাকে পেয়েছি। আচ্ছা বলুন না, মিস মার্ভেলের বেলাতেও কি একই রকম সব ঘটনা ঘটেছে?'

আমি সকালবেলায় যা যা ঘটেছে সব তাঁকে জানালাম, লেডি ইয়ার্ডলি সব কিছু মন দিয়ে শুনে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুজনের বেলায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে, ওঁকে যে চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছে আমাকেও পাঠানো চিঠিগুলো তাদেরই প্রতিলিপি। একটাই তফাৎ যে উনি হাতে হাতে চিঠিগুলো পেয়েছেন আর আমি পেয়েছি ডাকে। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি তাহল আমি যে চিঠিগুলো পেয়েছি তাদের সবকটায় মিশে আছে একরকম অদ্ভুত কড়া গন্ধ, যেমন গন্ধ পাওয়া যায় ধূপকাঠি জ্বালালে। এই গন্ধ পাবার পরে আমার মনে হচ্ছে চিঠিগুলো পূবের কোনও দেশ থেকে হয়ত এসেছে। কিন্তু এ সবের মানে কি বলতে পারেন!'

'সেটাই ত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে,' তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে বললাম, 'চিঠিগুলো আপনি সঙ্গে এনেছেন? ডাক টিকিটের ওপর যে শীলমোহর পড়েছে তা দেখে আমরা হয়ত কিছু খুঁজে পেতাম।'

'খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে খাম সমেত সবগুলো চিঠি আমি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি,' লেডি ইয়ার্ডলি জানালেন, 'গোড়ায় আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে কেউ নিছক মজা পাবার জন্য আমায় এমনি ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে। একদল চীনে বদমাস সত্যিই ঐ হীরে দুটো যোগাড় করতে উঠে পড়ে লেগেছে একথা বিশ্বাস করতে কি মন চায়? কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে এই ধারণা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে বলতে পারেন?'

যে সব ঘটনা ঘটেছে তাই নিয়ে আমরা দুজনে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম কিন্তু তাতে রহস্যের সামান্যতম সমাধানও হল না। সেখানে লেডি ইয়ার্ডলি উঠে

দাঁড়িয়ে বললেন, মনে হচ্ছে মঁসিয়ে পোয়ারোর জন্য আর অপেক্ষা করে আমার লাভ হবে না। আমি যেজন্য এসেছিলাম আশাকরি সে সবই আপনি ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারছেন, কেমন? যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনাকে, ইয়ে কি যেন আপনার নাম—'

'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। ক্যাভেণ্ডিসরা আপনার খুব চেনা, তাই না? মেরী ক্যাভেণ্ডিসই আমায় মঁসিয়ে পোয়ারোর কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

পোয়ারো ফিরে এলে আমি তার অনুপস্থিতিতে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম এবং তাঁর কাছ থেকে যা যা জেনেছি সবকিছু খুলে বললাম, সব শুনে সে লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে জানার জন্য যেভাবে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগল তা রীতিমত জেরার পর্যায়ে পড়ে।

পোয়রোর জেরার ধরণ শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে কিছুক্ষণ আগে বাইরে যেতে হয়েছিল· বলে এখন তার ক্ষোভ হয়েছে, লেডি ইয়ার্ডলির সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মোটেই খুশি হয়নি সে। আমার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখাটা এখন তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে এখনও মনে হচ্ছে যে আমার বুদ্ধির কোনও সমালোচনা করার পথ না পেয়ে ও ভেতরে ভেতরে খুবই ক্ষেপে উঠেছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে আমি ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম, কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে বললে পাছে খ্যাঁক করে ওঠে সেই ভয়ে চুপ করে রইলাম। যতই খিটখিটে মেজাজ আর বজ্জাতি বুদ্ধি থাকুক না কেন তবু এই বাঁটকুল ও মহা ধুরন্ধর বন্ধুর সঙ্গে আমি সর্বদা একাত্ম হয়ে থাকি।

'তাহলে মতলব মতই সব এগোচ্ছে', অনেক্ষণ অদ্ভুত চাউনী মেলে তাকিয়ে থেকে পোয়ারো মন্তব্য করল, 'হেস্টিংস, ঐ ওপরের তাকে ইংল্যাণ্ডের জমিদারদের কুলজীখানা রাখা আছে, কষ্ট করে ওটা একটু পেড়ে আনো ত।'

'এই তো, পেয়েছি।' জমিদারদের কুলজীর কয়েকটা পাতা পরপর উল্টে এক জায়গায় ও থামল, 'ইয়ার্ডলি জমিদার বংশ....এখন যিনি জমিদার তিনি ঐ বংশের দশম ভাইকাউন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে একটি ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন...হুঁ। ১৯০৭ সালে ব্যারণ বংশের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি মড স্টপারটেনকে বিয়ে করেন... হুঁম্....হুঁম্...হুঁম্! দুই মেয়ের বাবা একজন ১৯০০, আরেকজন ১৯১০ সালে জন্মেছে। এইসব ক্লাবে যাতায়াত আছে...নিবাস...না, এখানে যা জানতে চাইছি তা নেই। তবে হেস্টিংস, আগামীকাল সকালে আমরা ইয়ার্ডলির এই হুজুরের কাছে যাচ্ছি!'

'কি?'

'হ্যাঁ, ঐ যা বললাম। যাচ্ছি বলে আমি ওঁকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।'

'আমি ত ভেবেছিলাম এই কেস তুমি করবে না স্থির করেছো,' আমি বললাম।

'তোমার ভাবনাটা কি পুরোপুরি ঠিক হয়নি,' পোয়ারো বলল, 'মিস মার্ভেল আমার উপদেশ মানতে চাননি তাই আমি ওঁর হয়ে কাজ করব না। তবু আমি এই

কেসের তদন্ত চালিয়ে যাব, আর তা শুধু আমার নিজের—এরকুল পোয়ারোর আত্মতৃপ্তির জন্য। নাচতে নেমে আর ত পিছিয়ে যাওয়া যায় না ভাই।'

'এবং শুধু তোমার আত্মতৃপ্তির জন্য তুমি লর্ড ইয়ার্ডলিকে গাঁ ছেড়ে সাত তাড়াতাড়ি শহরে আসবার জন্য টেলিগ্রাম করেছো? বড় হুজুর কিন্তু তোমার এহেন আচরণে আদৌ খুশি হবেন না।'

'হবেন, খুশি হবেন,' পোয়ারো মুচকি হাসল, 'ওদের এতদিনের ঐতিহ্যবাহী দামী হীরেটা যদি আমার জন্য শেষপর্যন্ত বেঁচে যায় তখন উনি সত্যিই খুশি হবেন কি আজীবন কৃতজ্ঞও থাকবেন।'

'তাহলে—তাহলে তুমি বলতে চাও ওটা খোয়া যাবার সম্ভাবনা সত্যিই আছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেটা প্রায় নিশ্চিত,' পোয়ারো জবাব দিল, 'ঘটনাপ্রবাহ যে ঐদিকেই যাচ্ছে তা কি তুমি নিজেও বুঝতে পারছো না?'

'কিন্তু কিভাবে? কেমন করে?'

'ব্যাস, আর একটি কথাও নয় ক্যাপ্টেন, দোহাই তোমার। অযথা কথা বলে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়োনা।' পোয়ারো ইংল্যাণ্ডের জমিদারদের পেল্লাই কুলজীখানা বন্ধ করে আমার হাতে ফিরিয়ে দিল, 'নাও, বইখানা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে রেখে দাও। থাকে থাকে ভালো করে বইগুলো রাখো তার নীচে, আয়তনে ছোট যেগুলো সেগুলো রাখো তার নীচে এইভাবে। সবকিছুতেই একটা শৃঙ্খলা থাকা দরকার। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস যে কথাটা এর আগেও বহুবার পইপই করে শুনিয়েছি তোমায়।'

'ঠিক বলেছো,' বলে আমি সেই বিকালে বইখানা দুহাতে তুলে নিয়ে তার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম।'

লর্ড ইয়ার্ডলি বেশ হৈচৈ করা আমুদে স্বভাবের লোক এবং সুরসিক।

'কি সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, যার ল্যাজা মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না' লর্ড ইয়ার্ডলি বললেন।, 'আশা করি শুনেছেন যে আমার গিন্নী কতগুলো উড়ো চিঠি পেয়েছেন, আবার ও একই ধরণের চিঠি পেয়েছেন মিস মার্ভেলও। আপনিই বলুন, এসবের মানে কি?'

পোয়ারো সোসাইটির মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যা তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'তার আগে মিঃ লর্ড, আমি জানতে চাই হীরে সম্পর্কে যা কিছু এখানে ছেপে বেরিয়েছে তা সত্যি কিনা?'

'একনজর তাকিয়ে খবরটুকু পড়ে তাঁর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, কাগজখানা তখুনি পোয়ারোকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এসব পুরো গাঁজাখুরি গপ্পো! হীরের পিছনে কোনও অলীক কাহিনী নেই, কোনকালে ছিলও না। এ হীরেটি এসেছে ভারত থেকে অন্ততঃ আমার নিজের তাই দৃঢ় বিশ্বাস। কোনও চীনে ঠাকুর দেবতার চোখে হীরে বসানো ছিল এমন কথা কখনও শুনিনি।'

'তা সত্ত্বেও এ হীরেটি 'দ্য ষ্টার অফ দ্য ইষ্ট' নামেই খ্যাত।'

'বেশ, কিন্তু তাতে হল কি ?' লর্ডের পাল্টা প্রশ্ন শুনে বুঝলাম তিনি বেশ চটেছেন।'

পোয়ারোর ঠোঁটে এবার ফুটে উঠল অর্থব্যঞ্জক হাসি, স্বাভাবিক সুরে সে বলল 'মি লর্ড, আপনি আপনার এই সমস্যাটা পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দিন। কোনরকম সঙ্কোচ না করে যদি তা করেন, তাহলে আপনার বিপদ কাটিয়ে দিতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'তাহলে আপনার মতে এসব নেহাৎ গালগপ্পো নয়, এর ভেতরে কিছুটা সত্যি আছে?'

'আপনি আমার কথামত কাজ করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব, কিন্তু—'

'তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করছি, আশাকরি সদুত্তর দেবেন। ইয়ার্ডলি স্টেজে স্যুটিং করার ব্যাপারে আপনি কি মিঃ রলফের সঙ্গে চুক্তি করেছেন?'

'ও উনি আপনাকে এ বিষয়ে সব বলেছেন, তাই না? না, এখনও পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে তেমন কিছু হয়নি,' সামান্য ইতস্ততঃ করলেন লর্ড ইয়ার্ডলি। তাঁর মুখের পোড়া রং ইঁটের মত লালচে হয়ে উঠেছে দেখে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়েছেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, জীবনে বহুবার আমাকে ঠকতে হয়েছে—কাল পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছি আমি—কিন্তু আমি সব ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াতে চাই। আমি আমার সন্তানদের ভালবাসি, সেইসঙ্গে যা কিছু ঝামেলা সব চুকিয়ে ফেলতে চাই, তাছাড়া আমার পৈত্রিক জমিদারীতেই জীবন কাটাতে চাই। গ্রেগরী রলফ্ আমায় প্রচুর টাকা দিতে চাইছেন। আমার ধার দেনা মিটিয়ে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে যে টাকা দরকার, ওঁর অফার করা টাকার পরিমাণ তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু এ টাকা নিতে আমার মন চাইছে না—বাড়ির ভেতরে স্যুটিং হচ্ছে, ভীড়ের গাদাগাদি হৈচৈ, চেঁচামেচি, এসব ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়—কিন্তু হয়ত আমাকে তাই মেনে নিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না—' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন লর্ড ইয়ার্ডলি।

পোয়ারো এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চাউনী মেলে দেখছিল তাঁকে, তিনি থামতেই সে বলে উঠল।

'তাহলে আপনার হাতে আরও একটি বিকল্প আছে? সেটা কি 'দ্য স্টার অফ দ্য ইষ্ট?' আপনি কি ঐ হীরেটা বিক্রী করার কথা বলছেন?'

'ঠিকই ধরেছেন,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন লর্ড ইয়ার্ডলি, 'গত কয়েক পুরুষ ধরে ঐ হীরেটা আমাদের পরিবারে আছে। মজার ব্যাপার দেখুন, পূর্বপুরুষেরা কেউ ওটাকে দেবত্র সম্পত্তি করে যাননি যার ফলে ওটা বিক্রী করার অধিকার আমার পুরোপুরি আছে। তাহলেও এমন দুর্লভ হীরে কিনবে এমন খাঁটি সমঝদার খদ্দেরই বা কোথায় ক'জন আছে? হ্যাটন গার্ডেন কোম্পানীর দালাল আছে হফবার্ন, ভাল খদ্দের খুঁজে বের করার কথা ওকে অনেক বলে দেখেছি। কিন্তু তেমন খদ্দের যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে খুঁজে বের করতে হবে নয়ত আমায় শেষকালে জলের দরে এটা বেচে দিতে হবে।'

'আর একটা প্রশ্ন, মি লর্ড,' পোয়ারো প্রশ্ন করল, 'আপনি যা করতে চাইছেন তাতে লেডি ইয়ার্ডলির মত আছে?'

'উনি হীরেটা বিক্রী করতে মোটেই চান না,' লর্ড জবাব দিলেন, 'মেয়েমানুষের স্বভাবের কথা আপনাকে আর কি বলব। উনি চান আমাদের বাড়িতে ছবি তোলা হোক, বড় বড় তারকারা আসুন স্যুটিং করুন, এইসব।'

'আপনি এক্ষুণি বাড়ি যেতে চাইছেন, মি লর্ড?' পোয়ারো এক মুহূর্ত কি ভেবে বলল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার যেসব কথাবার্তা হল তা ভুলেও যেন কাউকে বলবেন না। মনে রাখবেন আমরা আজই বিকেল পাঁচটার কিছু পরে ওখানে যাচ্ছি।'

'বেশ, কিন্তু অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না,' লর্ড ইয়ার্ডলির গলায় নিশ্চিন্ততার কোনও ভাব সত্যিই পেলাম না।

'আপনার হীরেটা যাতে খোয়া না যায় তা আমি দেখব, এটাই আপনি চান, তাই না?' পোয়ারো বলল।

'হ্যাঁ, কিন্তু!'

'তাহলে যা বলছি তাই করুন!'

বিভ্রান্ত মুখে ইয়ার্ডলি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরে আমরা পৌঁছোলাম ইয়ার্ডলি চেজে লর্ড ইয়ার্ডলির খাস জমিদারীতে। দু'কাঁধে সোনালী জরির বিল্লা আঁটা ফুলহাতা সাদা জ্যাকেট আর লাল ফিতে লাগানো ট্রাউজার্স পরা এক পেটমোটা বাটলারের পেছন পেছন পোয়ারো আর আমি এসে হাজির হলাম ইয়ার্ডলি ভবনের ড্রইংরুমে। ঘরের ভেতরে পুরোনো জমানার অভিজাত্যের ছাপ এখনও টিকে রয়েছে, ফায়ার প্লেসের কাঠ জ্বলছে গমগম করে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরী লেডী ইয়ার্ডলি তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে, মেয়ে দুটিও তাদের মায়ের মতন সুন্দর দেখতে। ঘন কালো চুলে ভরা মাথাটা গর্বিত ভঙ্গীতে মেয়েদের মাথার ওপর নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লেডী ইয়ার্ডলি। অপূর্ব দেখাচ্ছে তাঁকে এভাবে। লর্ড ইয়ার্ডলি হাসিমুখে মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাটলার দুপা এগিয়ে আমাদের আগমনবার্তা জানাতেই ইয়ার্ডলি নিমেষে চমকে উঠে তাকালেন, তাঁর স্বামীর পোয়ারোর মুখের দিকে তাকানোর ভঙ্গী দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে অতঃপর কি করবেন তা ইঙ্গিতে জানতে চাইছেন তার কাছে।

'মাফ করবেন,' পোয়ারো পরিস্থিতি সামাল দিতে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মিস মার্ভেলের কেসের তদন্ত এখনও আমি চালিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আগামী শুক্রবার দিন ত ওঁর এখানে আসার কথা, তাই না? তার আগে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা নিজের চোখে একবার দেখতেই আমি চলে এলাম। আর হ্যাঁ, তাছাড়া আমার এখানে আসার পেছনে আরো একটা কারণ আছে—আমি লেডি ইয়ার্ডলির কাছে

জানতে এসেছি যেসব উড়ো চিঠি উনি পেয়েছিলেন তাদের সাথে কোন পোষ্ট অফিসের ছাপ মারা ছিল তা ওঁর মনে আছে কি?'

'দুঃখিত,' লেডী ইয়ার্ডলি ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'নামগুলো আমার এই মুহূর্তে আদৌ মনে পড়ছে না। চিঠিগুলো নষ্ট করে আমি খুবই বোকামি করেছি একথা স্বীকার করছি, কিন্তু আমারই বা কি দোষ বলুন, ব্যাপারটা যে শেষকালে এমন গুরুত্ব নেবে তা আমি আগে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আপনারা রাতটা এখানেই থাকছেন তো?' লর্ড ইয়ার্ডলি জানতে চাইলেন।

'না, মি লর্ড,' পোয়ারো চটপট জবাব দিল, 'আমরা এখানে পৌঁছেই একটা সরাইয়ে উঠেছি, মালপত্র সব সেখানেই আছে তাই এখানে থেকে আপনাদের অসুবিধা করতে চাইছি না।'

'আমাদের অসুবিধার কিছু নেই,' লর্ড ইয়ার্ডলি বললেন, 'আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে নিচ্ছি। না, না, বিশ্বাস করুন আপনারা এখানে থাকলে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।' লর্ড ইয়ার্ডলি বারবার অনুরোধ করছেন দেখে পোয়ারো আর আপত্তি করল না। লর্ড ইয়ার্ডলির পাশে বসে তাঁর মেয়ে দুটির সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল সে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পোয়ারো মেয়েদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল, পোয়ারোর ইশারায় আমাকেও হাত ধরে টেনে তাদের পাশে এনে বসিয়ে দিল তারা। কিছুক্ষণ বাদে গালফুলো গম্ভীর দেখতে একজন ধাই মেয়েদের ভেতরে নিয়ে যেতে এল, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও মায়ের চোখের ইশারায় তারা ধাইয়ের পেছন পেছন ভেতরে চলে গেল।

'মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল তার ছেলেবেলা,' লেডি ইয়ার্ডলির উদ্দেশ্যে মন্তব্য করতে গিয়ে পোয়ারোর গলা থেকে একরাশ শ্রদ্ধা ঝরে পড়ল। 'আপনার সন্তানদের দেখে আজ সেকথা নতুন করে মনে পড়ল।'

'ওদের আমি কত স্নেহ করি, ভালবাসি তা বলে বোঝাতে পারব না।' কথাটা বলতে গিয়ে লেডি ইয়ার্ডলির গলাটা আবেগে বুঁজে এল।

'ওরাও আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে,' কুর্নিস করার ভঙ্গিতে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে পোয়ারো বলল, 'এবং তার সঙ্গত কারণও আছে।'

জমিদার বাড়িতে থাকাই যখন সাব্যস্ত করেছি তখন সেখানকার যাবতীয় রীতি মেনে চলতেই হবে। খানিক বাদে বাড়ির ভেতরে ঘন্টা বাজতেই বাটলার এল আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। এমন সময় আরেকজন বাটলার একটা থালায় মুখবন্ধ খাম নিয়ে এসে দাঁড়াল লর্ড ইয়ার্ডলির সামনে।

'মাফ করবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো।' লর্ড ইয়ার্ডলি খামটা তুলে একপলক চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এত দেখছি টেলিগ্রাম।' খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে তারবার্তা বের করে পড়লেন তিনি, তারপর বললেন, 'আপনাকে এটা জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য, মঁসিয়ে পোয়ারো। টেলিগ্রাম করেছে হফবার্গ, ও লিখেছে আমাদের হীরেটা কেনার মত একজন আমেরিকানের সন্ধান ও পেয়েছে, আগামীকাল ওর জাহাজ ছাড়বে। তার আগে আজ রাতে ওরা ওদের লোক পাঠাবে, সে এসে পাথরটা যাচাই

করে যাবে। হে ঈশ্বর, সত্যিই যদি ওটা এত সহজে বিক্রী হয় তাহলে,' এইটুকু বলেই লর্ড ইয়ার্ডলি কেন জানিনা হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেলেন। লেডি ইয়ার্ডলি টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, "জর্জ, পাথরটা এত দিন ধরে আমাদের পরিবারে আছে ওটা তুমি বিক্রী করতে চাইছো তা আমার ইচ্ছে নয়'— বলে তিনিও চুপ মেরে গেলেন। মনে হল স্বামীর কাছ থেকে কোনও উত্তর আশা করছেন, কিন্তু তাঁর স্বামী একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লেডি ইয়ার্ডলি আপনমনে বলে উঠলেন, 'যাই, পোষাকটা পাল্টে ফেলি, মালটা দেখাবার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে,' বলেই পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে ভুরু সামান্য কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত বিশ্রী নোংরা আর ভয়ানক নেকলেসের নকশা আগে কোথাও হয়নি। পাথরগুলো নতুন করে সেট করে একটা নেকলেস গড়িয়ে দেবে একথা জর্জের মুখে বহুবার শুনেছি, কিন্তু এ কথা দেয়াই সার হয়েছে, নতুন নেকলেস আজও আমার কপালে জোটেনি!' বলেই তিনি ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

আরও আধঘন্টা কাটল, বিশাল ড্রইংরুমে আমরা তিনজন বসে আছি লেডি ইয়ার্ডলির অপেক্ষায়।—ডিনারের সময় কয়েক মিনিট হল পেরিয়েছে।

হঠাৎ সামান্য খস্ খস্ শব্দ হতে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকালাম, দেখলাম পা পর্যন্ত লম্বা দামী সাদা পোষাক পরে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন লেডি ইয়ার্ডলি। তাঁর গলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, মনে হল সেখানে যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে সাদা আগুনের স্রোতরাশি। পরমুহূর্তে বুঝতে পারলাম সাদা আগুন বলে যা মনে হচ্ছে তা আসলে হীরের জ্যোতি— 'দ্য ষ্টার অফ দ্য ইষ্ট!' বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে সেই হীরের নেকলেসটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লেডি ইয়ার্ডলী গর্বিত ভঙ্গিতে, এই মুহূর্তে তাঁকে ঠিক গভীর গহন জঙ্গলের এক হিংস্র চিতাবাঘিনীর মত দেখাচ্ছে।

'এটা আপনাদের সামনে বলি দেব,' লেডী ইয়ার্ডলি হালকা রসিকতা করতে চাইলেও তাঁর গলায় অদ্ভুত হিংস্র শোনাল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আগে বড় বাতিটা জ্বালিয়ে নিই তারপর ইংল্যাণ্ডের সবচাইতে বিশ্রী আর যাচ্ছেতাই দেখতে নেকলেসটা আপনাদের সামনে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করব আমি আজই এখুনি! দামী জিনিস কিভাবে নষ্ট করতে হয় তাই দেখুন আপনারা!'

ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর সবকটি সুইচ ছিল তিনি যে দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন তার ঠিক পিছনে। লেডি ইয়ার্ডলি সেদিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা আগে থাকতে কোন জানান না দিয়ে এঘরের আলোগুলো সব নিভে গেল। দরজার পাল্লাতেও কোন কিছু ধাক্কা লেগে প্রচন্ড জোরে আওয়াজ উঠলো। এবং সেই সঙ্গে দরজার ওপার থেকে ভেসে এলো নারী কণ্ঠে সুতীব্র আর্তনাদ।

'কি ব্যাপার?' লর্ড ইয়ার্ডলি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এতো মডের গলা! কি হল?'

লর্ড ইয়ার্ডলি আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবার আমরাও অন্ধকারের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম দরজার দিকে। কয়েক পা এগোতে আঁধারে চোখে পড়ল। সামনে কি যেন দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে মেঝের উপর। টর্চ বের করে জ্বালাতেই দেখলাম দলাপাকানো অবস্থায় যেটা পড়ে আছে সেটা লেডি ইয়ার্ডলির অচেতন দেহ, এই মুহূর্তে তাঁর গলা খালি, সেখানে দড়ির ফাঁসের মত একটা লাল দাগ ফুটে উঠেছে—নেকলেসটা জোর করে কেউ গলা থেকে ছিনিয়ে নেবার ফলে যে ঐ দাগ ফুটে উঠেছে তাঁর গলায় এবিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ রইলনা।

ততক্ষণে ঘরের বৈদ্যুতিক আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। আমরা তিনজনে উবু হয়ে তাঁর মাথার কাছে বসলাম, হাতের শিরা পরীক্ষা করে দেখলাম লেডি ইয়ার্ডলি এখনও বেঁচে আছেন, হৃৎপিন্ডের গতিও স্বাভাবিক। তাহলে?

হঠাৎ চোখ মেলে চাইলেন লেডি ইয়ার্ডলি, বলে উঠলেন, 'চীনে, লোকটা জাতে চীনে, পাশের দরজা দিয়েই—' বলেই থেমে গেলেন তিনি।

স্ত্রীর কথা কানে যেতেই একটা কঠিন শব্দ বেরিয়ে এল লর্ড ইয়ার্ডলির মুখ থেকে, আমার নিজের বুকের ভিতরে হৃৎপিন্ডটা ধুকপুক করে লাফিয়ে উঠল—আবার সেই চীনে! লেডি ইয়ার্ডলি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে আরো বড়জোর চল্লিশ গজ দূরে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা, সেখানে এসে দাঁড়াতে চৌকাঠের দিকে চোখ পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তেজিত হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। উত্তেজনার মানে ঠিক সেখানেই পড়ে আছে লেডী ইয়ার্ডলির সেই নেকলেস, অল্প কিছুক্ষণ আগেও এটা তিনি গলায় পরেছিলেন। বুঝতে পারলুম ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার মুখে কোন কারণে চোর বাধা পেয়েছিল আর তখনই এক অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে নেকলেসটা চৌকাঠের কাছে মেঝের উপর পরে যায়। হারানো মাল অবশেষে খুঁজে পেয়েছি ভেবে নেকলেসটা মেঝে থেকে তুলে নিলাম, কিন্তু ভাল করে সেটা খুটিয়ে দেখতে গিয়ে আবার চমকে উঠলাম, চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার গলার ভেতর থেকে। ততক্ষণে লর্ড ইয়ার্ডলিও এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে, নেকলেসের দিকে একপলক তাকিয়ে আমারই মত এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল তাঁর নিজের গলা থেকেও। আমাদের দুজনের আর্তনাদের একটাই কারণ লেডি ইয়ার্ডলির নেকলেস থেকে তরল সাদা আগুনের মত দেখতে সেই অমূল্য হীরে 'দ্য স্টার অফ দ্য ইস্ট' উধাও হয়েছে।

'তাহলে এই হল ব্যাপার,' আমি বললাম, 'যে এসেছিল সে সাধারণ ছ্যাঁচরা বা সিঁধেল চোর নয়, শুধু ঐ পাথরটিই ছিল তাদের লক্ষ্য।'

'কিন্তু লোকটা ভেতরে ঢুকল কোন পথে?' লর্ড ইয়ার্ডলি আপন মনে প্রশ্ন করলেন।

'এই পথে,' আমি দেয়ালে লাগোয়া ছোট দরজাটা ইশারায় দেখিয়ে বললাম।

'কিন্তু এটা ত সব সময় তালা বন্ধ থাকে।'

'অন্য সময় থাকে কিনা জানি না, কিন্তু এখন এই দরজা তালাবন্ধ নেই,' বলেই

হাতল ধরে টেনে আমি সেই দরজার পাল্লা খুলে ফেললাম। দরজাটা টেনে খোলার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঝুঁকে তুলে নিতে দেখলাম সেটা একফালি রেশমী কাপড়, তার গায়ে সেলাই করা নকশা দেখে বুঝলাম ওটা কোনও চীনে যুবকের পরণে ছিল, পালিয়ে যাবার সময় দরজার হাতলে লেগে ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে, এই ধাঁচের নকশা করা রেশমী পোষাক পরার রেওয়াজ এখনও পর্যন্ত শুধু চীনেদের মধ্যেই চালু আছে।

'দৌড়ে আসুন সবাই!' চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'লোকটা এই পথ ধরে নিশ্চয়ই বেশী দূরে যেতে পারেনি।'

লর্ড ইয়ার্ডলি, বাটলার, আর রাঁধুনীদের নিয়ে আমি সেই দরজা দিয়ে অনেকদূব পর্যন্ত গেলাম বটে, কিন্তু যাওয়াই সার হল। রাতের আঁধারে চীনে চোর বাবজী তার অনেক আগেই বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা যে পথ দিয়ে চোর ধরতে গিয়েছিলাম সেই পথ ধরে আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। লর্ড ইয়ার্ডলি তাঁর একজন পরিচারককে পুলিশ খবর দিতে তখনই থানায় পাঠালেন।

পোয়ারো কিন্তু চোর ধরতে আমার সঙ্গে যায়নি, সে লেডি ইয়ার্ডলিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে বাস্তবে কি ঘটেছে তাই জানতে চাইছিল।

'বড় বাতির সুইচটা জ্বালাতে যাব এমন সময় পেছন থেকে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর,' লেডি ইয়ার্ডলি বললেন, 'ও এত জোরে নেকলেসটা আমার গলা থেকে ছিঁড়ে নিল যে আমার মাথা গেল ঘুরে। টাল সামলাতে না পেরে আমি মেঝের ওপর পড়ে গেলাম। পড়ে যাবার সময় এক পলকের জন্য দেখলাম লোকটা দেওয়ালের লাগোয়া দরজা দিয়ে পালাচ্ছে, আর তখনই চোখে পড়ল ওর মাথায় পেছনে ছোট বাঁধা চুলের ছোট বিনুনি আর পরণে হলদে রেশমী আলখাল্লা, তাই দেখেই বুঝলাম লোকটা জাতে চীনে।' এইটুকু বলে সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় শিউড়ে উঠে থেমে গেলেন লেডি ইয়ার্ডলি। পোয়ারো মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনল, একটি প্রশ্ন বা মন্তব্যও করলনা সে।

'মিঃ হফবার্নের কাছ থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, মি লর্ড,' বাটলার ভেতরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, 'আপনারা ওঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'হায় ঈশ্বর!' লর্ড ইয়ার্ডলি নিজেই আক্ষেপের সুরে বলে উঠলেন, পবমুহূর্তে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তবু ওঁর সঙ্গে আমায় অবশ্যই দেখা করতে হবে। শোন, মুলিংস, এখানে নয়, ভদ্রলোককে লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসাও, আমি যাচ্ছি।'

'আর কি আমাদের এখানে থাকা ভাল দেখাবে?' পোয়ারোকে একপাশে ডেকে বললাম, 'এই রাতেই লণ্ডনে ফিরে গেলে হয় না?'

'লণ্ডনে ফিরে যাব?' পোয়ারো আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল 'কিন্তু কেন যাব, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?'

'এটাও আমায় ব্যাখ্যা করতে হবে?' গলা ঝেড়ে নিয়ে চাপা গলায় বললাম 'ব্যাপারটা যে এখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে তাও কি তুমি বুঝতে পারছো না? তুমিই লর্ড ইয়ার্ডলিকে বলেছিলে তোমার কথামত যেন উনি চলেন—

তারপরে তোমারই চোখের সামনে হীরেটা চুরি হয়ে গেল, এর পরে কোন লজ্জায় আমরা আর এখানে থাকব বলতে পারো?'

'সে ত বটেই,' পোয়ারো এমনভাবে কথাটা বলল যেন আসলে তেমন কিছুটা ঘটেনি, 'আমি যেসব কেসে বিরাট ভেলকি দেখিয়ে জিতেছি এটা তাদের মধ্যে পড়েনা ঠিকই। তাহলে ত বুঝতেই পারছো, কিছু মনে কোরনা যেন তোমার মক্কেল ল্যাজেগোবরে হবার পরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?'

'আর জমিদার বাড়ির ডিনার, তার কি হবে?' পোয়ারো এতক্ষণে গলা চড়ালো, 'লর্ড ইয়ার্ডলির খাস রাঁধুনি আমাদের জন্য যে কি ডিনার বানিয়েছে তা না খেয়েই চলে যাব? না বাবু ফিরে যেতে চাও তুমি যাও, আমি আগে ডিনার খাব, তারপর জমিদার বাড়ির বিছানায় নরম গদীতে গা ঢেলে আরমে ঘুমোব।'

বয়স বাড়লে মানুষের বুদ্ধি কমে আর সেই তুলনায় তাঁর নোনা আর বেহায়াপনা যায় খুব বেড়ে, পোয়ারো যে সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এই মুহূর্তে সে বিষয়ে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই।

'হুঃ, কি এমন আহামরি ডিনার!' আমার মন্তব্যে ভেতরের অধৈর্য ভাব কিছুটা বেরিয়ে পড়ল।

'তোমার কি হল, হেস্টিংস?'

পোয়ারো বলল, 'তোমার হাবভাব দেখে আমি সত্যি বলতে কি, কি বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না, এখানকার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা যেন এক সাংঘাতিক ব্যাপার, এমন ভাবই বেরোচ্ছে তোমার বুলিতে!'

'বেশী বাজে বক না,' ভেতরের বিরক্তি এবার আমার মুখ দিয়ে ফুটে বেরোল, 'মিস মার্ভেলের হীরেটার নিরাপত্তার কথা ভেবেও তোমার যত শীগ্গির সম্ভব লণ্ডনে ফিরে যাওয়া দরকার!

'তার সঙ্গে আমার লণ্ডনে এখুনি ফিরে যাবার কি সম্পর্ক?'

পোয়ারোর ন্যাকামো দেখে আমার আবার ধৈর্যচ্যুতি হল, গলা কিছুটা চড়িয়ে বললাম, 'নিজের চোখেই ত দেখলে একটা হীরে কেমন আমাদের চোখের সামনে বেহাত হল, শত্রুপক্ষ যে এবার ওর জোড়াটা হাতাবার তালে থাকবে এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় আসছে না কেন?'

'ওঃ, এই কথা।' কয়েক পা এগিয়ে পেছিয়ে পোয়ারো এমন এক চাউনী মেলে আমার দিকে তাকাল যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, মিস মার্ভেল যেসব চিঠি পেয়েছেন তাতে পূর্ণিমার রাতের উল্লেখ রয়েছে আগামী শুক্রবার পূর্ণিমা, অতএব আমাদের হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে।'

পূর্ণিমার উল্লেখ সত্যিই আমার মনে ছিল না, পোয়ারো কথাটা মনে পড়িয়ে দিতে আমার শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে এল। তবু পোয়ারোকে ধন্যবাদ যে সে সত্যিই ডিনার

খাবার জন্য আর বসে রইল না, থাকা সম্ভব হচ্ছে না বলে লর্ড ইয়ার্ডলির কাছে মার্জনা চেয়ে একটি চিঠি লিখে সে আমায় নিয়ে তখনই রওনা হল লণ্ডনের দিকে।

মিস মার্ভেল উঠেছেন ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে, তা আগেই উল্লেখ করেছি. আমার ইচ্ছে ছিল রাতেই মিস মার্ভেলের সঙ্গে দেখা করে লেডী ইয়ার্ডলির হীরে ছিনতাই হবার খবরটা আগাম দিয়ে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিই, কিন্তু পোয়ারো তাতে রাজী হল না, বলল যে ঐ খবর আগামীকাল সকালেই দেয়া যাবে সেজন্য তাড়া নেই। পোয়ারোর কথা না মেনে উপায় নেই তাই কোনও প্রতিবাদ না করে নিজের মনে গজগজ করতে লাগলাম।

কিন্তু পরদিন সকালবেলায় পোয়ারোর ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারলাম যে বাড়ির বাইরে যাবার ইচ্ছে তার মোটেই নেই। গোড়াতেই আমি ধবে নিলাম একটা বড় ভুল হয়ে গেছে তাই পোয়ারো আর এই কেস নিয়ে এগোতে চাইছে না। কিন্তু আমি জোরাজুরি করতে ও মিস মার্ভেলের কাছে না যাবার যে ব্যাখ্যা কবল তাতে প্রমাণ হল আমার অনুমান ভুল, পোয়ারো যুক্তি দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইল যেহেতু ইয়ার্ডলি চেজের হীরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ইতিমধ্যেই স্থানীয় সব খবরের কাগজে বিস্তাবিতভাবে ছেপে বেরিয়েছে তাই মিস মার্ভেল আর তার স্বামী মিঃ রলফকে এই খবর্টা এখন নতুন কবে জানানো নিরর্থক। পোয়ারোর যুক্তি অকাট্য তা মেনে নিয়ে আপন মনে গজরানো ছাড়া আসার আর কিছুই করার রইল না।

কিন্তু এর পরের ঘটনা প্রমাণ করল যে আমার আকাঙ্খা ও হুঁশিয়ারী এতটুকু অযৌক্তিক ছিল না—বেলা দুটো নাগাদ টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল। পোয়ারো রিসিভার তুলে কয়েক মুহূর্ত কানে ঠেকিয়ে কি শুনল কে জানে, তারপর 'আচ্ছা, রাখছি,'বলে সেটা আগের জায়গায় রেখে দিল।

'কি হয়েছে জানতে চাও?' পোয়ারোকে এই প্রথম মুখ কালো করতে দেখলাম। লজ্জার সঙ্গে জানাল, 'মিস মার্ভেলের হীবেটাও চুরি হয়েছে।'

'সে কি?' পোয়ারোর কথা শুনে আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সুযোগ পেয়ে একটু রসিয়েই বললাম, ''কি গো, তোমার পূর্ণিমার রাতের কি হল? এমন ত হবার কথা ছিল না, তাহলে'?

পোয়ারো কোনও জবাব দিল না, মুখ নিচু করে বসে রইল সে।

'চুরিটা হল কখন?'

'ওদের কথা শুনে বুঝলাম আজ সকালে,' পোয়ারো জানাল।

'আমার কথা শুনলে এটা অবশ্যই এড়ানো যেত,' আমি জোর গলায় বললাম, 'আমার ধারণা যে ঠিক তা এখন তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো।'

'তাই ত দেখাচ্ছে সোনা, পোয়ারো সতর্কভাবে মন্তব্য করল, 'অনেকের মতে দেখানোর মধ্যে একটা ঠকানো আর ঠকে যাওয়ার ব্যাপার আছে, তবু ঘটনা যেমন দেখায় সেটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।'

এবার আর ঘরের ভেতর শুয়ে বা বসে থাকা চলবে না তাই ট্যাক্সি চেপে আমরা দুজনে রওনা হলাম ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলের দিকে, যাবার পথে বললাম, 'পূর্ণিমার

রাতে হীরে চুরি করার মতলব নিঃসন্দেহে অভিনব। শুক্রবারের আগে পর্যন্ত কিছু হবে না এই বলে আমাদের নজর সেদিকে ব্যস্ত রেখে তস্কর চূড়ামণি তার অনেক আগেই তার কাজ হাঁসিল করে ফেলল। তার মতলব তুমি আগে থেকে টের পাওনি এটাই যা দুঃখের ব্যাপার।'

'যা বলেছো!' পোয়ারো এতক্ষণ তার স্বভাবিক গলায় বলল, 'একজনের পক্ষে সব কিছু আগে থাকতে ভেবে রাখা সম্ভব নয়!'

পোয়ারো যে জোর করে তার পুরোনো হাসিখুশি মেজাজ বজায় রাখতে চাইছে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ রইল না, অন্যদিকে তার এই ব্যর্থতার কথা ভেবে দুঃখও কম হল না। পোয়ারো নিজে যে কোনরকম ব্যর্থতাকে কিরকম ঘেন্না করে তা আমার অজানা নাই।

'জিতে রহো ভাইসাব,' পোয়ারোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'পরের বার তোমাকে ঠেকাবে কার সাধ্য!'

ম্যাগনিফিসেন্ট হোটেলে গিয়ে পৌঁছোনোর পর ওখানকার কর্মচারীরা আমাদের নিয়ে এল ম্যানেজারের কামরায়। মিস মার্ভেলের স্বামী গ্রেগরী রলফ্ সেখানে আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসা দুজন গোয়েন্দা তাঁকে নানাভাবে জেরা করছে। হোটেলের জনৈক কেরাণীকে দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে উল্টোদিকে বসে তাঁদের কথাবার্তা শুনছেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই রলফ্ মাথা নেড়ে সংক্ষেপে অভিবাদন জানালেন।

'আমরা ব্যাপারটার গোড়ায় যাবার চেষ্টা করছি,' রলফ্ মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না। জিনিসটা হাতানোর মত সাহস লোকটার হল কি করে তাই আমি বুঝে উঠতে পারছি না!'

গ্রেগরী রলফে্র মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ যেটুকু শুনলাম তা রকম। সকাল এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট নাগাদ উনি কোনও কাজে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক পনেরো মিনিট বাদে অর্থাৎ সকাল সাড়ে এগারোটায় হুবহু তাঁরই মত দেখতে একটি লোক হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারের কাছে তাঁর গয়নার বাক্সটি চান। ম্যানেজার নিয়ম অনুযায়ী একটি রসিদে তাঁকে সই করতে বলেন। ভদ্রলোক রসিদে সই করার পরে ম্যানেজার গ্রেগরী রলফের মূল স্বাক্ষরের সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখেন এবং লক্ষ্য করেন যে পরের স্বাক্ষরটি কিছুটা অন্যরকম। এই বিষয়টি উল্লেখ করলে ভদ্রলোক জানান যে ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করার সময় তাঁর ডানহাতের দুটি আঙ্গুল জখম হয়েছিল যে কারণে তাঁর পরের স্বাক্ষর হুবহু একরকম ঠেকছে না।

রলফের বক্তব্য শেষ হতেই হোটেলের কেরানী ভদ্রলোক মুখ খুললেন, তিনি যা বললেন তাতে এই বোঝায় যে দ্বিতীয় স্বাক্ষর তিনিও দেখেছেন তবে তাতে উল্লেখ করার মত কোনও তফাৎ ছিল না।

'দেখবেন, আপনারা আবার যেন আমাকে চোর ছ্যাঁচোর বলে ভাববেন না,' সেই ভদ্রলোক মন্তব্য করেছিলেন, একজন চীনে বেশ কিছুদিন ধরে আমায় ভয় দেখানো

চিঠি লিখছে আর দুঃখের ব্যাপার হল আমি নিজেই অনেকটা চীনেদের মত দেখতে, বিশেষ করে আমার চোখ দুটো ত প্রায় ওদের মত।'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে আমিও তাকিয়েছিলাম, কেরানী ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দেখলাম ঠিকই চোখদুটো একটু কুতকুতে যেমন থাকে চীনেদের।'

'বাজে গালগল্পো রাখুন,' গ্রেগরী রলফ্ শরীরটা সামনে ঝুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন আমার চোখদুটো কি চীনেদের মত কুতকুতে?'

কেরানী ভদ্রলোক মুখ তুলে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখলেন তারপর মন্তব্য করলেন, 'না মশাই, আমার নিজের চোখে অন্ততঃ ঠেকেছে না।' কি ভেবে আমিও ভাল করে তাকালাম রলফের চোখের দিকে। কিন্তু না, এত সেই চেনা কটা দুটি চোখ গভীর আত্মপ্রত্যয় যেখান থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। এ চোখের চাউনীকে কোনভাবেই সন্দেহ করা যায় না।

'খদ্দেরটির বুকের পাটা আছে বলতে হবে,' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আসা গোয়েন্দা অফিসারটি মন্তব্য করলেন, 'সন্দেহ এড়ানোর জন্য দুচোখে সামান্য মেকাপ নিয়েছিলেন আগে থেকেই। তবে এটাও ঠিক যে, লোকটা আগে থেকেই আপনার ওপর নজর রেখেছিল, আপনি বেরিয়ে যাবার পরেই ও এসে ঢুকেছিল হোটেলে।'

'ত মিঃ রলফের সেই গয়নার বাক্সটার কি হল?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওটা পাওয়া গেছে', ম্যানেজার বললেন, 'হোটেলের করিডোরে পড়েছিল, ভেতরে সবকিছু যেমন ছিল তেমনি কি আছে, শুধু একটি জিনিস বাদে তাহল "দ্য স্টার অফ দ্য ইষ্ট" নামে একটি দামী হীরে।'

ম্যানেজারের কথা যোগ হতে পোয়ারো আর আমি দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকালাম—গোটা ব্যাপারটা যেন অতিপ্রাকৃতিক, অবিশ্বাস্য।

'এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ আমি কোনও কাজে এলাম না; পোয়ারো আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করল, 'আচ্ছা, মিঃ রলফ্ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?'

'আমার আপত্তি করার কিছু নেই,' রলফ্ জানালেন, 'তবে এতবড় একটা ঘটনা ঘটার পরেও মানসিক দিক থেকে খুব বড় আঘাত পেয়েছে, বেচারী এখন শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, তাই বলছিলাম—'

'থাক, বুঝেছি,' পোয়ারো হাত তুলে তাঁকে বাধা দিল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ছিল, আপনার অসুবিধে নেই ত?'

'কোনও অসুবিধা নেই।' রলফ্ বললেন, 'আসুন আমার কামরায়।'

পোয়ারো গ্রেগরী রলফের সঙ্গে গেল আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল।

'চলো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস', পোয়ারো বলল, 'এবার একবার পোস্ট অফিসে যেতে হবে, একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।'

'কাকে?'

'লর্ড ইয়ার্ডলিকে,' পোয়ারো আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'চলো, আর দেরী করার মত সময় নেই। তুমি মনে মনে কি ভাবছো তা আমি বুঝতে পারছি,

আমার জায়গায় থাকলে তুমি হয়ত মুখ বুঁজে থাকতে পারতে না ও নিয়ে আমার মনে করার কিছু নেই। ওসব বাদ দাও, চলো এবার গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসা যাক।'

লাঞ্চ খেয়ে পোয়ারোর সঙ্গে তার বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন বিকেল প্রায় চারটে বাজে। জানালার পাশে একটি লোক একা বসেছিল, আমাদের ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়াল লর্ড ইয়ার্ডলি। মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় প্রচণ্ড মানসিক ঝড়ে কি নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়েছেন তিনি।

'আপনার তার পেয়েই ছুটে এসেছি,' লর্ড ইয়ার্ডলি কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, 'এদিকে আরেক রহস্য দানা বেঁধেছে—আপনার এখানে আসবার আগে আমি হফবার্নের সঙ্গে দেখা করেছি, ওর মুখ থেকেই শুনলাম গত রাতে ওদের দালাল হিসেবে যে লোকটি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল তাকে ও চেনে না, এছাড়া আমায় কোনও টেলিগ্রামও পাঠায় নি? এই হল ব্যাপার এখন বলুন আপনার—'

'মাফ করবেন!' হাত তুলে পোয়ারো তাঁকে থামালো, 'ঐ টেলিগ্রাম আমিই আপনাকে পাঠিয়েছিলাম আর হফবার্নের দালাল বলে যে আপনার কাছে গিয়েছিল সেও আমারই লোক, ওকেও আমিই পাঠিয়েছিলাম।'

'আপনি! এসব আপনার কীর্তি তাহলে?' লর্ড ইয়ার্ডলি পোয়ারোর স্বীকারোক্তি শুনে হোচট খেলেন, 'কিন্তু এসবের অর্থ কি?'

'অর্থ একটাই—পুরো ব্যাপারটা আমি একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম,' পোয়ারো জানালা 'এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

'পুরো ব্যাপারটা এক জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, হা ঈশ্বর!' পোয়ারোর মন্তব্যের অর্থ যে লর্ড ইয়ার্ডলি বুঝতে পারছেন না তা তাঁর কথাতেই ফুটে বেরোল।

'আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, মি লর্ড,' পোয়ারো খোশমেজাজে বলে উঠল, 'আর তাই আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি,' বলে পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে নাটকীয় ভঙ্গিতে সে মেলে দিল লর্ড ইয়ার্ডলির দিকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম জিনিসটি বড় আকারের একটি হীরে।

'এইতো আমার সেই চুরি যাওয়া হীরে,' বলতে গিয়ে লর্ড ইয়ার্ডলির গলা কেঁপে গেল, 'দ্য স্টার অফ দ্য ইস্ট! কিন্তু আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না...'

'সত্যিই পাচ্ছেন না?' পোয়ারো মুচকি হাসল, অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন এই হীরেটা চুরি যাওয়া খুব দরকার ছিল। আমি আপনাকে বলেছিলাম আপনার জিনিস আপনার কাছেই গচ্ছিত থাকবে মনে পড়ে? আমি আমার সেই কথা রেখেছি। কি ভাবে এটা উদ্ধার করেছি তা একান্ত গোপনীয়, এবং অনুগ্রহ করে তা জানতে চাইবেন না। যাক লেডী ইয়ার্ডলিকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন এবং এও জানাবেন যে তাঁর হারানো মাণিক তাঁকে ফেরৎ দিতে পেরে আমি নিজেও এত খুশি হয়েছি যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না। বিদায়, মিলর্ড।'

লর্ড ইয়ার্ডলিকে এক বিশাল ধাঁধার মধ্যে পেলে আমার বাঁটিকুল গোয়েন্দা বন্ধু

এরকুল পোয়ারো হাসতে হাসতে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তিনি বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে সে আবার এসে ঢুকল ঘরে।

'পোয়ারো,' আমি খুব শান্ত সুরে বললাম, 'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?'

'না, বন্ধু,' পোয়ারো জবাব দিল, 'এ মাথা আমার খারাপ হয়নি, আসলে তুমি মানসিক দিক থেকে ধোঁয়াশার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছো।'

'হীরেটা তুমি কোথা থেকে পেলে?'

'মিঃ গ্রেগরী রলফের কাছ থেকে।'

'মিঃ রলফ্! কি বলছ তুমি?'

পোয়ারোর কথা শুনে মনে হল এবাব আমাব মাথা সত্যিই খারাপ হয়েছে। 'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, একজন চীনে মিস মার্ভেলকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখছে, তাছাড়া সোসাইটি গসিপ ম্যাগাজিনের লেখা। এসব যাঁর উর্বব মস্তিষ্কের ফসল তিনি হলেন মিঃ গ্রেগরী বলফ্! দুটো হীরে হুবহু একই রকম দেখতে, একটা আরেকটার জোড়া কিন্তু এসব নিছক গুল ছাড়া কিছু নয়! আসলে হীরে একটাই আর তা আছে ইয়ার্ডলি পরিবারেব অন্যান্য দামী বত্নেব সঙ্গে, মনে বেখো এই একটা হীবে তিন বছর ছিল গ্রেগরী রলফের কাছে। আজ সকালবেলা নিজের দুচোখের কোণে সামান্য চর্বির মেকাপ লাগিয়ে চেহারাটা পাল্টে নিয়েছিলেন তিনি যাতে চোখদুটো দেখাবে চীনেদের মত। নাঃ হেস্টিংস যাই বলো না কেন, রলফ্ লোকটা জাত অভিনেতা বলতে হয়, দেখতে হবে ফিল্মে ওকে কেমন দেখায়!'

'কিন্তু রলফ ওঁর নিজের হীরে কেন চুরি করবেন তা ত বুঝলাম না।' কিছু বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম।

'অনেকগুলো কারণে,' পোয়ারো জবাব দিল, 'যার মধ্যে একটি হল লেডিইয়ার্ডলি যিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

'লেডি ইয়ার্ডলি?'

'হ্যাঁ, উনি যে কিছুদিন ক্যালিফোর্ণিয়ায ছিলেন সেকথা আশাকবি মনে আছে, ঐ সময় ওঁর পতিদেবতা অর্থাৎ লর্ড ইয়ার্ডলি অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে ফুর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলেন যার ফলে লেডি ইয়ার্ডলি সবদিক থেকে হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ। সেই সময় তাঁর জীবনে এসে আবির্ভূত হলেন হলিউডের সুন্দর ও সুপুরুষ অভিনেতা গ্রেগরী রলফ্। রলফের চেহারা আর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে লেডি ইয়ার্ডলি নিজেকে সঁপে দিলেন তাঁর কাছে। ঐ সুযোগে রলফ্ লেডি ইয়ার্ডলিকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করলেন। রলফ্ কিন্তু সেখানেই থামলেন না, লেডি ইয়ার্ডলিকে তিনি ব্ল্যাকমেল করতে লাগলেন। সেদিন ইয়ার্ডলি চেজে গিয়ে লেডি ইয়ার্ডলিকে আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে উনি মুখ ফুটে স্বীকার করেছেন। লেডি ইয়ার্ডলি এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার অর্থ তিনি খুবই অসর্তক ছিলেন যে কারণে ঐ ঘটনা ঘটেছিল, ওঁর বক্তব্য আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এটাও ঘটনা যে লেডি ইয়ার্ডলি একসময় নিজের হাতে কিছু প্রেমপত্র লিখেছিলেন বলফকে। এবং তিনি ঐগুলো ফাঁস করে দেবেন

বলে ভয় দেখান মহিলাকে। রলফের ব্ল্যাকমেলিংয়ে ঘাবড়ে গেলেন লেডি ইয়ার্ডলি। প্রেমপত্রের কথা জানাজানি হলে তাঁর ভাবমূর্তি বিকৃত হবে এবং লর্ড ইয়ার্ডলি ইচ্ছে করলেই তাঁকে ডিভোর্স করবেন যার পরিণতি হিসেবে প্রাণের চাইতেও প্রিয় সন্তানদের ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। এইসব ভেবে তিনি রলফের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়ালেন। লেডি ইয়ার্ডলির নিজের জমানো টাকাকড়ি বলতে কিছুই ছিল না জেনেই রলফ্ তাঁকে নিজের ইচ্ছেমত চালাচ্ছিলেন, এমনকি শেষপর্যন্ত রলফের নির্দেশে আঠার সাহায্যে নিজের দামী হীরেটির একটি হুবহু নকলও তিনি বানাতে বাধ্য হন এবং আসলটি তুলে দেন রলফের হাতে। দুটি হীরেই কেড়ে নেওয়া হবে এবং 'দ্য ওয়েস্টর্ণ স্টার' নামে হীরেটিকে পুনরুদ্ধার করা হবে এই ব্যাপারটাই প্রথম সন্দেহ তোলে আমার মনে। লর্ড ইয়ার্ডলি ঝামেলা মোটেই পছন্দ করেন না, তিনি সবকিছু মিটিয়ে ফেলার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন এমন সময় হীরে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত লেডি ইয়ার্ডলির কাছে আরেক সমস্যা হয়ে দেখা দিল—কারণ আসল হীরেটি রলফ্ তাঁর কাছ থেকে আগেই হাতিয়ে নিয়েছে, তাঁর নিজের কাছে যা আছে তা হল আঠা দিয়ে তৈরী ঐ হীরের একটি নকল যা বিক্রী দূরে থাক, যাচাইয়ের সময় ঠিক ধরা পড়ে যাবে। গ্রেগরী রলফ তখন সবে ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছেন সেইসময় লেডি ইয়ার্ডলি নিজের সমস্যা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন এবং এ ব্যাপারে সাহায্য কবার অনুরোধ করলেন। রলফ্ লেডি ইয়ার্ডলিকে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিলেন এবং তারপর জোড়া ডাকাতির এক পরিকল্পনা করলেন। ঐভাবে তিনি তাঁর একদা প্রেমিকার মুখ বন্ধ করতে পারবেন যিনি তাঁর সঙ্গে নিজের অতীতের কেলেঙ্কারীর কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানাবেন তাঁর স্বামীকে কিন্তু তাতে আমাদের ব্ল্যাকমেলার রলফের কি লাভ হবে? লাভ হবে বইকি—বীমার ক্ষতিপূরণজনিত বীমার টাকা বাবদ তিনি পাবেন নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আবার একই সঙ্গে হীরেটা থেকে যাবে তাঁরই দখলে। ঘটনা যখন এতদূর এগিয়েছে ঠিক তখনই মঞ্চে আরেকজনের আবির্ভাব তাঁর নাম এরকুল পোয়ারো। এই আমি, এ হীরে যাচাই করার লোক আসছে শুনেই লেডী ইয়ার্ডলি তাঁর গলার হীরে ঝোলানো হীরে ছিনতাই হবার এক নাটক করে বসলেন আর চমৎকার অভিনয়ের ফলে নাটকটা সফল হল! কিন্তু এরকুল পোয়ারোর চোখের নজর ঠেকায় এমন সাধ্য কার আছে? বাস্তবে কি ঘটনা? লেডি ইয়ার্ডলি নিজেই দরজার পিছনের সুইচ টিপে ঘরের আলো নেভালেন, ঘরের লাগোয়া দরজার পাল্লাটা খুলে জোর আওয়াজ তুলে বন্ধ করলেন, গলা থেকে নেকলেসটা খুলে দরজার চৌকাঠের সামনে ছুঁড়ে ফেলে বেহুঁস হবার ভান করে মেঝের ওপর কিছুক্ষণ পড়ে রইলেন। এই নাটক করার আগেই যে উনি ওঁর নেকলেস থেকে হীরের আদলটা বের করে নিয়েছিলেন আশাকরি তা নতুন করে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু ঘটনা ঘটার আগে ওঁর গলায় যে নেকলেস ছিল তা আমি নিজে দেখেছি!' বাধা দিয়ে বলে উঠলাম।

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, বন্ধু', পোয়ারো হাত তুলে বলল, 'আগে ধৈর্য

ধরে সবকথা শোন। নেকলেসটা উনি যে হাত দিয়ে ছুঁয়েছিলেন তা আশাকরি এখনও তোমার মনে আছে। হীরের আদলটা খুলে নেবার সঙ্গে সেই ফাঁকা জায়গাটা উনি আসলে হাত দিয়ে কৌশলে ঢেকে রেখেছিলেন, এই হল ব্যাপার। এরপর আসে রেশমী কাপড়ের টুকরোর ব্যাপার যেটা পরে লাগোয়া দরজার ওপাশে পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, এমন একটি নাটক করার পরিকল্পনা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে এক টুকরো রেশমী কাপড় ঐখানে ফেলে রাখা কি তাঁর পক্ষে এমন আর কি কঠিন কাজ! তারপরে কি ঘটনা জানতে চাইছো? খবরের কাগজে লেডি ইয়ার্ডলির বাড়িতে তাঁর বিখ্যাত হীরে ছিনতাই হয়েছে ও খবর পড়েই আসল নাটের গুরু গ্রেগরী রলফ্ নিজেও নাটক করার লোভ সামলাবেনই বা কি করে? লেডি ইয়ার্ডলির মত তিনিও চুরি বলো, ডাকাতি বলো, ছিনতাই বলো, ঐ সাজানো নাটকে বেড়ে অভিনয় করলেন। অভিনেতা হিসেবে মেকাপের কারুকার্য রলফ্ ভালই জানেন, দুচোখে এমন চর্বি লাগালেন যাতে দেখলে তাঁকে চীনে বলে যে কেউ ভেবে বসে। হোটেল থেকে বেরিয়ে চোখের চাউনি পাল্টে আবার তিনি ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যে, তারপর হীরে চুরির দ্বিতীয় সাজানো নাটকে অভিনয় করলেন।'

'সবই ত বুঝলাম,' পোয়ারো থামতে জানতে চাইলাম, 'কিন্তু তুমি রলফ্‌কে এমন কি বলেছো যাতে ভয় পেয়ে উনি হীরেটা তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন?'

'তেমন কিছুই বলিনি,' পোয়ারো বলল, 'শুধু বললাম লেডি ইয়ার্ডলি ওঁর অতীতের পা ফসকানোর ঘটনা তাঁর স্বামীকে খুলে বলেছেন এবং ইয়ার্ডলি পরিবারের ঐতিহ্যবিজড়িত হীরেটা ফেরৎ নিতেই যে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাও বললাম, আর হ্যাঁ সেই রলফ্‌কে এও বললাম যে হয় ভালোয় ভালোয় তিনি হীরে ফেরৎ দিন, নয়ত পুলিশ এসে ওকে উদ্ধার করবে এবং তাঁর নামে মামলা রুজু করা হবে। এরকম আরও কয়েকটা মিছামিছি ভয় দেখাতেই রলফের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হীরেটা তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন।'

'কিন্তু ভেবে দ্যাখো,' একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তোমার এই সাফল্যের ফলে কি মেরী মার্ভেলের ওপর খুব অন্যায় অবিচার করা হল না? বিনাদোষে বেচারীকে নিজের হীরেটা খোয়াতে হল।'

'ভুল করছ', পোয়ারো বলল, 'ওর সঙ্গে ত একখানা জলজ্যান্ত বিজ্ঞাপন সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে অন্য কোনদিকে ওর মন নেই, চিন্তা-ভাবনাও নেই।'

''অর্থাৎ এখানেও সেই গ্রেগরী রলফ্,' পোয়ারোর ইঙ্গিত ধরতে পেরে বললাম, 'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে রলফ্ নিজেই ওঁকে উড়ো চিঠি লিখতেন।'

'হতে পারে,' পোয়ারো আমার বক্তব্যে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমি লেডি ইয়ার্ডলির কথা ভাবছি, সে কী ক্যাভেণ্ডিসের উপদেশ মেনে উনি নিজের সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আমার কাছে। ঘটনাচক্রে আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ওকে শুনিয়ে দিল যে মেরী মার্ভেলেও এখানে এসেছেন সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যে। মেরী মার্ভেলকে লেডী ইয়ার্ডলি নিজের শত্রু বলে ভাবেন, তিনিও এখানে এসে হাজির হয়েছেন জেনেই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টালেন, ততক্ষণে

তোমার মুখ থেকে তিনি জেনেছেন জল কতদূরে গড়িয়েছে। তোমায় প্রশ্ন করেই জেনেছি। ভয় দেখানো চিঠি মিস মার্ভেলের মত উনিও পাচ্ছেন কিনা একথা তোমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে, উনি গোড়ায় নিজে থেকে এ বিষয়ে তোমাকে কিছুই বলেন নি। তোমার কথা শুনেই উনি একটা সুযোগ নেবার সিদ্ধান্ত নেন।'

'দুঃখিত তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।' পোয়ারোর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, 'তুমি নিজে মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করো না এটা খুবই দুঃখের বিষয়,' পোয়ারো বলল, 'চিঠিগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন একথা লেডি ইয়ার্ডলি তোমায় বলেন নি? হায় বুদ্ধুরাম, মেয়েরা প্রকৃতপক্ষে কখনও কোনও চিঠি নষ্ট করে না; এমনকি যদি সেটা তার পক্ষে অমঙ্গলজনক হয় তবুও না!'

আমার ভেতরে রাগ ক্রমেই বাড়ছে টের পাচ্ছি, বহু কষ্টে তা চেপে বললাম, 'তুমি নিজে ত দিব্যি জিতে গেলে, আর এদিকে আমি, আমার অবস্থা কি হল? এই কেসের গোড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে। এরও একটা সীমা থাকা দরকার।'

'কিন্তু নিজের বোকামিটুকু ত তুমি গোড়া থেকে উপভোগ করছিলে, বন্ধু,' পোয়ারো তার চিরাচরিত ভাল মানুষের মত মুখ করে নিরীহ গলায় বলল, 'তোমার বোকামি আর মূর্খামির সেই স্বর্গ নিজের হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তোমাকে ব্যথা দিই কি করে বলো?'

'ওসব বোল না। ওতে আমায় ভোলানো যাবে না, আমি বললাম 'আমাকে বোকা বানাবার বরাবরের খেয়ালটা এবার তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছো!''

'আহা, অত রাগ করছ কেন?' পোয়ারো প্রবোধ দেবার স্বরে বলল 'রাগ করার মত এমন কিই বা হয়েছে শুনি?'

'আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটা পোয়ারোর মুখের ওপর বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পোয়ারো অন্যান্যবারের মত এবারেও তার বুদ্ধির সূতো ছিড়ে গেছে আর আমি দিব্যি সেই সূতো গিলে শেষপর্যন্ত এক বিশ্ব ভোঁদাইয়ে পরিণত হয়েছি। কিন্তু বারবার এই খেলায় বাজি জিতে যাবে পোয়ারো? না? ঢের হয়েছে, এবার ওকে এমন শিক্ষা দেব যা নাকি বহুদিন মনে থাকবে। ভেতরে ভেতরে আমার রাগ এমন বেড়েছে টের পাচ্ছি যে কিছু সময় না কাটলে পোয়ারোকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না! বারে গোয়েন্দা পোয়ারো, এমন তোল্লা আমায় দিয়ে গেলে যে নিজের বোকামির ফাঁদে আমাকে নিজেকেই জড়িয়ে পড়তে হল।

অনুবাদ ❑ শুভদেব চক্রবর্তী

দ্য লস্ট মাইন

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাংকের পাশবইখানা রেখে দিতেই পোয়ারো মুখ তুলে তাকাল। জানতে চাইল, 'কি হল, কি দেখলে?'

অদ্ভুত ব্যাপার, আমি বললাম, 'আমার ওভারড্রাফটের পরিমাণ কিন্তু মোটেও বাড়ছে না।'

'ওঃ, এই ব্যাপার!' যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে পোয়ারো বলল, 'এই নিয়ে এত চিন্তা? একটা ওভারড্রাফট্ হাতে পেলে আমি সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারতাম না।'

'তাহলে এটাই ধরে নেব যে এই মুহূর্তে তোমার ব্যাংক ব্যালান্স পরিমাণে এমন বেড়েছে যাতে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।'

'চারশো চৌচল্লিশ পাউণ্ড চৌচল্লিশ পেন্স,' আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল পোয়ারো, 'পরিমাণটা সত্যই অনেক, তাই না?'

'এ নিশ্চয়ই তোমার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কেরামতি' আমি বললাম, 'খুঁটিনাটি হলেও তোমার যে সবসময় বিস্তারিত বিবরণ নইলে চলে না তা ওঁর জানা আছে বোঝাই যাচ্ছে। তা ঐ জমানো টাকা থেকে অন্ততঃ তিনশো পাউণ্ড পারকিউপাইন পেট্রোলের খনিতে লগ্নী করবে নাকি? আজকের খবরের কাগজে ওদের কোম্পানীর প্রসপেক্টস বেরিয়েছে তাতে লেখা আছে যে আগামী বছর ওরা শেয়ার পিছু শতকরা একশো ভাগ ডিভিডেণ্ড দেবে।'

'না ভাই,' পোয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওসব ঝুঁকির মধ্যে আমি নেই, আমি লগ্নী করব হুঁশিয়ার হয়ে এমন জায়গায় যেখানে কোনরকম ঝুঁকি নেই—বড়জোর পাত্তি সে পাত্তি, তার বেশী নয়।'

'সে কি! তুমি আগে কখনও সাট্টায় টাকা লাগাওনি, শেয়ার কেনাবেচা করো নি?'

'না, করিনি,' পোয়ারো জোর গলায় বলল, 'শুধু বার্মা মাইনস লিমিটেডে আমার চোদ্দশো শেয়ার ছিল তোমার ভাষায় আর তেমন চটক বা জৌলুস নেই।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো পোয়ারো, মনে হল আমার মুখ থেকে উৎসাহ পাবার মত কিছু শোনার অপেক্ষা করছে সে।

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' পোয়ারো মুখ টিপে হাসল, 'আর এও জেনে রেখো যে ঐসব শেয়ারের মালিকানা পেতে একটি পয়সাও খরচ হয়নি, সেই জটিল রহস্যের সমাধান করার পুরস্কার হিসেবে ওগুলো আমার উপহার দেয়া হয়েছিল। শুনতে চাও সেই গল্প? শুরু করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'বার্মার অনেক ভেতরে ছিল ঐ তেলের খনি, জায়গাটা রেঙ্গুন থেকে দুশো মাইল দূরে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন চীনা ঐ তেলের খনির সন্ধান পায়, মুসলমান বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত চালু ছিল, পরে ১৮৬৮ সালে পুরো খনিটাই বাতিল হয়ে যায়। খনির ভেতর থেকে তুলে আনা সমৃদ্ধ সীসা আর রূপোর আকর থেকে

চীনারা শুধু রূপোটা বের করে নিত আর ধাতুমল হিসেবে সীসেটুকু ফেলে দিত। পরে নতুন করে বার্মায় যখন খনি খোঁজা শুরু হল তখন খনির আগেকার মালিকেরা যে আকর থেকে শুধু রূপোটুকু বের করে নিয়ে সীসেটা ফেলে দিত সেকথা জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু জানাজানি হলে কি হবে, পরিত্যক্ত হবার ফলে ততদিনে জল ঢুকেছে খনির ভেতরে, তাছাড়া বহু জায়গা ধ্বসেও পড়েছে। এই কারণে বহু চেষ্টা করেও নতুন খনি খোঁড়ার দলগুলো আগের সেই খনিটির হদিশ পেল না। নতুন নতুন দল এসে গোটা এলাকা খুঁড়ে ফেলল কিন্তু এত করেও তারা সেই পুরোনো খনিটি খুঁজে পেল না। যারা খনি খুঁজে বেড়ায় তাদের বলে প্রসপেক্টর, এইরকম একদল প্রসপেক্টর বহু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সফল হল, ঐ খনির সুলুক সন্ধান রাখে এমন এক চীনে পরিবারকে খুঁজে বের করল তারা, পরিবারের প্রধান উলিংয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল।'

''বাঃ, গপ্পো বেশ জমে গেছে ত,' কথাটা আমার মুখ থেকে বেরোল, 'চালিয়ে যাও। এ যে রোমান্টিক কাহিনীরও বাড়া দেখছি!'

'তাহলেই বোঝ!' পোয়ারোর গলায় মুড এসে গেল, 'তোমার আবার লালচুলওয়ালী ছুঁড়ি দেখলেই মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু স্বর্ণকেশী রূপসীদের ছাড়াও যে রোমান্স হয় তা আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে! তা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ভাল কথা মনে পড়ল, সেই যে তোমাকে নিয়ে মাঝখানে কি একটা যেন হল, সেই যে একমাথা লালচুল একটা বাচ্চা মেয়ে দিব্যি ফুটফুটে দেখতে, তোমার সঙ্গে যেন ও কি একটা হয়েছিল শুনলাম—'

'বাজে কথা বাদ দিয়ে নিজের গপ্পো শোনাও!' পাছে আমাকে লেঙ্গি মারে এই ভয়ে আমি আগে থাকতেই পোয়ারোকে থামিয়ে নিলাম।

'তাহলে তোমার সেই ঘটনা বরং এখনকার মত ধামাচাপা থাক, তার চাইতে ফিরে চল আমার বার্মা মাইনে,' পোয়ারো তার স্বভাবসিদ্ধ বজ্জাতি হাসি হেসে আবার শুরু করল, 'কোথায় যেন থেমেছিলাম—হ্যাঁ মনে পড়েছে, উলিং—তা এই উলিং পেশায় ছিল ব্যবসায়ি, গোটা এলাকার মানুষ শ্রদ্ধা করত। পুরোনো খনি কেনার জন্য যারা দালাল পাঠিয়েছিল তাদের উলিং জানাল খনির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র তার হেপাজতেই আছে এবং খনি বিক্রি করতে তার কোন আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, উলিং কথা প্রসঙ্গে এও জানাল যে খনি বিক্রি এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে সে কোন দালালের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না, যারা সত্যি খনিটি কিনতে চায় শুধু তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা যা বলার বলবে সে। দালালেরা প্রথমে গররাজি হলেও শেষ পর্যন্ত উলিংয়ের জেদের কাছে হার মানল, ঠিক হল, যে কোম্পানী ঐ খনি কিনতে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উলিং নিজে তার ডিরেক্টরদের সঙ্গে দেখা করবে এবং খনি বিক্রি ও মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যা কথাবার্তা বলার তা সে সেখানেই গিয়ে নিজেমুখে তাদের বলবে।

উলিং তার খনির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র নিয়ে ' এস এস আসুন্টা' নামে এক জাহাজে চেপে রওনা হল ইংল্যাণ্ডের দিকে। নভেম্বর মাসের কুয়াশা আর ধোঁয়াটেভরা এক শীতের সকালে জাহাজ এসে নোঙ্গর করল সাউদাম্পটন বন্দরে।

উলিংকে অভ্যর্থনা জানাতে মিঃ পিয়ার্সন নামের জনৈক ডিরেক্টর রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু ঘন কুয়াশার মাঝখানে আটকে পড়ে তাঁর ট্রেন যথাস্থানে পৌঁছাতে কিছুটা দেরী করে ফেলল। মিঃ পিয়ার্সনের ট্রেন সাউদাম্পটনে এক সময়ে এসে পৌঁছাল ঠিকই কিন্তু জাহাজে উঠে তিনি তাকে কেবিনে দেখতে পেলেন না। খোঁজখবর নিয়ে মিঃ পিয়ার্সন জানতে পারলেন তাঁর আসতে দেরী হচ্ছে দেখে উলিং আর অপেক্ষা করেনি, নিজের মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে সে ডাঙ্গায় উঠেছে তারপর একটি বিশেষ ট্রেন ধরে একাই রওনা হয়েছে লণ্ডনের দিকে। উলিংকে না পেয়ে মিঃ পিয়ার্সন বিরক্ত হয়েই ফিরে এলেন লণ্ডনে কারণ উলিং কোথায় কোন হোটেলে উঠবে এসব কিছুই তখনও পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল না। বেলার দিকে উলিং নিজেই টেলিফোনে যোগাযোগ করল মিঃ পিয়ার্সনের অফিসে, সে জানাল যে এতটা সমুদ্র পাড়ি দেবার পরে তার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে তাই সে আজ আর মিঃ পিয়ার্সনের অফিসে যেতে পারল না, তবে আগামীকাল অবশ্যই সেখানে যাবে সে এবং বোর্ড মিটিংয়ে হাজির থাকবে।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বোর্ড মিটিং শুরু হল। কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল তবু উলিংয়ের পাত্তা নেই দেখে মিঃ পিয়ার্সন এবং অন্যান্য ডিরেক্টরেরা চিন্তায় পড়লেন। মিঃ পিয়ার্সনের সেক্রেটারী এবার তাঁর নির্দেশে টেলিফোন করল রাসেল স্কোয়ার হোটেলে, খোঁজ নিয়ে জানতে পারল আগের দিন রাতে উলিংয়ের এক বন্ধু এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে রাত দশটা নাগাদ উলিং সেই যে বেরিয়েছে আর সে হোটেলে ফিরে আসে নি। আগের দিন রাতে বেরিয়েছিল উলিং তারপর সে আর হোটেলে ফেরেনি, এ খবর শুনে মিঃ পিয়ার্সন আর কোম্পানীর অন্যান্য ডিরেক্টরেরা চিন্তায় পড়লেন, তাঁরা ধরেই নিলেন যে উলিং আগে কখনও লণ্ডনে আসেনি এখানকার পথ ঘাট ও তার অচেনা, নিশ্চয়ই পথ চিনে সে হোটেলে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু দুপুর কেটে যাবার পরেও যখন উলিং এল না তখন কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না, মিঃ পিয়ার্সন নিজেই পুলিশে খবর দিলেন। সেদিনটা এমনই কেটে গেল, বিকেল গড়িয়ে রাত নামল তবু উলিং ফিরে এল না তার হোটেলে। এদিকে লণ্ডন পুলিশও চুপ করে রইল না তারাও উলিংকে খুঁজে বের করতে সবরকম চেষ্টা চালাতে লাগল। পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ টেমস নদীর জলে এক মাঝবয়সী চীনের মৃতদেহ পুলিশ খুঁজে পেল, রাসেল স্কোয়ার হোটেলের কর্মচারীবৃন্দ এবং মিঃ পিয়ার্সন সবাই তা নিখোঁজ উলিংয়ের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করল। উলিংয়ের পরনে ছিল স্যুট, কিন্তু তার কোনও পকেটে খনি বিক্রী সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র ছিল না। উলিং হোটেলের যে কামরায় ছিল পুলিশ সেখানেও খানাতল্লাসী করল, কিন্তু অবাক কাণ্ড— উলিং সঙ্গে যে মালপত্র এনেছিল তার ভেতরেও কোনও দলিলপত্র বা ঐ জাতীয় একটি কাগজও পাওয়া গেল না।

লণ্ডন পুলিশ পড়ল মহা সমস্যায়, অনেক তদন্ত করেও ঐ জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারল না তারা এবং এরপরেই মিঃ পিয়ার্সন আমার সঙ্গে দেখা করলেন, এবং বুঝতেই পারছো, তদন্তের দায়িত্ব আমারই হাতে সঁপে দিলেন তিনি।

এটাও আশা করি বুঝেছো যে উলিংয়ের খুনের রহস্য নিয়ে যতটুকু নয় তার চাইতে অনেক বেশী চিন্তিত ছিলেন তার কাছে যে সব দলিলপত্র ছিল সেগুলো কিভাবে হোটেলে তারই কামরার ভেতর থেকে উধাও হল তাই নিয়ে। পুলিশ অবশ্য তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল যে উলিংয়ের খুনীকে ধরতে পারলে তার কাছ থেকেই হারানো দলিলপত্র সব উদ্ধার করা যাবে। কোম্পানীর স্বার্থে মিঃ পিয়ার্সন আমাকে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বললেন।

সহযোগিতা করতে আমার নিজের তরফ থেকে বলাবাহুল্য কোনও আপত্তি ছিল না। তদন্তের দুটি পথ খোলা ছিল আমার কাছে এক কোম্পানীর সেইসব কর্মচারীদের খুঁজে বের করা যারা উলিং খনি বিক্রী করতে আসছে এ খবর জানতে পেরেছিল; দুই, উলিং যে জাহাজে চেপে লণ্ডনে এসেছিল তার যাত্রীদের তালিকা জোগাড় করা এবং তাদের সঙ্গে উলিংয়ের সঙ্গে যাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল তাদের খুঁজে বের করা। আমি দ্বিতীয় পথ ধরেই এগোলাম। আমি তদন্ত শুরু করার পরেই ইন্সপেক্টর মিনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ঐ কেসের তদন্তের দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর—আমাদের বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ যেমন লোক ইনি কিন্তু তেমন ছিলেন না—আমার সাহায্য করার এতটুকু ইচ্ছে তাঁর স্বভাবে দেখিনি, তার ওপর কথাবার্তাও ছিল অসভ্য ইতরের মত, যা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় কোন মতেই। ইন্সপেক্টর মিনার আর আমি দুজনেই উলিং যে জাহাজে চেপে লণ্ডনে এসেছিল সেই 'এস এস আসুন্টা'র যাত্রীদের একে একে জেরা করলাম, ক্যাপ্টেন, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার এমন কি খালাসীদেরও বাদ দিলাম না।

কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হল না। সবাই একই কথা বলল যার অর্থ হল জাহাজে ওঠার পর থেকে উলিং গোটা পথের বেশীরভাগ সময়টাই একা নিজের কেবিনে শুয়ে বসে কাটিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে শুধু দুজনকে খুঁজে পেলাম উলিং যাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেছিল তাদের একজনের নাম ডায়ার, অন্যজনের নাম চার্লস লেস্টার। এরা দুজনে ছিল সাদা চামড়ার ইউরোপীয়। এদের মধ্যে ডায়ার লোকটি খুব সুবিধের লোক ছিল না, একসময় অকাজ কুকাজ করে বেরিয়েছে সে খবর লণ্ডন পুলিশ এবং অফিসার কারও অজানা ছিল না। অন্য লোকটি অর্থাৎ চার্লস লেস্টার কোন এক অফিসে কেরাণীগিরি করত, হংকং থেকে সে ফিরে এসেছিল লণ্ডনে। ডায়ার আর চার্লস লেস্টারের ফোটো আমরা আড়াল থেকে তাদের অজান্তে তুলে নিলাম। নিজে তদন্ত করে শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ঐ দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই উলিংয়ের রহস্যময় মৃত্যু ও তার দলিলপত্র খোয়া যাবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আরও চিন্তাভাবনা করে ডায়ারকেই তখনকার মত দোষী ঠাওরালাম কারণ নতুন খুনখারাপী করে বেড়ায় এমন একদল পেশাদার চীনে অপরাধীর সঙ্গে সে আগে থেকেই জড়িত ছিল।

এবার এলাম রাসেল স্কোয়ার হোটেলে যেখানে উলিং উঠেছিল। উলিংয়ের মৃতদেহের ফোটো দেখে হোটেলের কর্মচারীরাই তাকে গোড়ায় সনাক্ত করেছিল। কিন্তু ডায়ারের ফোটো দেখিয়ে যখন ইন্সপেক্টর মিলার আর আমি জানতে চাইলাম এ লোকটিই উলিংকে আগের দিন রাতের বেলা হোটেল থেকে বের করে নিয়ে

গিয়েছিল কিনা। কিন্তু হোটেলের কর্মচারীরা সবাই ঘাড় নেড়ে বলল উলিং যার সঙ্গে সে রাতে বেরিয়েছিল সে লোকের ফোটো ওটা নয়। এরপর চার্লস লিস্টারের ফোটো বের করে দেখালাম আমরা। ফোটো দেখে তারা বলল এই সেই লোক যার সঙ্গে উলিং হোটেলের বাইরে বেরিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। তাদের মুখ থেকেই শুনলাম হোটেলটি যার অর্থাৎ চার্লস লেস্টার সে রাতে যখন উলিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

এইভাবে তদন্তের কাজ এগোতে লাগল। চার্লস লেস্টারকে সন্দেহভাজন হিসেবে আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এবার তাকে দফায় দফায় জেরা শুরু করলাম আমরা। লেস্টার জানাল যে সে পুরোপুরি নির্দোষ, এবং উলিং খুন হয়েছে শুনে দুঃখপ্রকাশও করল। তাঁর মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ যা পেলাম তা এরকম ঃ উলিং তাকে ঐ দিন রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। লেস্টার সেই কথামত ঐদিন রাত সাড়ে দশটায় হোটেলে গিয়ে উলিংয়ের খোঁজ করছিল কিন্তু জানতে পারে যে উলিং কোথায় যেন বেরিয়েছে। উলিংয়ের চাকরের সঙ্গে চার্লসের দেখা হয়েছিল, সে জানাল মনিব তাকে বলেছেন সে এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি জায়গায় যেতে। এর মধ্যে লোকটার সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি, তাই উলিংয়ের চাকর যখন ট্যাক্সি নিয়ে এল তখন সে বিশ্বাসে ভর করে উলিংয়ের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তাতে চেপে বসল। চার্লসের নির্দেশে ট্যাক্সি এসে থামল বন্দরের কাছাকাছি। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নেমে আশপাশের পরিবেশ দেখে চার্লসের মনে কেমন সন্দেহ হল কারণ ভাড়াটে অপরাধীদের ডেরা হিসেবে সেই জায়গার যথেষ্ট দুর্নাম আছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই তাই লেস্টার বাড়ি ফেরার পথ ধরল, তার সন্দেহ হল তাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবার পেছনে নিশ্চয় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে। উলিংয়ের চাকর লেস্টারকে অনেক বোঝাল, কিন্তু সে তার কথায় কান দিল না।

কিন্তু এরপর নিজেরা খুঁটিয়ে যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম লেস্টার যে বিবৃতি দিয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যে আর মনগড়া। প্রথমতঃ উলিং একাই লণ্ডনে এসেছিল, তার সঙ্গে চাকর বা রাঁধুনি কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত যে ট্যাক্সিতে চেপে সে হোটেল থেকে বেরিয়েছিল পুলিশ তার চালককে খুঁজে বের করল। তারই মুখ থেকে যা জানা গেল তা হল, চার্লস লেস্টার এবং তার সঙ্গীর নির্দেশে ট্যাক্সিচালক সে রাতে তাদের লণ্ডনের চীনে পাড়ার এক কুখ্যাত এলাকায় নিয়ে এসেছিল। ঐ এলাকায় আফিম পাওয়া যায় যা বে-আইনি এবং যার নেশা করতে অনেকেই সেখানে ছুটে আসে। ঐখানে একটি বাড়ির ভেতরে লেস্টার আর সঙ্গী ঢুকেছিল। ঘন্টাখানেক বাদে লেস্টার একা বেরিয়ে এসেছিল সেই বাড়ি থেকে। লেস্টারের মুখ তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তা ট্যাক্সিচালকের মনে আছে, তার নির্দেশে সে এরপর তাকে কাছাকাছি পাতাল রেলের স্টেশনে নামিয়ে দেয়।

এরপর চার্লস লেস্টারের স্বভাব চরিত্র আর্থিক অবস্থা ও গতিবিধি খুঁজে বের করা হল। জানতে পারলাম লোকটার স্বভাব এমনিতে খারাপ নয়, তবে জুয়া খেলে অনেক টাকা সে নষ্ট করেছে এবং বর্তমানে প্রচুর দেনা চেপে বসেছে তার কাঁধে। অন্যদিকে ডায়ারের বিবৃতিও লেখা হয়েছিল, এমনকি আমরা একসময় এও সন্দেহ

করেছিলাম যে লেস্টারের আসল নামই হয়ত ডায়ার। এবং হয়ত সব জায়গাতে সে নিজেকে চার্লস লেস্টার বলে পরিচয় দিয়েছে সন্দেহের দায় এড়াতে। কিন্তু আরও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম এ সন্দেহ অমূলক। আমরা চীনে পাড়ার সেই কুখ্যাত বাড়িতেও গেলাম যেখানে আফিমের নেশা করতে সবাই আসে। কিন্তু সেখানকার মালিক সাফ জানিয়ে দিল যে চার্লস লেস্টার বা তার সঙ্গী কেউই সেখানে যায়নি। মালিক এও জানাল যে সে একজন সৎ নাগরিক, ঘুমিয়ে আফিমের নেশা করতে তার কাছে আসে এ খবর পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যে।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু চার্লস লেস্টার বাঁচল না। উলিংকে খুন করার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। তার বাড়িতে পুলিশ অনেক খানাতল্লাসী চালাল, কিন্তু খনি বেচাকেনার দলিলপত্রের হদিশ পাওযা গেল না। পুলিশ আফিমের ডেরাব মালিককেও খুনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে হিসেবে গ্রেপ্তার কবল, কিন্তু তার ডেরাতে খানা তল্লাশী করে দলিল বা আফিমের কিছুই মিলল না।

এরই মাঝে মিঃ পিয়ার্সনের চোখে ঘুম নেই। উত্তেজিত অবস্থায় দিনের বেশীর ভাগ সময় তিনি বাড়িতে পায়চাবী করে কাটাচ্ছেন আর এতবড় একটা দাঁও হাতের নাগালের মধ্যে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল বলে আক্ষেপ করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বিশেষ প্রয়োজনে। আমায় দেখেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আমি একটি কোচে বসতেই মিঃ পিয়ার্সন পায়চারী করা থামিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। তদন্ত কতদূর এগিয়েছে সংক্ষেপে তার বিবরণ শুনে বলে উঠলেন, 'কিন্তু তাই বলে আপনি আশাকরি নিরাশ হননি, মঁসিয়ে পোয়ারো, নিশ্চয়ই কোনও বুদ্ধি আপনার মাথায় খেলছে।'

'অবশ্যই, মিঃ পিয়ার্সন,' আমি সর্তক হয়ে বললাম, 'বুদ্ধি একটা কেন, গাদা গাদা জন্ম নিচ্ছে আমার মগজে, আর সেটাই হয়েছে মুসকিল; কারণ সেগুলো একেকটা একেক দিকে যেতে চাইছে।'

'যেমন?' মিঃ পিয়ার্সন জানতে চাইলেন, 'একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?'

'দৃষ্টান্ত হিসেবে ট্যাক্সিচালককেই ধরে নিতে পারেন এই মুহূর্তে,' আগের মতই সর্তক হয়ে বললাম, 'ও যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে এটাই দেখা যাচ্ছে যে ঘটনার দিন রাতের বেলা সে দুজন যাত্রীকে চীনে পাড়ায় একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। এখন এরা দুজন গোড়াতে যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেটা কি সত্যিই সেই বাড়ি? এমন কি হতে পারে না যে ট্যাক্সি থামিয়ে ওরা দুজন বাড়ির সামনে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ঢুকেছিল? আমার এই বক্তব্যকে কি আপনি অযৌক্তিক বলতে পারেন?'

'যেটা কুখ্যাত অপরাধীদের আড্ডা আর আফিমের ডেরা?'

মিঃ পিয়ার্সনের মুখে কোনও উত্তর জোগাল না, চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম আমি যে এভাবে চিন্তা করছি তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। অনেক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'কিন্তু শুধু এভাবে বসে চিন্তাভাবনা করলেই কি আপনার চলবে? আমাদের কি আর কিছুই করার নেই?'

'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমি ফুস মন্তরে উলিংয়ের হত্যাকারী আর তার হারানো দলিলপত্র এনে তুলে দেব আপনার হাতে তাহলে খুব ভুল করেছেন,' একটু কড়া গলাতেই কথাটা শোনালাম, 'আমি জাদুকর নই, পেশাদার গোয়েন্দা তা একবারের জন্যও যেন ভুলে যাবেন না। আপনি দলিল খোয়া যাবার দুঃখে ভেবে ভেবে মন আর মাথা খারাপ করতে পারেন কিন্তু ওসব আমার ধাতে পোষাবে না। আরেকটা কথা, আপনি এও ভাববেন না যে আমি এরকুল পোয়ারো চীনে পাড়ায় আফিমের ডেরার নোংরা আড্ডায় ঢুকে অপরাধীকে খুঁজে বের করব। অযথা উত্তেজিত না হয়ে শান্ত হোন। আমার লোকেরা ওসব জায়গায় ছড়িয়ে আছে, খোঁজখবর যা জোগাড় করার তারাই করবে। আপনার ইচ্ছেমত এগোতে গেলে তদন্তের নামে আমার আঁধারে হাতড়ে বেড়ানোই সার হবে।'

আমি মিছে কথা বলিনি, বাড়ি ফিরে দেখলাম দুজন গুপ্তচর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এরা দুজনেই আমার নির্দেশে চীনে পাড়ায় ঢুকে সেই কুখ্যাত আফিমের ডেরার ওপর নজর রেখেছিল আর ঘটনার দিন রাতে কারা সেখানে গিয়েছিল সে সম্পর্কে নানাভাবে খোঁজখবর নিচ্ছিল। তাদের মুখ থেকে শুনলাম সে রাতে সত্যিই ট্যাক্সি থেকে দুজন যাত্রী নেমে এসেছিল, কিন্তু তারা আফিমের ডেরায় ঢোকেনি, তার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকেছিল একটি চীনে বাড়িতে যেখানে বাইরের যেকোন লোক রেস্তোরাঁর মত দাম দিয়ে তৈরী খাবার কিনে খেতে পারে। কিন্তু পরে বাড়ি থেকে একা চার্লস লেস্টারকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছিল স্থানীয় লোকেরা, তার সঙ্গীর কি পরিণতি ঘটেছিল তা তাদের জানা নেই।

মিঃ পিয়ার্সনের কথাগুলো শুনে সত্যি বলতে কি তাঁর ওপর আমি রেগেই গিয়েছিলাম, তাই আমি যে চুপ করে নেই এটা বোঝানোর জন্য পরদিন সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে খবরটা জানিয়ে দিলাম।'

'তারপর?' আমি জানতে চাইলাম।

'তারপর পড়লাম আরেক মুশকিলে। চার্লস লেস্টার চীনে পাড়ায় যে বাড়িতে ঘটনার দিন রাতে খেতে ঢুকেছিল, সেই বাড়িতে গিয়ে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করি, মিঃ পিয়ার্সন বারবার এটাই বলতে লাগলেন। আমি তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কে শোনে! সেখানে যাবার আগে আমার চেহারা পাল্টে ছদ্মবেশ নেবার ওপরেও তিনি জোর দিতে লাগলেন—এমন কি আমার এই গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলার কথা বলতেও তাঁর ভদ্রতায় বাধল না। ভেবে দ্যাখো, কত বড় ধৃষ্টতা! অবশ্য ভেতরে ভেতরে ভয়ানক রেগে গেলেও বাইরে সেভাবে আমি এতটুকু প্রকাশ করিনি, শুধু এটাই বলেছি যে এসব নিছক ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়! নিজের চেহারাকে সুন্দর করে তোলার জন্যই পুরুষ মানুষ গোঁফ রাখে, সেই সৌন্দর্যের উপকরণ সমূলে যে বিনষ্ট করে তাকে পাগল ছাড়া আর কিইবা বলা চলে। গোঁফ কামানো এমন কারও মন আমার মত সগোঁফ একজন বেঁটেখাটো নিরীহ বেলজিয়াম ভদ্রলোকের মনে যদি আফিমের ডেরায় গিয়ে জীবনকে দেখা এবং আফিমের নেশা করার সাধ জাগে তাহলে তা এমন কি দোষের বলতে পারো?'

আমার যুক্তির কাছে শেষপর্যন্ত মিঃ পিয়ার্সনকে হার মানতে হল। সেদিন সন্ধের

কিছু পরে এসে হাজির হলেন আমার বাড়িতে। দেখলাম মিঃ পিয়ার্সনের মুখভর্তি দাড়িগোঁফ তাঁর গলায় একটা নোংরা তেলচিটে, ময়লা স্কার্ফ জড়ানো যার দুর্গন্ধে আমার নাক জ্বলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, ছদ্মবেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির ভূত তাঁর মাথা থেকে তখনও নামেনি। তুমি আবার ভেবোনা যেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ইংরেজরা প্রায় সবাই একেক রকমের ছিটিয়াল। ওঁর চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই আমাকেও পোষাক পাল্টাতে হল—তবে গোঁফটা থেকে গেল। পাগলের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়ে লাভ কি বলো? মিঃ পিয়ার্সনের ভাষায় ছদ্মবেশে এরপর আমরা রওনা হলাম চীনে পাড়ায়, ওঁকে ত আর একা সেখানে যেতে দিতে পারি না!'

'সে ত বটেই', আমি মন্তব্য করলাম।

'মিঃ পিয়ার্সনের ইচ্ছেমতই অন্যপথ ধরে আমরা এসে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। ছোট একটা কামরা, তার মাঝে অল্প কয়েকটা টেবিল চেয়ার খাতা, একগাদা চীনে জোয়ান আর আধবুড়ো সেই ঘরে বসে তাদের দেশী খাবার খাচ্ছে। জাহাজের অশিক্ষিত খালাসীদের ধাঁচে মিঃ পিয়ার্সন গাঁইয়া ইংরেজীতে আপন মনে বক বক করে সেখানকার লোকেদের এটাই বোঝাতে চাইলেন যে তিনি দূরের অনেক নদী আর দরিয়া পাড়ি দিয়ে আজই জাহাজ নিয়ে এসে পৌঁছেছেন লণ্ডনে। এমন কি তিনি যে সত্যিই জাহাজী তা বোঝাতে পরপর কয়েকবার 'নাবার্স' আর 'ফকশল' এ দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার অর্থ আমার জানা নেই। একটু বাদে সেই খাবার দোকানের মালিক এসে দাঁড়াল আমার সামনে, লক্ষ্য করলাম তার ঠোঁটে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

''এখানকার খাবারদাবার তোমাদের ভাল লাগে না, তাহলে কেন এসেছো এখানে?' মালিক বলল, 'আমি জানি, তোমরা এসেছো পাইপে চণ্ডু নয়ত আফিম পুরে খেতে।''

আমরা আগেই একটা খালি টেবিলের মুখোমুখি বসেছিলাম। মালিকের মন্তব্য শুনে মিঃ পিয়ার্সন টেবিলের নীচে আমার পায়ে জোরে একটা লাথি মারলেন তারপর আমি জবাব দেবার আগেই বললেন, ''ঠিক ধরেছো, এবার আমাদের আসল জায়গায় নিয়ে চলো ত বাবু।''

চীনে লোকটি কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসল, এক চোরা দরজা দিয়ে সে আমাদের দুজনকে এনে হাজির করল ঐ বাড়ির একতলার নীচে অবস্থিত সেলার বা ভাঁড়ার ঘরে। সেখানে নরম গদীওয়ালা মেঝে আর ডিভান চোখে পড়ল যে বিলাসপ্রদ আরামের উপকরণ ওপরের কোনও ঘরে দেখতে পাইনি। মুখোমুখি দুটো নরম গদীমোড়া ডিভানে মিঃ পিয়ার্সন আর আমি গা এলিয়ে শুয়ে পড়তেই একটি বাচ্চা চীনে এসে আমাদের দুজনের পা থেকে জুতোজোড়া খুলে দিল। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর আফিমের নেশা করার উপকরণ এনে হাজির করল সে। পাইপে আফিম পুরে জ্বালিয়ে আমরা দুজনে এমনভাব দেখাতে লাগলুম যেন আমাদের প্রচুর নেশা হয়েছে। একসময় আমাদের একা রেখে বাড়ির মনিব আর বাচ্চা চাকরটা চলে গেল। কিছুক্ষণ দেখে মিঃ পিয়ার্সন গলা নামিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আরও কিছুক্ষণ বাদে আমরা দুজনেই খাট থেকে নেমে পড়লাম, হামাগুড়ি

দিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম। দেখলাম সেখানে আরও অনেক লোক আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছে। তার পাশের ঘরে গেলাম, সেখানেও দেখলাম একই অবস্থা। হামাগুড়ি দিয়ে পাশের আরও কয়েকটা ঘরে গেলাম আমরা, মানুষের গলা কানে যেতে দুজনেই থেমে গেলাম। শুনতে পেলাম পাশের ঘরে দুজন পুরুষ মৃত উলিং সম্পর্কে কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। পর্দার এপাশে কান পেতে রইলাম আমরা।

'দলিলের কাগজগুলো গেল কোথায়?' একজনের গলা ভেসে এল।

'ঐ মিঃ লেস্টার উলিং ওগুলো হাতিয়েছেন আজ্ঞে,' ভাঙ্গা ইংরাজী আর গ্রাম্য চীনেভাষায় জগাখিচুড়িতে আরেকজন জানাল, 'তিনি বলল ওগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে পুলিশের বাবাও টের না পায়।'

'তা ত বললেন,' প্রথমজন এবার বলল, 'কিন্তু তোমার তিনি নিজেই ত ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে।'

'তা পড়েছেন,' অপরজন জবাব দিল, 'কিন্তু খুন সত্যিই তিনি করেছেন কিনা একথা পুলিশ এখনও বলেনি। মিঃ লেস্টার ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবেন হাজত থেকে, দেখে নেবেন।'

আরও কিছুক্ষণ এই ধরনের বাক্যালাপ চালানোর পর টের পেলাম পাশের ঘর থেকে ঐ অদেখা দুজন লোক এপাশের ঘরে আসার উপক্রম করছে। টের পেয়েই আমরা দুজন পা চালিয়ে আগের ঘরে যার যার বিছানায় গিয়ে চিৎপাত হলাম। কয়েকটা মিনিট নিঃশব্দে কাটল, কেউ এসেছে কিনা দেখে মিঃ পিয়ার্সন আগের মত চাপাগলায় বলে উঠলেন 'এ জায়গাটা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর, জানাজানি হবার আগে চলুন এবার কেটে পড়া যাক।'

'ঠিক বলেছেন, মঁসিয়ে,'' আমি সায় দিলাম, ''অনেক্ষণ ত নাটক হল এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

নরম গদীমোড়া বিছানা থেকে নেমে পায়ে জুতো গলিয়ে আমরা আগের পথ ধরে উঠে এলাম ওপরে। ডেরাতে মনিবের সঙ্গে দেখা হতে দুজনেই ফুরফুরে চমৎকার মিষ্টি নেশার জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলাম তাকে। নেশার দাম মিটিয়ে ঐ বাড়ি থেকে অক্ষতদেহে বাইরে বেরিয়ে এলাম দুজনে।

'বাইরে খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলুম,' বুকভরে দম নিয়ে মিঃ পিয়ার্সন বললেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিতও হওয়া গেল, কি বলেন?'

'বিলক্ষণ!' আমি জানালাম 'আজ আপনি গোয়েন্দাগিরির যে নজীর এখানে রেখে গেলেন তারপর আসল অপরাধী আর আমাদের হারানিধি দুটোই যে শীগগিরই আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার ঐ কথা যে দৈববাণীর মত অল্প কয়েকদিনের ভেতর অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে তা আমিও ভাবতে পারিনি।' বলেই হঠাৎ থেমে গেল পোয়ারো, গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগল সে।

'এতখানি এগিয়ে হঠাৎ থামলে কেন,' আমি চটে উঠলাম, 'ইয়ার্কি পেয়েছো,

তাই না? আমায় রাগিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে মজা দেখার সেই পুরানো খেলা? ওসব চলবে না—শীগগির বলো, এরপর কি হল, সেই হারানো দলিলের কি হল, খুঁজে পেলে ওগুলো?'

'নিশ্চয়ই পেলাম,' আবার মুখ খুলল পোয়ারো, 'সেই কথাই ত এবার বলব।'

'কোথায় খুঁজে পেলে?'

'কোথায় আবার? অপরাধীর কোটের পকেটে।'

'সে লোকটা কে তা বলবে ত?'

'কে আবার ঐ মিঃ পিয়ার্সন,' পোয়ারো বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, এইতো? তোমার দোষ নেই, সত্য উদ্ঘাটিত হবার আগের মুহূর্তেও তাঁর ওপর থেকে আমার বিশ্বাস এতটুকু চটেনি। কিন্তু একসময় জানতে পারলাম চার্লস লেস্টারের মত মিঃ পিয়ার্সন নিজেও প্রচুর দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং লেস্টারের মত উনিও জুয়ো খেলে প্রচুর টাকা উড়িয়েছেন। হতভাগ্য উলিংয়ের হেপাজত থেকে খনির দলিলপত্র হাতিয়ে নেবার মতলব ওঁর।'

'এস এস স্যান্টুস, জাহাজ যেদিন সাউদ্যাম্পটন বন্দরে নোঙ্গর করে সেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে মিঃ পিয়ার্সন একা গিয়েছিলেন সেখানে। জাহাজে সরাসরি দেখা করেন উলিংয়ের সঙ্গে, পরে তিনি তাকে লণ্ডনে নিয়ে আসেন চীনে পাড়ায় সেই কুখ্যাত বাড়িতে। সেদিন সকালে খুব কুয়াশা পড়েছিল তাই বিদেশী উলিং একবারের জন্য লণ্ডন শহরের পথঘাট চিনে উঠতে পারেনি এবং আন্দাজও করতে পারেনি মিঃ পিয়ার্সন তাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। মিঃ পিয়ার্সন যে নিজে যে আফিমের নেশা করতে প্রায়ই ওখানে যেতেন এবং সেখানকার গুণ্ডা বদমাসদের ভাড়া করেছিলেন সে বিষয়ে আমার এখন কোনও সন্দেহ নেই। তবে এও ঠিক যে উনি উলিংকে সত্যিই প্রাণে মারতে চাননি কায়দা করে দলিলগুলো তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে নিজের চেনাজানা কোনও চীনেকে উলিং সাজিয়ে নিজের কোম্পানীতে নিয়ে যাবার মতলব এঁটেছিলেন তিনি। যে লোক উলিং সেজে খনি বিক্রী করে তাঁর কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে এবং সেই টাকা এনে তুলে দেবে তাঁর হাতে। এতদূর পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, কোনও ঝামেলা হয়নি। কিন্তু মিঃ পিয়ার্সনের এই নিটোল পরিকল্পনায় বাদ সাধল তাঁরই ভাড়া করা গুণ্ডারা যাদের হেপাজতে উলিং বন্দী হয়েছিলেন। একটা বিদেশী লোককে আটকে রাখার অনেক ঝামেলা, তার চাইতে তাকে একদম মেরে ফেলতে পারলে সব ঝামেলা চুকে যায়। এইসব ভেবে অনুমতি না নিয়েই তাঁর ভাড়া করা গুণ্ডারা খুন করল উলিংকে এবং সেই হতভাগ্যের মৃতদেহ ফেলে দিল টেমস নদীর জলে। এমন কিছু ঘটবার আশঙ্কা মিঃ পিয়ার্সন আগেই করেছিলেন আর ঠিক তাই ঘটল। মিঃ পিয়ার্সন পড়লেন মুশকিলে, যেহেতু সাউদ্যাম্পটন বন্দর থেকে ট্রেনে চেপে লণ্ডনে আসার সময় জীবিত উলিংয়ের সঙ্গে কেউ তাঁকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে এই চিন্তাটাই তাঁর মাথায় বোঝার মত চেপে বসল। কিন্তু তাঁর মতলব হাসিল হবার পরে ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় সেই উদ্দেশে মিঃ পিয়ার্সন আগে থাকতেই আরেকটি পরিকল্পনা করেছিলেন—লণ্ডনে আসার পথে উলিং নিশ্চয়ই তাঁকে কথা প্রসঙ্গে

জানিয়েছিল যে চার্লস লেস্টার হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এটা আগেই ঠিক হয়ে আছে। পাছে ভবিষ্যতে কেউ জেনে ফেলে যে উলিংকে তিনি অপহরণ করে আটকে রেখেছিলেন সেই ভয়ে তিনি এমন এক মতলব আঁটলেন যাতে এটাই প্রতিপন্ন হবে যে উলিংয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। হয়েছে চার্লস লেস্টারের সঙ্গে। যে চীনে বদমাসটাকে উলিং সাজিয়ে মিঃ পিয়ার্সন তাঁর কোম্পানীর খনি কেনার সব টাকা হাতাতে চেয়েছিলেন এবার তাকেই উলিংয়ের চাকর সাজালেন, তাঁর নির্দেশে সেই ব্যাটা রাসেল স্কোয়ার হোটেলে উলিংয়ের কামরায় ঢুকে পড়ল। সেদিন সন্ধের পরে চার্লস লেস্টার উলিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে যখন র‍্যাসেল স্কোয়ার হোটেলে এল তখন সেই বদমাস তাকে যা জানাল তা আগেই বলেছি—তার মনিব উলিং লেস্টারকে চীনেপাড়ার একটি বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। লেস্টার সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে গিয়ে হাজির হল চীনেপাড়ায় সেখানে নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু খাওয়ানো হয়েছিল যাতে কিছুক্ষণের জন্য স্মৃতিভ্রম ঘটে। বাস্তবে তাই হল—চীনেপাড়া থেকে লেস্টার যখন বেরিয়ে এল তখন ওষুধের কাজ শুরু হয়েছে এবং সন্ধের পর থেকে যে যে ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই লেস্টারের মনে নেই। পরে পুলিশের কাছ থেকে লেস্টার যখন জানতে পারল যে উলিং মারা গেছে তখন সে বারবার বোঝাতে চাইল যে ঘটনার দিন সন্ধের পরে সে চীনেপাড়ায় যায়নি।

মিঃ পিয়ার্সন ভেবেছিলেন চার্লস লেস্টারকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন কাজেই তাঁর নিজের আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু তাঁর মনের আনাচে কানাচে কোথাও একআধ টুকরো ভয়ের আঁধার নিশ্চয়ই তখনও হয়েছিল আর সেইসব আঁধারে জমা যত জঞ্জাল সাফ করতে তিনি এরপর যা করলেন তাকে রীতিমত নাটক বললে ভুল হবে না, এবং সেই নাটকের অন্যতম অভিনেতা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন আমাকে। মনে সন্দেহ গোড়া থেকেই উঁকি দিলেও আমি তা প্রকাশ করিনি একটিবারের জন্যও, তাই ওঁর নাটক করার প্রস্তাবে আমি এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। মিঃ পিয়ার্সন ভেবেছিলেন ওঁর মত চতুর লোক দুনিয়ায় আর একটিও নেই। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবেন সে সাধ্য মিঃ পিয়ার্সনের হবে কি করে! উনি ধরে নিয়েছিলেন আমায় খুব বোকা বানালেন আর তাই ভেবে পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে যখন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছেন ঠিক তখনই উলিং হত্যার তদন্ত যিনি করছিলেন সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর মিলার গিয়ে হাজির হলেন তাঁর বাড়িতে, কোনরকম ভূমিকা না করে জানালেন তাঁর বাড়িতে খানাতল্লাসী করবেন বলে তিনি এসেছেন। মিঃ পিয়ার্সনের বাড়িতে খানাতল্লাসী চালিয়ে ইন্সপেক্টর মিলার খুঁজে পেলেন খনির হারানো দলিলপত্র যা উলিংয়ের হেপাজত থেকে কায়দা করে হাতিয়ে নিয়েছিলেন মিঃ পিয়ার্সন। এরপর কি হল তা আশা করি আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু বক্তব্য আছে—অনেক পুলিশ অফিসার এর আগে দেখেছি কিন্তু এই ইন্সপেক্টর মিলারের পাশে তাঁরা কোনছার! আসল অপরাধী যে মিঃ পিয়ার্সন আর সেই লোকটা দিনরাত আমাদের চোখের সামনে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে এই জলজ্যান্ত সত্যিটা তাঁকে বোঝাতে কি

বেগ যে আমাকে পেতে হয়েছে তা কল্পনা করতে পারবে না ক্যাপ্টেন! ঠিক একইভাবে আসল অপরাধী যখন ধরা পড়ল আর হারানো দলিল যখন উদ্ধার হল তখন ইন্সপেক্টরের মিলার এই জটিল রহস্য সমাধানের অর্দ্ধেক কৃতিত্ব নিজের বলে দাবী করতে লাগলেন তাঁর সহকর্মীদের কাছে। এ যাই বলো ভাই, ওঁর এই ব্যবহারে আমি মনে এত দুঃখ পেয়েছিলাম যা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।

'সে ত বটেই,' পোয়ারোকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললাম, 'এ খুবই খারাপ, এমন একটা অন্যায় আর অসমীচীন ব্যবহার করা ইন্সপেক্টর মিলারের মোটেই উচিত হয়নি, অন্ততঃ তোমার সঙ্গে।'

তবে আমার কৃতিত্বের পুরস্কার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারেনি এটাও জেনে রেখো। আমি তাকে চটিয়ে দেবার তালে আছি আঁচ করতে পেরে পোয়ারো বলল, বার্মা মাইনস লিমিটেডের অন্যান্য ডিরেক্টররা তাঁদের কোম্পানীর মোট চোদ্দশো শেয়ার আমায় দিয়ে দিলেন বিনামূল্যে। এই ভাবে বিনে খরচে টাকা খাটানো খুব খারাপ নয় কি বলো? কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, টাকা খাটানোর ব্যাপার সব সময় ভেবেচিন্তে পা ফেলবে ঠিক রক্ষণশীল লোকদের মত। খবরের কাগজে টাকা লগ্নী করার চটকদার বিজ্ঞাপনের ভাষায় ভুলে তার পেছনে দৌড়ে হেরো না। ঐ যে গোড়ার পার্কিউপাইন না কি এক কোম্পানীর নাম আমায় শুনিয়েছিলে—ওরা যে সবাই একেকজন মিঃ পিয়ার্সনের মত ধড়িবাজ নন তা কে বলতে পারে।'

অনুবাদ ❑ শুভদেব চক্রবর্তী

দ্য কিডন্যাপড প্রাইম মিনিষ্টার

ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ত শেষ হল, আর তাই সেই যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে এখন অতীতের ব্যাপার অনায়াসেই বলা চলে। এবং ঠিক সেই কারণে আমি এবার নিরাপদে গোটা দুনিয়াকে জানাতে চাইছি জাতীয় সঙ্কটের এক ভয়ানক মুহূর্তে আমার বন্ধু পোয়ারো কত বড় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা বিভিন্ন কারণে গোপন রাখা হয়েছিল, খবরের কাগজের লোকেরা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারেনি। কিন্তু গোপনীয়তার প্রয়োজন যখন আর নেই তখন আমার মতে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি বাসিন্দার জেনে রাখা দরকার আমার মহাধুরন্ধর বাঁটকুল বেলজিয়াম বন্ধুর কাছে তারা কতটা ঋণী, যার একার বুদ্ধিবলে এক বিশাল ও গুরুতর বিপর্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

ঘটনাকে খুলে বলার আগে নিজের কথা একটু শোনাই। পোয়ারোর এতগুলো রহস্য কাহিনী শোনানোর সময় আশাকরি লক্ষ্য করেছেন যে সে আমায় ক্যাপ্টেন হেস্টিংস নামে ডাকে। হ্যাঁ, মশাইয়েরা, আমি নিজে সত্যিই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন আফিসার। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার পরে ফৌজে নাম লেখানোর জন্য একটি পোস্টার লণ্ডনের সর্বত্র দেখা যেত — ঠোটের ওপর পেল্লায় একজোড়া গোঁফ চর্বি বিহীন মুখ জনৈক ইংরেজ কটমট করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, ডান হাতের তোলা তর্জনীর নীচে লেখা একটি স্লোগান যার অর্থ 'লড়াই তোমাকে ডাকছে।' খার্তুমের অভিযানের বীর লর্ড কিচেনারকে মডেল করেই পোস্টার আঁকা হয়েছিল যাঁর বিস্ময়কর অন্তর্ধান পৃথিবীর অসংখ্য জটিল রহস্যের অন্যতম।

তা যা বলছিলাম। সেই সরকারী প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে একদিন আমি গিয়ে হাজির হলাম সেনাবাহিনীর স্থানীয় রিক্রুটিং সেন্টার বা ভর্তি অফিসে। সেখানে তখন আমার মত আরও অনেকেই যুদ্ধে যাবার জন্য সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে হাজির হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, তাদের সঙ্গে আমিও লাইনে দাঁড়ালাম। নানারকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে এবং উচ্চশিক্ষিত হবার সুবাদে কিংস কমিশন পেতে আমার অসুবিধা হল না, এরপর নির্দিষ্ট তারিখে সামরিক ইউনিফর্মের দুকাঁধে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের দুটি পেতলের তারা এঁটে আমি আমার রেজিমেন্টের সঙ্গে চলে এলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। জার্মান আর তুর্কি, এই দুই ভয়ানক লড়াকু জাতের সঙ্গে লড়াই করলাম, ক্যাপ্টেনের পদে প্রোমোশন পাবার পরে যুদ্ধক্ষেত্রে একদিন মারাত্মকভাবে আমায় জখম হতে হল শত্রুর গুলির আঘাতে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে জানতে পারলাম আমি আর সামরিক দিক থেকে সক্ষম নই তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আর ফিরে যেতে পারব না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এবার আমার ঠাঁই হল ভর্তি অফিসে, অর্থাৎ গোলাগুলি, রাইফেল, কামান, ছেড়ে টেবল, চেয়ার, কালি কলম আর কাগজ এককথায় যার নাম কেরানীগিরি! আমার চাকরী ঐভাবে বজায় হল। এখন বাড়ি ফিরে ডিনার সেরে রোজই আমি চলে আসি পোয়ারোর কাছে, যেসব কেস ওর হাতে এসেছে তাদের মধ্যে কৌতুহলজনক কোনও একটিকে বেছে নিয়ে সে সম্পর্কে তার সঙ্গে নানারকম আলোচনা করে সময় কাটাই।

সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু গোপনীয়তা আজীবন মেনে চলতে আমি বাধ্য তাই তারিখটা আর বললাম না, শুধু এটুকু উল্লেখ করব যে ইংল্যাণ্ডের যারা শত্রু অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যারা বাধিয়েছিল তারা সে সময় পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করতে হবে এই বুকনি তোতাপাখীর মত দিনরাত আউরে চলেছে। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও সন্ধের পরে ডিনার খেয়ে চলে এসেছি পোয়ারোর কাছে, দুজনে কথাবর্তা বলছি। আমাদের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামের প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল শত্রুরা। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। এখন যুদ্ধ চলছে, ছেপে বেরোবার আগে সব কাগজেরই প্রত্যেকটি খবর 'সেন্সার' করা হচ্ছে, সুতরাং ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও বেরোয়নি। যেটুকু জানা হয়েছে তাতে বোঝা যায় আততায়ীর গুলী প্রধানমন্ত্রীর একদিকের গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, যার ফলে তিনি অদ্ভুতভাবে প্রাণে বেঁচেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা হতে পারে সে খবর আগে থেকে জানতে পারেনি। এটা আমাদের পুলিশবিভাগের পক্ষে কর্তব্যে অবহেলার এক লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ আমার নিজের তাই ধারনা। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মনোবল ইস্পাতের মত কঠিন, যে কারণে তাঁর পার্টির অন্যান্য সদস্যরা অনেকেই তাঁকে আড়ালে 'লড়াকু ম্যাক' বলে ডাকেন। যারা লড়াই শুরু করেছিলেন রাতারাতি তারা সবাই শান্তিবাদীর নামাবলী গায়ে চাপিয়েছে, যুদ্ধ চালু থাকতে থাকতেই এই যে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা যে কজনের আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাদের একজন। মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামকে শুধু ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বললে ভুল বলা হবে, তিনি নিজেই ইংল্যাণ্ড। এমন একজন নেতাকে তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে একবার সরিয়ে ফেলতে পারলে গোটা ব্রিটেন সহ গোটা মিত্রপক্ষকে পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে শত্রুদের দেরী হবে না তা বলাই বাহুল্য। জার্মান গুপ্তচরেরা যে ইংল্যাণ্ডে বসে একের পর এক নষ্টামি চালিয়ে যাচ্ছে তা পুলিশের অজানা থাকার কথা নয় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানে খতম করে দেবার ঝুঁকি নিতে তাদের হাত যে একবারের জন্যও কাঁপবেনা, আজকের ঘটনাই তার প্রমাণ।

পোয়ারোর শোবার ঘর থেকে বেঞ্জিনের কড়া গন্ধ ভেসে আসছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে এঘরে এসে দাঁড়াল। পোয়ারোর-পরণে হাল্কা রংয়ের স্যুট, ডান হাতে একটুকরো স্পঞ্জ, তাই দিয়ে স্যুটের একটি জায়গা একমনে সে ঘষে চলেছে। এবার বুঝতে পারলাম স্যুটের ময়লা দাগ তুলতেই পোয়ারো স্পঞ্জে বেঞ্জিন ঢেলেছে।

'আরেকটু বোস, ক্যাপ্টেন,' মুখ না তুলেই পোয়ারো বলল, 'এই তেলকালির দাগটা মুছেই আমি আসছি। এতক্ষণে ঝামেলা মিটল।' বলে পোয়ারো তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়ল। সাজ-গোজের দিক থেকে বরাবরই ফুলবাবু, আজও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে না।

'কি হে, কেমন চলছে?' সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইলাম, 'ইন্টারেস্টিং কিছু হাতে এল নাকি ?'

'জনৈক মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তাঁকে খুঁজে বের করতে আমি সেই মহিলাকে যতদূর সম্ভব সাহায্যে করছি। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন, হাঁসিল করতে গেলে কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কারণ খুঁজে পাবার পক্ষে স্বামীরূপী সেই ভদ্রলোক যে আদৌ খুশি হবেন না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তুমি হলে কি করতে জানি না। তবে ভদ্রলোকের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। ওঁর এক সূক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন এটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না।'

কোনও মন্তব্য না করে শুধু হাসলাম।

'এই যে তেলের দাগটা এতক্ষণে মুছেছে, ব্যাটা তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাগল, বুঝলে ক্যাপ্টেন!' বেঞ্জিন মাখানো স্পঞ্জটা সরিয়ে রেখে পোয়ারো সোজা হয়ে বসল, 'হাত খালি হয়েছে, এবার আমি তোমার হাতে, কি বলবে বলো।'

'বলছিলুম আমাদের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক অ্যাডামের প্রাণনাশের এই যে অপপ্রয়াসের ঘটনা ঘটে গেল, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?'

'এককথায় বলতে গেলে নেহাৎ ছেলেমানুষী!' পোয়ারো জোড়গলায় বলল 'এসব খুন করতে গেলে রাইফেলের ঝুঁকি না নেয়াই ভালো, ওটা সেকেলে হাতিয়ার।'

'আততায়ী অথবা আততায়ীরা কিন্তু কাজটা প্রায় হাঁসিল করে ফেলেছিল', আমি বললাম। পোয়ারো উত্তর যেভাবে মাথা ঝাঁকালো তাতে এটাই বুঝলাম যে সে প্রবলভাবে আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে চাইছে. কিন্তু কিছু বলার আগেই আমাদের ল্যাণ্ডলেডী ঘরে ঢুকলেন, তাঁর কথা থেকে জানতে পারলাম দুজন ভদ্রলোক পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওঁরা নাম ধাম, কোথা থেকে এসেছেন, সেসব বলেন নি, ল্যাণ্ডলেডী জানালেন, শুধু বলছেন দরকারটা খুব জরুরী আর গোপনীয়।'

'তাহলে আর খামোকা বসিয়ে রেখে লাভ কি,' পোয়ারো তার ট্রাউজারের ভাঁজ ঠিক করে নিল, 'ওঁদের পাঠিয়ে দিন।'

একটু বাদেই দুজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন যাঁদের মধ্যে একজনকে চিনতে আমার কষ্ট হল না—লর্ড এসটেয়ার. হাউস অফ কমনসের নেতা, তাঁর সঙ্গীর নাম মিঃ বার্ণাড ডজ, তিনি ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য, এবং আমি যতদূর জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন।

মঁসিয়ে পোয়ারো কে তা লর্ড এসটেয়ারের প্রশ্নের জবাবে আমার বন্ধুবর মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে দীর্ঘদেহী সেই পুরুষটি বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো, যে ব্যাপারে আমি আপনার কাছে এসেছি তা অত্যন্ত গোপনীয়!'

'ওঁর জন্য চিন্তা করবেন না,' পোয়ারো জবাব দিল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের সামনে যে কোন বিষয় আপনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে।' আমি বাইরে যাবার উদ্যোগ করছি দেখে পোয়ারো ইশারায় আমাক বসতে বলল, অগত্যা আমি থেকেই গেলাম।

লর্ড এসটেয়ার তখনও কিন্তু কিন্তু করছেন দেখে তাঁর সঙ্গী মিঃ ডজ এবার মুখ খুললেন, 'গোপন করে আর লাভ কি, যে সমস্যায় আমরা জড়িয়ে পড়েছি, আজ হোক কাল হোক ইংল্যাণ্ডের মানুষ তা ঠিকই জানতে পারবে।'

'আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন,' ইশারায় বড় চেয়ারটা লর্ড এসটেয়ারকে দেখিয়ে শান্ত গলায় আরো বলল, 'মি লর্ড, আপনি এখন বড় চেয়ারটায় বসুন।'

'আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন?' মুখোমুখি চেয়ারে বসে লর্ড এসটেয়ার জানতে চাইলেন।

'অবশ্যই চিনতে পেরেছি, মি লর্ড।'

পোয়ারো বলল, 'খবরের কাগজেও আপনার ছবি প্রায়ই বেরোয় তাই দেখে চিনেছি।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'অত্যন্ত জরুরী একটি সমস্যায় পড়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি, আশাকরি আপনি এই ব্যাপারে গোপনীয়তা পুরোপুরি বজায় রাখবেন।'

'আমার নাম এরকুল পোয়ারো ব্যস্ তার বেশী আর কিছু আপনাকে বলব না,' পোয়ারোর সেরা আশ্বাস সেই মুহূর্তে বাতেল্লার মত শোনাল।

'সমস্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আমরা গুরুতর এক সমস্যায় পড়েছি।'

'মাপ করবেন,' আমি বাধা দিয়ে জানতে চাইলাম, 'ওঁর আঘাত কি খুব গুরুতর?'

'কোন আঘাতের কথা বলছেন?' মিঃ ডজ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'প্রধানমন্ত্রীর গালে একটা বুলেট ছুঁয়ে গিয়েছিল, সেই আঘাত।'

'ওঃ, সেই কথা বলছেন?' মিঃ ডজ তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, 'সে ঘটনা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' লর্ড এসটেয়ার সায় দিলেন, 'ঘটনাটা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুর সেই অপপ্রয়াস সফল হয়নি। দ্বিতীয় অপপ্রয়াস নিয়েই আমাদের যা কিছু চিন্তাভাবনা।'

'দ্বিতীয় অপপ্রয়াস?' লর্ড এসটেয়ারের কথায় আমার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোও চমকে উঠল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে এটা একটু অন্যরকমের মঁসিয়ে পোয়ারো, প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি হঠাৎ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছেন।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি, তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

'অসম্ভব!' আমি চেঁচিয়ে বললাম, তার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো আড়চোখে আমার দিকে যেভাবে তাকাল তার অর্থ একটাই—তুমি চুপ করো!

'বাইরে থেকে অসম্ভব মনে হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটেছে,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আর সেই কারণেই আমরা আপনার কাছে এসেছি মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'মি লর্ড ঠিকই বলেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো', মিঃ ডজ বললেন, 'আমাদের হাতে এখন এতটুকু সময় নেই আর সেটাই সবচেয়ে চিন্তার বড় কারণ!'

'এ কথার অর্থ কি,' মঁসিয়ে পোয়ারো মিঃ ডজের দিকে সরাসরি তাকালো, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?' মিঃ ডজ কোনও উত্তর না দিয়ে লর্ড এসটেয়ারের দিকে তাকালেন, চোখের ইশারায় একজন আরেকজনকে কি যেন বললেন দুজনে, তারপর লর্ড এসটেয়ারই মুখ খুললেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, মিত্রপক্ষের সম্মেলন যে আসন্ন আশাকরি তা আপনার জানা আছে?'

পোয়ারো ঘাড় নেড়ে বোঝাল যে এ খবর তার অজানা নয়।

'বিভিন্ন কারণে ঐ সম্মেলন কবে কোথায় শুরু হবে তা আমরা এখনও খবরের কাগজে রিপোর্টারদের জানতে দিইনি,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'কিন্তু তা হলেও সম্মেলনের তারিখ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মহল ঠিকই জেনে ফেলেছে তা আমরা ধরতে পেরেছি। তবে শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধের পর ভার্সাইয়ে সম্মেলন শুরু হতে চলেছে। এবার পরিস্থিতির গুরুত্ব কি তা আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি কতটা প্রয়োজন তা আপনার কাছে গোপন করব না। এদিকে জার্মান গুপ্তচরেরা এদেশে বসে শান্তিচুক্তির কথা যে ভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তা আশা করি নতুন করে আপনাকে বলার অপেক্ষা রাখে না। এও জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্মেলনের ফলাফল আমাদের তথা মিত্রপক্ষের অনুকূলে নিয়ে আসবে। কাজেই বুঝতেই পারছেন সম্মেলনে উনি যদি না থাকেন তাহলে তার ফল হবে ভয়াবহ, শান্তি স্থাপনের কোনও সম্ভাবনাই তখন আর থাকবে না, এবং সবচাইতে পরিতাপের বিষয়, ম্যাকের জায়গায় আর কাউকে বসানোর মত লোকও এই মুহূর্তে আমাদের মাঝখানে নেই, উনি একাই গোটা ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

লর্ড এসটেয়ারের কথা শুনে পোয়ারোর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'তাহলে প্রস্তাবিত মিত্রপক্ষের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যাতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারেন তাই জার্মান গুপ্তচরেরা ওঁর কিডন্যাপ করেছে, এটাই বলতে চান আপনি?'

'ঠিক তাই, মঁসিয়ে পোয়ারো,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'সত্যি বলতে কি, প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের দিকে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই এই ঘটনা ঘটেছে।'

'সম্মেলন শুরু হবে কখন?'

'আগামীকাল রাত ঠিক ন'টায়।'

পোয়ারো তার জ্যাকেটের ভেতর ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে একটা ঢাউস ট্যাকঘড়ি বের করল, এককনজরে সময়টা দেখে বলল, 'এখন বেজেছে পৌনে ন'টা।'

'আমাদের হাতে আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় আছে,' মিঃ ডজ গম্ভীর গলায় বললেন।

'সেই সঙ্গে আরও পনেরো মিনিট তা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, মঁসিয়ে,' [illegible] দিল, 'হয়ত ওটুকু কাজে লাগবে। এবার বিস্তারিত [illegible]—ইংল্যাণ্ডে নাকি ফ্রান্সে?'

'ফ্রান্সে,' মিঃ ডজ বললেন, 'আজ সকালেই মিঃ ম্যাক অ্যাডাম সীমানা পেরিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছোন। আজ রাতে তিনি কম্যাণ্ডার ইন চীফের অতিথি হবেন এটাই স্থির ছিল, উনি নিজে আগামীকাল রওনা হচ্ছেন প্যারিসের দিকে। প্রধানমন্ত্রী বোলগ্না পৌঁছোনোর পরে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে কম্যাণ্ডার ইন চীফের জনৈক এডিসি একটি গাড়িতে চেপে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আজই ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে পৌঁছে দিয়েছে।'

'তারপর?'

'ঐ এডিসি বোলগ্না থেকে ঠিকই গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি আর পৌঁছোতে পারেন নি।'

'তার মানে?' পোয়ারো অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল, 'কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি মঁসিয়ে পোয়ারো।' মিঃ ডজ বললেন, গাড়ি একটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু সে গাড়িতে যিনি ছিলেন তিনি জাল এডিসি। পরে ঐখানে রাস্তার ধারে আসল গাড়িটি পড়ে আছে দেখা যায়। যার ভেতরে ছিলেন আসল এডিসি, তাঁর হাত পা আর মুখ বেঁধে রাখা হয়েছিল।'

'তাহলে প্রধানমন্ত্রীব কাছে যেই গাড়িটা এসেছিল তার কি হল?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'সে গাড়ি উধাও, তার খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি!'

'এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।' পোয়ারো বলে উঠল, 'কিন্তু উধাও হবার পরে আর কেউ ঐ গাড়িটাকে একবারের জন্যও দেখতে পায়নি, তা কি করে হয়?'

'আমরাও গোড়ায় তাই ভেবেছিলাম,' মিঃ ডজ বললেন, 'তখন সবাই ধরে নিয়েছিলাম ব্যাপক খানাতল্লাসী করলেই ঐ গাড়ির হদিশ মিলবে। ঘটনা যেখানে ঘটেছে ফ্রান্সের সেই এলাকার সামরিক আইন চালু আছে। তাই ঐ গাড়ি কারও না কারও নজরে ঠিকই পড়বে আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। ফরাসী পুলিশ, ওদের আর আমাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড একসঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি!'

মিঃ ডজের কথা শেষ হতেই বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল, পরমুহূর্তে একজন অল্পবয়সী সামরিক অফিসার ভেতরে ঢুকলেন, একটা মুখবন্ধ খাম তিনি তুলে দিলেন লর্ড এস্টেয়ারের হাতে।

'এইমাত্র ফ্রান্স থেকে এসেছে, স্যার।' অফিসার জানালেন, 'আপনার নির্দেশমত আমি তাই এটা এখানে নিয়ে এলাম। এইটুকু বলেই তরুন সামরিক অফিসারটি স্যালিউট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উদগ্রভাবে লর্ড এসটেয়ার খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ টেনে বের করলেন, তাতে চোখ বুলিয়ে জানালেন, 'যাক এতক্ষণে একটা খবর পাওয়া গেল! এই সাংকেতিক টেলিগ্রামের অর্থ একটু আগেই বের করা হয়েছে! দেখুন এতে লিখেছে, দ্বিতীয় গাড়িটি পুলিশ খুঁজে পেয়েছে অর্থাৎ যে গাড়িতে চেপে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর

সেক্রেটারী ড্যানিয়েলস ছিলেন ঐ গাড়িতে। সি নামে একটা জায়গায় এক পরিত্যক্ত খামারবাড়ির ভেতর থেকে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করেছে, তাঁর হাত পা আর মুখ বাঁধা ছিল। গোয়েন্দারা এবিষয়ে নিশ্চিত যে তাঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছিল। ড্যানিয়েলস জেরার জবাবে বলেছেন যে পেছন থেকে আচমকা কে যেন তাঁর নাকে কিছু একটা চেপে ধরেছিল, অনেক চেষ্টা করেও তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি, এর বেশী আর কিছু তাঁর মনে নেই। তাঁর বক্তব্যে যে সন্দেহ করার মত কিছু নেই এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত।'

'ওরা তাছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি?'

'না।'

প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহ পুলিশ যখন খুঁজে পায়নি তখন মনে হচ্ছে তাঁর উদ্ধার সম্পর্কে, তখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু একটা ব্যাপাব ভারী অদ্ভুত ঠেকছে— আজই সকালে শত্রুরা যখন প্রধানমন্ত্রীকে গুলি ছুঁড়ে খুন করতে গিয়েছিল তখন হাতের মুঠোর ভেতর পেয়েও তারা ওঁকে বাঁচিয়ে বাখতে চাইছে কেন?'

লর্ড এসটেয়ার পোয়ারোর এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

মিঃ ডজ শুধু মাথা নেড়ে বললেন, 'একটা ব্যাপারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহল, প্রধানমন্ত্রী যাতে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে শত্রুরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

'আমার মত এক মানুষের পক্ষে ওকে উদ্ধার করার জন্য যতদূর করা সম্ভব করবো' পোয়ারো জানাল, 'ঈশ্বর করুন খুব দেরী হয়নি। যাক্ এবার গোড়া থেকে সবকথা আমায় খুলে বলুন, সেইসঙ্গে ওঁকে যে আজ সকালে গুলি ছুঁড়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাও বিস্তারিতভাবে খুলে বলুন।'

'গতকাল রাতেরবেলা প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নামে ওঁর একজন সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে—

'ইনিই ফ্রান্সে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। যা বলছিলাম, ওঁরা গাড়িতে চেপে উইণ্ডসরে যান, সেখানে প্রধানমন্ত্রী একটি ভাষণ দেন। আজ সকালবেলা উনি শহরে ফিরে আসছিলেন, ফেরার পথে ওঁর প্রাণনাশের চেষ্টা চালানো হয়।'

'একটু দাড়ান,' পোয়ারো বলল, 'এই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস ব্যাক্তিটি কে? ওঁর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে আপনাদের কাছে?'

'জানতাম আপনি এই প্রশ্নই করবেন,' লর্ড এসটেয়ার জানালেন, 'সত্যি বলতে কি যার কথা বলছেন সেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস সম্পর্কে তেমন কিছু আমাদের জানা নেই। তেমন কোনও নামী পরিবারের ছেলে উনি নন। তবে এটুকু বলতে পারি যে উনি সেনাবাহিনীতে বহুদিন হল কাজ করছেন, এবং সেক্রেটারী হিসেবে সত্যিই উপযুক্ত। ক্যাপ্টেন ডানিয়েলস কম করে সাতটি ভাষা জানেন, আর এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।'

'ইংল্যাণ্ডে ওঁর ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'আছেন, দুই পিসি—একজন থাকেন হ্যাম্পস্টিডে, নাম মিসেস এভারার্ড, অন্যজন মিস ড্যানিয়েলস থাকেন অ্যাসকটের কাছাকাছি।'

'অ্যাসকট?' পোয়ারো জানতে চাইল, 'জায়গাটা উইণ্ডসরের খুব কাছেই, তাই না?'

'আপনি যে সন্দেহ করবেন তা আমাদের মনেও জেগেছিল,' লর্ড এসটেয়ার জানালেন, 'কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি সন্দেহ অমূলক।'

'তাহলে আপনাদের মতে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস সবরকম সন্দেহের উর্দ্ধে?'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলেন লর্ড এসটেয়ার, তারপর মুখ তুলে দৃঢ় গলায় বললেন, 'না মঁসিয়ে পোয়ারো, বর্তমানে যে সময়ে আমরা আছি সেখানে কাউকে সন্দেহের উর্দ্ধে বলার আগে আমি ইতস্ততঃ করব।'

'ঠিক বলেছেন,' পোয়ারো সায় দিয়ে বলল, 'এবার বুঝতে পারছি মি লর্ড যে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা দরকার। আশাকরি সেক্ষেত্রে তাঁর ওপর শত্রুর কোনরকম আক্রমণ সফল হবে না?'

'ঠিক ধরেছেন,' লর্ড এসটেয়াব বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীর ঠিক পেছনে একদল সাদা পোশাকের গোয়েন্দা আরেকটি গাড়িতে চেপে তাঁর অনুসরণ করছিল। মিঃ ম্যাক অ্যাডাম কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে আগে কিছুই জানতে পারেন নি। ওঁর ভয়ের কিছু নেই, সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের পাহারায় যাচ্ছেন জানতে পারলে উনি আগেই ধমকে ওদের বিদেয় করে ছাড়তেন। কিন্তু তাহলেও পুলিশকে তো তার কর্তব্য পালন করতেই হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি যে চালাচ্ছিল সেই ও' মার্ফি নিজেই সি আই ডির লোক।'

'ও মার্ফি?' পোয়ারো বাধা দিল, 'লোকটি নিশ্চয়ই আইরিশম্যান, তাই না?'

'হ্যাঁ' ও'মার্ফি আইরিশম্যান।'

'আয়ারল্যাণ্ডের কোন জায়গায় ওর বাড়ি?'

'ক্লেয়ার এলাকায়।'

'বেশ! তারপর কি হল বলে যান মি লর্ড!'

'প্রধানমন্ত্রী একটা ঢাকা গাড়িতে চেপে লণ্ডনের দিকে রওনা হলেন, তিনি আর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস ছিলেন ভেতরে। দ্বিতীয় গাড়িটি তাদের অনুসরণ করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও অজানা কারণে বড় রাস্তার বদলে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি গিয়ে পড়ল অন্য রাস্তায়—'

'যেখানে রাস্তাটা ভাগ হয়েছে?' পোয়ারো বাধা দিল, 'তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কি করে?'

'এত এমনিতেই বোঝা যায়,' পোয়ারো উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বলে যান মি লর্ড! থামবেন না?'

'কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল,' লর্ড এসটেয়ার আবার খেই ধরলেন, 'এদিকে হল কি, পুলিশের যে গাড়িটা পেছন পেছন আসছিল প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ঐ পথ পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত তার চালক টের পায় নি, তাই তারা বড় রাস্তা ধরেই ছুটে এগোল। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি নিরুপদ্রবেই

যাচ্ছিল, আচমকা একটা গলির ভেতর থেকে একদল মুখোশ-পরা লোক দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ির সামনে পথ আটকাবার জন্য। গাড়ির চালক—'

'ঐ সাহসী ও' মার্ফি,' প্রায় বিড়বিড় করে বললেও পোয়ারোর মন্তব্য আমার কানে স্পষ্ট ভেসে এল।

'হ্যাঁ, গাড়ির চালক গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়ে ব্রেক চাপতে গিয়েছিল, সেইসময় ব্যাপার কি দেখতে প্রধানমন্ত্রী জানলার কাঁচ নামিয়ে বাইরে মুখ বেব করেছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুবার কাছেই কোথাও রাইফেল গর্জে উঠল, একটা গুলি ছিটকে এল প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে, কিন্তু মুখে না লেগে গুলিটা তার গালের চামড়া পুড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় গুলিটা অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। বিপদের গুরুত্ব টের পেয়ে ও'মার্ফি এবার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। যারা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল কোন কিছুর পরোয়া না করে তাদের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল সে, ঘাবড়ে গিয়ে মুখোশপরা সেই লোকগুলো ছিটকে পড়ল পথের দুধারে।

'অল্পের জন্য উনি প্রাণে বেঁচেছেন,' বলতে গিয়ে আমার গা কেঁপে উঠল।

মিঃ ম্যাক অ্যাডাম নিজে কিন্তু ও ব্যাপার নিয়ে কোনও হৈ চৈ করেন নি, ওঁর নিজের মতে গালের আঘাত সামান্য একটা আঁচড় বই কিছু নয়। ও'মার্ফি ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় একটি ছোট হাসপাতালে সেখানকার লোকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওঁর মুখ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। প্রধানমন্ত্রী ঐ হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে তাঁর নিজের পরিচয় দেননি, ওঁরাও তাঁকে চিনতে পারেননি। এরপরে সফরসূচি অনুযায়ী উনি এসে পৌঁছোন চেয়ারিং ক্রস, সেখানে ডোভারগামী একটি বিশেষ ট্রেন ওঁরই জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের মুখ থেকে চিন্তিত পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ জানতে পাবে, তার অল্প কিছুক্ষণ বাদে প্রধানমন্ত্রী সেই ট্রেনে চেপে রওনা হন ফ্রান্স অভিমুখে। ডোভারে ট্রেন থেকে নেমে প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর একটি ডেস্ট্রয়ারে চাপেন। পরের ঘটনা গোড়াতেই বলেছি, বোলগ্নায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী দেখতে পান একটি গাড়ি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই গাড়িতে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়ছিল, ভেতরে যিনি ছিলেন তিনি নিজেকে কম্যাণ্ডার ইন চীফের এডিসি বলে পরিচয় দেন, কিন্তু তিনি এবং ঐ গাড়ি দুটোই যে জাল তা তখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।'

'এইটুকু আপনার বক্তব্য?' লর্ড এসটেয়ার থামতে পোয়ারো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

'কিছু বাদ পরেনি তঃ?'

'হ্যাঁ পড়েছে।'

'সেটা কি?'

'চেয়ারিং ক্রশে প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দেবার পরে ওঁর গাড়ি বাড়ি ফেরেনি। পুলিশের সন্দেহ পড়েছিল ও'মার্ফির ওপর তাই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তল্লাসী। পরে সোহো এলাকায় অবস্থিত এমন একটি বাজে রেস্তোরাঁর বাইরে প্রধানমন্ত্রীর সেই গাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল যে জায়গাটা জার্মান গুপ্তচরদের আড্ডা হিসেবে কুখ্যাত।'

'গাড়ির চালকের কি হল?'

'চালককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও উধাও হয়েছে।

'তাহলে দুজন নিরুদ্দেশ হয়েছে?'

পোয়ারো আপন মনে বলল, 'প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে এবং ও'মার্ফি লণ্ডনে।'

'মঁসিয়ে পোয়ারো,' লর্ড এসটেয়ারের গলায় হতাশা ফুটে বেরোল।

'গতকাল কারও মুখ থেকে যদি শুনতাম যে ও'মার্ফি বিশ্বাসঘাতক, তাহলে সেকথা আমি মোটেও বিশ্বাস করতাম না।'

'আর আজ?'

'আজ কি বলব তা এখনও আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

শালগমের মত দেখতে নিজের ট্যাকঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে পোয়ারো বলল, 'মি লর্ড, এই রহস্য সমাধান করতে গেলে আমার তদন্তের প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় যেতে হতে পারে তা আশা করি বুঝতে পারছেন? এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা আশা করতে পারি কি?'

'অবশ্যই,' লর্ড এসটেয়ার বললেন, 'আর ঠিক একঘন্টা বাদে একটি বিশেষ ট্রেন ডোভার থেকে ছাড়বে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একদল গোয়েন্দা থাকবেন ঐ ট্রেনে। এছাড়া আরও দুজন থাকবেন আপনার সঙ্গে একজন সামরিক অফিসার ও আরেকজন সি আই ডি অফিসার। বলুন, এতে চলবে ত?'

'আর দরকার নেই। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার আরও একটা প্রশ্নের উত্তর অনুগ্রহ করে দেবেন আশা করছি। আপনারা আমার কাছে এলেন কেন? লণ্ডনের মত এক বিশাল কর্মব্যস্ত শহরে আমাকে ত কেউ চেনে না, জানে না।'

'আপনার নিজের দেশের অর্থাৎ বেলজিয়ামের বাসিন্দা, এক বিরাট লোকের ইচ্ছা ও সুপারিশেই আমরা আপনাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি।'

'আমার নিজের দেশের এক বিরাট বড় লোক? তিনি কি আমার বন্ধু প্রিফেট?'

'না, প্রিফেট নন,' লর্ড এসটেয়ার মাথা নেড়ে বললেন, 'ইনি প্রিফেটের চাইতেও অনেক বড় মাপের মানুষ, একসময়ে যাঁর মুখের কথাই ছিল বেলজিয়ামের আইন এবং আবারও তাই হবে ইংল্যাণ্ড শপথ করে বলতে পারে।'

লর্ড এসটেয়ারের মন্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো নাটকীয় ঢংয়ে কোনও এক অদেখা পুরুষের উদ্দেশ্যে স্যালিউট ঠুকল, নিজের মনেই বলল, 'তবে তাই হোক। কিন্তু আমার গুরুদেব ভুলে গেছেন যে...শুনুন মশাইরা, আমি এরকুল পোয়ারো নিজ মুখে বলছি, একান্ত বিশ্বাসভাজন হিসেবে আমি আপনাদের সেবা করব। ঈশ্বর করুন আমার কথা যেন যথাসময়ে সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পুরো ধোঁয়াটে হয়ে আছে....আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না....।'

মন্ত্রী দুজন বিদায় নেবার পরে আমি বললাম, 'কি গো পোয়ারো, এই মারাত্মক কেস সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? কি হবে এখন?'

পোয়ারো আমার প্রশ্নের জবাব দিল না, একটা ছোট স্যুটকেস গোছাতে হঠাৎ

ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, সুটকেস গোছানো শেষ হলে বলল, 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমি এই মুহূর্তে কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে বুদ্ধিশুদ্ধি যা কিছু ছিল সব আমায় ছেড়ে পালিয়েছে।'

'একটা প্রশ্নের জবাব অন্তত দাও?' নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইলুম, 'মাথায় দু এক ঘা দিলেই যেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার কথা সেখানে ওরা প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করতে গেল কেন?'

'যদি বলে থাকি তাহলে মাফ করো ভাই,' পোয়ারো বলল 'আসলে আমি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিলুম। এখন দেখতে পাচ্ছি শুধু কিডন্যাপ করা নয়, ওদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ অনিশ্চয়তা আতঙ্ক ছড়াবে। সেটা একটা কারণ। প্রধানমন্ত্রী যদি মারা যান তবে তা হবে ভয়ানক বিপর্যয়কর। কিন্তু আমাদের সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তাকে সামাল দিতে হবে। আরও যেসব সম্ভাবনা আছে সেসব শুনলে তোমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, নড়াচড়া করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসবেন, কি আসবেন না? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কিছু জানতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছুই করা যাবে না! এবং একটু আগে এই প্রসঙ্গে তোমাকে যা বলছিলাম, এইসব অনিশ্চয়তাই আতঙ্ক ছড়াবে, আর শত্রুরা ঠিক সেটাই চাইছে। তারপর ভাবার মত আরও আছে, যেমন কিডন্যাপাররা যদি ওঁকে গোপনে কোথাও আটকে রেখে তাকে তাহলে দুপক্ষের কাছ থেকেই ফায়দা তোলার সুবিধে ওদের থেকে যাচ্ছে। সচরাচর জার্মান সরকার টাকাকড়ি খুব উদার হাতে বিলোয় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয়ত তারা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মুক্তিপণ বাবদ প্রচুর টাকা খরচ করতেও পারে। তৃতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রীকে খুন করলেও ফাঁসীতে ঝোলার ঝুঁকি তাদের থাকছে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কিডন্যাপ করাই ছিল ওদের মতলব।

'তাই যদি হয় তাহলে প্রথমে ওরা প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এই ব্যাপারটা, আমারও মাথায় ঢুকছে না!' পোয়ারো রেগেমেগে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা ধোঁয়াশার মত অস্পষ্ট—অপদার্থ। প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করার সব যোগাড়যন্ত্র করে এবং চমৎকার ব্যবস্থা করল। আবার তারপরেও নাটক করার সাধ জাগল ওদের মানে অতিনাটকীয় ঠিক সিনেমার গল্পের মত! লণ্ডন থেকে কুড়ি মাইলও নয় এমন দূরত্বে একদল মুখোশ-পরা লোক একটা সরু গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরেই তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল গুলি! ভাবতে পারো? অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না?'

'এমনও ত হতে পারে,' আমি বললাম, 'ওরা একইসঙ্গে ওঁকে খুন আর কিডন্যাপ করতে প্রয়াসী হয়েছিল, যেটা কার্যকরী হয় হবে এই ভেবে নিয়ে।'

''না ক্যাপ্টেন,'' পোয়ারোর ঠোঁটে এতক্ষণ বাদে একটু হাসি দেখা গেল। 'সেটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যাপার হয়ে যাবে, তারপর দেখ—এতবড় একটা ঘটনার

পেছনে একজন বিশ্বাসঘাতক নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু কে সে লোক? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, না ও'মার্ফি? ওদের দুজনের মধ্যে একজনই যে বিশ্বাসঘাতক তাতে কোনও সন্দেহ নেই নয়ত প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে গেল কেন? প্রধানমন্ত্রী আশা করি নিজে তাঁর প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেন নি, এর সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসাজশও ছিল না, সেইভাবে যারা তাঁকে অপহরণ করেছে তাদের সঙ্গে ও নিশ্চয়ই তিনি হাত মেলান নি! হয় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস অথবা ও'মার্ফি এদের মধ্যে কোনও একজন রাস্তা পাল্টেছিল!'

'আমার নিজের ধারণা, এটাও 'মার্ফির কাজ,' আমি বলে উঠলাম।

'ঠিক বলেছো,' পোয়ারো হাসিহাসি মুখে বলল, 'কারণ ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস রাস্তা পাল্টানোর নির্দেশ দিলে তা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর কানে যেত তখনই তিনি তার কারণ জানতে চাইতেন। আবার এই গোটা ব্যাপারটাই এতগুলো 'কেন,' এমনিতেই দেখা দিয়েছে যেগুলো পরস্পর বিরোধী। ও'মার্ফি যদি খাঁটি লোক নাই হয় তাহলে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ শোনার পরেও ও গাড়ি নিয়ে সেই মুখোশপরা লোকগুলোর দিকে তেড়ে গেল কেন? একথা মানতেই হবে যে ওর এই তেড়ে যাবার ফলে তখনকার মত প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল। আবার দেখ, ও'মার্ফি যদি সত্যি খাঁটি লোক হয় তাহলে চেয়ারিংক্রশ থেকে ফিরে এসে ও এমন এক জায়গায় গাড়ি নিয়ে হাজির হবে কেন যেটা জার্মান গুপ্তচরদের ঠেক বলে সবাই জানে?'

'কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই,' এর বেশী কিছু আমার মুখ দিয়ে সেই মুহূর্তে বেরোল না।

'এবার নিয়ম মত কেসটার দিকে তাকাও,' পোয়ারো বলল, 'ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস আর ও'মার্ফি এদের পক্ষে আর বিপক্ষে আমরা কি পাচ্ছি? ও'মার্ফির কথাই আগে ধরা যাক! ওর বিরুদ্ধে যাবার মত প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে তাদের মধ্যে আছে বড় রাস্তা ছেড়ে এক অজানা পথে গাড়ি ঢোকানো খুবই সন্দেহজনক, এছাড়া আইরিশম্যান যার বাড়ি কাউন্ট ক্লোরে, আইরিশম্যানেরা প্রায় সবাই যে গ্রেট ব্রিটেন থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বহুদিন হল বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে তা আশাকরি বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ্য করলেই দেখবে ও'মার্ফির উধাও হওয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক এবং পূর্ব পরিকল্পিত।

এবার ও'মার্ফির নির্দোষিতার পক্ষে যেসব যুক্তি আছে সেগুলো বলছি ঃ এইমাত্র বলেছি যে ও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও আহত প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়েছে! এছাড়া ও'মার্ফি নিজেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাঠানো সি আই ডির এক গোয়েন্দা অফিসার যাকে কোনমতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

এবার ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের প্রসঙ্গে আসছি। ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ লম্বা করা যায় এমন কিছুই আমাদের জানা নেই, ওঁর অতীতের ইতিহাসও আমাদের অজানা। তার ওপর একজন ইংরেজ হিসেবে অনেকগুলো ভাষা ওঁর জানা (মাপ করো সখা, কিন্তু ভাষাবিদ্ হিসেবে তোমাদের কেউ ভাবতেও পারবে না!) ওঁর পক্ষে

একটি বড় যুক্তি দেখা যাচ্ছে তা'হল হাত পা এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় ওঁকে শত্রুরা একটি খামারবাড়িতে ফেলে রেখেছিল এবং এও প্রমাণ হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করার আগে ওঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করেছিল শত্রুরা যা দেখে এটাই মনে হয় যে এই কাণ্ডের পেছনে ওঁর কোনও হাত নেই।'

'কিন্তু এও ত হতে পারে যে সন্দেহ এড়ানোর জন্য উনি নিজেই এই পরিকল্পনা করেছিলেন?' আমি বললাম, 'হয়ত ওঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুরা ওঁকে বেহুঁশ করে হাত পা বেঁধে ঐ খামারবাড়িতে ফেলে রেখে ছিল?'

'না ভাই,' পোয়ারো ঘাড় নেড়ে বলল, 'তেমন কিছু আঁচ করতে পারলে ফরাসী পুলিশ ওঁকে অব্যাহতি দিত না। তাছাড়া ধরো যদি তোমার যুক্তি অনুযায়ী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য কি? লক্ষ্য একটাই প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করা। একবার তা যখন করা হয়েছে তখন শত্রুরা ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে যাবে কেন?'

কারণ ঃ সে চটপট গাড়িটা আবার চালু করার ফলেই বেঁচে গেছে প্রধানমন্ত্রীর জীবন, এছাড়া আমরা আগেই জেনেছি যে ও'মার্ফি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন গোয়েন্দা অতএব নিঃসন্দেহে তাকে বিশ্বাসভাজন হিসেবে ধরে নেয়া চলে। এবার ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের প্রসঙ্গে আসা যাক। ওর অতীত ইতিহাস যেহেতু আমাদের জানা নেই তাই ওকে এইমুহূর্তে সন্দেহভাজন বলা যাচ্ছে না শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া তাহ'ল ও অনেকগুলো ভাষা জানে যেটা সাধারণত ইংরেজদের বেলায় দেখা যায় না (তুমি রাগ করলেও আমি নাচার সখা, কারণ বিদেশী ভাষা শেখার ব্যাপারে তোমরা ইংরেজরা একেকজন যে আস্ত ভোঁদাই তা কারও অজানা নয়।) যাক গে ওসব—কোথায় থেমেছিলাম যেন? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস! হ্যাঁ, তাঁকে হাত আর মুখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করার আগে আততায়ীরা ওঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুশ করেছিল তাও আমরা জেনেছি—এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাই যাচ্ছে যে এতবড় একটি অপকর্মের পেছনে ওঁর কোনও হাত নেই।'

'এমন ত হতে পারে যে সন্দেহ এড়াতে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নিজেই নিজের মুখ আর দুহাত বেঁধেছিলেন?' আমি বললাম।

'ভুল করছ', পোয়ারো আমার যুক্তি খণ্ডন করে বলে উঠল, 'ফরাসী পুলিশের এতবড় ভুল কখনো হতে পারে না। তাছাড়া, ধরো তোমার যুক্তি গ্রহণ করলাম তাতেও কি দেখছ না যে উদ্দেশ্য সফল হবার পরে অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপদে অপহরণ করার পরে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের পক্ষে আর পিছনে পড়ে থাকার কোনও অর্থ হয় না? শুধু একটা নাটক করার জন্য ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের নির্দেশে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যদি তাঁকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করে তারপর দু'হাত আর মুখ বেঁধে ফেলে তাহলে তাতে ওদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসকে নিয়ে শত্রুর এখন আর তেমন মাথাব্যাথা নেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত পরিস্থিতি যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের ওপর সবসময়ে নজর রাখবে এটাই স্বাভাবিক।'

ড্যানিয়েলস ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলে পুলিশকে ভুল পথে চালনা করতে চেয়েছিলেন এমনও ত হতে পারে?'

'চেয়েছিলেন যখন তখন উনি তাই করলেন না কেন?' পোয়ারো আবার আমার যুক্তি খণ্ডন করল, 'ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস শুধু বলেছেন যে ওঁর নাক আর মুখের ওপর কেউ কিছু একটা চেপে ধরেছিল, এর বাইরে আর কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। এই বিবৃতির ভেতরে মিথ্যের গন্ধ একফোঁটাও নেই, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য।'

'এবার তাহলে আমাদের ষ্টেশনের দিকে রওনা হতে হয়,' ঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে পোয়ারোকে বললাম, 'হয়ত ফ্রান্সে তুমি আরও কিছু সূত্র পাবে।

'হয়ত তাই,' পোয়ারো বলল, 'কিন্তু তাতে ফল কতটুকু হবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। ঐটুকু একটা ছোট সীমাবদ্ধ জায়গার ভেতরে নিখোঁজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া গেল না এটাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, যেখানে ওঁকে লুকিয়ে রাখা একরকমে দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি দু'দেশের সামরিক আর পুলিশ বাহিনী ওঁর খোঁজ না পায় তাহলে আমি পাব কি করে?'

চেয়ারিং ক্রশ রেল স্টেশনে মিঃ ডজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন দুজন অচেনা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা অফিসার মিঃ বার্নস আর ইনি মেজর নর্মান,' সঙ্গী ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, 'এঁরা দুজন সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবেন, প্রয়োজনে সবরকম সাহায্যে পাবেন এঁদের কাছ থেকে। যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হলেও আমি হাল ছাড়িনি, এখনও নিরাশ হইনি আমি। আচ্ছা আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি তাহলে এবার বিদায় নিচ্ছি,' এটুকু বলেই মন্ত্রীমশাই দ্রুত পা ফেলে অন্যদিকে চলে গেলেন।

ভদ্রতা রক্ষার্থে যেটুকু কথা বলা দরকার সেইভাবে আমরা মেজর নর্মাণের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় প্ল্যাটফর্মে ভীড়ের মাঝখানে একটা চেনা মুখ চোখে পড়ল—ভদ্রলোকের মুখের গড়ন অনেকটা বেজীর মুখের মত, ঢ্যাঙ্গা, সুন্দর দেখতে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোক ইন্সপেক্টর জ্যাপ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সেরা গোয়েন্দাদের একজন। আমাদের দেখতে পেয়ে ইন্সপেক্টর জ্যাপ এগিয়ে এলেন, হাসিমুখে পোয়ারোকে বললেন, 'খবর পেলাম এই খোঁজাখুঁজির ভেতরে আপনিও জড়িয়েছেন, মাথা খাটানোর মত কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কাজটা যেই করুক না কেন মাল পাচার করেছে নিঃশব্দে, খুব চটপট। কিন্তু অনেকদিন ওরা ওঁকে আটকে রাখতে পারবে এ বিশ্বাস করি না। আমাদের গোয়েন্দারা ফ্রান্সের ভেতরে সবখানেই চিরুনি চালানোর মত খানাতল্লাসী করছে, ফরাসীরাও বসে নেই। আমার ধারণা আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

'যদি তখনও পর্যন্ত উনি জীবিত থাকেন,' ইন্সপেক্টর জ্যাপের পাশে দাঁড়ানো ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দাটি মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, ইয়ে, তা বটে, ইন্সপেক্টর' জ্যাপের গলা হঠাৎ বিষণ্ন বোঝালো, 'কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে উনি এখনও জীবিত।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, উনি এখনও জীবিত,' ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দাটির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে পোয়ারো ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'কিন্তু ওকে সময় মত খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। আপনার মত আমারও বিশ্বাস ছিল যে ওঁকে বেশীদিন আটকে রাখা যাবে না।'

পোয়ারোর কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ির বাঁশি বাজল আমরাও দল বেঁধে উঠে পড়লাম। আস্তে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এল।

সে এক অদ্ভুত যাত্রা—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যত গোয়েন্দা আছে, সবাই যেন ঝেঁটিয়ে এসে উঠেছে কামরার ভেতরে। উত্তর ফ্রান্সের অনেকগুলো ম্যাপ কোলের উপর বিছিয়ে আমরা সবাই একেকবার ম্যাপের একেকটা এলাকার ওপর আঙ্গুল বোলাচ্ছি আবার পরমুহূর্তে নিজেদের কপালে টোকা দিচ্ছি কিছুটা উত্তেজিতভাবে—প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে যে যার নিজস্ব মতামত দিচ্ছে। মেজর নর্মান মানুষটি বেশ আমুদে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে আমার বেশী সময় লাগল না। অথচ আশ্চর্য, পোয়ারো নিজে যথেষ্ট কথা বলে কিন্তু আজ তার মুখে একটি কথাও নেই, ছোট ছেলেরা যেমন কোনও কারণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বসে থাকে, পোয়ারোকে দেখেও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে। ট্রেন ডোভারে এসে পৌঁছোতে হাওয়ার বেগ প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজে ওঠার সময় পোয়ারো আমার হাতটা এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যা দেখে এত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যেও হাসি চাপতে পারলাম না।

'ওহ্! একি বিশ্রী ব্যাপার!' পোয়ারো চাপা গলায় মন্তব্য করল।

'সাহস হারিয়ো না পোয়ারো,' তাকে সাহস দিতে আমি গলা চড়ালাম, 'জেনে রেখো তুমি জিতবে, ওঁকে তুমি ঠিকই খুঁজে বের করবে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

জাহাজের এঞ্জিন চালু হল। সেই বিশ্রী যান্ত্রিক আওয়াজ অসহ্য ঠেকতে পোয়ারো চোখ বুঁজে দুহাতে কান চাপা দিল, আমি বললাম, 'মেজর নর্ম্যানের মতে উত্তর ফ্রান্সের একটা ম্যাপ আছে, তুমি একবার ওতে চোখ বোলাবে নাকি?'

'ওফ্! ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তুমি অতি অসহ্য!' দুহাতে কান চাপা দিয়ে এক চোখ খুলে পোয়ারো আমাকে ধমকে উঠল, 'দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও, অযথা বাজে বকবক কোরনা! একটা কথা মনে রাখবে, তাহল, পেট আর মাথা শরীরের এই দুটো অঙ্গ সবসময় একই রকম চালু রাখতে হয়, এ বিষয়ে ল্যার্ভোজোয়ে এক অভিনব প্রণালী শিখিয়াছেন। আস্তে, খুব আস্তে একবার শ্বাস নাও, তারপর আবার ছেড়ে দাও। এক থেকে ছয় গুনতে গুনতে মাথাটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এটা করতে হবে, ঠিক এরকম।' বলে পোয়ারো সত্যিই সেই অভিনব প্রণালী অনুযায়ী হাতেকলমে মাথা আর পেটের ব্যায়াম শুরু করল। তাকে আর না ঘাঁটিয়ে আমি জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম।

বোলগ্না বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছোতেই পোয়ারো এসে হাজির হল ডেকে, চাপা গলায় যা বলল তার অর্থ ল্যার্ডোজোয়ে পদ্ধতির কোনও জবাব নেই।

আমাদের পুরানো বন্ধু গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জ্যাপ তখনও উত্তর ফ্রান্সের ম্যাপের ওপর আঙ্গুল বোলাচ্ছেন, একপলক দেখে বুঝলাম তিনি এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

'যাচ্ছেতাই!' ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজের মনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গাড়িটা রওনা হল বোলগ্না থেকে, তারপর (ম্যাপের একটি জায়গায় আঙ্গুল রেখে) ঠিক এইখানে দুটো গাড়ি আলাদা পথ নিল। প্রধানমন্ত্রীকে ওরা এখান থেকে ওঁর গাড়ি থেকে বের করে অন্য গাড়িতে তুলে নিয়েছিল, এটাই আমার ধারণা। তুমি বুঝলে কি বললাম?'

যার উদ্দেশ্যে বলা, ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গী সেই ঢ্যাঙ্গা গোয়েন্দা প্রবর বললেন, 'তাহলে আমি এখুনি বাকি বন্দরগুলোতে ফের নতুন করে খানা তল্লাসী করব। আপনি যাই বলুন না কেন, ওরা প্রধানমন্ত্রীকে জাহাজে চাপিয়ে কোথাও পাচার করেছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'খুবই স্বাভাবিক,' জ্যাপ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, 'বন্দরগুলোতে হুকুম পাঠাও যাতে একটি জাহাজও আমাদের অনুমতি ছাড়া পাড়ি না দেয়।'

রাতের আঁধার কেটে গিয়ে পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে এমনি সময় আমাদের জাহাজ বন্দরে ভিড়ল।

'আমাদের সামরিক বাহিনীর একটা গাড়ি আছে না। সেই জন্য অপেক্ষা করছে, মঁসিয়ে।' মেজর নর্মান পোয়ারোকে বললেন।

'ধন্যবাদ, মেজর,' পোয়ারো বলল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বোলগ্না ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে আমার মন চাইছে না।'

'তার মানে?' মেজর নর্ম্যান অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন, 'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলেছি, মেজর,' পোয়ারো বলল,' আপাততঃ আসুন বন্দরের লাগোয়া এই হোটেলে আমরা ঢুকব।'

মেজর নর্ম্যান কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাঁটকুল পোয়ারো আমাদের নিয়ে এবার বীরদর্পে ঢুকে পড়ল বন্দরের লাগোয়া হোটেলে, একটা কামরা ভাড়া নিল সে। পোয়ারোর বুদ্ধি বিবেচনার ওপরে আমার অগাধ আস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে তার এই নিশ্চিন্ত হাবভাব দেখে আমি নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

'কি হে, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' আমায় খোঁচা দিয়ে পোয়ারো বলে উঠল, 'আমার মত এক ধুরন্ধর গোয়েন্দা এতবড় সংকটেও কিছু করছে না এটাই নিশ্চয়ই ভাবছো? বলুন মেজর নর্ম্যান, আপনার মনেও এই একই প্রশ্ন জাগছে তাই না? মশাই আমার পেশাটা কি তা ভুলে যাবেন না, মানুষের মনের কথা আমি পড়তে পারি। গোয়েন্দা যতই ধুরন্ধর হোক, তাকে ত কাজ করে নিজের এলেম দেখাতে হবে আর সেজন্য চাই অফুরন্ত প্রাণশক্তি যাতে সে পলকের ভেতর দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারে, রাস্তার ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে

গাড়ীর স্কোরের দাগ দেখবে, পোড়া সিগারেটের টুকরো, ফেলে যাওয়া দেশলাই কুড়িয়ে নেবে, তাই না? গোয়েন্দার কথা বলতে এই সবই ভাবেন আপনারা, তাই তো?'

কেউ কোনও কথা বলতে পারলাম না, ফ্যাল ফ্যাল করে সবাই তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমাদের নীরবতায় যেন উৎসাহিত হল পোয়ারো—'আপনাদের কাছে হলফ করে বলতে পারি ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। অপরাধীর আসল সূত্র লুকিয়ে আছে এইখানে,' বলে সে নিজের পাতলা টাকের ওপর আলতো করে দুবার টোকা দিল।' 'আপনারা জেনে রাখুন, লণ্ডন ছেড়ে এতদূরে আসার আমার কোনও দরকারই ছিল না। ওখানে ঘরের ভেতরে বসেই আমি রহস্য সমাধানের সব সূত্র পেয়ে যেতাম। সবকিছুরই একটা নিয়ম আর যুক্তি আছে, সেই নিয়মের সাহায্যে একটু মাথা ঘামালেই প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে তা বের করে ফেলতে পারতাম। তা না করে তাড়াহুড়ো করে ফ্রান্সে এসে খুবই ভুল করেছি—এ যে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলা। কিন্তু যথেষ্ট দেরী হলেও আমি এবার আমার নিজের পথে কাজে নামছি। বন্ধুরা, আপনারা বক বক না করে দয়া করে এবার চুপ করুন, আমায় একটু ভাবতে দিন।'

আমরা চুপ করতেই পোয়ারো ভাবতে শুরু কবল। আধঘন্টা, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা এইভাবে দেখতে দেখতে পুরো পাঁচটি ঘন্টা একইভাবে কেটে গেল তবু পোয়ারোর মাথা খাটানো শেষ হবার নামটি নেই, আমরা অধৈর্য হলেও আমার বেঁটেখাটো বেলজিয়াম বন্ধু বসে আছে পাথরের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে না, শুধু ঘন ঘন চোখ পিটপিট করছে। পোয়ারোর চোখের মণির রং সবুজে কটা, ঠিক বেড়ালের মত, আমার বার বার মনে হচ্ছে তার দুচোখের মণির রং ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, এতবড় একটা সংকট সামনে নিয়ে ঐভাবে কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে যিনি এসেছেন সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করলাম, তাচ্ছিল্যের চাউনি তিনি একেকবারে ছুঁড়ে দিচ্ছেন গম্ভীর চিন্তামগ্ন পোয়ারোর দিকে, অন্যদিকে মেজর নর্ম্যান নিজেও যে অধৈর্য হয়ে পড়ছেন তাও আমার চোখে ধরা পড়ছে। আব আমি নিজে? একটানা পাঁচঘন্টা—পোয়ারোর সঙ্গে একটি কথাও বলতে না পেরে আমার নিজের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা এই মুহূর্তে ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

'পেয়েছি,' আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর পোয়ারো মুখ খুলল, 'এবার চলো এগোনো যাক।'

একটানা পাঁচঘন্টা ধরে একা একা ভেবে সে এমন কি খুঁজে পেয়েছে তা আন্দাজ করতে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম পোয়ারোর দিকে। দেখলাম তার চোখের চাউনী হঠাৎ কেমন যেন পাল্টে গেছে, কাছাকাছি ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে শিকারী বেড়ালের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে তার কটা সবজে দুচোখের চাউনী, চাপা উত্তেজনায় তার বুকের খাঁচাটা বার বার ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে।

'আমি গোড়ায় মতিচ্ছন্ন হয়েছিলাম, বন্ধুরা!' পোয়ারো স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কিন্তু এবার আমি আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি?'

'আমি যাই, গাড়ি তৈরী করতে বলি,' বলে মেজর নর্ম্যান সোফার নরম গদী ছেড়ে উঠতে যেতেই পোয়ারো হাত নেড়ে তাঁকে বারণ করল।

'তার আর দরকার হবে না।' পোয়ারো বলল, 'আমি ওতে চাপতে যাচ্ছি না। ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমেছে বলে করুণাময় ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'আপনি কি তাহলে পায়ে হেঁটে যাবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?' বিভ্রান্ত মেজর নর্ম্যান জানতে চাইলেন।

'না ভাই, আমি বাইবেলের সেন্ট পিটার নই তাই পায়ে হেঁটে সাগর ডিঙোতে পারব না। সাগর পেরোতে হলে আমার মতে জাহাজই ভাল।'

'সাগর পেরোবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পোয়ারো একই রকম গলায় বলল, 'নিয়ম মেনে কাজ করতে গেলে একদম গোড়া থেকেই শুরু করা দরকার। এই রহস্যের সূত্রপাত ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে, অতএব তার সমাধান করতে হলে এই এক্ষুনি এইমুহূর্তে আমাদের ইংল্যাণ্ড ফিরে যেতে হবে।'

এই মুহূর্তে আমরা আবার এসে দাঁড়িয়েছি চেয়ারিং ক্রস রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, এখন বিকেল ঠিক তিনটে। আমরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও পোয়ারো মুখ খোলেনি, বরং বারবার এটাই বলেছে যে গোড়া থেকে শুরু করলে তাতে সময়ের অপচয় মোটেই হয় না বরং সমস্যা সমাধানের সেটাই একমাত্র পথ। ফেরার পথটা পোয়ারো আমাকে এতটুকু পাত্তা না দিয়ে খুব চাপা গলায় মেজর নর্ম্যানের সঙ্গে কি কথা বলল তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না। ডোভার থেকে মেজর নর্ম্যান একগাদা টেলিগ্রাম করলেন।

মেজর নর্ম্যানের কাছে বিশেষ অনুমতিপত্র থাকার ফলে খুব অল্প সময়ের ভেতর আমরা যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। লণ্ডনে একটি ঢাউস পুলিশের গাড়ি আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছিল, ভেতরে কয়েকজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা বসেছিল। আমাদের দেখে তাঁদের মধ্যে একজন একটা টাইপ করা কাগজ তুলে দিল পোয়ারোর হাতে। এক পলক তাতে চোখ বুলিয়ে পোয়ারো আমায় বলল, 'লণ্ডনের পশ্চিম দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাসের ভেতর যত ছোট হাসপাতাল আছে এটা তাদের তালিকা। এটা যোগাড় করতে আমি ডোভার থেকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

সেই গাড়ি আমাদের লণ্ডনের বিভিন্ন পথে নিয়ে গেল। কত রোড পেরিয়ে আমরা হ্যামার্সমিথে এলাম, সেখান থেকে এলাম চিসউইক, তারপর বেন্টফোর্ড। আমাদের লক্ষ্যস্থল কোন জায়গা হতে পারে এবার তার আভাস পেলাম। উইণ্ডসর পেরিয়ে একসময় এ্যাসকটে এসে পৌঁছেতেই আমার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—মনে পড়ে গেল এই অ্যাসকেটেই ক্যাপ্টেন ডানিয়েলসের এক মামী না পিসি থাকেন। আমরা তাহলে যাকে খুঁজছি সে যে ও'মার্কি নয়, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, এ সম্পর্কেও নিশ্চিত হলাম।

একটা ছিমছাম ভিলার গেটে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই পোয়ারো নেমে কলিংবেল বাজাল। লক্ষ্য করলাম তার উজ্জ্বল মুখখানা ভ্রুকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সদর দরজা খুলে গেল, কে যেন পোয়ারোকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে পোয়ারো আবার বেরিয়ে এল বাইরে, মাথাটা জোরে একবার ঝাঁকিয়ে আবার গাড়িতে চাপল সে। যেটুকু আশা একটু আগেও আমার বুকের ভেতরে মাথা তুলেছিল আবার তা ঝিমিয়ে পড়ল। বিকেল চারটে অনেক্ষণ হল বেজেছে। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ যদিবা পোয়ারো পেয়ে থাকে তবু ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রীকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট জায়গার হদিশ না পেলে তা কোন কাজে আসবে?

লণ্ডনে ফেরার মুখে পথে কয়েকবার থামতে হল। বেশ কয়েকবার বড় রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরতে হল। একসময় আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা ছোট বাড়ির সামনে এক নজর তাকিয়েই বুঝলাম এটা একটা ছোট হাসপাতাল। যেতে যেতে ঐরকম আরও অনেকগুলো হাসপাতালের সামনে গাড়ি থামিয়ে পোয়ারো ভেতরে ঢুকে কি খোঁজখবর নিল সেই জানে, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস যে আবার ফিরে আসছে সেটা তার মুখের দিকে তাকিয়েই টের পেলাম। আরও কিছুদিন বাদে পোয়ারো মেজর নর্ম্যানকে চাপাগলায় কি যেন বলল, উত্তর তিনি বললেন,' হ্যাঁ আমরা বাঁদিকে মোড় নিলেই দেখবেন ওরা সাঁকোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।'' পোয়ারোর নির্দেশে গাড়ির চালক বড় রাস্তা ছেড়ে লাগোয়া একটা সরু রাস্তায় ঢুকল, বিকেলের মরা আলোয় চোখে পড়ল আরেকটা গাড়ি সেই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে। ভাল করে তাকাতে দেখলাম সেই গাড়ির ভেতরেও দুজন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা বসে। পোয়ারো গাড়িকে থামিয়ে নেমে পড়ল। দ্বিতীয় গাড়িটির কাছে গিয়ে ভেতরের আরোহীকে কি যেন বলল সে, তারপর আবার উঠে এল গাড়িতে। এবার আমরা উত্তর দিকে এগোলাম, দ্বিতীয় গাড়িটা আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল। লণ্ডনের উত্তর শহরতলী এলাকায় একটা বড় বাড়ির সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল, তারপর আবার খানিকটা পিছিয়ে এল। সঙ্গে গোয়েন্দাদের একজনকে নিয়ে পোয়ারো সেই বাড়ির সদর দরজায় ঘন্টা বাজাতেই পাল্লা গেল খুলে, ভেতর থেকে যে মুখ বাড়াল তাকে কাজের মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

'আমি একজন পুলিশ অফিসার,' পোয়ারোর সঙ্গী গোয়েন্দা বললেন, 'এই বাড়ি খানাতল্লাসী করব। আমার সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে।'

কাজের মেয়েটি সেকথা শুনে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠতেই এক সুশ্রী মাঝবয়সী লম্বা মহিলা ভেতর থেকে উঁকি দিলেন, কাজের মেয়েটিকে তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করো, এডিথ এরা চোর ছ্যাঁচোর না হয়ে যায় না।'

কাজের মেয়েটি দরজার পাল্লা বন্ধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই পোয়ারো জুতো সমেত একটি পা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল তারপর পকেট থেকে বাঁশি বের করে সজোরে বাজাল। সেই বাঁশির আওয়াজ কানে যেতেই বাকি গোয়েন্দারা সবাই গাড়ি

থেকে নেমে সদলবলে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতরে, ঢুকে সদর দরজাটি বন্ধ করে দিলেন ওঁরা। মেজর নর্ম্যান আর আমি, আমরা দুজনে এই ব্যাপারে গা করলাম না, তাই ভেতরে কি ঘটছে তাই নিয়ে গাড়ির ভেতরে বসে নানারকম সম্ভাবনার ছক করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে দরজা গেল খুলে, দেখলাম এক মাঝবয়সী মহিলা আর দুজন যুবকের সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দারা সবাই বেরিয়ে এলেন। সবার শেষে বেরোল পোয়ারো, তার নির্দেশে গোয়েন্দারা সেই ধৃত মহিলা আর যুবকদের একজনকে দ্বিতীয় গাড়িটিতে ঢোকালেন, অন্য যুবকটিকে এক ধাক্কা মেরে পোয়ারো ঢোকাল আমাদের গাড়িতে। তারই গা ঘেঁষে বসল সে। পোয়ারো ইশারা করতেই শেষবার এঞ্জিন চালু করল।

'কিছু মনে করবেন না আপনারা,' গাড়ি ছাড়তেই পোয়ারো আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'কর্তব্যের খাতিরে আমার আর সবার সঙ্গী হতে হবে। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বসা এই ভদ্রলোকের মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিন। এঁকে চিনতে পারছেন না, আদৌ না? ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, চিনে নাও, ইনিই মঁসিয়ে ও'মার্ফি প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপ হবার সময় ইনিই তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন!'

ও'মার্ফি! পোয়ারোর মুখে নামটা শোনামাত্র হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ল আমার মগজের ভেতর। ও'মার্ফির হাতে হাতকড়া নেই, কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়ির সামনের কাঁচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের চাউনী কেমন যেন আচ্ছন্ন। পোয়ারোর অনুপস্থিতিতে এই মহাশয় হাজার চেষ্টা করলেও মেজর নর্ম্যান আর আমার হাত ফসকে পালাতে পারবেন না এবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এতবড় একটা কাণ্ডের পরেও আমাদের গাড়ি উত্তর দিকে ধরে এগিয়ে চলেছে দেখে বুঝলাম এখুনি আমরা লণ্ডনে যাচ্ছিনা। তাহলে এতগুলো লোক সবাই মিলে যাচ্ছি কোথায়, প্রশ্নটা বার বার মনের কোণে উঁকি দিলেও কোনও সদুত্তর পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ বাদে গাড়ির গতি কমলে লক্ষ্য করলাম আমরা লণ্ডন এরোড্রামের কাছাকাছি এসে গেছি। এবার মনে হয় পোয়ারোর পরিকল্পনা আমি ধরতে পেরেছি—ও নিশ্চয়ই প্লেনে চেপে আকশপথে ফ্রান্সে যেতে চায়। এরোড্রামের ভেতর ঢুকে গাড়ি থামতেই মেজর নর্ম্যান তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, একজন গোয়েন্দা অফিসার এসে বসলেন তাঁর জায়গায়, কয়েক মিনিট চাপাগলায় পোয়ারোর সঙ্গে কি কি যেন আলোচনা করলেন। ভদ্রলোক আবার নেমে গেলেন। আমি চুপ করে থাকতে পারছিলাম না। গাড়ি থেকে নেমে পোয়ারোর হাত ধরে বললাম, 'যাক যারা ধরা পড়েছে তারা প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা নিশ্চয়ই জানিয়েছে—এতবড় সাফল্যের জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি পোয়ারো। কিন্তু হাতে ত বেশী সময় নেই তাই আমার মতে এক্ষুনি তোমার ফ্রান্সে টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার, নয়ত তুমি নিজে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

আমার অভিনন্দনের উত্তরে পোয়ারো সামান্য ধন্যবাদটুকুও জানাবার প্রয়োজন মনে করল না। কয়েক মিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

'দুর্ভাগ্যবশত এমনকিছু ব্যাপার আছে যেসব টেলিগ্রামে উল্লেখ করা যায় না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মেজর নর্ম্যান একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। দেখলাম তাঁর সঙ্গীর পরনে রয়্যাল ফ্লাইং কোরের ইউনিফর্ম।

'ইনি ক্যাপ্টেন লায়া,' নবাগত অফিসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মেজর নর্ম্যান বললেন, 'এর প্লেনে চেপেই আপনারা ফ্রান্সে যাবেন ওঁর প্লেন তৈরী আছে।'

'গরম পোষাক যা আছে এবার গায়ে জড়িয়ে নিন,' বৈমানিক ক্যাপ্টেন লায়া বললেন, 'আমার সঙ্গে বাড়তি কোট আছে লাগলে বলবেন।'

এদিকে পোয়ারো তখন তার পেল্লাই ট্যাকঘড়িখানা বের করেছে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে। নিবিরভাবে সময় দেখতে দেখতে সে আপন মনে কি বলছেঃ 'হ্যাঁ সময় হাতে আছে, সময় আছে।' পরক্ষণেই ঢাকনা এঁটে ঘড়িটা দেখে পকেটে গুঁজল সে, ক্যাপ্টেন লায়ালকে সংক্ষেপে বেসামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মঁসিয়ে। কিন্তু আমি নই, আপনি যে ভদ্রলোককে ফ্রান্সে নিয়ে যাবেন তিনি এখানে অপেক্ষা করছেন।''

কথা শেষ করে পোয়ারো একপাশে সরে গেলে, ঠিক তখুনি যে গাড়িটি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এসেছে তার ভেতর থেকে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বাইরে বেরিয়ে এলেন। এরোড্রামের চোখধাঁধানো আলো তাঁর মুখের ওপর পড়তেই আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম কারণ—

ইনি মিঃ ম্যাক অ্যাডাম, আমাদের নিখোঁজ প্রধানমন্ত্রী? তা ও'মার্ফির সঙ্গে আর কিছুক্ষণ আগে এঁকেই ত আমরা উদ্ধার করেছি, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে সেইসময়ে চিনতে পারিনি। না, আমার বাঁটকুল গোয়েন্দা বন্ধু যে ভাল নাটক করতে জানে তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমেত গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বহুকাল মনে রাখবে।

'পোয়ারো ঈশ্বরের দোহাই, এতবড় অসাধ্যসাধন কি করে তুমি করলে তা আমায় খুলে বলো!' গাড়িতে চেপে লণ্ডনে ফেরার পথে মেজর নর্ম্যানের পাশে বসে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় আটকে রেখেছিল দুষমনেরা? সেখান থেকে ওঁকে ছিনিয়ে আনলে কি করে?

'ছিনিয়ে আনার প্রশ্নই ওঠেনা,' পোয়ারো খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, প্রধানমন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের ভেতরেই ছিলেন—উইণ্ডসর থেকে লণ্ডন যাবার পথে ওঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।'

কি বলছ তুমি? পোয়ারোর কথা শুনে আমি বিষম খেলাম। 'আমার কথা মন দিয়ে শোন তাহলেই দেখবে রহস্যটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। 'পোয়ারো বলতে লাগল, 'প্রধানমন্ত্রী ওর গাড়ীর পেছনের সিটে বসেছিলেন, পাশে ছিলেন ওঁর সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস। কিছুদূর যাবার পর ক্লোরোফর্ম মাখানো খানিকটা তুলো দিয়ে ওঁর নাক চেপে ধরা হয়।

'কে ধরেছিল?'

'ওঁর বহু ভাষাবিদ সেক্রেটারী, ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস,' পোয়ারো না থেমে বলতে

লাগল, 'প্রধানমন্ত্রী বেহুঁশ হতেই ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস গাড়ি ডাইনে ঘোরাবার নির্দেশ দেন। কোনও রকম সন্দেহ না করে গাড়ির চালক সে নির্দেশ পালন করে। যে রাস্তা ধরে গাড়ি যাচ্ছিল সেটা পরিত্যক্ত। গাড়ি ঘোড়া মানুষ সেখানে চলেনা বললেই হয়। সেখানে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল যা দেখে প্রথমেই মনে হয় কলকব্জা বিগড়েছে। ঐ গাড়ির কাছে ও'মার্ফিকে থামাবার ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ীর স্পীড দেয় কমিয়ে এরপর দ্বিতীয় গাড়ির চালক বাইরে বেরোতেই প্রধানমন্ত্রীর সচিব ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল জানালা দিয়ে মুখ বের করেন এবং খুব জলদি সেই একই নাটকের পুনরাভিনয় ঘটে অল্প কিছুক্ষণ আগে যে অভিনয় তিনি করেছিলেন—ক্লোরোফর্ম মাখানো খানিকটা তুলো দ্বিতীয় গাড়ির চালক তাঁর নাকে চেপে ধরেন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস নিজেও বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর পাশে যিনি আগেই জ্ঞান হারিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আর ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের অচেতন দেহদুটি দ্রুতহাতে গাড়ি থেকে বের করে এনে দ্বিতীয় গাড়ির ভেতরে ঢোকানো হল এবং দুজন বাজে লোক এসে বসল তাঁদের জায়গায়, যাদের অনায়াসে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডাম এবং তাঁর সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস হিসেবে ধরে নেয়া যায়, 'ডাবল' না হলেও তার চেহারা, হাবভাব, পোষাক আর ব্যাক্তিত্বে অনেকটা তাঁদের প্রতিরূপ।' 'অসম্ভব' না হলেও পোয়ারোর মুখ নিঃসৃত সমস্যা সমাধানের এই সরলীকৃত বিবরণ গল্পো মনে হতে আমি গাড়ির ভেতরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কখনো হতে পারে না। সব তোমার বানানো গালগল্প!'

'কেন, গালগল্প হতে যাবে কেন?' জোর গলায় প্রতিবাদ করলো পোয়ারো, 'জলসা বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দেখোনি কমেডিয়ানরা মন্ত্রী আর এম পি দের চোখের চাউনি, গলার আওয়াজ, হাঁটাচলার বদভ্যাস হুবহু নকল করে হাততালি কুড়োয়। জেনে রেখো, ক্ল্যাপহ্যামের শ্রীযুক্ত স্মিথের চাইতে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামসকে অনুকরণ করা খুব সহজ। এবার ও'মার্ফির প্রসঙ্গে আসছি। ওর দিকে কারও তেমন নজর পড়েনি, আগে অন্ততঃ প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড হবার আগে। ঘটনা ঘটবার পরেও বাইরে বেরুত না, চেয়ারিং ক্রস থেকে রওনা হয়ে সোজা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে। সেখানে থাকতে থাকতে চেহারার ভোল পুরো পাল্টে ফেলেছিল। প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হল তাঁর গাড়ির চালক ও'মার্ফি, এবং তখন থেকেই সে হয়ে উঠল সন্দেহজনক ব্যক্তি।'

'কিন্তু যে লোকটা প্রধানমন্ত্রী সেজেছিল তাকে ত অনেকেই দেখছে, তাদের কারও সন্দেহ হ'ল না কেন?'

'কারণ মিঃ ম্যাক অ্যাডামসের ঘনিষ্ঠ আর অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁদের কেউই ঐ দু'নম্বরী প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে পান নি একবারের জন্যও', পোয়ারো বলল, 'এছাড়া ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস অনলস প্রধানমন্ত্রীকে সবসময় আগলে আগলে রাখতেন,

যাতে পরিচিত কেউ তাঁকে কখনও দেখে না ফেলে। আরও একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—প্রধানমন্ত্রীর মুখের একপাশে গুলি লেগেছে এমন একটা খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনি নিখোঁজ হবার পরে—ঐ সময় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস তাঁর মুখখানা সব সময় ব্যাণ্ডেজে ঢেকে রাখতেন। কাজেই প্রধানমন্ত্রীকে মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখলে কে চিনতে পারবে? এসবের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য—প্রধানমন্ত্রীকে ফ্রান্সে যেতে না দেওয়া। একবার ফ্রান্সে পৌঁছোতে পারলে প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। বুঝতেই পারছো, প্রধানমন্ত্রীকে শত্রুরা লুকিয়ে রাখল ইংল্যাণ্ডের ভেতর, আর পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করতে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সে গেল, কিন্তু সেখানে কি করে তাঁর হদিশ পাবে তারা? কিন্তু ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসকে যেভাবে হাত মুখ বাঁধা বেহুঁশ অবস্থায় পুলিশ খুঁজে পেয়েছে তাতে এই ধারণাই তাদের মনে গোড়ায় তৈরী হয়েছিল যে আততায়ীরা প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করে ফ্রান্সে নিয়ে গেছে এবং সেখানেই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছে।'

'আর যে লোকটা প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপ হবার পরে তার জায়গায় অভিনয় করে গেল তার কি হল? সে গেল কোথায়?' 'ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস এবং ও'মার্ফি এদের চরিত্রে যারা অভিনয় করেছে তারা ছদ্মবেশ খুলে যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে এতদিনে,' পোয়ারো বলল 'সন্দেহজনক লোক হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করা যায় বটে, কিন্তু এত বড় নাটকে কোন ভূমিকায় তারা অভিনয় করেছে তা কেউ ভুলেও সন্দেহ করবেনা, এবং নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে শেষকালে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'

'তাহলে আসল প্রধানমন্ত্রী?'

'আসল প্রধানমন্ত্রী আর ও'মার্ফিকে হ্যাম্পস্টিডে মিসেস এভেরার্ড নামে যে মহিলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস তাঁকে নিজের পিসি অথবা মামী বলে এতদিন পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে ঐ মহিলা ফ্রাউ বার্থা এবেনযল নামে পরিচিত, ফ্রাউ শুনেই বুঝতে পারছো উনি ইংরেজ নন, জার্মান। জার্মানি গুপ্তচর হিসাবে পুলিশ ওঁকে ভালভাবেই জানে এবং তাঁকে হাতেনাতে ধরার বহু চেষ্টা তারা এতদিন করে এসেছে। ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলসের সঙ্গে ঐ কুখ্যাত জার্মান মেয়ে গুপ্তচরকেও আমি পুলিশকে উপহার দিলাম। সত্যিই প্রধানমন্ত্রী যাতে শান্তি আলোচনায় যোগ দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে কিডন্যাপ করে দেশের ভেতরে লুকিয়ে রাখার এক দারুন বুদ্ধি বের করেছিল বটে ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েলস, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে এরকুল পোয়ারোর সামনে খাপ খোলার ক্ষমতা যে ওর নেই তা ও আগে টের পায়নি।'

সত্যিই দেশের এই ভয়ানক দুঃসময়ে পোয়ারো যে ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বের করে আমাদের দেশ আর জাতিকে বাঁচিয়েছে সে কথা মনে রেখে ওর এই নিজের ঢাক নিজে পেটানো মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

'আচ্ছা,' আমি জানতে চাইলাম, 'প্রধানমন্ত্রীকে যে এখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা প্রথম কখন তোমার মনে এল?'

'যখন আমি ঠিক পথে কাজে লাগলাম তখনই মাথার ভেতরে ব্যাপারটা ধরা পড়ল,' পোয়ারোর গলায় আত্মগরিমা ফুটে বেরোল, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্টা চালানো হয়েছিল, এবং অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচেছেন এই ব্যাপারটাই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে গেছেন এ-খবর জানার পরে আমি চুপ করে বসে থাকিনি, উইগুসর আর লণ্ডনের মাঝখানে যত হাসপাতাল আছে সবখানে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু ঐ চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী এমন কোনও দোষীর কথা শুনিনি যাঁর গালে গুলি লাগার পরে ঐ দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঐদিন সকালেই যিনি ছাড়া পেয়েছেন হাসপাতাল থেকে। এটুকু শোনার পরে আমার মত মাথাওয়ালা লোকের পক্ষে আর কিছু বুঝতে কি বাকি থাকে?'

পরদিন সকাল বেলায় পোয়ারোর নামে একটা টেলিগ্রাম এল। দেখলাম তাতে প্রেরকের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর কিছুই উল্লেখ নেই আছে শুধু দুটি শব্দ।

'যথা সময়।'

সেদিন বিকেলে সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মিত্রপক্ষের শান্তি আলোচনার বিবরণ ফলাও করে ছেপে বেরোল। সবকটি কাগজে একই ভাষায় মিঃ ডেভিড ম্যাক অ্যাডামের উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানানো হয়েছে যাঁর ভাষণের অনুপ্রেরণা শান্তি আলোচনার ওপর এক অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

অনুবাদ ☐ শুভদেব চক্রবর্তী

দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ মিঃ ডাভেনহাইম

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর জ্যাপের নাম আশাকরি পাঠকদের আর নতুন করে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। মিঃ পোয়ারো আর আমি দুজনেই আশা করেছিলাম জ্যাপ আজ আমাদের এখানে চা খাবেন। আমাদের ল্যাণ্ডলেডি কিছুদিন আগেও চায়ের পেয়ালা পিরিচ টেবলের ওপর না রেখে একরকম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন, পোয়ারো এতক্ষণ বসে সেগুলো ঠিকঠাক করছিল। ধাতুর তৈরী চায়ের পটের গায়ে জোরে একবার শ্বাস ফেলল পোয়ারো, তারপর রেশমী রুমাল দিয়ে সেটা মুছে নিল আগাপাস্তলা। কেৎলীতে জল ফুটছে টগবগ করে, তার পাশে এনামেলের তৈরী একটা ছোট সসপ্যানে ফুটছে খানিকটা পুরু মিষ্টি চকোলেট ? চকোলেটকে পোয়ারো মুখে দিয়ে বলল, 'তোমাদেরই ইংরেজদের বিষ। বললেও এই সুস্বাদু খাদ্যটি তার কত প্রিয় তা বলে বোঝানো যায় না।

নীচে সদর দরজায় বাইরে থেকে 'টুক টুক' শব্দে কে যেন জোরে টোকা দিল, তার একটু পরেই ইন্সপেক্টর জ্যাপ এসে ঢুকলেন, সেই স্বভাবসিদ্ধ ফুর্তিবাজ হাবভাবে।

'বেশী দেরী করিনি আমি,' হাসিমুখে করমর্দন করতে করতে জ্যাপ বললেন, 'আসলে হয়েছে কি জানেন, মিলারের সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করতে করতে জমে গিয়েছিলাম। মিলারকে মনে আছে ত, ড্যাভেনহাইমের কেস উনি তদন্ত করছেন।'

নামটা শোনামাত্র আমার দু কান চুলকোতে লাগল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ নিয়ে গত তিন দিন হল রাজ্যের যত খবরের কাগজ আছে তারা সবাই মিলে হামলে পড়েছে। মিঃ ড্যাভেনহাইম সম্পর্কে কে কত খবর যোগাড় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তাদের ভেতর। যাঁর কথা বলছি সেই ড্যাভেনহাইম পেশায় ব্যবসায়ী, বিখ্যাত ব্যাঙ্কার্স ও ফাইন্যানসিয়াল প্রতিষ্ঠান ড্যাভেনহাইম অ্যাণ্ড স্যালমনের সিনিয়র পার্টনার তিনি। গতকাল শনিবার বাড়ি থেকে বেরোবার পরে আর ফিরে আসেন নি ভদ্রলোক, তারপর আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে দেখেনি, তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই আমি সোজা হয়ে বসলাম, জ্যাপের মুখ থেকে কৌতূহলজনক কোনও বিবরণ যদি বের করা যায় এই আশায়।

'এখনকার দিনে কারও পক্ষে নিখোঁজ হওয়া প্রায় অসম্ভব একথা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল,' আমি বললাম।

'যা বলার তা ভেবে চিন্তে ঠিক ঠিক বলবে।' রুটি মাখনের একটা প্লেট খুব আলতো ভাবে প্রায় এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ সরিয়ে পোয়ারো আবার ধমকে উঠল, 'নিখোঁজ হওয়া বলতে কি বোঝ তুমি? এক্ষেত্রে কি রকম নিখোঁজ হবার কথা বলতে চাইছো?'

'নিখোঁজ হবার আবার শ্রেনী বিভাগ আছে নাকি?' হেসে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজেও হাসলেন, ভুরু কুঁচকে আমাদের দুজনকে এক পলক দেখে পোয়ারো তার মুখ খুলল, 'অবশ্যই আছে। নিখোঁজ হবার তিন রকম শ্রেনী বিভাগ আছে ঃ প্রথম এবং যা সাধারণ ভাবে ঘটে তাহল স্বেচ্ছায়

নিখোঁজ হওয়া। দ্বিতীয়—স্মৃতিশক্তি নাশ হবার ফলে অনেকে নিখোঁজ হয় যা বহুনিন্দিত এবং রীতিমত দুর্লভ, কিন্তু ঘটনাচক্রে এক আধটা যখন ঘটে তখন তা খাঁটি না হয়ে যায় না। তৃতীয় শ্রেনী বিভাগের পর্যায়ে পড়ে খুন এবং সাফল্যের সঙ্গে লাশ পাচার। তা এই তিনটিই কি তোমার মতে অসম্ভব?'

'অনেকটা তাই,' আমি বললাম, 'অন্ততঃ আমার ধারণা। তুমি হঠাৎ কোন কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললেও কেউ না কেউ তোমাকে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে পারবে—বিশেষতঃ ড্যাভেনহাইমের মত এক নামী লোকের বেলায়। তারপর দেখ রাতারাতি হাওয়া করে দেয়া যায়না, আজ হোক কাল হোক তাদের হদিস ঠিকই পাওয়া যায় তা সে দূর দূরান্তরের কোনও জায়গাতেই হোক অথবা সিন্দুকের ভিতরে হোক। খুন করলে তা জানাজানি হবেই এটা চাপা থাকে না। একই ভাবে অফিসের ক্যাশ ভেঙ্গে পালিয়েছে এমন কর্মচারী, অথবা বাজারে প্রচুর দেনা আছে এমন যে কেউ এই যুগে পালিয়ে যেখানে যাক না কেন, বেতার মারফৎ তার গতিবিধি জানা যাবে। সে যদি পালিয়ে বিদেশে কোথাও আশ্রয় নেয় তবে সেখানকার যত রেল স্টেশন আর বিমান বন্দরের ওপর নজর রাখা হয়। আর যে লোক পালিয়ে না গিয়ে দেশের ভেতরে লুকিয়ে থাকে তার ফোটো অনেক ক্ষেত্রে খবরের কাগজে ছেপে বেরোয়, দৈনিক খবরের কাগজ পড়া যাদের অভ্যাস তাদের চোখে সে লোক ঠিক ধরা পড়ে যায়।'

'মানছি,' পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি একটা জায়গায় ভুল করছ। যে লোক অন্য কারও চোখের সামনে থেকে অথবা নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে তার কথা তুমি একবারও ভাববেনা। অত্যন্ত দুর্লভ হলেও হয়ত দেখবে সে লোক সবসময় পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে, সে যদি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী হয় এবং নিজের কার্যকলাপের খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখতে না ভোলে তাহলে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সফল হবেনা কেন তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা।'

'আপনাকে অবশ্যই পারবেনা,' জ্যাপ রসিকতার সুরে বললেন, 'কি বলেন মঁসিয়ে পোয়ারো পুলিশের ক্ষেত্রে সফল হলেও সে লোক নিশ্চয় আপনার চোখে ধুলো দিতে পারবেনা?'

'কেন পারবে না কেন?' অনেক কষ্টে নিজের বিনয় দেখাতে পোয়ারো বলল, 'এটা মানতেই হবে যে এইরকম যেকোন রহস্য সমাধান করতে গিয়ে আমি একটি নির্দিষ্ট ও যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত পথ অবলম্বন করি যা গণিতের মত নির্ভুল তবু সে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না এমন দাবি আমি অবশ্যই করবো না। আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে আমি রহস্যের সমাধান করি। এখনকার জমানার ছোকরা গোয়েন্দাদের মধ্যে ক'জন তা অবলম্বন করে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'তা বলতে পারব না,' আকর্ণ হাসলেন জ্যাপ, 'তবে এই কেস যে তদন্ত করছে সেই মিলার খুব চালাকচতুর ছেলে। এটুকু জানবেন যে চুরুটের খসে পড়া ছাই, পায়ের ছাপ, এমন কি পাঁউরুটির এক আধটা টুকরোও ওর নজর এড়িয়ে যায় না,

কোনও সূত্রকেই ও অবহেলা করে না। যাক ওসব কথা, আপনি বসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, যেটুকু শুনলেন সেই রহস্য সমাধানের সূত্র হিসেবে কি আপনি তা গণ্য করেন না?'

'কোনমতেই নয়,' পোয়ারো জোর গলায় বলল, এইসব বিবরণের ওপর অযথা গুরুত্ব দিলে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। বেশীরভাগ বিবরণেরই কোনও বৈশিষ্ট্য নেই একটা কি দুটো অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে নির্ভর করতে হয় এর ওপর,' বলতে বলতে পোয়ারো নিজের কপালে দু'বার টোকা মারল, 'সব সত্য সব রহস্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরে, বাইরে নয়।'

'তার মানে মঁসিয়ে পোয়ারো এই কামরায় চেয়ারে বসে থেকে যে কোন রহস্য সমাধানের দায়িত্ব নেবেন এটাই আপনি বলতে চান?'

'ঠিক ধরেছেন দাদা,' পোয়ারো জবাব দিল, 'অবশ্য তথ্য সবিস্তারে আমাকে জানালে তখনই এভাবে রহস্যের সমাধান করা সম্ভব। না, না, এতে অবাক হবার কিছু নেই, ডাক্তারদের মতে আমিও নিজেকে রহস্য সমাধানের এক কনসালটিং স্পেসালিষ্ট হিসেবে গন্য করি।'

'বেশ,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, 'আপনার সঙ্গে রাজী হলাম, এক হপ্তার মধ্যে যদি এই চেয়ারে বসে মিঃ ড্যাভেনহাইমের নিখোঁজ হবার রহস্য সমাধান কবতে পারেন তাহলে আমি নিজের গ্যাঁট থেকে নগদ পাঁচ পাউণ্ড দেব আপনাকে, ভদ্রলোক জীবিত না মৃত তা বলতে হবে কিন্তু।'

'বেশ আমি বাজী,' পোয়ারো মুচকি হাসল 'খেলার ছলে বাজী ধরা ত আপনাদের ইংরেজদের পুরোনো রেওয়াজ। এবার তাহলে নিখোঁজ ভদ্রলোক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমায় দিন।'

'গত শনিবার দিন বরাবরের মত মিঃ ড্যাভেনহাইম ভিক্টোরিয়া থেকে চিংসাইডে গিয়েছিলেন দুপুর বারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে। ওঁর গ্রামের বাড়িখানা এক প্রাসাদ, নাম দ্য সিডাস। দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে উনি বাগানে পায়চারী করছিলেন, মালীরা বাগানে কাজ করছিল। মিঃ ড্যাভেনহাইম ওদের নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আচার আচরণ অন্যান্য দিনের মতই ছিল খুব স্বাভাবিক। চা খাবার পরে মিঃ ড্যাভেনহাইম কিছু সময় ওঁর গিন্নীর খাস কামরায় কাটিয়েছিলেন, তারপর বলেন যে কয়েকটা চিঠি ডাকে ফেলার জন্য উনি গ্রামের দিকে একলাই যাবেন, এও বলেন যে মিঃ লোয়েন নামে এক ভদ্রলোক ব্যবসায়িক কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর কাজের লোকেদের নির্দেশ দেন, লোয়েন এলে তাঁকে যেন তারা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায় এবং অপেক্ষা করতে বলে। মিঃ ড্যাভেনহাইম এরপর বাড়ির সামনেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। গাড়ির চলার পথ ধরে হালকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গেটের বাইরে চলে যান, এবং সেই যে তিনি বাইরে গেলেন তারপর আর তিনি ফিরে আসেননি। বলা যায় সেই মুহূর্তে মিঃ ড্যাভেনহাইম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন যাই বলেন না কেন।'

'বাঃ বাঃ চমৎকার একটি সমস্যা,' পোয়ারো নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল, 'আপনি থামবেন না দাদা, যতটুকু জানেন বলে যান।'

'বলছি,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ বলতে লাগলেন, 'মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হবার প্রায় সোয়া ঘন্টা বাদে তামাটে গায়ের রং খুব লম্বা, ঘন কালো গোঁফ আছে এমন একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, নিজেকে তিনি মিঃ লোয়েন বলে পরিচয় দেন এবং জানান মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বাড়ির কাজের লোকেরা তাদের মণিবের নির্দেশ মত তাঁকে ড্যাভেনহাইমের স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে বসায় এবং তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে। ঘন্টা খানেক কেটে যাবার পরে মিঃ লোয়েন উঠে পড়েন, শহরে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে একথা বলে বিদায় নেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় মিসেস ড্যাভেনহাইম নিজে ব্যক্তিগত ভাবে মিঃ লোয়েনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।' সে রাতে মিঃ ড্যাভেনহাইম আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে পুলিশে খবর দেওয়া হয় কিন্তু তারা আশে পাশে খুঁজে তাঁর হদিস পায়নি। ভদ্রলোক যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেছে মুখে বললেও মিঃ ড্যাভেনহাইমকে আগের দিন বিকেলে গ্রামের পথ ধরে কেউ হাঁটতে দেখেনি এবং পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তিনি সেখানেও যাননি। তাঁর নিজের গাড়ি বাড়ির গ্যারাজে রাখা ছিল, এবং স্থানীয় রেল স্টেশনেও কেউ তাঁকে যেতে দেখেনি। হয়ত বলতে পারেন কোন নির্জন জায়গায় তাঁকে তুলে নেবার জন্য মিঃ ড্যাভেনহাইম গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, কিন্তু উনি নিখোঁজ হবার পরে খবরের কাগজে যে পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার লোভ সামলাতে না পেরে সেই গাড়ির চালক নিশ্চয়ই পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করত, এক্ষেত্রে যা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা আদৌ ঘটেনি। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়ি থেকে মাইল পাঁচেক দূর এন্টফিল্ডে একটা ছোট রেসকোর্স অবশ্য আছে এবং পায়ে হেঁটে সেখানে গেলে ভীড়ের মধ্যে কারও পক্ষে তাঁকে লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু নিখোঁজ হবার পর থেকে এপর্যন্ত খবরের কাগজে ওঁর এত ফটো বেরিয়ে গেছে তা দেখে রেসকোর্সে সেদিন যারা উপস্থিত ছিল তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করত। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন যায়গা থেকে গাদা গাদা চিঠি আমাদের হাতে এসেছে কিন্তু তাদের একটিতেও আশাব্যঞ্জক কোনও তথ্য পাইনি।'

'সোমবার সকাল বেলা আর কটি ঘটনা আমাদের গোচরে এল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়ির এক কোনে একটি সিন্দুক ছিল, সেই সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা হয়েছে এবং ভেতরে যা কিছু ছিল সব হাতিয়ে নেয়া হয়েছে।' বাড়ির সব কটি জানালায় ভেতর থেকে মজবুত ভাবে ছিটকিনি এঁটে দেয়া হয়েছিল কাজেই কোনও সাধারণ সিঁধেল চোরের কাজ নয় যে এটা সহজে বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরের কোনও লোক সিন্দুক ভাঙ্গেনি এও জোর করে বলা যায় না। অন্যদিকে, কর্তা হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ায় রবিবার দিন বাড়ির লোকেরা সবাই এত ব্যস্ত ছিল যে সেদিন অত বড় চুরির ঘটনা ঘটা আপাত চক্ষে সম্ভব না, অতএব যদি বলি যে সিন্দুক ভাঙ্গার

ঘটনাটা ঘটেছে শনিবার রাতে এবং সোমবার পর্যন্ত বাড়ির কারও নজরে পড়েনি তবে আশা করি তা ভুল বলা হবে না।

'তাই ত দাঁড়াচ্ছে,' পোয়ারো বলল, 'তা সেই মঁসিয়ে লোয়েনকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন?'

'না গ্রেপ্তার করা হয়নি।' ইন্সপেক্টর জ্যাপ মুচকি হাসলেন, 'তবে তার গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখা হচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' পোয়ারো জানতে চাইল, 'সিন্দুক থেকে কি কি খোয়া গেছে বলতে পারেন?

'এ বিষয়ে আমরা মিসেস ড্যাভেনহাইম আর তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠানের জুনিয়ার পার্টনারদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছি।' জ্যাপ বললেন, 'জানতে পেরেছি প্রচুর পরিমাণে বেয়ারার বণ্ড, বেশ কিছু নগদ টাকা, আর কিছু জড়োয়া গহনা সিন্দুক থেকে খোয়া গেছে। মিসেস ড্যাভেনহাইমের যাবতীয় গয়নাগাটি সবই থাকত ঐ সিন্দুকের ভেতর—গত কয়েক বছর ধরে গহনা কেনার নেশায় মিঃ ড্যাভেনহাইমকে পেয়ে বসেছিল, প্রত্যেক মাসে একটি না একটা দামী পাথরের সেট করা গয়না তিনি তাঁর গিন্নীকে উপহার দিতেন।'

'তাহলে ত প্রচুর টাকার মাল খোয়া গেছে,' পোয়ারো মন্তব্য করল, 'এসব হাতাতেই চোর বাবাজী এসেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার মঁসিয়ে লোয়েনের প্রসঙ্গে আসছি, শনিবার সন্ধেবেলা কি কাজে তিনি মিঃ ড্যাভেনহাইমের কাছে এসেছিলেন তা জানতে পেরেছেন?'

'দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। লোয়েন ফাটকার দালালী করে। তবে ক্ষমতা আর আয়ের দিক থেকে একদম চুনোপুঁটি। এও জেনেছি যে মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে আগে কখনও দেখা না হলেও লোয়েন তাঁকে দু-একবার শেয়ার বেচেছে. দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস এয়ারসে শেয়ার কেনা-বেচার ব্যাপারে কথা বলতে লোয়েন সোমবার সন্ধের পর মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। এ খবরটা আমি মিসেস ড্যাভেনহাইমের গিন্নীর পেট থেকে বের করেছি।'

'ওদের পারিবারিক জীবনে কোনও অশান্তি ছিল কি? পোয়ারো জানতে চাইল, 'কর্তা গিন্নীর মধ্যে সর্ম্পক কেমন ছিল?'

'ওদের পারিবারিক জীবন ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ, 'ইন্সপেক্টর জ্যাপ জানালেন। 'অশান্তির ছায়া সেখানে কোনদিন পড়েনি। বোকা হাঁদা বুদ্ধু শান্তশিষ্ট বলতে যা বোঝায় মিসেস ড্যাভেনহাইম ঠিক সেরকম এক গৃহবধূ।'

'তাহলে এই রহস্যের চাবিকাঠি সেখানে নেই,' পোয়ারো বলল, 'আচ্ছা, ভদ্রলোকের শত্রুসংখ্যা কিরকম ছিল বলতে পারেন?'

'ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী ওর অনেক ছিল তা জানি।' জ্যাপ জানালেন, 'এখনও অনেকে আছে যারা ওর নাম শুনলেই রাগে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তাই বলে ওকে খুন করার মত হিম্মৎ তাদের কারও নেই—এবং খুন যদি করে থাকে তাহলে ওর লাশ গেল কোথায়?'

'খাঁটি কথা বলেছেন,' পোয়ারো আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের কথা মানলে খুন করলে লাশ ঠিকই পাওয়া যায় যেন তারা নিজে থেকে ধরা দেয়।'

'এবার শুনুন, বাগানের মালীদের মধ্যে একজন বলছে যে গোলাপ বাগানের দিকে কে যেন হেঁটে যাচ্ছিল তাকে সে পেছন থেকে নিজে চোখে দেখেছে। কিন্তু তাকে চিনতে পারে নি। মালীর বক্তব্য অনুযায়ী সেই লোকটি বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিঃ ড্যাভেনহাইমের স্টাডির বড় জানলার ওপাশেই গোলাপ বাগান, মিঃ ড্যাভেনহাইম শুনলাম প্রায়ই সেই খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়তেন স্টাডিতে। যার কথা বলছি সেই মালী শশার মাচায় কাজ করছিল তাই পেছন থেকে দেখে বুঝতে পারে নি সেই লোকটি তার মনিব কিনা, এছাড়া ঐ ঘটনা কখন ঘটে তাও সে ঠিক করে বলতে পারছে না। তবে ঘটনাটা যে বিকেল ছ'টা নাগাদ ঘটেছিল এটা ঠিক কারণ মালী ঐ সময় কাজ শেষ করে।'

মিঃ জ্যামহ্যাম কটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে?'

'বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।'

'গোলাপ বাগানে কি আছে?'

'আছে একটা লেক। আর তার মাঝখানে একটা জলটুঙ্গি, তাই না?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'ঠিক ধরেছেন,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ জানালেন, 'দুটো সালতি নৌকা আছে সেখানে। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি আত্মহত্যার সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? তাহলে বলি শুনুন, মিলার আগামীকাল ঐ লেকের জল পাম্প করার ব্যবস্থা করেছে, ও এমনি টাইপের অফিসার। আত্মহত্যা আমরাও উড়িয়ে দিচ্ছি না।' পোয়ারো কোনও মন্তব্য না করে মুচকি হাসল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হেস্টিংস, কষ্ট করে হাত বাড়িয়ে ডেইলি মেগাফোন কাগজখানা একবার আমায় দাও ত। যতদূর মনে হচ্ছে নিখোঁজ মানুষটির একখানা নিখুঁত ফোটো ওতে ছাপা হয়েছে।'

আমি উঠে দৈনিক খবরের কাগজের সেই বিশাল সংখ্যাটা বের করে এগিয়ে দিলাম। নিখোঁজ মিঃ ড্যাভেহাইমের ফোটোটা পোয়ারো খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখল, তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'হুঁম্! মাথায় লম্বা ঢেউ-খেলান চুল, পেল্লাই গোঁফ আর ছুঁচলো দাড়ি, ঘন কালো ভুরু! চোখের মণির রঙ কালো, কেমন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'ভদ্রলোকের চুল আর গোঁফদাড়িতে পাক ধরেছিল তাই না?'

ইন্সপেক্টর জ্যাপ হ্যাঁ না কিছুই না বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, তারপর বললেন, 'এবার তাহলে বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, সব শোনার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে? রহস্য দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তাই ত?'

'ঠিক উল্টোটাই' পোয়ারো জানাল, 'এ রহস্য অত্যন্ত জটিল।'

পোয়ারোর মন্তব্য শুনে ইন্সপেক্টর জ্যাপ খুব খুশি হয়েছেন মনে হল।

'আর সমস্যা জটিল বলেই তা সমাধান করতে পারব এ আশা আমার বিলক্ষণ আছে,' শান্তভাবে, গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল পোয়ারো।

'অ্যাঁ! কি বললেন?' পোয়ারোর মন্তব্য শুনে জ্যাপ যেভাবে চমকে উঠলেন তাতে এটাই বুঝলাম সমস্যা সমাধানে পোয়ারো নিজের ক্ষমতার কথা বললেই তিনি খুশি হতেন!

'বুঝলেন দাদা,' খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে পোয়ারো ইন্সপেক্টর জ্যাপকে বলল, 'রহস্য জটিল হলেই তা আমার কাছে সুলক্ষণ। যে রহস্য পুলিশের চোখে দিনের আলোর মত পরিষ্কার তাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না? আমার মতে কেউ সে রহস্যকে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে সাজিয়েছে এই হল ব্যাপার।'

পোয়ারোর ব্যাখ্যা শুনে জ্যাপ এবার চুপসে গেলেন, যেন খুব দুঃখ পেয়েছেন এমনি করে বললেন, 'সে যার যেমন খুশি দেখুক কিন্তু আপনি পথ খুঁজে পেলে তা ত আনন্দের কথা।'

'আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না।' পোয়ারোর কথা শুনে বুঝলাম যে অনেকদিন পরে সুযোগ পেয়ে আমাকে ছেড়ে ইন্সপেক্টর জ্যাপের পেছনে লাগতে চাইছে. আমার চোখের সামনে কেবল শুধু আঁধার, সীমাহীন, অন্তহীন আঁধার। 'তাই তো আমি দুচোখ বুঁজে শুধু ভাবছি, ভেবেই চলেছি।'

'তা ভাবুন আপনার যত খুশি,' হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যাপ, 'আমাদের মতন আপনার মাথার ওপর ওপরওয়ালাও নেই, কৈফিয়ৎ দেবার দায়িত্বও নেই। হাতে ত পুরো একটা হপ্তা সময় পাচ্ছেন দেখুন এর ভেতর ভেবে কোনও পথের হদিশ পান কি না!'

'তা একশোবার ভাবব', পোয়ারো মুচকি হাসল, 'আপনার সঙ্গে বাজী যখন ধরেছি তখন নিজের ক্ষমতা ত আমায় প্রমাণ করতেই হবে। কিন্তু তার মাঝে এই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে আপনার নেকড়ে চোখো ইন্সপেক্টর মিলার যখন যা নতুন তথ্য হাতে পাবেন সেগুলো আমাকে জানাবেন ত?'

'নিশ্চয়ই,' জ্যাপ বললেন!

'ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে খুব লজ্জার ঠেকছে, তাই না?' ইন্সপেক্টর জ্যাপকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে তিনি গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠিক যেন একটা বাচ্চাকে চুবি করাব মতন,' বলে জ্যাপ মুচকি হাসলেন। তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমিও না হেসে পারলাম না। দরজা ভেজিয়ে হাসতে হাসতেই ফিরে এলাম ঘরে।

'আমার নজরে কিন্তু কিছুই আটকাল না,' ফিরে এসে মুখোমুখি বসতেই পোয়ারো আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে উঠল, 'জ্যাপ তোমাকে ফিসফিস করে কি বললেন ভেবেছো তা আমার কানে যায়নি? আচ্ছা, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এতদিন দেখার পরেও তুমি কি আমার বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখতে পারো না? ঠিক আছে, আর এদিকে ওদিকে দৌড়ে লাভ নেই, এসো দুজনে মিলে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাই, আমি কিন্তু এরই মাঝে কৌতুহলী হবার সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

'সূত্র!' কিছুক্ষণ একমনে ভাববার পরে মনে হল পোয়ারো যেখানে চিন্তা করছে আমি তার হদিশ পেয়েছি, আমার চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে ভেসে উঠল মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়ির বাইরে গোলাপ বাগান আর তার কিছু দূরে অবস্থিত ছোট একটি লেকের বর্ণনা!

তুমি তাহলে সেই লেকের কথা বলছ?' আমার অনুমান মুখে ফুটে বলেই ফেললাম।

'শুধু লেক কেন, তার মাঝখানে জলটুঙ্গির কথাও ভুলে যেওনা,' বলে পোয়ারো এক দুর্বোধ্য হাসি হাসল। আমি বুঝতে পারলাম তার মাথায় আবার কোন দুষ্টুমি চেপেছে, কাজেই এই মুহূর্তে তাকে অন্য কোনও প্রশ্ন না করাই হবে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

পরদিন রাত ন'টা নাগাদ ইন্সপেক্টর জ্যাপ আবার এসে হাজির হলেন, তিনি যে কিছু খবর যোগাড় করেছেন তা তাঁর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

'এই যে দাদা, বসুন,' পোয়ারো আন্তরিক সুরে জ্যাপকে বলল, 'তারপর, খবর সব ভাল তঃ দেখবেন, নিখোঁজ মিঃ ড্যাভেনহাইমের লাশ ওঁর বাড়ির কাছে যে লেক আছে সেখানকার জলে ভেসে উঠেছে এই খবর যেন ভুলেও বলবেন না। কারণ বললেও আপনার সে কথা আমি বিশ্বাস করব না।'

'না ওঁর লাশ আমরা এখনও খুঁজে পাইনি,' জ্যাপ স্বাভাবিক সুরে বললেন, 'কিন্তু ওঁর জামাকাপড় আমরা পেয়েছি, নিখোঁজ হবার দিন যে পোষাক উনি পরেছিলেন এ হুবহু সেই পোষাক। বলুন, এবার কি বলবেন আপনি?'

'মিঃ ড্যাভেনহাইমের অন্য কোনও পোষাক ওঁর বাড়ি থেকে হারিয়েছে?'

'না,' জ্যাপ জানালেন, 'তা সম্পর্কে ওঁর ভ্যালেট পুরোপুরি নিশ্চিত আলমারীতে ওঁর সে সব জামাকাপড় ছিল সেগুলো ঠিকই আছে। আরও খবর আছে—আমরা মিঃ লোয়েনকে গ্রেপ্তার করেছি। মিঃ ড্যাভেনহাইমের বাড়িতে একজন পরিচারিকা আছে। শোবার ঘরের সব জানালায় ছিটকিনি ভেতর থেকে এঁটে দেয়াই তার কাজ, সেই কাজের মেয়েটি বলছে ঘটনার দিন সন্ধ্যে সোয়া দুটো নাগাদ দেখেছিল লোয়েন বাগানের দিক থেকে স্টাডির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ও বাড়ি থেকে বেরোবার প্রায় দশ মিনিট আগে।'

'এ সম্পর্কে লোয়েনের নিজের বক্তব্য কি?'

'ও স্টাডিতে অপেক্ষা করার সময় একবারও বাইরে বেরোয় নি এটা গোড়া থেকেই লোয়েন বলে আসছে,' জ্যাপ বললেন, 'কিন্তু কাজের মেয়েটি জোর গলায় বলছে যে ও ভুল দেখেনি। আমরা পরে লোয়েনকে চাপ দেবার পরে ও বলেছে যে স্টাডিতে বসে থাকতে থাকতে বাইরের বাগানের একটা অস্বাভাবিক ধাঁচের গোলাপ চোখে পড়তে ও জানালা দিয়ে একবার বাইরে বেরিয়েছিল কিন্তু এ কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিল। লোয়েনের এই গল্পোটা কতদূর দুর্বল তা বুঝতেই পারছেন! এছাড়া লোয়েনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রমাণ এখন দিনের আলোর মত ফুটে উঠেছে।

মিঃ ড্যাভেনহাইমের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুল থেকে আংটিটা খোলেন নি। এদিকে, শনিবার রাতে লণ্ডনে বিলি কেলেট নামে একটি লোক সেই আংটি বাঁধা রেখে টাকা ধার নিয়েছে এও আমরা জেনেছি। বিলি কেলেট নামে এই লোকটি গত শরৎকালে এক বুড়ো ভদ্রলোকের ঘড়ি চুরি করে ধরা পড়েছিল, বিচারে ওর তিন মাস জেল হয়, কাজেই বিলি কেলেটকে পুলিশ ভালভাবে চেনে, বুঝতে পারছেন। এও জেনেছি কেলেট ঐ হীরে বসানো আংটিখানা পর পর পাঁচটি দোকানে বাঁধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু দোকানের মালিক ঐ আংটি বাঁধা রাখতে রাজী হন নি। তবু হার মানে নি কেলেট, আরও একটি দোকানে চেষ্টা করেছিল সে, এবং তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। আংটি বাঁধা রেখে কেলেট এন্তার মদ খায়, তারপর একটা পুলিশ কনষ্টেবলকে নেশার ঘোরে মারধোর করে ধরা পড়ে যায়। মিলারের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম গ্রে স্ট্রীট থানায়, সেখানকার হাজতে কেলেটকে রাখা হয়েছে। হাজতে ঢোকানোব পরেই কেলেটের ধুমকি কেটে গিয়েছিল তাছাড়া পুলিশ কনষ্টেবলকে খুন করতে গিয়েছিল এই অভিযোগে ওর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হলে এরপরে ও মুখ খুলেছে। কেলেট হাজতে বসে যে বিবৃতি দিয়েছে তা এরকম :

উইলি কেলেট বলেছে যে সে শনিবার দিন এণ্টফিল্ডে গিয়েছিল রেস খেলতে, তবে রেসের মাঠে বাজি ধরার চাইতে চুরি, ছিনতাই এসব অপকর্মে ওর উৎসাহ ছিল অনেক বেশী। যাক, সেদিন কেলেটের কপাল ছিল মন্দ,তাই রেসের মাঠে লোকসান ছাড়া লাভ কিছু ওব হয় নি। সবকটা বাজীতে হেরে ভূত হয়ে কেলেট রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে চিংসাইডের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, কিছুদূর গিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে একটা বড় নালার পাশে ইঁট পাথরের একটা গাদার পাশে বসে জিবোচ্ছিল কেলেট। কয়েক মিনিট বাদে ও দেখতে পেলো গাঢ় তামাটে গায়ের রং, ঠোঁটের ওপরে পেল্লাই গোঁফ এক ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন। চারপাশে একবার দেখে নিল, পকেট থেকে ছোট মত কি একটা জিনিস বের করে ছুঁড়ে মারলেন ঝোপের দিকে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন ষ্টেশনের দিকে। কেলেট বলছে, ভদ্রলোকের হাতের মুঠো থেকে সেই ছোট জিনিসটা ঝোপের ভেতর পড়বার আগে ইঁট বা পাথরে লেগে 'ঠুং' করে আওয়াজ তুলেছিল আর সেই আওয়াজ কানে যেতেই জিনিসটা কি তা দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছিল কেলেটের মনে। সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে আসে। ঝোপের ভেতর থেকে হাতড়ে হীরে বসানো সেই আংটিটা খুঁজে বের করে। ব্যাপার হল আংটি ঝোপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলার কথা লোয়েন পুরোপুরি অস্বীকার করেছে এবং উইলি কেলেটের মত এক চোর ছ্যাচোরের বিবৃতিও সঠিক বলে মেনে নেয়া ঠিক না। আমার মতে, কেলেট সেদিন মিঃ ড্যাভেনহাইমকে ছিনতাই করে ঐ হীরের আংটিটি নেয় তারপর তাঁকে খুন করে।'

'দুঃখিত, দাদা', পোয়ারো ঘাড় নেড়ে বলল, 'আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারছি না। লাশ পাচার করার কোনও উপায় ওর হাতের কাছে ছিল না, তাছাড়া সত্যি খুন করে থাকলে এতদিনে লাশের হদিশ ঠিকই পাওয়া যেত। দ্বিতীয়তঃ,

যেভাবে কেলেট মিঃ ড্যাভেনহাইমের হীরে বসানো আংটি বাঁধা দিয়েছে তাতে ওকে একবারের জন্যও খুনী বলে সন্দেহ করা যায় না। তৃতীয়তঃ এই ধাঁচের চোর ছ্যাঁচোরেরা সচরাচর মানুষ খুন করে না। চতুর্থতঃ শনিবার থেকে কেলেট হাজতে থাকার ফলে লোয়েনের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দেয়া ওর পক্ষে একরকম কাকতলীয় ব্যাপার তা জানবেন।'

'আপনি ঠিক বলছেন না একথা আমি একবারও বলছি না' জ্যাপ ঘাড় নাড়লেন, 'কিন্তু কেলেটের মত এক সাধারণ অপরাধীর বিবৃতিকে কিবাবে বিশ্বাস করা যায়? আংটিটা সরিয়ে ফেলার আর কোনও ভাল পথ লোয়েন খুঁজে পেল না এটা ভাবতেই আমার অবাক লাগছে।'

'হীরের আংটি ওই তল্লাটে পাওয়া গেলে প্রশ্ন উঠতে পারে মিঃ ড্যাভেনহাইম সত্যিই ওটা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন কিনা,' পোয়ারো বলল।

'কিন্তু আংটিটা লাশের আঙ্গুল থেকে খুলে নেবার কারণ কি?' আমি প্রশ্ন তুললাম।

'তারও কারণ থাকতে পারে,' ইন্সপেক্টর জ্যাপ জবাব দিলেন, 'আপনাদের হয়ত জানা নেই যে লেক থেকে অল্প দূরে পাহাড়ে ওঠাব মুখে একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়া ঢুকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন কোথায় জানেন?—একটা চুণের ভাঁটিতে।'

'হা ঈশ্বর!' আমি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি কি বলতে চান ঐ চুণ পোড়াবার ভাঁটিতেই মিঃ ড্যাভেনহাইমের লাশটা পোডানো হয়েছে এবং আংটিটা তার আগে খুলে নেয়া হয়েছে তাঁব আঙ্গুল থেকে?'

'ঠিক ধরেছেন,' জ্যাপ সায় দিলেন।

'তাহলে সাদা-চোখে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে যা ঘটেছে তা এক জঘন্য ও নৃশংস অপরাধ!' আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম।

জ্যাপ এবার আর কোনও উত্তর দিলেন না, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন পোয়ারোর দিকে। এবার আমি তাকালাম পোয়ারোর দিকে আর তখনই চোখে পড়ল সে তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। পোয়ারো যে কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে আছে তা তার কোঁচকানো দুটি ভুরুর দিকে এক পলকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম। যাক পোয়ারো নিজের যে শক্তি, বুদ্ধির বড়াই করে তা যে এবার কাজ করতে শুরু করেছে তাও টের পেলাম। কিন্তু এত চিন্তাভাবনা করার পরে কি বলতে পারে পোয়ারো এই প্রশ্ন আমাদের দুজনের মনে দেখা দিল। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল পোয়ারো, হালকা গলায় জ্যাপকে প্রশ্ন করল।

''দাদা, বলতে পারেন মিঃ আর মিসেস ড্যাভেনহাইম একই ঘরে রাত কাটাত কি না?'

সত্যি বলতে কি, পোয়ারোর ঐ হাস্যকর প্রশ্ন শুনে ইন্সপেক্টর জ্যাপ আর আমি দুজনেই থমকে গেলাম। কয়েক মুহূর্ত বাদে হাসতে হাসতে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি যে এত সাংঘাতিক লোক তা আগে জানা ছিল না। আপনি কি

বলবেন তাই নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি, ভাবছি কি জানি অকাট্য বক্তব্য বেরোবে আমার শ্রীমুখ থেকে, আর শেষকালে কিনা এই! যাক, আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ওরা কর্তা গিন্নী একই শোবার ঘরে রাত কাটাতেন কি না তা আমার জানা নেই।'

'খুঁজে বের করতে পারবেন?' পোয়ারো এতটুকু না হেসে গম্ভীর মুখে জানতে চাইল।

'আপনার খুব দরকার হলে নিশ্চয়ই জেনে বের করব', জ্যাপ জানালেন।

'মনে করে খবরটা জোগাড় করুন,' পোয়ারো বলল, 'জানতে পারলে খুবই বাধিত হব।

জ্যাপ কিছু না বলে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন পোয়ারোর দিকে তাকালাম আমি নিজেও। কিন্তু পোয়ারোর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল সে আমাদের আদৌ গ্রাহ্যর মধ্যে আনছে না। বেঁচারার মাথায় বড় বেশী বোঝা চেপেছে। এই মন্তব্যটুকু করে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপর কিছু না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

একবার মনে হল পোয়ারো হয়ত দিনেরবেলা ঝিমুনির ফাঁকে স্বপ্ন দেখছে। তাকে আর ঘাঁটালাম না।

ড্যাভেনহাইম রহস্যজনক নিরুদ্দেশের তদন্ত সম্পর্কে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা সূত্র নিয়ে সময় কাটাচ্ছি এমন সময় পোয়ারোর তন্ময়তা ভাঙ্গল, তাকিয়ে দেখি সেই চেনা একাধারে সতেজ আর হুসিয়ারী সর্তক চাউনী ফিরে এসেছে তার দু-চোখে।

'কাগজের বুকে কি পদ্য লেখা হচ্ছে, সখা?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'পদ্য নয় ভাই,' কলম থামিয়ে বললাম, 'যেসব সূত্র খুব কৌতুহল জনক ঠেকেছে সেগুলো লিখে রাখছি।'

'যাক এতদিনে তুমি তাহলে নিয়ম মেনে চলতে শুরু করলে।' হালকা গলায় মন্তব্য করল।

'কি কি লিখেছি পড়ব?'

'অবশ্যই।'

'এক, যে সব সূত্র পাওয়া গেছে তাতে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে লোয়েনই মিঃ ড্যাভেনহাইমের স্টাডির সিন্দুক ভেঙ্গেছে।'

'দুই, মিঃ ড্যাভেনহাইমের ওপর লোয়েনের আক্রোশ ছিল।'

'তিন, স্টাডি থেকে একবারও বেরোয়নি লোয়েনের এই প্রথম বিবৃতি মিথ্যে তাও প্রমাণিত হয়েছে।'

'চার, বিলি কেলেট যা বলেছে তাকে সত্য বলে মেনে নিলে লোয়েন যে জড়িত তা সম্পূর্ণ বোঝা যায়।' একটু থেমে বললাম, 'সব তো শুনলে এবার বলো তোমার মন্তব্য কি?'

'আমার মন্তব্য,' পোয়ারো করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল, 'তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বিচার করার ক্ষমতা তোমার নেই এছাড়া তোমার যাবতীয় যুক্তি ভিত্তিহীন।'

'কিভাবে?'

'তোমার লেখা চারটে সূত্র একে একে বিচার করে দেখা যাক।'

'এক সিন্দুক খোলার সুযোগ পাবেন একথা মিঃ লোয়েনের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই জানার কথা নয়। তিনি ব্যবসার কাজে মিঃ ড্যাভেনহাইমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মিঃ ড্যাভেনহাইম একখানা চিঠি ডাকে ফেলবেন বলে অনুপস্থিত থাকবেন এবং তার ফলে তাঁকে স্টাডিতে একা সময় কাটাতে হল তাও মিঃ লোয়েনের জানা ছিল না।'

'উনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এও হতে পারে,' আমি বললাম।

'আর সিন্দুক ভাঙ্গার যন্তোর?' পোয়ারো ফ্যাকড়া তুলল, 'কবে কখন সুযোগ পেলে সিন্দুক ভাঙ্গবে এই ভেবে শহরেবাবুরা কিন্তু সিন্দুকভাঙ্গার যন্ত্রপাতি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো! পেনসিল কাটা ছুরি আর দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে যে সিন্দুক ভাঙ্গা যায়না তা নিশ্চয়ই মানবে?'

'মানলুম, কিছুটা নিরাশ হয়ে বললাম, 'এবার দ্বিতীয় সূত্রের প্রসঙ্গে এসো।'

আসছি,—তুমি বলছো মিঃ ড্যাভেনহাইমের ওপর লোয়েনের আক্রোশ ছিল। তোমার কথা মানলে এটাই দাঁড়ায় ও আগে দু-একবার শেয়ার কেনাবেচার খেলায় মিঃ ড্যাভেনহাইমের কিছু টাকা নষ্ট করেছিল। কিন্তু তাতে লোয়েন নিজেই উপকৃত হয়েছে। বরং আমি বলব ঘটনাটা ঠিক উল্টো 'আক্রোশের কথা যদি তোলো তাহলে বলব লোয়েনের ওপরেই মিঃ ড্যাভেনহাইমের আক্রোশ ছিল।'

কিন্তু বাড়ি থেকে একবারও বাইরে বেরোয়নি এমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা লোয়েন বলেছে তা তুমি অস্বীকার করবে নাকি?'

'অবশ্যই অস্বীকার করব না,' পোয়ারো জবাব দিল, 'কিন্তু এও ত হতে পারে যে লোয়েন খুব ভয় পেয়েছে। মনে রেখো নিখোঁজ ব্যক্তির জামাকাপড় সবে লেক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এটা মানতে হবে যে লোয়েন সত্যি কথা বললেই ভাল করত।'

'আর চতুর্থ সূত্র, সেখানেও কি ব্যর্থ হয়েছি?'

'না, তোমার যুক্তি এই বেলা মেনে নিচ্ছি আমি।' পোয়ারো বলল, 'মেয়েটার বিবৃতি সত্যি হলে লোয়েন এই রহস্যের সঙ্গে নিঃসন্দেহে জড়িত, এবং এই কারণেই গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমার চোখে ধরা পড়েছে একথা মানছো?'

'হয়ত মানছি,' পোয়ারো বলল, কিন্তু দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তোমার নজর এড়িয়ে গেছে, গোটা রহস্যের চাবিকাঠি যে দুটি সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'সে দুটো সূত্র কি বলেই ফ্যালো না।'

'এক, মিঃ ড্যাভেনহাইম কোন আবেগের বশে গত কয়েক বছর ধরে জড়োয়া গয়না কিনে চলেছেন। দুই, গত শরৎকালে ওঁর বুয়েনস এয়ারসে যাওয়া।'

'পোয়ারো, তুমি মজা করছো না তো?'

'না ভাই,' পোয়ারো সিরিয়াস ভাবে বলল, 'দেবগুরুর নামে দিব্যি খেয়ে বলছি, আমি এতটুকু মজা করছি না তোমার সঙ্গে। এখন কথা হল জ্যাপকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছি তা সত্যিই ওঁর মনে থাকবে?'

কিন্তু জ্যাপ যে দায়িত্বের কথা ভোলেননি তার প্রমাণ সকালে প্রায় এগারোটা নাগাদ একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছালো পোয়ারোর নামে, তাতে লেখা :

"গত বছর শীতকাল থেকেই স্বামী স্ত্রী আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

'এই ত পেয়েছি!' আমার মুখে টেলিগ্রামের বয়ান শুনে উল্লসিত হল পোয়ারো, 'জ্যাপ ভায়া দেখছি ওঁর কথা রাখলেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। গত শীতে মিঃ ড্যাভেনহাইম আলাদা শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন, আর এটা হল পরের বছরের জুনের মাঝামাঝি। যাক, সব রহস্যের সমাধান হল!'

পোয়ারোর ভাবগতিক কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'এবার তোমাকে প্রশ্ন করছি,' পোয়ারো বলল, 'ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ড্যাভেনহাইম অ্যাণ্ড স্যামন ব্যাংকে টাকাকড়ি তুমি কিছু রেখেছো নাকি?'

'না,' অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'রেখে থাকলে বলব সময় থাকতে টাকা কড়ি যা কিছু ওখানে রেখেছো এই বেলা তুলে ফ্যালো, নয়ত পরে পস্তাতে হবে।'

'কেন, কি হতে পারে ভাবছো?'

'দু চারদিনের ভেতর ঐ ব্যাঙ্কের সাংঘাতিক ভরাডুবি হবে,' পোয়ারো জবাব দিল। কিন্তু তার আগে জ্যাপকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য। দেখি, কাগজ কলম নাও ত, জ্যাপকে মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তার কথায় ছাপানো কাগজের ঠিক এই স্থানে লেখো। 'মিঃ ড্যাভেনহাইমের প্রতিষ্ঠানে টাকাকড়ি কিছু থাকলে এক্ষুনি তুলে ফেলার সদুপদেশ দিচ্ছি!' 'আমার এই টেলিগ্রাম পেয়ে জ্যাপের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠবে তা আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি। আগামীকাল, পর্যন্ত অথবা তার পরদিনও আমার সদুপদেশের অর্থ খুঁজে বের করতে পারবেন না উনি!'

পোয়ারোর নির্দেশে ইন্সপেক্টর জ্যাপকে তখনই সেই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এলাম। পোয়ারো যা ভাবছে তা আদৌ সত্যি হবে কিনা এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু তার ভবিষ্যৎবানী যে নির্ভুল তা পরদিন সকালে মালুম হল—স্থানীয় সবকটি খবরে কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় হরফে ড্যাভেনহাইম ব্যাংকের আকস্মিক লোকসানের খবর ছেপে বেরিয়েছে। ব্যাংকের মালিক কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি নিখোঁজ হয়েছেন এই ব্যাপারটা ব্যবসায়ীদের চোখে অবশ্য অন্য রকম ঠেকছে, ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ঐ নিরুদ্দেশ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তোলে। আমাদের প্রাতঃরাশ শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ, তাঁর বাঁ হাতে আজকের খবরের কাগজ, ডান হাতের মুঠোয় ধরা পোয়ারোর টেলিগ্রাম।

'ব্যাংকের যে ভরাডুবি হতে যাচ্ছে তা আগে থেকে আপনি কিভাবে জানলেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' জ্যাপ চেয়ার টেনে আমাদের সঙ্গে প্রাতঃরাশে যোগ দিলেন, 'আজ কিছুতেই ছাড়ব না। এত বড় ঘটনা ঘটবে তা আপনি আগেই কি করে জানতে পারলেন?'

'এ আর এমন কি,' পোয়ারো দৃঢ়গলায় বলল, 'এ রকম একটা ব্যাপার আমি গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলাম, গতকাল আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে ঘটনাটা লক্ষ্য করার মত। সিন্দুকের ভেতরে গাদা গাদা জড়োয়া গহনা, বেয়ারার বণ্ড এসব কার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে? মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর নিজের জন্যই যে ওগুলো সাজিয়ে এসেছিলেন তা তখনই আমার মনে হয়েছিল! এছাড়া বুড়ো বয়সে হঠাৎ জড়োয়া গহনা কেনার সখ ওঁর মাথায় চেপেছে কেন? কি উদ্দেশ্যে? এর উত্তর খুব সোজা। ব্যাংকের টাকাকড়ি হাতিয়ে উনি সেই গাদাগাদা দামী গয়না কিনেছেন, সেসব গয়না সস্তা নকল। ব্যাংকের ভল্ট থেকে আসলগুলো উনি এনে রেখেছিলেন গ্রামের বাড়িতে ওঁর যে সিন্দুক আছে তার ভেতবে। যে গয়না বিক্রীর টাকায় বাকী জীবনটা উনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবেন। এর পরে মিঃ ড্যাভেনহাইম নিজেই ওর সিন্দুকের গায়ে ছ্যাঁদা করেন এবং মিঃ লোয়েনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চাকর বাকরদের উনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে মিঃ লোয়েন এলে ওরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায়। এই নির্দেশ দিয়ে মিঃ ড্যাভেনহাইম তাঁর বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে বেরোলেন, কিন্তু তারপরে—তিনি গেলেন কোথায়?' এইটুকু বলে পোয়ারো থামল, আরেকটা সেদ্ধ ডিম পাত্র থেকে তুলে নিতে হাত বাড়াল সে।

'না, এ খুব অন্যায়, কোনমতেই সমর্থন করা যায় না,' পোয়ারো হালকা গলায় বলল, 'মুর্গিরা যেসব ডিম পাড়ে সেগুলো একেকটা একেক সাইজের, সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে এর সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য দেখতে পাবেন না আপনি। তার ওপর দেখুন, ডিম যারা বিক্রী করছে তারাও কম পাজী নয়। ডজন ডজন ডিম তাদের আকার অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা উচিত অথচ তা তারা করছে না। কতবড় অন্যায় তা আপনিই বলুন দাদা?

'চুলোয় যাক মশাই ডিম্!' জ্যাপ অধৈর্য হয়ে উঠলেন, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের মক্কেল কোন দিকে গেলেন তাই বলুন, অবশ্য তা যদি খুঁজে বের করতে পেরে থাকেন!'

'বলছি, শুনুন,' পোয়ারো তার কথায় খেই ধরল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের এই মক্কেল স্রেফ গা ঢাকা দিলেন। এই মঁসিয়ে ড্যাভেনহাইম লোকটির মগজে প্রচুর কুবুদ্ধি আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো রীতিমত জাতের তা মানবেন যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে সে লোকের কাজ নয়।'

'উনি কোথায় লুকিয়ে আছে জানেন?'

'নিশ্চয়ই,' পোয়ারো জবাব দিল,' এতো সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার, অল্প মাথা খাটালেই বার করা যায়।'

'ভগবানের দোহাই,' জ্যাপ বললেন, 'আর ধাঁধার মধ্যে না রেখে বলেই ফেলুন।'

কিন্তু, চাইলেই কি পোয়ারোর পেট থেকে বের করা যায়? জ্যাপ ব্যাকুল হয়ে উঠছেন দেখে তার মাথায় চাপল পুরোনো বজ্জাতি, কিছু না বলে বলে নিজের প্লেট থেকে ডিমের ভাঙ্গা খোসা একটি একটি করে তুলল সে যেমনভাবে লোকে মাটি থেকে টাকাপয়সা কুড়িয়ে তোলে। খোসাগুলো এবার ডিম সেদ্ধর পাত্রে রাখল পোয়ারো তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হেসে বলল,

'আপনারা দুজনেই পেশাদার গোয়েন্দা যাদের একমাত্র হাতিয়ার হল বুদ্ধি। যে প্রশ্নটা আমি নিজেকে করেছিলাম সেটাই এবার আপনারা নিজেদের করে দেখুন ত—মিঃ ড্যাভেনহাইমের জায়গায় আমি থাকলে কোথায় লুকোতাম? বলো হেস্টিংস, তোমার উত্তর কি শুনি?'

'ওঁর জায়গায় আমি হলে আর কোথাও না গিয়ে লণ্ডনেই থেকে যেতাম, অনেকটা বাস, ট্রেন আর পাতাল রেলে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে গা মিশিয়ে মিশিয়ে থাকতুম যাতে চেনাশোনা লোকের চোখে না পড়ি। একা থাকার চাইতে ভীড়ের মধ্যে থাকা অনেক বেশী নিরাপদ।'

'এবার আপনি বলুন,' পোয়ারো জ্যাপের দিকে তাকাল।

'আমি হলে যত শীগগির্ সম্ভব পালাতাম কারণ এই পরিস্থিতিতে নিজেকে বাচানোর এটাই একমাত্র সুযোগ। চিমনি দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এমন একটা ইয়ার্ডে চেপে লোক জানাজানি হবার আগেই দুনিয়ার অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতুম যার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।'

'আমাদের বক্তব্য ত শুনলেন,' জ্যাপ তাকালো পোয়ারোর দিকে। 'এবার আপনার মতামত কি তাই বলুন।'

এক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল পোয়ারো। পবমুহূর্তে এক রহস্যময় অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

'শুনুন বন্ধুরা,' পোয়ারো থেমে থেমে বলল, 'পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে আমি কি করতাম জানেন, স্রেফ জেলে গিয়ে ঢুকতাম!'

'কি বলছেন মঁসিয়ে পোয়ারো?' জ্যাপের বিস্ময়াহত গলা শুনে মনে হল পোয়ারো এক্ষুনি মঙ্গলগ্রহ থেকে ঘুরে এল।

'ইন্সপেক্টর জ্যাপ। মঁসিয়ে ড্যাভেনহাইমকে জেলে পাঠানোর জন্য আপনি তাঁকে চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, তাই ইতিমধ্যেই তিনি ওখানে ঢুকে পড়েছেন কিনা তা ভাবতেও পারছেন না।' পোয়ারোর গলা অদ্ভুত রহস্যময় শোনাল আমাদের কানে।

'কি বলছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

জ্যাপ একদিন আপনি এই ঘরে বসে মিসেস ড্যাভেনহাইমকে বুদ্ধিশুদ্ধিহীন গিন্নী টাইপ মহিলা বলে উল্লেখ কবছিলেন মনে পড়ে?'

পোয়ারো বলল, 'তার পরেও বলছি,' মহিলাকে শুধু একবার বো স্ট্রীট থানায় নিয়ে যান তারপর সেখানকার হাজত থেকে বিলি কেলেটকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিন ওঁর সামনে, দেখবেন মহিলা তাঁর স্বামীকে ঠিক চিনতে পেরেছেন! হ্যাঁ গোঁফ, দাড়ি এমন কি ঘন ভুরুজোড়া কামিয়ে ফেলেছেন মিঃ ড্যাভেনহাইম, মাথার লম্বা

চুলও ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন ভোল পাল্টানোর জন্য। কিন্তু তা হলেও ত গিন্নীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না তিনি। হাজার লোকের চোখে ধুলো দিলেও তাঁর গিন্নীর চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যাবেন।'

'বিলি কেলেট?' জ্যাপের বিস্ময়ের প্রথম ঘোর তখনও কাটেনি, কিন্তু পুলিশ ত ওকে আগেই ছ্যাঁচড়া চোর হিসেবে জানে।'

'তাতে কি হল,' পোয়ারো জবাব দিল, 'ড্যাভেনহাইম যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর ধূর্ত তা কি আমি আপনাকে আগে বলিনি? অনেক আগে থেকেই উনি নিজের অ্যালিবাই সাজিয়ে রেখেছেন। জেনে রাখুন, গত শরৎকালে মিঃ ড্যাভেনহাইম মোটেও বুয়েনস্ এয়ারসে যান নি, বিলি কেলেট নামে এক ছ্যাচোরের চরিত্র তৈরী করার উদ্দেশ্যে সেই সময় তিনি ছোটখাটো একটি অপরাধ করে জেলের ভেতরে তিন মাসের মেয়াদ খাটছিলেন। ওঁর মতলব ছিল একটাই, বরাবরের মত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে উনি বিলি কেলেট পরিচয়ে জেলের ভেতর সময় কাটাবেন আব পুরনো অপরাধী হিসাবে পুলিশ ওঁকে একবারও সন্দেহ করবে না। প্রচুর টাকা হাতানো ওঁর পরিকল্পনা ছিল, তেমনি চাইছিলেন উনি মুক্তি মিঃ ড্যাভেনহাইম নামে এক ব্যাক্তির জীবন থেকে। পরিকল্পনা প্রায় সফল করে এনেছিলেন ভদ্রলোক, শুধু—'

'হ্যাঁ?'

'প্রথমবার জেল খেটে বেরোনার পবে মুশকিলে পড়লেন মিঃ ড্যাভেনহাইম, চুল, দাড়ি গোঁফ ভুরু সব বিদেয় করেছেন তিনি, অথচ আবও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে আব সেই কাবণে আগের চেহাবা বদল করতে হবে। তাই এবার পরচুল, নকল গোঁফ দাড়ি আব ভুরু মুখে আঁটলেন তিনি। কিন্তু তাতেও আরেক মুশকিল, ঐ সব মুখে চাপিয়ে রাতে ঘুমোনো খুব সহজ নয়, তাছাড়া বাড়ির কাজের লোকেদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। এইসব ভেবে মিঃ ড্যাভেনহাইম গিন্নীর কাছ থেকে আলাদা হলেন। দুজনে দুটো ঘবে থাকতে শুরু করলেন। আপনি নিজেও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারবেন বুয়েন্স এযার্স থেকে ফেরার পরে গত ছ'মাস যাবৎ ওঁরা স্বামী স্ত্রী আলাদা ঘরে রাত কাটাচ্ছেন। এই খবরটুকু জেনে আমি, আমার ধারণা নিশ্চিত হলাম, বুঝলাম ঠিক পথেই এগোচ্ছি। তদন্তের বিবরণে বাগানের এক মালির বিবৃতি আছে—সে তার মনিবকে বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে যেতে দেখেছিল। লোকটির দেখায় কোনও ভুল ছিল না। আমাদের মহাপ্রভু চিঠি ডাকে ফেলার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর জলটুঙ্গিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেইখানে বিলি কেলেট নামে এক চোর ছ্যাঁচোরের যে পোষাক পরা স্বাভাবিক তাই চাপিয়ে ছিলেন। তার আগে নিজের দামী পোষাক ফেলে দিয়েছিলেন লেকের জলে। তারপর কি হয়েছিল বুঝতেই পারছেন? ব্যবসায়ী মিঃ ড্যাভেনহাইম বিলি কেলেটের পরিচয়ে নতুন করে জন্ম নিলেন। লণ্ডনে পৌঁছে অনেক চেষ্টা করে শেষকালে হাতের হীরে বসানো সোনার আংটি বাঁধা রেখে কিছু টাকা জোগাড় করলেন, তারপর এক বেচারা পুলিশ কনেস্টবলকে আচ্ছা করে পেঁদিয়ে ধরা পড়লেন বো স্ট্রীট থানার হাজতে। বিলি কেলেট নামে ঠাঁই পেলেন তিনি, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।'

'অসম্ভব!' চাপা গলায় মন্তব্য করলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ, 'এ কখনও হতেই পারে না!'

'মহাপ্রভুর গিন্নী মিসেস ড্যাভেনহাইমকে খুব ভয় দেখিয়ে জেরা করুন।' পোয়ারো মুচকি হাসল। ' তাহলেই বুঝবেন আপাত-চক্ষে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়।'

জ্যাপের মুখে এবার আর কোনও কথা ফুটল না।

পরদিন সকালের ঘটনা, প্রাতঃরাশ খেতে বসেই চোখে পড়ল একটা মুখবন্ধ রেজেস্ট্রী খাম পড়ে আছে পোয়ারোর প্লেটের পাশে। আমি কোনও প্রশ্ন করার আগে পোয়ারো নিজেই সেই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। খামের ভেতর চিঠিপত্র কিছু নেই, পড়ে আছে শুধু একটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট।

'দেখছো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?' হাতে ধরা নগদ পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা ইশারায় দেখিয়ে পোয়ারো বলল, 'দাদা তাঁর....কথা রেখেছেন। মনে পড়ে, মিঃ ড্যাভেনহাইমের কেস এই ঘরে বসে সমাধানের প্রসঙ্গে ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে পাঁচ পাউণ্ড বাজি ধরেছিলাম?' সমাধান যা করার গতকালই ত করলাম দেখলে তারপরে আজ যখন পাঁচ পাউণ্ড হাতে এল তখন এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বাজিতে আমিই জিতেছি। সাবধান ইন্সপেক্টর জ্যাপ, আপনার উন্নতি হোক! তাহলে সব পুলিশ অফিসারেরা একরকম নয়, কি বলো? কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই নিয়ে এখন কি করব আমি? সবাই বলে, বাজির টাকা কখনও জমিয়ে রাখতে নেই। এসো এক কাজ করা যাক। দাদাকে খবর দাও আজ রাতে আমরা তিনজনে একসঙ্গে বাইরে কোথাও ডিনার করব। টাকা সেখানেই খরচ করা যাবে। মনে হয় সেটাই ঠিক হবে। জ্যাপের মত এক মহাপ্রাণ কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারের জন্য আমারও ত কিছু করা উচিত, তাই না? একবার ভেবে দ্যাখো। সোজা কাজ। এখন ভাবলে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। এবার জ্যাপের সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখুক আমি যেভাবে রহস্যের সমাধান করি তাকে বাচ্চা চুরি করার সঙ্গে কখনোই তুলনা দেয়া যায় না। ও কি, তুমি আবার ফিক করে হাসছো কেন বাপু, এমন কি খুশির জোয়ার উথলে উঠল তব পরাণে?'

অনুবাদ ❑ শুভদেব চক্রবর্তী

দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ
দ্য চীফ ফ্লাট

এ পর্যন্ত যেসব কেস আমি নথীবদ্ধ করেছি তা সে খুন বা ডাকাতি যাই হোক, দেখেছি মূল সত্য থেকে পোয়ারো তার তদন্ত শুরু করেছে সেখান থেকে যুক্তিনিষ্ঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগোতে এগোতে এক সময় এসে পৌঁছেছে চরম সত্য উদঘাটনের বিজয়ে। এবার যে কেসটি বিবৃতি করব সেখানে সাধারণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপাত দৃষ্টিতে যা অকিঞ্চিৎকর ঠেকে এমন কিছু ঘটনা পোয়রোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যা ক্রমে একাধিক বিস্ময়কর কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, উদ্ভূত হয়েছিল কিছু অশুভ পরিস্থিতি এক অভাবনীয় রহস্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল।

পুরোনো বন্ধু জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে তারই সঙ্গে সেদিন সন্ধেটা কাটাচ্ছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া কম করে অন্ততঃ আরও ছ'জন সেখানে ছিলেন, এবং কথায় কথায় এক সময় লণ্ডনে ভাড়া বাড়ি জোগাড় করার প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। ঠিক দালালি ব্যবসা না হলেও থাকার উপযোগী ঘরবাড়ি জোগাড় করে দেয়া পার্কারের এক বিশেষ কাজ বা নেশা। যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সে কম করে ছখানা নানা ধরনের ফ্ল্যাটে আর বাড়িতেও থেকে এসেছে। কোথাও পছন্দসই জায়গা পেয়ে হয়ত থাকতে শুরু করল পার্কার, কিন্তু তারপর কিছুদিন যেতেই আবার বাড়ি খোঁজার দৌড়ে নেমে পড়ত সে নতুন করে কোমর বেঁধে। ভাড়ার পরিমাণ কিছু কম এমন ফ্ল্যাটের হদিশ পেলে পার্কার আর দেরী করত না, সামান্য পাঁচ দশ পাউণ্ড কম হলেও পুরোনো জায়গা ছেড়ে আবার নতুন বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে উঠে যেত সে। আমার এই পুরোনো বন্ধুটি দরাদরি করে বাড়ির ভাড়া নিজের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসত খুব সহজেই কারণ তার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল প্রচুর, তবে দুদিন পরপর তেমন বাসস্থান পাল্টানোর মূলে তার তেমন কোনও ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, এক ধরনের খেলা বা নেশার মতন এই ব্যাপারটা তার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ আনাড়ী লোকেরা যেমন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ওস্তাদ লোকেদের কথা শোনে সেইভাবে আমরা কিছুক্ষণ ধরে পার্কারের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলাম। এবার এল আমাদের পালা। কিন্তু সবাই একসঙ্গে কিছু বলতে গেলে যা হয় অর্থাৎ হৈ হট্টগোল অবস্থাটা ঠিক তাই দাঁড়াল। শেষকালে গোলমাল থামলে এক অল্পবয়সী সদ্য বিবাহিতা খুব রূপসী যুবতী মুখ খুললেন। তাঁর নাম মিসেস রবিনসন। ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই সেখানে এসেছিলেন। পার্কারের সঙ্গে মিসেস রবিনসনের আলাপ হয়েছে হালে তাই তার ওখানে এর আগে আমি ওঁদের দেখিনি।

'ফ্ল্যাটের কথায় মনে পড়ে গেল,' মিসেস রবিনসন বললেন, 'মিঃ পার্কার, আমরা অনেক চেষ্টা করে শেষকালে মন্টেগু ম্যানসনে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি, শোনোনি হয়ত? একরকম বরাতজোরে ওটা পেয়েছি বলা যায়।'

'আমি ত আগেই বললাম', পার্কার জবাবে বলল, 'টাকা ছড়ালে ফ্ল্যাটের অভাব হয়না, কটা চাই আপনার?'

'তা ঠিক,' মিসেস রবিনসন জানালেন, 'কিন্তু আমরা যেটা পেয়েছি তার ভাড়া এত কম যে শুনলে বিশ্বাস হবে না—বছরে পড়ে মাত্র আশী পাউণ্ড।'

'কিন্তু—কিন্তু আপনি যে বাড়ির কথা বলেছেন সেই মন্টেগু ম্যানসনস নাইস।

ব্রীজের ওপারে তাই না?' পার্কার জানতে চাইল, 'সেই পেল্লায় বাড়িটাই ত, নাকি কাছাকাছি বস্তি এলাকায় ঐ নামের কোনও পুরনো সেকেলে বাড়ির কথা বলছেন?'

'না বস্তি নয়', মিসেস রবিনসন হাত নেড়ে বললেন, 'এটা নাইসব্রীজের ওপারের সেই বিখ্যাত মণ্টেগু ম্যানসনস আর ব্রীজের ওপারে বলেই বাড়িটাকে এত চমৎকার দেখায়।'

'কি বললেন, চমৎকার, তাই না?' পার্কার বলল।

'চমৎকার, সুন্দর,' এইসব শব্দগুলো মানুষের মনে কি অদ্ভুত অলৌকিক প্রভাব খাটাতে পারে তা এককথায় বলে শেষ করা যায় না। 'তা আপনার সস্তা ফ্ল্যাটের জন্য নিশ্চয়ই সেটা টাকা আগাম বা দস্তুরী দিতে হয়েছে?'

'মোটেও না,' হাত নেড়ে মিসেস রবিনসন জানালেন, 'একটি পয়সাও আমাদের আগাম বা দস্তুরী দিতে হয়নি।'

'আগাম দিতে হয়নি?' পার্কার বলল, 'আপনার কথা শুনে আমার মাথাটা সত্যিই একপাক ঘুরে উঠল, বিশ্বাস করুন, আপনার মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই হয়ত বাড়িওয়ালা আগাম চায়নি, আপনার রূপ দেখেই বেচারার মন ভরে গিয়েছিল। পুরষোচিত কাজ ঠিকই, কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতর যেসব আসবাব ছিল সেগুলো আমাদের কিনতে হয়েছে,' মিসেস রবিনসন বললেন।

'তাই বলুন,' পার্কার মুচকি হাসল, 'একটু খুঁত কোথাও না কোথাও ঠিকই ছিল তাই এত খাতির করে আগে বধ করেছেন।'

'তাও দাম এমন কিছু বেশী পড়েনি,' মিসেস রবিনসন বললেন, 'জানেন মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড!' আর ফ্ল্যাটের ভেতরটা কি চমৎকার সাজানো গোছানো। আসবাবগুলো পুরানো হলেও এত সুন্দর যা বলে বোঝানো যায় না।'

'আমার আর কিছু বলার নেই,' পার্কার বলল, 'ধরে নিচ্ছি যে এখন ঐ ফ্ল্যাটে যারা আছে তারা এমন একজাতের পাগল পরোপকার করাই যাদের নেশা।'

পার্কারের কথা শুনে মিসেস রবিনসন ভুরু কোঁচকালেন, ইতস্তত করে বললেন, 'তাহলে আপনার মতে ফ্ল্যাটের ভাড়া এত কম হওয়া অস্বাভাবিক, কেমন? জায়গাটা ভুতুড়ে নাকি?'

'ভুতুড়ে বাড়ির কথা জানি,' পার্কার জবাব দিল, 'কিন্তু ভুতুড়ে ফ্ল্যাটের কথা কখনও শুনিনি।'

'না, ঠিক তা না,' মিসেস রবিনসন বললেন, 'তবে এমনকিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলো আমার কাছে ইয়ে কি বলে—খুবই অদ্ভুত ঠেকছে।'

'কি রকম অদ্ভুত,' আমি এবার মুখ খুললাম, 'দু-একটা উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই ত,' পার্কার ইশারায় আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনার কথা শুনে আমার গোয়েন্দা বন্ধু নড়ে চড়ে বসেছেন! মিসেস রবিনসন, সংক্ষেপে শুধু জেনে রাখুন ইনি ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আমার পুরানো বন্ধু। গোয়েন্দা হিসেবে নামডাক কুড়োচ্ছেন, আপনি ওঁর কাছে স্বচ্ছন্দে ঝেড়ে কাশতে পারেন। রহস্য সমাধানে হেস্টিংসের জুড়ি নেই!'

'ত বেশ ত, শুনুন তাহলে, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মিসেস রবিনসন এবার আমার দিকে তাকালেন, 'যে দালালদের ধরে আমরা এই ফ্ল্যাট পেয়েছি তাদের নাম 'স্টোসার অ্যাণ্ড পল্।' ওদের হাতে শুধু সে মেফেয়ারের ফ্ল্যাট ছাড়া অন্য কোনও ফ্ল্যাট ছিল না। ঐসব ফ্ল্যাটের ভাড়া তা ত জানেন? তবু শেষকালে চেষ্টা করতে দোষ কি ভেবে আমরা ওদের অফিসে গেলাম। গোড়ায় যেসব ফ্ল্যাটের খোঁজ ওরা দিল তাদের একেকটার ভাড়া কম করে চারশো নয়ত পাঁচশো পাউণ্ড, আবার কম ভাড়ার ফ্ল্যাটে প্রচুর টাকা আগাম দিতে হবে। দরে পোষাবে না ভেবে আমরা চলে আসব ঠিক সেই সময় ওরা জানাল বছরে মাত্র আশী পাউণ্ড ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট আছে কিন্তু আমরা কম ভাড়া শুনে কৌতুহল দেখাতেই ওরা যা বলল তার অর্থ কম ভাড়ার ঐ ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে কি না সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ কি আমরা জানতে চাইলাম, উত্তরে ওরা জানালেন, এর আগে আরও বহু লোককে তারা ঐ ফ্ল্যাটের খোঁজ খবর দিয়েছে, কাজেই তাদের মধ্যে কেউ যে ওটা ইতিমধ্যে ভাড়া নিয়ে বসেনি তা কে বলতে পারে। ওখানে যে বুড়ো কেরানী আছেন তাঁর মুখ থেকেই এসব শুনলাম, এও জানলাম যে বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাবার পরে নতুন ভাড়াটেরা কেউ তাঁদের কাছে আসেন নি, তবু তাঁরা ঐ ফ্ল্যাট দেখতে বহুবার লোক পাঠিয়েছেন, এখন তাঁরা ক্লান্ত, তাই নতুন করে আর কাউকে সেখানে চাইছেন না।'

এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে মিসেস রবিনসন কয়েক মুহূর্ত থেমে দম নিলেন তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

'কিন্তু বুড়ো কেরানীর এসব গালগল্পে ভোলার মত পাত্রী আমি নই, ভাড়া নিই বা না নিই দেখতে ক্ষতি কি এই বলে ঠিকানাটা ওঁর কাছ থেকে জোগাড় করে নিলাম, বাইরে এসেই ট্যাক্সি চেপে সোজা হাজির হলাম ঐ মন্টেগু ম্যানসনে। যে ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছি সেটা পাঁচতলায়, তাই আমরা দুজনে এসে দাঁড়ালাম লিফটের সামনে। মিনিট পাঁচেক বাদে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল জোরগলায়, পাশ ফিরে তাকাতেই পুরোনো এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হল, নাম এলসি ফার্গুসন, ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে সে। এলসি আমায় দেখেই বলে উঠল, 'যাক, জীবনে অন্ততঃ একবার তোমার আগে একটা কাজ সেরে ফেললাম।' কতনম্বর ফ্ল্যাট দেখতে এসেছিস, বল?' চার নম্বরের কথা শুনেই বলল, 'বড্ড দেরী করে ফেলেছিস রে,' এলসি বলল, 'ওটা আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।' এলসির কথা শুনেই আমি চুপসে গেলুম কিন্তু জন অর্থাৎ আমার স্বামী উৎসাহ দিতে আমায় বলল যে এতে মুষড়ে পড়ার কিছু নেই, তেমন হলে আগাম দিয়ে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া যাবে। তাছাড়া ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়া যখন খুব কম তখন কিছু টাকা ধরে দিলে এখন যারা ওখানে আছে তারা নিশ্চয়ই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে. জনের ঐ প্রস্তাব আমি মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না, কারণ প্রচুর টাকাকড়ি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধরে দিলেও কাজটা খুব লজ্জার। তবে লণ্ডনের মত জায়গায় বাড়ি খুঁজে বের করা কি সাংঘাতিক ব্যাপার তা আশা করি জানেন।'

তাই ও আর আমি শেষকালে লিফটে চড়ে ওপরে উঠলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওপরে উঠে দেখি পাঁচতলার চারনম্বর ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে, শুধু একজন কাজের

মেয়ে ছাড়া ভেতরে আর কেউ নেই। বাড়ির মালিক এক মহিলা, ফ্ল্যাট দেখে পছন্দ হয়েছে জেনে সে আমাদের নিয়ে এল তাঁর কাছে। ফ্ল্যাটের যাবতীয় আসবাবের দাম বাবদ নগদ পঞ্চাশ পাউণ্ড ধরে নিয়ে আমরা তখনই দখল নিলাম। পরদিন আবার আমাদের যেতে হল ঐ বাড়িতে দরকারী দলিলপত্র নিতে আর সেই হিসেবে আগামীকাল আমরা দুজনে সেই ফ্ল্যাটে ঢুকছি!' মিসেস রবিনসনের গলায় এমন ভাব ফুটে বেরোল যেন বিশ্বজয় করেছেন।

'তাহলে ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে যে পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে মিসেসের দেখা হল সেই এলসি ফার্গুসন যা বললেন তা কি মিছেকথা? পার্কার জানতে চাইল, 'তোমার অভিমত কি শুনি, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?'

'খুব সাধারণ ব্যাপার পার্কার,' আমি জবাব দিলাম, 'ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই অন্য কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিলেন।'

'বাঃ, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মিসেস রবিনসন আমার দিকে তাকিয়ে প্রশংসা মেশানো গলায় বললেন, 'কি অদ্ভুত বুদ্ধিমান লোক আপনি?'

আহা, ঠিক এই সময় যদি পোয়ারো এখানে থাকত, সুন্দরী মহিলা আমার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করছেন এটা যদিও মুহূর্তে নিজের কানে শুনত সে। এককেসময় সে যে আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

জেরাল্ড পার্কারের বাড়িতে সেদিন মিসেস রবিনসনের মুখ থেকে শোনা ঘটনাটা বেশ মজার বলে মনে হয়েছিল, পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ খেতে বসে এমনভাবে পোয়ারোর কানে তা তুললাম যেন সত্যিই তা এক জটিল সমস্যা। পোয়ারো কিন্তু পুরো ঘটনাটা মন দিয়ে শুনল, তারপর লণ্ডনের বিভিন্ন এলাকার ফ্ল্যাটের ভাড়া কেমন তাই নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করল।

'সত্যিই ব্যাপারটা কৌতুহলজনক,' পোয়ারো গম্ভীর গলায় বলল, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমি কাছাকাছি একটু ঘুরে আসছি ভাই, মাপ করো তোমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না বলে।' পোয়ারো ফিরে এল প্রায় এক ঘন্টা পরে, লক্ষ্য করলাম তার দুচোখের চাউনী অদ্ভুত উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাতের ছড়িটা টেবিলে রেখে সযত্নে বহু পরিচিত ভঙ্গিতে মাথার টুপির কানাতের আঁশগুলো মুছে নিয়ে মুখ খুলল।

'এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন জরুরী কোনও কাজ যখন নেই, তখন তোমার ঐ ব্যাপারটা নিয়ে চলো তদন্ত করা যাক।'

'আমার কোন ব্যাপারটার কথা বলছ বলো ত?' আমি জানতে চাইলাম।

'ঐ যে তখন বলছিলে তোমার বান্ধবী মিসেস রবিনসনের নতুন ফ্ল্যাট যার ভাড়া তোমাদের মতে জলের দরের সমান।'

'পোয়ারো' গম্ভীর গলায় বললাম, 'তুমি এটাকে খুব হাল্কাভাবে নিচ্ছ!'

'ভুল করছ বন্ধু,' পোয়ারো বলল, 'আমি খুবই সিরিয়াস। তুমি নিজেই একবার ভেবে দ্যাখো, আজকের দিনে ঐ রকম যে কোন একটি ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া হওয়া উচিত কমকরে সাড়ে তিনশো পাউণ্ড, কি বলো? ঐ মন্টেগু ম্যানসনসে যারা

ভাড়াটে ঢোকায় সেই দালালদের সঙ্গে একটু আগে আলোচনা করেই কথাটা বললাম তোমায়। অথচ তা সত্ত্বেও এমন একটি ফ্ল্যাট বছরে মাত্র আশী পাউণ্ডের বিনিময়ে মিসেস রবিনসন দিব্যি পেয়ে গেলেন! কেন? ভাড়া এত কম হবার পেছনে কি কারণ?'

'হয়ত ঐ ফ্ল্যাটটা সুবিধের নয়,' আমি বললাম, 'মিসেস রবিনসন যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাতে সেটাই ঠিক, ফ্ল্যাটটা ভুতুড়ে।'

কিন্তু আমার যুক্তি পোয়ারো যে আদৌ মানতে পারেনি সেটা তার মাথা নাড়া দেখেই বুঝলাম।

'এদিকে তোমার বান্ধবীর বান্ধবী নিজে মুখে জানালেন যে ঐ ফ্ল্যাটে ভাড়াটে আছে,' পোয়ারো বলল, 'অথচ তারপরেও ওপরে উঠে তোমার বান্ধবী দেখলেন ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে, ভাড়া হয়নি। এই ব্যাপারটাও কি তোমার মতে অদ্ভুত ও কৌতূহলজনক নয়!'

'মিসেস রবিনসনের বান্ধবী যে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিলেন এ বিষয়ে তুমি আশাকবি আমার সঙ্গে একমত হবে,' আমি জানালাম, 'এটাই ত একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান।'

'তোমার এই বক্তব্য ঠিক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, হেস্টিংস,' পোয়ারো বলল, 'তবে এটা সত্যি যে আরও অনেকে ভাড়া নেবার জন্য ঐ ফ্ল্যাট দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু এত কম ভাড়া সত্ত্বেও তারা কেউ ঐ ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়নি। মিসেস রবিনসনের যখন দরকার পড়ল তখনও পর্যন্ত ঐ ফ্ল্যাট খালি পড়েছিল।'

'তাতে এটা কি প্রমাণ হয় যে ঐ ফ্ল্যাটে কোনও গোলমাল আছে।'

'কিন্তু মিসেস রবিনসনের চোখে কোনও গোলমাল ধরা পড়েনি', পোয়ারো বলল, 'ফ্ল্যাটের দরজা জানালা, ছিটকিনি আসবাব সবই বজায় কিছুই খোয়া যায়নি, খারাপও হয়নি। এটাও কি তোমার চোখে অদ্ভুত ঠেকছে না? আচ্ছা, হেস্টিংস সত্যি কথা বলোত, মহিলাকে দেখে, ওঁর কথা শুনে কি তোমার মনে হয়েছে যে উনি যা কিছু বলছেন সব সৎ নির্ভেজাল সত্যি?'

'পোয়ারো', আমি বললাম, 'গতকালই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তার আগে কখনও ওঁকে দেখিনি। আমার মতে, তিনি প্রাণোচ্ছল এক মানবী!'

'থাক, থাক আর কবিত্ব ফলাতে হবে না,' পোয়ারো হাত নেড়ে আমায় মাঝপথে থামিয়ে দিল, 'বুঝতে পেরেছি, পয়লা দিনের আলাপেই মহিলা তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমি যে প্রশ্ন করলাম তার উত্তর কিন্তু তুমি দিতে পারোনি, মহিলার অসামান্য রূপ আর চটক এমন প্রভাব ফেলেছে তোমার ওপর। যাক, এর রূপের বর্ণনাই একবার করো শুনি, দেখি উনি কোথাকার ডাকসাইটে সুন্দরী!

'তিনি যে পূর্ণযুবতী তা আগেই বলেছি তোমায়।'

আমি বললাম, 'লম্বা, এবং সুন্দরী, মাথায় চুল অদ্ভুত লালচে সোনালী—

'আহা এ আর নতুন কি,' পোয়ারো মুখটিপে হাসল, 'বরাবর দেখে আসছি লালচে সোনালী চুলের মেয়েদের ওপর তোমার এক বিশেষ দুর্বলতা আছে, কেন কে জানে! যাক....তুমি থেমো না রূপের বর্ণনা চালিয়ে যাও।'

'মহিলার গায়ের চামড়া অদ্ভুত ফর্সা, যাকে বলে ধপধপে সাদা।' গভীর অতলান্ত মহাসাগরের জলের সবটুকু নীলিমা উপছে পড়ছে তাঁর নীল দুটি চোখ থেকে। এইটুকুই বলার মত আর কিছু নেই।'

'ব্যাস?' ফিক করে হাসল, 'এখানেই থেমে গেলে চাঁদু? যাক এবার মহিলার স্বামীর রূপের বর্ণনা একবার শোনাও দেখি।'

'ওঁকেও দেখতে ভাল—তবে অসাধারণ রূপবাণ বলতে যা বোঝায় তা নয়।'

'তামাটে, না ধপধপে ফর্সা?'

'ঠিক মনে পড়ছে না,' আমি বললাম, 'দুটোর মাঝামাঝি ধরে নাও, মুখখানা খুব সাধারণ।'

'হুঁম,' পোয়ারো ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'এরকম বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ দেখতে পুরুষ হাজারে হাজারে পাবে তুমি এবং যাইহোক পুরুষের তুলনায় নারীর রূপ বর্ণনায় তোমার সমঝদারী সহানুভূতি দুটোই বেশী কাজ করে। এবার বলো ত, এই মহিলা আর তাঁর স্বামী সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো তুমি? তোমার বন্ধু পার্কার কি ওদের ভালভাবে চেনে?'

'আমার মনে হয় পার্কারের সঙ্গে ওদের হালে পরিচয় হয়েছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু পোয়ারো তুমি কি একবারের জন্যও ওদের দুজ'নকে—'

'আহা, তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না, হেস্টিংস,' পোয়ারো হাত তুলে আমায় শান্ত করল। আমি কি একবারের জন্যও তোমাকে এর সঙ্গে জড়িয়েছি, না সন্দেহ করেছি? ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং সেইকারণেই কৌতূহলজনক, এর বেশী এইমুহূর্তে কোনভাবেই আলোকপাত করা যাচ্ছে না। আচ্ছা হেস্টিংস, মহিলার নামটা কি তোমার মনে আছে?'

'স্টেনা না,' একটু গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না—'

আমি কথা শেষ করার আগেই পোয়ারো এমন হাসল যার ফলে আমি মাঝখানে থেমে গেলাম।

'স্টেনা মানে, তারকা, তাই না? বিখ্যাত তারকা ?'

'তার মানে—?'

'এবং তারকা অর্থাৎ তারার কাজ হল আলোক বিকিরণ করা। কেমন! শান্ত হও, হেস্টিংস, এর সঙ্গে তোমার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবার কোনও কারণ দেখছি না। চলো ত, দুজনে একবার মন্টেগু ম্যানসনসে যাই। কিছু করা দরকার।'

কোনও প্রতিবাদ না করে পোয়ারোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। মন্টেগু ম্যানসনস বাড়িখানা দেখতে যেমন পেল্লাই তেমনি ঝকঝকে তার আগাপাস্তলা। সদর দরজায় উর্দি পরা আর্দালি গোছের একটি লোক বসে রোদ পোহাচ্ছিল, পোয়ারো তাকে প্রশ্ন করল! 'আচ্ছা মিঃ রবিনসন আর তাঁর স্ত্রী কি এখানে থাকেন?'

যাকে প্রশ্ন করা সে একবারও মুখ তুলে তাকাল না, সন্দেহ মেটানো গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল।

'তেতলা, চার নম্বর ফ্ল্যাট।'

'অশেষ ধন্যবাদ,' পোয়ারো বলল, 'আচ্ছা, ওঁরা এখানে কতদিন আছেন বলতে পারো?'

'দু' মাস।

কি বলছে লোকটা? আড়চোখে তাকিয়ে দেখি পোয়ারোর ঠোঁটে ফুটে উঠেছে বজ্জাতির হাসি।

'হতেই পারে না।' আর্দালি গোছের লোকটাকে বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল বলছ।'

'বললাম ত ঠিক ছ'মাস,' লোকটা এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল।

'কাদের কথা বলছি বুঝেছো?' আমি আবার চেষ্টা করলাম, 'ভদ্রমহিলা দেখতে বেশ লম্বা। মাথার চুলেব রং লালচে সোনালী।'

'হ্যাঁ রে বাবা।' লোকটা একই ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'আবারও বলছি ওঁরা ঠিক ছমাস হল এখানে এসেছেন।' কথা শেষ করে লোকটা আব দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

'কি গো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?' কানে জ্বলুনি ধরানো গলায় পোয়ারো বলল, 'আমার ওপর তখন খুব রেগে গিয়েছিলে কিন্তু পরমা সুন্দরী আর প্রাণোচ্ছল মহিলারা সবাই যে সত্যি বলেন না তা এবার নিজেই দেখলে ত?'

পোয়ারোর উস্কানির জবাব দিলাম না। পরমুহূর্তে পোয়ারো আমাকে কিছু না বলে ক্রম্পটন রোডে গাড়ি ঢোকাল, ও কি করতে চায় কোথায় যেতে চায় কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।

'চলো হেস্টিংস,' পোয়ারো এবার নিজেই মুখ খুলল, 'বাড়ির দালালদের কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। সত্যি বলছি ভাই, ঐ মন্টেগু ম্যানসনস বাড়িখানা আমার বড্ড ভাল লেগেছে। ওখানে থাকার মত একটা ফ্ল্যাট আমার চাই। আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে জেনে রোখো অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু অদ্ভুত আর কৌতূহলজনক ঘটনা ওখানে ঘটবে।'

আমাদের কপাল ভাল বলতে হবে। পাঁচতলার আট নম্বর ফ্ল্যাটখানা যেন আমাদের দখল নেবার জন্যই খালি পড়েছিল। ভাড়া প্রচুর। সপ্তাহে দশ গিনি, পোয়ারো মাত্র এক মাসের জন্য ভাড়া নিল। থাকার একটা জায়গা থাকতে এত খরচ করে আরেকটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার কি দরকার, একথা বলে আমি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু একবার জেদ মাথায় চাপলে পোয়ারোকে ঠেকাবার এমন সাধ্য আমার নেই। বাইরে বেরিয়ে পোয়ারো চাপা গলায় বলল, 'আঃ, ক্যাপ্টেন, আমি এখন ভালই রোজগার করছি, তাহলে এক আধটা সাধ আহ্লাদ মেটাবো না কেন বলতে পারো? যাক, হেস্টিংস, তোমার রিভলভার আছে?'

'তা আছে,' পোয়ারোর প্রশ্নে এবার চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম।

'কিন্তু কেন? তোমর কি মনে হচ্ছে—'

'রিভলভার কাজে লাগবে কি না? হয়ত কাজে লাগতে পারে। বাঃ এই ত গোমড়া মুখে বেশ হাসি ফুটেছে দেখছি। অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের গন্ধ হলেই তোমার চেহারা পাল্টে যায়, বরাবর একই রকম রয়ে গেলে তুমি।'

পরদিনই আমরা একমাসের জন্য নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রের অভাব নেই, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পোয়ারো মুখ থেকেই জানলাম আমরা যেখানে আছি ঠিক তার দুটো তলা নীচেই আছেন মিসেস রবিনসন আর তাঁর স্বামী।

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পরদিন ছিল রবিবার, ছুটির দিন। বিকেলের দিকে পোয়ারো সদর দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নীচের তলায় কোথাও একটা জোরালো আওয়াজ হতেই সে হাত নেড়ে আমায় ডাকল, বাইরের বারান্দায় যেতেই পোয়ারো বলল, 'সিড়ির রেলিং দিয়ে নীচে তেতলার দিকে তাকাও, দ্যাখো যাদের কথা বলেছিলে, এরা কি সেই লোক? অত ঝুঁকো না ওরা যাতে তোমায় দেখতে না পায়।'

পিছিয়ে লাগোয়া রেলিংয়ে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দেখলাম, চাপা গলায় জানালাম, 'হ্যাঁ এরাই।'

'চমৎকার, এবার একটু অপেক্ষা করা যাক তাহলে।'

প্রায় আধ ঘন্টা বাদে সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে অল্পবয়সী এক যুবতী ঝকঝকে রঙদার পোষাক পরে বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে পোয়ারো স্বস্তির শ্বাস ফেলল, পা টিপে টিপে আবার নিজেদের আস্তানায় ঢুকল সে, আমিও তার পেছন ফিরে এলাম।

'যাক বাবা। এতক্ষণ ধরে এই সময়টুকুর অপেক্ষাতেই ছিলাম,' পোয়ারো আপন মনে বলে উঠল, 'আগে কত্তা গিন্নী বেড়াতে বেরোলেন, তারপর বেরোল বাড়ির ঝি। তার মানে ঐ ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে কেউ নেই, এটাই দাঁড়াচ্ছে।'

'তার মানে?' পোয়ারোর মন্তব্যর মাথামুন্ডু বুঝতে না পেরে জানতে চাইলাম, 'কি করতে চলেছো তুমি?'

পোয়ারো আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে আমায় টানতে টানতে নিয়ে এল রান্নাঘরের পেছনে কয়লার গুদাম ঘরে। এই ঘরের মেঝের একটা অংশ ফাঁকা। কয়লা বা কাঠের ঝুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে একতলা থেকে এইখানে ওপরে টেনে তোলা হয়—এই বাড়ির প্রত্যেক ফ্ল্যাটে এই সাবেকি ব্যবস্থা বজায় আছে।

'এবার অবশ্য আমার উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পেরেছো,' কয়লার ফাঁকা ঝুড়ি ইশারায় দেখিয়ে পোয়ারো হাসি খুশি গলায় বলল, এই ঝুড়ি চেপে আমরা এখন তেতলায় তোমার বান্ধবীর ফ্ল্যাটে ঢুকব, কেউ আমাদের দেখতে পাবে ন। রোববারের কনসার্ট, বিকেলের আড্ডার বৈঠক, তার ওপর ইংল্যাণ্ডের বাবু বিবিরা রোববারের খাওয়াদাওয়ার পরে যে ঘুমিয়ে নেবার রীতিতে অভ্যস্ত তাতেই ব্যস্ত থাকবে সবাই, এরকুল পোয়ারো কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। চলে এসো দোস্ত!'

কথা শেষ করে পোয়ারো সত্যিই কয়লা তোলা কাঠের ঝুড়িতে চেপে বসল, আমিও সেই ঝুড়ির এক কোণে নিজের জায়গা করে নিলাম।

'আমরা কি ওই সেই ফ্ল্যাটে চুরি করতে যাচ্ছি?' আমার নিজের গলা আমার নিজের কানে কেমন সন্দেহজনক ঠেকল।

'সে আজকে নয়, সে আজকে নয়,' পোয়ারোর কথা আর গলা শুনে বুঝতে পারলাম না তার উদ্দেশ্য কি?

দড়ি ধরে উল্টোদিকে টানতে আমরা নড়েচড়ে উঠলাম, ঝুড়ি-লিফট নামতে লাগল নীচের দিকে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঝুড়ি এসে নামল তেতলার নির্দিষ্ট সেই ফ্ল্যাটের কয়লার গুদাম ঘরে। ঝুড়ি থেকে নেমে যে আমরা এলাম। সেখানকার দরজার খোলা পাল্লা দেখিয়ে বলল, 'দেখেছো হেস্টিংস? আমি ঠিক এটাই আশা করেছিলাম। এই দরজার পাল্লা তোমার বান্ধবী দিনের বেলা মোটেই বন্ধ রাখেন না, যার ফলে এই ফ্ল্যাটে এসে ঢোকা বাইরের যে কোন লোকের পক্ষে খুব সহজ হয় যেমন হল আমাদের বেলায়। রাতের বেলায়। হ্যাঁ—বার বার না হলেও আমরা আরও কয়েকবার অবশ্যই এই পথে এখানে হানা দেব।'

পোয়ারো কি বলছে, কি করতে চলেছে তার কিছুই বুঝতে না পেরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কথা শেষ করে এবার পোয়ারো পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো যন্ত্র বের করল, তারপর নিপুণ হাতে কাজে লেগে গেল। ওপরে ছাতের যে খোলা অংশ দিয়ে কয়লার ঝুড়ি নামে সেখানকার দরজার পাল্লায় লাগানো ছিটকিনিটা খুলে ফেলল সে চোখের নিমেষে। তারপর ঝুড়িতে চেপে ওপরে উঠে উল্টোদিকে আবার তা এমনভাবে এঁটে দিল যাতে ওটা শুধু বাইরে থেকে খোলা যাবে। বলতে বাধা নেই একজন দক্ষ সিঁধেল চোরের মত পুরো কাজটা তিন মিনিটের ভেতর সেরে ফেলল পোয়ারো। এরপর যন্ত্রপাতি সব পকেটে পুরে আগের মত আমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঝুড়ি-লিফটে চেপে বসল সে। নিজেদের কাজের সামান্য চিহ্নটুকুও না রেখে আমরা আমাদের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম কয়লার গুদাম ঘরের ভেতর দিয়ে।

সোমবার পুরো দিনটা পোয়ারো বাইরে ঘুরে ঘুরে কাটাল, সন্ধের পরে ফিরে এসে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে এমন ভাবে শ্বাস ফেললো যা দেখে বুঝলাম ওর কাজ মিটেছে।

'হেস্টিংস' কোনও প্রশ্ন করার আগে পোয়ারো নিজেই মুখ খুলল।

'কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নতুন করে বলছি, অনুগ্রহ করে মন দিয়ে শোন। আমি যা শোনাব তা তোমার হৃদয়ের সুপ্ত আবেগ জাগিয়ে তুলবে তাছাড়া তোমার প্রিয় সিনেমার কথাও হয়ত মনে পড়বে।'

'বলে যাও,' হেসে বললাম, 'তবে আশা করছি যা বলবে তা সত্যকাহিনী, মনগড়া গল্পো নয়।'

'আমি তোমায় যা বলব তা নির্ভেজাল সত্যকাহিনী,' পোয়ারো বলল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপ নিজে তার সাক্ষী, কারণ ওঁর অফিসে থেকেই ঘটনাটা আমার কানে এসেছে। যাক, এবার কাজের কথায় আসছি। আজ থেকে প্রায় ছমাস আগে আমেরিকান সরকারী দপ্তর থেকে নৌবাহিনীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ চুরি হয়, তার মধ্যে বন্দরে প্রতিরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে, তা যে কোন বিদেশী সরকারের কাছে যার দাম অনেক, যেমন ধরা যাক জাপান। গোড়ায় লুইগি

ভ্যালভার্গো নামে এক ইটালিয়ান যুবকের ওপর আবার সন্দেহ গিয়ে পড়ে। ঐ সরকারী দপ্তরেই খুব সাধারণ একটা চাকরী করত সে এবং কাগজগুলো যখন চুরি হয় সেই সময় ও বেপাত্তা হয়েছিল। লুইগি ভ্যালভার্গো আসল চোর হোক বা না হোক, ঘটনার দুদিন বাদে নিউইয়র্কের পূর্বদিকে তার গুলিবেঁধা লাশ পুলিশ খুঁজে পায়। তবে হারানো কাগজপত্র তার কাছে ছিল না। পুলিশী তদন্তে জানা যায় নিহত লুইগি ভ্যালভার্গো বেশ কিছুদিন ধরে মিস এলিসা হাউট্ নামে এক যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এলসা নামে এই মেয়েটিকে আগে কেউ দেখেনি হঠাৎই সে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। এলিসা কনসার্টে গাইত, ওয়াশিংটনে সম্পর্কে ভাই হয় এমন এক যুবকের এ্যাপার্টমেন্টে থাকত সে। এলিসা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায় সে আসলে এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক গুপ্তচর যে এর আগে একেক সময় একেক ছদ্ম পরিচয়ে একাধিক ভয়ানক কাজ ও আন্তর্জাতিক সমাধা করেছে। এলসার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার সময় ওয়াশিংটনে থাকেন এমন কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোকের ওপরেও নজর রেখেছিল, যারা সবাই সাধারণ স্তরের মানুষ, বিখ্যাত নন। এলিসা তার নিজের গতিবিধি ঢাকতে গিয়ে ঐ সব সন্দেহভাজন জাপানীদের কারও না কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবে এ বিষয়ে পুলিশের নিঃসন্দেহের অবকাশ ছিলনা। আজ থেকে দিন পনেরো আগে তাঁদের একজন হঠাৎ ইংল্যাণ্ডের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। অতএব এই সব ঘটনার পরিপেক্ষিতে পুলিশ নিশ্চিত যে এলিসা হাউট্ আপাতঃত ইংল্যাণ্ডেই আছে। কয়েক মুহূর্ত থামলো পোয়ারো তারপর শব্দ পাল্টে খুব নরম গলায় বলল, 'পুলিশের কাছ থেকে এলিসার চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি তা এরকম ঃ লম্বা প্রায় ৫ফিট ৭ইঞ্চি, চামড়ার রং ধপধপে ফর্সা, খাড়া টিকালো নাক, নীল চোখ আর চুলের রং লালচে সোনালী।'

'মিসেস রবিনসন!' চুপসে যাওয়া বেলুনের মত কোনরকমে বললাম, 'এই চেহারার বর্ণনা সেই সুন্দরীর তাতে কোনও সন্দেহ নেই!'

'যে ভাবেই হোক তেমন একটা সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে,' পোয়ারো এমনভাবে কথাটা বলল যেন আমার মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই, মানুষের মত মানুষ দেখতে এত হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। তবে এও জেনেছি যে গায়ের রং কালচে তামাটে। লৈঁদানাক এমন এক বিদেশী ভদ্রলোক আজ সকালেই তেতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন একতলার আর্দালির কাছে। অতএব বুঝতেই পারছো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আজ রাতের বেলা আর আরাম করে তোমার ঘুমোলে চলবে না, আমি আজ সারা রাত জেগে থেকে নীচে তেতলার অভাবনীয় সস্তা ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখব, আর রিভলভারে গুলি ভরে তোমাকেও আমার সঙ্গে আজ রাতে জাগতে হবে।'

'এ আর বলতে,' উৎসাহ আর উত্তেজনা চাপতে না পেরে বললাম, 'তাহলে ক'টা নাগাদ আমরা শুরু করব?'

'তা রাত বারোটার আগে ত কোনমতেই নয়,' পোয়ারো জানাল, 'আমার মতে সেটাই হবে কাজে বসার উপযুক্ত আর পবিত্র সময়, তার আগে ত কিছু ঘটবে বলে ত মনে হচ্ছে না।'

ডিনার সেরে আমার সামরিক জীবনের পুরানো রিভলভারে গুলী ভরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ঠিক রাত বারোটায় পোয়ারো আর আমি আবার পা টিপে টিপে এসে হাজির হলাম আমাদের রান্নাঘরের পেছনে গুদামঘরে, আগের দিনের মতই কয়লা তোলার ঝুড়ি লিফটে চেপে তেতলায় নেমে এলাম। গুদাম থেকে বেরিয়ে বেড়ালের চেয়েও সতর্কভাবে পা টিপে টিপে দুজনে এসে দাঁড়ালাম তেতলার রান্নাঘরে, পোয়ারো নিজে একটা চেয়ারে বসল, আমি বসলাম তার পাশে একটা চেয়ারে। আমাদের সামনে রান্নাঘরে ঢোকার দরজা খোলা, যে কেউ এই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।

'তোমার হাতিয়ার সঙ্গে এনেছো ত ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?'

পোয়ারো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, 'তৈরী থেকো ওটা কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তার আগে আপাততঃ অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।' কথা শেষ করে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজল সে। পোয়ারো যে মোটেই ঝিমোচ্ছে না তা আমার চাইতে ভাল কেউ জানে না, কিন্তু ঐভাবে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে আমার কেমন যেন ঘুম পেতে লাগল। কিন্তু চোরের বাড়িতে সিঁদ কেটে চোর ধরতে ঢুকে ঘুমোব কি করে, তাই একরাশ চাপা উত্তেজনার ভেতর আমি দুচোখ খুলে ঠায় বসে রইলাম। মনে হচ্ছে আট দশঘন্টা ঐভাবে কেটে ত যাচ্ছে, কিন্তু আসলে কেটেছে মাত্র একঘন্টা কুড়ি মিনিট, তারপরই কিছু একটা আঁচড়ানোর ফিকে হালকা আওয়াজ কানে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর হাতের ছোঁয়া পেয়ে নড়েচড়ে বসলাম, আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম সে ইশারায় আমাকে উঠতে বলছে। পোয়ারোকে এই মুহূর্তে একজন সেনাপতির মত লাগছে, যেন এক বিরাট যুদ্ধ-যাত্রার মুখোমুখি হয়েছে সে আমাকে নিয়ে। এখানে কোনও শব্দ করা চলবে না, নির্দেশ দিতে হবে ইশারায় আকারে ইঙ্গিতে। সামরিক জীবনে একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলো এই মুহূর্তে আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমার কাছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পেছনে পেছনে পা টিপে টিপে এগোলাম হলঘরের দিকে খানিক আগে যে আঁচড়ানোর শব্দটা হচ্ছিল সেটা ওদিক থেকেই আসছে। মুহূর্তের জন্য থামলো পোয়ারো, আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে চাপাগলায় বলল, 'সদর দরজার ওপাশ থেকে কেউ তালা ভাঙ্গছে। হুঁসিয়ার হেস্টিংস, আমি বললেই পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, লোকটাকে জাপটে ধরবে কিন্তু আমি বলার আগে নয়। মনে রেখো ওর সঙ্গে ধারালো ছুরি আছে।'

আগের মতই পা টিপে টিপে দুজনে এসে দাঁড়ালাম হলঘরের দরজার কাছে, ধাতব শব্দটা আগের চাইতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পালানোর জন্য একফালি আলোও জ্বলে উঠল। কিন্তু সে আলো নিভে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা খুলে গেল। পোয়ারো আর আমি দুজনে পাশের দেয়ালে গা যতদূর সম্ভব লেপটে দাঁড়িয়ে আছি। দুচার সেকেণ্ড বাদে মুখের ওপর কার নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেতেই সতর্ক হলাম। টের পেলাম ভেতরে কেউ ঢুকছে। পরক্ষণেই কার যেন টর্চ জ্বলে উঠল, আর ঠিক তখনি কানে এল পোয়ারোর গলা!

'ধরো শালাকে!'

আর চিন্তা ভাবনা না করে সব জড়তা কাটিয়ে পোয়ারো আর আমি দুজনে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নিশিরাতের সেই আগন্তুকের ওপর, পোয়ারো তার গলার স্কার্ফ খুলে তাই দিয়ে চেপে ধরল তার মাথা আর আমি তার হাতদুটো বাঁহাতে পিছুমোড়া করে চেপে ধরলাম, ডানহাতে রিভলবার বের করে কয়েকটা খোঁচা দিলাম তার ঘাড়ে, গলায়, কানের দুপাশে যাতে সে টের পায় আমার হাতে কি আছে। এবার পোয়ারো তার মুখ থেকে স্কার্ফ সরিয়ে নিল, এতক্ষণ লোকটা প্রতিরোধের যেটুকু চেষ্টা করছিল আমার হাতের উদ্যত রিভলবারের খোঁচা খেয়ে সেই চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হল সে। পোয়ারো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় কি বলতে লোকটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। আর দেরী না করে পোয়ারো তাকে চুপ করে সদর দরজার দিকে এগোবার নির্দেশ দিল, তার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে খোঁচা দিতেই বিনা প্রতিবাদে লোকটা এগিয়ে চলল, তার আগে আগে যাচ্ছে পোয়ারো পথ দেখিয়ে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম আমরা। গোটা মন্টেগু ম্যানসনস তখনও গাঢ় ঘুমের অতলে। রাস্তায় এসে পোয়ারো স্বাভাবিক সুরে বলল, 'হেস্টিংস, রিভালভারটা আমায় দাও, দু'পা এগিয়ে মোড়ের দিকে যাও, একটা ট্যাক্সি ওখানে অপেক্ষা করছে, ওটা নিয়ে এসো। আপাতঃত রিভালভার আমাদের দরকার হবে না।'

'সে কি!' আমি অবাক হলাম, ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বললাম, 'আমি এখান থেকে সরে গেলে এ ব্যাটা যদি তোমায় তখন?'

'ও পালাবে না, ক্যাপ্টেন,' পোয়ারোর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, 'তুমি ওকে একা আমার জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারো।'

কথা না বাড়িয়ে গুলীভরা রিভলভারখানা পোয়ারোর হাতে দিয়ে পা বাড়ালাম, মোড়ের মাথায় এসে দেখি সত্যিই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে কার অপেক্ষায়। ট্যাক্সিতে চেপে ফিরে আসতেই দেখি আমাদের বন্দী তখনও মুখ বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে পোয়ারোর পাশে। পোয়ারো এবার রিভালভারটা আমায় ফিরিয়ে দিয়ে তারপর বন্দীর মুখ থেকে স্কার্ফ খুলে নিয়ে আবার নিজের গলায় চাপাল। ফুটপাথের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম।

'পোয়ারো,' চাপা গলায় বললাম, 'এ ব্যাটা ত নাক বোঁচা জাপানী নয়।'

'ঠিক ধরেছো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস কিছুই তোমার নজর এড়ায় না,' পোয়ারো চাপা গলায় জবাব দিল, 'ফর্সা গায়ের রং চওড়া কপাল আর খাঁড়ার মত নাক কখনও জাপানীদের হয়? এ ব্যাটা ইটালিয়ান।'

পোয়ারো সেই রহস্যময় বন্দীকে নিয়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসল, আমি বসলাম লোকটার ডান দিকের দরজা ঘেঁষে। পোয়ারো সেন্ট জনস উডের একটা ঠিকানা ড্রাইভারকে বলে চুপ করল। আমার মাথার ভেতরে একরাশ ধোঁয়াশা, কোথায় যাচ্ছি তা এই লোকটার সামনে জানতে চাওয়া যায় না তাই চুপ করে বসে শুধু অনুমান করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি একটা ছোট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে পোয়ারো আর আমি আমাদের অজ্ঞাত পরিচয় বন্দীকে নিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। একজন ভবঘুরে মাতাল দূর থেকে আসছিল, নেশার ঘোরে পথ দেখতে না পাওয়ায় পোয়ারোকে বেজায় ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই কিন্তু তার আগেই পোয়ারো ধমকে কি যেন বলল তাকে। আনমনা থাকার ফলে মন্তব্যটা শুনতে পেলাম না। বাড়ির সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালাম তিনজনেই, পোয়ারো ঘন্টা বাজিয়ে আমাদের এক পাশে সরে দাঁড়াতে বলল। ভেতর থেকে সাড়া না পেয়ে পোয়ারো আবার ঘন্টা বাজাল তারপর খুব জোরে কয়েক মিনিট ধরে দরজায় কড়া নাড়ল।

এবার সদর দরজার ঘুলঘুলির ফাঁকে আলোর আভাস চোখে পড়ল, দরজার পাল্লা অল্প খুলে গেল।

'এত রাতে কি চাই আপনাদের?' পুরুষ মানুষের হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন ভেসে এল ভেতর থেকে।

'আমার স্ত্রীর বড় বাড়াবাড়ি অসুখ', পোয়ারো জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করব।'

'এখানে কোনও ডাক্তার থাকে না!' ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব দিয়ে লোকটা দরজা বন্ধ করতে যেতেই পোয়ারো তার ডান পাখানা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। অতএব ভেতরে যিনি ছিলেন তিনি আর দরজার পাল্লা বন্ধ করতে পারলেন না।

'কি বাজে বকছেন আপনি,' পোয়ারো ভেতরের পুরুষটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলা চড়াল, 'এখানে ডাক্তার নেই বললেই হল? পুলিশে খবর দেব? আসুন আপনাকে আসতেই হবে! না এলে আমি কিন্তু নড়ব না, বলে রাখছি এখানে দাঁড়িয়ে সারারাত ঘন্টা বাজিয়ে আর কড়া নেড়ে যাব, দেখব আপনি কি করে দুচোখের পাতা এক করেন।'

'শুনুন কি ছেলেমানুষী করছেন—'ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। তারপরে দরজা এবার পুরো খুলে গেল, পরণে শুধু ড্রেসিং গাউন, পায়ে একজোড়া চটি ভেতরের সেই অচেনা পুরুষ বাইরে বেরিয়ে পোয়ারোকে শান্ত করতে চাইলেন। 'আপনি ভেতরে গিয়ে ঘুমোন,' পোয়ারো আবার গর্জে উঠল, 'আমি চললাম থানায়। দেখি পুলিশ দিয়ে আপনাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারি কি না।' বলে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এল সে। 'না! পারেন না! ভেতরের লোকটির আর্তনাদ কানে এল, 'দয়া করে থানায় যাবেন না, পুলিশ ডাকবেন না।' বলে পোয়ারোকে রুখতে যেই না নেমে আসা সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝে পোয়ারো পেছন থেকে এমন এক ধাক্কা মারল তাঁকে। ধাক্কা খেয়ে তিনি খুব সংক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। সেই ফাঁকে পোয়ারোর ইশারায় তার পেছন পেছন অচেনা ইটালিয়ান বন্দীকে নিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতর।

'জলদি, এদিকে!' সামনে একটি খোলা কামরায় ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল পোয়ারো, ঘরের কোণের দিকে জানালায় ঝোলানো পর্দা দেখিয়ে সে সঙ্গী ইটালিয়ানকে নির্দেশ দিল, 'তুমি ওখানে যাও।'

'হ্যাঁ, সিনর,' বলে সেই ইটালিয়ান এগিয়ে গেল কোণের জানালার দিকে, পেলমেটে ঝোলানো গাঢ় গোলাপী রংয়ের ভেলভেটের পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল সে।

মিনিট খানিক যেতে না যেতেই এক ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। মহিলা বেশী লম্বা, মাথায় চুলের রং লালচে, পাতলা ছিপছিপে শরীরে শুধু একটা গাঢ় লাল রংয়ের কিমোন জড়ানো।

'আমার স্বামী গেলেন কোথায়?' ভীতু চাউনী মেলে চারপাশে তাকিয়ে মহিলা পোয়ারোর দিকে তাকালেন, 'আপনি কে, এখানে এলেন কি করে, কে ঢুকতে দিয়েছে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে পোয়ারো এগিয়ে এসে দাঁড়াল মহিলার সামনে, ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন করে নম্র, বিনীত গলায় বলল, 'মাদাম, আপনার স্বামী বিশেষ কাজে একটু বাইরে গেছেন, আশা করছি ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে না। ওঁর পরনের ড্রেসিং গাউনখানা বেশ গরম তা আমার চোখে পড়েছে, আর খোলা পায়ে চটি পরা থাকলেও ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে না।'

'কে আপনি?' পোয়ারোর উত্তর শুনে ভদ্রমহিলা মোটেই খুশি হলেন না। আগের মতই রেগেমেগে জানতে চাইলেন, 'বাজে কথা রাখুন! কে আপনি বলুন! এখানে আমার বাড়িতে কেন ঢুকেছেন? কোন মতলবে?'

'আপনি আমাদের কাউকে চেনেন না, ঠিকই মাদাম,' পোয়ারো আগের মতই বিনীত গলায় বলল, 'একথা ঠিক যে আপনার পরিচয় আমাদের দুজনের কারও জানবার সৌভাগ্য হয় নি, তবে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আমদের জনৈক সদস্য ছুটে এসেছে নিউইয়র্ক থেকে।'

পোয়ারোর কথা শেষ হতেই কোণের দিকের জানালার পর্দা সরে গেল। পর্দার পাশে থেকে অচেনা ইটালিয়ান যুবক এগিয়ে এসে দাঁড়াল মহিলার সামনে। অবাক হয়ে দেখলাম তার হাতে ধরা আমারই রিভলভার। ট্যাক্সিতে চেপে আসার সময় সে যে আমারই অজান্তে আমার কোটের পকেট থেকে ওটা বের করে নিয়েছিল তা বুঝতে বাকি রইল না।

রিভলভার দেখেই মহিলা বুকফাটা আর্তনাদ করে পালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগে পোয়ারো দরজা আটকে দাঁড়াল।

'আমায় ছেড়ে দিন,' মহিলা কাতর অনুনয় করলেন, 'ও আমায় খুন করবে!'

'কে তোমার লুইগি ভ্যালবারনো?' হাতে ধরা রিভলভারের নল মহিলার নাকের সামনে নিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় ইটালিয়ান যুবকটি হুমকি দিল, 'কই, কোথায় গেল সেই শুয়োরের বাচ্চা?'

'কি হবে এখন?' চাপা গলায় পোয়ারোকে বললাম, 'এবার কি করব আমরা?'

'মেলা বক-বক না করে আপততঃ আমায় উদ্ধার করতে পারো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,' মৃদু ভর্ৎসনা ফুটে বেরোল পোয়ারোর গলায়, 'জেনে রেখো আমি না বলা পর্যন্ত আমাদের দোস্ত গুলি ছুঁড়বে না।'

'তাই বুঝি?' পোয়ারোর কথা কানে যেতে ইটালিয়ান যুবকটি কুৎসিত হাসল, সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন পোয়ারোর দিকে, জানতে চাইলেন, 'কি চান আপনি?'

—আমি কি চাই বললে মিস এলিসা হাউটের বুদ্ধিকে অপমান করা হবে,' পোয়রো বিনীত গলায় জানাল, 'তার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।'

পোয়ারোর জবাব শোনামাত্র মহিলা তাঁর টেলিফোনের ঢাকনাটা এক হ্যাঁচকায় তুলে নিলেন, দেখলাম সেটা আসলে বেড়াল পুতুল, কালো ভেলভেটে তৈরী। পোয়ারোর হাতে পুতুলটা তুলে দিয়ে মহিলা বললেন।

'এর লাইনিংয়ের ভেতর ওগুলো রাখা আছে।'

'চমৎকার!' তারিফ করার গলায় পোয়ারো মহিলাকে বলল, 'সত্যিই আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।' দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পোয়ারো মহিলাকে বলল, 'গুড ইভিনিং ম্যাডাম, এবার তাহলে স্বচ্ছন্দে কেটে পড়তে পারেন। কথা দিচ্ছি আপনি এই ঘর ছেড়ে যতক্ষণ না যাচ্ছেন ততক্ষণ নিউইয়র্ক থেকে আসা আপনার এই ইটালিয়ান বন্ধুকে আটকে রাখব!'

'হায় রে, আমি কি বোকা! কি ভয়ানক বোকা! অক্ষেপ করে উঠল সেই ইটালিয়ান যুবক। পর মুহূর্তে পলায়মান সেই মহিলার দিকে রিভলভার তুলে পর পর কয়েকবার ট্রিগার টিপল সে। কিন্তু কেন কে জানে, গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ একবারও হল না, নাকে পেলাম না বারুদের গন্ধ, শুধু ট্রিগার টেপার শব্দ হল—খট্-খট্-খট্।

'তোমার পুরোনো এই বন্ধুকে ভবিষ্যতে আর কখনও বিশ্বাস কোর না হেস্টিংস,' পোয়ারো আমার দিকে তাকাল, আমার বন্ধুরা কে কোথায় কখন গুলীভর্তি রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না বেড়াচ্ছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। এবং সাধারণ চেনাশোনা যারা। তাদেরও ঐ কাজ আমি জেনে শুনে কখনও করতে দেব না।' শেষের মন্তব্যটা অচেনা ইটালিয়ান যুবকের উদ্দেশ্যে পোয়ারো করল তা বুঝতে বাকি রইল না। হালকা শাসানোর সুরে পোয়ারো তাকে বলল, 'দেখলে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম, মহিলাকে খুন করলে তোমার যে ফাঁসী হত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে তোমার মনে? তাই বলে ভেবোনা ঐ সুন্দরী পালাতে পেরেছেন? বাইরে পূবে, পশ্চিমে, উত্তর, দক্ষিণে সবদিক থেকে পুলিশ এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছে, এ বাড়িতে যে ক'জন বাসিন্দা আছে তারা সবাই এতক্ষণে পুলিশের জিম্মায়। কি হল বাপু আমার কথা শুনে এখন ভাল লাগছে ত, এখন আর নিশ্চয়ই ভয়ানক বোকা বলে নিজের ওপর আক্ষেপ হচ্ছে না! আর এও জেনো বোকারাই অনেক সময় জেতে। যাক, তোমার মত ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলে অনেক দামী সময় নষ্ট করেছি আমি। এবার তুমি কেটে পড়তে পারো। যাও, ভাগো হিঁয়াসে! কিন্তু হুঁশিয়ার! আমি—যাক ব্যাটা তাহলে কেটে পড়ল দেখছি বন্ধু হেস্টিংস। মুখে না বললে ও যে তার চোখের চাউনি দিয়ে যে একখানা বকুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে তা আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি। 'বুঝলে হেস্টিংস, গোটা ব্যাপারটাই সোজা, একেবারে জলের মত সোজা!

ভেবে দ্যাখো, হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে শুধু মিসস রবিনসন আর তাঁর স্বামীকেই মন্টেগু ম্যানসনসের তেতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাটখানা ভাড়া নেয়া হল, অবিশ্বাস্য এমন কম ভাড়ায়। কিন্তু কেন? এমন কি আছে তাদের মধ্যে যার ফলে তাদের বাকি সবার চাইতে আলাদা মনে হয়েছে, সেকি তাদের চেহারা? হয়ত তাই, কিন্তু সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় তাহলে বাকি রইল কি, তাদের পদবী?'

'কিন্তু রবিনসন পদবীর মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিকতা নেই,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'ঐ পদবীর গাদা গাদা লোক পাওয়া যাবে খুঁজলে।'

'প্রথমে তাই মনে হয় বটে,' পোয়ারো বলল, 'কিন্তু আসলে ঘটনা আমি যা বলছি সেদিকেই মোড় নিয়েছিল। এলিসা হাউট আর তাঁর স্বামী বা ভাই অথবা বন্ধু যেই হোক এখানে এসে মিঃ আর মিসেস রবিনসন নামে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। এর কিছুদিন বাদে আচমকা তারা জানতে পারে মাফিয়া অথবা ক্যামেরা জাতীয় কোনও এক গুপ্ত সংগঠন কোনও কারণে বদলা নেবার জন্য হন্যে হয়ে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে যে সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিল লুইগি ভ্যালভার্ণো। মাফিয়াদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে ওরা এক সহজ সবল পরিকল্পনা তৈরী করল যা এরকম : এলিসা আর তার সঙ্গী খবর পেয়েছিল যাবা বদলা নেবার জন্য ওদের খুঁজে বেডাচ্ছে তারা বাস্তবে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের চেনে না। এই ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াল ওদের রক্ষা কবচ, যেখানে ওরা অজানা আস্তানা গেড়েছিল সেই মন্টেগু ম্যান্‌সনের তেতলায় সেই চার নম্বব ফ্ল্যাটখানা ওবা ভাড়া দেবার মতলব আঁটিল অস্বাভাবিক কম ভাড়ায়। আসলে এলিসা জানত কম ভাড়ায় ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন অল্প বয়স্ক স্বামী স্ত্রী হাজারো হাজারো ঘুরে বেড়াচ্ছে লণ্ডনে যাদের কারও না কারও পদবী রবিনসন না হয়ে যায় না এবং তাদের মধ্যে এমন অন্তত একজন যুবতী খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে যার চুলের রং তারই মত লালচে। এরপর যা হল তাতে ছিপ জলে ফেলে মাছের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকা বলা চলে অনায়াসে। বসে থাকতে থাকতে একদিন মাছ বঁড়শি গিলল, এলিসা যেমনি খুঁজছিল তেমনি লালচে সোনালী চুলের এক অল্প বয়সী সুন্দরী যুবতী তাঁর স্বামীকে নিয়ে আর্বিভূত হলেন যাঁর পদবী রবিনসন। এলিসার ফ্ল্যাট সেই যুবতীর খুব পছন্দ হল, মাত্র আশী পাউণ্ড বার্ষিক ভাড়ায় সেই ফ্ল্যাট ভাড়া পেলেন তিনি। এর পরের ঘটনা মাফিয়া দল খুঁজে খুঁজে এই দু'নম্বর মিসেস রবিনসনকে ঠিক খুঁজে বের করল। তারা ধরে নিল, এই সেই কুখ্যাত আন্তর্জাতিক গুপ্তচর এলিসা হাউট বদলা নেবার জন্য যাকে তারা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে কি হল? মাফিয়ারা এলিসাকে খুন করতে ঘাতক পাঠাল, এবং যথা সময় এরকুল পোয়ারোর হাতে ধরা পড়ে তার কি হাল হল তা ত নিজের চোখেই দেখলে। সবকিছু ভালয় ভালয় মিটে গেল, বদলা যারা নিতে চাইছিল তাদের সাধ মিটল, এবং মিস এলিসা হাউট আরও একবার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেল। ভাল কথা, হেস্টিংস আসল মিসেস রবিনসন—তোমার সেই প্রাণোচ্ছল জীব যার দুচোখের মহাসাগরের গভীর নীলিমায় তুমি ডুব দিয়েছো সেই বেচারার কাছে আমায় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন! ছিঃ! ছিঃ! তোমার সেই তিনি যখন জানবেন আমরা কয়লার ঝুড়িতে চেপে সিঁধেল চোরের মত হানা দিয়েছি

তাঁরই ফ্ল্যাটে তখন তিনি আমাদের কি ভাববেন বলো ত ? ঢের হয়েছে, এবার চলো ঘরে ফেরা যাক। দাঁড়াও, বাইরে থেকে কারা দরজার কড়া নাড়ছে মনে হচ্ছে যেন, এ আমাদের পুরোনো বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপ না হয়েই যায় না, নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন!'

পোয়ারোর কথা শেষ হতেই সত্যিই বাইরে থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। পোয়ারো ঘর থেকে বেরোতে আমি জানতে চাইলাম, 'তুমি এই বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করলে কোথা থেকে ? ও হো মনে পড়েছে, প্রথম মিসেস রবিনসন অন্য ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর পরে তুমি নিশ্চয়ই ওর পিছু নিয়েছিলে তাই না?'

'বাঃ, এইত বুদ্ধি আবার ঘটে ফিরে এসেছে দেখছি,' বলতে বলতে পোয়ারো দরজার দিকে এগোল, 'এবার জ্যাপ ভায়াকে একটু চমকে দেব।' এলিসা হাউট ঘাবড়ে গিয়ে ভেলভেটে তৈরী বেড়ালটা পোয়ারোর হাতে তুলে দিয়েছিলো সেটা হাতে ঝুলিয়ে সদর দরজার ছিটকিনি খুলে দিল পোয়ারো। পাল্লার ভেতর দিয়ে বেড়ালের মাথাটা অল্প বের করে বেড়ালের গলা নকল করে ম্যাও বলে ডেকে উঠল পোয়ারো।

পোয়ারোর অনুমান নির্ভুল, দরজার ওপারে লোকজন সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা অফিসার ইন্সপেক্টর জ্যাপ, আমাদের বহুদিনের পুরোনো বন্ধু। আচমকা বেড়ালের ডাক কানে যেতে চমকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, পরক্ষণে পোয়ারোকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন।

'তাই বলুন, আপনি!' কথাটা বলেই হঠাৎ গম্ভীরমুখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন জ্যাপ, গলা সামান্য চড়িয়ে পুলিশী মেজাজে বললেন, 'দেখছি যেখানেই ঝামেলা সেখানেই মঁসিয়ে পোয়ারো গিয়ে হাজির। বলি ব্যাপারখানা কি? কি পেয়েছেন আপনি?' একবার থেমে আবার স্বাভাবিক গলায় জ্যাপ বললেন, 'এবার তাহলে আমাদের অনুগ্রহ করে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

'আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক,' পোয়ারো অভিবাদন করার ঢংয়ে ঘাড় নুইয়ে একপাশে সরে দাঁড়াতে ইন্সপেক্টর জ্যাপ তাঁর চ্যালা চামুণ্ডাদের নিয়ে বীরের মত বুক ফুলিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তাঁদের সঙ্গে ভারিক্কি মেজাজের এক অচেনা ভদ্রলোক ছিলেন যাকে আগে কখনও দেখিনি।

'আমাদের বন্ধুদের সবাইকে গাড়িতে তুলেছেন ত?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'তা তুলেছি,' জ্যাপ জবাব দিলেন, 'কিন্তু খোয়ানো মাল ওদের কাছে নেই'।

'তাই মালের খোঁজে এখানে চলে এসেছেন তল্লাসী করতে, তাই না?' পোয়ারো হাসল, 'রাত অনেক হল, হেস্টিংসের কাঁধে ভর দিয়ে আমি বাড়ী চললাম তারপর আপনার যতখুশি খানাতল্লাসী করুন আমি দেখতেও যাব না। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে ক্ষ্যাপা বেড়ালের ইতিহাস আর স্বভাব চরিত্রের উপর আপনাকে একটু জ্ঞান দেব, দাদা, এটা আমার কর্তব্য।'

'পোয়ারো, আপনার মাথা কি সত্যিই খারাপ হল?' পোয়ারোর রহস্যময় মন্তব্য শুনে জ্যাপ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আমার কথা আগে মন দিয়ে শুনুন,' পোয়ারো বলতে লাগল, 'তাহলেই বুঝবেন আমার মাথা সুস্থ আছে কিনা। শুনুন তাহলে, প্রাচীনকালে ইজিপ্টের বাসিন্দারা বেড়ালকে পুজো করত। এখন এই সভ্যযুগে আমরা যেসব কুসংস্কার মানি তাদের মধ্যে একটি হল কালো বেড়াল। হ্যাঁ, ধরুন আপনি কোথাও হেঁটে বা গাড়িতে চেপে যাচ্ছেন সেই সময় যদি কোনও কালো বেড়াল আপনার সামনে রাস্তায় এধার থেকে ওধারে চলে যায় তাহলে তাকে সুলক্ষণ হিসেবে গণ্য কবা হয়। আমাব হাতে এই যে ভেলভেটের বেড়াল, এটা আজ রাতে আপনার সামনে পথের একধার থেকে আরেকধারে গেছে অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ আপনার সৌভাগ্য আর সুনাম কোনওভাবে ডেকে এনেছে। এবার আসল কথায় আসছি—আপনাদের এই ইংল্যান্ডে আসার পব থেকে দেখছি কার ভেতরের ভাব কেমন সে বিষয়ে কথা বলা সামাজিক রীতি অনুযায়ী অভদ্রতা, তা সে মানুষ হোক আর জানোয়ার হোক, কিন্তু এই বেড়ালের ভেতরটা বড় নরম। এর পেটে সেলাইটার কথা বলছি।'

পোয়ারোর কথা শেষ হতেই ঘটল এক কাণ্ড—জ্যাপের সঙ্গে ভারিক্কি দেখতে যে অচেনা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি কোন ও ভূমিকা না করে বেড়ালটা খপ করে ছিনিয়ে নিলেন পোয়ারোর হাত থেকে।

'ও হো, বলতে ভুলে গেছি,' লাজুক হেসে জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবার পোয়ারোর ভারিক্কি চেহারার সঙ্গী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে পোয়ারো ইনি মিঃ বার্ট, আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছেন, আপনার নাম আগে বহুবার শুনেছেন আমার মুখে, আলাপ করতে চান তাই নিয়ে এলাম।'

মিঃ বার্ট পকেট থেকে একটি ছোট ছুরি বের করে ভেলভেটের তৈরী বেড়ালের পেটের কাছটা চিরে ফেললেন দ্রুত হাতে। চমকে উঠে দেখলাম বেড়ালের পেটের ভেতর থেকে কতগুলো দলাপাকানো কাগজ টেনে বের করলেন তিনি। কাগজগুলোয় একবার চোখ বোলালেন মিঃ বার্ট, তারপর সেগুলো কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন পোয়ারোর দিকে, বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণ ঝাকুনি দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'এতদিন শুধু শুনেছিলাম আজ দেখলাম আপনাকে।'

'আলাপ হয়ে আনন্দ পেলাম', পোয়ারো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগে মিঃ বার্ট নিজেই বললেন, 'আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরের খোয়ানো কাগজগুলো ফেরৎ পাওয়ায় আমার দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'চল হেস্টিংস,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে পোয়ারো বলল এবার তাহলে ঘরে ফেরা যাক। রাত শেষ হতে খুব দেরী নেই।'

অনুবাদ ☐ শুভদেব চক্রবর্তী

দি সেকেন্ড গঙ

জোয়ান অ্যাশবি তার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো, দরজার বাইরে অবতরণের জায়গায় মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। তারপরেই এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াল দেখে মনে হলো যেন ও ঘরে ফিরে যেতে চাইছে, আর ঠিক তখন ওর পায়ের তলায় একটা ঘন্টা গুমগুম্ শব্দে বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান প্রায় ছুটে যাওয়ার মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। ওর সেই হাঁটাটা এতই দ্রুত যে, বড় সিঁড়ির একেবারে ওপরে বিপরীত দিক থেকে আসা এক যুবকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলো।

'হ্যালো জোয়ান। এতো তাড়া কিসের?'

'দুঃখিত হ্যারি, আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।'

'কিন্তু আমার যে অন্যরকম মনে হলো।' হ্যারি ডেল হাউস শুকনো গলায় তার আগের প্রশ্নে আবার ফিরে গেলো : 'এতো তাড়া কিসের বললে না তো?'

'ওই যে ঘন্টার শব্দ।'

'জানি। কিন্তু ওটা তো প্রথম ঘন্টা।'

'না, ওটা দ্বিতীয়।'

'প্রথম।'

'দ্বিতীয়।'

এই ভাবে তর্ক করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে তারা। তারা এখন হলে। ঘন্টা বাজানোর লাঠিটা সরিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে একটা সুন্দর ছন্দময় পা ফেলে এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

'ওটা দ্বিতীয় ঘন্টা', জোর দিয়ে বললো জোয়ান। 'আমি ঠিকই বলছি। বেশ বিশ্বাস না হয় তো ঘড়ির দিকে তাকাও।'

গ্রান্ডফাদার ক্লকের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নেয়।

'ঠিক আটটা বেজে বারো মিনিট', মন্তব্য করলো হ্যারি। 'তুমি ঠিকই বলেছো জোয়ান, কিন্তু বিশ্বাস করো প্রথম ঘন্টা আমি আদৌ শুনিনি।' তারপর বাবুর্চির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ডিগবি, তুমিই বলো ওটা প্রথম না দ্বিতীয় ঘন্টা?'

'প্রথম স্যার।'

'সে কি! আটটা বারো মিনিটে? শোনো ডিগবি, এর জন্যে কেউ না কেউ ঠিক বরখাস্ত হবে।'

বাবুর্চির মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'আপনাকে বলে রাখি স্যার, আজ রাতে নির্দিষ্ট সময় থেকে দশ মিনিট পরে নৈশভোজ দেওয়া হবে। প্রভুর হুকুম।'

'অবিশ্বাস্য!' চিৎকার করে ওঠে ডেলহাউস। 'ধ্যাত, ধ্যাত! আরো কতো সব নতুন পরিবর্তন দেখতে হবে কে জানে! এই শুরু হলো, বন্ধ হওয়ার নয়। তা আমার শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু এই যন্ত্রণার অবসান ঘটাবেন?'

'স্যার, ট্রেন পৌঁছনর কথা ছিলো সাতটায়, খবর আছে আধ ঘন্টা দেরীতে ট্রেন চলছে, আর যেহেতু—' হঠাৎ সেই সময় চাবুকের কষাঘাতের মতো আওয়াজ হতেই বাবুর্চি চুপ করে যায়।

'এ সব কি হচ্ছে?' বিরক্ত হয়ে ওঠে হ্যারি। 'ঠিক বন্দুকের আওয়াজের মতো কেন এমন শব্দ হলো জানো কিছু?'

বাবুর্চি কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায় একজন আগন্তুককে আসতে দেখে।

সেই সময় বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এক যুবককে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে তাদের বাঁদিকে এসে দাঁড়াতে দেখা গেলো। দেখতে সুপুরুষ।

'কি ব্যাপার? জানতে চায় সে। 'শব্দটা ঠিক যেন গুলির আওয়াজের মতো শোনালো, তাই না?'

'স্যার, আমার মনে হচ্ছে, কোনো গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ হবে', উত্তরে বাবুর্চি বলে। 'এদিকের বাড়িগুলো আবার রাস্তার ধারে, আর ওপরতলার সব ঘরের জানালাগুলো খোলা থাকে। তাই স্বভাবতই—'

'হয়তো তাই', জোয়ানের কথায় সন্দেহ। 'কিন্তু রাস্তা থেকেই যদি শব্দ হয়ে থাকে তো গাড়ি কোথায়? এখন তো সেখানে কোনো শব্দ-টব্দ নেই।' ডানদিকে হাত নেড়ে ও বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, শব্দটা এখান থেকে এসেছে।' এবার ও বাঁদিকে ইঙ্গিত করলো।

যুবকটি মাথা নাড়লো।

'আমি তা মনে করি না। আমি তখন ড্রইংরুমে ছিলাম। এই দিক থেকে সেই গোলমেলে আওয়াজটা আসছে মনে করে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।' সেই ঘন্টা এবং সামনের দরজার তাকিয়ে মাথা নাড়ালো সে।

'অ্যাঁ, পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ?' হ্যারির চোখে সে এক অদম্য কৌতূহল। তারপরেই প্রকাশ পায় তার পরবর্তী কথায় ঃ 'ঠিক আছে, আমিই সম্পূর্ণ করে দিচ্ছি কীনি। আমার কাছে আছে উত্তর। আমি ভেবেছি, সেটা আমাদের পিছন থেকে এসেছে। কোনো সমাধান পাওয়া গেছে বলে মনে হয়?'

'ভালো কথা, খুন সব সময় একটা না খুন হয়েই থাকে', হাসতে হাসতে জিওফ্রে কীনি বললো। 'মিস অ্যাশবি, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'কেবল শিহরন জাগানো ছাড়া', জোয়ান বলে উঠলো, 'আর কিছু নয়। ওই যে তোমরা কি বলো, হ্যাঁ মনে পড়েছে, ঠিক যেন কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা।'

'এ তো খুব ভালো ভাবনা,—খুন', হ্যারি বললো। ' কিন্তু হায়! কোনো আর্তনাদ নয়, কোনো রক্তপাত নয়। আমার আশঙ্কা, এর সমাধান যেন অনেকটা শশকের পিছনে শিকারীর ধাওয়া করা।'

'অস্বাভাবিক হিংস্রতা হলেও, কিন্তু আমার মনে হয়, সেটাই ঠিক', অপরজন সায় দেয়। 'কথাটা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যাইহোক, এসো এখন ড্রইংরুমে যাওয়া যাক।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের দেরী হয়নি', আগ্রহ প্রকাশ করলো জোয়ান। 'সিঁড়ির নিচ থেকে শব্দটা শুনে আমি ভাবলাম বুঝি সেটা দ্বিতীয় ঘন্টা।'

ওর কথা শুনে সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো। এরপর তারা সবাই বিরাট ড্রইংরুমে গিয়ে হাজির হলো।

ইংলন্ডের বিখ্যাত পুরনো সব বাড়ির মধ্যে 'লিচাম ক্লোজ' একটি। বাড়ির মালিক

হুবার্ট লিচাম রোচির সম্পর্কে ত তাঁর অনেক দূর সম্পর্কের আত্মিয়া সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করতো, 'সত্যি কথা কি জানেন, ওই বৃদ্ধ হুবার্ট সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, তিনি ছিলেন পাগল বৃদ্ধ, বেচারা সব সময় গানের সুরে মজে থাকতেন।'

বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মিয়স্বজনরা তাদের স্বভাবজাত মনোভাব নিয়ে যে কোনো ব্যাপারে তিল কে তাল করে তোলা, কিংবা অতিরঞ্জিত করে তুললেও বৃদ্ধ হুবার্টের বেলায় কিছু সত্য থেকেই যায়। হুবার্ট লিচাম যে সত্যি সত্যি একজন খামখেয়ালী প্রকৃতির লোক ছিলেন, অস্বীকাব করা যায় না। একজন চমৎকার সুরকার গায়ক হলে কি হবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী, বাগলে তখন আর ওঁকে সামলানো যেতো না। এবং নিজেদের গুরুত্বের ব্যাপাবে অস্বাভাবিক ধাবণা ছিলো ওঁর। সেই বাড়িব বসবাসকারীদের ওঁব সেই ধাবণায় সায় দিতে হতো, তারিফ করতে হতো, তা না করলে দ্বিতীয়বাব উনি ওঁর কাজের প্রসঙ্গ আর তুলতেন না।

নিজের গুণ কীর্তির ব্যাপাবে ওঁব সেই সব ধারণাব মধ্যে সুরের জালবোন' একটি। প্রতিদিন ওঁর ঘরে সান্ধ্যবৈঠকের আসর বসতো। আর সেই সুবের মূর্ছনায় সবাইকে নিঃশব্দে তন্ময় হয়ে শুনে যেতে হবে, এ রকমই ওঁব একটা অঘোষিত নির্দেশ ছিলো শ্রোতাদের কাছে। যদি কারোর ফিসফিসানি, পোশাকের খসখস শব্দ এমন কি কারোর চলাফেরার শব্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হযে ভ্রূকুটি তাব দিকে তাকাবেন; সেই হতভাগা অতিথিটিকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বিদায় করে দেবেন মুহুর্তে'।

আর একটা ব্যাপাবে ওঁর সময়ের খুবই জ্ঞান ছিলো, নির্দিষ্ট সময়ে আহার সারতে হবে, এক সেকেন্ড দেরী করা চলবে না। প্রাতঃরাশে তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না তোমার ইচ্ছে থাকলে তুমি দুপুরেও আসতে পারো। আর মধ্যাহ্নভোজ অতি সাধারণ, ঠান্ডা মাংস এবং ফলের স্টু। কিন্তু নৈশভোজে রাজকীয় সমারোহ, মোটা টাকার বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে বড় বড় হোটেল থেকে বাবুর্চিদের ডেকে এনে নৈশভোজের রান্নার ভার দিতেন তাদের ওপরে। তাই স্বভাবতই সব খাবার রীতিমতো সুস্বাদু না হয়ে যেতো না।

প্রথম ঘন্টার শব্দ শোনা যায় আটটা বেজে পাঁচে। আর ঠিক আটটা পনেরোয় দ্বিতীয় ঘন্টা। এবং দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে নৈশভোজে যোগদানের জন্যে আহ্বান করা হয়। তখন মিছিল করে ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় তাদের। যদি কারোর হঠকারিতার জন্যে বিলম্ব ঘটে যায় তখন সেই হতভাগা অতিথিদের সামনে লিচাম ক্লোজ হাউসের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তখন শত অনুরোধেও দরজা আর খোলা হবে না তার জন্যে।

আর সেই কারণেই জোয়ান অ্যাশবির এই দুশ্চিন্তা। ওদিকে আজ সন্ধ্যায় উৎসব নির্দিষ্ট সময় থেকে দশ মিনিট পিছিয়ে যাবার খবর শুনে ততোধিক বিস্মিত হ্যারি ডেলহাউস। সে তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ কিংবা তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিবহাল না হলেও, তবে লিচাম ক্লোজ হাউসে প্রায়ই এসে থাকে, এবং এখানকার রীতি-নীতি, পরিবেশ, আচার-ব্যবহার তার বেশ ভালোই জানা ছিলো; সেই

অভিজ্ঞতা থেকে সে বলতে পারে, এ যেন অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা, যা এর আগে কখনো ঘটতে দেখা যায়নি ও বাড়িতে।

লিচাম রেচির সেক্রেটারি জিওফ্রে কীনিও খুব বিস্মিত।

'এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা', মন্তব্য করলো সে। 'এরকম কোনো কান্ড ঘটতে এর আগে আমি কখনো শুনিনি। তুমি কি নিশ্চিত?'

'সেরকমই তো ডিগবি বললো।'

'ট্রেনের ব্যাপারে কিছু একটা বললো সে', জোয়ান অ্যাশবি বললো, 'আমি অন্তত তাই মনে করি।'

'অদ্ভুত',চিন্তিত ভাবে বললো জিওফ্রে। 'আমার মনে হয়, অচিরেই আমরা এ ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারবো। কিন্তু তবু বলবো এ বড়ই বিচিত্র ঘটনা।'

তারা দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে থাকে। চমৎকার মেয়ে এই জোয়ান অ্যাশবি, নীল চোখ, সোনালী চুল, ওর চোখে ধূর্তুমির চাহনি। লিচাম ক্লোজ হাউসে এটাই ওর প্রথম আগমন এবং হ্যারির আহ্বানেই ওর এখানে আসা।

দরজা খুলে যেতেই লিচাম রোজির পালিতা কন্যা ডায়না ক্লিভস ঘরের ভিতরে এসে প্রবেশ করলো।

ডায়নার আচরণে একটা বেপরোয়া ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তার চোখের চাউনি দেখলে, তার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় ডাকিনী বিদ্যায় বেশ পারদর্শী সে, অন্যদের বিশেষ করে পুরুষদের সম্মোহন করা ক্ষমতা রাখে সে। প্রায় সব পুরুষরাই তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, এবং তাদের সেই অসহায় অবস্থা দেখে রীতিমতো মজা উপভোগ করে। বিচিত্র নারী, তার সান্নিধ্যে এলে পুরুষগুলো কি রকম অদ্ভুত ভাবে ভেড়া বনে যায়, আর সে তখন তাদের মনের গভীরে পৌঁছে গিয়ে এক এক করে তাদের গোপন খবর বের করে নেয়, যা তারা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই তার সান্নিধ্যে মুখ খুলতো না।

'অন্তত একটিবারের জন্যে বৃদ্ধ লোকটিকে পরাভূত করতে পেরেছি', সে তার এই জয়ের ব্যাখা করতে গিয়ে আরো বলে, 'এই প্রথম বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে ওঁকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খাওয়ার সময় সবার আগে এসে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো লম্বা-ঝম্ফ করতে দেখা যাবে না।'

যুবকরা ছুটে এলো সামনের দিকে। তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু চোখে তাকালো সে, কেমন যেন আবিষ্টের মতো হয়ে যায় তারা, তাদের চোখে পলক পড়ে না। এমনটিই চাইছিল মেয়েটি। তার ইচ্ছে, তার উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ যেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে, বিশেষ করে অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে না পারে। সেদিক থেকে সে এখন সফল। এরপর হ্যারির দিকে ফিরে তাকায় সে। এই সময় জিওফ্রেকে পাত্তা না দেওয়ায় তার মুখের ওপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়তে দেখা যায়।

যাইহোক, মিসেস লিচাম রোচির আবির্ভাবে সম্বিৎ ফিরে পায় সে, মনে বল ফিরে পায়। ভদ্রমহিলার চেহারা লম্বাটে ধরণের, অনুজ্জ্বল, স্বভাবতই সাধা-সিধে আচরণ। পরনেও সবুজ রঙের সাধারণ পোশাক। তাঁর সঙ্গী একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, পাখির ঠোঁটের মতো নাক তার এবং তার চিবুকে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট—নাম জিওফ্রে বারলিং।

আর্থিক জগতে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর মায়ের তরফে আর্থিক স্বচ্ছলতা ভালো। বিগত বেশ কয়েক বছর হুবার্ট লিচাম রোচির বন্ধু ছিলেন তিনি।

গুমগুম শব্দে মুখরিত হলো বাড়িটা। ঘন্টার শব্দটা ফিরে আবার হলো, কানে বাজবার মতো। শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই দরজা খুলে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিগবি ঘোষণা করলো :

'নৈশভোজ পরিবেশন করা হয়েছে।'

দক্ষ পরিচারকের অনুভূতিশূন্য মুখটা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তার একটা কারণ ছিলো, এই প্রথম সে দেখলো, তার প্রভু আজ ঘরে নেই! ওঁর দাপট চোখে পড়ছে না, ওঁর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে না। ঘরটা নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। তার স্মরণকালে এই প্রথম এক অনভ্যস্ত পরিবেশের মুখোমুখি হলো সে।

তার সেই স্তম্ভিত হওয়ার অংশীদার হলো প্রত্যেকে, কিন্তু মিসেস রোচির ঠোঁটে একটা অস্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'সত্যি, এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, জানি এখন আমি কি করবো।'

সবাই তখন হতচকিত। লিচাম ক্লোজ হাউসের সব ঐতিহ্য যেন ধ্বংস হতে বসেছে। কি ঘটতে পারে? একটা চাপা গুঞ্জন, কেন এমন অঘটন ঘটলো? একটা টানটান অপেক্ষায় সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কারোর এক চুল নড়ার ক্ষমতা ছিলো না তখন। এর শেষ উত্তরটা কে, কে দিতে পারে? তাদের আকাঙ্খিত বার্তা কে বহন করে নিয়ে আসতে পারে?

অবশেষে আর একবার দরজা খুলে যায়; সবাইকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যায়, তবে তখনো তাদের মন থেকে ভাবনা একেবারে দূর হয় না, একটু থেকে যায়, কি ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে তারা। কিন্তু ঘটনা এই যে, একটা কথা তো ঠিক, বাড়ির কর্তা যিনি সেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা চালু করেছিলেন এবাড়িতে, তিনি নিজেই সেটা ভঙ্গ করলেন কেন? এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন তিনি!

কিন্তু নবাগত— লিচাম রোচি ছিলেন না। বিরাট দাড়ি ভর্তি মুখের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জলদস্যুর মতো চেহারার পরিবর্তে ড্রইংরুমে এসে হাজির বেঁটে ছোট-খাটো চেহারার একটি পুরুষ, জাতে বিদেশী, ডিম্বাকৃতি মাথা। ঠোঁটের ওপর টকটকে রঙিন একটা গোঁফ। পরনে অত্যন্ত নিখুঁত সান্ধ্য পোশাক।

তার চোখদুটি জ্বলজ্বল করছিল। মিসেস রোচির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নবাগত।

'ক্ষমা করবেন ম্যাডাম', সে বলে, 'আমার আশঙ্কা, আমার বোধহয় মিনিট কয়েক দেরী হয়ে গেছে।'

'ওহো। আদৌ নয়!' মিসেস রোচি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন। 'আদৌ নয় মিষ্টার—'বলে তিনি একটু থামলেন।

'পোয়ারো ম্যাডাম, এরকুল পোয়ারো।'

পিছন থেকে একটা নরম অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো পোয়ারো, 'ওঃ' অস্ফুট

হলেও স্পষ্ট শব্দ, একজন মহিলার আকস্মিক উক্তি। সম্ভবত ভদ্রমহিলার ওই উক্তি পোয়ারোর প্রশংসায়।

'আমি যে এখানে আসছি। আপনি তো জানতেন!' শান্ত ভাবে বললো সে, 'আপনার স্বামী নিশ্চয়ই বলে থাকবেন।'

'ওহো—ওহো হ্যাঁ', মিসেস রোচি বললো বটে, তবে ওঁর আচরণে কেমন যেন একটা অবিশ্বাসেব ভাব। 'মানে, হ্যাঁ সেই রকমই আমার মনে হয়। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ব্যবহারিক বুদ্ধি বলতে আমর কিছু নেই। কখনো কিছু মনে রাখতে পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ডিগবি আছে এই যা রক্ষে, সে-ই সব কিছু দেখাশোনা করে থাকে।'

'আমার ট্রেন বিলম্বে চলছিল, আমার তখন কি যে ভয় হচ্ছিল, বোঝাতে পারবো না', মঁসিয়ে পোয়ারো বললো। 'আমাদের সামনে বেললাইনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়।'

'ওহো, তাই বুঝি!' জোয়ান মাঝখান থেকে বলে উঠলো, 'আর তাই কি নৈশভোজের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল!'

পোয়ারোর দৃষ্টি পড়লো মেয়েটিব ওপরে, গভীব ভাবে উপলব্ধি করার মতো চোখ।

'সেটা স্বাভাবিকের বাইরে যেন একটা কিছু হবে তাই না?'

'সত্যি আমি কিছু ভাবতেই পারছি না—' কথা বলতে শুরু করে আবার থেমে গেলেন মিসেস রোচি। 'আমার মনে হয়', বিভ্রান্ত হওয়ার মতো 'আবার বলতে শুরু,করলেন, 'ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক, কারণ হুবার্ট কখনো—'

পোয়ারো চকিতে একবার পালা করে উপস্থিত সবার মুখের ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

'মাদামোয়াজেল রোচি, আপনি ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ, এটা এতোই অস্বাভাবিক—' অনুণয় করার মতো জিওফ্রে কীনির দিকে তাকালেন তিনি।

'জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, সময়ের ব্যাপারে মিঃ লিচাম রোচি সব সময়েই অত্যন্ত সজাগ থাকেন, একটুও নড়চড় হয় না', ব্যাখা করতে গিয়ে জিওফ্রে বলে। 'বিশেষ করে নৈশভোজের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, তিনি যে আগে কখনো দেরী করে এসেছেন বলে তো আমার মনে হয় না।'

একজন আগন্তুকের কাছে পরিস্থিতিটা অবশ্যই হাস্যকর বলে মনে হবে— সবার মুখে উদ্বেগ এবং আতঙ্কের ছায়া ।

'আমি জানি', যেন একটা সমস্যার সন্ধান পেয়ে গেছেন তিনি, এরকম একটা ভাব দেখিয়ে মিসেস রোচি বললেন, 'ঠিক আছে, এখুনি অমি ডিগবিকে ফোন করছি।'

পরক্ষণেই তিনি তাঁর কথা কাজে পরিণত করলেন।

বাবুর্চি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।

'আচ্ছা ডিগবি', বললেন মিসেস রোচি, 'তোমার প্রভু কি—'

তিনি তাঁর কথা কখনোই শেষ করেন না, এটাই তাঁর চিরদেনের অভ্যাস। তাঁর সেই অভ্যাসটা বাবুর্চির বেশ ভালো ভাবেই জানা ছিলো। তার পরবর্তী পদক্ষেপে

থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তাঁর কথা শেষ করুন, সে-ও চায় না। তাই তিনি থামার পর কালবিলম্ব না করে বোঝাপড়ার মতো উত্তর দেয় সে।

'মিষ্টার লিচাম রোচি আটটা পাঁচে এখানে এসে পৌঁছেছেন। তারপর ম্যাডাম, উনি সোজা স্টাডিরুমে চলে যান।'

'ওহো, এরকম তো হওয়ার কথা নয়!' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, মানে আমি বলতে চাই, উনি ঘন্টার শব্দ শুনতে পাননি?'

'নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, আমার তো তাই মনে হয়।'

'তুমি এতো নিশ্চিত করে বলছো কেন?'

'কেন বলবো না ম্যাডাম! ওঁর স্টাডিরুমের ঠিক সামনেই তো ঘন্টাটা রয়েছে।'

'হ্যাঁ অবশ্যই, অবশ্যই', মাথা নেড়ে বললেন মিসেস রোচি, কিন্তু ওঁর কথায় একটা অস্পষ্ট চিন্তার ছাপ যা তিনি লুকোতে পারলেন না। উনি যে ওঁর স্বামীর চিন্তায় এখন রীতিমতো উদ্বিগ্ন, তা ওঁর মুখ দেখে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

প্রভুপত্নীর উদ্বেগ অনুমান করে নিয়ে বাবুর্চি বলে উঠলো, 'ম্যাডাম, নৈশভোজ প্রস্তুত, খবরটা ওঁকে দেবো?'

'তুমি খুব ভালো একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছো ডিগবি। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। হ্যাঁ, আমার উচিত—'

বাবুর্চি চলে যেতেই মিসেস রোচি ওঁর অতিথিদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'জানি না, ডিগবি না থাকলে আমি কি করবো? ওকে ছাড়া আমার যে এক দন্ডও চলে না।'

তারপরেই একটা নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে আসে সেখানে। কারোর মুখে কথা নেই। সবাই তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা কবতে থাকে বাবুর্চি ডিগবির জন্যে। কি খবর নিয়ে ফিরে আসে, সেটা শোনার জন্যে সবাই তখন অস্থির, কোনো কাজেই মন বসাতে পারছিল না কেউ তখন।

এক সময় পুনরায় ঘরে ফিরে এলো ডিগবি। অন্য সময় হলে বাবুর্চি স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতো, শুভ খবর দিয়ে তার প্রভু-পত্নীর সব চিন্তার অবসান করে দিতো। কিন্তু এই প্রথম তাকে অসম্ভব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল, তার মুখটা কেমন থমথমে। এ যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস।

'ম্যাডাম, আমাকে ক্ষমা করবেন। স্টাডিরুম ভেতর থেকে বন্ধ।'

এরপরেই সেই অস্বাভাবিক অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে মঁসিয়ে পোয়ারো এগিয়ে এলো তাদের ত্রাণ কর্তার ভূমিকায়।

'আমার মনে হয়', সে বলে, 'আমাদের এখন স্টাডিরুমে যাওয়াই ভালো।'

পথ দেখায় ডিগবি, আর সবাই তাকে অনুসরণ করে। তার অনুমান অস্বাভাবিক নয়, একেবারেই সহজ-স্বাভাবিক। এখন তাকে সেই মজাদার দেখতে অতিথির মতো দেখাচ্ছে না। সে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে।

হলের দিকে এগিয়ে যায়, তারপর একে একে সিঁড়ি, মহান গ্রান্ডফাদার ক্লক, সেই নির্জন জায়গাটা যেখানে ঘন্টাটা রাখা ছিলো, সে সবই অতিক্রম করে চললো সে।

সেই নির্জন জায়গাটার ঠিক উল্টোদিকে মিঃ রোচির স্টাডিরুম। ভেতর থেকে বন্ধ।

দরজায় ধাক্কা দেয় পোয়ারো, প্রথমে আলতো করে, তারপর জোরে জোরে, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না। পোয়ারো তখন ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে দরজার কি, হোলে চোখ রাখতে গিয়ে তার দৃষ্টি বিহ্বল হলো। চট্‌জলদি উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো।

'মঁসিয়ে', বললো সে, 'এই মাত্র স্টাডিরুমের ভেতরে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আর আমাদের চুপ করে বসে থাকা যায় না। আসুন এই দরজাটা ভেঙ্গে ফেলা যাক, আর এখনি!'

আগের মতোই তার অধিকারের প্রশ্ন কেউ তুললো না। তাদের মধ্যে জিওফ্রে কীনি এবং গ্রেগরি বারলিং, এরা দুজনেরই চেহারা বলিষ্ঠ এবং বড় মাপের। গায়ে খুবই শক্তি আছে। পোয়ারোর নির্দেশ তারা দুজনে এক সঙ্গে আছড়ে পড়ার মতো তাদের শরীরের সব শক্তি উজাড় করে দিলো দরজার ওপরে। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। আসলে লিচাম ক্লোজ বাড়ির প্রতিটি দরজাই অত্যন্ত মজবুত, এখনকার কোনো ইমারতের মত পলকা হাল আমলের বিল্ডিং নয় যে, একবার কি দুবার ধাক্কা দিলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে। দরজাটা যেন তখন একটা বিরাট দৈত্য-সমান হয়ে উঠেছিল, মানুষের আঘাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সেটার। কিন্তু উপস্থিত সমস্ত পুরুষদের সম্মিলিত আঘাতের ফলে দরজাটা ভেঙ্গে পড়লো। স্টাডিরুমের ভেতরে প্রবেশের পথ তখন উন্মুক্ত।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে তারা। এতক্ষণ তাদের অবচেতন মনে যে ভয় করছিল, ঠিক সেই ভয়ার্ত দৃশ্যটাই প্রত্যক্ষ করতে হলো তাদের। জানলাটা ঠিক তাদের মুখোমুখি ছিলো। বাঁদিকে দরজা এবং জানালার মাঝখানে একটা বিরাট লেখার টেবিল। টেবিলের সামনে নয়, তবে সেটার পাশে একটা চেয়ারে জবুথবুর মতো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছিলেন এক বিরাট চেহারার মানুষ। ওঁর পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিল তারা, আর ওঁর মুখটা ছিলো জানালার দিকে, কিন্তু ওঁর সেই অবস্থানটা বলে দিচ্ছিল পরবর্তী ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে। ওঁর হাতটা নিস্তেজ ভাবে নিচে ঝুলছিল কার্পেটের ওপর। ওঁর হাতের মুঠোয় একটা ছোট্ট চকচকে পিস্তল।

পোয়ারো তীক্ষ্নস্বরে গ্রেগরি বারলিং-এর উদ্দেশে বললো, 'মিসেস রোচিকে, সেই সঙ্গে অপর দুজন মহিলাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যান।'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে গ্রেগরি তার গৃহকর্ত্রীর একটা হাত ধরে সেখান থেকে চলে যায়। ভয়ে, আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন মিসেস। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা মনে হতেই তিনি বলে উঠলেন :

'ও নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছে। উঃ কি ভয়ঙ্কর!' আর একবার কেঁপে উঠে তিনি এবার গ্রেগরির হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। সে এখন ওঁকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত, ওঁর নিজের ইচ্ছে বলতে তখন কিছু আর ছিলো না। অপর দুটি মেয়েও তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

এবার পোয়ারো ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেলো। যুবক দুজন তাকে অনুসরণ করে। মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে হাতের ইশারায় তাদের একটু পিছিয়ে থাকতে

বললো সে।

মাথার ডানদিকে বুলেটের গর্ত দেখতে পেলো সে। বুলেটটা বিদ্ধ হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাঁদিকের দেওয়ালে ঝুলন্ত আয়নায় বিদ্ধ হয়েছে। লেখার টেবিলে একটা কাগজের শীট, কাগজের সারাটা অংশই বলতে গেলে ফাঁকা, কেবল একটা শব্দ ছাড়া, 'দুঃখিত'। অনেক ইতস্তত করে তাড়াতাড়ি লেখার দরুন অক্ষরগুলো আঁকা-বাঁকা।

হঠাৎ দরজার দিকে ফিরে তাকায় পোয়ারো।

'লক্ষ্য করেছেন, তালায় চাবি নেই?' বললো সে। 'আমার আশঙ্কা—'

তার হাতটা মৃত ব্যক্তির পকেটে চলে যায়।

'হ্যাঁ, এই যে এখানে চাবিটা রয়েছে', বললো সে। 'আমি অন্তত তাই মনে করি। মঁসিয়েরা আপনাদের মধ্যে কেউ একজন চেষ্টা করে দেখবেন?'

চাবিটা তার হাত থেকে নিয়ে জিওফ্রে তালা খোলার চেষ্টা করলো।

'ঠিক আছে, ওটাই হবে।'

'আর জানালা?'

হ্যারি ডেলহাউস লম্বা লম্বা পা ফেলে সেদিকে এগিয়ে গেলো।

'ওটা বন্ধ ছিলো।'

'যদি আপনি জানালাটা খোলার অনুমতি দেন', কথাটা বলেই পরমুহূর্তে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পোয়ারো এবং জানালার সামনে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। সেটা একটা লম্বা জানালা। পোয়ারো জানালাটা খুলে বাইরের দিকে তাকায়। সেখানে মিনিট খানেকের জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে জানালার সামনের ঘাসগুলো নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করে, তারপর জানালাটা আবার বন্ধ করে দেয় সে।

'বন্ধুগন', বললো সে, 'এখনি একবার আমাদের পুলিশে ফোন করা দরকার। সত্যি সত্যি এটা আত্মহত্যা কিনা, তারা এসে যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হচ্ছে, এখানকার কোনো কিছুই স্পর্শ করা যাবে না। মৃত্যুটা মনে হয় মিনিট পনেরো আগে হয়ে থাকবে।'

'আমি জানি', ক্লান্ত, বিষণ্ণ গলায় বললো হ্যারি। 'আমরা গুলির শব্দ শুনেছি।'

'তা তাতে আপনার কি ধারণা বলুন?'

হ্যারি তখন সব খুলে বলে, জিওফ্রে তাকে সাহায্য করে। তারা কথা শেষ হতেই বারলিং ফিরে এলো সেখানে।

একটু আগে পোয়ারো পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল, সেই প্রসঙ্গটা আবার তুলতেই জিওফ্রে তখন পুলিশে ফোন করতে চলে গেলো। এবার বারলিং-এর দিকে ফিরে পোয়ারো তাকে তার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করে বলে, 'এটা আমাদের একটা ঘরোয়া সাক্ষাৎকার বলে মনে করতে পারেন।'

'বেশ তো', বারলিং উত্তরে বলে, 'চলুন, একটা নির্জন ঘরে গিয়ে আলোচনা করা যাক।'

তারা তখন একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে হাজির হলো। তবে তার আগে স্টাডিরুমের সামনে ডিগবিকে পাহারায় রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো পোয়ারো। আর হ্যারি তখন

মহিলাদের খোঁজে চলে গেলো।

'আমি জেনেছি, মঁসিয়ে লিচাম রোচির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনি', এইভাবে আলোচনার সূত্রপাত করলো পোয়ারো। 'আর এই কারণে প্রাথমিক ভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে প্রথমে ম্যাডামের সঙ্গেই আমার কথা বলা উচিত ছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না।'

এখানে একটু সময়ের জন্যে থামলো সে।

'আমি আপনাকে একটা জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে দেখেছি। তাই আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। আর হ্যাঁ, এখানে আপনাকে বলে রাখি, পেশার দিক দিয়ে আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

ধনি ব্যবসায়ী বারলিং মৃদু হাসলো। ১১৮

'শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার পেশার কথা আমাকে বলার দরকার ছিলো না। এখন আপনার নাম সবার মুখে মুখে।'

'মঁসিয়ে, আপনি খুবই অমায়িক', সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে পোয়ারো বললো। 'তাহলে আমাদের আলোচনা এখন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। কয়েকদিন আগে আমার লন্ডনের ঠিকানায় মঁসিয়ে লিচাম রোচির কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। সেই চিঠিতে তিনি আমাকে জানান, একটা বড় অঙ্কের টাকা তাঁকে প্রতারণ করা হচ্ছে। পারিবারিক কারণে পুলিশকে জানাতে চান না, কিন্তু ওঁর ইচ্ছে আমি এখানে এসে ঘটনাটা তদন্ত করে দেখি। তাই ওঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। তবে মঁসিয়ে লিচাম রোচির ইচ্ছে মতো চিঠি পাওয়া মাত্র আসতে পারিনি, কারণ আমার হাতে তখন অন্য অনেক কাজ ছিলো। তাছাড়া তিনি নিজেকে ইংলন্ডের রাজার মতো মনে করলেও আসলে তিনি তো তা নন যে, হুকুম করা মাত্র চলে আসতে হবে!'

বারলিং-এর ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। সত্যি উনি নিজেকে সেরকমই ভাবতেন।'

'ঠিক তাই। আপনি দেখছি আমার বক্তব্য বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। ওঁর সেই চিঠির ভাষা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, ওই যে লোকে কি যেন বলে, হ্যাঁ তিনি ছিলেন একজন খামখেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। ওঁকে ঠিক পাগল বলা যায় না, কিন্তু ওঁর স্বভাবটা ছিলো অস্থির চিত্তের ছিটগ্রস্ত মানুষ যাকে বলে।'

'হ্যাঁ, তা তো ওঁর কাজের নমুনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।'

'ওঃ মঁসিয়ে' একটা কথা আপনাকে এখানে বলে রাখি, কেউ অস্থির চিত্তের হলেই যে তার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব, সব সময় সেটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। করোনার জুরিরা সেরকমই বলে থাকে, তবে তাদের সেই মনোভাবের কথাও এখন ধরছি না।'

'আবার এ কথাও ঠিক যে, হবার্ট ঠিক স্বাভাবিক লোক ছিলো না', দৃঢ়স্বরে বললো বারলিং। 'তাঁর ক্রোধ ছিলো নিয়ন্ত্রনের বাইরে, পারিবারিক খ্যাতি, গর্বের ব্যাপারে

তার উম্মত্ততা চোখে পড়ার মতো। তবে এ সবের ওপরে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলো সে।'

'হ্যাঁ, স্পষ্টত তাই তাই মনে হয়। তিনি যে প্রতারিত হতে যাচ্ছেন, সেটা আবিস্কার করার মধ্যেই তো তাঁর যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।'

'তিনি প্রতারিত হতে যাচ্ছেন, শুধু একারণেই কি আত্মহত্যা করতে পারে সে?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন মঁসিয়ে বুঝতে পারছি, অবিশ্বাস্য। আর শুধু এই কারণেই এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট করে না লিখলেও পারিবারিক কারণেই একটা আভাস দিয়েছেন। মঁসিয়ে, আপনার বিচরণ তো সারা বিশ্বে, তাই আপনি জানেন, মানুষ যখন আত্মহত্যা করে তার পিছনে পারিবারিক কারণ একটা না একটা অবশ্যই থাকতে পারে।'

'তার মানে আপনি কি বলতে চান?'

'ঘটনার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, টাকা— প্রতারনা ছাড়াও আরো এমন কিছু মঁসিয়ে আবিস্কার করে থাকবেন, যা হারালে তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটা একটা বিরাট বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়, জীবিত অবস্থায় সেই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আপনি নিশ্চয় মনে মনে উপলব্ধি করে থাকবেন,আমার একটা কর্তব্য বলে জ্ঞান আছে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই এ কাজে আমি নিয়োজিত, কাজটা আমি গ্রহন করেছি। এই 'পারিবারিক কারণের' জন্যে মৃত-মানুষটি পুলিশে যেতে চায়নি। তাই কাজটা আমাকে তাড়াতাড়ি সারতে হবে। সত্যকে জানতেই হবে ।'

'আর যখন আপনি জানতে পারবেন ?'

'তখন আমাকে আমার বুদ্ধি বিবেচনা মতো কাজ করতে হবে । আমি যা পারি আমাকে তা করতেই হবে।'

'তাই বুঝি!' বারলিং কথাটা বলে নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর বললো, 'কিন্তু মঁসিয়ে, আমার কি আশঙ্কা জানেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। হুবার্ট বিশ্বাস করে তার গোপন কথা কখনো আমাকে বলে নি। আমি কিছু জানি না।'

'কিন্তু মঁসিয়ে, বেচারা এই ভদ্রলোকটিকে প্রতারনা করার সুযোগ কে করে থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'বলা খুবই শক্ত। অবশ্য তার এস্টেটের একজন এজেন্ট আছে, হয়তো এ ব্যাপারে তার কোনো ধারনা থাকলেও থাকতে পারে । নবাগত সে।'

'এজেন্ট?'

'হ্যাঁ মার্শাল। ক্যাপ্টেন মার্শাল। দারুণ চমৎকার লোক। যুদ্ধে একটা হাত হারাতে হয়। তবে খানিক আগে এখানে এসেছিল সে। আর হুবার্টও তাকে খুব পছন্দ করতো। আমি তাকে জানি, আর বিশ্বাসও করি তাকে।'

'আর এই ক্যাপ্টেন মার্শাল যদি ওর সঙ্গে প্রতারনা করে থাকেন, তাহলে সে তো বাইরের লোক, পারিবারিক কারণে চুপ করে থাকার কেনো প্রশ্ন থাকে না ।'

'না,না।'

তার সেই ইতস্তত ভাবটা পোয়ারোর দৃষ্টি এড়ায় না।

'বলুন মঁসিয়ে। আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, সহজ ভাবে বলুন!'

'হয়তো সেটা গল্প হতে পারে ।'

'আমি আপনাকে মিনতি করছি,বলুন, কিছু অন্তত বলুন, যা জানেন।'

'খুব ভালো কথা , তাহলে তো বলতে হয়। ড্রইংরুমে একজন অত্যান্ত আকর্ষনীয় একজন যুবতীকে লক্ষ্য করেছেন?'

'একজন নয় দুজন আকর্ষনীয়া যুবতীকে দেখেছি।'

'ও, হ্যাঁ, আর একটি মেয়ে, সে তো মিস অ্যাশবি। ও-ও সুন্দরী। এখানে ওর এই প্রথম আগমন। হ্যারি ডেলহাউস এই মেয়েটি সম্পর্কে মিসেস রোচির কাছে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। কিন্তু কথা বলছি না, আমি ওই রহস্যময়ী মেয়ে ডায়না ক্লিভস-এর কথা বলছি।'

'আমি ওকে লক্ষ্য করেছি,' বললো পোয়ারো। 'আমার মনে হয়, এমনি আকর্ষনীয় মেয়েটি যে কারোর পক্ষে ওকে লক্ষ্য না করে থাকার উপায় নেই।'

'ও মেয়ে একটা ছোটো-খাটো শয়তান বলা যেতে পারে,' এবার বারলিং রাগে ফেটে পড়লো। পুরুষদের খেলাতে ওস্তাদ ও, আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষই ওর অন্যায় খেলার দৌড়ে জিততে পারে নি। আমার আশঙ্কা, একদিন না একদিন কেউ না কেউ ওকে ঠিক খুন করবেই।'

রুমাল দিয়ে সে তার ভুরু মোছে। এই ফাঁকে পরবর্তী পর্যায়ে সে তার গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তাঁর স্মৃতির পাতাগুলো উল্টিয়ে নিতে থাকে, এর জন্যই অন্যেরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকে।

'আর এই যুবতী মেয়েটি—'

পোয়ারো কি জানতে চায়, তার অসমাপ্ত প্রশ্নের অর্থ উপলব্ধি করে বলে উঠলো বারলিং, 'লিচাম রোচির পালিতা কন্যা ও। রোচি দম্পতির সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা যখন একেবারে তিরোহিত, তখন ওঁরা খুবই ভেঙ্গে পড়েন। আর তখনি দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে ডায়না ক্লিভসকে দত্তক নেন ওঁরা। মেয়েটি ওঁদের দূর সম্পর্কের এক ভাইঝি। মেয়েটির প্রতি নিজেকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত করে ফেলেছিল হুবার্ট, সহজ ভাবে বলতে গেলে ওকে তিনি পূজো করতেন। কখনো তাঁর কাছ ছাড়া হতে দিতেন না ওকে।'

'তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, মেয়েটির বিয়ে দেওয়া একেবারেই পছন্দ ছিলো না ওঁর? পোয়ারো তার অনুমানের কথা বললো।

'ঠিক তা নয়, ও যদি সঠিক কোনো পুরুষকে বিয়ে করতো তা হলে বোধহয় আপত্তিটা উঠতো না হুবার্টের তরফ থেকে।'

'আর সেই সঠিক পুরুষটি কি মঁসিয়ে আপনি?'

বারলিং-এর মুখটা কেমন ঝলসে ওঠে।

'আমি কখনো ওরকম কথা বলিনি।'

'জানি আপনি কিছুই বলেননি। কিন্তু সেরকম মনে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে লিচাম রোচি খুবই খুশি হয়েছিল। আমি ওকে বিয়ে করতে চাইছি শুনে ওর সম্পর্কে হুবার্টের ধারণা মিলে

যায়।'

'আর মাদামোয়াজেল নিজে?'

'আমি তো আপনাকে বলেছি, উনি রক্তমাংসে গড়া একজন সাক্ষাত শয়তান।'

'আপনার বোধশক্তির প্রশংসা করি। ওঁর নিজস্ব একটা মনোরঞ্জনের ব্যাপার, তাই না? কিন্তু ক্যাপ্টেন মার্শাল-এর সম্পর্কে ওঁর কি ধারণা?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন, তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনাই দেখতে পেয়েছেন উনি। লোকে অন্তত সে-রকমই বলে থাকে। তবে তাই বলে এই নয় যে, ওঁর এই ধারণার মধ্যে সারবস্তু বলে কিছু আছে! এ আর এক সমালোচনার ব্যাপার, ব্যাস এই পর্যন্ত।'

পোয়ারো মাথা নাড়লো।

'কিন্তু ধরা যাক, এর মধ্যে এমন কিছু একটা ছিলো, যার জন্যে এ ব্যাপার মঁসিয়ে লিচাম রোচি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এগোতে চেয়েছিলেন।'

'কেন, আপনি এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না, তহবিল তছরূপ করাব দায়ে মার্শালকে সন্দেহ করার মতো কোনো কাবণই থাকতে পারে না?'

'হতে পারে। হয়তো চেক জাল করবাব মতো বাড়িতে অন্য আর কেউ থাকলেও থাকতে পারে।' কি ভেবে পোয়াবো আবাব জিজ্ঞেস কবলো, 'আচ্ছা, এই তরুণ মিঃ ডেলহাউস কে?'

'হবার্টের এক ভাগ্নে।'

'সে কি উত্তবাধিকাবী হতে পাবে?'

'সে তাব বোনেব ছেলে। অবশ্যই অধিকাবের তালিকায় সে তার নাম দিতে পারে। তবে হবার্ট সেরকম কিছু বলে যায়নি।'

'তাই বুঝি!'

'আসলে এই জায়গাটার অধিকারী যেই হোক না কেন, বিক্রী করতে পারবে না সে। তাছাড়া সব সময় দেখা যায়, বাবার সম্পত্তি ছেলেই পেয়ে থাকে। আমি সব সময় অনুমান করে এসেছি, জায়গাটা সে তার স্ত্রীকে আজীবন ভোগ করার জন্যে দিয়ে যাবে। তারপর সে যদি ডায়নার বিয়েটা মঞ্জুর করে, সেক্ষেত্রে ওই ওর পালিকা মায়ের উত্তরাধিকার হবে। দেখুন, এরকম হলে ওর স্বামী তখন ও জায়গার মালিক হতে পারে।'

'আপনার এ ধারণাও আমি বেশ বুঝতে পারছি', বললো পোয়ারো। 'মঁসিয়ে, আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যে সব তথ্য আপনি আমাকে দিলেন, সে সব আমার খুবই সহায়ক হবে। এবার আমি আপনাকে একটা শেষ অনুরোধ করবো, এই যে আপনার সঙ্গে আমার এতো আলোচনা, মত বিনিময় হলো, যদি আপনি মাদাম লিচাম রোচিকে সব খুলে বলেন তো আরো ভালো হয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজটা আপনারই সেরে রাখা উচিত, তাতে পরবর্তীকালে ওঁকে বোঝাবার পক্ষে আমার বিশেষ সুবিধে হবে। ওহো, আর একটা কথা, ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন, ওঁর সঙ্গে কয়েকটা জরুরী আলোচনা করার জন্যে উনি কি আমাকে কিছু সময় দিতে পারেন?'

একটু পরেই দরজা খুলে যায় এবং মিসেস রোচিকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে

দেখা যায়। একটা চেয়ারে গা ভাসিয়ে দেন তিনি।

'মিঃ বারলিং আমাকে সব কথাই বলেছেন', বললেন তিনি। 'আপনাকে এখানে বলে রাখি, এরপর কোনো কেচ্ছা যেন না ছড়ায়। তবে সত্যি আমি কি মনে করি জানেন, এটা ওর অবশ্যম্ভাবী নিয়তি ছিলো, আপনার তা মনে হয় না? মানে বুলেটের আঘাতে ওই আয়নাটা ভেঙ্গে যাওয়া আর অন্য সব অস্বাভাবিক চিহ্ন দেখে আমার তো সেরকমই মনে হয়।'

'আয়না?' পোয়ারোর কথায় গভীর বিস্ময়।

'যে মুহূর্তে আয়নাটা আমি দেখি, আমার মনে হয়েছে, ওটা একটা সংকেত চিহ্ন হুবার্টের! জানেন, এ হলো একটা অভিশাপ। আমার মনে হয় প্রাচীন পরিবারে এ-রকম অভিশাপ প্রায়ই নেমে আসতে দেখা যায়। হুবার্টকে সব সময় খুবই অদ্ভুত বলে মনে হতো।'

'ম্যাডাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না তো?'

'না, না স্বচ্ছন্দে আপনার যা যা জানার আছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'আপনার টাকার কোনো অভাব নেই তো?'

'টাকা? টাকার কথা আমি কখনো চিন্তাই করি না।'

'ম্যাডাম। আপনি কি জানেন লোকে কি বলে? যারা কখনো টাকার কথা ভাবে না, তাদেরই সময় সময় মোটা টাকার প্রয়োজন হয়।'

কথাটা বলে মৃদু হাসলো পোয়ারো। কিন্তু মিসেস রোচি কোনো সাড়া দিলেন না। ওঁর দৃষ্টি তখন সুদূর প্রসারিত।

'ধন্যবাদ ম্যাডাম', অবশেষে পোয়ারো বলে। এবং তখনি তাদের সাক্ষাৎকারে যবনিকা নেমে আসে।

পোয়ারো ঘন্টা বাজাতেই ডিগবি সাড়া দেয়।

'তোমাকে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।' পোয়ারো বললো। 'তোমার প্রভুর মৃত্যুর আগে আমাকে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে নিয়োগ করে গেছেন।'

'ডিটেকটিভ?' বাবুর্চি হাঁ করে তাকায়। 'কিন্তু কেন, আপনাকে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করার কি এমন হলো?'

তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে পোয়ারো বলে, 'তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। দয়া করে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।' এখানে একটু থামলো পোয়ারো, মনে মনে তার প্রশ্নগুলো সাজিয়ে নেওয়ার জন্যে। সেই সঙ্গে আড়চোখে বাবুর্চির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে।

প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে হলে তোমরা চারজনই ছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার; মিঃ ডেলহাউস, মিস অ্যাশবি আর মিঃ কীনি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন।'

'অন্যেরা তখন কোথায় ছিলো?' পোয়ারোর পরবর্তী প্রশ্ন।

'অন্যেরা স্যার?'

'হ্যাঁ, মিসেস লিচাম রোচি, মিস ক্লিভস আর মিঃ বারলিং-এর কথা জিজ্ঞেস

করছি।'

'মিসেস রোচি আর মিঃ বারলিং পরে এসেছিলেন।'

'আর মিস ক্লিভস?'

'স্যার আমার মনে হয়, উনি ড্রইংরুমে ছিলেন।'

এর পর আরো কয়েকটা প্রশ্ন করার পর বাবুর্চিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আগে ডিগবিকে বললো সে যেন মিস ক্লিভসকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনুরোধ জানায়।

পরক্ষণেই ও এলো। মেয়েটির সম্পর্কে বারলিং যে সব গোপন তথ্য প্রকাশ করেছিল সেই নিরীখে তার অভিযোগ যাচাই করে দেখার জন্যে ওর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়েছিলেন। মেয়েটিকে ওর সাদা ফ্রকে সত্যি অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

খুব কাছ থেকে মেয়েটির ওপরে দৃষ্টি ফেলে রেখে কোন্ পরিস্থিতিতে লিচাম ক্লোজ হাউসে তাকে আসতে হয়েছিল পোয়ারো ওকে সব খুলে বললো। কিন্তু সব শোনার পর ওকে সত্যিকারের অবাক হতে দেখা গেলো, ওর ভাব-ভঙ্গিমায় কোনো রকম অস্বস্তি ছিলো না। মার্শালের ব্যাপারে নীরস, নিরুত্তাপ গলায় পোয়ারোর সব উত্তর দিলো সে। কেবল বারলিং-এর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর উজ্জীবিত হয়ে উঠলো সে।

'ওই লোকটা জোচ্চোর', তীক্ষ্ণস্বরে বললো ও। 'বৃদ্ধ রোচিকে আমি সে কথাই বলেছিলাম, কিন্তু উনি আমার কথায় কান দেননি। বরং উল্টে ওই জালি লোকটার লোকসানে চলা কোম্পানিতে মোটা টাকা খাটিয়ে ছিলেন।'

'মাদামোয়াজেল, আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি দুঃখিত?'

অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি।

'অবশ্যই। জানেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আধুনিকা। তবে দুঃখে কাতর হওয়া আমার ধাতে সহ্য হয় না। কিন্তু ওই বৃদ্ধ মানুষটি আমার খুবই প্রিয় ছিলো। অবশ্য ওঁর পক্ষে এটা ভালোই হয়েছে।'

'ওঁর পক্ষে ভালো মানে?'

'হ্যাঁ। হয়ত কোনোদিন ওঁর স্থান হতো লক্আপে। অথচ ওঁর সম্পর্কে একটা বিশ্বাস এই লিচাম ক্লোজ হাউসে ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে উঠছিল, উনি নাকি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আজ যদি ওঁর মৃত্যু না হতো, তা হলে অচিরেই ওঁর সম্পর্কে এই বদ্ধমূল ধারণাটা বদলে যেতো সবার মন থেকে।'

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লো পোয়ারো।

'তাই বুঝি, তাই বুঝি,—হ্যাঁ, এ যেন মানসিক যন্ত্রণার চিহ্ন। ভালো কথা, আপনার ওই ছোট্ট ব্যাগটা পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেবেন আমাকে? ওটা দারুণ চমৎকার! আর ওই সব গোলাপের কুঁড়িগুলোও! কি যেন বলার ছিলো? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনি গুলির আওয়াজ শুনেছেন?'

'ও হ্যাঁ! কিন্তু আমি তখন ভেবেছিলাম, গাড়ি কিংবা কোনো শিকারীর বন্দুকের আওয়াজ হবে।'

'আপনি কি তখন ড্রইংরুমে ছিলেন?'

'না। আমি তখন বাগানে ছিলাম।'

'তাই বুঝি। ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল। এরপর আমি মঁসিয়ে কীনির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

'জিওফ্রে?' 'ঠিক আছে, ওকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কীনি এলো, তাকে খুব সতর্ক দেখাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তার চোখে-মুখে একটা বিশেষ আগ্রহ। পোয়ারো কিছু বলার আগেই সবজান্তার মতো নিজের থেকেই সে বলতে শুরু করলো; 'কেন যে আপনি এখানে এসেছেন, মিঃ বারলিং আমাকে বলেছেন। জানি না আমি আপনাকে কিছু বলতে পারবো কিনা, কিন্তু দেখবো যদি আমি পারি—'

পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করে, 'মঁসিয়ে কীনি, আমি শুধু জানতে চাই, আজ সন্ধ্যায় স্টাডিরুমের দরজার কাছে পৌঁছনোর ঠিক একটু আগে মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি কুড়িয়েছিলেন?'

'আমি—' কীনি তার চেয়ার থেকে সামান্য একটু উঠে আবার বসে পড়লো, তারপর তার কথার জের টেনে আবার বলতে থাকে, 'জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন।'

'ওহো মঁসিয়ে, আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি জানেন। আমি জানি আপনি তখন আমার পিছনে ছিলেন। কিন্তু আমার এক বন্ধু বলে আমার নাকি মাথার পিছন দিকে আর একটা চোখ আছে। সেই চোখ দিয়ে আমি দেখেছিলাম, মেঝের ওপর থেকে কি যেন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন আপনি, তারপর সেটা আপনি আপনার ডিনার জ্যাকেটের ডান দিকের পকেটে চালান করে দিলেন।'

'ঠিক আছে মঁসিয়ে পোয়ারো, তাহলে দেখুন', সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে তার পকেটের ভেতরের জিনিষগুলো বার করে মেলে ধরলো পোয়ারোর চোখের সামনে। সেই সব জিনিষগুলো হলো : একটা সিগারেট হোল্ডার, একটা রুমাল, একটা গোলাপকুঁড়ি এবং একটা ছোট্ট সোনার দেশলাই বাক্স।

মুহূর্তের জন্যে নীরব থেকে জিওফ্রে বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি এটাই আমি তখন মেঝের থেকে ওপর তুলে নিয়েছিলাম।' দেশলাই-এর বাক্সটা এক হাতে নিয়ে বললো সে। 'সন্ধ্যার আগে হয়তো এটা আমি অসাবধানতা বশত ফেলে দিয়ে থাকবো।'

'না, আমার তা মনে হয় না,' পোয়ারো বললো।

'কি বলতে চান আপনি?'

'শুনুন মঁসিয়ে, আমি হচ্ছি ছিমছাম লোক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ আমি ভালোবাসি। আমার সব কাজেই একটা নির্দিষ্ট ধারা থাকে, আর সেই সঙ্গে আমি যখনি কোনো কাজে যাই, চোখ-কান খুলে রাখাই আমার অভ্যাস, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। মেঝের ওপর এমন একটা বড় সাইজের দেশলাই বাক্স পড়ে থাকবে অথচ আমার শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে, তা তো হয় না; সত্যিই যদি ওটা মেঝের ওপর পড়ে থাকতো, নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়তো। না মঁসিয়ে, আমার মনে হয় সেটা অনেক ছোট যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবে, যেমন ধরা যাক, সম্ভবত এটা।'

তার হাত থেকে গোলাপকুঁড়িটা তুলে নেয় পোয়ারো।

'সম্ভবত এটা মিস ক্রিভসের ব্যাগ থেকে পড়ে থাকবে।'

আবার মুহূর্তের নীরবতা। তারপর হেসে উঠে স্বীকার করলো কীনি।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। গতকাল রাতে ও আমাকে ওটা দিয়েছিল।'

'তাই বুঝি!' বললো পোয়ারো। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে যেতে দেখা যায়। লাউঞ্জ সুট পরিহিত এক দীর্ঘদেহী লোককে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল।

'কীনি। এসব কি শুনছি? লিচাম রোচি নাকি নিজে নিজেকে গুলি করেছে? এ আমি বিশ্বাস করি না। এ হতে পারে না, অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

'এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই', কীনি বললো।

তারপর পোয়ারোর দিকে ফিরে সে বলে, 'ইনি মঁসিয়ে পোয়ারো। উনি তোমাকে সব খুলে বলবেন।' এই বলে ঘর থেকে বেবিয়ে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যায় সে।

'মঁসিয়ে পোয়ারো', আগ্রহ সহকারে মার্শাল বলে, 'আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। আপনি যে এখানে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি যে এখানে আসছেন মিঃ রোচি তো আমাকে কখনো বলেননি। স্যার, আমি আপনার ভয়ঙ্কর ভক্ত।'

মার্শাল একজন তরুণ, প্রথমে ভাবলো পোয়ারো; পরক্ষণেই সে তার মত বদল করে ভাবলো, ঠিক তরুণ বলা যায় না তাকে, ইতিমধ্যেই তারুণ্যের ভাঁটা পড়েছে তার মধ্যে। কপালের দুপাশের চুলে ধূসর রঙের আভাস দেখা যায়। এবং মুখে বলিরেখাব চিহ্ন ফুটে ওঠে কথা বলতে গেলে। তবে তার গলার আওয়াজে এবং স্বভাবে এখনো ছেলেমানুষি ভাবটা স্পষ্ট।

'পুলিশ—'

'স্যার, তারা এখানে পৌঁছে গেছে। খবরটা পেয়েই তাদের সঙ্গে চলে এসেছি। তারা যে বিশেষ করে বিস্মিত, তা নয়। টুপি বিক্রেতার মতোই পাগল ছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্বেও—'

'তা সত্বেও ওঁকে আত্মহত্যা করতে দেখে আপনি বিস্মিত, তাই না?'

'তাহলে খোলাখুলি ভাবেই বলছি হ্যাঁ। ওরকম ভাবাটা আমার উচিত হয়নি। ওঁকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু ভাবাই যায় না।'

'শুনেছি, ইদানীং অর্থ কষ্টে ভুগছিলেন উনি, কথাটা কি ঠিক?'

মাথা নাড়লো মার্শাল।

'মোটা টাকার মুনাফা আশা করেছিলেন তিনি। বদমেজাজী হিংস্র প্রকৃতির লোক ওই বারলিং-এর পরিকল্পনা।'

'দেখুন, আমি খুব খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করতে চাই', পোয়ারো শান্ত ভাবে বলে, 'টাকার হিসেবে গোলমাল করার জন্যে মিঃ লিচাম রোচি আপনাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকতে পারে বলে আপনার হয়?'

হাস্যকর ভঙ্গিতে পোয়ারোর দিকে তাকালো মার্শাল। এমনি হাস্যকর যে, হাসতে বাধ্য হলো পোয়ারো।

'ক্যাপ্টেন মার্শাল, দেখছি ভয়ঙ্কর ভাবে ভয় পেয়ে গিয়ে আপনি পিছু হঠছেন।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! অবিশ্বাস্য ধারণা।'

'আহ! আর একটা প্রশ্ন। ওঁর পালিতা-কন্যাকে ইলোপ করার ব্যাপারে উনি আপনাকে সন্দেহ করেন না তো?'

'ওহো, তাহলে আমার আর ডায়নার ব্যাপারে আপনি জানেন?' একটা অস্বস্তিকর হাসিতে ফেটে পড়লো সে।

'তাহলে খবরটা ঠিক?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় মার্শাল।

'কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। আর ডায়নাও কিছু বলেনি। আমার ধারণা ঠিকই করেছে ও। বাস্কেট ভর্তি বকেটের মতো ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ে থাকবেন উনি। অনেক আগেই আমার অন্য একটা চাকরী খুঁজে নেওয়া উচিত ছিলো।'

'তা এখন পরিবর্তিত অবস্থায় আপনার কি পরিকল্পনা?'

'স্যার, আমার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমি কিছুই জানি না। ডায়নার ওপরে সব ছেড়ে দিয়েছি। ও বলেছে, যা করার ওই সব করবে। সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা চাকরী খুঁজছিলাম। একটা চাকরী পেলেই এ-চাকবী আমি ছেড়ে দেবো।'

'আর মাদামোয়াজেল আপনাকে বিয়ে করতেন? কিন্তু সেক্ষেত্রে মঁসিয়ে লিচাম রোচি ওর মাসোহারা বন্ধ করে দিতেন। আমি বলি কি জানেন, টাকার খুব খাঁই আছে মাদামোয়াজেলের।'

মার্শালকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায়।

'কি জানেন স্যার, ওঁর টাকার প্রয়োজনটা আমার মেটানোর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।'

এই সময় জিওফ্রে কীনি ঘরে এসে ঢুকলো।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, পুলিশ এখন ফিরে যাওয়ার পথে, আপনার সঙ্গে তারা দেখা করতে চায়।'

'ঠিক আছে, আমি এখনি যাচ্ছি।'

স্টাডিরুমে তখন ইন্সপেক্টার রীভস এবং পুলিশ সার্জন পায়চারি করছিল।

'মিঃ পোয়ারো?' তাঁকে দেখে ইন্সপেক্টর বলে উঠলো, 'স্যার, আপনার এখানে আসার খবর আমরা পেয়েছি। আমি ইন্সপেক্টার রীভস।'

'আপনার সৌজন্যবোধে আমি মুগ্ধ', তার সঙ্গে করমর্দন করে পোয়ারো বললো। 'আমার সহযোগিতা আপনার দরকার হবে না, তাই না? একটু হাসলো সে।

'না স্যার, এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে না। সব কিছুই ঠিক ঠিক চলে যাচ্ছে।'

'তাহলে কেসটা খুবই সহজ বলে মনে হচ্ছে?' পোয়ারো জানতে চাইলো।

'সম্পূর্ণ ভাবে। দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। মৃতব্যক্তির পকেটে দরজার

চাবি ছিলো। গত কয়েকদিন ধরে ওঁর মধ্যে যে একটা অস্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তার মানে সব কিছু শান্ত, সব স্বাভাবিক?'

এবার ডাক্তার মুখ খুললো।

'উনি নিশ্চয়ই এমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বসেছিলেন, যার ফলে বুলেটটা আয়নায় গিয়ে আঘাত করে থাকবে। কিন্তু আত্মহত্যা একটা অদ্ভুত কাজ।'

'বুলেটটা আপনি খুঁজে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, এই যে বুলেটটা এখানে।' বুলেটটা তুলে ধরলো ডাক্তার। দেওয়ালের কাছে আয়নার নিচে এটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। পিস্তলটা রোচির নিজের। সব সময় সেটা ডেস্কের ড্রয়ারে রাখা থাকে। আমি অনুমান করতে পারি, এই আত্মহত্যার পিছনেই সব কিছু লুকিয়ে আছে, কিন্তু আমরা কখনোই তা জানতে পারি না।'

মাথা নাড়লো পোয়ারো।

মৃতদেহ একটা শয়নকক্ষে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশ এখন ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায়। দরজা পথে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল পোয়ারো। একটা শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ায় সে। হ্যারি ডেলহাউস তখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'বন্ধু, আপনার কাছে একটা জোড়ালো ফ্ল্যাশলাইট আছে?' পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আপনার যখন দরকার, এখুনি সেটা নিয়ে আসছি।'

ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে সে ফিরে এলে তার সঙ্গে জোয়ান অ্যাশবিকেও দেখা গেলো।

'আপনি চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পাবেন', হ্যারির উদ্দেশে বললো পোয়ারো।

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ডানদিকে মোড় নেয় পোয়ারো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে স্টাডিরুমের জানলার সামনে থমকে দাঁড়ালো। প্রায় ছ'ফুট পুরু ঘাস রাস্তা থেকে জানালাটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। পোয়ারো নিচু হয়ে ঘাসের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ালো সে।

'না', বললো সে, 'ওখানে নয়।'

তারপর সে থামলো এবং ধীরে ধীরে তার শরীরটা শক্ত হয়ে উঠলো। ঘাসের দুপাশে ফুলের কেয়ারি। ডান দিকের বেড়ার ওপর পোয়ারোর দৃষ্টি পড়ে। মিক্‌লম্যান এবং ডালিয়া ফুলে ভর্তি কেয়ারি। তার টর্চের আলো গিয়ে পড়েছিল ফুলের কেয়ারীর সামনে। নরম মাটির ওপর পায়ের ছাপ স্পষ্ট।

'চারজোড়া পায়ের ছাপের মধ্যে', বিড়বিড় করে পোয়ারো বলে, 'দু জোড়া পায়ের অধিকারী জানালার দিকে এগিয়ে গেছে, এবং অপর দু জোড়া জানালা থেকে ফিরে এসেছে।'

'একজন বাগানের মালি', জোয়ান বলে।

'কিন্তু তা নয় মাদামোয়াজেল, তা নয়। ভালো করে চোখ মেলে তাকান। এই জুতোগুলো ছোট, চমৎকার এবং হাই-হীলড মেয়েদের জুতো। মাদামোয়াজেল ডায়না বলেছে, ও নাকি বাগানে গিয়েছিল তখন। মাদমোয়াজেল, আপনার আগে

উনি কি নিচে নেমে গিয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

জোয়ান মাথা নাড়লো।

'আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। ঘন্টার শব্দ শোনার পর আমি তখন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর আমি তো ভেবেছিলাম, আমি বুঝি প্রথম ঘন্টার শব্দ শুনেছি। তবে আমার মনে পড়ছে. ওর ঘরের পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে দরজাটা মনে হয় খোলা থাকতে দেখেছিলাম। তবে একেবারে নিশ্চিত নই। কিন্তু মিসেস লিচাম রোচির ঘরের দরজা যে বন্ধ ছিলো. নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

'তাই বুঝি' পোয়ারো বললো।

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিলো যে কারণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হ্যারি তাকালো তার দিকে। কিন্তু পোয়ারো নেহাতই নিজেই তখন ভ্রূকুটি করে তাকিয়েছিলেন।

দরজা পথে ডায়না ক্লিভসের সঙ্গে মিলিত হলো তারা।

'পুলিশ চলে গেছে', বললো ও। 'সব শেষ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

'মাদামোয়াজেল, আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করবো?'

ডায়না এগিয়ে যায় একটা ঘরের দিকে, এবং দরজা বন্ধ করে ওকে অনুসরণ করলো পোয়ারো।

'বেশ. বলুন কি জানতে চান?' একটু অবাক হয়েই পোয়ারোর দিকে তাকালেন ডায়না।

'আজ রাতে স্টাডিরুমে জানালার কাছে ফুলের কেয়ারির পাশ দিয়ে আপনি কি হেঁটে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে সায় দেয় ও। 'তখন প্রায় সাতটা হবে, তারপর আবার ঠিক নৈশভোজের আগে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না', পোয়ারো বললো।

'সেকি! 'না বুঝতে পারার মতো' যেমন আপনি বললেন, কিছু থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না,' নিরুত্তাপ গলায় বললো ডায়না। 'আসলে টেবিলে সাজানোর জন্যে মিক্‌লম্যান ফুল তুলতে যাই। প্রতিদিন আমি এরকমই করে থাকি, প্রায় সাতটায় সময়।'

'আর তারপর? তারপর আবার নৈশভোজের আগে কেন গিয়েছিলেন?'

'ওহো, সেটাও জানতে চান? তাহলে শুনুন, সত্যি কথা বলতে কি, অসাবধানতা বশত আমার পোশাকে হেয়ার অয়েল পড়ে যায়, এই যে এখানে, ঠিক তখনি ঘটনাটা ঘটে। তখন হাতে সময় খুবই কম, তাই পোশাকটা বদলাতে চাইলাম না। মনে আছে প্রথমবার বাগানে গিয়ে অর্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপের একটা কুঁড়ি দেখে এসেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি সেখানে আবার ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে এখানে পিন দিয়ে এঁটে দিই। এই দেখুন এখানে—' পোয়ারোর ঘন সান্নিধ্যে এসে গোলাপটা তুলে ধরে দেখায় ডায়না। তেলের দাগটা দেখতে পেল পোয়ারো। তার কাছ ঘেঁষে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো ডায়না, ওর কাঁধটা পোয়ারোর কাঁধ প্রায় ছুঁইছুঁই।

'আর তখন সময় কতো ছিলো?'

'মনে হয়, প্রায় আটটা বেজে দশ হবে।'

'স্টাডিরুমের জানালা খোলবার চেষ্টা করেননি?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম বৈকি। ভেবেছিলাম, জানালা পথে গেলে তাড়াতাড়ি পৌছানো যাবে। কিন্তু ভেতর থেকে জানালাটা বন্ধ থাকতে দেখি।'

'তাই বুঝি!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো পোয়ারো। 'আর সেই গুলির আওয়াজ হওয়ার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো। 'তখনো কি আপনি সেই ফুলের বাগানেই ছিলেন?'

'ওহো, না, না, সেখান থেকে ফিরে আসবার দু তিন মিনিট পরে শব্দটা হয়, তখন আমি বাড়ির প্রবেশ পথের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'আচ্ছা মাদামোয়াজেল, ভালো করে এটা দেখুন, চিনতে পারেন কিনা!'

পোয়ারো তার হাতের চেটোয় ছোট্ট একটা গোলাপকুঁড়ি মেলে ধরলো। শান্ত ভাবে সেটা পরীক্ষা করে দেখে ডায়না।

'আমার ছোট্ট সান্ধ্য ব্যাগ থেকে এটা পড়ে গিয়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। তা আপনি এটা পেলেন কোথ্থেকে?'

'মিঃ কীনির পকেটে ছিলো এটা।' শুকনো গলায় বললো পোয়ারো। 'মাদামোয়াজেল এটা আপনি কি ওঁকে দিয়েছিলেন?'

'কেন, আমি তাকে ওটা দিয়েছিলাম, বলেছে নাকি সে?'

হাসলো পোয়ারো।

'এবার বলুন মাদামোয়াজেল, এই গোলাপকুঁড়িটা আপনি কখন ওঁকে দিয়েছিলেন?'

'গতকাল রাতে।'

'মাদামোয়াজেল। আমার আর একটা প্রশ্ন; আপনি যে এটা ওঁকে দিয়েছিলেন কাউকে না বলার জন্যে উনি কি আপনাকে সতর্ক করে দেন?'

'কি বলতে চান আপনি?' ফুঁসে উঠলো ডায়না।

কিন্তু ওর সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না পোয়ারো। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে প্রবেশ করলো সে। বারলিং, কীনি এবং মার্শাল তখনো সেখানেই ছিলো। সোজা তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলো পোয়ারো।

'মঁসিয়েরা', একটু রূঢ়স্বরেই বললো পোয়ারো, 'আপনারা স্টাডিরুমে আমাকে অনুসরণ করবেন?'

হল থেকে বেরিয়ে এসে জোয়ান এবং হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, 'আপনাদের দুজনকেই অনুরোধ করছি, আপনাদের মধ্যে কেউ একজন দয়া করে ম্যাডামকে আসার জন্যে বলবেন? ধন্যবাদ।' তারপর ডিগবিকে দেখতে পেয়ে সে বলে উঠলো, 'আহ্! এই তো চমৎকার মানুষ ডিগবি এখানেই রয়েছে। শোনো ডিগবি, তোমাকে আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট একটা প্রশ্ন। নৈশভোজের আগে মিস ক্লিভস কি কিছু মিক্‌লম্যান ফুলের ব্যবস্থা করেছিল?'

বিস্ময়ভরা চোকে তাকায় বাবুর্চি।

'হ্যাঁ স্যার, উনি করেছিলেন।'

'তুমি ঠিক বলছো?'

'একেবারে নিশ্চিত হয়েই বলছি স্যার।'

'ঠিক আছে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এসো।'

স্টাডিরুমের ভেতরে তাদের মুখোমুখি হলো সে।

'একটা বিশেষ কারণে আমি আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। মিঃ লিচাম রোচির আকস্মিক মৃত্যুক কেন্দ্র করে একটা যে অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, এখন সেটার ওপর প্রায় যবনিকাপাত হতে চলেছে। পুলিশ এসেছিল, আর তারা চলেও গেছে। তারা বলে গেছে, মিঃ লিচাম রোচি নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন। তার মানে সব শেষ।' এখানে একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো বলছি, এ কেস এখানো শেষ হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালো, আর ঠিক তখনি দরজা ঠেলে মিসেস রোচিকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

পোয়ারো তখন তাকে দেখে সে তার আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলে উঠলো, 'ম্যাডাম, আমি আবার বলছি, এ কেস এখনো শেষ হয়নি, বলা যেতে পারে সবে শুরু। এটা একটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। মিঃ লিচাম রোচি তাঁর তৈরী সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। এ ধরণের মানুষ কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না। মিঃ লিচাম রোচি কখনোই নিজেকে হত্যা করেননি।' এখানে অবার একটু থেমে সে বলে, 'ওকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন হয়েছেন উনি?' মার্শালের ঠোঁটে একটা অস্ফুট অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। ভেতর থেকে দরজা-জানালা বন্ধ একটা ঘরে একা একটা মানুষ কি করেই বা খুন হতে পারে?'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই', পোয়ারো তার কথায় অটল থেকে বললো, 'আমি বলছি, উনি খুন হয়েছেন।'

'আমার মনে হয়', তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে ডায়না বলে উঠলো, 'ওঁকে খুন করার পর খুনী দরজায় তালা লাগিয়ে কিংবা পরে জানালা বন্ধ করে দেয় এই তো?'

'আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন', জানালার কাছে গিয়ে পোয়ারো বললো। জানালার হাতলটা ঘুরিয়ে তারপর সেটা আলতো করে টানলো সে।

'এই দেখুন, জানালা খোলা। এখন আমি বন্ধ করছি, তবে হাতল ঘোরাচ্ছি না। জানালা এখন বন্ধ, কিন্তু আগল ছাড়া। এখন দেখুন এরপর কি হয়!'

জানালার ওপর সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই একটা বেসুরো আওয়াজ করে হাতলটা ঘুরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হুড়কোটা সকেটের ভেতরে ঢুকে যায়।

'দেখুন', নরম গলায় পোয়ারো বললো, 'এই যান্ত্রিক কলকব্জা খুবই আলগা ধরণের। বাইরে থেকেও অতি সহজে এরকম করা যায়।'

সে এবার জানালার দিক থেকে মুখ ঘোরালো, তার মুখটা খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

'আটটা বেজে বারো মিনিটের সময় গুলির আওয়াজ হওয়ার সময় হলঘরে চারজন লোকছিলো। এই চার ব্যক্তির অ্যালিবি রয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আর তিন ব্যক্তি তখন কোথায় ছিলো? ম্যাডাম আপনি? আপনার ঘরে ছিলেন। মঁসিয়ে বারলিং? আপনি কি আপনার ঘরে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর মাদামোয়াজেল, আপনি স্বীকার করছেন, আপনি বাগানে ছিলেন তখন।'

'এর মধ্যে আমি তো তেমন কোনো অন্যায় দেখতে'—ডায়না বলতে শুরু করে।

'অপেক্ষা করুন।' মিসেস লিচাম রোচির দিকে ফিরে পোয়ারো ওঁর উদ্দেশে বললো, 'ম্যাডাম বলুন তো, আপনার স্বামী কি ভাবে ওঁর টাকা রেখে গেছেন, এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'হুবার্ট ওর উইল আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল। ও বলেছিল, উইলের বিষয়বস্তু আমার জানা দরকার। এস্টেটের আয় থেকে বছরে তিন হাজার আমার জন্যে ববাদ্দ করে যায় ওর সেই উইলে, সেই সঙ্গে আমার পছন্দ মতো যে কোনো একটা বাড়ি আমি পছন্দ করে নিতে পারি। এছাড়া ওর বাকি সব সম্পত্তি আর অর্থের অধিকারিণী হবে ডায়না, তবে একটা শর্তে, যদি ও বিয়ে করে ওর স্বামীকে এর নাম নিতে হবে।'

'আহ!'

'কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে ও ওর উইল বদল করেছিল।'

'হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন?'

'সেই পরিবির্তিত উইলে ডায়নার অধিকারের ব্যাপারে আগের উইলের সব কিছুই অপরিবর্তিত থাকলেও, একটা নতুন শর্ত সংযোজিত হয়। আর সেই শর্তটা হলো, মিঃ বারলিংকে বিয়ে করতে হবে ডায়নাকে। সে ছাড়া যদি ও অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তখন ওর অংশের সব বিষয় সম্পত্তি এবং অর্থের উত্তরাধিকার হবে ওঁর ভাইপো হ্যারি ডেলহাউস।'

'কিন্তু আগের উইলের এই পরিবর্তন ঘটানো হয় মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে', তীক্ষ্ণস্বরে পোয়ারো বলে, 'হয়তো মাদামোয়াজেল সে খবব এখনো জানতে পারেননি। এগিয়ে গিয়ে ডায়নাকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'মাদামোয়াজেল ডায়না, আপনি তো ক্যাপ্টেন মার্শালকে বিয়ে করতে চান, তাই না? কিংবা মিঃ কীনি?'

মার্শালের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ কবে ডায়না বলে উঠলো, 'বলে যান। তারপর?'

'মাদামোয়াজেল, এ কেসে আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই। ক্যাপ্টেন মার্শালকে আপনি ভালোবাসেন। টাকাও আপনার খুব প্রিয়। অথচ আপনার পালক পিতা ক্যাপ্টেন মার্শালকে আপনার বিয়ে করার প্রস্তাব জীবিত অবস্থায় কখনো মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু উনি মারা গেলে ওঁর সব কিছু পাওয়ার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারতেন। তাই আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে যান, ফুলের কেয়ারি পেরিয়ে স্টাডিরুমের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, জানালাটা খোলা ছিলো। লেখার টেবিলের ড্রয়ার থেকে মিঃ রোচির বিবহৃত পিস্তলটা আপনি বার করে নেন। তারপর আপনি এগিয়ে গিয়ে আপনার শিকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেন। কথা বলার ফাঁকে আপনি গুলি করে বসেন। পিস্তলটার ওপর থেকে সাবধানে আপনার আঙুলের ছাপ মুছে ফেলে মিঃ রোচির হাতে গুঁজে দেন, স্বভাবতই ওঁর আঙুলের ছাপ পড়ে যায় পিস্তলের ওপরে। তারপর ওই জানালা পথেই বেরিয়ে এসেছিলেন আপনি। জানালা বন্ধ করে সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিতেই ভেতরে হুড়কোটা

সকেটের মধ্যে ঢুকে যায়, তখন দেখে মনে হয়, ভেতর থেকে জানালাটা বন্ধ, এরপর আপনি বাড়িতে ফিরে আসেন। ঘটনাটা কি এই ভাবে ঘটেছিল? মাদামোয়াজেল, প্রশ্নটা আমি আপনাকে করছি!'

'না', চিৎকার করে উঠলো ডায়না। 'না, না!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো পোয়ারো।

'না', বললো সে, 'আমিও বলছি ও ভাবে নয়। হয়তো ওরকম হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গতও হতে পারে, সম্ভবত তাই। কিন্তু দুটি কারণে সেটা সম্ভব নয়। প্রথম কারণ সাতটার সময় আপনি মিক্‌লম্যান ফুল তোলেন বাগান থেকে। দ্বিতীয় কারণটা আমার মনে জাগে মাদামোয়াজেলের কথা থেকে।' এই বলে জোয়ানের দিকে ফিরে তাকালো সে। হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকায় জোয়ান। উৎসাহী হয়ে মাথা নাড়লো পোয়ারো।

'কিন্তু হ্যাঁ, ঠিক তাই মাদামোয়াজেল। কারণ আপনি আমাকে বলেছেন, দ্বিতীয় ঘন্টার শব্দর মতো আওয়াজ শুনে তড়িঘড়ি করে ওপরতলা থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন। আপনার দাবী, আপনি নাকি তার আগে প্রথম ঘন্টার শব্দও শুনতে পেয়েছিলেন।'

দ্রুত ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় পোয়ারো।

'তার মানে কি আপনি বুঝতে পারছেন না?' চিৎকার করে বলে উঠলো পোয়ারো। 'আর দেখতেও পাচ্ছেন না? এই যে এখানে দেখুন! দেখুন ভালো করে!' এই বলে নিহত মিঃ রোচি যেখানে বসেছিলেন সেই চেয়ারের সামনে ছুটে গেলো সে। 'মৃতদেহের অবস্থানটা ঠিক কি ভাবে ছিলো লক্ষ্য করেননি? ডেস্কের ঠিক মুখোমুখি তিনি বসেছিলেন না। না, ডেস্কের এক পাশ করে বসেছিলেন তিনি জানালার দিকে মুখ করে। আত্মহত্যা করার পক্ষে সেই ভাবে বসে থাকাটা কি স্বাভাবিক? একটা কাগজের টুকরোয় আপনি ক্ষমা চেয়ে কেবল একটা শব্দ লিখলেন, ''দুঃখিত'',— আপনি ড্রয়ার খুললেন, পিস্তলটা বার করলেন। আপনি ওর মাথায় পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে চকিতে ট্রিগার টিপলেন। সেটাই আত্মহত্যা করার সঠিক পথ। কিন্তু এখন খুনের কেস হিসেবে ধরা যাক। মৃত ব্যক্তি তাঁর ডেস্কের সামনে বসে আছে, খুনী তার পাশেই দণ্ডায়মান কথা বলছিল সে। এবং কথা বলতে বলতেই সে হঠাৎ গুলি করে বসে। বুলেটটা তখন কোথায় যেতে পারে?' এখানে একটু থেমে সে আবার বলে, সোজা মাথা ভেদ করে দরজা যদি খোলা থাকে, তাহলে ছুটন্ত বুলেটটা দরজা পেরিয়ে সামনে ঘন্টার ওপর গিয়ে আঘাত করবে।'

'আহ! আপনি দেখতে শুরু করেছেন? সেটাই প্রথম ঘন্টার শব্দ, যেহেতু ওঁর ঘর ওপরতলায়, তাই একমাত্র তিনিই প্রথম ঘন্টার শব্দ শুনতে পান।'

'এরপর আসা যাক খুনের প্রসঙ্গে। আমাদের খুনী এরপর কি করে দেখা যাক। দরজা বন্ধ করে তালা-চাবি লাগিয়ে দেয় দরজায় এবং ঘরের চাবিটা মৃত ব্যক্তির পকেটে রেখে দেয়। তারপর মৃতদেহ সমেত চেয়ারটা ডেস্কের এক পাশে সরিয়ে দেয়, পিস্তলের ওপর মৃতব্যক্তির আঙুলগুলো চেপে ধরে, তার হাতের ছাপ সম্পর্কে নিশ্চিত

হওয়ার জন্যে। তারপর পিস্তলটা মৃতব্যক্তির হাতে ধরিয়ে দেয়। আয়নায় চির খাওয়ানোর ব্যাপারটা হলো, শেষ উল্লেখযোগ্য স্পর্শ, সংক্ষেপে ওঁর আত্মহত্যার "ব্যবস্থা" করা। তারপর জানালা টপকে বাগানে লাফিয়ে পড়া, বাইরে থেকে জানালা ভেজিয়ে মৃদু ঝাকুনি দেওয়া, তাতে হুড়কোটা পড়ে গিয়ে সকেটে সংযোগ সৃষ্টি করা। এরপর খুনী ঘাসের ওপর পা ফেলে যাবে না, কারণ সেখানে পায়ের ছাপ আবিষ্কারের করার সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়। কিন্তু ফুলের কেয়ারীতে কোনো পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর বাড়িতে ফিরে আসা, এবং আটটা বেজে বারো মিনিটের সময় একা একা ড্রইংরুমে থাকার সময় সেখানকাব খোলা জানালা পথে গুলি ছোঁড়েন তিনি। তারপর হলঘরে চলে আসেন। মিঃ জিওফ্রে কীনি, খেয়াল করে দেখুন তো, এ ভাবেই কি আপনি আপনাব সেই নিষ্ঠুর কাজটা সেরেছিলেন?'

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাব দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো জিওফ্রে। তারপর মুখে কুলকুচি করার পরেই মেঝের ওপব তার দেহটা আছড়ে পবে।

'আমার মনে হয়, উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি', পোয়ারো বলল, 'ক্যাপ্টেন মার্শাল, পুলিশে একবার ফোন করবেন?' ঝুঁকে পড়ে ভাসা ভাসা চোখে জিওফ্রেকে দেখে নিয়ে পোয়াবো বললো, 'আমাব ধাবণা, পুলিশ এসে পৌঁছনব পবেও এই ভাবেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে সে।'

'জিওফ্রে কীনি', ডায়না বিড়বিড় কবে বললো, 'কিন্তু তার উদ্দেশ্যই বা কি?'

'আমার ধারণা, সেক্রেটারির পদে থেকে হিসেবপত্র, চেক ইত্যাদির ব্যাপারে তার কিছু বাড়তি সুযোগ ছিলো। আর সে সেই সুযোগের অপব্যবহার করার জন্যে তার ওপর সন্দেহ জাগে মিঃ লিচাম রোচির। আর সেই কারণেই উনি আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'পুলিশকে না ডেকে আপনাকে ডাকতে গেলেন কেন?'

'আমার কি মনে হয় জানেন মাদামোয়াজেল, এ প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিতে পারেন। আপনার আর ওই যুবকটির মধ্যে কিছু একটা ছিলো বলো মঁসিয়ের সন্দেহ হয়েছিল। ক্যাপ্টেন মার্শালের থেকে ওঁব দৃষ্টি সরানোর জন্যে নিলর্জ্জের মতো মিঃ কীনির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এসেছেন। তবে হ্যাঁ, আপনাকে মুখ ফুটে অস্বীকাব করতে হবে না। আমার এখানে আসার খবরটা হাওয়ায় ভেসে এসে থাকবে মিঃ কীনির এবং সেই মতো সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন উনি। ওঁর পরিকল্পনার সারবস্তু হলো আটটা বারো মিনিটের সময় অপরাধটা ঘটাতে হবে। ওই সময় ওঁর নির্দোষিতা প্রমাণের স্বপক্ষে যথেষ্ট অ্যালিবি থাকতে পারে। ওঁর পক্ষে বিপদ একটাই ছিলো, সেটা হলো বুলেট। সেটা ঘন্টার কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকতে পারে, সেটা সংগ্রহ করার সময় করে উঠতে পারেননি উনি। যখন আমরা সবাই স্টাডিরুমের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন বুলেটটা দেখতে পেয়ে উনি সেটা তুলে নেন। সেই টানটান মুহূর্তে উনি হয়তো ভেবেছিলেন, কেউ লক্ষ্য করবে না। কিন্তু আমি, আমার মাথার পিছনে তৃতীয় নয়ন আছে, সেই চোখ দিয়ে আমি সব কিছু দেখতে পাই। কেউই আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে ওঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। ভাববার একটু সময়

নেন উনি, তারপর উনি হাস্যকর অভিনয় করেন। উনি বলেন, একটা গোলাপকুঁড়ি তুলে নিয়েছিলেন মেঝের ওপর থেকে। উনি ওঁর সেই অভিনয়ের মাধ্যমে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, একটু আগে ওঁর সেই ইতস্তত ভাবের অর্থ হলো যুবক-যুবতীর গোপন প্রেম যা উনি গোপন করতে চেয়েছিলেন। ওঃ কি চতুর খেলা! আর যদি না আপনি মিক্‌লম্যান ফুল তুলতেন—'

'এ ব্যাপারে তারা যে কি করতে পারে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? শুনুন তাহলে,—ফুলের কেয়ারীতে চারটে পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গেছে। আপনি যখন ফুল তুলছিলেন তখন আপনি তার চেয়ে অনেক বেশী পায়ের ছাপ রেখে আসতে পারেন। তাই আপনার ফুল তোলা আর গোলাপকুঁড়ি সংগ্রহ করতে আব মাঝে কেউ একজন ফুলের কেযাবির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে থাকবে। তবে বাগানের মালি সে নয়। কারণ সন্ধ্যে সাতটার পর কোনো মালি বাগানে কাজ করে না। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, সে আর কেউ নয়, অবশ্যই অপরাধী। নিশ্চয়ই সে খুনী। মনে রাখবেন, গুলিব আওয়াজ হওযার আগেই খুনটা হয়েছিল।

'কিন্তু সত্যিকারের গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পেলো না কেন?' হ্যারি জানতে চাইলো।

'রিভলবারে সাইলেন্সাব ব্যবহার করা হয়ে থাকবে। পুলিশ এসে বাগানের ঝোপঝাড় থেকে সেই রিভলবারটা উদ্ধার করতে পারে।'

'কি দারুণ ঝুঁকি!'

'ঝুঁকি কিসের? সবাই তখন ওপরতলায নৈশভোজের পোশাক পরতে ব্যস্ত ছিলো। খুব ভালো সময়, বুলেটটা কেবল অশুভ ঘটনা। তবে তা সত্ত্বেও, যেমন সে ভেবেছিল, সেই সমস্যাটাই সে কাটিয়ে উঠেছিল।'

মেঝের ওপর থেকে সেটা কুড়িয়ে নেয় পোয়ারো। 'মিঃ ডেলহাউসের সঙ্গে আমি যখন জানালাটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, সে তখন বুলেটটা আয়নার ওপর নিক্ষেপ করে থাকবে।'

'ওহো!' মার্শালের দেহের ওপব ঝুঁকে পড়ে আবেগে বলে ওঠে ডায়না : 'জন, তুমি আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারো বিয়ে করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

একটু কেঁপে বারলিং, বলে উঠলো, 'প্রিয় ডায়না, আমার বন্ধুর উইলের শর্ত মতো—'

'ওসব আমি তোয়াক্কা করি না', মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। 'ফুটপাতে বসে আমরা ছবি আঁকতে পারি।'

'তা করতে হবে', হ্যারি বলে ওঠে, 'ডায়না, আমরা দুজনে মিঃ রোচির সম্পত্তির অর্থ সব কিছু ভাগাভাগি করে নেবো। ওসব আমি একা নিজের ঝোলায় পুরতে চাই না। কারণ জ্যাঠামশাই ছিটগ্রস্ত লোক ছিলেন। ওই রকম একটা বাজে উইল করে তোমার প্রতি উনি সুবিচার করননি।'

হঠাৎ সেখানে চিৎকার শোনা যায়। মিসেস লিচাম রোচি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো, আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সে, সে, নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত ভাবে ভেঙ্গে থাকবে।'

'হ্যাঁ মাডাম।'

'ওহো!' তার দিকে তাকালেন মিসেস রোচি। 'কিন্তু আয়না ভাঙ্গাটা যে অশুভ লক্ষণ!'

'মিঃ জিওফ্রে কীনির ক্ষেত্রে এটা যে খুবই অশুভ লক্ষণ, সেটি তো প্রমাণ হয়ে গেছে।' হাসতে হাসতে বললো পোয়ারো

অনুবাদ সৌরেন দত্ত

প্লেয়িং উইথ দ্য কার্ডস

মিঃ শেটানের অদ্ভুত পার্টি চলছিল : ডিনার টেবিলে আলোচনা চলছে এখন।

"বিষ-ই হল মহিলাদের প্রধান হাতিয়ার।" মন্তব্য করে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন মিঃ শেটান, "আপনারা কি বলেন? অবশ্য বলবারই বা কি আছে। কত মহিলা তো খুন করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

শেটানের কথায় সায় দিয়ে মিসেস অলিভার বলেন, "যা বলেছেন।"

পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেটানের দিকে তাকালেন। ডিনার টেবিলের প্রথম দিককার একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন শেটান। ঘরের নীলাভ আলোয় তার দু'চোখের ধূর্ত চাহনী যেন আর ক্রুর হয়ে উঠেছে। শেটান কি উদ্দেশ্যে একের পর এক এ ধরণের মন্তব্য করে চলেছেন? পোয়ারো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পোয়ারো সমেত আজ শেটানের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আটজন। পুলিশ সুপার ব্যাটেল, গোয়েন্দা গল্প লেখিকা মিসেস অলিভার, সিক্রেট সার্ভিসের কর্ণেল রেস—এই তিনজনকে-ই পোয়ারো ভালভাবে চেনেন। কিন্তু বাকী চারজন? ডাঃ রবার্টস, মিসেস লরিমার, মিস মেরিডিথ এবং মেজর ডেসপার্ড—এদের পরিচয় পোয়ারোর অজ্ঞাত।

পোয়ারোর মনে পড়ল, শেটান তাঁকে 'জীবন্ত অপরাধ প্রদর্শনী' দেখাতে আজকের পার্টীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিসের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন তিনি? ডিনারের শেষে হঠাৎ বিভিন্ন পদ্ধতির কথা আলোচনার অর্থ-ই বা কি?

চারপাশে তাকিয়ে নিলেন শেটান। তাঁর মুখে সূক্ষ্ম শয়তানী হাসি, "তবে আমি বলব—কাউকে খুন করতে ডাক্তারদের জুড়ি নেই। সুযোগ সুবিধাও বেশী—"

শেটানের কথা শেষ হবার আগেই ডাঃ রবার্টস প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ আপনার ভুল ধারণা মিঃ শেটান। কখনো সখনো মানুষের মৃত্যুর কারণ আমরা ডাক্তাররা হই বটে—তবে সে নিছক দুর্ঘটনা। মানুষ খুন? না না কক্ষনো না।'

শেটানের পরবর্তী মতামতের অপেক্ষায় আগ্রহে বসে রইলেন পোয়ারো।

একটু পরেই—

"আমি যদি ভাবি কাউকে খুন করব—" থমথমে গলায় শেটান বললেন, "তবে খুব সোজা পথে-ই এগোব। এই ধরুন শিকার করতে গিয়ে কাউকে মেরে বসা—লোকে জানবে নিছক দুর্ঘটনা। অথবা কোন রুগীকে ভুল করে ওষুধের বদলে বিষাক্ত কিছু খাইয়ে দেওয়া—" একটু চুপ করে আবার সকলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন শেটান, "তবে কথা হল এত অভিজ্ঞ লোক বর্তমান থাকতে—আমি এসবে মতামত দেবার কে?"

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। পোয়ারো লক্ষ্য করলেন শেটানের মুখে সেই মৃদু শয়তানী হাসি।

ডিনারের পর ড্রয়িংরুমে জমায়েত হলেন সকলে। সেখানে ব্রীজ খেলার টেবিল পাতা। মিঃ শেটানের অনুরোধে চারজন তাস টেনে পার্টনার নির্বাচন করে ব্রীজ খেলতে বসলেন। এদের মধ্যে তাস খেলার সব থেকে দক্ষ মিসেস লরিমার—তাঁর উৎসাহও বেশী। একদিকে ডাক্তার রবার্টস আর মেজর ডেসপার্ড। টেবিলের অন্য দিকে মিসেস লরিমার এবং সুন্দরী মিস মেরিডিথ।

অন্য চারজনকে নিয়ে শেটান এলেন পাশের ঘরে। এঘরেও ব্রীজ খেলার বন্দোবস্ত

হয়েছে। মিঃ শেটানের একান্ত অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলতে বসলেন সকলে। শেটান নিজে খেলবেন না।

একটু বাদেই পাশের ঘরে পা বাড়ালেন তিনি। খেলা পুরোমাত্রায় জমে উঠেছে। 'ওয়ান হার্ট, পাস, থ্রি ক্লাবস, স্পেডস ফোর ডায়মন্ডস, ডবল। ফোর হার্টস' বিভিন্ন ডাকগুলো দেখছিলেন শেটান। ডাক্তার, মিসেস লরিমার, সুন্দরী মেরিডিথ, মেজর গভীর মনোযোগে খেলে চলেছেন। টেবিলের ঠিক ওপরে একটা শেড দেওয়া আলো জ্বলছে। ঘরের সবটা আলোকিত হয়নি। ছায়া ছায়া আলো-আধাঁরীর কারুকাজ। ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন শেটান। মুখে মৃদু হাসি। আজ অফুরন্ত হাসিব খোরাক পেয়েছেন তিনি।

"মাত্র বারোটা দশ।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস অলিভাব। এ ঘরের ব্রীজ খেলা শেষ। তাস খেলতে আব কেউ-ই উৎসাহী নন। সবথেকে বেশী হেরেছেন মিসেস অলিভার।

"চলুন মিঃ শেটানকে বলে আমরা বিদায় নিই।" মিসেস অলিভার বললেন। পাশেব ঘবে পা বাড়ালেন সবাই।

শেটানকে দেখা গেল ফায়ার প্লেসেব পাশে চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন। এঘরের চারজন কিন্তু দারুন উৎসাহে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তখনও। মিসেস অলিভার আর সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল খেলাব টেবিলের দিকে পা বাড়ালেন। ফায়ার প্লেসেব দিকে এগোলেন কর্ণেল রেস।

"আমবা এবার বিদায় নেবো মিঃ শেটান!" কোন জবাব এলো না। কর্ণেল রেস অবাক হলেন—শেটান যেন কেমন অদ্ভুত ভঙ্গীমায় ঘুমিয়ে আছেন—মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে। পোয়ারোর দিকে তাকালেন কর্ণেল রেস। একটু এগিয়ে শেটানের কাছাকাছি হতে-ই একটা অস্ফুট আর্তস্বর শোনা গেল কর্ণেলের মুখে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পোয়ারো চমকে উঠলেন—শেটানের কোটের ফাঁকে একটা শক্ত জিনিষ চক চক কবছে।

শেটানের একটা হাত তুলে নিলেন পোয়ারো। আপন মনে মাথা নাড়লেন। ধীরে ধীরে শেটানের হাতটা নামিয়ে দিলেন তিনি।

"সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল একবার এদিকে আসুন।"

"কি ব্যাপার মঁসিয়ে পোয়ারো?" ব্যাটেল ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি এগিয়ে এলেন।

শেটানকে ইশারায় দেখালেন কর্ণেল রেস। চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ব্যাটেল। একটু পরেই ব্যাটেলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "দয়া করে সকলে এদিকে মনোযোগ দিন।"

ব্রীজ টেবিলের সবাই তার দিকে ঘুরে তাকালেন।

"খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, গৃহস্বামী মিঃ শেটান মারা গেছেন।"

ঘরের মধ্যে প্রবল গুঞ্জন। হুড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মিসেস লরিমার এবং ডাঃ রবার্টস। মেজর ডেসপার্ডের চোখে জিজ্ঞাসা। ফ্যাকাশে মুখে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠলেন অ্যানা মেরিডিথ।

"আপনি নিশ্চিত, মিঃ শেটান মারা গেছেন?" প্রশ্ন করে এগোতে যাচ্ছিলেন রবার্টস, বাধা দিলেন ব্যাটেল, "দাঁড়ান। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। খেলার সময় এ ঘর ছেড়ে বাইরে কে কে গেছিলেন। আর ভেতরে কে এসেছিল?"

"মানে?" রবার্টস ঘাবড়ে গেলেন, "বাইরে যাওয়া, ভেতরে আসা—এরকম কিছুই হয়নি।"

"মিসেস লরিমার, আপনার কি মনে হয়?"

"ঠিকই বলেছেন রবার্টস।" মিসেস লরিমার সায় দিলেন। "এমনকি খেলার আগেই খানসামা পানীয়ের ট্রে রেখে চলে গেছেন। আর আসেননি।"

মেজর এবং মিস মেরিডিথও সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

"বেশ। তবে ডিভিশনাল সার্জন না আসা অবধি শেটানের দেহ কেউ ছোবেন না।" ডাক্তার রবার্টসের দিকে তাকিয়ে ব্যাটেল বললেন, "ডঃ রবার্টস আপনিও না। কারণ শেটান খুন হয়েছেন।"

আতঙ্কে যেন শিউরে উঠলেন ঘরের সবাই। ব্যাটেল এ ঘরে উপস্থিত চারজন ব্রীজ খেলোয়াড়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন, "তাঁকে খুন করা হয়েছে—বুকে ছুরি বসিয়ে!" একটু থেমে প্রশ্ন করলেন ব্যাটেল, "খেলার সময় টেবিল ছেড়ে আপনাদের ভেতর কে কে উঠেছিলেন?" কয়েকমুহূর্ত সবাই চুপ করে রইলেন। একটু পরে খানিক ইতস্তত করে মেজর ডেসপার্ড বললেন, "দেখুন—আমর মনে হয় ঘরের প্রত্যেকে-ই কোন না কোন সময় টেবিল ছেড়ে উঠেছেন। আমি নিজেই দু-বার উঠেছি। শেষবার আগুনটা উস্কে দেবার জন্য যখন ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি গেলাম—মনে হল শেটান যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

'হতে পারে—"ব্যাটেল মাথা নাড়লেন, "হয়তো ততক্ষণে মিঃ শেটান মারা গেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। তবে এখন আপাতত আপনারা পাশের ঘরে যান। কর্ণেল রেস সহ বাকী চারজন পাশের ঘরে চলে গেলেন। ব্যাটল স্থানীয় পুলিশকে ফোন করলেন।

একটু পরে-ই ফোন নামিয়ে রাখলেন ব্যাটেল, "ডিভিশনাল সার্জন, স্থানীয় পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যে-ই এসে পড়বে।" পোয়ারোর দিকে তাকালেন ব্যাটেল, "খুনী কি সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে ভাবুন মঁসিয়ে পোয়ারো। শেটান তো চেঁচিয়েও উঠতে পারতেন? আরো আশ্চর্য্য ঘরের এতগুলো লোক টের পেল না একটা খুন হচ্ছে?"

"খুব মরীয়া না হলে এতটা ঝুঁকি নিয়ে খুন করা সম্ভব হত না।" পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, "আজকের পার্টির উদ্দেশ্য...." ঠিক তক্ষুণি বাড়ীর সামনে একটা গাড়ী এসে থামল। "সম্ভবতঃ লোক্যাল পুলিশ এসেছে, এক মিনিট মঁসিয়ে পোয়ারো—" ব্যাটেল দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ডাইনিং-টেবিলের চারদিকে চারজন বসে রয়েছেন। পোয়ারো, মিসেস অলিভার, কর্ণেল রেস এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যাটেল। এর মধ্যে একঘন্টা কেটে গেছে। বিভিন্ন ছবি নেওয়া হয়েছে মৃতদেহের, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞও এসে তার কাজ করে চলে গেছেন। ব্যাটেল তাকালেন পোয়ারোর দিকে, 'ও ঘরের চারজনকে ডেকে জেরা করব। তার

আগে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। আজকের পার্টির সম্বন্ধে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন!"

"হ্যাঁ। পার্টির আসল উদ্দেশ্যটা—"শান্তকণ্ঠে বললেন পোয়ারো "আমাকে মিঃ শেটান যা বলেছিলেন, পার্টিটা নাকি জীবন্ত অপরাধ-প্রদর্শনী!"

"তার মানে! ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেন নি তো!"

"না। যতদূর মনে পড়ছে মিঃ শেটান বলেছিলেন তার শখ খুন এবং এবং খুন! তার মতে খুন হল একটা আর্ট—যে কাজে সফল হতে পারলে খুনীকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। ভদ্রলোকের সখ ছিল সফল খুনীবা অর্থাৎ যারা খুন করেও সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে পার পেয়ে গেছে এরকম খুনীদেব সঙ্গে পরিচয় করা—"

"তাহলে তাদের নিয়েই এই জীবন্ত অপরাধ প্রদর্শনী? এদের দেখাতেই পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি?" ব্যাটেল প্রশ্ন করলেন।

"সম্ভবতঃ তাই। ভদ্রলোক চিরকাল সকলকে ভয় পাইয়ে মজা পেতেন। ফলটা কি হল—তিনি নিজে মারা পড়লেন।"

"তাহলে দাঁড়াচ্ছে—নিমন্ত্রিত আটজন। তার মধ্যে চারজন দর্শক, বাকী চারজন হত্যাকারী। অন্ততঃ মিঃ শেটান এই ভাবতেন।" প্রশ্ন করলেন ব্যাটেল।

"না না, এরা সকলেই ভদ্রলোক। এরমধ্যে কেউই খুন করতে পারে না।" মিসেস অলিভার প্রতিবাদ করে ওঠেন।

"তাই যদি হয়, তবে আমার সন্দেহ হয় ডাঃ রবার্টসকে! ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হবার সময়ই মনে হয়েছিল কি একটা গলদ আছে। আমার অনুভূতি কখনো মিথ্যা হয় না।" মিসেস অলিভারের কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না ব্যাটেল। পুরনো কথার খেই ধরেই আলোচনা চলতে লাগল।

"হয়তো শেটান আজকের পার্টিতে কয়েকজন খুনীকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। মানে আমরা চারজন ছাড়া বাকী চারজনকে শেটান অন্ততঃ খুনী বলেই জানতেন। হয়ত সবক্ষেত্রে তাঁর অনুমান ঠিক নয়। কিন্তু শেটানের মৃত্যুই প্রমাণ করেছে অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে তাঁর আন্দাজ সঠিক—কি বলেন মিঃ পোয়ারো!"

"সেরকমই মনে হচ্ছে। খুনীর ভয় ছিল শেটানের হাতেই হয়ত তার অপরাধের সাক্ষ্য জমা আছে। সে ভেবেছিল তাকে নিয়ে খানিক মজা করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে শেটান। আসলে যে কি ঘটেছিল আমার তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব না।" মাথা দোলালেন পোয়ারো।

"এবার তাহলে শুরু করি—" সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল উঠে দাঁড়ালেন।

"তাহলে আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।" কর্ণেল রেস উঠে দাঁড়াতেই একটু ইতস্তত করে ব্যাটেল বাধা দিলেন "না, দরকার নেই। আপনারা সকলেই এ ঘরে থাকতে পারেন। কিন্তু কাজের মাঝখানে কেউ বাধা দেবেন না। আর এতক্ষণ যে বিষয়ে আলোচনা করলাম সে সম্বন্ধেও কোন কথা বলবেন না কেউ—ঠিক আছে?"

মিসেস অলিভার মাথা নাড়লেন। পাশের ঘর থেকে ডাঃ রবার্টসকে ডেকে পাঠালেন ব্যাটল।

একটু পরেই ডাঃ রবার্টস ঘরে এসে ঢুকলেন।

"সত্যি কি সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি তো ভাবতেই পারছি না—মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে তিন জন তাস খেলছে, এর মধ্যে খুন করে আসা—বাপ্‌রে, আমার এত সাহস নেই—বলুন সুপারিনডেন্ট কিভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব।" ডাক্তার রবার্টস ক্ষীণ হাসলেন।

"মোটিভ। মোটিভই হল আসল কথা—"

"তবে তো কোন কথাই নেই। মিঃ শেটানকে আমি ভাল করে চিনি না পর্যন্ত। একটু-আধটু পরিচয় আছে। আমি তাকে খুন করতে যাব কেন? অবশ্য আপনারা তদন্ত করবেন নিশ্চয়ই—"

"হ্যাঁ, আইনমাফিক কাজ তো করতেই হবে। আচ্ছা, ডাঃ রবার্টস! ও ঘরের বাকী তিনজন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?"

"দুঃখিত। কিছুই বলতে পারব না। আজই তো আলাপ হল এদের সঙ্গে। একমাত্র মিসেস লরিমারকে আগে থাকতে চিনতাম। অবশ্য মেজর ডেসপার্ডের লেখা ভ্রমণ কাহিনী আগে পড়েছি।"

"আপনি জানতেন ডেসপার্ডের সঙ্গে শেটানের আলাপ আছে?"

"না। আজই প্রথম মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে পরিচয় হল আমার।"

"মিসেস লরিমারকে তো চিনতেন আপনি। তার সম্পর্কে কি কিছু জানেন?"

"তেমন কিছু না। যতটুকু জানি, তিনি একজন বিধবা ভদ্রমহিলা। টাকাকড়ি ভালই আছে। বুদ্ধিমতী এবং ব্রীজ খেলায় এক্সপার্ট। তার সঙ্গে ব্রীজ খেলা উপলক্ষেই এক বন্ধুর বাড়ীতে আমার আলাপ।"

"মিঃ শেটানের কাছে কখনো মিসেস লরিমারের নাম শোনেন নি?"

"না।"

"আচ্ছা। খুব ভাল করে ভেবে বলুন ডাক্তার রবার্টস, ক'বার আপনি খেলার টেবিল ছেড়ে উঠেছিলেন? বাকী তিনজন ক'বার উঠেছিলেন?"

ডাক্তার রবার্টস কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন। অন্যদের কথা সঠিক বলতে পারব না। আমারটা বলতে পারি—যতদূর মনে পড়ছে মোট তিনবার উঠেছিলাম। সেই তিনবারই ডামি ছিলাম আমি। প্রথমবার উঠে ফায়ার-প্লেসের আগুন উস্কে দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার একজন মহিলার জন্য জল আনতে। আর শেষবার আমার নিজের জন্য পানীয় আনতে উঠেছিলাম।"

"সময়ের একটা আন্দাজ দিন—"

"মোটামুটি সময়টা বলতে পারি। প্রায় সাড়ে-নটার সময় আমরা খেলতে বসি। ঘন্টাখানেক বাদে আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে যাই। মিনিট দুই-তিন বাদে জল আনতে উঠি, শেষবার উঠি তখন রাত সাড়ে-এগারোটা হবে। ঘড়ি তো দেখিনি, ভুলও হতে পারে।"

"পানীয়র ট্রে তো মিঃ শেটানের চেয়ারের পাশের টেবিলে ছিল।"

"হ্যাঁ। মোট তিনবারই আমি তার চেয়ারের পাশ দিয়ে গেছি।"

"প্রত্যেকবারই কি তাকে আপনার ঘুমন্ত মনে হয়েছিল?"

"প্রথমবার সেইরকম মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তাসের কথা ভাবছিলাম ততটা খেয়াল করিনি। শেষ বার তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাবলাম ভদ্রলোক এত ঘুমুতেও পারেন। কোনবারই খুব একটা লক্ষ্য করিনি।"

"অন্যান্যরা ক'বার উঠেছিলেন? একটু চিন্তা করুন—"

"বেশ কঠিন প্রশ্ন—" খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন ডাক্তার রবার্টস। "মেজর ডেসপার্ডকে দুবার উঠতে দেখেছিলাম, মনে পড়ছে। একবার বোধহয় অ্যাসট্রে আনতে আর দ্বিতীয়বার পানীয় জল আনতে গেছিলেন"

"আব মহিলারা?" ব্যাটেল করলেন।

"মিসেস লরিমার একবার ফায়ারপ্লেসের কাছে বোধহয় আগুনটা উস্কাতে গিয়েছিলেন, কি যেন কথাও বললেন শেটানের সঙ্গে। আর মিস মেরিডিথ যখন আমার পার্টনার ছিলেন তখন একবার উঠেছিলেন তাস দেখতে। প্রথমটায় আমার তাস উঁকি মেরে দেখলেন। তাবপর অন্যদের তাস দেখবার পর বোধহয় পায়চারী করছিলেন ঘরের মধ্যে। আসলে তখন তাস নিয়ে এত ব্যস্ত ওদিকে মাথা ঘামাতে পারিনি।"

ব্যাটেল একটু চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন কবলেন, 'তাস খেলার সময় আপনাদের কেউ কি ফাযাবপ্লেসের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।"

"না, সবার চেয়ারই একটু কোনাকুনিভাবে ঘোরানো ছিল। তাছাড়া মাঝখানে একটা মেহগনীকাঠের আলমারী থাকায় আড়াল পড়ে যায়। খুন করাটা কঠিন হয় নি। কাবণ খেলাটা যখন ব্রীজ তখন সকলের মনোযোগ ঐদিকেই থাকতে বাধ্য। একমাত্র ডামিই খুনটা করতে পারে—"

"ডামিই খুন করেছে কোন সন্দেহ নেই। যেই খুন করুক, মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে।" অন্যদের দিকে একঝলক তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যাটেল, 'ডাক্তার রবার্টস! এই তিনজনের মধ্যে আপনার কাকে খুনী বলে সন্দেহ হয়?'

"আমার মতামত চাইছেন?" একটু থতমত খেয়ে বললেন ডাঃ রবার্টস, "দেখুন আমার তো মনে হয় খুনী মেজর ডেসপার্ড। আজীবন বিপজ্জনক পরিবেশে কাটানোয় ভদ্রলোকের নার্ভ স্ট্রং, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন। এরকম ঝুঁকি নেওয়া তার পক্ষেই সম্ভব। মেয়েদের এরকম খুন করার দৈহিক বা মানসিক শক্তি কোনটাই নেই—"

"নাঃ, এ ব্যাপারে বিশেষ গায়ের জোর লাগেনি, দেখুন না এটা—" একটা পাতলা লম্বা ছোরা বের করে ধরলেন ব্যাটেল! যেটার হাতলে চুনিপান্না বসানো। ফলাটা আলোয় ঝকঝক করে উঠল।

আলগাভাবে ছোরার ডগায় একবার হাত ঠেকালেন ডাঃ রবার্টস। "কি সাংঘাতিক! একটু ঠেকালেই একেবারে মাখনের মত ঢুকে যাবে বুকে। খুনী এটা তাহলে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল, কি বলেন?"

"না। এটা মিঃ শেটানের, দরজার পাশেই টেবিলের ওপর অনেক পুরানো জিনিসপত্রের সঙ্গে ছিল।"

"খুনীই তাহলে খুঁজে বার করেছে এটা—"

"এমন তো হতে পারে খুনী দেখার পরই মতলব এঁটেছে?"

"অসম্ভব নয়, হতে পারে!"

"যাকগে, আপনাকে আর আটকাবো না। যাবার আগে ঠিকানাটা বলে যান। দু-চারদিনের মধ্যে হয়ত যেতে হবে—"

"নিশ্চয়ই যাবেন, তবে দেখবেন এ নিয়ে যেন কাগজে বেশী লেখালেখি না হয়। বুঝতেই পারছেন, রুগীরা নার্ভাস হয়ে পড়বে—"

ব্যাটেল ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। "মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি কোন প্রশ্ন করবেন?"

"হ্যাঁ," পোয়ারো মাথা দোলালেন "আমি খেলাটা সম্বন্ধেই কিছু জিজ্ঞাসা করব। আপনারা কটা রাবার খেলেছিলেন ডাঃ রবার্টস?"

"তিনটে। চতুর্থটা শেষ হবার আগেই আপনারা এসেছিলেন।"

"খেলাটার বিবরণ দিতে পারেন?"

"হ্যাঁ। প্রথম রাবারে আমি আর মেজর ডেসপার্ড জুটি ছিলাম। মেয়েদের কাছে হারলাম আমরা। দ্বিতীয়বার মিস মেরিডিথ আর আমি খেলেছিলাম, মিসেস লরিমার আর মেজর ডেসপার্ডের বিপক্ষে। তৃতীয়বার আমার পার্টনার ছিলেন মিসেস লরিমার, চতুর্থবারে মিস মেরিডিথ। প্রত্যেকবারই তাস টেনে পার্টনার বেছে নেওয়া হয়েছে।"

"হার-জিৎ?"

"প্রত্যেকবারই মিসেস লরিমার জিতেছেন। মিস মেরিডিথ জিতেছেন কেবল প্রথমবার। সবমিলিয়ে আমাদের জিত হয়েছে। মিস মেরিডিথ আর ডেসপার্ডই বেশী হেরেছেন।"

"ডাঃ রবার্টস, আপনাকে একটা অন্য প্রশ্ন করছি।" পোয়ারো মৃদু হাসলেন, "আপনি ছাড়া বাকী তিনজনই কেমন ব্রীজ খেলেন?"

"মিসেস লরিমার ব্রীজ খেলায় এক্সপার্ট। ব্রীজ খেলে ভালই পয়সা রোজকার করেন মনে হয়। ডেসপার্ড খুব একটা ঝুঁকি নেন না, তবে খেলেন ভালই। মিস মেরিডিথ খুবই সাদামাটা খেলেন, তবে ভুল করেন কম।"

"আর আপনি?"

হাসলেন ডাঃ রবার্টস। "অনেকেই ভাবেন আমি হাতের তাসের তুলনায় বেশী বেশী ডাক দিই, হয়তো তাই। কিন্তু তাতে আমার খুব একটা ক্ষতি হয় না বরং লাভই হয়।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রবার্টস, "আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই তো?"

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। শুভরাত্রি জানিয়ে ডাঃ রবার্টস বিদায় নিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। এর মধ্যে বাকী সকলের জেরা শেষ। মিসেস লরিমার, মিস মেরিডিথ ও মেজর ডেসপার্ড বিদায় নিয়েছেন। সকলকেই মোটামুটি একই ধরণের প্রশ্ন করেছিলেন ব্যাটেল। উত্তরে যা জানা গেল :

মিসেস লরিমার : ব্রীজ খেলতে ভালবাসেন। মিঃ শেটানের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয় মিশরের এক হোটেলে। শেটানের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু ধরণের নয়, ভালভাবে তাকে চেনেনও না। শেটানের মৃত্যুতে তাঁর কোন লাভ বা ক্ষতি নেই, যদিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে তিনি খুব একটা উৎসাহী নন। মেজর ডেসপার্ড ও মিস মেরিডিথের সঙ্গে আজকের পার্টিতেই তাঁর প্রথম আলাপ। ডাক্তার রবার্টসকে তিনি একজন নামকরা ডাক্তার হিসাবে চেনেন, কিন্তু রবার্টসের পেশেন্ট নন। ব্রীজ খেলা

চলাকালীন তিনি একবার উঠে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়েছিলেন, শেটানের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাও হয়েছিল। ব্রীজ টেবিলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি নতুন কিছু বলতে পারলেন না। যে ছোরা দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা তিনি আগে কখনও দেখেন নি। কাউকে খুনী হিসাবে মতামত দিতে নারাজ। এসময় তিনি একটু রেগে গেছিলেন। অবশ্য ব্রীজ খেলোয়াড় হিসাবে অন্যান্যরা কেমন এ প্রশ্নে তিনি কোন আপত্তি করেন নি। তাঁর মতে, ডেসপার্ড বেশ হিসেব করে খেলেন, ডাক্তার রবার্টস একটু বেশী ডাক দেন। মিস মেরিডিথ খুব সাবধানী।

দুই, মিস মেরিডিথ ঃ সুন্দরী অল্পবয়সী তরুণী মিস মেরিডিথ থাকেন ওয়ালিংফোর্ডে। এমনিতেই অতিরিক্ত নার্ভাস, মিঃ শেটানের মৃত্যুতে খুব ভয় পেয়েছেন। শেটানের সঙ্গে তাঁর আলাপ সুইজারল্যান্ডে। মাঝে মধ্যে শেটানের পার্টিতে এসেছেন। ভদ্রলোককে দেখে তার সবসময়ই ভয় করত যদি সেরকম কোন কারণ নেই। আজকের পার্টির কাউকেই তিনি চিনতেন না, আজই আলাপ হয়েছে সবার সাথে। ব্রীজ টেবিল ছেড়ে তিনি ক'বার উঠেছিলেন, কি করেছিলেন কিছুই সঠিকভাবে বলতে পারলেন না। মিসেস লরিমারকে তাব খুনেব ব্যাপারে সন্দেহ হয়। ছোরাটা দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা বকতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত এটুকুই বলতে পারলেন যে শেটানের মৃত্যুতে তাঁর কোন স্বার্থ নেই। অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে পড়বার জন্য তাকে বিশেষ প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিন, মেজর ডেসপার্ড ঃ বনে জঙ্গলে বহুদিন কাটিয়েছেন। পার্টির জাঁক-জমক, সামাজিকতা ভালবাসেন না বরঞ্চ বনে জঙ্গলের উন্মুক্ত পরিবেশ তাঁকে বেশী মুগ্ধ করে। শেটানের সঙ্গে তাব প্রথম আলাপ এক বন্ধুর পার্টিতে। মেজর ডেসপার্ড খুব অপছন্দ করতেন শেটানকে। ভদ্রলোকের আচার আচরণ, পোষাক সবই তার অসহ্য বলে মনে হত। খুন করা হয়েছে যে ছোরা দিয়ে সেটা আগে কখনো দেখেন নি। ব্রীজ টেবিল ছেড়ে তিনি দুবার উঠেছিলেন, প্রথমবার একটা অ্যাশট্রের জন্য, দ্বিতীয়বার পানীয় আনতে। ডাক্তার রবার্টসকে তিনি খুনী বলে সন্দেহ করেন। ব্রীজ খেলোয়াড় হিসাবে অন্যান্য সকলের সম্পর্কে তার মত—মিস মেরিডিথ ভাল খেলেন, ডাক্তার রবার্টস অতিরিক্ত ডাক দেন, মিসেস লরিমার সব থেকে দক্ষ। মেজর ডেসপার্ড প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরই সাবলীলভাবে দিয়েছেন।

প্রত্যেকেই তাদেব ঠিকানা দিয়ে বিদায় নেন।

"আচ্ছা মিঃ পোয়ারো, আপনি তখন থেকে ঐ স্কোরশীটগুলোতে কি দেখছেন?" ব্যাটেল পোয়ারোর দিকে তাকালেন। "তখন দেখলাম মিসেস লরিমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন স্কোরটা কার লেখা?"

"দেখছিলাম এদের প্রত্যেকর বৈশিষ্ট্যগুলো। প্রথমটা দেখুন, স্কোর লেখেন মিস মেরিডিথ। প্রথম রাবারে মিসেস লরিমারের পার্টনার ছিলেন মেরিডিথ। ভালো তাস তুলেছিলেন মিসেস লরিমার, তাই জিত তাঁদেরই হয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে খেলা। ক্ষুদে ক্ষুদে অথচ স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, যোগবিয়োগগুলো খুব সতর্কভাবে করা হয়েছে।

"দ্বিতীয়টা কার?"

"মেজর ডেসপার্ডের লেখা,—খেলা অবশ্য ঠিক কিরকম হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না তবুও এ থেকে মেজর ডেসপার্ডের চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে—ভদ্রলোক একনজরে নিজের চারপাশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে চান, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলোরও বৈশিষ্ট্য আছে!"

"আর তৃতীয়টা বোধহয় মিসেস লরিমারের!"

"হ্যাঁ, তিনি তখন ডাক্তার রবার্টসের পার্টনার। খেলাটা বেশ জমেছিল বোঝা যাচ্ছে, দুদিকের লম্বা যোগবিয়োগের সারি। মিসেস লরিমারের হাতের লেখারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সুন্দর দৃঢ় ।"

"এই অসমাপ্ত স্কোরশীটটা?"

"এটা ডাক্তার রবার্টসের লেখা। পার্টনার ছিলেন মিস মেরিডিথ। মিস মেরিডিথ একটু ভীতু স্বভাবের, কম কম ডাক দেন। খেলাটা খুব একটা জমেনি। রবার্টসের হাতের লেখা সুন্দর না হলেও পড়া যায়। সমস্ত স্কোরটায় কেমন একঘেয়ে একটা ভাব রয়েছে।"

"কিছু বুঝতে পারলেন এর থেকে?"

"একটা ধোঁয়াটে ছাড়া বিশেষ কিছু না।"

"সম্ভাবনার দিক থেকে দেখতে গেলে, আমার যা মনে হয়, প্রথম সন্দেহ হবে ডাঃ রবার্টসের ওপর। ভদ্রলোক ডাক্তার, বুকের ঠিক কোথায় ছোরা বসালে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যু, খুব ভালভাবেই জানেন। অবশ্য এছাড়া আর অন্য কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। তারপর আসছেন মেজর ডেসপার্ড, বিপজ্জনক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। নার্ভ খুব শক্ত চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একেও সন্দেহ হয়। অবশ্য মেয়েদের সন্দেহ না করার কোন কারণ নেই। মিসেস লরিমারকেই ধরুন, বেশ শক্ত নার্ভের মহিলা, তার হাবভাব দেখলে বোঝা যায় কোন মানসিক অশান্তি আছে, গোপন রহস্যও থাকতে পারে। আবার অন্যদিক থেকে ভাবতে গেলে তিনি খুন করতেই পারে না। একজন আদর্শবাদী হেড মিস্ট্রেসের মতই মনে হয় তাকে। সুতরাং কারো বুকে ছোরা বসাচ্ছেন ভাবাও যায় না। বাকী থাকল মিস মেরিডিথ, সাধারণ সুন্দরী তরুণী, একটু লাজুক লাজুক ভাব, ভীতু। তার সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না—"

"কিন্তু মিঃ শেটানের বিশ্বাস ছিল মেয়েটি কাউকে খুন করেছে।" পোয়ারো শান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন।

"আমার বিশ্বাস ঐ মেয়েটাই খুনী। ভাগ্যিস এটা কোন গল্প নয়। পাঠকেরা আবার সুন্দরী মেয়েদের খুনী বানালে অসন্তুষ্ট হয়। এক্ষেত্রে আমার স্থির বিশ্বাস, হয় ঐ ডাক্তার নয় ঐ মিসেস মেরিডিথই খুনী কোন সন্দেহ নেই।" মিসেস অলিভার মতামত দেন।

"এদের চারজনের একজন তো খুনী নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা কে?" ব্যাটেল চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললাম তার তো কোন মূল্যই দিচ্ছেন না আপনারা। মিঃ পোয়ারো আপনি কি বলেন?" মিসেস অলিভার তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

"আমি? আমি এইমাত্র নতুন সূত্র আবিষ্কার করলাম।"

"নিশ্চয়ই আপনারা ঐ স্কোরশীট থেকে, কি যে অত দেখছেন—"

"ঠিকই ধরেছেন, মিস মেরিডিথের স্কোরশীট থেকে। স্কোরশীটের পেছনে হারজিতের হিসেব করেছেন মেরিডিথ।"

"এর থেকে কি প্রমাণ হয়?"

"প্রমাণ কিছুই নয়, একটা বৈশিষ্ট্য, বোঝা যাচ্ছে, মিস মেরিডিথ গরীব ঘরের মেয়ে অথবা বেশ হিসেবী।"

"সাজপোষাকের ঘটা দেখলে তো মনে হয়না সেকথা।" মিসেস অলিভার বললেন।

"আমরা কিন্তু মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি। কর্ণেল রেস একটু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। "এর চাইতে সন্দেহজনকদের অতীত সম্বন্ধে খোঁজখবর করলে লাভ হত।"

ব্যাটেল মৃদু হাসলেন "নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে তো খোঁজখবর করা হবে—আমরাই করব, তবে আপনারও সাহায্য চাই—ডেসপার্ডের ব্যাপারে খবব দরকার।"

"আমাব মাথায় একটা দারুণ মতলব এসেছে।" মিসেস অলিভার খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "এখানে আমরা চাবজন উপস্থিত আছি। সবাই গোয়েন্দাবিভাগের কাজকর্মের সঙ্গে পবিচিত। আর ওঁরাও সংখ্যায় চারজন। আমরা প্রত্যেকেই যদি এক একজনের ওপর নজর রাখি কেমন হয়? ধরুণ কর্ণেল রেস, খবরাখবর নিলেন মেজর ডেসপার্ডের। সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল নেবেন ডাক্তার ববার্টসের। মিসেস লরিমারের খোঁজখবর নিলেন মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি না হয় মেরিডিথকে দেখবো। আমরা আমাদের নিজেদের পদ্ধতিতেই কাজ চালাব।"

ব্যাটেল মাথা নাড়লেন, "না তা হয় না। এসব হল সরকারী ব্যাপার, আইনের প্রশ্ন থেকে যায়। আমার ওপর যখন দায়িত্ব দেওয়া আছে তদন্ত চালাতে হবে আমাকেই। তাছাড়া কর্ণেল রেস হয়ত ডেসপার্ডকে খুনী মনে করেন না। পোয়ারো হয়ত মনে করেন মিসেস লরিমার নির্দোষ। এ নিয়ে একটা মিথ্যে গোলমালের সৃষ্টি করার দরকার কি?"

"হয় না, তাই না,। কিন্তু প্ল্যানটা দারুণ করেছিলাম। 'মিসেস অলিভার হতাশ হয়ে পড়লেন, "আচ্ছা আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধান চালাই আপনার আপত্তি আছে?"

"না। আপনি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন, আপনার কৌতূহল মেটাতে যেভাবে খুশী অনুসন্ধান চালাতে পারেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার আপত্তির কি আছে? তবে এইসব খুনের মামলায় মাথা না ঘামানোই ভাল।

"আপনাকে এমন একজনের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে, যে এর-মধ্যেই দুটো খুন করেছে। প্রয়োজন হলে তৃতীয় খুন করতেও তার হাত কাঁপবে না।" পোয়ারো শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"আমাকে সাবধান করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এ রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না। আমরা যে সমস্ত খবর জোগাড় করব সবই সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলকে জানিয়ে দেব। অবশ্য সমস্ত ঘটনা থেকে আমার সিদ্ধান্ত কাউকে জানাব না।"

কর্ণেল রেস উঠে দাঁড়ালেন, "ঠিক আছে। মেজর ডেসপার্ডের খবর দু'চারদিনের মধ্যে এনে দেব।"

"আমি ঠিক কি ধরণের খবর চাইছি বুঝতে পারছেন তো?"

"বুঝতে পেরেছি। কোন শিকার দুর্ঘটনা বা ওই জাতীয় কিছুর সঙ্গে ভদ্রলোক জড়িত ছিল কিনা, এই তো?"

মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। কর্ণেল রেস সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মিসেস অলিভার জিজ্ঞাসা করলেন, "ভদ্রলোক কে বলুন তো?"

"সেনা বিভাগের একজন বড় অফিসার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘুরে এসেছেন।"

"তাহলে ঠিকই ভেবেছিলাম। ভদ্রলোক সিক্রেট সার্ভিসের অফিসার।" মিসেস অলিভার মৃদু হাসলেন "তাই তো, তা না হলে মিঃ শেটানই বা কেন ওকে ডিনারে ডাকবেন। চরজন খুনি, চারজন গোয়েন্দা। একজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের, একজন সিক্রেট সার্ভিসের, একজন বেসরকারী আর বাকী রইলাম আমি—কাল্পনিক রহস্য উপন্যাসের—বাঃ! প্ল্যানটা ভালই করেছিলেন শেটান।"

ব্যাটেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনার কি মনে হয় মিঃ পোয়ারো, কোন পথে এগোলে রহস্যের হদিশ মিলবে?"

"মনস্তত্বই হচ্ছে আসল। আজ রাতের ডিনার পার্টির অতিথিদের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানি। তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, লক্ষ্য করেছি এদের প্রত্যেকের ব্রীজ খেলার ধরণ, হাতের লেখা, স্কোর রাখার ধরণ—এ সমস্ত থেকেই এদের মনস্তত্ব কিছুটা আন্দাজ করা যায়। তবে এই খুনের একটা ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, খুনীর মনের জোর অসাধারণ। অহঙ্কার খুব বেশী।"

"আপনি তো এদের চাবজনের ব্রীজ খেলার ধরণ নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করছিলেন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কাউকেই বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং ওদিকে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা আছে—অতীত। অতীতের গোপন আবরণ খসে গেলেই পাব সত্যের সন্ধান। মিঃ শেটানের বিশ্বাস ছিল এরা প্রত্যেকেই খুনী। তিনি কি কোন প্রমাণ পেয়েছিলেন, না সবটাই তার কল্পনা? আজ এসব কিছুই জানা যাবে না।"

"চারজনই খুনী আর তার প্রমাণ শেটানের হাতে মজুত ছিল, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" ব্যাটেল মাথা নাড়লেন।

"হতে পারে। হয়ত কাউকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ ছিল না। তখন গল্প করতে করতে অতিথিদের কাছে বিশেষ ধরণের সেই খুনের পদ্ধতির কথা বললেন। কেউ হয়ত গম্ভীর হয়ে উঠল, কারোর চোখের পলক পড়ল বা কেউ কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল—সবই তিনি লক্ষ্য করলেন। এ ভাবে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া কথাতে আসল অপরাধী মনে মনে অস্থির হয়ে পড়বে। একটা বা দুটো ক্ষেত্রে শেটানকে এরকম চালাকি করতে হয়েছিল। অন্য ক্ষেত্রে হয়ত তার হাতে প্রমাণ ছিল। তবে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মত অত জোরালো প্রমাণ হয়তো ছিল না।"

"খুবই গোলমেলে ব্যাপার। একটাই পথ—এদের চারজনের অতীত জীবনের

খোঁজখবর চালানো। অতীত হাতড়ে বার করা—এদের কেউ কোন অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত কিনা। ডিনার টেবিলে মিঃ শেটান কি বলেছিলেন মনে আছে মিঃ পোয়ারো।''

''হ্যাঁ। বলেছিলেন ডাক্তারদের পক্ষে খুন করার সুযোগ সুবিধা বেশী, আবার শিকার করতে গিয়ে ভুল করেও কেউ খুন করতে পারে—দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই কেউ ভাবত না। কিন্তু এসব বলে নিজের বিপদকেই ডেকে এনেছিলেন শেটান।''

''তবে কেবলমাত্র এসব কথার ওপর ভিত্তি করে চারজনের অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা—''

''একজন হয়ত নির্দোষ হতে পারে। শেটানের ভুলও হতে পারে।''

''একজন নির্দোষ?'' চিন্তিত হয়ে পড়লেন ব্যাটল। ''ব্যাপার দেখছি আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে। ধরুন, জানলাম কেউ ছোট বেলায় ঠাকুমাকে সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে খুন করেছে—তাতে কি লাভ হবে আমাদের?''

''কিছু যে লাভ নেই একথা আপনি বলতে পারবেন না। এক্ষেত্রে খুনী হয়ত তার পুরোন পদ্ধতিকেই কাজে লাগিয়েছে।'' পোয়ারো শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

''তা অবশ্য ঠিক। হয়ত একইভাবে দ্বিতীয় খুনটা করেনি, কিন্তু কোথাও একটা যোগাযোগ দুটো খুনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।''

''ধরুণ, মিঃ শেটানকে কেউই খুন করেনি। তিনি প্ল্যান করে ঐ চারজনকে ডেকে এনে মজা দেখবার জন্য আত্মহত্যা করলেন। হতেও তো পারে।''

মিসেস অলিভার বলে উঠলেন—''আপনার কল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু মিঃ শেটান আত্মহত্যা করার লোক ছিলেন না।'' মৃদু হাসলেন পোয়ারো, ''মিঃ শেটান মোটেই ভাল লোক ছিলেন না, এটা মানতেই হবে।'' মিসেস অলিভার মাথা নাড়লেন।

''ঠিক কথা। কিন্তু এ রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না। এর জন্যে বাঘের খাঁচার মধ্যে যেতেও রাজী।'' পোয়ারোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি যাবোই।''

''ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে বেশী লেখালেখি হয়নি, এটাই বাঁচোয়া।'' ডাঃ রবার্টস বললেন।

''হ্যাঁ, মিঃ শেটান হঠাৎ মারা গেছেন। এটুকুই লেখা হয়েছে। সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। একটু আগেই ব্যাটেল এসেছেন ডাঃ রবার্টসের চেম্বারে। ডাঃ রবার্টসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাঁর।

''ভদ্রলোকের সলিসিটরের সঙ্গে তাঁর উইল নিয়ে কথাবার্তা বলেছিল। দানপত্রে এক ভদ্রলোকের নাম আছে—সিরিয়ায় থাকেন! মনে হয় শেটানের আত্মীয়। এছাড়া শেটানের ব্যক্তিগত কাগজপত্রও ঘাঁটাঘাটি করেছি।''

চকিতে ডাক্তার রবার্টসের মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়ল। ব্যাটেলের নজর এড়ায়নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যাটেল। ''কিন্তু সেখানেও তেমন কিছু পাওয়া যায় নি।''

ডাক্তার রবার্টস সহজ হয়ে উঠলেন ''আমার কাগজপত্রও নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবেন? সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন?''

''না।''

"তবুও বাধা দেব না। আপনি সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমাকে এক্ষুনি কলে বেরোতে হবে! আলমারি, ড্রয়ারের সব চাবি রেখে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আমার সেক্রেটারিও আপনাকে সাহায্য করবে।"

"যাবার আগে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে। আপনার জন্ম, বিবাহ এইসব।"

রবার্টস সোজা হয়ে বসলেন। "ছোটবেলা স্নোভিউ হোটেল থেকে পড়াশোনা করতাম। বাবা ছিলেন একটা ছোট মফস্বল শহরেব ডাক্তার। আমার যখন পনেব বছর বয়স, প্রথমে বাবা মারা যান, তাব দু'বছব বাদে মা গেলেন। বাবার দেখাদেখি মেডিক্যাল লাইনই বেছে নিলাম।"

"অন্যান্য ভাইবোন?"

"কেউ নেই। আমিই একমাত্র সন্তান। এখনও অবিবাহিত। পাশ করার পর এখানে ডাক্তার এমাবিব সঙ্গে পার্টনাবশিপে চেম্বাবে রুগী দেখতাম। বছব পনের আগে এমারি অবসর নিয়ে আর্য়াল্যান্ডে চলে যান। ডায়েরীতে তাঁর ঠিকানাও পাবেন। চাকরবাকবেরা আমাব কোয়ার্টারেই থাকে—একজন বেয়াবা একজন বাবুর্চি আর এক বুড়ি ঝি। চেম্বারে আমার সেক্রেটাবি মিস বার্জেস আমাকে সাহায্য করেন, সকাল আটটাব মধ্যে চলে আসেন। ডাক্তারীতে আমার আয় বেশ ভালো। রুগীরা বেশ অবস্থাপন্ন। খুব একটা গোলমেলে রোগ না হলে তাবা কেউই সাধারণতঃ মারা যায় না। এই হলো আমাব ইতিহাস।"

"ঠিক আছে। আপনাকে চেনেন এমন চাবজন ভদ্রলোকের ঠিকানা দিন, এ শহরেব বাসিন্দা হলেই ভাল হয়।"

ডাক্তার রবার্টস প্যাডের উপর চারজনের নাম ঠিকানা লিখে দিলেন, প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের।

"তাহলে আমি চলি। আমার চাবির গোছা রইল। সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি মিস বার্জেসকে বলে যাচ্ছি তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন। পাশের ঘরেই আছেন—প্রয়োজন হলে ডেকে নেবেন মিস বার্জেসকে।"

ডাক্তার রবার্টস পাশের ঘরে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাটেল কাজে লেগে পড়লেন। এখানে তেমন কিছু খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না। রবার্টস তাকে সব কিছু পরীক্ষা করবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। তিনি নিশ্চয়ই বোকা নন। আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন পুলিশ আসবে, তাই যা ব্যবস্থা করার করে রেখেছেন। তবু ব্যাটেলের মনে হল কিছু পেলেও পেতে পারেন।

সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল প্রথমে ড্রয়ারগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, ব্যাঙ্কের পাশবইটাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, রুগীর নাম-ধাম লেখা খাতাটা পরীক্ষা করলেন। বিষের আলমারীটা পরীক্ষা করেও নিরাশ হলেন। চিঠি-পত্রের ফাইলেও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। যা খুঁজছিলেন তা পেলেন না ব্যাটেল। একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বেল টিপে ডাকলেন মিস বার্জেসকে।

মিস বার্জেস এসে দাঁড়াতে স*.এল একটা চেয়ারে বসতে বললেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মিস বার্জেস একটু রে গেছেন। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যাটেল, "সমস্ত শুনেছেন নিশ্চয়* কি সাংঘাতিক নোংরা ব্যাপার দেখুন দেখি! আমাদের

সন্দেহ চারজনের ওপর, এরমধ্যে কেউ একজন খুনটা করেছে। মিঃ শেটানকে আপনি চিনতেন? কাগজে তো প্রায় তার সম্পর্কে কত মজার মজার কথা লেখা হত—সেগুলো নিশ্চয়ই পড়েছেন?"

মিঃ শেটানকে আমি চিনতাম না, আর বাজে খবর পড়ে নষ্ট করার মত আমার সময় নেই।"

"তা ঠিক।" ব্যাটেল মাথা দোলালেন, "একটা কথা কি জানেন, এই চারজনই বলছে মিঃ শেটানকে তারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনে না। তা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ মিথ্যে বলেছে আর সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মিস বার্জেস নির্বিকারভাবে বসে রইলেন। ব্যাটেল বুঝতে পারলেন কোন ভাবেই মিস বার্জেসের কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করা যাবে না। তবুও হাল ছাড়লেন না ব্যাটেল।

"আমাদের কত দিকে ঝামেলায় মাথা ঘামাতে হয় কি বলব! ধরুন, কোন মেয়ের কাছ থেকে কোন স্ক্যান্ডাল শোনা গেল। কারো সম্পর্কে গুজবে কান্ দেওয়া উচিত নয়, তবুও আমরা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারি না, নজর রাখতে হয়—অবশ্য মেয়েরাই গুজব ছড়াতে ওস্তাদ।"

"আপনি কি বলতে চান, কেউ ডাক্তার রবার্টসের নামে কুৎসা রটাচ্ছে।"

"না, ঠিক নয়", ব্যাটেল সতর্কভাবে এগোলেন, "ধরুন, কোন রুগী হঠাৎ মারা গেলেন; সাধারণ লোকের কাছে মৃত্যুটা সন্দেহজনক। পাঁচজন বলতে লাগল। অবশ্য এসব ব্যাপারে ডাক্তারকে সন্দেহ করা খুবই অনুচিত—"

"কেউ নিশ্চয়ই আপনাকে মিসেস গ্রেভসের কথা বলেছে। ঐসব বুড়ীদের ধারণা সবাই বুঝি তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চায়। এমনকি নিজের ডাক্তারকে তার অবিশ্বাস। ডাক্তার রবার্টসের আগে আব তিনজন ডাক্তারের রুগী ছিলেন মিসেস গ্রেভস। রবার্টসকেও তাঁর সন্দেহ হত। এরপর তিন চারজন ডাক্তারের কাছে ঘোরার পর শেষ অবধি ডাঃ ফার্মারের কাছে গেলেন। তার চিকিৎসাধীনে থাকার সময়ই মারা যান। সবাইকে তার সন্দেহ।"

ব্যাটেল আবার কথা শুরু করলেন, "কত তুচ্ছ জিনিস থেকে গুজবের জন্ম। ধরুন, কোন রুগী মৃত্যুর আগে ডাক্তারকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেল কৃতজ্ঞতাবশতঃ। সেটা যদি বেশীই হয় ক্ষতি কি! তাও দেখবেন কত কথা উঠবে—"

ডাঃ রবার্টস রুগীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তেমন কোনদিন পাননি—একজন পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়েছিল, আর একজন একটা সোনার রিস্টওয়াচ।"

"এই ধরনের পেশায় কত যে বিপদ", ধীরে ধীরে বলে চলেন ব্যাটেল, "হয়ত কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চায়। কতরকমের স্ক্যান্ডেল রটে, একজন ডাক্তারের পক্ষে কত মারাত্মক—"

"আর বলবেন না বিশেষ করে ঝামেলা বাধায় হিষ্টিরিয়ার মহিলা রোগী।"

"ভদ্রমহিলার কথা শোনর পর আমরও তাই মনে হয়েছিল!"

"কার কথা বলছেন,—মিসেস ক্র্যাডক? খুবই সাংঘাতিক মহিলা!"

"মিসেস ক্র্যাডক? "ব্যাটেল এমন ভাব করলেন যেন ঠিক মনে পড়ছে না। "বোধহয় বছর তিনেক আগেকার ঘটনা, ঠিক মনে নেই!"

"না, বছর পাঁচেক আগের ব্যাপার। ভদ্রমহিলা বোধহয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্বামীর কাছে ডাক্তার রবার্টসের নামে বানিয়ে বানিয়ে কত কি বলেছিলেন। স্বামী বেচারাও তাই সত্যি ভেবে অশান্তিতে বাকী জীবনটা কাটালেন। সকালে দাড়ি কামাবার সময় তার গলাটা কেটে গেছিল, নীচু মানের সেভিং ব্রাশ, দূষিত ছিল বোধহয়, জীবাণু রক্তে সংক্রামিত হয়ে তিনি মারা যান। ভদ্রমহিলা তারপর লন্ডন ছেড়ে চলে যান। মারা যান বিদেশে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা", মিথ্যে কথা বলে মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন ব্যাটেল, "কোথায় যেন মারা গেছিলেন ভদ্রমহিলা?"

"খুব সম্ভবতঃ মিশরে।"

"ডাক্তারদের আর একটা সমস্যা হল, ধরুন কোন রুগীর আত্মীয় রুগীকে স্লো-পয়জন করছে, ডাক্তারকে কোন কারণে চুপচাপ থাকতে হচ্ছে, কিন্তু রোগী মারা গেলে আত্মীয়রা হয়ত ডাক্তারের ঘাড়েই দোষ চাপাল—কি ঝামেলা ভাবুন।"

"ডাক্তার রবার্টসের এধরনের কোন বিপদ হয়নি।"

আরও কিছু কথাবার্তা বলার পর বিদায় নিলেন ব্যাটেল। মোটামুটি সব খবরই জানা হয়ে গেছে তার মিস বার্জেস সাত বছর ডাক্তার রবার্টসের চেম্বারে আছেন। এ পর্যন্ত রবার্টসের হাতে জনা-তিরিশেক রুগী মারা গেছে। রবার্টসের পশার খুব ভালো। শেটানের ছবি মিস বার্জেসকে দেখিয়েছিলেন ব্যাটেল। কিন্তু মিস বার্জেস চেনেন না শেটানকে। নোটবইয়ে কয়েকটা কথা নোট করে নিলেন ব্যাটেল। মিসেস গ্রেভস? খুব সম্ভব নয়।

মিসেস ক্র্যাডক? কোন উত্তরাধিকারী নেই।

বিয়ে করেন নি।

রুগীদের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত চালাতে হবে।

নোটবই বন্ধ করে ওয়েসেক্স ব্যাঙ্কের দিকে পা বাড়ালেন ব্যাটেল। রবার্টসের ব্যাঙ্ক একাউন্ট সেখানেই।

সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যাটেল বিষণ্ণ মুখে বসে ছিলেন। পোয়ারোর সঙ্গে একই টেবিলে লাঞ্চ করেছেন তিনি একটু আগে। পোয়ারো ফিরে তাকালেন ব্যাটেলের দিকে, "আপনার পরিশ্রমটা তাহলে মাঠে মারা গেল?"

"গোলমেলে ব্যাপার। ব্যাঙ্কের পাসবই-এ এ-পর্যন্ত সেরকম সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।"

"ডাঃ রবার্টসকে কি রকম মনে হল?"

"আমার মনে হয় না ডাঃ রবার্টস খুন করেছেন শেটানকে। তাকে খুন করা যে কতবড় ঝুঁকি— রবার্টস সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। শেটান ঘুম ভেঙে চীৎকার করে উঠতে পারতেন।"

"পাসবই পরীক্ষা করে বুঝলেন?"

"রবার্টস কোন পেশেন্টের সম্পত্তি পান নি। তাই সম্পত্তি লাভের জন্য যে কাউকে খুন করেছেন এ-কথাও বলা যাচ্ছে না। তাঁর নিজের অবস্থা খুবই ভালো, অবিবাহিত। এক যদি স্ত্রীকে খুন করে থাকেন। তবে মিসেস ক্র্যাডক নামে এক

পেশেন্টকে নিয়ে কিছু একটা গোলমাল বেধেছিল শোনা যায়। এ ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ভাবছি গোয়েন্দা দপ্তরের কোন চালু ছোকরাকে এ ব্যাপারটার ভার দেব।"

"ভদ্রমহিলার স্বামীর কি খবর?"

"সে ভদ্রলোক অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যান। সে সময় বাজারে এক ধরনের কমদামী সেভিং ব্রাশ বেরিয়েছিল, সেগুলোর কয়েকটাতে অ্যানথ্রাক্সের জীবানু ছিল। এ নিয়ে কোম্পানীর নামে বোধহয় কি একটা মামলাও হয়েছিল কোর্টে।"

"খুনীর পক্ষে এটাও কিন্তু মস্ত বড় সুযোগ।" গম্ভীরভাবে বললেন পোয়ারো।

"আমিও এ-ব্যাপারে ভেবেছি। যদি মিসেস ক্র্যাডকের স্বামীর সঙ্গে রবার্টসের কোন কারণে গন্ডগোল বেধে থাকে—তবে এইসব হল অনুমান, কোন ভিত্তি নেই। সে থাক, আপনি কি ভাবে এগোবেন ভাবছেন? অবশ্য আমাকে বলতে যদি কোন আপত্তি না থাকে—"

"না, না। আপত্তির কিছুই নেই। আমিও ডাক্তার রবার্টসের সঙ্গে দেখা করব।"

"একই দিনে দু'জন। ভদ্রলোক তো ঘাবড়ে যাবেন খুবই।"

"আমি আপনার মত অতীত সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করব না। ভদ্রলোক যাতে সন্দেহ করতে না পারেন সেইভাবেই এগোব। আমার প্রশ্ন হবে 'ব্রীজ' নিয়ে।"

"আবারও ব্রীজ? যাক আপনি যেভাবে খুশী আপনার কাজ করবেন। মনে হয় কর্নেল রেস কয়েক দিনের মধ্যেই ডেসপার্ডের খবরাখবর এনে দিতে পারবেন। আর মিসেস অলিভারের পক্ষেও অনেক খবর আনার সুবিধা আছে। মেয়েরাই মেয়েদের খবর যোগার করতে ওস্তাদ।"

একটু পরেই ব্যাটেল পা বাড়ালেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে। আর ডাঃ রবার্টসের চেম্বারের দিকে এগোলেন পোয়ারো।

পোয়ারোকে দেখে রবার্টসের মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন, "একদিনে দুই টিকটিকি! হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে সন্ধ্যের মধ্যেই ওয়ারেন্ট বেরিয়ে যাবে আমার নামে।"

পোয়ারো মৃদু হাসলেন, "না না, চিন্তার কোন কারণ নেই, এখন অবধি আমার নজর সমানভাবে আপনাদের চারজনের ওপরে।"

"বলছেন। তবু ভাল। বলুন কিভাবে আপনার সেবায় লাগতে পারি।" রবার্টস বললেন।

তক্ষুণি কোন উত্তর দিলেন না পোয়্যারো, কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। তারপর রবার্টসকে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো, "আমি যে কাজের জন্য এসেছি, আমার মনে হয় সে ব্যাপারে একমাত্র আপনিই সাহায্য করতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই মানুষের চরিত্র স্টাডি করেন ডাঃ রবার্টস? অন্তত আপনার পেশেন্টদের খুঁটিনাটি তো একজন ডাক্তার হিসাবে লক্ষ্য রাখতেই হবে?"

"হ্যাঁ, সেটা যে কোন ডাক্তারকেই রাখতে হয়। কিন্তু আপনি কোন বিষয়টায় জোর দিচ্ছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

পোয়ারো কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা তিনটে ব্রীজ খেলার স্কোরশীট বার করে রাখলেন টেবিলের ওপর। "এগুলো হল সেদিন সন্ধ্যার প্রথম তিনটে রাবারের ফলাফল। প্রথমটা মিস মেরিডিথের লেখা। এটা দেখে আপনার সেদিনের তাস সম্পর্কে কিছু মনে পড়ছে কি? ধরুন, খেলাটা কিভাবে এগিয়েছিল, ডাকগুলো কি হয়েছিল?"

"আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন মঁসিয়ে পোয়ারো!" অবাক হয়ে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাঃ রবার্টস "এতদিন বাদে এসব আমি মনে করব কিভাবে;"

"একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। ভাল করে ভেবে দেখুন, প্রথম হাতটা নিশ্চয়ই হার্ট বা স্পেডে ডাক হয়েছিল। তবে খেলা হয়নি। একটা শর্ট গিয়েছিল।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। মনে পড়ছে এবার। স্পেডের খেলা ছিল। একটা শর্ট দিলেন ওঁরা।"

"পরেরটা?"

"যতদূর মনে পড়ছে আমি বা আমার পার্টনার দুটো ডায়মন্ডে খেলেছিলাম। তবে এবারও খেলা হয়নি। পঞ্চাশ ডাউন দিলাম। কিন্তু এতদিন পরে সবকিছু ঠিকঠাক মনে করা কি সম্ভব? তবে একটা গ্র্যান্ডস্ল্যামের কথা মনে পড়েছে। সেটা ছিল আমারই খেলা। আর একবার তিনটে নোট্রাম্প ডেকে অনেকগুলো সর্ট দিলাম—বিশ্রী ব্যাপার। প্রতিটা রঙের ডিস্ট্রিবিউশন এত খারাপ ছিল কি বলব। কোন পিটই আমার পাইনি। তবে এটা শেষ দিকের তাস। আমার পার্টনার মিসেস লরিমার বোধহয় আমার ওভার কলিং-টা ঠিক পছন্দ করছিলেন না।"

"অন্য কোন ডীল?" পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

"আচ্ছা মিঃ পোয়ারো, আপনি কি করে ভাবছেন যে সেদিনের সমস্ত কিছুই আমার মনে থাকবে? মিঃ শেটানের নৃশংস মৃত্যুর তো সব কিছু ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া এ পর্যন্ত আরও সাত-আটটা রাবার খেলেছি, সেদিনের খেলার কথা আমার বিশেষ মনে পড়ছে না।"

"মানলাম আপনার কথা। কিন্তু চেষ্টা করলে দু'একটা ডীলের কথা মনে পড়বে না, এরকমটা ভাবা যায় না। বিশেষ করে ডীলগুলো যখন অন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত।"

"অন্য ঘটনা বলতে?"

"ধরুন, আপনার পার্টনার একটা সহজ খেলা ভুল করে বসল। কিংবা অন্যপক্ষের কেউ অন্ধের মত ডিফেন্স করে বসল যাতে হারা খেলা আপনারা জিতে নিলেন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকেছে। আপনি বলতে চাইছেন যে মিঃ শেটানকে সদ্য সদ্য খুন করে এসেছে তার হাবভাব খেলার ধরন কিছুটা অন্যরকম হবে, তার অপরাধবোধ তাকে উত্তেজিত করে তুলবে।"

"ঠিক এ-কথাটাই আমি বলতে চাই।" মাথা নাড়লেন পোয়ারো, "একটু ভাল করে ভেবে দেখুন ডাঃ রবার্টস। কারো খেলার মধ্যে এরকম চোখে পড়ার মত কোন ঘটনা ঘটেছে কি?"

ডাক্তার রবার্টস মিনিট দুই মনে মনে ভাবলেন, তারপর মাথা নাড়লেন, "না।

নতুন কিছু তো মনে পড়ছে না। মিসেস লরিমার আর মেজর ডেসপার্ড ঠিকঠাকই খেলছিলেন। তবে মিস মেরিডিথ প্রায়ই ভুল করছিলেন, অন্যমনস্কতার জন্য হতে পারে। তাছাড়া মনে হয় অভিজ্ঞতাও কম। খেলতে খেলতে হাত কাঁপছিল।''

"ঠিক কখন থেকে মিস মেরিডিথের হাত কাঁপছিল?''

"অতসব আমার মনে নেই।''

"আর একটা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করব। সেদিন যে ঘরে আপনারা ব্রীজ খেলছিলেন সে ঘরের জিনিসপত্রগুলোর একটা বিবরণ দিতে পারবেন?''

"বিবরণ? সেতো অনেক কিছু ছিল—যেমন দামী দামী ফার্ণিচার—''

"না না, ওভাবে নয়'', পোয়ারো বাধা দিলেন "প্রত্যেকটা জিনিসের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করবেন।''

"বেশ। হাতির দাঁতের কাজ করা একটা বড় সেট। চার-পাঁচটা বড় বড় চেয়ার। আটটা কি নটা পার্সিয়ান কম্বল। বারোটা ছোট ছোট চেয়ারের একটা সুন্দর সেট। খুব সুন্দর একটা চাইনীজ আলমারী। বড় পিয়ানো একটা। আরো অনেক ফার্ণিচার ছিল কিন্তু অত লক্ষ্য করিনি। ছটা ভালো জাপানী ছবি। আয়নার দুপাশের ছবি দুটো চাইনীজ। পাঁচ-ছটা নসিার কৌটো, বেশ দেখতে। টেবিলের ওপর হাতির দাঁতের কাজ করা কয়েকটা ছোট ছোট মূর্ত্তি। প্রথম চার্লসের শীলমোহর করা কিছু মুদ্রা—''

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে বলে যান।'' উৎসাহ দিলেন পোয়ারো।

"প্রাচ্যদেশীয় কিছু জিনিসপত্র ছিলো। সূক্ষ্ম রূপোর কাজ করা কয়েকটা শিল্পসামগ্রী, কিছু গয়নাগাটি। একটা সুন্দর কাঁচের বাক্সে ছোট ছোট কয়েকটা সৌখিন জিনিস সাজানো ছিল। আর তো মনে পড়ছে না।''

"আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়, সত্যি চমৎকার।''

"আপনি যে জিনিসটার কথা জানতে চান, যা বর্ণনা দিলাম এর মধ্যে পেলেন সেটা।''

"না, আমি জানতাম আপনি সেটার উল্লেখ করবেন না—কারণ জিনিসটা হয়ত আদৌ তখনো সেখানে ছিল না।''

"তার মানে আপনার কথা কেমন হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।''

সেটাই তো আমি চাই।'' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। "তবে আজ আপনি যা বললেন তা আমার খুব কাজে লাগবে।''

ডাক্তার রবার্টসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পোয়ারো একটা ট্যাক্সি ধরলেন। এবার তিনি দেখা করবেন মিস লরিমারের সঙ্গে।

"আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ পোয়ারো। সেদিনের ঘরের ফার্ণিচারের বিবরণ—সে আবার কি কাজে লাগবে?'' মিসেস লরিমার বেশ অবাক হলেন।

"ম্যাডাম, ব্যাপারটা হয়ত বোঝাতে পারব না। ধরুন আপনাকে ব্রীজ টেবিলে যদি কেউ বলে আপনি টেক্কাটা অত তাড়াতাড়ি খেলে বসলেন কেন, অথবা সাহেব না

মেরে গোলাম মারলেন কেন? আপনার তখন বিরক্ত লাগবে কোন আনাড়ীকে বোঝাতে, সেখানে বললেও সে বুঝবে কিনা সন্দেহ—"

মিসেস লরিমার হাসলেন, "ও, তার মানে আপনি বলতে চান গোয়েন্দাগিরিতে আপনি যেমন দক্ষ, ঠিক ততখানি আনাড়ী হলাম আমি। ঠিক আছে, বলছি—সেদিনের যে যে জিনিসগুলোর কথা আমার মনে আছে।" মনে মনে একটু চিন্তা করে নিলেন মিসেস লরিমার। "ঘরটা বেশ বড়, প্রচুর জিনিসপত্র ছিল—"

"কি কি জিনিস ছিল?"

"গোটাকতক কাঁচের আধুনিক ডিজাইনের ফুলদানী, সুন্দর দেখতে। যতদূর মনে পড়ছে চীনে বা জাপানী ঢঙের কতকগুলো ছবিও দেওয়ালে টাঙানো ছিল। একগোছা ছোট ছোট রক্তিম টিউলিপ। টিউলিপের সময় কিন্তু এখন নয় কিন্তু ভদ্রলোক যে কোথা থেকে জোগাড় করলেন—"

"আর কিছু? ফার্নিচারগুলোর রঙ কি রকম ছিল মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ। ধূসর সিল্ক রঙের কয়েকটা ফার্নিচার ছিল।"

"ছোটখাটো কোন জিনিস নজরে পড়েনি আপনার?"

"নাঃ, একদম মনে পড়ছেনা। মাপ করবেন, হয়ত কোন কাজে লাগলাম না—"

"আর একটা প্রশ্ন বাকী আছে।" পোয়ারো পকেট থেকে স্কোরশীটগুলো বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। "এগুলো সেদিনের প্রথম রাবার তিনটের হিসেব। দেখুন তো, এগুলো দেখে সেদিনের ডীলগুলোর কথা আপনার মনে পড়ে কিনা।"

পোয়ারোর হাত থেকে স্কোরশীটগুলো নিয়ে মিসেস লরিমার ঝুঁকে পড়লেন তার উপর। "হাঁ, বেশ মনে আছে। এটা প্রথম রাবার। তখন আমার পার্টনার ছিলেন মিস মেরিডিথ। অন্যদিকে ডাক্তার রবার্টস আর মেজর ডেসপার্ড। প্রথম ডীলে আমার চারটে স্পেড ডেকেছিলাম। পাঁচের খেলা হয়। পরের তাসে দুটো ক্লাব ডাক হয়েছিল। ডাঃ রবার্টস খেলতে পারেননি। একটা ডাউন দেন। তৃতীয় ডীলে খুব বেশী ডাকাডাকি চলে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। মিস মেরিডিথ পাস দিলে একটা হার্ট দিয়ে মেজর ডেসপার্ড ডাক শুরু করেন। আমি পাস দিলাম। ডাক্তার রবার্টস লাফিয়ে বীড দেন, তিনটে ক্লাব। মিস মেরিডিথ ডাকেন তিনটে স্পেড। মেজর ডেসপার্ড বলেন চারটে ডায়মন্ড। আমি ডবল দিই। ডাক্তার রবার্টস গোড়ায় হার্ট রঙে ফিরে চান। কিন্তু চারটে হার্টসের একটা ডাউন দেন।"

"পরের বার মেজর ডেসপার্ডের ডিল ছিল। তিনি পাস দেন। আমি একটা নো-ট্রাম্প দিয়ে ডাক শুরু করলাম। রবার্টস আবার লাফিয়ে বললেন, তিনটে হার্ট। আমার পার্টনার পাস দিলেন। মেজর ডেসপার্ড ডাকলেন চারটে হার্ট। আমি ডবল দিলাম। দুটো শর্ট দিলেন ওরা। পরের তাসে আমরা চারটে স্পেড ডাকলাম কিন্তু একটা ডাউন হয়ে গেলো।"

মিসেস লরিমার পরের স্কোরশীটটা তুলে নিলেন।

পোয়ারো বললেন, "মেজর ডেসপার্ড কেমন কেটে কেটে লিখছেন, স্কোর দেখে তাসগুলো মনে করা শক্ত হবে।"

"যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম দুটো ডীলে দু'পক্ষই পঞ্চাশ করে শর্ট দিয়েছিলম।

তারপর ডাক্তার রবার্টস পাঁচটা ডায়মন্ড ডাকলেন। আমরা ডবল দিয়ে তিনটে শর্ট নিলাম। পরের তাসটা আমরা খেললাম তিনটে ক্লাবে। এরপর ওরা স্পেডে গেম খেলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা ক্লাবে গেম করলাম আমরা। পরের তাসটা শর্ট দিলাম একশো। ওরা আবার একটা হার্ট খেলে গেলেন। কিন্তু পরপর দুটো তাস যথাক্রমে দুটো নো-ট্রাম্প এবং চারটে ক্লাবের খেলা করায় গেম হয়ে গেল। রাবারও পেলাম।''

তৃতীয় স্কোরশীটটা তুলে নিলেন মিসেস লরিমার। ''এই রাবারটা দারুণ উত্তেজনায় হয়েছিল। শুরুটা অবশ্য হয়েছিল খুব শান্তভাবে। মেজর ডেসপার্ড আর মিস মেরিডিথ প্রথমে একটা হার্টের খেলা শুরু করলেন। তারপর আমরা হার্ট ও স্পেডে গেম ডেকে একটা করে শর্ট দিলাম। ওরা স্পেডে গেম করলেন। রাবার বাঁচাবার আশা খুব কম। এরপর তিনটে তাস একটা দুটো করে শর্ট দিলাম আমরা। অবশ্য ওরা কেউ ডবল দেননি। শেষে আমরা নো-ট্রাম্পে গেম খেললাম। তখন থেকেই যুদ্ধ শুরু হলো। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিতে চায় না। ফলে প্রত্যেকেই ডাউন দিতে লাগলাম। ডাক্তার রবার্টসের বীটের তোড়ে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মেরিডিথ। তাস ভালো থাকলেও বেশী বীট দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। এর পরেই ডাক্তার রবার্টসের গেম দুটো স্পেড দিয়ে ডাক শুরু করলেন। আমি বললাম তিনটে ডায়মন্ড। তিনি ডাকলেন চারটে নো-ট্রাম্প। আমি পাঁচটা স্পেড। হঠাৎ ডায়মন্ডে গ্রান্ডস্ল্যাম ডেকে বসলেন রবার্টস। ডেসপার্ডও মুখিয়েছিলেন, বললেন ডবল। হার্ট লীডে তাসটায় তিনটে শর্ত ছিল। ভাগ্য ভাল লীড হল ক্লাবের সাহেব। ফলে খেলা হয়ে গেল। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ হল রাবারটা।''

''হায় ভগবান! ভালনারেবল গ্রান্ডস্লামের খেলা, তার ওপর ডাবল! আমি হলে ছয়-সাতের ডাকে না গিয়ে গেমেই সন্তুষ্ট থাকতাম।''

''তা কেন? হাতে ভালো তাস থাকলে নিশ্চয়ই ছয়-সাতের ডাকে যাবেন।''

''আপনি তাহলে ঝুঁকি নেবার পক্ষে?''

''ডাক নির্ভুল হলে ঝুঁকির কোন প্রশ্নই আসে না। এ তো সোজা হিসেব। তবে খুব কম লোকই নির্ভুল বীট দিতে পারে। প্রথমটা হয়ত ঠিকঠাকই শুরু করে কিন্তু শেষরক্ষা করে উঠতে পারে না। সে যাই হোক'—এবার চতুর্থ স্কোরশীট হাতে নিলেন মিসেস লরিমার, ''এটাতে ঠিকমত খেলা হচ্ছিল না, কেমন যেন ঝিমিয়ে ঝিময়ে চলছিল। বোধহয় আগের খেলাটা অত উত্তেজনাপূর্ণ হওয়াতে পরেরটা ভাল হচ্ছিল না।'' পোয়ারো স্কোরগুলো ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন, ''সত্যি ম্যাডাম, আপনার স্মৃতিশক্তির তুলনা নেই। প্রত্যেককটা তাস বোধহয় আপনার ছবির মত মনে আছে?''

''তাই তো মনে হয়!''

''স্মৃতিশক্তি সত্যি একটা অসামান্য উপহার। আমার মনে হয় অতীত বোধহয় আপনার কাছে নতুন, প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা মনে হয় সবেমাত্র গতকালের তাই না?''

মিসেস লরিমার চকিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন, বড় বড় চোখে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন মিসেস লরিমার। কিছুই পোয়ারোর নজর এড়ালো না। নিঃসন্দেহে তার তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

"কিছু মনে করবেন না", উঠে দাঁড়ালেন মিসেস লবিমার "আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না, এক্ষুনি বেরোতে হবে। আপনার কাজেও কোন সাহায্য করতে পারলাম না—"

"তা কেন? আমি যা জানতে চাইছিলাম আপনার কথা থেকেই আমি পেয়ে গেছি—" পোয়ারো তাকালেন মিসেস লরিমারের দিকে।

মিসেস লবিমার কিন্তু কোন কথা বললেন না। তিনি কি বলেছেন পোয়ারোই বা কি জানতে চেয়েছিলেন এ সম্পর্কে তার কোন কৌতূহলই নেই।

"আমি আজ বিদায় নিচ্ছি মিসেস লবিমার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। একটা কথা—আপনি ডেকে না পাঠালে আমি কোনদিনই আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আসব না।"

"কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো আমিই বা কেন আপনাকে ডেকে পাঠাব?"

মিসেস লরিমার জিজ্ঞাসা করলেন।

"হয়ত পাঠাবেন, কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার। যদি ডেকে পাঠান নিশ্চয়ই আসব আমি।"

পোয়ারো বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা বাড়ালেন। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল মিসেস লরিমার প্রথমে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হননি পরে উত্তর দিলেন। আমার অনুমান ভুল না হয়—বিড় বিড় করলেন পোয়ারো—"ওরকমটাই হবে।"

মিসেস অলিভার খুব কষ্টে টু-সিটার গাড়ী থেকে রাস্তায় নামলেন। বেশ কিছুটা সামনে এগোবার পর 'ওয়েন্ডান কুটীর'-এর দেখা মিলল। দু-কামরার বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ী। দরজার বেল টিপলেন। ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। আরও দু'চারবার বেল টিপেও কোন কাজ হল না। মনে হয় ভেতরে কেউ নেই।

অগত্যা মিসেস অলিভার বাইরের বাগানের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন। বাগানের পাশেই ফাঁকা মাঠ। একটু পরেই সেদিক থেকে দুজন তরুণীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি হতেই মিসেস অলিভার এগিয়ে গেলেন, "ভালো আছেন মিস মেরিডিথ? আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই?"

"নিশ্চয়ই।" অ্যানা মেরিডিথ করমর্দন করলেন, "সুপ্রভাত।" কিন্তু মেরিডিথের চোখের তারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল, নিজেকে সামলাতে সময় লাগল তার।

"এই হচ্ছে আমার বন্ধু রোডা, রোডা দোয়াস। আমরা এক সঙ্গে থাকি।" মিস মেরিডিথ আলাপ করিয়ে দিলেন।

মিস দোয়াস সুন্দরী, মেরিডিথের চেয়ে কিছুটা লম্বা। রোডা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল, "আপনিই বিখ্যাত লেখিকা মিসেস অলিভার?"

মাথা নাড়লেন মিসেস অলিভার, তারপর ফিরে তাকালেন মিস মেরিডিথের দিকে। "অনেক কথা আছে আমার। কোথাও বসতে পারলে ভাল হত।"

মেরিডিথ তাকে পথ দেখিয়ে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে গেলেন।

চেয়ারে বসতে বসতে মিসেস অলিভার বললেন "আমি গতদিনের খুনের ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে কিছু করা উচিত আমাদের।"

"করা উচিত? তার মানে? মিস মেরিডিথ অবাক হলেন।

"আলবাত।" দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষনা করলেন মিসেস অলিভার, "এটা কার কীর্তি আমি নিঃসন্দেহে জানি। ঐ যে ডাক্তার, কি যেন নামটা—রবার্টস। হ্যাঁ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ হল আসল অপরাধী। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ওয়েলসের অধিবাসী। ওদের আমি জীবনে বিশ্বাস করি না। আমার অসুখের সময় একজন নার্স রেখেছিলাম সেও জাতে ওয়েলস, মেয়েটি একদিন কি করল জানেন! তিন রকমের তিনটে মিক্সচার একঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনবার খাওয়ার কথা। কিন্তু সে ভুল করে একই মিক্সচার পর পর তিনবার খাইয়ে দিল। কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে? আমি নিশ্চিত, ঐ রবার্টস ছাড়া আর কারো কাজ নয়। এখন শুধু প্রমাণের অপেক্ষা—"

আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠল রোডা। "মাপ করবেন—নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আসলে আমি আপনাকে মনে মনে যেরকম কল্পনা করেছিলাম তার সঙ্গে কিন্তু আপনার কোন মিল নেই।"

"সবাই এরকমটাই বলে। সে যাকগে। এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হল রবার্টসের অপরাধের প্রমাণ খোঁজা—তাও করতে হবে নিজেদের বাঁচাতে। আপনাকে কেউ খুনী বলে সন্দেহ করুক নিশ্চয়ই আপনি চাননা মিস মেরিডিথ?"

মিস মেরিডিথ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, "কেন? আমাকে সন্দেহই বা করবে কেন?"

"সাধারণ লোক তাই ভাবে। খুনের সঙ্গে জড়িত অন্য তিনজনকেও তারা সমান সন্দেহ করে।"

অ্যানা মেরিডিথের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "আপনি আমার কাছে কি জন্য এসেছেন মিসেস অলিভার?"

"কার কাছে যাব? মিসেস লরিমার সারাদিন ক্লাবে বসে ব্রীজ খেলেন তার দেখা পাওয়াই ভার। তাছাড়া নিজেকে বাঁচানোর মত যথেষ্ট বুদ্ধি আর সাহস তার আছে। মিসেস লরিমারের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কে কি ভাবল না ভাবল তাতে তার কিছু আসে যায় না। আর মেজর ডেসপার্ড হলেন পুরুষ। পুরুষদের নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। এরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে পারবে। কিন্তু আপনি? আপনি একজন সুন্দরী তরুণী—সমস্ত ভবিষ্যৎ যার সামনে পড়ে আছে। আমার তো আপনাকে নিয়েই বেশী চিন্তা।"

"ঠিক এ-কথাটাই আমিও বলি। তাছাড়া চুপচাপ বসে না থেকে কিছু একটা করা তো ভাল।" রোডা মন্তব্য করল।

"আমারা এখন তিনজন—তিনজনই নারী। দেখা যাক আমাদের সকলের চেষ্টায় কিছু হয় কিনা?"

"আচ্ছা ডাঃ রবার্টসই যে খুনী একথা ভাবছেন কেন?" মিস মেরিডিথ শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"এ-ধরনের কাজের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত লোক তিনি।" মিসেস অলিভারের নির্বিকার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সে ক্ষেত্রে ডাক্তার হিসাবে বিষয়টাকেই বেছে নেওয়ার কথা—"

"না না মোটেই তা নয়। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হলে ডাক্তারের উপরেই তো সকলের সন্দেহ হবে। ডাক্তার কি অত কাঁচা? আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন।" মাথা দোলালেন

মিসেস অলিভার।

"তা ঠিক।" মেরিডিথ সম্মতি জানালেন "তবে রবার্টস কেন-ইবা শেটানকে খুন করতে যাবেন?"

"কত কারণ হতে পারে। হয়ত শেটান অনেক টাকা ধার দিয়েছেন ডাক্তার রবার্টসকে। সেটা শোধ করতে বলায় রবার্টস খুন করলেন তাকে। আবার হয়ত শেটানের কোন নিকট আত্মীয়াকে বিয়ে করেছেন রবার্টস। শেটানের মৃত্যুতে সেই আত্মীয়টি সব টাকাপয়সা পেয়ে যাবেন—রবার্টস তো বটেই। আর—আর এরকমও হতে পারে শেটান এমন কোন কথা, মানে ডাঃ রবার্টসের কোন গোপন ঘটনা জেনে ফেলেছিলেন। শেটান সেদিন সন্ধ্যায় এরকম একটা কথাও বলেছিলেন, মনে পড়ছে?"

মুহূর্তে আনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "না তো, কিছুই মনে পড়ছে না আমার—"

"আরে—ভুল করে রুগীকে বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে দেওয়া না কি যেন একটা বললেন—মনে পড়ছে না আপনার?"

বাঁ হাত দিয়ে শক্তভাবে চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরল আনা, "হ্যাঁ। ঐরকমই কি একটা—আমার ঠিক মনে নেই।"

"আনা।" রোডা বন্ধুর দিকে তাকালো, "এটা গরমকাল নয়। একটা কোট অন্তত গায়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল তোর।"

মিস মেরিডিথ একটু বিরক্ত হয়ে তাকাল রোডার দিকে।

"তাহলে আমার থিওরিটা বুঝতে পারছেন তো?" মিসেস অলিভার বলে চললেন—"লোকে জানল যে ডাঃ রবার্টসের রুগী নিজের ভুলে ওষুধের বদলে বিষ খেয়ে মারা গেছে। আসলে তো সবটাই সাজানো—রবার্টসের কীর্তি। কে জানে এভাবে আরও কত পেশেন্টকে খুন করবেন তিনি।"

"অবাস্তব—পুরো থিওরিটাই অবাস্তব। এভাবে খুন করে চললে তার নিজেরই তো ক্ষতি—পসার কমে যাবে।" মিস মেরিডিথ শক্ত গলায় বলে ওঠে।

"নিশ্চয়ই, গভীর কোন কারণ আছে এর পেছনে।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস অলিভার", বলে উঠল রোডা, "আপনার আইডিয়াটা দারুণ। ঠিক, একজন ডাক্তারই তো এভাবে খুনটা করতে পারে।"

কথার মাঝখানে আনা চেঁচিয়ে উঠল "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। মিঃ শেটান সেদিনের পার্টিতে ডাক্তারদের সম্বন্ধেই কি যেন একটা বলেছিলেন, কি একরকম বিষ আছে যা ল্যাবরেটরী পরীক্ষাতে ধরা পড়ে না—"

"ভুল করছেন, শেটান নয়, একথা বলেছিলেন মেজর ডেসপার্ড। আরে, নাম করতে না করতেই ভদ্রলোক একেবারে হাজির।' মিসেস অলিভার বেশ অবাক হলেন। বাগানের পথ ধরে পায়ে পায়ে এদিকে আসতে দেখা গেল মেজর ডেসপার্ডকে।

মিসেস অলিভার বেরিয়ে এলেন ওয়েন্ডেন থেকে। গাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে মৃদু হাসলেন তিনি। বেশীক্ষন মিস মেরিডিথের ওখানে থাকা উচিৎ হয়নি তার। মেজর ডেসপার্ড রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেছিলেন মিসেস অলিভারকে দেখে। তাই দুই বন্ধু এগিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

মিস মেরিডিথ মেজর ডেসপার্ডের কাছে দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইতেই ডেসপার্ড বলে উঠলেন, "মিস মেরিডিথ, অযথা সময় নষ্টের দরকার নেই। আমার আসার কারণটা বলি। আপনার ঠিকানা আমি সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলের কাছ থেকে পেয়েছি। ব্যাটেল এখানেই আসছেন। আমি তাকে প্যাডিংটণ স্টেশনে অপেক্ষা করতে দেখেছি। তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে চলে এলাম। জানতাম ট্রেনের আগে এসে পৌঁছবে।"

"কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কি প্রয়োজন ছিল?"

"নিশ্চয়ই। আপনাকে সাহায্য করা দরকার।"

"কেন? আমিই তো আমি।" রোডা ফোঁস করে উঠল। মেজর ডেসপার্ড তাকালেন রোডার দিকে। সত্যিই রোডা হল অ্যানা মেরিডিথের প্রকৃত বন্ধু।

"আমি জানি, মিস দোয়াস, আপনার মত বন্ধু পৃথিবীতে দুর্লভ। আপনাদের দুজনের বয়স অল্প। ঐ খুনের সঙ্গে জড়িত চারজনের মধ্যে মিস মেরিডিথ একজন। সুতরাং অন্যান্য সকলের সঙ্গে তিনিও সন্দেহের আওতায়। এরকম অবস্থায় আপনাদের একজন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য প্রয়োজন। আমার মতে মিস মেরিডিথ, আপনার উচিত কোন অভিজ্ঞ সলিসিটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কোন চেনা-শোনা সলিসিটার আছে?"

"মিঃ বারী নামে একজন সলিসিটার আছেন, তবে প্রায় একশোর কাছাকাছি বয়স, তেমন বলতে-চলতে পারেন না—" রোডা বলে ওঠে।

"আপত্তি না থাকলে আমার সলিসিটার মিঃ মেহর্নের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। ফার্মের নাম জ্যাকব অ্যান্ড জ্যাকব। এদের ফী-ও খুব বেশী নয়।"

"এসবের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাব মনে হয় না। তাছাড়া টাকা—"

"না না, টাকার জন্য তোর কোন চিন্তার কারণ নেই অ্যানা।" বাধা দিয়ে বলে ওঠে রোডা, "সে সব হয়ে যাবে। সত্যিই মেজর ডেসপার্ড আপনি সঠিক উপদেশ দিয়েছেন।"

"ঠিক আছে। তাহলে যা বলছেন তাই করব।" অ্যানা শান্ত গলায় জানায়।

"এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা।" রোডা মন্তব্য করে, তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, "মেজর ডেসপার্ড, আপনার কাকে খুনী বলে মনে হয়—মিসেস লরিমার না ডাঃ রবার্টস।"

"কেন? আমিও তো খুনটা করে থাকতে পারি।" মেজর ডেসপার্ড ম্লানভাবে হাসলেন।

"আপনি? কক্ষনো না। আমারা বিশ্বাস করি না।" রোডা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

"প্রমাণ না পেয়ে সবকিছুই সত্যি বলে ভেবে নেবেন না মিস দোয়াস। যাক এবার আমি বিদায় নেব।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মেজর ডেসপার্ড।

"সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল কি এদিকেই আসবেন?" অ্যানা একটা ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করে। রোডাও হঠাৎ প্রশ্ন করে "ব্যাটেল কিরকম লোক বলুন তো?"

"খুবই বিচক্ষণ, দক্ষ পুলিস সুপারিনডেন্ট।"

"কিন্তু অ্যানা যে বলল, বোকা বোকা গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপ।"

"দেখে ওরকম মনে হয়, কিন্তু ওটা ওর মুখোশ। আসলে খুবই চালাক চতুর লোক। যাইহোক মিস মেরিডিথ, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যাই। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলতে চাই, হয়ত মিঃ শেটানের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ থাকতেও পারে। কিন্তু আপনি হয়ত চান না তা সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ুক—"

"সেই জানোয়ারটার সাথে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। তাই আমি চিনতামই না।" মিস মেরিডিথ চেঁচিয়ে ওঠে।

"মাপ করবেন। আমি আপনাকে আঘাত করতে চাই না। আমার কথা হল যদি সেরকম কোন ব্যাপার থাকে আপনি আপনার সলিসিটারের উপস্থিতি ছাড়া সুপারিনটেন্ডেন্টের কোন কথার উত্তর দিতে বাধ্য নন, এটা আপনার আইন সঙ্গত অধিকার।"

সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যাটেল যখন ওয়েন্ডেন কুটিরে এসে পৌঁছলেন তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। এখানে আসবার পথে তিনি মিস মেরিডিথের সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের কাছে খোঁজ-খবর নেন। সব থেকে বেশী খবরাখবর দেন, ওয়েন্ডেন কুটিরের ঠিকে ঝি, মিসেস অস্টওয়েল। ব্যাটেল অবশ্য কাউকেই প্রকৃত পরিচয় দেন নি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পরিচয় দিয়েছেন—কোথাও কনস্ট্রাকশনের লোক, কাউকে ভ্রমণকারী হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। খবর যা জোগাড় করছেন বলতে গেলে বেশ ভালই।

ওয়েন্ডেন কুটিরে দু'বন্ধু বাস করে—মিস মেরিডিথ ও মিস দোযাস। বছর দুয়েক হল ওরা ঐ কুটিরের বাসিন্দা। মিঃ পিকারগিলের কাছ থেকে ওরা ওয়েন্ডেন কুটির কিনে নেন। প্রতিবেশীরা সকলেই বেশ পছন্দ করেন ওদের। তবে পুরোন আমলের কয়েকজন বৃদ্ধ এভাবে দুই অবিবাহিত তরুণীর একা একা থাকাটা বিশেষ পছন্দ করেন না, অবশ্য মেয়ে দুটি খুবই ভদ্র এবং সভ্য। প্রতিবেশীদের মতে মিস দোযাস ও মিস মেরিডিথ লন্ডনের মেয়ে। কিন্তু মিসেস অস্টওয়েলের মতে এরা দুজনে ডেভনশায়ারের অধিবাসী ছিল। মিস দোযসের বেস ভাল টাকাকড়ি আছে, ওয়েন্ডেন কুটিরের মালিক সে-ই, এছাড়া অধিকাংশ খরচ-পত্তর মিস দোযাসই চালায়।

সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল দু-একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ডায়েরীতে লিখে রাখলেন। কিছুক্ষণ বাদে ওয়েন্ডেন কুটিরে ডোর-বেল টিপলেন তিনি। দরজা খুলল এক দীর্ঘাকৃতি সুন্দরী, বলাই বাহুল্য ইনি হলেন মিস রোডা দোযাস। ব্যাটেল নিজের পরিচয় দিতে বসবার ঘরে তাকে নিয়ে এল রোডা। অ্যানা একটা বেতের চেয়ারে বসে ছিল। হাতে তার উষ্ণ কফির কাপ। ব্যাটেল ঢুকতেই অ্যানা এগিয়ে এসে করমর্দন করল।

"একটু অসময়ে এসে পড়লাম মিস মেরিডিথ", ব্যাটেল মৃদু হাসলেন "ইচ্ছে করেই দেরি করলাম, আগে এলে হয়ত আপনাকে পেতাম না।"

"রোডা, সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলের জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আয়।" অ্যানা তাকাল রোডার দিকে।

ব্যাটেল চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, "আপনার অতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ মিস মেরিডিথ।"

রোডা এক কাপ কফি নিয়ে এসে ব্যাটেলের সামনে রাখল। অ্যানা বেশ সহজভাবেই বসে আছে। রোডা চেয়ারে বসে ব্যাটেলের দিকে তাকিয়ে আছেন—দু চোখে অপার কৌতূহল।

অ্যানা প্রশ্ন করল, "আপনাকে আমার আরো আগেই দেখা পাবার আশা করেছিলাম, সে যাক, তদন্ত কতদূর এগোল, কিছু পেয়েছেন?"

"সেরকম কিছু না, কাজ চলছে। ডাঃ রবার্টসের চেম্বারে গিয়ে তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেছি। কথাবার্ত্তা হয়েছে মিসেস লরিমারের সঙ্গে। এখন শুধু বাকী মেজর ডেসপার্ড আর আপনি।" অ্যানার ঠোটে মৃদু হাসি। "বেশ তো প্রশ্ন করুন আমাকে।"

"কয়েকটা কথা জানাবার আছে, মানে—সহজ ভাষায় আপনার আত্মপরিচয়।"

"নিজেকে তো ভদ্র সভ্য বলেই জানি। আমার জন্ম হয়েছেল—গরীব কিন্তু ভদ্র পরিবারে।" ঠাট্টার সুরে বলে উঠল রোডা।

"আঃ রোডা, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।" অ্যানা রেগে উঠল।

"মিস দোযাস, আপনার বন্ধুকেই বলতে দিন। বলুন মিস মেরিডিথ কি বলছিলেন?"

"আমার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষের এক শহরে, কোয়েট্টায়। আমার বাবা, মেজর জন মেরিডিথ মিলিটারীতে চাকরী করতেন। আমার এগারো বছর বয়সে আমার মা মারা যান। বাবা এর কয়েক বছরের মধ্যে অবসর নিয়ে কেল্টেনহামে চলে এলেন। বাবা মারা গেলেন আমার আঠারো বছর বয়সে। বাবার মৃত্যুর পর চোখে অন্ধকার দেখলাম, একেবারে ভিখারী, নিঃস্ব অবস্থা। লেখাপড়াও বেশি করিনি, শর্টহ্যান্ড-টাইপ কিছু জানা নেই। এরকম অবস্থায় কি-ই বা চাকরী পাব। বাধ্য হয়ে একজনের বাড়ীতে চাকরী নিলাম—দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা আর সংসারের ছোটখাটো কাজে সাহায্য করা।"

"সেখানকার ঠিকানা।"

"কর্ত্রীর নাম মিসেস এল্ডন। লার্চ শহরের ভেন্টর অঞ্চলে বাড়ি। দুবছর ছিলাম সেখানে। মিসেস এল্ডন এরপর স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যান। কাজেই অন্য চাকরী খুঁজতে হল। এরপর রোডা ওর কাকীমা মিসেস ডিঘারিংয়ের বাড়িতে একটা কাজ ঠিক করে দেয়। খুব ভাল ছিলাম সেখানে, মাঝে মাঝে রোডা আসত। দু'চারদিন থাকত। খুব মজায় কাটত সে দিনগুলো।"

"কি করতেন সেখানে?"

অ্যানার হয়ে রোডাই উত্তর দিল, "বাগানের কাজকর্ম দেখাশোনা। যদিও অ্যানার কাজ ছিল কাকীর সেবাশুশ্রূষা করা। কিন্তু আমার কাকীমা আবার বাগানের শখ, অ্যানারও সেই কাজে তাকে সাহায্য করতেই সময় কেটে যেত।"

"সে চাকরী ছেড়ে দিলেন কেন?"

"মিসেস ডিঘারিংয়ের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ এমন খারাপ হয়ে পড়ল যে একজন পাস করা নার্সের দরকার দেখা দিল।"

"তাঁর ক্যান্সার হয়েছে।" রোডা বলল, "শেষ বয়সটা খুব যন্ত্রনায় ভুগেছেন।

আজকাল কষ্ট বেশি হলে মরফিয়া নেন।"

"আমার সঙ্গে মিসেস ডিয়ারিং বরাবরই ভাল ব্যবহার করেছেন। এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমার খুবই খারাপ লাগছে।" অ্যানার কথায় বেদনার সুর।

"আমার সঙ্গে অ্যানার স্কুলজীবন থেকে বন্ধুত্ব।" রোডা জানায়, "অ্যানা যখন অন্য কাজ খুঁজতে লাগল, তখন আমিও গ্রামাঞ্চলে একটা বাড়ীর খোঁজ করছিলাম। ইচ্ছে ছিল কাউকে সঙ্গী হিসাবে নেব। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা আবার বিয়ে করলেন। আমার ভাল লাগল না, চলে এলাম। অ্যানাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলাতে রাজী হল। তারপর থেকে এখানেই আছি।"

"আচ্ছা। মিস মেরিডিথ, মিসেস এল্ডনের কাছে দুবছর ছিলেন বললেন, তাঁর বর্তমান ঠিকানা?"

"ভদ্রমহিলা এখন প্যালেস্টাইনে, তাঁর স্বামী সরকারী কাজে ওখানে গেছেন। কি কারণে অতশত বলতে পারব না।"

"সে সব আমরা জেনে নেব—মিসেস ডিয়ারিংয়ের ওখানে ক'বছর ছিলেন?"

"ঠিক তিন বছর।" চটপট জবাব দেয় অ্যানা, "তাঁর ঠিকানা, মার্শভেন, হেম্বারী। ডেভনে।"

"হুঁ। তাহলে এখন আপনার বয়স পঁচিশ। আর একটা প্রশ্ন, কোল্টেনহ্যাম শহরের দুজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নাম লিখে দিন, যাঁরা আপনাকে এবং আপনার বাবাকে ভালভাবে চিনতেন।"

অ্যানা দুজন লোকের নাম ঠিকানা লিখে দিল।

"মিঃ শেটানের সঙ্গে আপনার কোথায় পরিচয় হল?"

"রোডা আর আমি সুইজারল্যান্ডের একটা হোটেলে উঠেছিলাম। সেখানেই তার সাথে আলাপ। হোটেলের অন্যান্য বোর্ডাররা একটা ফ্যান্সি ড্রেসের আয়োজন করেছিল। শেটান পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার, শয়তান সেজে।"

"হোটেলে আর টুরিস্ট ছিল যারা, তাদের নাম ঠিকানা মনে আছে?"

"আপনি তো খুব সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত লোক!" রোডা বলে ওঠে, "এতক্ষণ ধরে কি আমরা আগাগোড়া মিথ্যে বলছি।"

ব্যাটেল চোখ মিট মিট করলেন। "বুঝতেই পারছেন, কতবড় সাংঘাতিক একটা খুনের তদন্ত চালাচ্ছি, সবদিক দেখেশুনে তো এগোতে হবে?"

"তবুও, আপনি একটি সন্দেহপ্রবণ লোক।" মৃদু হেসে রোডা কাগজে কতগুলো নাম ঠিকানা লিখে দিল।

ব্যাটেল উঠে দাঁড়ালেন "অসংখ্য ধন্যবাদ মিস মেরিডিথ। আপনার বন্ধুও যখন বলছে আপনি নির্দোষ— জীবন কাটাচ্ছেন তখন ভয় কিসের? কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। শেটানের অদ্ভুত ব্যবহারের কারণটা কি? আপনাকে কোনদিন কোন বিষয়ে কিছু বলেছিলেন?"

"না না। আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হয় নি। বরাবর খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন।" অ্যানা চটপট জবাব দিল।

"আচ্ছা। এবার আমি বিদায় নেব। শুভ রাত্রি। মিস মেরিডিথ কফির জন্য

অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ব্যাটেল চলে যাবার পর গেট বন্ধ করে ড্রয়িং-রুমে ফিরে এলো রোডা। "দেখলি তো অ্যানা, তুই খালি খালি ভয় পাচ্ছিলি। ভদ্রলোক তো বেশ ভালই, মোটেই সাংঘাতিক কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, সেরকমই তো দেখলাম। আমি ভেবেছিলাম হয়ত জেরায় জেরায় নাজেহাল করে দেবে।"

রোডা অল্প ইতস্ততঃ করে বলল, "অ্যানা, তুই যে ক্রফটওয়েতে থাকার কথা কিছু বললি না? ভুলে গিয়েছিলি?"

"না।" অ্যানার শান্ত কণ্ঠস্বব ভেসে এল, "মাত্র কদিন সেখানে ছিলাম, আমার মনে হয় কথাটা খুব একটা জরুরী নয়। সেখানকার কোন লোকও আমায় চেনে না। তবে তোর যদি দরকাবী মনে হয় আমি ব্যাটেলকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে পারি। যদিও মনে হয়না খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে, ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন কি?"

"না দরকার আর কি! মনে হলো তাই বললাম।" রোডা উঠে দাঁড়াল।

"আবে মঁসিয়ে পোয়াবো! পোয়ারোকে দেখে অবাক হলেন মেজর ডেসপার্ড, "আপনি এই বাসে? কি আশ্চর্য!"

পোয়ারো মনে মনে হাসলেন। এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটায় যে আশ্চর্যের কিছুই নেই তা তিনি ছাড়া আব কে জানে? ডেসপার্ড কখন হোটেল থেকে বেবোবেন তিনি সময়টা আন্দাজ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী অপেক্ষাও করছিলেন রাস্তাতে। দূর থেকে ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখে পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে পরের বাস-স্টপেজে দাঁড়ান। ডেসপার্ডের মত ঝুঁকি নিয়ে চলন্ত বাসে ওঠেননি তিনি। বাস থামলে ধীরে সুস্থে উঠেছেন।

"মিঃ শেটানের ব্যাপারটায় আপনারা কিছু করে উঠতে পারলেন মঁসিয়ে পোয়ারো?"

"আমি শুধু চিন্তা করি। এই বয়সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে তদন্ত করা আমার সহ্য হয় না।"

"আরে, সেটা তো সবচেয়ে ভাল ব্যাপার। লোকে অনর্থক দৌড়াদৌড়ি করে। কোন কাজে এগোবার আগে যদি শান্ত হয়ে ব্যাপারটা ভাল ভাবে চিন্তা করে নেয় তবে পন্ডশ্রমের ঝামেলা থাকে না।"

"জীবন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি তাই মেজর ডেসপার্ড?"

"প্রায় ক্ষেত্রেই তাই!" সহজ মনে উত্তর দিলেন ডেসপার্ড, "আমিও আগে জিনিসটা তলিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, কি ভাবে এগোব সেটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে নিই—তারপর সেইভাবে কাজ।"

পোয়ারোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এরপর কি আপনার সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না? কোন বাধাই আপনার পথ আটকে দাঁড়ায় না।"

"না না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। ভুল হলে আমি অবশ্যই শোধরাবার চেষ্টা করি।"

"আপনার ভুল বোধহয় খুব কম হয়!"

"মানুষমাত্রেই ভুল করে মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনার কি কোনদিনই ভুল হয় নি?"

"শেষ ভুলটা হয়েছিল আঠাশ বছর আগে।" পোয়ারো শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে "তারপর দু'একবার ভুলের সম্ভাবনা দেখা দিলেও কোন ভুল হয়নি।"

"দারুণ ব্যাপার তো।" মেজর ডেসপার্ড উৎসাহের সুরে বলেন "মিঃ শেটানের খুনের তদন্ত কি আপনি করেছেন? অবশ্য যা শুনেছি আপনাকে বোধহয় সরকারীভাবে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নি।"

"না, সরকারীভাবে আমায় তদন্তের ভার দেওয়া হয়নি। তবুও এ-ব্যাপারে কেসটা আমি নিজে থেকেই নিয়েছি। আমারই নাকের ডগায় বসে খুন করে যাবে এতটা স্পর্ধা সহ্য করা যায় না। খুনী শুধু আমাকেই নয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও ব্যঙ্গ করেছে। আসলে সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলকে যতটা বোকা মনে হয় তা তিনি নন, খুবই চালাক চতুর। ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও উঠে পড়ে লেগেছেন—"

"হ্যাঁ আমিও জানি। পেছনের সীটে ঐ কাঠখোট্টা চেহারার লোকটাকে দেখুন।"

পোয়ারো পেছন ফিরে তাকালেন, "কই কেউ নেই তো!"

"তাহলে নিশ্চয়ই বাসের মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে। আমার পেছনে সবরকম লেগে আছে, ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। তবে আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। কালো নিগ্রো হলেও, আমি একবার যে মুখ দেখি ভুলি না সহজে।"

"বাঃ, ঠিক আপনার মত লোককেই দরকার আমার।" পোয়ারো খুশী হয়ে বলেন, "যার নজর তীক্ষ্ণ এবং স্মৃতিশক্তিও প্রখর। আপনি হয়ত আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। ডাঃ রবার্টস, মিসেস লরিমার কেউই আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলেন না—"

"আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি: ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।" মেজর ডেসপার্ড অবাক হলেন।

"সে সন্ধ্যায় মিঃ শেটানের খুন হবার আগে যে ঘরে বসে আপনারা তাস খেলছিলেন, সেই ঘরের জিনিসপত্রের একটা সঠিক বিবরণ দিন আমাকে। মানে কোন্ কোন্ জিনিস আপনার নজরে পড়েছিল—"

"আমি বোধহয় সেরকম কিছুই বলতে পারব না। যতদূর মনে পড়ছে ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসা ছিল—অনেকগুলো আলনা, সিল্কের জামাকাপড়, আরো কত কি—"

"ঠিক কি কি জিনিস ছিল?"

ডেসপার্ড হতাশভাবে মাথা নাড়লেন, "বিশেষ লক্ষ্য করিনি। কয়েকটা ভাল জাতের কম্বল—পারস্য বা ঐ সমস্ত দেশ থেকে আনা নানা রকম কতগুলো মূর্ত্তি, কয়েকটা ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল, দক্ষিন আফ্রিকার একটা বড় সাইজের কৃষ্ণসার হরিনের মাথা—ওঃ ওটা বোধহয় পাশের ঘরে টাঙ্গানো দেখেছিলাম।"

"মিঃ শেটানের শিকারের নেশা ছিল বলে মনে হয় না—"

"কক্ষনো না। ঘরে বসে তাস খেলা ছাড়া আর তার কোন কাজ ছিল না। তবে ঘরে আর কি কি ছিল মনে পড়ছে না, টেবিলের ওপর পালিশ করা একটা কাঠের মূর্ত্তি

দেখেছিলাম এটা বেশ মনে আছে। আর তো মনে নেই।"

পোয়ারো একটু গম্ভীর হলেন "থাকগে, মনে না পড়লে আর কি করা যাবে। মিসেস লরিমারের কিন্তু আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, সেদিনের খেলার প্রত্যেকটা তাসের ডাক কখন কি রকম হয়েছিল একেবারে নিখুঁতভাবে বলেছিলেন—আপনার বোধহয় তাসের কথা কিছুই মনে নেই মেজর ডেসপার্ড?"

"না।" স্বীকার করলেন ডেসপার্ড। "দেখুন, বয়স্কা মহিলারা যাদের খালি ক্লাবে বা পার্টিতে তাস খেলে বেড়ানো অভ্যেস তাদের তো তাসের সমস্ত কথা মনে থাকবারই কথা। তাসই যাদের ধ্যান জ্ঞান। সেদিনের খেলার দু'একটা তাসের কথা আমার মনে পড়ছে। একবার রবার্টসের ভাঁওতায় ঘাবড়ে গিয়ে পাঁচটা ডায়মণ্ডের গেমটা ডাকতে পারিনি। ভদ্রলোক অবশ্য গোটা দু-তিন শর্ট দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা ডবল দিইনি বলে লোকসানই হল। আর একটা নো-ট্রাম্প গেমে আমি খেলতে পারলাম না। দুটো শর্ট দিলাম।"

"আপনি বোধহয় ব্রীজের থেকে পোকার খেলতেই বেশি পছন্দ করেন?" পোয়ারো তাকালেন মেজর ডেসপার্ডের দিকে।

"ঠিকই ধরেছেন", মেজর ডেসপার্ড মৃদু হাসলেন। পোয়ারোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "মিঃ শেটানের তাসে খুব একটা উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না।"

"কিন্তু অন্যকে ভয় দেখানোর খেলায় তার বেশ উৎসাহ ছিল—"মেজর ডেসপার্ড একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। "আমার কথাটার অর্থ বিশদভাবে জানতে চাইছেন তো? এ হল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—খুব গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি।"

"ভদ্রলোককে কি ব্ল্যাকমেলার বলে মনে হয় আপনার?"

ডেসপার্ড মাথা নাড়লেন। "ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। একভাবে ব্ল্যাকমেলার তো বলা যায়ই—তবে এর পিছনে টাকার চাহিদা ছিল না। শেটান অন্যের গোপন খবর জোগাড় করে মানুষকে ভয় দেখাতে ভালবাসতেন। বলা যেতে পারে নিছক নোংরা আনন্দেই এসব করে বেড়াতেন তিনি। আর মেয়েদের কাছ থেকে গোপন খবর বের করা বেশ সোজা। একবার যদি তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন যে আপনি ব্যাপারটা জানেন—ব্যাস, বাকীটা তারা নিজেরাই জানিয়ে দেবে আপনাকে।"

"মিস মেরিডিথকেও কি তিনি এরকম ভয় দেখিয়েছিলেন?" শান্তকণ্ঠে পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেজর ডেসপার্ডের দিকে।

"মিস মেরিডিথ!" অবাক হলেন ডেসপার্ড—"তাঁর কথা তো আমি ভাবছি না। আর শেটানকেই বা তিনি ভয় পেতে যাবেন কেন?"

"তবে কি মিসেস লরিমার?"

"আরে না না; বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি না, শেটানের চরিত্র কেমন ছিল এটাই আমার বক্তব্য। আর মিসেস লরিমারকে ভয় দেখানো অত সোজা নয়।"

"মেয়েদের মনের কথা, বিশেষ করে গোপন কথা বের করতে মিঃ শেটান খুবই

পটু ছিলেন, এটা ঠিকই।" পোয়ারো শান্তভাবে বললেন।

"লোকটা তো একেবারে নির্বোধ ছিল—সেরকম বিপজ্জনক নয়—অথচ মেয়েরা কেন যে ভয় পেত—" কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মেজর ডেসপার্ড। "আরে, কথা বলতে বলতে আমার স্টপেজ ছাড়িয়ে চলে এসেছি। আচ্ছা, মঁসিয়ে পোয়ারো, কবে আবার দেখা হবে। জানালা দিয়ে একটু লক্ষ্য করুন, আমার অনুসরণকারীকেও দেখতে পাবেন, আমার সাথে সাথে বাস থেকে নামবে নিশ্চয়ই।"

লম্বা পায়ে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়লেন মেজর ডেসপার্ড। পোয়ারো অবশ্য তার অনুসরণকারীকে খোঁজার চেষ্টা করলেন না। কেউ হবে হয়ত। তাঁর মাথায় তখন অন্য চিন্তা, "বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়—" বিড়বিড় করলেন পোয়ারো, "সত্যিই ভারী আশ্চর্যের তো!"

মিসেস লরিমার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির মাথায়। তার মুখে বিভিন্ন অভিব্যক্তির ছাপ একের পর এক খেলে চলেছে—কখনো দ্বিধা, কখনো সংশয়, বিস্ময়, নিশ্চিন্ততা। তার দীর্ঘ ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল, কি যেন চিন্তা করছেন। তারপর নীচে নেমে এলেন ধীরে ধীরে। তখনি রাস্তায় তার চোখ পড়ল অ্যানা মেরিডিথের দিকে, একটা আকাশ ছোঁয়া বাড়ীর নীচে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানা। মিসেস লরিমার একটু ইতস্তত: করে রাস্তা পেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন!

"কেমন আছেন, মিস মেরিডিথ?"

চমকে ফিরে তাকাল অ্যানা, "ওঃ আপনি? অনেকদিন বাদে আবার দেখা হল!"

"লন্ডনেই আছেন এখনো?"

"না, না। একটা বিশেষ কাজে আজ লন্ডনে এলাম." অ্যানা ঘন ঘন ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে।

"ওদিকে অত তাকাচ্ছো কেন মিস মেরিডিথ? কোন দরকার আছে?"

"কই না কিছুই নয়।"

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কোন ব্যাপার আছে। "মৃদু হাসলেন মিসেস লরিমার।"

"হ্যাঁ—মানে ইয়ে", অ্যানা আমতা আমতা করে—"আসলে আমার এক বন্ধুকে যেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখলাম। সত্যি সত্যি রোডাই তো? এই বাড়ীতে মিসেস অলিভার থাকেন। আমাদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে এ বাড়ীটারই ঠিকানা দিয়েছিলেন তিনি।"

"আপনি কি দেখা করবেন মিসেস অলিভারের সঙ্গে?"

"না, আজ আর যাবনা।"

"তবে চলুন, এক কাপ চা খাওয়া যাক।" মিসেস লরিমার একটা নিরিবিলি রেস্তোরাঁতে অ্যানাকে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর অ্যানাই প্রথম মুখ খুলল, "মিসেস অলিভার আপনার কাছে যান নি?"

"মঁসিয়ে পোয়ারো ছাড়া আর কেউই আমার কাছে যায়নি।"

"আমি ঠিক তা জিজ্ঞাসা করিনি।"

"করেন নি? কিন্তু আমার যেন মনে হলো আপনি এটাই জিজ্ঞাসা করছেন।"

অবাক হলেন মিসেস লরিমার।

অ্যানার চোখে ভয়ের ছাপ দেখা দিল। কিন্তু মিসেস লরিমার আগের মতই নির্বিকার। অ্যানা চট করে সামলে নিল নিজেকে।

"মঁসিয়ে পোয়ারো আমার কাছে যান নি। আচ্ছা সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল কি আপনার কাছে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।" মিসেস লরিমারের জবাব।

অ্যানা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, "কি প্রশ্ন করলেন?"

"যেমন নিয়ম মাফিক প্রশ্ন করে থাকে সেরকমই। তবে ব্যাটেলের ব্যবহার খুব ভালো।"

"ভদ্রলোক মনে হয় সকলের সঙ্গেই দেখা করেছেন। মিসেস লরিমার, আপনার কি মনে হয়, অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারবে পুলিশ?"

মিসেস লরিমারের চোখে অদ্ভুত একটা ছায়া খেলে গেল, "আপনার বয়স কত মিস মেরিডিথ?"

"আমার বয়স? আমার—" অ্যানা তোতলাতে লাগল, "পঁচিশ।"

'আমার তেষট্টি', মিসেস লরিমারের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আপনার সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে—"

"কেন? আমি তো আজই অ্যাক্সিডেন্টে মারাও যেতে পারি।" অ্যানা ভয় পাওয়া গলায় বলে ওঠে।

"হতে পারে। আবার হয়ত সারা জীবনে আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না।"

মিসেস লরিমারের কথার অদ্ভুত ভঙ্গীমায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অ্যানা।

'জীবন কত জটিল', আপনমনে বলতে থাকেন মিসেস লরিমার, 'বেঁচে থাকতে গেলে চাই প্রচন্ড সাহস আর সবকিছু সহ্য করবার ক্ষমতা। অথচ জীবনের শেষ সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হয় সত্যিই কি এর কোন দরকার ছিল?'

"ওভাবে বলবেন না", অ্যানা ভয় পাওয়া গলায় বলে। মিসেস লরিমার মৃদু হাসেন, "জীবন নিয়ে এতসব কথাবার্তা হয়ত খুব সস্তা দরের নাটকীয়তা হয়ে যাচ্ছে। কত সস্তা।" বেয়ারার বিল মিটিয়ে রাস্তায় চলে এলেন দুজনে। একটা ট্যাক্সি পেয়ে অ্যানাকে লিফট দিতে চাইলেন মিসেস লরিমার। অ্যানা ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল, কেননা একটু দূরেই রোডাকে দেখতে পেয়েছে সে। রোডার কাছাকাছি হতেই অ্যানা তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে, "রোডা, তুই মিসেস অলিভারের কাছে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ। কেন তাতে কি হয়েছে?"

"তা হলে ঠিকই ধরেছি।"

"এতে আবার ধরাধরির কি আছে। আমি কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি না কি? তুইও তো এতক্ষণ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলি।"

"হঠাৎ মিসেস অলিভারের কাছে গিয়েছিলি কেন?"

"বাঃ! তিনিই তো আমাদের যেতে বলেছিলেন।"

"সে তো কথার কথা। সকলেই ওরকম বলে। আমি তো তাই গিয়েছি।"

"নারে তুই ভুল বুঝছিস। ভদ্রমহিলার মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। এই

সুন্দর ব্যবহার, দেখ না আমাকে নিজে থেকেই একটা বই উপহার দিলেন।"

অ্যানা তবুও নিঃসন্দেহ হতে পারে না। "কি ব্যাপারে কথা হল? আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই নয়?"

"বোকা মেয়ে, কিসব উদ্ভট ধারণা করে বসে আছিস?"

"সত্যিই কি কিছু বলেন নি? এই খুনের ব্যাপারে কথা হল না?"

"না না। বরং উপন্যাসের খুন-খারাপি নিয়ে, গল্পের প্লট এসব নিয়ে কথা হল। কেমনভাবে প্লট তৈরী করেন বললেন। জানিস অ্যানা, আমাকে ব্ল্যাক কফি আর টোস্ট খাওয়ালেন মিসেস অলিভার।" গর্বের সুরে বলে রোডা, তারপর অল্প থেমে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'তুই চা খেয়েছিস?"

"হ্যাঁ। মিসেস লরিমারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল, তিনিই খাওয়ালেন।"

"মিসেস লরিমার? ও! বোধহয় সেই খুনের ঘটনার দিন উপস্থিত ছিলেন তিনি, তাই না? ভদ্রমহিলা কেমন রে?"

"আগের বার যেরকম দেখেছিলাম, একটু যেন পরিবর্ত্তন হয়েছে, কেমন যেন ব্যাপার মনে হল।'

"তোর কি মনে হয় খুনটা ভদ্রমহিলাই করেছেন?" অ্যানা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, "রোডা, বহুবার বলেছি, এসব আলোচনা আমি পছন্দ করি না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। তোর সেই সলিসিটার কেমন লোক? খুব কাঠখোট্টা? আইনের অস্থি-সন্ধি মুখস্থ?"

"না, ভদ্রলোক বেশ ভালোই। চল, চল। বাড়ী ফিরব, ঐ দেখ প্যাডিংটন যাবার বাস ছাড়ছে।"

'আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, মিসেস অলিভারও এসে পড়েছেন দেখছি। আসুন, আসুন।" সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন ব্যাটেল। তিনিই মঁসিয়ে পোয়ারো আর মিসেস অলিভারকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে।

"আমার মনে হয় এখন আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। কে কতদূর এগোলাম, কি তথ্য জানা গেল? এজন্যই আজ আপনাদের ডেকেছি। কর্নেল রেসও এসে পড়বেন এক্ষুণি।" ব্যাটেলের কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই কর্নেল রেস ঘরে ঢুকলেন।

"আমার বোধহয় দেরী হয়ে গেল। মিসেস অলিভার কেমন আছেন? মঁসিয়ে পোয়ারো। আমার জন্যই সকলেই বোধহয় অপেক্ষা করছেন। খুবই দুঃখিত। আসলে আমাকে কয়েকটা দরকারী কাজ সেরে নিতে হল, কালকেই একটা পার্টির সঙ্গে বেলুচিস্তান রওনা হব।"

"আমাদের এ ব্যাপারটায় কোন খোঁজ খবর আনতে পারলেন?" প্রশ্ন করেন ব্যাটেল।

"হ্যাঁ। মেজর ডেসপার্ডের বিষয়ে কিছু খবর যোগার করেছি।" কতগুলো টাইপ করা কাগজ ব্যাটেলের দিকে এগিয়ে দিলেন কর্নেল রেস। "কখন, কোথায় কোন দেশে গিয়েছিলেন সবকিছু তারিখ, নাম খুঁটিনাটি লেখা আছে। মনে হয় কোন দরকার নেই এগুলোর। মেজর ডেসপার্ডের নামে কোথাও কোন অভিযোগ, নিন্দা পাইনি। শত্রু-

পোক্ত বলিষ্ঠ পুরুষ। সমাজের সব নিয়ম-কানুন মেনে চলেছেন। যখন যেখানে গেছেন প্রিয় হয়ে উঠেছেন, কেউই নিন্দা করেনি মেজর ডেসপার্ডের। কথা বলেন কম, কিন্তু ঠান্ডা মাথার বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক। তাঁর হাতের টিপ নিখুঁত। বিপদে বুদ্ধি হারান না। দূরদৃষ্টি আছে এবং নির্ভরযোগ্য পাকা ভদ্রলোক।"

"কোথাও কোন অ্যাক্সিডেন্ট বা আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল?" ব্যাটেলের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"সে ব্যাপারেও খোঁজ নিয়েছি। একবার তার একজন অনুচরকে সিংহের থাবা থেকে বাঁচিয়েছিলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে!"

মৃদু হাসলেন কর্নেল রেস। "তবে হ্যাঁ, আপনার পছন্দমতো একটা খবর আমার সংগ্রহে আছে। একবার বিখ্যাত বটানিস্ট ল্যাক্সমোর আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার গভীর বনে শিকার করতে গেছিলেন ভদ্রলোক। অধ্যাপক এক ধরণের কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান! আমাজন নদীর তার, সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।"

"কালাজ্বরে?"

"হ্যাঁ, তবে একটা গুজবও শুনেছি। ঐ অভিযানে দু'একজন অধিবাসীও কাজের লোক হিসাবে গেছিল। তাদরে একজনকে চুরির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। পরে সে-ই ব্যাপারটা রটিয়ে দেয়। তার বক্তব্য—অধ্যাপক কালাজ্বরে মারা যাননি, তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল। অবশ্য মেজর ডেসপার্ড পরিচিত ব্যক্তি, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাই ঐ গুজবে কেউ কান দেয়নি।"

"কতদিন আগেকার ব্যাপার?"

কর্নেল রেস মাথা নাড়লেন। "আমি কিন্তু মেজর ডেসপার্ডকে খুনী মনে করি না। এসব খুন-টুন তার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু ভদ্রলোক যদি একবারও ভাবেন, কারো বেঁচে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়, মৃত্যুই তার উপযুক্ত পাওনা তাহলে তাকে সেই যোগ্য শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না মেজর ডেসপার্ড।"

"হতে পারে। তবে ঐ ধরণের কিছু ঘটালে তাঁর সিদ্ধান্তের পেছনে নিশ্চয়ই যুক্তির অভাব হবে না।"

ব্যাটেল অধৈর্যভাবে মাথা নাড়লেন, "কিন্তু তা বলে সভ্য সমাজে কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না।"

"তবুও এ-রকমটাই ঘটে চলেছে। চলবেও। সে যাক, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। বেশ কয়েকটা কাজ বাকী আছে। তবে এই খুনের ব্যাপারটা শেষ অবধি কি হয় এটা জানতে আমি খুবই আগ্রহী। কোন নিষ্পত্তি না হলেও অবাক হব না। কারণ খুনী কে জানতে পারলেও কোর্টে প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে। আমি আমার কর্তব্য করেছি। যদিও আমার মনে হয় ডেসপার্ড খুনী নন। মিঃ শেটান হয়ত কোন ভাবে ল্যাক্সমোরের মারা যাবার ব্যাপারে গুজবটা শোনেন। ডেসপার্ড কিছুতেই খুনী নন। আর মানুষ চিনতে আমার খুব একটা ভুল হয় না।"

ব্যাটেল প্রশ্ন করেন, "মিস ল্যাক্সমোর কিরকম মহিলা?"

"তিনি এখন লন্ডনেই থাকেন। আপনারা নিজেরাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই কাগজে তাঁর ঠিকানা দেওয়া আছে। তবুও আবার বলছি মেজর ডেসপার্ড আপনাদেব লক্ষ্যবস্তু নন।"

কর্নেল রেস সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

"হয়ত ঠিকই বলে গেলেন ভদ্রলোক", বিড় বিড় করলেন ব্যাটেল। "মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ওঁর গভীর জ্ঞান আছে। কিন্তু তবু প্রমাণ ছাড়া কাউকে নির্দোষ ভাবা যায় না।" কর্নেল রেসের রেখে যাওয়া কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে ব্যাটেল নিজেও কিছু কিছু নোট করে নিতে লাগলেন।

"তাহলে সুপারিনডেন্ট", মিসেস অলিভাব তাকালেন ব্যাটেলের দিকে. "কিভাবে এগোচ্ছেন কিছুই বললেন না?"

ব্যাটেল মৃদু হাসলেন, "এখনো সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌছতে পারি নি। সবই খাপছাড়া।"

"ওঃ! আপনি আসলে বলতে চাইছেন না, বুঝেছি।" মিসেস অলিভাব বলে ওঠেন।

"না, না। "মাথা নাড়ালেন ব্যাটেল "আমি সব কিছুই বলতে চাই—"

"তাহলে বলুন!" মিসেস অলিভার খুব উৎসাহ দেখান।

"প্রথমেই যে কথাটা বলব, তা হল মিঃ শেটানকে কে খুন করেছে এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও আমি জানতে পাবিনি—মানে কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি। চারজনের প্রতিই আমার সমান সন্দেহ রয়েছে। নজর রাখা হয়েছে সকলের ওপবেই। যদিও আমার মনে হয় না এতে কোন ফল পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় মঁসিয়ে পোয়ারো যা বলেছিলেন সেই একটা পথই আছে—অতীত। এদের চাবজনেরই অতীত ঘেঁটে বার করতে হবে কে কী অপরাধ করেছিল। তার থেকেই আমরা হয়ত এই খুনটার হদিশ পেতে পারি। তবে এর-মধ্যেও একটা 'কিন্তু' রয়ে যাচ্ছে, সত্যিই কি কোন অপরাধ করেছিল এরা? মিঃ শেটান হয়ত নিছক ঠাট্টা করেছিলেন মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে।"

"এদের অতীত সম্বন্ধে কোন খবরাখবর করেছেন?"

"হ্যাঁ। এদের মধ্যে ডাক্তার রবার্টসের ওপরেই আমার কিছুটা সন্দেহ হয়।"

"কি রকম?" মিসেস অলিভার বলে ওঠেন।

"মঁসিয়ে পোয়ারো জানেন আমি সব রকমের থিওরীই হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখেছি। খবর নিয়ে জেনেছি রবার্টসের কোন নিকট আত্মীয়দের মধ্যেওকেউই হঠাৎ মারা যাননি। তবে তাঁর অতীত ঘেঁটে একটামাত্র ঘটনার সমাধান পেয়েছি যা এই খুনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অবশ্য নাও হতে পারে। যাইহোক, আমাদের এখানকার এক-জন সার্জেন্ট মিসেস ক্রাডক নামে এক মহিলার বাড়ির কাজের লোকের কাছ থেকে ডাঃ রবার্টসের সম্বন্ধে এই তথ্য যোগাড় করেছে। ডাক্তার রবার্টস একসময় তাঁর এই মহিলা পেশেন্ট মিসেস ক্রাডকের সঙ্গে একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। ডাঃ রবার্টসের ওপর প্রচন্ড রেগে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন মিসেস ক্রাডক। তাঁর বাড়ীতেই মিসেস ক্রাডককে দেখতে এসেছিলেন ডাঃ রবার্টস। হঠাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী রেগে নিয়ে ডাঃ রবার্টসকে শাসন তার নামে

মেডিক্যাল কাউন্সিলে রিপোর্ট করবেন বলে। ডাঃ রবার্টস তখন ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে শান্ত করে বলেন যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল। মিঃ ক্রাডক অযথাই ডাঃ রবার্টসকে সন্দেহ করছেন। তিনি আর কখনই মিঃ ক্রাডকের বাড়ীতে আসবেন না। এরপর শান্ত হন এবং ডাঃ রবার্টস বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। অফিসে চলে যান মিঃ ক্রাডক।''

''তারপর?'' মিসেস অলিভারের কৌতূহলী প্রশ্ন ভেসে এল।

''মিঃ ক্রাডক এর কিছুদিনের মধ্যেই অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যান।''

''অ্যানথ্রাক্স? সে তো গবাদি পশুদেরই হয়ে থাকে?''

''হ্যাঁ। আপনার হয়ত মনে আছে সস্তা দামের এক ধরণের সেভিং-ব্রাশ নিয়ে একসময় বাজারে গন্ডগোল শুরু হয়েছিল—অধিকাংশই নাকি দূষিত ছিল। মিঃ ক্রাডকের সেভিং-ব্রাশটাও দূষিত ছিল বলে পরে প্রমাণিত হয়।''

''ডাঃ রবার্টস কি তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন?''

''না না। তিনি খুবই ধূরন্ধর। অবশ্য হয়ত মিঃ ক্রাডকও চাইতেন না। একটাই মাত্র সূত্র আমার নজরে এসেছে—খোঁজ নিয়ে জেনেছি ডাঃ রবার্টসের একজন পেশেন্ট সে সময় অ্যানথ্রাক্স রোগে ভুগছিলেন।''

''আপনার কি মনে করেন ডাঃ রবার্টস ভদ্রলোকের সেভিং-ব্রাশ দূষিত করে রাখেন?''

''হ্যাঁ। আমার তাই মনে হয়। যদিও সবটাই অনুমান তবুও একেবারে অসম্ভব নয়।''

''মিসেস ক্রাডকের কি হল?''

''তিনিও কিছুদিন বাদে হঠাৎ পাততাড়ি গুটিয়ে শীতকালে মিশরে চলে গেলেন। এক ধরণের সাংঘাতিক রোগে তিনি ওখানেই মারা যান—তার শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এই অসুখটার কি একটা লম্বা চওড়া নাম আছে। মিশরেই নাকি এই অসুখ হয় বেশী।''

''এর মধ্যে ডাক্তারের কোন হাত নেই বলতে চান?''

সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল মাথা নাড়লেন, ''এ বিষয়ে আমার এক জীবাণু-বিশেষজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সে আবার কোন স্পষ্ট কথা বলতেই রাজী নয়—ভাসা ভাসা মতামত দেয়। তবে একটা কথা জানতে পেরেছি এবং সেটা বেশ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমার সেই বন্ধুর মতে—ডাক্তার রবার্টসের পক্ষে মিসেস ক্রাডকের ইংলন্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তার শরীরে জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। কারণ জীবানু শরীরে ঢোকার বেশ কিছুদিন বাদে এই অসুখের লক্ষ্মণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে।''

''মিসেস ক্রাডক কি মিশরে যাবার আগে টাইফয়েডের প্রতিবেধক কোন ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন?''

''হ্যাঁ।''

''ঠিক তাই মঁসিয়ে পোয়ারো। মিশরে যাবার আগে মিসেস ক্রাডক ডাঃ রবার্টসের কাছে দুটো ইঞ্জেকশন নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে সেই একই সত্যে ফিরে আসছি। প্রমাণ কোথায়? ইঞ্জেকশন দুটো রোগের প্রতিষেধকও হতে পারে

অথবা অন্যকিছুও। আমরা নিশ্চিত হতে পারছি কোথায়? সবটাই অনুমান।"

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। "মিঃ শেটানের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি সেই সকল খুনীদের কথাই বলেছিলেন যাদের বিরুদ্ধে কোর্টে কোন প্রমাণ দাখিল করা যাবে না।"

"কিন্তু মিঃ শেটান এত খবর জোগাড় করলেন কি করে?" মিসেস অলিভারের প্রশ্নে তার দিকে তাকালেন পোয়ারো, "এ সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করে নেওয়া যায়। শেটান একসময় মিশরে গেছিলেন, সেখানেই মিসেস লরিমারের সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি হয়ত মিসেস ক্রাডকের রোগের লক্ষণ সম্পর্কে কোন ডাক্তারের সন্দেহজনক মন্তব্য শুনেছিলেন। ক্রাডক পরিবারের গন্ডগোলে ডাক্তার রবার্টসের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা আগে থেকে নিশ্চয়ই জানতেন মিঃ শেটান। তার ফলেই কিছু একটা ভেবে নিয়েছিলেন। ডাঃ রবার্টসও হয়ত অসতর্ক কোন মুহূর্তে কোন কথা বলেছিলেন শেটানকে। মিঃ শেটানও লোকের গোপন কথা বের করতে ভালই পারতেন। এখন কথা হল শেটানের সন্দেহ ঠিক কিনা?"

"আমার মনে হয় তিনি নির্ভুল।" ব্যাটেল বললেন, "ডাঃ রবার্টস যে একজন খুনী কোন সন্দেহ নেই। মিঃ ক্রাডককে তিনিই খুন করেছেন। মিসেস ক্রাডককে খুন করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু মিঃ শেটানকে কি তিনি খুন করেছেন? এখানেই প্রশ্ন থেকে যায়। মিঃ ক্রাডককে খুন করার ব্যাপারে তিনি তার চিকিৎসা-বিষয়কেই কাজে লাগিয়েছেন। যার ফলে সকলের কাছে মৃত্যুটা স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আমার মতে, যদি তিনি শেটানকে খুন করার কথা ভাবতেন তবে ছুরির বদলে অন্য কোন পদ্ধতির কথা ভাবতেন।"

" জানা কথাই তো—যার ওপর সন্দেহ হয় প্রথমে, সে কখনই খুনী হতে পারে না। ডাক্তার রবার্টস খুনী নন।" মিসেস অলিভার মন্তব্য করেন!

"তা হলে সন্দেহের লিস্ট থেকে ডাক্তার রবার্টস বাদ পড়লেন, রইল বাকী তিন!" পোয়ারো মৃদু হাসলেন।

ব্যাটেল বলতে শুরু করলেন, "অন্যদের বিশেষ কিছু খবর নেই। ডেসপার্ডের্‌টা আগেই শুনলেন। বছর কুড়ি হল বিধবা হয়ে লন্ডনে বাস করছেন মিসেস লরিমার। শীতকালে মাঝে-মধ্যে রিভারিয়া, মিশর এ-সমস্ত দেশে বেড়াতে যান। কোন সন্দেহজনক মৃত্যুর সঙ্গে তার কোন সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁর মতো ভদ্রমহিলার যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত, সেরকম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সম্মানীয় জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। তার সম্বন্ধে লোকের ধারণাও খুব উঁচু। তার একটাই দোষ, যদি এটাকে দোষ বলা যায়—তবে বোকামি একদম সহ্য করতে পারেন না। আমি সবদিক দিয়ে খোঁজখবর করে দেখেছি কোন দোষ খুঁজে পাইনি। একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, অন্ততঃ মিঃ শেটান তো তাই ভাবতেন।"

ব্যাটেল হতাশভাবে মাথা নাড়লেন তারপর সংক্ষেপে মিস মেরিডিথের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য সকলকে জানিয়ে বললেন, "আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সব খবরগুলোই ঠিক। মেয়েটি মিথ্যে বলছেনা।"

"তারপর সুইজারল্যান্ডে, উইলিংফোর্ড এখানেও তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহজনক

খবর পায়নি।"

"তাহলে মেরিডিথ বাদ যাচ্ছে লিস্ট থেকে।" জিজ্ঞাসা করলেন পোয়ারো।

"ঠিক এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না।" মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। "কোথাও একটা গোলমাল আছে। মিস মেরিডিথের চোখেমুখে প্রায়ই একটা ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে যেটাকে শুধুমাত্র শেটানের জন্য একথা বলতে রাজী নই। চারিদিকেই তাই ভয়-চকিত নজর, সব সময়ই কোন একটা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে ঐ যে বললাম, মিস মেরিডিথ নির্দোষ জীবনযাপন করে।"

মিসেস অলিভারের চোখের তারা চক চক করে উঠল। "কিন্তু তবুও অ্যানা একসময় এমন একটা বাড়ীতে কাজ করত যে বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা ওষুধের বদলে ভুল করে এক ধরণের বিষাক্ত মালিশ খেয়ে মারা যান। "তার কথা শেষ হতে না হতে উত্তেজনায় ব্যাটেল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন "এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

"এ হল আমার একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরির ফল।" মিসেস অলিভারের খুবই গর্বিত জবাব—"ওদের ওয়েলডন কুটিরে গিয়ে এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলাম, বললাম, ডাঃ রবার্টসকেই আমার সন্দেহ। বোডা মেয়েটা ভাল, কি ভদ্র ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। কিন্তু অ্যানা মেবিডিথ মোটেই পছন্দ করল না আমাকে এবং সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়েও দিল। খুবই সন্দেহপ্রবণ মেয়ে । যদি গোপন কিছু না-ই থাকবে তবে অত সন্দেহ কিসের? আমি ওদের দুজনকেই লন্ডনে আমার ফ্ল্যাটে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম--রোডাই এসেছিল। ওর মুখ থেকেই সব ঘটনা শুনলাম।"

"কখন, কোথায় এটা ঘটেছিল জানাতে পেরেছেন?"

" ডেভনশায়ারে তিন বছর আগে।"

সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল ঝড়ের বেগে প্যাডের ওপর পেন্সিল দিয়ে নোট করতে লাগলেন।

চেয়ারে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলেন মিসেস অলিভার—নিজের কেরামতিতে তিনি খুবই গর্বিত।

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিসেস অলিভার।" সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল অভিনন্দন জানালেন। "খুব দামী খবর যোগাড় করে আমাদের সকলের ওপর টেক্কা দিয়েছেন আপনি। মিসেস এল্ডনের বোন অবশ্য—"

হঠাৎ পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, "মিসেস এল্ডন, অর্থাৎ মিস মেরিডিথ প্রথমে যে বাড়ীতে কাজ করত সে বাড়ীর কর্ত্রী, তিনি কি খুব অগোছালো টাইপের মহিলা?"

ব্যাটেল খুব অবাক হলেন। "হ্যাঁ। তার বোনের সঙ্গে কথায় কথায় মিসেস এল্ডনের অগোছালো স্বভাবের কথা উঠেছিল বটে। কিন্তু আপনি কি করে এ খবর পেলেন?"

"এমনিই, হঠাৎ আমার মনে হল তাই। যাক আপনি যে কথা বলছিলেন বলুন।"

"বলছিলাম মেরিডিথের কথা।" ব্যাটেল আবার শুরু করলেন, "মিসেস এল্ডনের বোন আমাকে বলেছিলেন, অ্যানা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেভনশায়ারে চলে যায়। কোথায় গেছে, কার বাড়ীতে, এত খবর দিতে পারেনি তবে মনে হয় সেখানে

বেশী দিন থাকে নি। মেয়েটা এত মিথ্যেবাদী, আমাকে ঠকিয়েছে। আর যদি ডেভনশায়ারের ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই হবে তো তার এত ভয় কেন? সে যদি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়?'' পোয়ারোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ব্যাটেল ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে, ''আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। ডেভনশায়ারের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত খুন বলে প্রমাণিত হলেও এটা বলা যায় না যে মিঃ শেটানকে সেই অ্যানা মেরিডিথ খুন করেছে, এই তো? তাহলেও আগের খুই-ই এবং খুনীরই শাস্তি হোক আমি তাই চাই।''

''কিন্তু মিঃ শেটানের মতে তা অসম্ভব।'' পোয়ারো মনে করিয়ে দিলেন।

''হ্যাঁ। ডাক্তারের ক্ষেত্রে তাই। দেখা যাক মেরিডিথের বেলাতেও তাই খাটে কিনা। আমি কালই ডেভনশায়ারে রওনা হচ্ছি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই করোনারের কোর্টে উঠেছিল—ওখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সবকিছু জানা যাবে।''

''মেজর ডেসপার্ডের খবর কি?'' মিসেস অলিভার প্রশ্ন করলেন।

''কর্নেল রেস যা খবর বললেন মোটামুটি তাই। তাছাড়া একটাই খবর পেয়েছি—ভদ্রলোক সলিসিটারের পরামর্শ নিয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে তিনিও বিপদের ভয় করছেন। বেশ ভেবেচিন্তে কাজ করেন তাই হঠাৎ করে কারো বুকে ছুরি বসিয়ে দেবেন এটা ভাবাই যায় না।''

''কিন্তু তিনি যে খুব দ্রুত বিচক্ষণভাবে দক্ষতার সঙ্গে যে কোন কাজ শেষ করতে পারেন এটা ভুলে যাবেন না।'' পোয়ারোর মন্তব্য ভেসে এল।

ব্যাটেল ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। ''কি ব্যাপার মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি তো আপনার সংগ্রহের ঝুলি খুললেন না—''

পোয়ারো মৃদু হাসলেন, ''আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত। ভাবছেন হয়ত আমি গোপন করছি—আসলে আমি আপনাদের মত কোন খবরই যোগাড় করতে পারিনি। মিস মেরিডিথ ছাড়া তিনজনের সঙ্গে আমি দেখা করে কথা বলেছি। জেনেছি ডাক্তার রবার্টস চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেন। মিসেস লরিমারের কোন বিষয়ে একাগ্রতা এত বেশী যে তিনি তার পারপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ—ফুল তার খুবই প্রিয়। ডেসপার্ড তার পছন্দের জিনিস ছাড়া অন্য কিছুই নজর করেন না—দামী কম্বল, খেলাধূলার ট্রফি এসবেই তার বেশী আগ্রহ। মানসিক একাগ্রতা কম। খুব একটা নজর করে কোন জিনিস দেখেন না।''

''তাহলে এ-গুলোই আপনার ঘটনা?'' ব্যাটেলের কথায় কৌতুকের ছোঁয়া।

''তুচ্ছ হলেও এগুলো তথ্য তো বটেই!''

''মিস মেরিডিথ সম্বন্ধে কি জানেন?''

''আমার লিস্টে সকলের শেষেই তার নাম। তবে তার কাছেও আমার একই প্রশ্ন হবে—ঐ ঘরের কি কি জিনিসের কথা তার মনে আছে?''

''ধরুণ এদের সকলেই আপনাকে মিথ্যে বলছে?'' ব্যাটেল প্রশ্ন করলেন।

পোয়ারো মৃদু হাসলেন, ''না, তা অসম্ভব! আমাকে সাহায্য করুক বা না করুক—কোনভাবেই নিজেদের মনের গতিবিধি ওরা গোপন করতে পারবে না!''

''কি জানি! আপনার কাজের পদ্ধতি বড় অদ্ভুত। যাইহোক, আমি আপনাকে একটা

কাজ দিতে চাই—আপনি অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। আমাদের চেয়ে আপনি তার কাছ থেকে অনেক বেশী কথা আদায় করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার কাজের পদ্ধতিতে একটা বিশেষত্ব আছে।"

"কিন্তু আমার পদ্ধতি তো আপনাদের মতো সহজ সরল নয়।"

সুপারনডেন্ট ব্যাটেল মৃদু হাসলেন। "ইন্সপেক্টর জ্যাপের মুখে শুনেছি, আপনি নাকি লোকের মনে বেশ খোঁচা দিতে পারেন!"

"মিঃ শেটানের মতো?"

"আপনার কি মনে হয় তিনি ভদ্রমহিলার কাছ থেকে গোপন কথা জেনে ফেলেছিলেন?"

"আমার তাই বিশ্বাস। মেজর ডেসপার্ডের একটা কথায় আমার সে রকমই মনে হল।"

"বোধহয় তিনি ভুল করে মনের কথা বলে ফেলেছেন, তাই না? কিন্তু এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ।"

"মনে রাখবেন মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া আর কোন ভাবেই মনের কথা চেপে রাখা যায় না। মুখের কথাই মনের গভীর থেকে গোপন খবর বের করে আনে।"

"আর লোকে যদি মিথ্যে বলে?" মিসেস অলিভার প্রশ্ন করলেন।

"তাহলেও ম্যাডাম, আপনি যে একই ধরণের মিথ্যে বলছেন খুব তাড়াতাড়ি সেটা ধরা পড়বে।"

"আপনার কথায় খুব অস্বস্তি বোধ করছি!" মিসেস অলিভার বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ব্যাটেল। "সত্যি আপনি একজন গোয়েন্দা, মিসেস অলিভার।"

ব্যাটেলের সঙ্গে করমর্দন করে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন মিসেস অলিভার।

একটুকরো কাগজে মিসেস ল্যাক্সমোরের ঠিকানা। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের আসল মৃত্যু-রহস্য জানতে চাই। আমি কালকে ডিভনশায়ারে যাচ্ছি।"

পোয়ারো আপনমনে বিড় বিড় করলেন "সত্যিই আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে—"

পোয়ারো এখন ক্রম্পটন রোড ধরে হেঁটে চলেছেন। একটু আগেই মিসেস ল্যাক্সমোরের বাড়ীতে গেছিলেন পোয়ারো। গেছিলেন অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য জানতে। প্রথমে মিসেস ল্যাক্সমোর কিছুই বলতে রাজী হন নি। কিন্তু পোয়ারো তার নিজের কায়দায় সমস্ত কথাই আদায় করে ছেড়েছেন। ঘটনাটা হল এই:

মিসেস ল্যাক্সমোর তার স্বামীর সঙ্গে আমাজন নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে এক অভিযানে গেছিলেন। তার স্বামী অধ্যাপক ল্যাক্সমোর ছিলেন বোটানিস্ট। ঐ অঞ্চলের দুষ্প্রাপ্য লতাগুল্মের সন্ধানেই তিনি যান। মেজর ডেসপার্ডও ঐ অভিযানে অংশ নেন—তিনি ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এবং অভিযানের বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন বলেই তাকে সঙ্গে নেওয়া হয়। এক রাত্রে কোন কারণে মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের ঝগড়া বাধে। অধ্যাপক ল্যাক্সমোর ছুরি দিয়ে খুন করতে যান মেজর ডেসপার্ডকে। তখন মেজর ডেসপার্ড আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুঁড়লেন যা অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে

চলে যায়। সংক্ষেপে এই হল অধ্যাপক ল্যান্সমোরের মৃত্যু রহস্য।

পোয়ারো মনে মনে বিড় বিড় করলেন "সত্যিই অভূতপূর্ব মহিলা—হতভাগ্য ডেসপার্ড।" বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎই আপনমনে হাসতে শুরু করলেন পোয়ারো।

বাড়ী পৌঁছানোর পর আধঘন্টা হতে না হতে মেজর ডেসপার্ড পোয়ারোর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। তার চোখে-মুখে রাগের ছাপ। অতিকষ্টে নিজেকে ধরে রেখেছেন তিনি।

"কি জন্যে আপনি মিসেস ল্যান্সমোরের বাড়ীতে গেছিলেন?" পোয়ারো মৃদু হাসলেন "আমার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই আপনি এতক্ষণে জেনে গেছেন। অধ্যাপক ল্যান্সমোরের মৃত্যু-রহস্যের আসল তথ্যটা খুঁজে বের করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"আসল তথ্য!" ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠেন ডেসাপার্ড "আপনি কি মনে করেন মেয়েদের পক্ষে সমস্ত ঘটনা জানা সম্ভব?"

"তা অবশ্য ঠিক।" সায় দিলেন পোয়ারো।

"আপনি জেনেছেন কতগুলো মিথ্যে কথা, বানানো কথা।"

"না না।" পোয়ারো প্রতিবাদ জানালেন, "সেরকম কিছু নয়। ভদ্রমহিলা একটু রোমান্টিক ধাঁচের এই যা—"

"হ্যাঁ মিথ্যেটাই সত্যি বলে মেনে নেওয়াটাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সবটাই ধাপ্পাবাজী। তার ওপর আবার তিনি ভীতু। উঃ, কি অশান্তিতেই যে ওদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম!"

"হ্যাঁ, আমারও একথাটা সত্যি বলে মনে হয়", পোয়ারো মাথা দোলালেন।

হঠাৎ একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ডেসপার্ড। "তাহলে আসল ঘটনাটা আপনাকে খুলেই বলি মঁসিয়ে পোয়ারো।" অল্প থেমে বলতে শুরু করলেন ডেসপার্ড, "আমি জানি আমি যা-ই বলি তাতে কারোর এক বিন্দু সমবেদনা পাব না। বরঞ্চ সকলের চোখে সন্দেহের ভাগী হব আমি-ই। তবুও আমার কাছে একটাই পথ খোলা আছে—তা হল ঘটনাটা আপনার কাছে খুলে বলা। বিশ্বাস করুন বা না করুন এই হল আসল ঘটনা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেজর ডেসপার্ড বলতে শুরু করলেন, "অধ্যাপক ল্যান্সমোরের অভিযানের যাবতীয় ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। ল্যান্সমোর সত্যিই একজন ভদ্রলোক। সবসময় গাছ লতা নিয়ে মেতে থাকতেন। আর মিসেস ল্যান্সমোরকে তো দেখেই এলেন—অতিরিক্ত ভাবুক। আমি বিশেষ পছন্দ করতাম না তাকে। যাই হোক, ওখানে পৌঁছানোর পর অল্পদিনের মধ্যেই আমরা তিনজনেই জ্বরে পড়লাম। আমি এবং মিসেস ল্যান্সমোর অল্প ভুগেই সুস্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু অধ্যাপকের জ্বর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। একদিন আমি তাঁবুর বাইরে সন্ধ্যেবেলা চেয়ারে বসে আছি হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক টলতে টলতে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে এগোচ্ছেন। তিনি যে জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে এরকম কান্ড করতে যাচ্ছেন এতে কোন সন্দেহ ছিলনা। আর এক মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক নদীতে গিয়ে পড়বেন। একবার পড়লে বাঁচার কোন সম্ভবনাই থাকবে না। আমি যে ছুটে গিয়ে তাকে থামাব

সে সময়ও নেই। পাশেই গুলিভরা বন্দুকটা পড়ে ছিল। ভদ্রলোকের পায়ে গুলি মেরে তাকে থামাতে চাইলাম আমি। আমার টিপ অব্যর্থ ছিল, বন্দুটা তুলে সেদিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে যাই এমন সময় হঠাৎ মিসেস ল্যাক্সমোর কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে বাধা দিলেন। তার ধারণা হয়েছিল যে আমি তার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলেছি। ভদ্রমহিলার টানাটানিতে বন্দুকের নলটা ঘুরে গিয়ে গুলিটা সোজা অধ্যাপক ল্যাক্সমোরের পিঠে গিয়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন তিনি।

"ভদ্রমহিলা এত বোকা, তিনিই যে ঘটনাটার জন্যে দায়ী এ-কথা কিছুতেই মানতে রাজী হলেন না। তাঁর ধারণা আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের ঝগড়া ছিল যার ফলে রাগে আমি মেরে ফেলেছি। ভদ্রমহিলা যে কি করে বসেছেন তা নিজেই জানেন না। শেষে তিনি বললেন যে বাইরের লোকদের কাছে জানান হবে যে অধ্যাপক ল্যাক্সমোর কালাজ্বরে মারা গেছেন। আমিও শেষপর্যন্ত তার কথাতেই রাজী হলাম—কারণ প্রকৃত ঘটনা জানলে শুধু শুধুই লোকের মিথ্যে সন্দেহে জড়িয়ে বদনামের ভাগী হবে। পরদিন সকালে কুলিদের জানিয়ে দিলাম অধ্যাপক ল্যাক্সমোর কালাজ্বরে মারা গেছেন। সকলে মিলে তাকে নদীর ধারে কবর দিলাম। কুলিরা যদিও সকলেই আসল ঘটনা জানত, কিন্তু সকলেই খুব বিশ্বাসী, আমাকে শ্রদ্ধাও করত। তারা আমার সামনে প্রতিজ্ঞা করল বাইরে কোনদিন কেউ এই ঘটনা কাউকে জানাবে না। তারপর আমরা লণ্ডনে ফিরে আসি।"

মেজর ডেসপার্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে উঠলেন, "এই হল আমার গল্প বা ব্যাখা—যাই বলুন। আমার মনে হয় শেটান কোন ভাবে মিসেস ল্যাক্সমোরের কাছ থেকে এই খবর জানতে পেরেছিলেন এবং সেদিন আমাদের সামনে এই ঘটনাটারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"

"ব্যাপারটা কিন্তু আপনার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। মিঃ শেটান যখন জানতে পেরেছিলেন—" পোয়ারোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"ওসব আমি পরোয়া করি না। যাই হোক, এই গল্পের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমি হাজির করতে পারব না। আমার মুখের কথাকেই প্রমাণ বলে ধরে নিতে হবে। অবশ্য এর পরিপেক্ষিতে আমি মিঃ শেটানকে খুন করেছি এই ধারণা করে নেওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সেজন্যই আপনাকে আসল ঘটনা খুলে বললাম, বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা।"

"আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করছি মেজর ডেসপার্ড।" পোয়ারো হাত বাড়িয়ে দিলেন ডেসপার্ডের দিকে।

ডেসপার্ডের দু চোখ খুশীতে চকচক করে উঠল। পোয়ারোর দুহাত আঁকড়ে ধরলেন তিনি। "অসংখ্য ধন্যবাদ, মঁসিয়ে পোয়ারো।"

"তুই একটা ভীতু মেয়ে অ্যানা—বোকা মেয়ে। উটপাখীর মতো বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখলেই কি চলবে? যেখানে একটা খুন নিয়ে কথা সেখানে তোর না গেলে চলে! বিশেষতঃ যখন সন্দেহভাজনদের মধ্যে তুই একজন—অবশ্য সেভাবে দেখতে গেলে তোর ওপরেই সন্দেহটা কম হওয়া উচিত।" রোডা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সকালের ডাকেই পোয়ারোর আমন্ত্রণ-পত্র তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অথচ

অ্যানা তাঁর কাছে যেতে মোটেই রাজী নয়।

"কিন্তু, জানিসই তো রোডা, গোয়েন্দা-গল্পে যার ওপর কম সন্দেহ হয় পরে দেখা যায় সেই খুনী।" অ্যানা ঠাট্টার সুরে বলে।

তার কথায় কান দেয় না রোডা। "তা হলেও, তোকে যেতেই হবে। মনে রাখিস, তোর ওপরেও নজর করা হচ্ছে, তোকেও সন্দেহের আওতায় রাখা হয়েছে। এখন আমি খুনের কথা সহ্য করতে পারি না। রক্তের গন্ধে অজ্ঞান হয়ে যাই।.....এসব ন্যাকামো চলে না!"

"বেশ তো, পুলিশের কাছে আমি সব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী আছি!" অ্যানা বোঝাবার চেষ্টা করে, "কিন্তু কোথাকার কে এরকুল পোয়ারো, তার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।"

"তাহলেও ভেবে দেখ, তুই যদি না যাস—ভদ্রলোক হয়ত ভেবে বসলেন তুই খুনী, তাই যেতে ভয় পাচ্ছিস।"

"কিন্তু আমি খুনী নই।" অ্যানা ঠান্ডা ভাবে বলে।

"আমি যেন তাই বলেছি। আরে বাবা, আমিও জানি তুই কোনদিন হাজার চেষ্টা করলেও কাউকে খুন করতে পারবি না। তবুও দেখ, ভদ্রলোক বাইরের লোক—তার তো এত জানার কথা নয়। তার চেয়ে বরং চল্ আমরা দেখা করে আসি। নয়ত ভদ্রলোক এখানেই এসে হাজির হবেন। বলা যায় না, হয়ত এতক্ষণে ঝি-চাকরদের কাছ থেকে আমাদের গোপন খবর বার করে নিয়েছে।"

"ভদ্রলোক কি কারণে যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন!" অ্যানা বিরক্ত হয়ে পড়ে। "তোর কি মনে হয় রোডা, ভদ্রলোক কি রকম?"

"মোটেই শার্লক হোমসের মত দেখতে নয়, তবে এককালে বেশ নামডাক ছিল। এখন বেশ বুড়ো হয়েছেন—ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে। আমার কি মনে হয় জানিস, ভদ্রলোক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওপর টেক্কা দিতে চাইছেন—চল না দেখেই আসি—হয়ত নতুন কোন খবরও পাওয়া যাবে।"

"তাহলে চল্।" বিষণ্ণ হয়ে সায় দেন অ্যানা। "তোর যখন এতই ইচ্ছে—"

"হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে।" ঝাঁঝালো গলায় বলে রোডা, "কারণ আমি তোর ভাল চাই। তোর মত বোকা আমি খুব কম দেখেছি অ্যানা—ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তুই নজর দিতে জানিস না।"

অ্যানা আর রোডা যখন এ-সমস্ত কথা বলছিল ঠিক তখনই ডেভনশায়ার থেকে লন্ডনের ট্রেনে ফিরছিলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যাটেল। ডেভনশায়ার থেকে অ্যানা মেরিডিথ সম্পর্কে আরও খবরাখবর জোগাড় করে ফিরছিলেন তিনি। সেখানকার স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি মিসেস বেনসনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে [illegible]টামুটি ভাবে খোঁজ নিয়েছিলেন। যা জানা গেছে তা হল : মিসেস বেনসন ভুল [illegible]কাশির সিরাপের বদলে টুপির পালিশ খেয়ে মারা যান। মিস মেরিডিথ যখন ঐ [illegible] কাজ নিয়েছিলেন তখন একদিন টুপির পালিশের বোতলটা ভেঙে যায়। [illegible]বেনসন ঐ পালিশটা সিরাপের পুরোনো খালি বোতলে ঢেলে রাখতে বলেন

মিস মেরিডিথকে। কিন্তু অসাবধনাতাবশতঃ ঐ বোতলের গায়ে টুপির পালিশ হিসাবে কোন লেবেল আটকানো হয় নি : পালিশটা একটা খালি সিরাপের বোতলে ভরে সবচেয়ে উঁচু তাকে তুলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার দিন রাত্রে ভদ্রমহিলা একটা পাত্রে বেশ কিছুটা সিরাপ ঢেলে পান করেন, কিন্তু সেটা ছিল সেই টুপির পালিশ। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয় কিন্তু ভদ্রমহিলা মারা যান। বাড়ীর লোকদের ধারণা মিস মেরিডিথ, মানে তাদের পরিচারিকাটিই ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় ভুল করে বোতল দুটো উল্টো-পাল্টা করে রেখেছিল।

ব্যাটেল মনে মনে ভাবলেন, ব্যাপারটা কত সহজ। ওপরের তাকের বোতলটা নীচে রেখে, নীচেরটা ওপরে রাখা ভুলটা কি করে হলো, কে করল—এসব কোনভাবেই ধরা পড়বে না, কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করবে না। অথচ কি সহজভাবে একটা খুন করা সম্ভব। কিন্তু খুন করার পেছনে মোটিভটা কি?

আরও দু'চার জায়গায় ব্যাটেল খোঁজ-খবর করেছিলেন। মিসেস বেনসনের প্রতিবেশীদের কারোরই মিস মেরিডিথকে ভালো মনে নেই। তবে মিসেস বেনসন যে গৃহকর্ত্রী হিসেবে মোটেই ভালো ছিলেন না এটা সবারই মনে ছিল। ঝি-চাকরদের সঙ্গে সব সময়ই তিনি খারাপ ব্যবহার করতেন, এমনকি অল্পবয়সী মেয়েরাও টিকত না তার বাড়ীতে। কারণ কি?

ব্যাটেল ভাবনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। ট্রেন তখন লন্ডনের দিকে ছুটে চলেছে।

"ম্যাডাম আমি আপনার স্মৃতিশক্তির সাহায্য চাই—" পোয়ারোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"স্মৃতিশক্তি!" বেশ অবাক হয় অ্যানা। একটু আগেই রোডার সাথে এরকুল পোয়ারোর বাড়ীতে এসেছে সে।

"হ্যাঁ। এর আগেই আমি ডাক্তার রবার্টস, মেজর ডেসপার্ড আর মিসেস লরিমারকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু কেউই আমাকে সঠিক উত্তর, মানে আমি যে উত্তরটা চাইছি, তা দিতে পারেন নি।"

অ্যানা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"আপনি সেদিন সন্ধ্যায়, মিঃ শেটানের ড্রয়িং-রুমটা মনে করার চেষ্টা করুন। আমি জানি ঘটনাটা খুবই বীভৎস, মনে করতে কষ্ট হয়—বোধহয় আপনি আগে কোনদিন এরকম ভয়ংকর খুনের মুখোমুখি হন নি, তাই না?"

হঠাৎ রোডা চেয়ারে একটু নড়েচড়ে উঠল।

অ্যানা বলল, "ঠিক আছে। কি জানতে চান বলুন?"

"আপনি মিঃ শেটানের ড্রয়িং-রুমের জিনিসপত্রগুলোর একটা বর্ণনা দিন। যেমন ধরুন—চেয়ার টেবিল, আগেকার দিনের অলংকার, দামী দামী পর্দা—এসবগুলোর একটা বর্ণনা চাইছি আমি।"

"ওঃ এই ব্যাপার!" অ্যানা ভ্রূকুঁচকে চিন্তা করল। কিন্তু এতদিন পরে তো সবটা ঠিক মনে করতে পারব না। এমনকি দেয়ালগুলো কি রঙের ছিল তাই ভুলে যাচ্ছি—যতদূর মনে পড়ছে দেওয়ালের মাঝে মাঝে কাজ করা ছিল। কতগুলো দামী কম্বল

পাতা ছিল মেঝের ওপর। আর মস্তবড় পিয়ানো ছিল একটা। নাঃ, আর কিছু তো মনে পড়ছে না—"

"ম্যাডাম, একটু ভাল করে চেষ্টা করুন। কিছু কিছু জিনিসের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে—কোন পুরানো যুগের অলংকার, কোন আসবাবপত্র, আকর্ষণীয় কিছু—"

"হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে।" অ্যানা আস্তে আস্তে বলে—"জানালার পাশে টেবিলেই ছুরিটা পড়ে ছিল।"

"কোন টেবিলে ছুরিটা ছিল—আমি তা জানি না", অ্যানা শান্তভাবে বলে।

"তাই নাকি!" মনে মনে বললেন পোয়ারো। "তাহলে আর আমার নাম এরকুল পোয়ারো নয়। কারো চরিত্র সম্পর্কে খুঁটিনাটি না জেনে আমি ফাঁদ পাতি না।"

মুখে বললেন, "মিশরের গয়নার বাক্স ছিল, তাই না।"

"হ্যাঁ, নীল আর লাল দিয়ে তৈরী বাক্স। কয়েকটা হীরের আংটি, কয়েকটা কঙ্কনও ছিল—তবে বিশেষ ভাল না। তাছাড়া ঘরটা তো জিনিসপত্রে বোঝাই—"

"এমন কোন কিছুর কথা মনে পড়ছে না, যা আপনার নজরে পড়েছিল?"

"একটা ফুলদানীতে কতগুলো গোলাপ ছিল মনে পড়ছে।" বলতে বলতে অ্যানা মৃদু হাসল। "তাতে জল পাল্টানো হয়নি।"

পোয়ারো চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

অ্যানা বলল, "হয়ত আপনার পছন্দমত, সঠিক জিনিসটার ওপর নজর দিয়ে দেখিনি—"

"তাতে কিছু যায় আসে না।" মৃদু হাসলেন পোয়ারো। "ভালো কথা, মেজর ডেসপার্ডের সঙ্গে খুব শিগ্‌গির কি আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হয়েছে?"

"ভদ্রলোক বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাবেন।" অ্যানা বলে ওঠে।

হঠাৎ রোডা বলে ফেলে, "আমারা কিন্তু নিশ্চিন্ত, এ-কাজ মেজর ডেসপার্ড করেন নি।"

পোয়ারো মনে মনে হেসে ফেললেন।

"ম্যাডাম।" অ্যানাকে লক্ষ করে পোয়ারো বললেন, "আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন—ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত।"

অবাক হয়ে পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকাল অ্যানা।

"ব্যাপারটা কিছুই নয়। বড়দিন উপলক্ষে আমি আমার নাতনীদের একটা করে উপহার দিতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে আজকালকার মেয়েদের পছন্দ কি, বোঝা মুস্কিল। আচ্ছা, সিল্কের মোজা খুবই চলে কি?"

"হ্যাঁ" অ্যানা জবাব দেয় "আজকাল সিল্কের মোজা খুবই চলে।"

"চলে! যাক নিশ্চিন্ত হলাম। পাশের ঘরে টেবিলের ওপর পনের কি ষোল জোড়া মোজা আছে—বিভিন্ন রঙের। যদি আপনি একটু দেখেশুনে ছ'জোড়া আলাদা করে বেছে দেন—"

"ঠিক আছে, আমি বেছে দিচ্ছি।" উঠে দাঁড়ায় অ্যানা।

পোয়ারো তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরের টেবিলের সামনে নিয়ে এলেন। টেবিলের ওপর মোজার বাণ্ডিল, কিছু খালি চকোলেটের বাক্স, গোটা চারেক পশমের

দস্তানা ছড়িয়ে আছে।

"এই হল মোজার বাণ্ডিল। এর থেকে ছ'টা বেছে দিন।"

তাদের পেছন পেছন রোডাও সেখানে হাজির হয়েছে। পোয়ারো তার দিকে ফিরে তাকালেন। "মিস রোডা, এই ফাঁকে আপনাকে আর একটা জিনিস দেখিয়ে আনি, চলুন, সেটা হয়ত আপনার বন্ধুর বিশেষ পছন্দ হবে না—"

"জিনিসটা কি?" রোডা কৌতূহলী হয়। পোয়ারো নীচু গলায় বলে ওঠেন, "ছোরা। যে ছোরা দিয়ে বারো জনকে খুন করা হয়েছিল। এক বিখ্যাত হোটেল মালিক আমাকে ছোরাটা উপহার দেন—"

"বীভৎস!" শিউরে ওঠে রোডা। "ভাবতেই আমার কেমন লাগছে।"

"চলুন তো দেখে আসি।" রোডা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পোয়ারো তাকে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে এলেন। আলমারী খুলে ছোরাটা রোডাকে দেখাতে দেখাতে মিনিট তিনেক কেটে গেল। রোডাকে নিয়ে পোয়ারো যখন পাশের ঘরে আবার এসে ঢুকলেন তখন অ্যানার মোজা বাছা শেষ।

অ্যানা এগিয়ে এল। "এই ছ'টাই আমার বেশ পছন্দ হল মঁসিয়ে পোয়ারো। গাঢ় রঙেরগুলো সান্ধ্য পোশাকের সঙ্গে ভালো মানাবে। আর হালকা রঙেরগুলো গ্রীষ্মকালের জন্য।"

"ধন্যবাদ, ম্যাডাম। অসংখ্য ধন্যবাদ।"

অ্যানা আর রোডা শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেয়, দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিলেন পোয়ারো। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে এলেন। ছটা প্যাকেট আলাদা সরিয়ে রেখে বাকীগুলো গুনে দেখলেন তিনি। মোট উনিশটা প্যাকেট ছিল, কিন্তু এখন পড়ে রয়েছে সতেরটা। পোয়ারো হাসতে হাসতে আপনমনে মাথা দোলালেন।

লন্ডনে ফিরে ব্যাটেল প্রথমে পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করলেন। তার ঘন্টাখানেক আগেই অ্যানা আর রোডা বিদায় নিয়েছে।

ব্যাটেল ডেভনশায়ারের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন পোয়ারোকে। সবশেষে মন্তব্য করলেন "ডাক্তার পর্যন্ত ভেবেছে যে এটা অসাবধানতাবশতঃ হয়েছে। ডেভনশায়ারের কেউই এটাকে খুন বলে ভাবেনা—এমনকি পুলিশেরও ধারণা মিস মেরিডিথ নির্দোষ। মিসেস বেনসনের মৃত্যু যে খুন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হল মিস মেরিডিথ খুনটা করল কেন?

"আমি হয়ত কারণ সম্পর্কে আপনাকে একটা আভাস দিতে পারবো।" পোয়ারো শান্ত ভাবে বললেন।

"কিভাবে মঁসিয়ে পোয়ারো?"

"আজ বিকেলে আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করেছি। মিস মেরিডিথ আর তার বন্ধুকেও ডেকে পাঠিয়েছিলাম। অ্যানা মেরিডিথকে সেই একই প্রশ্ন করলাম, মিঃ শেটানের ড্রয়িংরুমে কি কি দেখেছিল সে?"

"আপনি দেখছি ঘুরে ফিরে সেই একটা প্রশ্নতেই জোর দিচ্ছেন?"

"কারণ আছে। আমি ঐ একটা থেকেই অনেক কিছু জানতে পারি। মিস মেরিডিথ খুবই সন্দেহপ্রবণ। তাই একটা ফাঁদ পাতলাম। মিস মেরিডিথ গয়নার বাক্সের কথা

বলতেই আমি তাকে ছুরিটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সেটা ঠিক উল্টোদিকের টেবিলেই পড়েছিল। কায়দা করে আমার ফাঁদ এড়িয়ে গেল মেরিডিথ এবং এজন্য মনে মনে খুব গর্ব হল তার। স্বাভাবিকভাবেই তার আত্মরক্ষার শক্তি কিছুটা ঢিলে হয়ে গেল। তাহলে তাকে ডেকে আনার কারণ শুধু এই, ছুরিটা সে দেখেছে কিনা এটা স্বীকার করিয়ে নেওয়া? তবে তো সে পোয়ারোকে বেশ ফাঁকিই দিতে পেরেছে, এই ভেবে অ্যানা খুব হাসি খুশী হয়ে উঠলো। সহজ ভাবে গয়নার বাক্স, ফুলদানীর গোলাপ ফুল—যার জল পাল্টানো হয় নি, এসব গল্প করল মেরিডিথ।

"কিন্তু তাতে হলোটা কি?" অবাক হল ব্যাটেল।

"বুঝলেন না? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধরুণ আমারা মেয়েটির স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানিনা। তার কথাবার্তার মধ্যেই তো তার চরিত্রের একটা আভাস পেতে পারি। ফুলের কথাই তার মনে আছে—তার মানে এই নয় যে সে ফুল ভালবাসে, তাহলে আগেই নজরে পড়ত সুন্দর টিউলিপের ওপর এটা হলো মাইনে করা কাজের লোকের কথা- ফুলদানীতে জল পাল্টানো যার কাজ। এ হলো একটা পয়েন্ট তার মধ্যে একটা নারীসত্বও আছে, গয়না যার খুব প্রিয়—এবার বুঝতে পারছেন কিছু?"

"হুঁ।" গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। "এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে?"

"চমৎকার! আপনার মুখে মিস মেরিডিথের পুরোনো জীবনের কথা শুনলাম। আর মিসেস অলিভারের মুখে সেই অদ্ভুত কথাটা শোনার পর থেকেই আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম। খুনটা আর্থিক কোন কারণে মিস মেরিডিথ করেনি, কেননা আমরা দেখছি এখনও তাকে চাকরী করে খেতে হয়। তাহলে আসল কারণটা কি? ওপর ওপর মিস মেরিডিথের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটু একটু ভেবে দেখলাম। সাদামাটা শান্ত মেয়ে। গরীব, কিন্তু সৌখীন সাজ-পোশাকের ওপর ঝোঁক বেশী। ছোট খাটো সুন্দর জিনিসের ওপর লোভ। মনের গড়ণটা খুনীর সঙ্গে মানায় না, বরং চোরের সঙ্গে খাপ খায়। আপনার মনে আছে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মিসেস এল্ডন অগোছালো টাইপের মহিলা কিনা। আপনি আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তখন তো বেশ অবাক হয়েছিলাম।"

"আমি তখন ভেবেচিন্তে একটা ধারণা করলাম। ধরে নেওয়া যাক, মিস মেরিডিথের একটা দুর্বলতা আছে। ঐ যে এক ধরণের মেয়েরা দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি করে—মেরিডিথ খানিকটা সেই ধরণের। হয়ত মিসেস এল্ডানের ঘর থেকে দুল কি ছোট খাটো গয়না, অথবা দু'এক শিলিং সরাত মিস মেরিডিথ। মিসেস এল্ডন অতসব খেয়াল করতেন না কিংবা ভাবতেন নিজেই হারিয়ে ফেলেছেন কিন্তু বেনসনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। তার হাতেই ধরা পড়ল মিস মেরিডিথ। তিনি মেরিডিথকে চোর হিসাবে দায়ী করলেন, হয়ত ভয়ও দেখিয়েছিলেন। আগেই আপনাকে বলেছিলাম মেয়েটা একমাত্র ভয় পেয়েই খুন করতে পারে। সে জানত মিসেস বেনসন তাকে চোর বলে প্রমাণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বাঁচবার একটাই পথ আছে—মিসেস বেনসনের মৃত্যু। বোতল দুটো এই জন্যই উল্টোপাল্টা

করে রাখল—যার ফলস্বরূপ মিসেস বেনসন মারা গেলেন। ভদ্রমহিলা পর্যন্ত মারা যাবার আগে বিশ্বাস করে গেলেন যে তার নিজের ভুলেই ব্যাপারটা ঘটেছে।"

"হুঁ, তা হতে পারে।" মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। "কিন্তু এসবই তো অনুমানের ব্যাপার।"

"না, কেবল অনুমানই নয়। আমি প্রায় নিশ্চিত। আজ বিকেলে একটা পরীক্ষা করলাম। মিস মেরিডিথকে বললাম, উপহার দেবার উপযোগী কয়েকটা সিল্কের সৌখিন মোজা বেছে দিতে। কায়দা করে জানিয়ে দিলাম, টেবিলের ওপর ক'জোড়া মোজা আছে তা আমার সঠিক জানা নেই। সিল্কের সৌখিন মোজার লোভ এড়ান, মিস মেরিডিথের পক্ষে কঠিন হবে জানতাম। তাকে একলা থাকার সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর ছেড়ে। কি হল জানেন? উনিশ জোড়ার মধ্যে এখন রয়েছে সতেরোটা। বাকী দু'জোড়া মিস মেরিডিথের ব্যাগের মধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে।"

"সর্বনাশ!" ব্যাটেল অবাক হলেন "সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে তো।"

মনস্তত্বটা লক্ষ্য করুন। মেরিডিথের ধারণা আমি তাকে খুনের জন্য সন্দেহ করি। কিন্তু দু'জোড়া সিল্কের মোজা চুরিতে কি আসে যায়? আমি তো আর কোন চোরের খোঁজ করছি না। তাছাড়া এরকম বিকারগ্রস্তদের আত্মবিশ্বাস খুব জোরালো। তারা ভাবে সব সময়ই নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করে সরে পড়তে পারবে।"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। "ঠিকই বলেছেন আপনি। তাহলে একটা পরিস্কার সিদ্ধান্তে এসে পড়েছি আমরা, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় অ্যানা মেরিডিথ বোতল দুটো বদলে রেখে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা একটা খুন, কিন্তু কোর্টে প্রমাণ করা যাবে না। রবার্টস ধরা পড়েননি, মেরিডিথও সন্দেহমুক্ত থাকতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের এখানকার বিবেচ্য বিষয় হল মিঃ শেটানকে খুন করেছে কে? মিস মেরিডিথ কি?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হতাশভাবে মাথা নাড়লেন ব্যাটেল। "না, ঠিক মিলছে না। ঝুঁকি নেবার মেয়ে সে নয়। বোতল দুটো বদলে রাখা সম্ভব—কেননা কেউই ব্যাপারটা ধরতে পারবে না। মিসেস বেনসন একবার ভালো করে দেখলেই ধরতে পারতেন—মিস মেরিডিথের প্ল্যান সফল নাও হতে পারত। একটা চান্স নেওয়া আর কি? হলে হল, না হলে আর কি করা যাবে। কিন্তু শেটানের ব্যাপারটা অন্য। কেউ প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে ঠান্ডা মাথায়, আত্মবিশ্বাসের ওপর খুনটা করেছে।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়—দুটো অপরাধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য।" পোয়ারো সায় দিলেন।

"তাহলে দেখছি, মিস মেরিডিথ তার প্রথম খুনটার বেলায় সফল হলেও মিঃ শেটানের খুনের ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। লিস্ট থেকে তাহলে বাদ যাচ্ছে ডাক্তার রবার্টস আর মিস মেরিডিথ। ভালো কথা, মিসেস ল্যান্সমোরের কাছে গিয়েছিলেন আপনি?"

পোয়ারো সব কথা খুলে বললেন তাকে। মেজর ডেসপার্ডের নিজের কথাও পোয়ারোর মুখে শুনলেন ব্যাটেল।

"মেজর ডেসপার্ডের কথা আপনার বিশ্বাস হয় মঁসিয়ে পোয়ারো?" মন্তব্য করলেন ব্যাটেল।

"হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি।"

"আমারও তাই মনে হয়। ভদ্রলোক শুধু ঝগড়ার জন্য অধ্যাপক ল্যান্সমোরকে খুন করতে পারেন না। সেরকম টাইপের লোক নন তিনি। মিঃ শেটান তাহলে এক্ষেত্রে অত্যন্ত ভুল করেছিলেন—এটা আসলে খুন নয়।" পোয়ারোর দিকে ফিরে তাকালেন ব্যাটেল, "তাহলে বাকী রইলেন—"

"মিসেস লরিমার।" পোয়ারোর শান্ত স্বর ভেসে এল।

হঠাৎ শব্দ করে ঘরের কোনে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন। কিছুক্ষণ কথাও বললেন কার সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। গম্ভীর থমথমে মুখ।

"মিসেস লরিমার ফোন করেছিলেন।" পোয়ারো বললেন ভদ্রমহিলার ইচ্ছে আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করি।"

"মনে হচ্ছে আপনি এই ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলেন?" ব্যাটেলের চোখে সন্দেহের ঝিলিক।

"কি জানি!" উদাসভাবে বললেন পোয়ারো, "হবে হয়ত। কিন্তু আমার অবাক লাগছে—"

"তাহলে আর দেরী করবেন না।" পোয়ারো কথা শেষ হবার আগে বলে উঠলেন ব্যাটেল, "শেষ পর্যন্ত হয়ত কথাটা আপনিই আদায় করে নিয়ে আসবেন।"

"আসুন, আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন, আমি ভাবতেই পারিনি।" মিসেস লরিমার অভ্যর্থনা জানালেন পোয়ারোকে। প্রায়-অন্ধকার বসবার ঘরের একটা সোফায় বসে আছেন মিসেস লরিমার। তাকে আরো শীর্ণ মনে হচ্ছে, এ'কদিনে যেন আরো কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে।

"আপনার কাজে লাগতে পারলে খুশী হব ম্যাডাম", পোয়ারো বলে ওঠে।

"দাঁড়ান আগে চায়ের ব্যবস্থা করি।" ঘন্টি টিপে চা আনতে বললেন মিসেস লরিমার।

"আপনার মনে আছে মঁসিয়ে পোয়ারো, এর আগের দিন আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি ডেকে পাঠালেই আপনি আসবেন? আপনি হয়ত আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন কি প্রয়োজনে আমি আপনাকে ডেকে পাঠাব, তাই না মঁসিয়ে পোয়ারো?"

ইতিমধ্যে চা এসে পড়ায়, কাপে চা ঢালতে শুরু করলেন মিসেস লরিমার। বিভিন্ন প্রসঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে মিসেস লরিমার আচমকা প্রশ্ন করলেন,"সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল তো আমার সম্পর্কে বেশ খোঁজ-খবর করেছেন, কেমন এগোচ্ছে তাঁর তদন্ত?"

"ভদ্রলোক ধীরে সুস্থে এগোনই পছন্দ করেন, তবে শেষ অবধি লক্ষ্যে পৌঁছান ঠিকই।"

"তাই হবে হয়ত!" মিসেস লরিমারের মুখে বিদ্রুপের হাসি। "আমার ওপর তার বেশ তীক্ষ্ণ নজর আছে। আমার পুরোন বন্ধুবান্ধব, ঝি-চাকরদের হাজারো প্রশ্ন করে ইতিহাস ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন—আমার বাচ্চা বয়স থেকে শুরু করে জীবনের ইতিহাস। কিন্তু ভদ্রলোক বোধহয় এখনও তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয়টি জেনে উঠতে পারেন নি। আমি তো তাকে মিথ্যে বলিনি, আমার কথাটা বিশ্বাস করলেই ভালো করতেন। মিঃ

শেটানের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ল্যাস্কেমেরে, তারপর এখানে-সেখানে দু'চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরিচয় খুব কম। আচ্ছা আপনি আমার সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করেননি মঁসিয়ে পোয়ারো?"

"তাতে কোন লাভ হতো না।" মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

"তার মানে?"

"ম্যাডাম, তাহলে স্পষ্টভাবে সব কথা খুলে বলি। সেদিন সন্ধ্যায় একটা কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—ঘরে যে ক'জন উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যুক্তিপ্রবণ এবং স্থিরমস্তিষ্ক হলেন আপনি। এখন যদি বাজী ধরে বলতে হয় এই চারজনের মধ্যে কোন প্রমাণ না রেখে কে খুন করতে পারে, তবে আমি আপনার ওপরই বাজী ধরব।"

"এটাকে কি আমি প্রশংসা বলে ধরে নেব?"

তাঁর কথায় কান দিলেন না পোয়ারো। "একটা অপরাধকে সফল করে তুলতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে তার অগ্র-পশ্চাৎ, সব কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখতে হয়। সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয়ে চিন্তা করে নিতে হয়। কেননা সামান্য ভুলের জন্য গোটা প্ল্যানটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ডাক্তার রবার্টস অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসের জন্য ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে বসতে পারেন। মেজর পারেন বলে মনে হয় না আমার। মিস মেরিডিথ হয়ত ভয় পেয়ে কোন কিছু করতে পারেন। কিন্তু সেরকম এক্সপার্ট না হওয়ায় হয়ত নার্ভাস হয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাবেন। কিন্তু আপনি এর কোনটাই করবেন না। আপনার বুদ্ধি স্বচ্ছ, মস্তিষ্ক স্থির এবং আপনি দৃঢ়চেতা।"

মিসেস লরিমার মিনিট কয়েক চুপ করে রইলেন। তার মুখে-চোখে এক অদ্ভুত হাসি খেলা করছে।

"তাহলে আপনার ধারণা অনুযায়ী আমিই হলাম সেই মহিলা যে কিনা নিখুঁত প্ল্যান করে ঠান্ডা মাথায় একজনকে খুন করতে পারে—"

"অন্তত এই প্ল্যানকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন আপনি। সেই ক্ষমতা আপনার আছে।"

"বেশ মজার ব্যাপার। তাহলে, ব্যাপারটা দাঁড়ালো যে একমাত্র আমিই শেটানকে খুন করতে পারি?"

পোয়ারোর শান্ত স্বর ভেসে আসে, "এইখানেই একটা অসুবিধা আছে, ম্যাডাম।"

"কি অসুবিধা মঁসিয়ে পোয়ারো?"

"একটু আগে আমি যে কথাটা বললাম নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। কোন অপরাধ সফল করতে হলে সচরাচর সমস্ত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা আগে থেকেই ভেবে রাখতে হয়। 'সচরাচর' কথাটা মনে রাখবেন। কারণ আর এক ধরণের সফল অপরাধ করা সম্ভব। ধরুণ, আপনি আচমকা কাউকে ঢিল ছুঁড়ে দূরের একটা গাছের গুঁড়িতে লাগাতে বললেন। যাকে বললেন সে হয়ত না ভেবেচিন্তেই ঢিলটা ছুঁড়ে বসল এবং সত্যি সত্যি লক্ষ্যভেদ করতে পারল। একবার সফল হয়েই সে যদি ঐ ঢিল ছুঁড়তে যায় দেখা যাবে ব্যাপারটা আর ততখানি সহজ হচ্ছেনা। কারণ তখন সে চিন্তা করতে শুরু করেছে। ঢিলটা ছোঁড়ার আগে মনে হচ্ছে একটু ডানদিকে—আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে না, একটু বাঁ দিক ঘেঁষেই ছোঁড়া উচিত। প্রথমটা ছিল অবচেতন প্রক্রিয়া,

যেখানে শরীর মনের হুকুম তামিল করেছিল। এই হল এক ধরণের ক্রাইম—, ভেবে দেখবার কোন সময় নেই—এক মুহূর্তেই ঘটে যায়। বলতে বাধা নেই—মিঃ শেটানের খুনের পেছনেও এ'ধরণেরই একটা মনোভাব কাজ করছিল।"

হঠাৎ একটা প্রয়োজনে না ভেবে-চিন্তে, দ্রুত কান্ডটা ঘটে গেল। আপনার স্বভাবের সঙ্গে ঠিক এ-ধরণের ক্রাইম খাপ খায় না। আপনি শেটানকে খুন করতে চাইলে, খুব ভাল ভাবে পরিকল্পনা নিয়ে খুনটা করতেন।"

"তাই বুঝি।" মিসেস লরিমারের মুখে সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। "আপনি বলতে চাইছেন যেহেতু এটা আগে থেকে পরিকল্পনা করা কোন খুন নয়—অতএব আমি শেটানকে খুন করিনি।"

"ঠিক তাই, ম্যাডাম।" পোয়ারো ঘাড় নাড়লেন।

"কিন্তু তবুও— মিসেস লরিমার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে ওঠেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমিই শেটানকে খুন করেছি।"

অনেকক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর চাপা নীরবতা ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে, বাইরের অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এসেছে। পোয়ারো এবং মিসেস লরিমার দুজনেই ফায়ার-প্লেসের দিকে তাকিয়ে আছেন, সময়ও যেন থমকে রয়েছে সেখানেই।

নীরবতা ভাঙলেন পোয়ারো। "তাহলে এই হল আসল ঘটনা। কিন্তু ম্যাডাম, কেন আপনি শেটানকে খুন করলেন?"

"কারণটা আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন মঁসিয়ে পোয়ারো!"

"শেটান তাহলে আপনার অতীত জীবনের কোন গোপন ঘটনা জানতেন এবং এ ঘটনা সম্ভবত কোন মৃত্যু—তাই না মিসেস লরিমার?"

মিসেস লরিমার চুপ করে রইলেন। বোঝা গেল মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ।

"আজ কেন এ-কথা বললেন আমাকে? ডেকেই বা পাঠালেন কেন?"

"একদিন আপনিই বলেছিলেন, কোন সময়ে হয়ত আমি আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আমি জানতাম আপনি যদি নিজে থেকে কোন কথা না বলেন তবে কোনদিনই আপনার মুখ থেকে কেউই কিছু আদায় করতে পারবে না। আমার মনে হয়েছিল, অথবা বলতে পারেন একটা সম্ভাবনা ছিল, হয়ত কোনদিন নিজের সম্বন্ধে কথা বলবার ইচ্ছে আপনার মধ্যে জেগে উঠতে পাবে।"

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়লেন মিসেস লরিমার। "আপনি দূরদর্শী, তাই ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন।"

"সেদিন ডিনার-টেবিলে মিঃ শেটান যে কথা বলেছিলেন, সেটা কি আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন বলে আপনার ধারণা?" শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন পোয়ারো।

"হ্যাঁ। মিঃ শেটান বলেছিলেন বিষই হল মেয়েদের প্রধান অস্ত্র। কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। এর আগেও একদিন অনেকের সামনে এই ধরনের একটা মামলার কথা বলবার সময় তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল মিঃ শেটান আমার গোপন ব্যাপারটা জানেন, ধারনা সেদিনেই দৃঢ় হল। নিশ্চিন্ত হলাম যে ব্যাপারটা তার অজানা নেই।"

"ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ ইচ্ছাটাও কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?"

"সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল আর আপনার উপস্থিতি যে দৈবাৎ হয়েছে এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আমি তাই বুঝে নিলাম, এরপর মিঃ শেটান বাহাদুরী দেখিয়ে বললেন, যা কেউ পারেনি আজ তিনি তাই আবিষ্কার করতে পেরেছেন।"

"মিঃ শেটানকে খুন করবেন, কখন ঠিক করলেন?"

অল্প ইতস্তত করেন মিসেস লরিমার, "কখন যে ঠিক করলাম বলা শক্ত। তবে ডিনারে যাবার আগেই ছোরাটা আমার নজরে পড়েছিল। ডিনার শেষ কয়েক পাক পায়চারী করলেন। হঠাৎ দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই উজ্জ্বল আলোয় সারা ঘর ভরে উঠল।

আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন পোয়ারো। দুই হাত হাঁটুতে রেখে তাকিয়ে রইলেন মিসেস লরিমারের দিকে।

"এরকুল পোয়ারো কি কখনও ভুল করতে পারে?"

"সবসময় কেউই নির্ভুল হতে পারে না।" বিরক্তিভরে বলে ওঠেন মিসেস লরিমার।

"আমি পারি।" পোয়ারোর গম্ভীর স্বর ভেসে এল, "এবং এটা সবসময়ই এতই অনিবার্য যে মাঝে মাঝে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। তবুও এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে আমার নিশ্চয় বড় রকমের ভুল হয়েছে। আপনি বলছেন যে খুনটা আপনি করেছেন! কিন্তু তা তো হতে পারে না। তাই যদি হত তাহলে কিভাবে আপনি এই খুনটা করেছেন এরকুল পোয়ারো তা আপনার থেকে ভালভাবেই জানত।"

"কি সব আবোল-তাবোল বকছেন!" মিসেস লরিমার বলে ওঠেন।

"আপনার মনে হতে পারে আমি পাগল। কিন্তু আমি তা নই। আমি নির্ভুল এবং অভ্রান্ত। মিঃ শেটানকে আপনি খুন করেছেন এ-কথা আমি মেনে নিতে রাজী আছি, কিন্তু যেভাবে বলেছেন সেই ভাবে কেউ খুনটা করতে পারেনা। হয় খুনটা আগে থেকে প্ল্যান করা, নয় আপনি এ খুন করেন নি।" পোয়ারো মিসেস লরিমারের দিকে তাকালেন।

"আপনি সত্যিই বদ্ধ পাগল।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন মিসেস লরিমার। "যখন আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছি যে খুনটা আমিই করেছি তখন কিভাবে খুনটা করেছি তাই নিয়ে মিথ্যে বলতে যাব কেন? আমার কি স্বার্থ?"

এরকুল পোয়ারো আবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন। একটু পরে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। তাঁর উত্তেজনার ভাবটা কেটে গেছে।

"এখন আমি গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। খুনটা আপনি করেননি।" পোয়ারোর শান্ত স্বর ভেসে এল, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—হার্লে স্ট্রীটে অ্যানা মেরিডিথের বিষণ্ণ মূর্তির পাশাপাশি আরও একটি মেয়ের ছবি ফুটে উঠছে, যে মেয়েটি চিরটাকাল একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে সময়ের সাঁকো পেরিয়ে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে যে মিস মেরিডিথই খুন করেছে শেটানকে?"

"কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো—"

"মিথ্যে বলে কোন লাভ নেই ম্যাডাম। সেদিন হার্লে স্ট্রীটে আপনার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। ডাক্তার রবার্টস বা মেজর ডেসপার্ডের জন্য এরকম কাজ আপনি করবেন না। কিন্তু মিস মেরিডিথ?—তার প্রতি আপনার সমবেদনা আছে। কারণ সে যা করেছে অতীতে আপনি তাই করেছিলেন। আপনি হয়ত জানতেন না কি উদ্দেশ্যে মিস মেরিডিথ খুন করেছে শেটানকে, কিন্তু সে-ই যে খুন করেছে আপনি নিশ্চিতভাবে তা জানতেন। এমনকি ব্যাটেল যখন আপনাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখনও আপনি জানতেন এ-কথা। বুঝতেই পারছেন গোটা ব্যাপারটা আমার জন্য। অপরের অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আপনি যেভাবে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন—সত্যিই মহৎ আপনি।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন মঁসিয়ে পোয়ারো"—শুকনো গলায় বলে ওঠেন মিসেস লরিমার, "আমি নিরপরাধ নই—অনেক বছর আগে আমি নিজের হাতে আমার স্বামীকে খুন করেছিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন দুজনেই। তারপর পোয়ারোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এই হল বিধাতার অমোঘ বিচার। আপনার বিবেকবুদ্ধি রয়েছে—নিজের অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে আপনি প্রস্তুত। খুনটা খুনই। নিহত ব্যক্তিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। আপনার সাহস আছে ম্যাডাম; আপনার দৃষ্টিশক্তিও খুব স্বচ্ছ। কিন্তু মিসেস লরিমার—আপনি এত নিশ্চিন্ত হলেন কি করে যে মিস মেরিডিথই খুন করেছেন শেটানকে?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মিসেস লরিমার।

"আমি যে তাকে খুন করেত দেখেছি মঁসিয়ে পোয়ারো।"

পোয়ারো আচমকা হেসে উঠলেন। তার প্রাণখোলা হাসিতে সারা ঘর গম-গম করতে লাগল। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য! ঘটনাটা নিয়ে এত তর্ক করলাম, যুক্তি দেখালাম, কত প্রশ্ন হল, অথচ এই ব্যাপারটার একজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে, খুনটা তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে। ম্যাডাম, ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন।"

"তখন বেশ রাত। অ্যানা মেরিডিথ ডামি ছিল। ও উঠে দাঁড়িয়ে অন্য সকলের তাসগুলো উঁকি মেরে দেখে নিল, তারপর পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। এদিকে আমাদের তাসটাও সেরকম ঘোরপ্যাঁচের ছিলনা তাই খুব একটা মনোযোগ দিইনি। খেলাটা শেষ হবার মুখে আমার হঠাৎ নজর গেল মিঃ শেটানের দিকে। অ্যানা মেরিডিথ যেন সেখানে ঝুঁকে পড়ে কি করছে। তারপর আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার হাতটা ভদ্রলোকের বুকের ওপর। মেরিডিথের চোখে-মুখে আতঙ্ক আর ভয়ের ছাপ। সে চট করে আমাদের দিকে তাকালো, তখনই লক্ষ্য করলাম তার চোখে অপরাধের ছায়া। তখনও আমি ব্যাপারটা বুঝিনি, পরে অবশ্য সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। আহা! বেচারা কি ভয় বুকে নিয়েই না দিন কাটাচ্ছে। অথচ আমি যে ওকে লক্ষ্য করেছি তা ও হয়ত জানেনা। মঁসিয়ে পোয়ারো, আগে আমি এতটা সহানুভূতিশীল ছিলাম না। দয়া জিনিসটা কোন দিনই আমাকে এতটা বিচলিত করেনি, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথেই তো এ-সবের জন্ম!"

"কথাগুলো শুনতে ভালোই।" পোয়ারোর মন্তব্য শোনা গেল। "কিন্তু ম্যাডাম এর সবগুলোই সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয়। অ্যানা মেরিডিথ অল্পবয়সী, মুখে-চোখে একটা ভীরুভাব। মনে হয় একটা কড়া কথা বললেই কেঁদে ফেলবে—তাই না? হ্যাঁ ঠিকই,

সকলের সমবেদনা জাগতে পারে। কিন্তু আমি সকলের সঙ্গে একমত নই। অ্যানা মেরিডিথ কেন শেটানকে খুন করেছে জানেন? কারণ মেরিডিথ এক কাজের বাড়ীতে চুরি করে ধরা পড়ে, চিরকালের মত মুখ বন্ধ করার জন্য সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রীকে খুন করেছিলেন, এ-কথা শেটান জানতেন।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন মিসেস লরিমার। "এসব কি সত্যি মঁসিয়ে পোয়ারো?"

"প্রতিটি কথাই নিদারুণ সত্যি। লোকে ভাবে মিস মেরিডিথ শান্ত, ভদ্র মেয়ে। কিন্তু আসলে, ঐ ছোট্ট শান্তশিষ্ট মেয়েটি খুবই সাংঘাতিক, বিপজ্জনক। যেখানেই তার সুখ বা নিরাপত্তা জড়িত থাকবে সেখানেই সে হিংস্র বন্য হয়ে উঠবে। এবং ছোবল মারতেও দ্বিধা করবে না। কাউকে বিশ্বাস করে না সে। আর এভাবেই খুন করতে করতে সে পাকা-পোক্ত হয়ে যাবে। যাক আমি এখন বিদায় নেব ম্যাডাম, যা বললাম ভেবে দেখবেন।"

"যদি সেরকম মনে হয়, তবে আমি কিন্তু আজকের সমস্ত কথাবার্তা অস্বীকার করতে পারি। কোন সাক্ষীও নেই। সেদিন সন্ধ্যায় আমি যা দেখেছি তা শুধু আপনার মধ্যেই থাকবে।"

"কোন ভয় নেই ম্যাডাম। আপনার অনুমতি ছাড়া কেউই কোন কথা জানবে না। তাছাড়া আমি নিজের সঠিক পথেই এগোচ্ছি।"

মিসেস লরিমারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন পোয়ারো। রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর কি মনে হতে মিসেস লরিমারের বাড়ীর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। অন্ধকারে স্পষ্ট না দেখা গেলেও মনে হল মিস মেরিডিথ গেট পেরিয়ে ঐ বাড়ীতে ঢুকল। পোয়ারো ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার, কিন্তু মনস্থির করে নিজের পথেই পা বাড়ালেন তিনি।

বাড়ী ফিরেই ব্যাটেলকে ফোন করেলেন পোয়ারো।

"হ্যালো!" ব্যাটেলের ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"আমি যা বলছি শুনুন। মিস মেরিডিথের সঙ্গে একবার দেখা করাটা খুব জরুরী।" পোয়ারো উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ। সেটা আমিও জানি। কিন্তু এখনই ব্যাপারটা এত জরুরী হয়ে উঠল কেন?"

"মঁসিয়ে ব্যাটল। যত সময় যাবে সে আরও সাংঘাতিক ভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এটা ভুলে যাবেন না।"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে ব্যাটেল বললেন, "হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সেরকম তো কেউ নেই—যাকগে, আমি অবশ্য তাকে সরকারীভাবে চিঠি লিখে জানাচ্ছি—যে আমি আগামীকাল তার সঙ্গে উইলিংফোর্ডে দেখা করব। মনে হয়, এতে কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়বে সে। তখনই তাকে কায়দা করা সহজ হবে।"

"হ্যাঁ। এটা খারাপ নয়। আপত্তি না থাকলে আমি আপনার সঙ্গী হতে পারি।"

"আপত্তি? কি যে বলেন! আপনাকে সঙ্গী পেলে খুব খুশী হব।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন পোয়ারো। তাঁর মনটা কিছুতেই স্থির থাকতে চাইছে না। কিসের একটা আশঙ্কায় অস্বস্তি হচ্ছে তার।

"কাল সকালেই দেখা যাবে।" বিড় বিড় করতে করতে ঘুম চোখে বিছানার দিকে এগোলেন পোয়ারো।

"আমার কর্ত্রী কিন্তু *এসব* ব্যাপার খুব অপছন্দ করতেন, স্যার। যাই ঘটুক না কেন গেরস্থ বাড়ীতে পুলিশ ঢুকবে কেন? তিনি যদি ভুল করে দু একটা বেশী ট্যাবলেট খেয়ে মারাই যান, সেটা তো দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। পুলিশের এতে মাথা গলাবার কি আছে?"

মিসেস লরিমারের বাড়ীর বৃদ্ধা দাসী পোয়ারোর কথার উত্তর দিচ্ছিলেন। একটু আগেই মিসেস লরিমারের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন পোয়ারো। সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলই তাকে ফোন করে খবরটা জানান। পুলিশের মতে—মিসেস লরিমার আত্মহত্যা করেছেন। পোয়ারোর সঙ্গে ডাঃ রবার্টসের দেখা হয়েছে এ বাড়ীতে ঢোকার মুখে, তাঁরও মত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন মিসেস লরিমার। সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলের কাছ থেকে পোয়ারো মোটামুটি ঘটনাটা জানতে পেরেছেন।

মৃত্যুর আগে মিসেস লরিমার বাকী তিনজন—ডাক্তার রবার্টস, মেজর ডেসপার্ড আর মিস মেরিডিথের নামে চিঠি লিখে গেছেন। পরিষ্কার চিঠি, কোনরকম জটিলতা নেই। সব ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হবার একটা পথই তার সামনে খোলা আছে আত্মহত্যা। শেটানের খুনী তিনি নিজেই। এই ঘটনায় অন্য তিনজনকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। এই হল চিঠির মূল বক্তব্য। সকাল আটটায় ডাকে সর্বপ্রথম ডাঃ রবার্টস এই চিঠি পান। তারপর তিনি তার পরিচারিকাকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়ে তড়িঘড়ি উপস্থিত হল মিসেস লরিমারের বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে শোনেন যে মিসেস লরিমার তখনও ঘুম থেকে উঠেননি। দ্রুত পায়ে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হন ডাঃ রবার্টস। কিন্তু তখন আর কিছু ছিল না, সব শেষ। ভদ্রমহিলার মাথার কাছে টেবিলে একটা ভেরোনাইলের ফাইল পাওয়া গেছে। এ এক ধরণের ঘুমের ওষুধ! ফাইলের অর্ধেকটাও খালি। ডাঃ রবার্টসের পরিচারিকার ফোন পেয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ডিভিশনাল সার্জনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস লরিমারের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁরও একই মত, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন মিসেস লরিমার।

মেজর ডেসপার্ড শহরের বাইরে গেছেন, সুতরাং সেদিন সকালে ডাকে চিঠি পাননি তিনি। মিস মেরিডিথ চিঠি পেয়েছেন।

পোয়ারো বাস্তবে ফিরে এলেন, তখনও সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা দাসী ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

"কি ভয়ঙ্কর, বীভৎস ব্যাপার স্যার। কাল সন্ধ্যেবেলায় তো আপনি তার সঙ্গে চা খেলেন, কি সুন্দর ভদ্র ব্যবহার করলেন তিনি। আর আজ সকালেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ঐ যে ডাক্তার রবার্টস না কি যেন ভদ্রলোক। তা সেই ভদ্রলোক ভোরে এসে খুব উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস লরিমার কোথায়? আমি তো অবাক, বললাম যে তিনি ঘুম থেকে উঠে ঘন্টি না বাজালে কেউ তাকে বিরক্ত করে না এটাই তার আদেশ। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তার শোবার ঘর কোথায়, বলতে বলতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। আমিও উঠতে লাগলাম। আমিও

দৌড়ালাম তার পেছন পেছন। দূর থেকে শোবার ঘরটা দেখতেই তিনি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলেন—হায় হায়, বড় দেরী হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি আমাদের কর্ত্রী খাটের ওপর পড়ে আছেন, স্থির দেহে। ডাক্তার ভদ্রলোক তবু তাঁর হৃদস্পন্দন চালু করার কত চেষ্টা করলেন। আমাকে বললেন গরম জল আর ব্রান্ডি নিয়ে আসতে। কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। ইতিমধ্যে আবার পুলিশের গাড়ীও এসে গেছে—তারপর এই ঝামেলা. এটা কিন্তু ঠিক হল না স্যার। এখানে পুলিশ আসবে কেন?"

পোয়ারো এ-কথার জবাব দিলেন না, প্রশ্ন করলেন, "গতকাল রাত্রে মিসেস লরিমারকে কি কোন কারণে উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত মনে হচ্ছিল?"

"না তো স্যার। স্বাভাবিকই ছিল। তবে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, মনে হয় খুব যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন তিনি। ইদানীং শরীরও বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। গতকাল আপনি চলে যাবার পর আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মনে হয়, সেই কারণেও তিনি খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারেন।"

পোয়ারো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়ালেন।

"তরুণী মহিলা?"

"হ্যাঁ স্যাব নাম বললেন—মিস মেরিডিথ।"

"কতক্ষণ ছিলেন তিনি?"

"প্রায় ঘন্টাখানেক। তারপর আমার গৃহকর্ত্রী শুতে গেলেন। সন্ধ্যেয় ডিনারটা শোবার ঘরেই দিতে বললেন, খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন তিনি।"

পোয়ারো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। "গতকাল সন্ধ্যায় কি কোন চিঠিপত্র লিখেছিলেন তোমার কর্ত্রী?"

"শুতে যাবার আগে কিছু লিখছিলেন কিনা ঠিক জানিনা। তবে বসবার ঘরের টেবিলের ওপর ডাকে পাঠাবার জন্যে চিঠি পড়েছিল। রাত্রে গেট বন্ধ করবার আগে সেগুলো তাকে দিয়ে আসি আমি। কিন্তু সে চিঠিগুলো তো অনেক আগে থেকেই টেবিলে রাখা ছিল।"

"মোট ক'টা চিঠি ছিল?"

"ঠিক সংখ্যাটা মনে নেই। দুটো কি তিনটে। তিনটেই বোধহয়।"

"ডাকে দেবার আগে চিঠির ওপরের ঠিকানাগুলো লক্ষ্য করেছিলে? ভালো করে ভেবে বল, ব্যাপারটা খুব জরুরী।"

"চিঠিগুলো ডাকবাক্সে ফেলার সময় ওপরের ঠিকানাটা নজরে পড়েছিল—সেটা হচ্ছে ফোর্টাম অ্যান্ড ম্যাসন। তবে অন্যগুলোর কথা তো ঠিক বলতে পারব না।"

"চিঠি যে ঠিক তিনটের বেশী ছিল না তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ স্যার।"

পোয়ারো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সিঁড়ির দিকে। "তোমার কর্ত্রী যে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতেন তুমি জানতে।"

"হ্যাঁ স্যার, ডাঃ লণ্ডই তাকে ঘুমের ওষুধ খেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

"সেই ওষুধের শিশিটা কোথায় থাকত?"

"তাঁর শোবার ঘরের ছোট জালের আলমারীটার মধ্যে।"

আর কোন প্রশ্ন না করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন পোয়ারো, গম্ভীর থমথমে মুখ।

দোতলায় সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল এবং ডিভিশনাল সার্জনের সঙ্গে দেখা হলো তার। তাদের সব পরীক্ষা তখন শেষ। ব্যাটেলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিসেস লরিমারের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। মৃতদেহটা একবার নিজে পরীক্ষা করবেন তিনি।

ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন পোয়ারো। প্রাণহীন দেহটা বিছানার ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। ঝুঁকে মিসেস লরিমারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

পোয়ারো বুকের ভেতর একটা জমাট অশান্তি ক্রমেই দানা বাঁধছে। সত্যিই কি মিসেস লরিমার একটি তরুণীকে অপমান এবং মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য শেষপর্যন্ত এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন? না কোন অশুভ রহস্যময় কারণ আছে?

অন্তত কয়েকটা তথ্য যদি জানা যেত—

হঠাৎ খাটের ওপর আর একটু ঝুঁকে পড়লেন পোয়ারো। মৃতদেহের বাঁ হাতের মাঝখানে একফোঁটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো, তার দুচোখের মধ্যে চকচক করছে অদ্ভুত একধরণের সবুজ আলো। পোয়ারোকে যারা গভীরভাবে চেনেন তারা এ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত।

ঘর ছেড়ে নীচে নেমে এলেন পোয়ারো। দেখলেন, ফোনের পাশে ব্যাটেল তাঁর এক অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু বাদে ফোন নামিয়ে রাখলেন কর্মচারীটা। "না, স্যার, তিনি এখনো তার ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন নি।"

পোয়ারোর দিকে তাকালেন ব্যাটেল। "মেজর ডেসপার্ডকে অনেকক্ষণ থেকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করছি। তার নামে চেলসী ডাকঘরের ছাপমারা একটা চিঠি আছে।"

"ডাক্তার রবার্টস কি এখানে আসার আগে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছিলেন?" পোয়ারো হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন ব্যাটেল। "না, ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, ব্রেকফাস্ট না করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি।"

"তাহলে, নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন এখন।"

"কিন্তু কেন—?"

পোয়ারো ততক্ষণে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছেন।

"ডাঃ রবার্টস? সুপ্রভাত। আমি এরকুল পোয়ারো। একটা প্রশ্ন আছে। আপনি কি লরিমারের হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত? পরিচিত নন? আগে কখনো দেখেননি বলছেন। আচ্ছা-আচ্ছা, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।" রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পোয়ারো।

"আপনার মতলবটা কি মঁসিয়ে পোয়ারো।" ব্যাটেল অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

ব্যাটেলের দিকে ফিরে তাকলেন পোয়ারো। "গতকাল সন্ধ্যায় এখান থেকে আমি বিদায় নেবার পর মিস মেরিডিথ এ-বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি চলে যাবার পর মিসেস লরিমার শুতে যান, সেইসময় এ বাড়ীর ঝি তাকে কোন চিঠি-পত্র লিখতে

দেখেনি। আর গতকাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার আগেই যে তিনি এ চিঠিগুলো লিখে রেখেছিলেন সেটাও ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। কারণ, তাহলে তাঁর কথাবার্তাতেও কিছু একটা আঁচ করা যেত। তবে চিঠি তিনটে কখন লিখলেন?"

"কেন? কাজের লোকেরা শুতে যাবার পর হয়ত নিজেই বাইরে গিয়ে এগুলো ডাকে দিয়ে এসেছিলেন।"

"হ্যাঁ হতে পারে।" মাথা নাড়লেন পোয়ারো। "আবার এমনও তো হতে পারে যে চিঠিগুলো তিনি আদৌ লেখেননি।"

"কি বলছেন মঁসিয়ে পোয়ারো—" ব্যাটেলের কথা শেষ হবার আগেই ঝনঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোন ধরে একটু পরেই রিসিভার নামিয়ে রাখল পুলিশ কর্মচারীটি। "স্যার মেজর ডেসপার্ডের ফ্ল্যাট থেকে সার্জেন্ট ও'কোনার জানাচ্ছে যে ডেসপার্ড আজ সকালে উইলিংফোর্ডে যেতে পারেন।"

পোয়ারো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—ব্যাটেলের হাত ধরে টানলেন তিনি। "এক্ষুনি উইলিংফোর্ডে যাবার ব্যবস্থা করুন, এক মুহূর্তও সময় নেই। একটা ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, হয়ত এই শেষ নয়। আপনাকে আগেই বলেছি সুন্দরী মেরিডিথ অল্প বয়সী হলেও খুবই সাংঘাতিক আর বিপজ্জনক— এটা ভুললে চলবে না।"

"অ্যানা", রোডা বলে উঠল, "কি হল তোর, তখন থেকে ডাকছি। ওসব পাজল-টাজল রাখ। যা বলছি মন দিয়ে শোন্।"

অ্যানা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা দৈনিক পত্রিকার ক্রশ-ওয়ার্ড পাজলের সমাধান খুঁজছিল, রোডার কথায় কাগজটা মুড়ে রাখল। "কি বলছিস বল?"

"হ্যাঁ শোন্"—ইতস্তত করল রোডা। "ভদ্রলোক তো আবার আসছেন।"

"কার কথা বলছিস? সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল?"

"হ্যাঁ! আমার কি মনে হয় জানিস, মিসেস বেনসনের ব্যাপারটা তাঁকে বলে দেওয়াই ভালো।"

"তুই কি পাগল নাকি?" অ্যানার ঠান্ডা জবাব ভেসে এল, "এখন এ-কথা বলতে যাবে কেন?"

"কারণ—কারণ তিনি ভাবতে পারেন তুই হয়ত ঘটনাটা লুকোতে চাইছিস। অত ঝামেলায় কি দরকার? তার থেকে আসল ব্যাপারটা ভদ্রলোককে জানিয়ে দে।"

"এখন আর তা বলা যাবে না।"

"প্রথমে বললেই ভালো করতিস।"

"হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন বাদে আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"আমি তোর কথার কোন মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না রোডা।" বিরক্ত হয়ে ওঠে অ্যানা। "সেই ঘটনার সঙ্গে এখনকার ঘটনার কি সম্পর্ক? তা ছাড়া সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল চাইছেন আমার স্বভাব-চরিত্রের সম্বন্ধে খোঁজখবর। আমি তো সেখানে ছিলাম মাত্র দু'মাস। ঐ দু'মাসে তারা আমার কতটুকু পরিচয়ই বা পাবে?"

"ঠিকই বলেছিস। আমি হয়ত বোকার মত কথা বলছি। তবুও জানিস কেমন

একটা অস্বস্তি রয়েছে। সবকিছু খুলে বলাটাই ভাল। ধর, ব্যাটেল ব্যাপারটা কোনভাবে জানতে পারলেন, তখন তো ভাবনেন যে তুই ইচ্ছে করে ব্যাপারটা চেপে গেছিস। অযথা সন্দেহ বাড়বে।''

''একটা জিনিস কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, বাইরের কেউ এ-কথা জানবে কি করে? একমাত্র তুই আর আমিই ব্যাপারটা জানি, আর কেউ জানে না।''

''না, তা যদিও জানে না—'' তোতলাতে শুরু করলো রোডা।

অ্যানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোডার দিকে ফিরে তাকাল, রোডার ইতস্তত ভাব তার নজর এড়ায় নি। ''কেন, আর কে জানে বলে তোর মনে হয়?''

একটু চুপ করে থেকে রোডা উত্তর দিল, ''অনেকই। কোম্বীকারের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই অত সহজে ঘটনাটা ভুলবে না।''

''ওঃ এই কথা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অ্যানা। ''সেখানকার কারোর সাথে সুপারিনডেন্ট ব্যাটেলের দেখা হবে কিনা সন্দেহ। একেবারেই অসম্ভব।''

''কিন্তু অসম্ভব অনেক কিছুই এ পৃথিবীতে ঘটে থাকে।''

''রোডা! সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিস তুই।''

''খুব দুঃখিত, অ্যানা। তবে কথাটা পুলিশের কানে গেলে, তারা ভাববে তুই কিছু লুকোচ্ছিস।''

''তারা জানবে কিভাবে? কে বলবে এ-কথা? তুই আর আমি ছাড়া তো কেউই জানে না।'' এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করল অ্যানা, কিন্তু তার গলার স্বর পাল্টে গেছে, উচ্চারণের ভঙ্গীটাও অদ্ভুত, কেমন একটা শিরশিরে শিহরণ জাগায়।

রোডা ব্যাজার মুখে বলল, ''তাহলেও কিন্তু তোর বলা উচিত।'' অ্যানার দিকে ফিরে তাকাল রোডা। কিন্তু অ্যানা তখন চুপ করে কি যেন ভাবছে। তার দীর্ঘ ভ্রূ জোড়া কুঁচকে মনে মনে যেন কোন কিছুর হিসাব কষছে সে।

রোডা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ''গোয়েন্দাপ্রবর ব্যাটেল কখন এখানে পায়ের ধূলো দেবেন?''

''বেলা বারোটায়।'' অ্যানা জবাব দিল......''এখন তো সাড়ে দশটা। চল রোডা, নদী থেকে স্নান করে আসি।''

''কিন্তু মেজর ডেসপার্ড তো এগারোটা নাগাদ এসে পড়বেন, সেই রকমই তো চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি!''

''তাতে কি? মিসেস অস্টওয়েলের কাছে একটা চিরকুট লিখে রেখে গেলেই চলবে। সেরকম জরুরী দরকার থাকলে তিনি নদীর ধারেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।''

''তা অবশ্য ঠিক, চল্ নদী থেকেই ঘুরে আসি—''

বাগানের পায়ে-চলা সরু পথ ধরে নদীর দিকে পা বাড়াল রোডা আর অ্যানা।

দশমিনিট বাদে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হাজির হলেন মেজর ডেসপার্ড। দু'জনেই বেরিয়ে গেছে শুনে অবাক হয়ে গেলেন, মেঠো পথ ধরে নদীর দিকে রওনা হলেন তিনি।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কলিংবেলটা বেজে ওঠায় ওয়েন্ডেন কুটীরের পরিচারিকা মিসেস অস্টওয়েল আপনমনে গজগজ করতে করতে দরজা খুলে দিল।

একজন ছোটখাটো চেহারার বিদেশী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তার সঙ্গে একজন বলিষ্ঠ চেহারার ইংরেজ। "মিস মেরিডিথ কি বাড়ীতে আছেন?" লম্বা ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন।

"না। নদীতে স্নান করতে গেছেন।"

বিদেশী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আর মিসেস দোযাস?"

"দুজনেই এক সাথে গেছেন।"

"ধন্যবাদ।" ব্যাটেল বললেন, "নদীর দিকে যাবার রাস্তাটা কোনদিকে।" মিসেস অস্টওয়েলের কাছ থেকে রাস্তাটা জেনে সেদিকে পা বাড়ালেন ব্যাটেল এবং পোয়ারো। পোয়ারোকে উত্তেজিতভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে দেখে ব্যাটেল কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। "কি ব্যাপার মঁসিয়ে পোয়ারো? হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে?"

"কেন জানি না, খুব অস্বস্তি বোধ করছি!"

"কোন কিছুর আশঙ্কা করছেন নিশ্চয়ই। সকালবেলাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এখানে চলে এলেন। আবার আপনার কথাতেই আমি কনস্টেবল টার্পারকে এঅঞ্চলের গ্যাস সরবরাহ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করাব নির্দেশ পাঠালাম। মেয়েটা কি সাংঘাতিক কোন কিছু করে বসতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন?"

"এই পরিস্থিতিতে আর কি আশঙ্কা করব বলুন?"

ব্যাটেল মাথা নাড়লেন। "তা ঠিক। তবে আমি একটা কথা ভাবছি—মেরিডিথ কি জানে যে তার বন্ধু মিসেস অলিভারের কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে?"

মাপা দোলালেন, পোয়ারো। "ঠিক তাই। সেই জনাই তো বলছি তাড়াতাড়ি চলুন।"

দুজনেই তাড়াতাড়ি হেঁটে চললেন। নদীতে নৌকা বা স্টীমার নেই। বাঁদিকে বাঁক নিয়ে রাস্তার পাশে স্থির হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন পোয়ারো।

তাঁদের থেকে শ-দুয়েক গজ দূরে মেজের ডেসপার্ড নদীর দিকে এগোচ্ছেন।

এখান থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছে। নদীর মাঝ-বরাবর একটা ডিঙিতে বসে আছে অ্যানা আর রোডা। দাঁড় টানছে রোডা, তার সামনে বসে গল্প করছে অ্যানা। দুজনের কেউই তীরের এই লোকগুলোকে লক্ষ্য করেনি।

ঠিক সেই সময়ে আচমকা অ্যানা দুহাত বাড়িয়ে ধাক্কা মারল রোডাকে। পড়ে যেতে যেতে অ্যানার জামা ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করল রোডা। ঝাঁকানিতে উল্টে গেল ডিঙিটা, দুজনে জড়াজড়ি করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

ব্যাটেল ও পোয়ারো দুজনেই দৌড়তে শুরু করলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যাটেল— "দেখুন দেখুন, অ্যানা মেরিডিথ ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরে তাঁর বন্ধুকে জলে ফেলে দিল।"

কিন্তু তাঁদের অনেক আগে ছিলেন মেজর ডেসপার্ড। মেয়ে দুজনের কেউই যে সাঁতার জানেনা তাদের হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ডেসপার্ড নদীর তীরে পৌঁছে গেছেন। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। সাঁতার কেটে তাদের দিকে এগোলেন ডেসপার্ড।

ব্যাটেলও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ততক্ষণে রোডাকে জল থেকে তুলে নদীর তীরে একটা পরিষ্কার জায়গায় শুইয়ে দিলেন ডেসপার্ড, আবার ঝাঁপ দিয়ে জলে

পড়লেন তিনি। এবার তিনি এগিয়ে চললেন সেই দিকে, যেখানে অল্প আগেও অ্যানাকে হাঁকপাঁক করতে দেখা গেছে।

"সাবধান!" চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যাটেল। "এখানে অনেক বুনো আগাছা আছে। পায়ে জড়িয়ে বিপদ হতে পারে!"

তাঁরা দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছেলেন, কিন্তু ততক্ষণে অ্যানা জলের তলায় তলিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করে অ্যানাকে খুঁজে পাওয়া গেল। ব্যাটেল আর ডেসপার্ড তুলে আনলেন অ্যানাকে। রোডার থেকে হাত তিনেক দূরে শোয়ানো হল তাকে।

পোয়ারোর সেবা-শুশ্রূষায় ইতিমধ্যে রোডার জ্ঞান ফিরে এসেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

"কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনা ছাড়া উপায় নেই।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ব্যাটেল। "তবে মনে হয় না কোন কাজ দেবে। সম্ভবতঃ অ্যানা মেরিডিথ মারা গেছে।"

ব্যাটেল তৎক্ষনাত শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন, তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন পোয়ারো।

"আপনি কি বলছেন মঁসিয়ে পোয়ারো—" রোডার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"অ্যানা আমাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল? আমারও অবশ্য সেরকমই মনে হল, কেননা, ও তো জানত আমি সাঁতার জানি না; কিন্তু ও কি এটা ইচ্ছাকৃত করল?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং আগে থেকে পরিকল্পনা করা—" পোয়ারো গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন। গাড়ী তখন ছুটে চলেছে লন্ডনের সীমান্ত দিয়ে।

"কিন্তু কেন?"

সুপারিনটেন্ডেন্ট ব্যাটেল ফিরে তাকালেন রোডার দিকে। "কেন জানতে হলে আপনার মনকে প্রস্তুত করুন মিস দোযাস। আমি এবার যা বলব তাতে আপনি প্রচন্ড আঘাত পাবেন। আপনার বন্ধু যে মিসেস বেনসনের বাড়ীতে কাজ করতেন তিনি দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তাকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করে অ্যানা মেরিডিথ।"

"এসব কি বলছেন আপনি?"

"আমাদের বিশ্বাস", পোয়ারোর জবাব ভেসে এল। "অ্যানাই বোতল দুটো বদলে রেখেছিল।"

"না-না—এ হতে পারে না।" এমন সাংঘাতিক কাজ অ্যানা করতেই পারে না। কেনই বা সে খুন করবে?"

"তার পেছনেও কারণ আছে। "সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল বললেন। "সে যাই হোক, অ্যানার ধারণা ছিল একমাত্র আপনিই আমাদের কাছে এ ঘটনার হদিশ দিতে পারেন। আচ্ছা, মিস দোযাস, আপনি যে মিসেস অলিভারের কাছে এই ঘটনাটা নিয়ে গল্প করেছেন এ-কথা নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুকেও জানাননি?"

"না।" মৃদু জবাব দেয় রোডা, "ভেবেছিলাম ও তাতে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে।"

"তা হতো, খুবই বিরক্ত হত", ব্যাটেল মন্তব্য করলেন, "তবে মিস মেরিডিথ

জানত ঘটনাটা একমাত্র আপনিই জানেন। তাই আপনার দিক থেকেই বিপদ আসবার সম্ভাবনা। সেইজন্য পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল আপনাকে।''

''আমাকে সরিয়ে দিতে? কি সাংঘাতিক কান্ড! আমার কিন্তু এখনও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!''

''যাক, যখন সে মারাই গেছে, তখন আর এ নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। তবে বন্ধু হিসাবে মিস মেরিডিথ যে মোটেই ভাল ছিল না, এতে কোন সন্দেহ নেই।''

গাড়ীটা একটা বাড়ীর সামনে এসে থামল।

''এটা হচ্ছে মঁসিয়ে পোয়ারোর বাড়ী। চলুন, আমরা সকলে এখানে বসেই সমস্ত বিষযটা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করব।''

পোয়ারোব ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস অলিভার আর ডাক্তার রবার্টস।

''আসুন আসুন। ''মিসেস অলিভার সকলকে স্বাগত জানালেন, ''আপনাব টেলিফোন পাওয়া মাত্রই আমি ডাক্তার রবার্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুজনে এখানে এসে হাজির হয়েছি। রবার্টসের পেশেন্টরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ব্যস্ত হয়ে গেছে। সে যাইহোক, আমরা কিন্তু এই ঘটনার আগা-গোড়া সমস্তটা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।''

''হ্যাঁ।'' পোয়াবোর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—''শেষ পর্যন্ত আমরা মিঃ শেটানের খুনীকে আবিষ্কার করতে পেরেছি।''

''আমার কাছে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা অস্পষ্ট হয়ে আছে। সুন্দরী মেরিডিথই যে খুনী, এ তো কোনদিন ভাবতেই পারিনি।'' ববার্টস বললেন।

''সে যে একজন খুনী, কোন সন্দেহ নেই।'' ব্যাটেলের মন্তব্য শোনা গেল, '' এর আগেও তিন-তিনটে খুন করে, শেষবারে অর্থাৎ চার নম্বর খুনটাতে সফল হতে পারেনি।''

''অবিশ্বাস্য!'' বিড় বিড় করলেন রবার্টস।

''মোটেই না।'' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন, ''গোয়েন্দা গল্পে যেরকম ঘটে, যার ওপর কম সন্দেহ হয়, দেখা যায় সে-ই আসলে খুনী। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।''

''আচ্ছা মিসেস লরিমারের চিঠিটা নিশ্চয়ই জাল?'' রবার্টস ফিরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

''নিঃসন্দেহে, তিনটে চিঠিই জাল।''

''তাহলে মিস মেরিডিথও নিজের নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন?''

''সেটাই স্বাভাবিক। নকলটাও খুব দক্ষতা নিয়ে করা হয়েছিল। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের কাছে ঠিকই ধরা পড়ল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের দরকার হত না, মিসেস লরিমার যে আত্মহত্যা করেছেন, পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো তাই বলে।''

''মঁসিয়ে পোয়ারো, মিসেস লরিমারের মৃত্যুটা যে আদৌ আত্মহত্যা নয়, একেবারে পরিকল্পনা করা খুন এটা আপনি সন্দেহ করলেন কিভাবে?''

''চেইন লেনে। তাঁর বাড়ীর বৃদ্ধা কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলে।''

''তাঁর কাছ থেকেই বোধহয় খবর পেয়েছিলেন, যে অ্যানা মেরিডিথ আগের দিন সন্ধ্যায় দেখা করতে আসেন মিসেস লরিমারের সঙ্গে?''

"হ্যাঁ, অন্যান্য খবরের সঙ্গে এটাও সে বলেছিল। তাছাড়া আসল খুনী কে, সে সম্বন্ধেও মনে মনে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম মানে মিঃ শেটানের খুনী কে আমি জানতাম এবং তিনি মিসেস লরিমার নন, এও জানতাম।"

"মিস মেরিডিথকে আপনি সন্দেহ করলেন কেন?" ডাঃ রবার্টস বললেন।

"ধৈর্য ধরুন।" ডাক্তার রবার্টসকে বাধা দিলেন পোয়ারো।

"সবটাই বলব আমি। তবে আমার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। এক এক করে বাছাই করে বলা। সেভাবেই বলব। মিসেস লরিমার খুন করেন নি শেটানকে। মেজর ডেসপার্ডও তাকে খুন করেননি। শুনলে আরও অবাক হবেন, এই খুনটার পেছনে মিস মেরিডিথের কোন হাত ছিল না—"

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন পোয়ারো, তার মৃদু কোমল কণ্ঠস্বর বাতাস ছুঁয়ে গেল। "তাহলে বুঝতে পারছেন ডাক্তার রাবর্টস, বাকী থাকেন আপনি। আপনিই মিঃ শেটানকে খুন করেছেন এবং মিসেস লরিমারকেও।"

মিনিট তিনেক কারোর মুখেই কথা ফুটলো না।

একটা চাপা অস্বস্তিকর নীরবতায় থমথম করছে সারা ঘর। হঠাৎ বীভৎস ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠলেন। "আপনি কি পাগল মঁসিয়ে পোয়ারো? মিঃ শেটানকে আমি খুন করিনি আর মিসেস লরিমারকে খুন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। মিঃ ব্যাটেল, এসব আজগুবি কথা শুনবার জন্যেই আমাকে ডেকে এনেছেন?"

"মঁসিয়ে পোয়ারোর বক্তব্যটা শুনলেই আপনি ভাল করবেন ডাঃ রবার্টস।"

ব্যাটেলের শান্তস্বর ভেসে এল।

"যদিও কিছুদিন আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একমাত্র আপনার পক্ষেই মিঃ শেটানকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু আমার হাতে কোন সঠিক প্রমাণ ছিল না। কিন্তু—" পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন রবার্টসের দিকে। "কিন্তু মিসেস লরিমারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে একজন প্রত্যক্ষদর্শী থেকে জানা গেছে যে আদালতে দাঁড়িয়ে আপনার অপকীর্তির সাক্ষ্য দিতে পারবে।"

রবার্টসের হাবভাব ক্রমশ শান্ত হয়ে এলো। চোখের দৃষ্টিতে একটা উজ্জ্বল চকচকে আভা। "আপনি আবোল-তাবোল বকছেন মঁসিয়ে পোয়ারো।"

"একটুও ভুল নয়। আজ ভোরে আপনি ঝিয়ের কাছে বাজে ধাঁওতা দিয়ে মিসেস লরিমারের শোবার ঘরে ঢুকলেন—গত রাত্রে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধে খাওয়ার ফলে মিসেস লরিমার তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আপনি আবার বৃদ্ধাকে ধাঁওতা দিয়ে বললেন, মিসেস লরিমার খুব সম্ভবত মারা গেছেন তবুও একবার শেষ চেষ্টা করবেন আপনি। এজন্য তাকে ব্রান্ডি আর গরম জল আনতে পাঠান, ঘরে কেউ ছিল না। ঝি একবার মাত্র উঁকি দিয়ে তার কর্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল, তাই তিনি মৃত কি জীবিত এটা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"আপনি হয়ত জানেন না ডাক্তার রবার্টস, সেই ভোরে জানালায় জমে থাকা বরফ পরিষ্কার করতে একজন উইন্ডো-ক্লীনার্স মিসেস লরিমারের জানালার কাচ পরিষ্কার করতে এসেছিল। ব্যাপারটা সেই দেখে, তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক।" পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন—"ভেতরে এসো স্টিফেন্স।"

একটু পরেই শ্রমিক শ্রেণীর, জপাসই চেহারার একজন লোক ঘরে ঢুকলো, ডান হাতে ধরা একটা ক্যাম্বিসের টুপি। তাতে গোল করে লেখা—চেলসী উইন্ডো ক্লীনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, "ঘরের মধ্যে কাউকে কি তুমি চিনতে পেরেছেন?"

লোকটা চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো তারপর ডাক্তারকে দেখিয়ে বলে উঠল, "এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছি।"

শেষ কখন তুমি এঁকে দেখ, কি করছিলেন তখন এই ভদ্রলোক?

"আজ ভোরবেলা, তখন বোধহয় আটটাও বাজেনি, চেইন লেনে এক ভদ্রমহিলার ঘরের জানালায় জমে থাকা বরফ সাফ কবছিলাম। এই ভদ্রলোক তখন ভদ্রমহিলার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে সিরিঞ্জ দেখে ভেবেছিলাম বোধহয় ডাক্তাব। ভদ্রমহিলা বিছানায় শুয়েছিলেন, খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ঘুমের ঘোরে একবার চোখ মেলে তাকালেন। এই ভদ্রলোক তখন ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা খুব দ্রুত ভদ্রমহিলার হাতে ফুঁড়ে দিলেন, ভদ্রমহিলা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন চোখ বুঁজে। আমি সেখানে আব অপেক্ষা না করে অন্য দিকে এগোলাম।"

"বা অপূর্ব, অপূর্ব!" পোয়াবো বলে উঠলেন, "তাহলে ডাক্তার রবার্টস—?"

"একটা সাধারণ—সাধারণ শক্তিবর্ধক ওষুধ—" তোতলাতে শুরু করলেন রবার্টস, "তাঁর জ্ঞান ফোরবার জন্য—"

"সাধারণ শক্তিবর্ধক!" পোয়ারোর তীব্র দৃষ্টি রবার্টসের দিকে। "এন-মিথাইল-সাইক্লো হেক্সেনিল—ম্যালানিল ইউরিয়া। যাকে বলে এভিপ্যান। ছোটখাটো অপারেশনের সময়ে সেই জায়গাটা অসাড় করতে লাগে। শিরার মধ্যে বেশী পরিমান এভিপ্যান ইনজেক্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়তে বাধ্য। ভোরোম্যাল বা ঐ জাতীয় ঘুমের ওষুধ ব্যবহারের পর এভিপ্যান প্রয়োগে প্রচন্ড বিপজ্জনক। মিসেস লরিমারের হাতের ওপর আমি একটা ইনজেকশানের চিহ্ন দেখেছিলাম। পুলিশ সার্জনকে ব্যাপারটা জানানোর পর তারা পরীক্ষা করে আমাকে এই তথ্য জানান।"

"এতেই আমাদের চলে যাবে।" ব্যাটল মন্তব্য করলেন "শেটানের মৃত্যুর ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার হবে না। অবশ্য প্রয়োজন হলে মিঃ ক্রাডক আর মিসেস ক্রাডককে খুন করার দায়ে আপনাকে অভিযুক্ত করা যায়।"

ক্রাডকদের নাম শুনেই ডাঃ রবার্টস হতাশভাবে মুষড়ে পড়লেন। কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না তিনি। হতাশভাবে এলিয়ে পড়লেন চেয়ারের উপর।

"বেশ, আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।" ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন ডাঃ রবার্টস, "আর বাধা দেব না। মনে হয় শয়তান শেটানই এ বিষয়ে আপনাদের কোন আভাস দিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম খুব ভালভাবেই শেটানের মুখটা বন্ধ করতে পেরে—"

"না, শেটান নয়।" ব্যাটেল বললেন, "সমস্ত কৃতিত্বই মঁসিয়ে পোয়ারোর।"

ডাক্তার রবার্টসকে সঙ্গে নিয়ে দুজন পুলিশ কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"তখনই বলেছিলাম, রবার্টসের কীর্তি—" মিসেস অলিভার বলে উঠলেন।

পোয়ারো গম্ভীরভাবে সোফার ওপর বসে রয়েছেন, ঘরের সকলের উদগ্রীব দৃষ্টি তার দিকে। বলতে শুরু করলেন পোয়ারো।

"আমি জীবনভোর যতগুলো রহস্যময় মামলার মুখোমুখি হয়েছি বলতে বাধা নেই তার মধ্যে সব থেকে জটিল আর চমকপ্রদ মামলা হল এটা। এগিয়ে যাবাব মত কোন সূত্র হাতে নেই, চারজন মাত্র লোক এবং তাদেব মধ্যে একজন এই অপকীর্তির নায়ক। কিন্তু কে সে? কোন প্রমাণ—কাগজপত্র, এমনকি কোন হাতের ছাপও নেই। শুধু সন্দেহজনক চারজনই আমাদের সামনে হাজির।"

"আর একটা মাত্র সূত্র পাওয়া গেছে—ব্রীজ খেলাব চারটে স্কোরশীট, শুধু হাতে এল এইটা।

আপনাদের হয়ত মনে আছে, আমি প্রথম দিকে এই স্কোরশীটগুলোর উপব বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলাম। কাবণ এব মধ্যেই ঐ চারজনের মনে গতিবিধিব কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। সত্যিই এরমধ্যে একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। দেখলাম বাবারের স্কোরশীটে একদিকে লেখা রয়েছে ১৫০০ সংখ্যাটি। বুঝলাম এটা বেশ বড় খেলা মানে গ্রাণ্ডস্লামের খেলা। সেদিন সন্ধ্যেব পবিবেশটা কল্পনা করুন, সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে শেটান যখন খুন কবাব কথা ভাবছে কোন একজন। তাকে অন্তত দুটো মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হবে, প্রথমটা মারা যাবাব আগে শেটান চীৎকার করে উঠতে পারেন, দ্বিতীয়ত সেই মুহূর্তে কেউ খুনীকে দেখে ফেলতে পাবে।

"ভেবে দেখুন, প্রথম ঝুঁকিটায় কবাব কিছু নেই, ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে' কিন্তু দ্বিতীয়টা? সেটা তা নয়, চেষ্টা কবলে কিছু করা যেতে পবে। সাধারণ তাস পড়লে ব্রিজ খেলোয়াড়রা খুব একটা মনোযোগ দেন না, এদিক ওদিক তাকিয়ে গল্প করেন নিজেদের মধ্যে। কিন্তু কোন জটিল তাসের খেলা হলে, বিশেষতঃ তা যদি গ্রাণ্ডস্লামের খেলা হয় সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গ্রাণ্ডস্লামের খেলা। তিনজন খেলোয়াড়ই মন দিয়ে তাস খেলেছে। একজনের চিন্তা কিভাবে তেরোটা পিটই তোলা যায়। আবার অন্য পক্ষ চেষ্টা করছে কোন সুযোগে একটা পিট অন্তত ছিনিয়ে নেওয়া যায়। পার্টনাব কোন রঙটায় উৎসাহ দেখাচ্ছে, কোনটায় দেখাচ্ছে না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজব রাখতে হয় সবকিছুর ওপর। ভেবে দেখলাম, একমাত্র ডামিই পারে এরকম পরিবেশে খুন করতে। খোঁজ করে জানলাম ডাঃ রবার্টসই ছিলেন এই ডীলটার ডামি। যে কোন দুজন পার্টনারের মধ্যে একজন অন্যজনেব তাস নিয়ে খেলতে পারে। অন্যজন হল ডামি। সে ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করতে পারে।

"আপনাদের মনে আছে, মামলাটায় অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটায় আমি বেশী জোর দিয়েছিলাম। সন্দেহভাজনদের মানসিক গঠন বিচার করে আমার ধারণা হয়েছিল যে একমাত্র মিসেস লরিমারই পারেন কোন প্ল্যানকে সার্থক রূপ দিতে। কিন্তু মুহূর্তের উত্তেজনায় খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাব সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল হয় তিনি শেটানকে খুন করেছেন নয়ত শেটানের খুনী কে তা জানেন। আর বাকী তিনজনের যে কেউই খুন করতে পারেন কিন্তু খুন কবতে গেলে এদের প্রত্যেকের মনে ভিন্ন মনোভাব কাজ করবে।

"এরপর আমি সকলকেই একটাই প্রশ্ন করলাম যে সেদিন ঘরের মধ্যে কি কি জিনিস তাদের চোখে পড়েছে। ডাক্তার রবার্টসের ছুরিটা চোখে পড়ার কথা। কেন না, তিনি সবকিছু খুঁটিনাটি নজর দিয়ে দেখেন—ডাক্তারদের এই গুনটা সহজাত। কিন্তু

সেদিন ব্রীজ খেলায় তাসের সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। আমি অবশ্য আশাও করিনি, কিন্তু এতটা ভুলে যাবার কি কারণ হতে পারে? তবে কি তিনি তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন? এদিক থেকেও সন্দেহটা ডাক্তার রবার্টসের ওপরই পড়েছে।

''মিসেস লরিমারের কাছ থেকে একটা মূল্যবান তথ্য পেলাম। ডাক্তার রবার্টস গ্র্যান্ডস্লামের ডাক দিয়েছিলেন, খুবই অযৌক্তিকভাবে। এবং তিনি তার পার্টনার মিসেস লরিমারের রঙেই ডাক দেন। ফলে ভদ্রমহিলাকে তাসটা খেলতে হয়। এও একটা পয়েন্ট।

এরপর সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল আর মিসেস অলিভারের চেষ্টায়, সন্দেহভাজন চারজনেরই অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর চালান হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, অতীতে কোন্ পরিস্থিতিতে, কিভাবে তারা খুন করেছেন অথবা আদৌ খুন করেননি। বর্তমান ক্ষেত্রেও তারা পুরোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কিনা। কিন্তু সব কিছু খোঁজ করেও সুপারিনডেন্ট ব্যাটেল হতাশ হলেন! কেননা তার ধারণা আগের খুনগুলোর সঙ্গে, অর্থাৎ অতীতে এদের চারজন যেভাবে খুনগুলো করেছে, তার সঙ্গে বর্তমান খুনের কোন মিল নেই। কিন্তু তা নয়। ডাক্তার ববার্টস আগে যে দুটো খুন করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান খুনের কোন মিল হয়ত নেই। কিন্তু এদের চারিত্রিক মিল নিশ্চয়ই আছে। ক্রাডকদেব খুন করাটাব কথা ভেবে দেখা যাক। যেন সকলের সামনে হাসতে হাসতে বুক ফুলিয়ে খুনটা হয়ে গেল। রোগীকে পরীক্ষা করার পর বাথরুমে একজনের শেভিংব্রাশে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবানু মাখিয়ে রেখে আসা, কত সহজ ব্যাপার। মিসেস ক্রাডককে খুন করা হল টাইফয়েডের প্রতিষেধক ইনজেকশন দেবার সুযোগে। কোন লুকোচুরি নেই, সকলের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে খুনটা হয়ে গেল।

এবার মিঃ শেটানের কথাটা চিন্তা করুন। ডাঃ রবার্টস হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে খুব তাড়াতাড়ি শেটানের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে না পারলে, তার সমস্ত কুকীর্তির কথা জানাজানি হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে একটা প্রচন্ড ঝুঁকি নিলেন। আমরা ব্রীজ টেবিলের ডাঃ রবার্টসকে জানি, তিনি ঝুঁকি নিয়েও দক্ষভাবে তাস খেলেন। এক্ষেত্রেও তিনি সম্পূর্ণ কাজটা হাসিল করলেন।

আমি মনে মনে প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছি ডাঃ রবার্টস খুনি, ঠিক তখনই মিসেস লরিমার আমাকে জানালেন খুনটা তিনিই করেছেন। প্রথমে আমি প্রায় তার কথা বিশ্বাসই করে বসেছিলাম, কিন্তু একটু পরেই আমার মনে হল—না তিনি এ-কাজ কিছুতেই করতে পারেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল যখন মিসেস লরিমার বললেন, যে অ্যানা মেরিডিথকে তিনি এই খুন করতে দেখেছেন। পরের দিন মিসেস লরিমারের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি যা বলেছেন তাও সত্যি, আবার আমার ধারণাও সত্যি।

''আসলে ব্যাপারটা ছিল এই—অ্যানা মেরিডিথ ডামি থাকাকালীন ঘুরতে ঘুরতে শেটানের কাছে চলে যায়। শেটান যে মারা গেছেন এটা সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। কিন্তু মেরিডিথের নজরে পরে শেটানের বুক-পকেটের দিকে কিছু একটা চকচক করতে

দেখে সে হাত বাড়ায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চকচকে জিনিসটা কি সে বুঝে যায়।

ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় সে। ডিনার টেবিলে শেটানের মন্তব্য মনে ছিল তার। হয়ত শেটান কোন কাগজপত্রে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখে রেখে যেতে পারেন। তাতে, প্রমাণ হবে সেই শেটানকে খুন করেছে এবং সকলেই ভাববে এতে মেরিডিথের কোন উদ্দেশ্য ছিল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্রীজ টেবিলে ফিরে এল সে।

তাহলে মিসেস লরিমার যা দেখেছেন তাও ঠিক। আবার আমার ধারণাও ঠিক তিনি খুনীকে দেখেননি।

ডাক্তার রবার্টস যদি এই খুনের পর চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন তবে হয়ত তাকে কোনভাবেই ধরা যেত না। অবশ্য এতো সহজে ছাড়তাম না আমি।

যাইহোক শেটানকে খুন করে বেশ অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন রবার্টস। তিনি জানতেন যে ব্যাটেল, যতদিন না এই খুনের কিনারা হয় ততদিন তার পেছনে লেগে থাকবেন। আর এইভাবে পুলিশের খোঁজখবর করার ফলে তার আগেকার অপরাধের কথা হয়ত প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। এই থেকে বাঁচতে তিনি একটা চমৎকার উপায় বের করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মিসেস লরিমার আর বেশীদিন বাঁচবেন না। রোগের জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যা করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আত্মহত্যার আগে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে ডাক্তার রবার্টস কোনভাবে মিসেস লরিমারের হাতের লেখা যোগাড় করে সেই লেখার নকলে তিনটে চিঠি লিখলেন তারপর কাকপক্ষী জাগার আগে সেই চিঠির ছুতো করে ছুটলেন মিসেস লরিমারের বাড়ীতে। তার আগে নিজের বাড়ীর পরিচারিকাকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে যান। পুলিশের সার্জন এসে পৌঁছানের আগে নিজের কাজ হাসিল করবার সময় তিনি পেয়েছিলেন এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। ছককাটা প্ল্যান। একেবারে নিখুঁত।

"রবার্টসের তখন একমাত্র লক্ষ্য নিজের নিরাপত্তা আর মিসেস লরিমারের মৃত্যু। তাই আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মিসেস লরিমারের হাতের লেখা তাঁর পরিচিত কিনা—তখন তিনি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন সত্যিই যদি কোন সময় এই নকলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তিনি মিসেস লরিমারের হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত নন এই অজুহাতই তাকে রক্ষা করবে। সেইজন্য আমার প্রশ্নের জবাব তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিলেও খুব একটা তৎপরতার সঙ্গে দিতে পারেননি।

"উইলিংফোর্ড থেকে আমার ফোন পেয়ে মিসেস অলিভার আমার বাড়ীতে রবার্টসকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার রবার্টস সব ঝামেলা মিটে গেছে ভেবে যখন মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত। এরকুল পোয়ারো বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিকারের ওপর। ডাক্তার রবার্টসও আর কোন নতুন খেলা দেখানোর আগেই অসহায় ভাবে ধরা দিলেন।"

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। একসময় রোডার কণ্ঠস্বর ভেসে এল "ভাগ্যিস জানালা দিয়ে ঐ উইন্ডো-ক্লীনার্সের

লোকটা ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল। তা না হলে ডাক্তার রবার্টসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই খাড়া করা যেত না।

"না না, ম্যাডাম। এতে ভাগ্যের কোন হাত নেই।" পোয়ারো হেসে উঠলেন "লোকটি আদৌ কোন উইন্ডো-ক্লীনার্স নয়। একজন উদীয়মান অভিনেতা মিঃ জেরেল্ড হেমিংওয়ে। এসো এসো এদিকে চলে এসো বন্ধু।" পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে উইন্ডো ক্লীনার্সকে নিয়ে এলেন। এখন সেই ভদ্রলোককে একদম অন্যরকম মনে হচ্ছে।

"বন্ধু তুমি তোমার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছ, সত্যিই চমৎকার!" তারিফ করলেন পোয়ারো।

"তাহলে!" চেঁচিয়ে উঠল রোডা, "রবার্টসকে কেউই দেখেনি গোটা ব্যাপারটাই দারুণ ভাঁওতা!"

"আমি দেখেছিলাম ম্যাডাম।" পোয়ারোর রহস্যময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে বেড়ালো, "আমি দেখেছিলাম। কিভাবে জানেন? মৃদু হাসলেন পোয়ারো, "মনের চোখ দিয়ে।"

অনুবাদ ☐ প্রসাদ সেন

দ্য নেমিয়ান লায়ন

'মিস লেমন, তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র কি সকালের ডাকে এসেছে?' পরের দিন অফিস ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

মিস লেমনের ওপর তাঁর আস্থা অগাধ। যদিও তাঁকে ঠিক চিন্তাশীলা মহিলা বলা চলে না, কিন্তু তাঁর একটা সহজাত অনুভূতি আছে। তিনি যদি কোন কিছু বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেন তবে সত্যিই তার মধ্যে চিন্তা করবার মতো মালমসলা নিহিত থাকে। জন্মসূত্রে সেক্রেটারি বলতে যাদের বোঝায় মিস লেমন তাদেরই এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

'না, তেমন চিত্তাকর্ষক কিছু নেই মঁসিয়ে পোয়ারো। তবে আমার মনে হলো একটা চিঠি সম্বন্ধে হয়তো আপনি কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারেন। সেইজন্য চিঠিপত্রের তাড়াব ওপরেই সেটা রেখে দিয়েছি।'

'বিষয়বস্তুটা কি?' অল্প কৌতূহলী হয়েই টেবিলের দিকে পা বাড়ালেন পোয়ারো।

'এক ভদ্রমহিলা তাঁর পোষা পিকনিজ কুকুরটা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর স্বামী এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করাতে চান।'

পোয়ারো যেতে গিয়েও স্তম্ভিত হৃদয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর বাঁ পা-টা তখনও ভূমি স্পর্শ করেনি। ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মিস লেমনের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। মিস লেমনের কিন্তু সেদিক কোন নজর ছিলো না। ভদ্রমহিলা তখন তাঁর টাইপ নিয়ে ব্যস্ত। এবং তাঁর টাইপের হাতও এত দ্রুত যে মনে হয় টেবিলের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে।

পোয়ারো সবিশেষ ক্রুদ্ধ হলেন। বিরক্তিতে ভরে উঠল তাঁর সারা অন্তর। মিস লেমন—সুদক্ষ সেক্রেটারি মিস লেমন—সেও কিনা আজ তাঁকে এতখানি অপমান করতে সাহস পেলো! একটা পিকনিজ কুকুর...সামান্য একটা পিকনিজ কুকুর...! অথচ সবেমাত্র গতকালও কি মহান স্বপ্নই না তিনি দেখেছিলেন! সেই স্বপ্নের আমেজ নিয়েই ঘুম ভেঙেছিলো তাঁর। তিনি দেখলেন, বাকিংহাম-এর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে আসছেন। স্বয়ং সম্রাট ব্যক্তিগত ভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁকে। সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীরাও তাঁর সঙ্গে করমর্দনে ব্যস্ত। সেই সময় ভৃত্যের ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙে। তাকিয়ে দেখেন, চিরপুরাতন জর্জ সুদৃশ্য ট্রের ওপর ধূমায়িত চকোলেটের গ্লাস নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ আজ সামান্য মেয়েটার কাছে তাঁকে এতখানি হেনস্তা হতে হলো। লেমনকে ডেকে কি যেন একটা বলতেও গেলেন পোয়ারো—হৃদয়ের অভ্যন্তর হাতড়ে সুচিন্তিত সুনির্বাচিত কাটছাঁটা শব্দ। প্রতিটি শব্দই শাণিত-ব্যঙ্গে উদ্ভাসিত এবং ক্ষুরধার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলা হলো না। কারণ লেমন যে গতি ও একাগ্রতার সঙ্গে টাইপ করে চলেছেন, তাতে অন্য কিছু তাঁর কর্ণগোচর হতো না।

নিদারুণ বিরক্তি সহকারেই পোয়ারো চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর থেকে প্রথম চিঠিটা তুলে নিলেন। কুঞ্চিত দৃষ্টিতে পড়েও ফেললেন আদ্যপ্রান্ত।

হ্যাঁ ঠিকই। মিস লেমন তাকে একেবারে বাজে কথা বলেননি। চিঠিটার মধ্যে দৃষ্টি-আকর্ষণীয় বস্তু আছে। ঠিকানাটা এই শহরেরই কোন সম্ভ্রান্ত অঞ্চল। চিঠির ভাষাও পুরোদস্তুর ব্যবসায়িক ধরনের। খুব স্পষ্ট কথায় দাবি জানানোর ইঙ্গিত। বিষয়টা অবশ্য পিকনিজ কুকুর সংক্রান্ত। একজন বিত্তশালী ব্যক্তির প্রিয়তমা পত্নীর আদরের দুলাল কুতকুত চোখের পোষা কুকুরটি অন্তর্হিত হয়েছে। তাঁকেই খুঁজে দিতে হবে। পড়তে পড়তে পোয়ারোর ঠোঁটেও বক্র কুঞ্চন দেখা দিলো।

চিঠিটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। বক্তব্যও নিরতিশয় প্রাঞ্জল। তবু যেন— তবু যেন কোথায় একটা প্রশ্ন থেকে যায়। মিস লেমনের চোখেও সেটা ধরা পড়েছে। এই স্বাভাবিক প্রাঞ্জল চিঠিটার মধ্যেই কোথায় যেন একটা নিগূঢ় রহস্যের বীজ লুপ্ত আছে।

ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পোয়ারো আর একবার চিঠিটা পড়লেন। প্রতিটি শব্দই যেন তাঁর অবচেতনার গভীরে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। এধরনের কোন মামলা তিনি চাননি, নিজের মনের কাছেও তিনি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ছিলেন না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এটা কোনমতেই আকর্ষণীয় নয়—এবং বিষয়টা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের নানাবিধ মহান কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে এর কোন সামীপ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং শুধুমাত্র সেইজন্যেই তাঁর এত আপত্তি—অনীহা এত প্রবল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি যে অতিশয় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ প্রকৃতই তিনি কৌতূহল অনুভব করলেন।

স্বরগ্রামকে এবার কিঞ্চিৎ উচ্চে তুললেন পোয়ারো, যাতে টাইপরাইটারের ঝড়ঝাপটা ভেদ করেও মিস লেমনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

'স্যার জোসেফ হগিনকে একটা ফোন করে দাও।' আদেশ দিলেন তিনি।

'বোলো, ভদ্রলোকের সুবিধামত আমি তাঁর অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করবো। কখন তাঁর সময় হবে সেটাই শুধু জেনে নিও।'

মিস লেমনের অনুভূতি যে যথার্থই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবারেও তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলো।

'আমি নিতান্তই একজন সাদাসিধে মানুষ, মঁসিয়ে পোয়ারো।' স্যার জোসেফ হগিন বললেন।

এরকুল পোয়ারো কোন মন্তব্য করলেন না, শুধু দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গিতে ডান হাতটা মৃদু নাড়লেন। তার অর্থ এও হতে পারে যে স্যার জোসেফ রীতিমতো সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশীল হয়েও এত বিনীত ভাবে উপস্থিত করেছেন নিজেকে— সেইজন্যেই পোয়ারো তাঁর এই বিনয়ের প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করছেন। অর্থটা আবার অন্যরকম হওয়াও বিচিত্র নয়। রীতিমতো সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও স্যার জোসেফ হগিন যে নিজেকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত করতে চাইছেন, সেই কারণেই হয়তো হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পোয়ারো। আসল কথা পোয়ারোর মুখ

দেখে তাঁর মানসিক গতিপ্রকৃতির কোন হদিশ পাওয়া গেলো না। স্যার জোসেফ যে সত্যিই একজন সাদাসিধে মানুষ সেই কথাটাই তখন চিন্তা করছিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি তখন স্যার জোসেফের দীর্ঘপ্রসারিত চোয়াল, ছোট ছোট একজোড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ, টিকালো নাক আর দৃঢ়সম্ভবদ্ধ ঠোঁটের দিকে নিবদ্ধ। ভদ্রলোকের সামগ্রিক অবয়টা যেন অন্য কোন ব্যক্তি বা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই সঠিক ভাবে মনে আনতে পারছেন না এখন। স্মৃতির স্তরে স্তরে মৃদু কম্পন শুরু হলো। দীর্ঘদিন আগে...সম্ভবত বেলজিয়ামেই...এবং সাবান সংক্রান্ত কোন কিছুর সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত...

স্যার জোসেফ বলে চললেন, 'অনাবশ্যক ভাবে কোন ব্যাপারের দীর্ঘ জের টানা আমার স্বভাব নয়। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতিও আমি করি না। অন্য যে কেউ হলে এ সম্বন্ধে হয়তো বিশেষ মাথা ঘামাতো না, অনাদায়ী পুরনো ঋণের মতোই সবকিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু জোসেফ হগিনের পথ সেটা নয়। আমি একজন ধনী লোক, মঁসিয়ে পোয়ারো—এবং সত্যি কথা বলতে কি দুশো পাউণ্ডের মূল্য আমার কাছে খুব সামান্য...'

পোয়ারো মাঝপথে মন্তব্য করলেন, 'সত্যিই আপনি অভিনন্দন-যোগ্য!'

'হুঁ,' অল্প থামলেন স্যার জোসেফ। তাঁর ক্ষুদ্র চোখদুটো আরও ক্ষুদ্র হয়ে এলো তারপর স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'অবশ্য যদি মনে করেন আমি বেহিসেবী খামখেয়ালী ভাবে অর্থের অপচয় করি, তাহলেও কিন্তু মস্ত ভুল করবেন। যে জিনিসের যা মূল্য আমি সেটুকুই মাত্র দিয়ে থাকি, তার বেশি নয়।'

'বারকয়েক মৃদুমন্দ মাথা নাড়ালেন পোয়ারো। 'কিন্তু আমার পরিশ্রমের সম্মানী মূল্য যে অনেক বেশি তা নিশ্চয় জানেন?'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। তবে এটা হচ্ছে...' পোয়ারোর দিকে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাকিটা শেষ করলেন হিগিন, 'খুবই সামান্য ব্যাপার!.....'

অভ্যাসবশেই পোয়ারো মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন, 'দরাদরি করা আমার স্বভাব নয়। আমি একজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেতে গেলে তার উপযুক্ত দক্ষিণাই দিতে হবে।'

জোসেফ এবার সহজ কণ্ঠেই বললেন, 'এ সমস্ত বিষয়ে আপনার খুব নামডাক আছে বলে শুনেছি। খবর নিয়ে জানলাম, এ ব্যাপারে আপনিই সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। আমি এই ঘটনার একটা সুনিশ্চিত সমাধান দেখতে চাই। সেইজন্যেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অর্থ ব্যয়েও আমি কোন কার্পণ্য করবো না।'

'আপনি ভাগ্যবান!' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

স্যার জোসেফ কোন জবাব দিলেন না।

'যথার্থই আপনি ভাগ্যবান!' পোয়ারো দৃঢ় ভাবে আবার মাথা নাড়লেন।

'কেন না, সত্যি বলতে কি আমি এখন আমার কর্মজীবনের শীর্ষে এসে পৌঁছেচি। খুব শীগগিরই অবসর নিতে চাই। বাকি জীবনটা আমি আমার হাতে গড়া ছোট্ট বাগানটার মধ্যেই কাটিয়ে দেবো। বিভিন্ন তরিতরকারি সম্বন্ধে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষ-নিরীক্ষা নিয়েই মেতে থাকবো সারাক্ষণ। তবে কর্মজীবন থেকে পুরোপুরি অবসর নেবার আগে আমি কেবলমাত্র বেছে বেছে বারোটা মামলা হাতে নেবো। বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস বারোটা মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করে বিশ্ববাসীর যে প্রভূত উপকার করে গেছেন—আমার পরিকল্পনাও অনেকটা তার অনুরূপ।....স্যার জোসেফ, আপনার এই মামলাটা তার মধ্যে প্রথম। এরপর নগণ্যতা আর তুচ্ছতার জন্যেই আমি মনে মনে এত বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠেছি!'

'কি বললেন?' স্যার জোসেফ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। 'তুচ্ছতার জন্যে কৌতূহল?'

'হ্যাঁ, এর অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছতার কথাই আমি বলতে চাই। খুন ডাকাতি চুরি রাহাজানি সংক্রান্ত সমস্ত জটিল তদন্তের ভারই আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম একটা পিকনিজ কুকুর হারানোর ব্যাপারে আমার সাহায্যে চাওয়া হল।'

স্যার জোসেফ মৃদু হাসলেন। 'সত্যিই আপনি আমায় অবাক করে দিয়েছেন। কিন্তু কখনও কি কোন মহিলা আপনার কাছে তাঁর প্রিয় পোষা প্রাণীটি উদ্ধার করে দেবার জন্যে ধর্না দেননি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' অকপটে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'কিন্তু এই প্রথম কোন ভদ্রমহিলার স্বামী আমার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন।'

জোসেফের ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টি আরও কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। 'লোকে কেন যে আপনার নাম করে আমি এখন সেটা অনুমান করতে পারছি। আপনি সত্যিই চতুর ব্যক্তি, মঁসিয়ে পোয়ারো!'

পোয়ারো নম্র সুরে বললেন, 'এখন যদি সম্পূর্ণ বৃত্তান্তটা আমায় খুলে বলেন..! কতদিন আগে কুকুরটা অন্তর্হিত হয়েছে?'

'ঠিক এক সপ্তাহ আগে।'

'এবং আমার বিশ্বাস আপনার স্ত্রীও ইতিমধ্যে খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছেন?'

স্যার জোসেফ স্থির দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। 'আপনি হয়তো জানেন না, কুকুরটা আবার ফিরে এসেছে।'

'ফিরে এসেছে!' পোয়ারো চোখ বড় বড় করলেন। 'তাহলে...আমাকেই বা ডাকা হলো কেন? এর মধ্যে কি ভূমিকা আছে আমার?'

জোসেফের চোখে মুখে লজ্জার আভা ফুটে উঠলো। 'কারণ আমাকে কেউ ঠকিয়ে গেলে আমি সেটা সহজে বরদাস্ত করতে পারি না। সব ঘটনাটা খুলে বললে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। এক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রীর পরিচারিকা যখন এই আদরের কুকুরটিকে নিয়ে কেন্সিংটন গার্ডেনে বেড়াতে যায় তখনই তার কাছ থেকে সেটা অপহৃত হয়। পরের দিন সারমেয়টির মুক্তিপণ হিসেবে দুশো পাউণ্ডের দাবি জানিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে একটা উড়োচিঠি আসে। ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখুন! গায়ে-পড়া তেলতেলে স্বভাবের একটা কুকুরের জন্যে দুশো পাউণ্ড মুক্তিপণ!'

'আপনি নিশ্চয় তাতে আপত্তি জানিয়েছেন?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'সুযোগ থাকলে অবশ্যই বাধা দিতাম।' জোসেফের কণ্ঠে অসহায় সুর। 'কিন্তু সমস্ত ঘটনাটাই আমার আগোচরে ঘটে গেছে। আমার স্ত্রী মিলি আমাকে কিছু না জানিয়েই চিঠিতে যে ঠিকানার নির্দেশ ছিলো সেখানে এক পাউণ্ডের দুশোটা নোট পাঠিয়ে দেয়।'

'পরিবর্তে কুকুরটাকেও আপনারা ফেরত পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলা কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি কেউ কোথাও নেই, কুকুরটাই শুধু একা দাঁড়িয়ে কেঁউ কেঁউ করছে।'

'খুবই সুন্দর ব্যবস্থা!' পোয়ারো মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'তারপর অবশ্য মিলি আমার কাছে সমস্তই স্বীকার করলো। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে স্বভাবতই আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ হলাম। তবে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। এখন আর এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করা বৃথা। মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান বলতে যদি কিছু থাকে! এইসব ভেবেই সান্ত্বনা দিলাম মনকে। এবং সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো ভুলে যেতাম, যদি না ক্লাবে স্যামুয়েলসনেব মুখ থেকে অনুরূপ একটা ঘটনার কথা জানতে পারতাম।'

'হুঁ,' পোয়ারো মন্থর ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।

'তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকেও একই উপায়ে তিনশো পাউণ্ড আদায় করা হয়েছে। ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা সত্যিই যেন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে। এর একটা নিষ্পত্তি ঘটা প্রয়োজন। সেইজন্যেই আপনার কাছে খবর পাঠালাম।'

'কিন্তু স্যার জোসেফ,' সবিনয় বাধা দিলেন পোয়ারো, 'এ ব্যাপারে পুলিসই তো সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যাক্তি...তাদের কাছে গেলে আপনাকে বেশি ব্যয়ভারও বহন করতে হবে না....'

স্যার জোসেফ বিব্রত ভঙ্গিতে নাক চুলকোলেন। 'মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি কি বিবাহিত?'

'নাঃ,' একটা ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো, 'জীবনে সে সৌভাগ্য আর হলো না!'

ঈষৎ গম্ভীর হলেন স্যার জোসেফ। 'সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কথা কিছু বলতে পারি না, তবে একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতেন। মেয়েরা সত্যিই এক আজব চীজ। পুলিসের নাম শোনা মাত্রই আমার স্ত্রী তো একেবারে কেঁদেকেটে একশা। ওর ধারণা, তাহলে গুণ্ডারা ওর আদরের সান তাঙকে প্রাণে মেরে ফেলবে। কিছুতেই এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় আসতে পারলাম না। এমন কি এই ব্যাপারে আপনার মাথা গলানোটাও ও তেমন সুনজরে দেখে না। তবু কোনরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো গেছে।'

'খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'তবে এই বিষয়ে কোন অনুসন্ধানের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার প্রয়োজন। সেই

সময়ে তাঁর প্রিয় পিকনিজটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু ভরসার বাণী না হয় শুনিয়ে আসবো!'

স্যার জোসেফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'শুভস্য শীঘ্রম্। তাহলে চলুন, আমার গাড়িও রেডি আছে।'

ড্রয়িংরুমটা আকারে-প্রকারে বেশ বড়সড়। নানাবিধ আসবাবপত্রেও সুসজ্জিত। লেডি হগিন তাঁর পরিচারিকাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমেই অপেক্ষা করছিলেন।

স্যার জোসেফ এবং এরকুল পোয়ারো ভেতরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছোট আকারের পিকনিজ কুকুর তীরবেগে তাঁদের দিকে দৌড়ে এলো। মনে হলো পোয়ারোকে তার ভারী অপছন্দ। সেইজন্য পোয়ারোর পা শুঁকে শুঁকে চেঁচাতে লাগলো তারস্বরে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি হয়তো আঁচড়ে কামড়ে দেবে।

'সান..সান এদিকে এসো লক্ষ্মীটি! মায়ের অবাধ্য হয়ো না!..মিস কারনাবি, যাও ওকে আলতো ভাবে কোলে করে তুলে আনো। দেখো, যেন কোথাও না ব্যাথা পায়।'

মিস কারনাবি ব্যস্ত পায়ে কুকুরটির দিকে এগিয়ে এলো। পোয়ারো মৃদু কৌতুকের সুরে বিড়বিড় করলেন, 'হ্যাঁ...সত্যি, আকার-প্রকারে সিংহের সঙ্গে মিল আছে!'

'তা যা বলেছেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে সায় দিলো পরিচারিকা। 'কাউকেই ওর ভয়ডর নেই। একেবারে বেপরোয়া। সত্যিই খুব ভালো কুকুর।'

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর স্যার জোসেফ গাত্রোত্থান করলেন। 'মঁসিয়ে পোয়ারো, এবার আপনার কর্তব্য আপনি বুঝে নিন। আমি চললাম।' সৌজন্য-সহকারেই বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

...লেডি হগিন স্বাস্থ্যবতী মহিলা। মেজাজটিও বেশ খিটখিটে। মাথায় চুলে মেহেদি রঙের লাল কলপ লাগানো। পরিচারিকাটি বেশ মোটাসোটা গোলগাল। কাজকর্মে কিছুটা বোকাবোকা, তড়বড়ে স্বভাবের। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। লেডি হগিনকেও সে যে রীতিমতো ভয়ভক্তি করে সেটা তার হাবভাবেই বোঝা যায়।

কোনরকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি কাজের কথা পাড়লেন পোয়ারো, 'তাহলে লেডি হগিন, সেই জঘন্য অপকর্মের সমস্ত বৃত্তান্তটা আমাকে খুলে বলুন।'

'হ্যাঁ, খুবই খাঁটি কথা বলেছেন আপনি।' লেডি হগিন নড়েচড়ে বসলেন। 'সত্যিই এটা একটা জঘন্য প্রকৃতির অপরাধ, মঁসিয়ে পোয়ারো। পিকনিজ হচ্ছে খুবই স্পর্শকাতর—অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। আর কিছু না হোক বেচারি সান তাঙ্ হয়তো ঘাবড়ে গিয়েই হার্টফেল করতো!'

মিস কারনাবিও সশঙ্কচিত্তে সায় দিলো সে কথায়। 'হ্যাঁ, সত্যিই, কি জঘন্য ধরনের বদমায়েশী!'

'দয়া করে প্রকৃত ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন।'

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে,' উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে শুরু করলেন লেডি হগিন, 'সেদিন মিস কারনাবি প্রাত্যহিক নিয়মমতো বিকেলে সান তাঙ্‌কে নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছিলো।...'

'হ্যাঁ, সমস্ত দোষই আমার!' কান্না-ভেজা করুণ সুরে বলে উঠলো মিস কারনাবি, 'কি করে যে এতবড় একটা বোকামির কাজ করে বসলাম, এতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলাম...'

লেডি হগিন বিরক্তির দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকালেন। 'আমি সেজন্যে তোমাকে কোন ভৎসনা করিনি, মিস কারনাবি। তবে আমার বিশ্বাস তুমি ইচ্ছে করলেই আরও বেশি সচেতন হতে পারতে!'

পোয়ারো এবার পরিচারিকাটির দিকে নজর দিলেন। 'ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিলো?'

মিস কারনাবি ব্যগ্রসুরে ঘটনাটা খুলে বললো। 'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার স্যার। আমরা তখন মাঠের ওপর দিয়েই হাঁটছিলাম। সান তাঙ্‌ও আমার সঙ্গে ছিলো। ওর বকলসের সঙ্গে বাঁধা রেশমি ফিতের অন্য প্রান্তটা আমি বেশ জোরেই ধরে রেখেছিলাম মুঠোর মধ্যে। ও ঘাসের ওপর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো। তখন আমাদের ফিরে আসবার সময়। হঠাৎ প্যারাম্বুল্যাটারের মধ্যে হাসিখুশি মুখের সুন্দর একটা শিশুর দিকে আমার নজর পড়লো। কি সুন্দর যে দেখতে সেই শিশুটিকে! একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মাখনের মতো দুটো ফুলো ফুলো গোলাপি গাল। আমিও দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। শিশুটি তখন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসছিল। আমি একটু দাঁড়িয়ে ওর ঝিয়ের কাছ থেকে শিশুটির কত বয়স, কি নাম সব জানতে চাইলাম। শুনলাম বয়স নাকি সতেরো মাস। তবে আমি সেখানে পুরো দু মিনিট দাঁড়াইনি। অন্য কোন কথাও হয়নি আমাদের মধ্যে। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি সান সেখানে নেই। ওর গলায়র সঙ্গে যে ফিতেটা বাঁধা থাকতো সেটা আমার হাতেই ধরা আছে.....'

লেডি হগিন মাঝপথে মন্তব্য করলেন, 'যদি তুমি নিজের কর্তব্যে অবহেলা না করতে তবে কেউই ওকে ফিতে কেটে চুরি করে নিয়ে যেতে পারতো না!'

মনে হলো মিস কারনাবি এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবে। তাড়াতাড়ি হাল ধরলেন পোয়ারো। 'তারপর কি ঘটলো?'

'আমি চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। সান তাঙ্‌-এর নাম ধরেও ডাকলাম অনেকবার। বাগানের পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, একটা পিকনিজ কুকুর নিয়ে কোন লোককে সে ছুটে পালাতে দেখেছে কিনা। কিন্তু তেমন দৃ-শ্য তার নজরে পড়েনি বলে জানালো। কি করবো বুঝতে না পেরে আবার খুঁজতে শুরু করলাম চারধারে। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।.....'

মিস কারনাবি ম্লান মুখে চুপ করে গেলো। মানসচক্ষে পরবর্তী ঘটনাবলীর কল্পনা করে নিতেও কোন অসুবিধা হলো না পোয়ারোর। এবার তিনি লেডি হগিনের দিকে তাকালেন। 'তারপর আপনি সেই ভয়-দেখানো উড়োচিঠি পেলেন?'

লেডি হগিন খেই ধরলেন কাহিনীর। 'পরের দিন ভোরের ডাকে আমার কাছে একটা চিঠি এলো। তাতে নির্দেশ দেওয়া ছিলো, সান তাঙকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পেতে হলে আমি যেন অবলিম্বে এক পাউণ্ডের দুশোটা নোট আটত্রিশ নম্বর ব্লুমস্‌বারি রোড স্কোয়ারে ক্যাপ্টেন কার্টিসের নামে সাধারণ ডাকে পাঠিয়ে দিই। যদি নোটের গায়ে কোন চিহ্ন দেওয়া থাকে বা এই ব্যাপারে পুলিশকে কিছু জানানো হয় তাহলে.. তাহলে সান তাঙ্‌-এর কান ও লেজ কেটে ওরা আমার কাছে পার্শেল করে পাঠিয়ে দেবে।'

মিস কারনাবি যেন নতুন করে শিউড়ে উঠলো কথাটা শুনে। 'কি নৃশংস।' ব্যাজার মুখে বিড় বিড় করলো ও। 'কি করে যে লোকগুলো এত পাষণ্ড হয়।'

পুনরায় মুখ খুললেন লেডি হগিন, 'চিঠিতে লেখা ছিলো, যদি আমি তাড়াতাড়ি ওই নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ পাঠিয়ে দিই তবে সন্ধ্যের মধ্যেই সান তাঙকে বহাল তবিয়তে ফেরত দেবে। কিন্তু পরেও যদি এই বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করি তাহলে সান তাঙকেই জীবন দিয়ে তার জের মেটাতে হবে'..'

মিস কারনাবি দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। 'আমি এত ভয় পেয়ে গেছি—অবশ্য মঁসিয়ে পোয়ারো যদিও ঠিক পুলিশের লোক নন, তাহলেও ..'

লেডি হগিন উদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন, 'সমগ্র পরিস্থিতিটা নিশ্চয় আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? সবদিক থেকে আপনাকে খুব সাবধান হতে হবে, সান তাঙ্‌-এর জীবন নিয়ে কথা..'

এরকুল পোয়ারো যথোচিত ধৈর্য সহকারে আশ্বস্ত করতে চাইলেন ভদ্রমহিলাকে। 'আমার দিক থেকে আপনার শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ আমি তো আর পুলিশ নই। এবং আমার অনুসন্ধানের ধরনধারণও সম্পূর্ণ আলাদা। কেউ কিছু বিষয়ে জানতে পারে না। আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পারেন, লেডি হগিন। সান তাঙ্‌ আপনার সুস্থ শরীরেই বহাল থাকবে। আমি গ্যারান্টি রইলাম।'

পোয়ারোর কথায় ঠিক যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। লেডি হগিন অনেকটা আশ্বস্তবোধ করলেন। পরিচারিকার মুখের মেঘও কেটে গেলো। পুনরায় প্রশ্ন করলেন পোয়ারো, 'চিঠিটা নিশ্চয় আপনার কাছেই আছে?'

'না', লেডি হগিন মন্থর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। 'টাকার সঙ্গে ওই চিঠিটাও ফেরত পাঠাবার নির্দেশ ছিলো।'

'এবং আপনিও সেটা যথারীতি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার!'

মিস কারনাবি উজ্জ্বল মুখে বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু কাটা ফিতেটা আমার কাছেই রেখে দিয়েছি। আপনি কি সেটা দেখবেন?'

পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো পরিচারিকা। এই অবসরে তিনিও দু-চারটে জরুরী কথাবার্তা সেরে নেবার সুযোগ পেলেন।

'মিস কারনাবির কথা বলছেন?...না না, ওর দিক থেকে চিন্তার কোন কারণ নেই। খুবই ভালো মেয়ে, মনটা খুব ভালো। তবে একটু বোকা-বোকা এই যা। এর আগেও দু-চারজন পরিচারিকা ছিলো। কিন্তু কাজেকর্মে সকলেই একেবারে অপদার্থ। এমি কিন্তু সেদিক থেকে ভালো। তাছাড়া সান তাঙ্‌কেও ও খুব ভালবাসে। এই ব্যাপারে খুবই মুষড়ে পড়েছিলো বেচারি। এমি নিশ্চয় ওই সময় বাচ্চাটাকে নিয়েই মেতে উঠেছিলো। বয়স্কা ঝি-দাসীদের এই একটা মস্ত দোষ—সুদর্শন শিশু দেখলে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারে না। এর জন্যে শুধু এমিকেই একা দোষ দেওয়া উচিত নয়। তবে সান তাঙ্‌-এর অপহরণের ব্যাপারে ওর যে কোন হাত নেই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।' সায় দিলেন পোয়ারো। 'কিন্তু কুকুরটা যখন ওর হেফাজত থেকেই হারিয়েছে তখন ওর চারিত্রিক সততা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিচারিকাটি কতদিন থেকে আপনার কাছে আছে?'

'তা প্রায় বছর খানেক তো হবে। ওর কাছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্রও ছিলো। পুরো দশ বছর ও লেডি হার্টিংফিল্ডের পরিচারিকার কাজ করেছে। ভদ্রমহিলা মারা যাবার পর ও কিছুদিন ওর এক পঙ্গু বোনের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলো। সত্যিই বড় ভালো এমি—তবে কিছুটা বোকা-বোকা!'

এই সময় এমি কারনাবিও ফিরে এলো। ওর হাতে একটা কুকুর-বাঁধা ফিতের টুকরো। খুব ব্যগ্রতা-সহকারেই টুকরোটা ও পোয়ারোর দিকে এগিয়ে ধরলো। দু চোখের দৃষ্টি কৌতূহলে চকচক করছে।

পোয়ারো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন জিনিসটা। 'হ্যাঁ ঠিকই,' মন্তব্য করলেন তিনি। 'এটা যে কেটে নেওয়া হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

মহিলা দুজন আরও কিছু শোনাবার প্রত্যাশায় উণ্মুখ হয়ে রইলেন।

'জিনিসটা আপাতত আমার কাছেই থাক।'

ধীরে সুস্থেই কাটা ফিতেটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তাঁর কোটের পকেটে ভরলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন লেডি হগিন। পরিচারিকার চোখে মুখেও উজ্জ্বল বিশ্বাসের আভা। পোয়ারোর কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিলো, তিনি তা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।

কোন কিছু অপরীক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা পোয়ারোর স্বভাব বহির্ভূত। মিস কারনাবিকে বোকা-বোকা গোবেচারি-স্বভাবের মনে হলেও তার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে খোঁজখবর নিতে তিনি কোন কার্পণ্য দেখালেন না। সেই সূত্রে স্বর্গতা লেডি হার্টিংফিল্ডের উগ্রভাবের এক ভাইঝির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন।

'এমি কারনাবি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে এসেছেন!' মিস ম্যালট্রাভার্স বললেন, 'হ্যাঁ তাকে বেশ ভালোই মনে আছে, খুবই ভালো মেয়ে। এবং আমার স্বর্গতা কাকিমাও তাকে খুব পছন্দ করতেন। কুকুরের প্রতি খুব যত্ন নিতো মেয়েটা, তাছাড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব ভালো রিডিং পড়তে পারতো। ওর ঘটে যে একেবারেই

বুদ্ধিসুদ্ধি ছিলো না সে কথা ভাবলেও ভুল হবে। সকলের সঙ্গেই খুব ভালো মানিয়ে চলতে জানতো।...আচ্ছা, আপনি এতসব প্রশ্ন করছেন কেন? ওর কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি তো? কোন গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েনি তো বেচারি? বছরখানেক আগে আমি ওকে একটা পরিচয়পত্রও লিখে দিয়েছিলাম। কি যেন নাম সেই মহিলার..'

এমি কারনাবি যে কোন বিপদআপদ ঘটেনি এবং সে যে এখনও পুরনো জায়গাতেই বহাল আছে, সে কথাও বুঝিয়ে বললেন পোয়ারো।

তবে সম্প্রতি ওর হেফাজত থেকে একটা পিকনিজ হারিয়ে গিয়েছিলো, সেই ব্যাপারেই কিঞ্চিৎ মুশকিলে পড়েছিলো এমি।

'এমি কিন্তু কুকুরদের খুব ভালোবাসে। আমার কাকিমারও একটা পিকনিজ ছিলো। মৃত্যুকালে কুকুরটা তিনি এমিকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। কুকুরটা যখন অসুস্থ হয়ে মারা গেলো তখন খুব কেঁদেছিলো এমি। সত্যিই ওর অন্তঃকরণটা খুব ভালো। তবে খুব একটা চালাক-চতুর নয়।'

মিস কারনাবিকে যে প্রকৃতই বুদ্ধিমতী বলা চলে না, পোয়ারোও সেকথা স্বীকার করলেন।

পোয়ারোর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো উদ্যানরক্ষীর কাছ থেকে খোঁজখবর সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারেও তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। সেদিনের ঘটনার কথাও সে সমস্ত স্মরণে আনতে পারলো।

'মোটাসোটা মাঝবয়সী পরিচারিকার কথা বলছেন তো? প্রত্যেক দিন বিকেলে কুকুরটাকে বেড়াতে নিয়ে আসতো। সেদিনও ওকে আমি ঢুকতে দেখেছিলাম। কুকুরটাকে হারাবার পর খুবই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ও। আমার কাছে ছুটে এসে প্রশ্ন করলো, কোন লোককে একটা পিকনিজ কুকুর নিয়ে বেরোতে দেখেছি কিনা। তবে আমার পক্ষেও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল। কারণ কত নারী-পুরুষই তো কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসছে। টেরিয়ার, বুলডগ, স্প্যানিয়াল—ছোটবড় আরো কত অসংখ্য রকমের সব কুকুর। তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে কারও ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়।'

'তা বটে!' চিন্তান্বিত চিত্তে মাথা দোলালেন পোয়ারো।

এরপরে পোয়ারোকে আটত্রিশ নম্বর ব্লুমস্‌বারি রোড স্কোয়ারে দেখা গেলো। আটত্রিশ উনচল্লিশ ও চল্লিশ—এই তিনটে বাড়ি নিয়ে বালাক্রাভা হোটেল। পোয়ারো ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। সেদ্ধ বাঁধাকপির বাসি গন্ধই তাঁকে এখন অভ্যর্থনা জানালো। প্রাতঃকালীন ব্রেকফাস্টের কথাই যেন বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাঁ দিকে ফিরে তাকালেন পোয়ারো। মেহগিনি টেবিলের ওপর রঙচটা কাচের ফুলদানিতে একটা বিবর্ণ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। টেবিলের পাশেই একটা খোপ-খোপ কাটা বড় কাঠের বাক্স। ওর মধ্যেই বোর্ডারদের চিঠি এসে জড়ো হয়। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো বোর্ডারদের নামের তালিকাটাও তিনি এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। অতঃপর ডান দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। হাত দুয়েক তফাতেই একটা বন্ধ দরজা। হাতল ধরে মৃদু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো।

সামনে খানিকটা লাউঞ্জের মতো খোলা জায়গা। ইতস্তত ভাবে কিছু টেবিল চেয়ারও সেখানে পাতা আছে। টেবিলের ঢাকাগুলো জীর্ণ বিবর্ণ। তিনজন বৃদ্ধা লাউঞ্জে বসে জটলা করছিলেন। একজন ভীষণদর্শন ভদ্রলোকও ছিলেন সেখানে। সকলেই মাথা তুলে এই অনধিকার-প্রবেশকারীটির দিকে ফিরে তাকালেন। প্রত্যেকের দৃষ্টির মধ্যে তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার বিষ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একটু থতমত ভাবেই পোয়ারো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

এবার সোজা প্যাসেজ ধরেই এগিয়ে চললেন পোয়ারো। প্যাসেজটা যেখানে শেষ হয়েছে তার বাঁ দিক দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। প্যাসেজের একটা শাখা ডান দিকে বেঁকে গেছে। ওটা যে ডাইনিং হলে গিয়ে পৌঁছেচে সেটাও সহজে অনুমান করা যায়। প্যাসেজের অল্প দূরে একটা দরজায় বোর্ড টাঙানো—অফিস।

এতক্ষণে পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করলেন। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিলেন তিনি। অফিস-ঘরের মধ্যে একটা বড় ডেস্কই প্রথমে নজরে পড়ে। ডেস্কের ওপর ছড়ানো-ছেটানো কাগজপত্তর। একদিকে কয়েকটা ফাইল। কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে তিনি আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর গতি ডাইনিং হলের দিকে।

একজন বিষাদবতী যুবতী ময়লা ছেঁড়া তোয়ালে দিয়ে একরাশ ছুরিকাঁটা মুছে মুছে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছে।

মৃদু কেশে বিনীত ভঙ্গিতে পোয়ারো নিবেদন করলেন, 'কিছু মনে কোরো না, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে কোথায় পাব বলতে পারো?'

ফ্যাকাসে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে মেয়েটা কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মাথা নাড়ালো ধীরে ধীরে। 'না, আমি কিছুই জানি না।'

'কিন্তু অফিসেও তো কাউকে দেখতে পেলাম না?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'অফিসে না থাকলে আমার কর্ত্রী যে এখন কোথায় গেছেন, আমি ঠিক বলতে পারবো না।'

'কিন্তু...' পোয়ারো আবার মুখ খুললেন। ধৈর্য এবং স্থৈর্যই তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। 'তুমি তো বাপু তাঁকে একটু খুঁজে দেখতে পারো?'

পরাজয়ের হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো মেয়েটি। দিনভোর তার পরিশ্রমের অন্ত নেই। তার ওপর এই নতুন কাজটাও তার ঘাড়ে চাপলো। এটা তার প্রাত্যহিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এবং এর জন্যে বাড়তিও সে কিছু পাবে না। 'ঠিক আছে, দেখি আমি কি করতে পারি।'

পোয়ারো আন্তরিকতার সুরেই ধন্যবাদ জানালেন পরিচারিকাটিকে।

তারপর আবার লাউঞ্জ পেরিয়ে পূর্বের হলঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এবার ভুলেও তিনি সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিধারীদের দিকে ফিরে তাকালেন না। হলঘরে পা দিয়েও তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র চিঠিপত্রের বাক্সটার দিকেই নিবদ্ধ রইলো। দু-চার

মিনিট বাদে ডেভনশায়ার ভায়োলেটের তীব্র গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরিচালিকাও হাজির হলেন। তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে যথোচিত বিনয় প্রদর্শনের কোন ত্রুটি ঘটলো না।

'অফিসে ছিলাম না বলে আমি খুবই দুঃখিত। আপনাকে হয়তো অযথা অনেক হয়রান হতে হয়েছে। কিছু মনে করবেন না!... আপনি নিশ্চয় কোন ঘরের খোঁজে এসেছেন?'

'না, ঠিক তা নয়।' মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো, 'আমি আমার এক বন্ধুর খোঁজে এখানে হাজির হয়েছি। বন্ধুটি গত কয়েক দিন আগে এখানে এসেই উঠেছিলো। তার নাম ক্যাপ্টেন কার্টিস।'

'কার্টিস!..ক্যাপ্টেন কার্টিস!' পরিচারিকা মিসেস হার্টি যেন কিছুটা বিস্ময়বিষ্ট হলেন। 'নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে?'

পোয়ারো তাঁকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্যে করতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে দ্বিধা ও বিরক্তি মিশ্রিত ভঙ্গিতেই মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা।

'তাহলে ক্যাপ্টেন কার্টিস নামে কোন ব্যক্তি সম্প্রতি এখানে ছিলেন না?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'না, মানে সম্প্রতি যে ছিলেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু...কিন্তু নামটা যেন আমার খুব পরিচিত ঠেকছে! আপনার এই বন্ধুটিকে কেমন দেখতে বলুন তো?'

'সেটা অবশ্য...'পোয়ারো মন্থর ভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'বলা খুবই মুশকিল। কারণ চিঠিপত্রের মাধ্যমেই আমাদের আলাপ পরিচয়।... আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে একটা চিঠি এসে হাজির হলো কিন্তু তার প্রকৃত মালিক হাজির নেই? সে নামে হয়তো কেউ ছিলো না আপনাদের এখানে?'

'হ্যাঁ, সেরকম ঘটনাও মাঝেমধ্যে ঘটে থাকে।'

'তখন সেই চিঠিগুলো আপনারা কি করেন?'

'কিছুদিন সেগুলো আমরা নিজেদের কাছেই রেখে দিই। দেখা যায় দু-চারদিনের মধ্যেই সেই চিঠি বা পার্শেলের প্রকৃত মালিক আমাদের কাছে খোঁজ খবর নিতে আসেন আর যেগুলোর একান্তই কোন দাবিদার পাওয়া যায় না, সেগুলো আমরা আবার ডাকঘরে ফেরত পাঠাই।'

এরকম পোয়ারো চিন্তান্বিত চিত্তে মাথা দোলালেন। 'হুঁ, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বন্ধুটিকে এই ঠিকানায় একটা পত্র লিখেছিলাম।'

এতক্ষণে মিসেস হার্টির মুখ চোখ উজ্জ্বল হলো। 'তাই বলুন! সেইজন্যেই নামটা এত চেনাচেনা ভাবছিলাম। সম্প্রতি ওই নামের একটা এনভেলাপ আমি দেখেছি। তবে বুঝতেই পারছেন, অবসরপ্রাপ্ত কত মেজর কর্নেলই তো এখানে রাতদিন আসছেন যাচ্ছেন........দাঁড়ান, আপনার চিঠিটা একবার খুঁজে দেখি।' ভদ্রমহিলা চিঠির বাক্সটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'না, চিঠিটা ওখানে নেই।' মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'তাহলে নিশ্চয় ডাকঘরেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত। বিশেষ কোন জরুরী চিঠি নয় তো?'

'না না, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।' ভদ্রমহিলাকে আশ্বস্ত করে দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি.

মিসেস হার্টি সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। উগ্র সেন্টের ঢেউ তুলে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে গেলেন। 'যদি আপনার এই বন্ধুটি আসেন...'

'তার হয়ত কোন সম্ভাবনা নেই। মনে হচ্ছে, আমিই যেন কোথাও ভুল করছি!'

'আমাদের দৈনিক রেট কিন্তু খুবই কম।' মিসেস হার্টি বুঝিয়ে বললেন পোয়ারোকে। 'ডিনারের পর আমরা গরম তাজা কফিও সার্ভ করি। তাছাড়া আপনি আমাদের শোবার ঘরও দেখে আসতে পারেন। বিছানাপত্র, টেবিল চেয়ার সব কিছুই কেমন পরিপাটি ভাবে সাজানো-গোছানো!'

বড় রাস্তায় পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পোয়ারো।

মিসেস স্যামুয়েলসনের ড্রয়িংরুমটা আয়তনে বেশ বড়সড়। বিলাসবহুল আসবাবপত্রের ও কোন অভাব নেই তার মধ্যে। লেডি হগিনের ড্রয়িংরুমের চেয়ের এখানকার তাপনিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থাও অনেক উন্নত। ড্রয়িংরুমের এক দিকের দেওয়াল জুড়ে ঝকমকে সোনালি তাক। তার ওপর নানাবিধ দামী দামী শিল্পসম্ভার সাজানো আছে। কিঞ্চিৎ বিব্রত আড়ষ্ট ভঙ্গিতেই পোয়ারো তার পাশ দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন।

মিসেস স্যামুয়েলসন লেডি হগিনের চেয়ে ঈষৎ লম্বা। তাঁর মাথায় চুল পীতাভ রঙের। তাঁর আদরের পিকনিজটির নাম নান্‌কি পু। নান্‌কি পু তার ফোলা ফোলা চোখ দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতেই পোয়ারোকে নিরীক্ষণ করছিলো। মিসেস স্যামুয়েলসনের পরিচারিকাটির নাম মিস কেবল্। মেয়েটি কিন্তু মিস কারনাবির ঠিক বিপরীত, রোগা-রোগা, খর্বকায়। তবে মিস কারনাবির মতো সেও কিছুটা বকবকে ও ব্যস্তবাগীশ স্বভাবের। নান্‌কি পু-র অপহরণের ব্যাপারেও তাকেই প্রধান দোষী বলে গণ্য করা হয়।

'আপনি বিশ্বাস করুন, মঁসিয়ে পোয়ারো—সমস্তটাই যেন একটা ভোজবাজির মতো। চক্ষের নিমেষেই ঘটে গেলো ব্যাপারটা। হ্যারড পার্ক থেকে বেরোবার মুখেই এই দুর্ঘটনা। একজন নার্স আমায়-সময় জিজ্ঞেস করলো....'

'নার্স...?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো, 'হাসপাতালের কোন নার্স?'

'না না, ছোট শিশুদের পরিচর্যার জন্যে যে ধরনের নার্স রাখা হয় এও তাদের একজন। আর শিশুটিকেও দেখতে খুব চমৎকার! কেমন উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখ। দু গালে গোলাপী আভা। ঠিক কোন দেবশিশু! লোকে আক্ষেপ করে, লণ্ডনে আজকাল আর তেমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু দেখা যায় না। কিন্তু এই শিশুটিকে দেখলে তাদের ধারণা নিশ্চয়......'

'এলিন,' গম্ভীর কণ্ঠে ধমকে উঠলেন মিসেস স্যামুয়েলসন বিরাগভরা কণ্ঠে বাকিটা শেষ করলেন। 'এবং মিস কেবল্ যখন প্যারাম্বুল্যাটারের দিকে ঝুঁকে পড়ে মোহিত হয়ে শিশুটিকে দেখছিলো, সেই সুযোগে ছ্যাঁচড়া চোরও নান্‌কি পু-ব ফিতে কেটে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

মিস কেবল্ ম্লান কণ্ঠে বিড়বিড় করলো, 'সমস্ত ব্যাপারটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। আমি শিশুটির দিকে ফিরে তাকাতে দেখলাম নার্সটি প্যারাম্বুল্যাটার নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি নান্‌কি পু-ও নেই, শুধু তার কাটা ফিতেটাই আমার হাতে ঝুলছে!...আপনি কি ফিতেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'না না, তার আর দরকার হবে না!' সশঙ্কচিত্তে মিস কেবল্-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। স্বগৃহে কুকুরের কাটা ফিতে পুঞ্জীভূত করবার কোন বাসনা তাঁর নেই। 'আমি সমস্তই বুঝতে পারছি।' গম্ভীর চালে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন বারকয়েক। 'এবং তারপরেই তো উড়োচিঠিটা ডাকে আসে?'

এ চিঠির ভাষাও লেডি হগিনের মতো। ভয় দেখাবার রীতিনীতি ঠিক একই—নান্‌কি পু-র লেজ ও কান কেটে দেবার নির্মম ঘোষণা। তবে দুটিমাত্র বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য আছে। এখানে দাবির পরিমাণ কিছু বেশি---তিনশো পাউণ্ড। আর সেটা পাঠাতে হবে হ্যারিংটন হোটেলে, কম্যাণ্ডার ব্ল্যাকলের কাছে। রাস্তার ঠিকানা, ছিয়াত্তর নম্বর ক্লনমেল গার্ডেন, কেনসিংটন।

মিসেস স্যামুয়েলসন বলে চললেন, 'নান্‌কি পু নিরাপদে ফিরে আসার পর আমি খুঁজে পেতে ওই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলাম। কেননা তিনশো পাউণ্ড খুব একটা কম নয় মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।' পোয়ারো সায় দিলেন।

'হোটেলে পা দিয়েই প্রথমেই আমি আমার লেখা এনভেলাপটা দেখতে পেলাম। বাইরের হলঘরে একটা বড় লেটার বাক্সের মধ্যেই সেটা ছিলো। হোটেল-কর্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করবার সময়েই আমি এক ফাঁকে সেটা আমার ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত...'

'আপনি খাম খুলে দেখলেন ভেতরে কতকগুলো সাদা কাগজ ভরা আছে?'

'কি করে আপনি জানতে পারলেন কথাটা?' মিসেস স্যামুয়েলসনের চোখেমুখে সচকিত বিস্ময়।

পোয়ারো স্বাভাবিক অভ্যাস বশেই কাঁধ ঝাঁকালেন। 'এটা অনুমান করে নেওয়া আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়। চোর নিশ্চয় কুকুরটা ফেরত পাঠাবার আগে টাকাটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নেবে। খামটার হঠাৎ অন্তর্ধানেও কেউ হয়তো মনে মনে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে। তাই চোরের পক্ষে সবদিক রক্ষা করার সহজতম পন্থা হচ্ছে খাম খুলে টাকাটা বার করে নিয়ে তার বদলে সাদা কাগজ ভরে সেটি আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া।'

'আর কম্যাণ্ডার ব্ল্যাকলে নামেও হোটেলে কেউ ছিলো না।'

পোয়ারো কথা না বলে মৃদু হাসলেন।

'এবং আমার স্বামীও এই সমস্ত ঘটনা শুনে খুবই বিরক্ত হলো। রাগে তার মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।'

পোয়ারো যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'মানে..আপনি বোধহয় তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করলেন মিসেস স্যামুয়েলসন।

পোয়ারোর দু চোখে তবু একটা প্রশ্নের আভাস জেগে রইলো।

আবার মুখ খুললেন মিসেস স্যামুয়েলসন। 'পাছে আবার ও কোন ওজর আপত্তি তোলে সেইজন্যেই এড়িয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। টাকাকড়ির ব্যাপারে পুরুষরা যে কত অবুঝ হয়, তা নিশ্চয়ই জানেন? জ্যাকব হয়তো পুলিশের কাছে যাবার জন্যেই জেদ ধরতো। কিন্তু তার ফলে আমার আদরের নানকি পু-র তো কোন একটা ক্ষতি হতে পারে! এমন কি চরম সর্বনাশ ঘটে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পরে অবশ্য ও সবই জানতে পারলো। কারণ ব্যাঙ্কের পাসবই তো ওর ড্রয়ারেই থাকে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

'আর কোনদিন ওকে এতখানি রাগতে দেখিনি। সাধারণত পুরুষেরা...' হীরের আংটি পরা লম্বা সুগঠিত আঙুল দিয়ে হীরের ব্রেসলেটটা ঠিক করতে করতে মিসেস স্যামুয়েলসন বললেন, 'বড় বেশি অর্থগৃধ্ন। টাকা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু জানে না।'

এরকুল পোয়ারো লিফটে চড়ে স্যার জোসেফ হগিনের অফিসে এসে হাজির হলেন। নিজের নামের কার্ড পাঠালেন জোসেফের কাছে। খবর পেলেন, এই মুহূর্তে ফাইলপত্র নিয়ে বড় ব্যস্ত আছেন ভদ্রলোক, তবে দু-চার মিনিটের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। কিছু পরে স্যার জোসেফের অফিসঘর থেকে এক সুবেশ তন্বীকেও একতাড়া কাগজপত্র হাতে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে যেতে দেখলেন পোয়ারো। যাবার সময় তন্বীটি এই ছোটখাটো মানুষটির দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো এক ঝলক।

বৃহৎ গোলাকার মেহগিনি কাঠের টেবিলের বিপরীত দিকে একটা কুশন আঁটা চেয়ারে স্যার জোসেফ বসেছিলেন। তাঁর বাঁদিকের চিবুকে লিপস্টিকের মৃদু আভাসও নজরে পড়ে।

'আসুন আসুন, মঁসিয়ে পোয়ারো। সমস্যাটার কোন সমাধান খুঁজে পেলেন?'

পোয়ারো বসতে বসতে বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা খুবই সহজ সরল। প্রতিক্ষেত্রেই টাকাটা এমন কোন-বোর্ডিং হাউস বা প্রাইভেট হোটেলে পাঠানো হয় যেখানে কোন দ্বাররক্ষী বা ওই ধরনের কোন কর্মচারী থাকে না। বিভিন্ন ধরনের লোক প্রতিনিয়তই সেখানে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বা লেফটন্যান্টের সংখ্যাই বেশি। অতএব বুঝতে পারছেন যে কোন একজনের পক্ষেই ভেতরে ঢুকে ওই খাম খুলে টাকাটা বার করে আনা কত সহজ। সেইজন্যে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হচ্ছে।..'

'তাহলে বলতে চান প্রকৃত অপরাধীর এখনও কোন হদিশ পাননি?'

'হ্যাঁ, আমার মাথার মধ্যে অবশ্য কতকগুলো ধারণা খেলতে শুরু করেছে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা গুটিয়ে আনতে আরো দু-চারদিন সময় লাগবে।'

স্যার জোসেফ কৌতুহলী দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'কাজ খুব ভালোই এগোচ্ছে বলতে হবে। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে যদি কোন নতুন সংবাদ পান..'

'তাহলে আমি আপনার বাড়িতেই সেটা পৌঁছে দেবো।'

'যদি সত্যিই আপনি এই সমস্যাটার শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারেন,' মন্তব্য করলেন জোসেফ, 'তবে সেটা একটা কাজের মতো কাজই হবে।'

পোয়ারো নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'ব্যর্থতার কোন প্রশ্ন আসছে না এখানে। এরকুল পোয়ারোর অভিধানে ওই শব্দটাই নেই।'

স্যার জোসেফ পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে হাসলেন, 'নিজের সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত আপনি?'

'তার পেছনে কারণও আছে যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক!' চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন স্যার জোসেফ, 'তবে অত্যাধিক গর্বই শেষ পর্যন্ত পতণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কথাটা মনে রাখবেন।'

এরকুল পোয়ারো বেশ প্রশান্ত চিত্তেই তাঁর ড্রয়িংরুমের মধ্যে একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসেছিলেন। তাঁর থেকে হাত কয়েক দূরে বৈদ্যুতিক চুল্লীটা গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে। চুল্লীটার সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতিও তাঁর দৃষ্টিকে আরও প্রসন্ন করে তুলেছিলো। অনেক দিনের পুরনো ভৃত্য জর্জকেই তিনি কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন। জর্জ যে শুধু তাঁর ভৃত্য, তাই নয়—সে আবার পোয়ারোর সহকারীও বটে।

'তুমি বুঝতে পেরেছো তো জর্জ?'

'হ্যাঁ স্যার, সমস্তই জলের মত পরিষ্কার।'

খুব সম্ভবত কোন ফ্ল্যাট বা ছোট বাড়িই হবে। এবং সেটাও নিশ্চয়ই এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে। দক্ষিণে সাউদেন পার্ক, পূর্বে কেনসিংটন চার্চ, পশ্চিমে নাইটস্‌ব্রিজ ব্যারাক এবং উত্তরে ফুলহ্যাম রোড।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি।'

পোয়ারো স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করলেন, 'ব্যাপারটা সামান্য হলেও খুবই কৌতুহলদ্দীপক। এর পেছনে দক্ষ হাতে পরিচালিত একটি সংগঠনের অস্তিত্বও টের পাওয়া যায়। কিন্তু সেই দলটির শিরোমণি—স্বয়ং পশুরাজ নেমিয়ান অদ্ভুত কৌশলে লোকচক্ষের আড়ালে আড়ালেই রয়ে গেছে। সত্যিই এই চতুর শিরোমণিকে নেমিয়ানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মামলাটার মধ্যে একটা জটিল বুদ্ধির ধাঁধা জড়ানো আছে। আমার এই মক্কেলটির প্রতি আরও বেশি অনুগত থাকাই আমার উচিত—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ভদ্রলোকটির সামগ্রিক অবয়বের সঙ্গে বেলজিয়ামের এক সাবান কারখানার মালিকের হুবহু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সেই প্রৌঢ়া ভদ্রলোক তারই কারখানার এক তরুণী সেক্রেটারিকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে খুন করেছিলেন। সেটা আমার প্রথম জীবনের সফল মামলার একটা।'

জর্জ সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের প্রকাশও চাপা রইলো না। 'তা যা বলেছেন স্যার! এই সমস্ত সুন্দরী তরুণীরা নানা ধরনের অশান্তি উপদ্রবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়!'

ঠিক তিনদিন পরে ধুরন্ধর জর্জ হাসিমুখে পোয়ারোর সামনে এসে হাজির হলো। 'এই যে স্যার, আপনার সেই ঠিকানা।'

পোয়ারো হাত বাড়িয়ে জর্জের কাছ থেকে ঠিকানা-লেখা চিরকুটটা নিলেন। 'সত্যিই খুব ভালো করেছো জর্জ। আর একটা কথা, সপ্তায় কোন্‌দিন ছুটিতে থাকো?'

'বুধবার স্যার।'

'বুধবার? বাঃ, আমাদের ভাগ্য খুবই প্রসন্নই বলতে হবে। আজই তো বুধবার! তাহলে আর দেরি করে কি লাভ।'

কুড়ি মিনিট বাদে পোয়ারোকে একটা ভাঙাচোরা ফ্ল্যাটবাড়ির অপরিসর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা গেলো। তাঁর অভীষ্ট ফ্ল্যাটটা চারতলায় ছাদের পাশে। কিন্তু ওপরে ওঠবার জন্যে কোন লিফটের বন্দোবস্ত নেই। অগত্যা ঘর্মাক্ত কলেবরে কেবলমাত্র পদযুগলের ওপর ভরসা রেখেই তিনি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চললেন।

সিঁড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে অল্প থেমে নিলেন পোয়ারো। তাঁর সামনেই দশ নম্বর ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে একটা নতুন ধরনের শব্দও তাঁর কানে ভেসে এলো। নিস্তব্ধ পরিবেশকে খান খান করে দিয়ে একটা কুকুরই চেঁচিয়ে চলেছে তারস্বরে।

এরকুল পোয়ারো প্রশান্ত চিত্তে মাথা দোলালেন। তারপর মৃদু হেসে দশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলেন।

তীব্র চিৎকারটা এবার দ্বিগুণ জোরে বেড়ে গেলো। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কার যেন মৃদু খসখসে পায়ের আওয়াজও শুনতে পেলেন তিনি। তারপর দরজাটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হলো।

মিস কারনাবি যেন সামনে ভূত দেখে চমকে উঠলো। একটা আর্ত অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে এলো তার বুক ঠেলে।

'আশা করি আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিতে আপনার বিশেষ আপত্তি নেই?' বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো, তারপর মিস কারনাবি কোন উত্তর দেবার আগেই তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। প্যাসেজ পেরিয়ে ডানদিকে বসবার ঘর। সেই দিকেই এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। পেছন পেছন মিস কারনাবি স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাঁকে অনুসরণ করলো।

বসবার ঘরটা আয়তনে খুব ছোট। তার মধ্যে ভাঙাচোরা আসবাবপত্রও প্রচুর। সেইজন্যে তুলনায় আরও ছোট বলে মনে হয়। সেই আসবাবপত্রের মাঝখানে একটি নারীমূর্তিকেও দেখতে পাওয়া গেলো। গ্যাসচুল্লীর পাশে একটা জীর্ণ সোফার

ওপর শুয়েছিলেন এক বয়স্কা মহিলা। পোয়ারোকে ঢুকতে দেখে একটি পিকনিজ কুকুরও সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে তাঁর দিকে ছুটে এলো। কুকুরটা যে নবাগত আগন্তুককে দেখে রীতিমতো সন্দিহান হয়ে উঠেছে সেটাও তার চালচলন দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়।

'হুঁ,' মৃদুমন্দ মাথা নাড়ালেন পোয়ারো। 'তুমিই তাহলে এই নাটকের প্রধান অভিনেতা! আমি তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাই বন্ধু!'

তিনি এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পিকনিজটার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বোলালেন। সন্দেহজনক ভাবেই পোয়ারোর হাতটা বার দুয়েক শুঁকে দেখলো কুকুরটা। তারপর একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে পোয়ারোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মিস কারনাবি অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করলো, 'তাহলে আপনি জানেন?'

পোয়ারোর পিঙ্গল চোখে ধূর্ত হাসির উল্লাস। 'হ্যাঁ, আমি জানি।' তিনি এবার সোফায় শায়িত মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'আপনার বোন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' যান্ত্রিক ভাবেই মাথা নাড়লো মিস কারনাবি। 'এমিলি, ইনিই.. ইনিই মঁসিয়ে পোয়ারো।'

এমিলি কারনাবি শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওঃ ...'

এমি কারনাবি মৃদু সুরে কুকুরটির নাম ধরে ডাকলো, 'অগাস্টাস...'

অগাস্টাস একবার পেছন ফিরে তাকালো। তার লেজটাও নড়ে উঠলো বারকয়েক। তারপর সে আবার পোয়ারোর হাতের দিকে মনোনিবেশ করলো।

পোয়ারো আলতো ভাবে অগাস্টাসকে কোলে তুলে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। 'তাহলে আমি শেষ পর্যন্ত পশুরাজ নেমিয়ানকে অবিস্কার করতে পারলাম। এবং এখানে আমার কর্তব্যেরও পরিসমাপ্তি।'

'আপনি তাহলে সমস্তই জানতে পেরেছেন?' শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মিস কারনাবি।

পোয়ারো সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। 'আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।

অগাস্টাসের সহায়তায় আপনি এই সংগঠন পরিচালনা করছেন। আপনারা আপনাদের নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে প্রাত্যহিক নিয়মমতো কুকুরগুলোকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে বের হন—কিন্তু পার্কের বদলে সেই ক্ষুদ্র অসহায় প্রাণীগুলোকে এখানে এনে হাজির করেন। এবং এখান থেকে অগাস্টাসকে সঙ্গে নিয়ে আবার পার্কে ফিরে যান। সেইজন্যে উদ্যানরক্ষীও আপনার সঙ্গে একটা পিকনিজকে ঘুরতে দেখেছে বলে স্বীকার করে। আর আপনি যে নার্সটির কথা বলছেন, বাস্তবে যদি তার কোন অস্তিত্ব থাকে—তবে সেও নিশ্চয়ই একই কথা বলবে। এবং প্যারাম্বুল্যাটারবাহী সেই নার্সটির সঙ্গে কথা বলবার সময় আপনি নিজেই কোনরকমে অগাস্টাসের ফিতেটা কেটে দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া আপনার এই পিকনিজটি একা একাই পথ চিনে তার পুরনো ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। দু-এক মিনিট বাদে আপনি পার্কের মধ্যে কুকুর চুরির প্রসঙ্গ নিয়ে হৈচৈ শুরু করেন।'

কিছুক্ষণ কারো মুখ থেকে আর কিছু শোনা গেলো না। মিস কারনাবির বুক

ঠেলে একটা বিষাদমন্থর ঘন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। অবশেষে সংযত করলো নিজেকে। 'হ্যাঁ.....সমস্তই সত্যি। এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই।'

'কিছুই কি নেই ম্যাডাম?' পোয়ারোর দু চোখে গভীর জিজ্ঞাসা।

'না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো মিস কারনাবি। 'আমি....আমি একজন চোর। এখন ধরা পড়ে গেছি।'

'কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যেও কি আপনি কোন বক্তব্য রাখবেন না?' পুনরায় মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

মিস কারনাবির ফ্যাকাসে গালে ঈষৎ লালের ছোপ পড়লো। 'আমার কৃতকর্মের জন্যে আমার মনে কোন অনুশোচনা বা গ্লানি নেই। আমার বিশ্বাস, আপনি প্রকৃতই একজন সহৃদয় ব্যক্তি মঁসিয়ে পোয়ারো। এবং আমার অবস্থাটাও যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি যে কিসের জন্যে এতখানি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম...'

'এই শঙ্কার হেতু?'

'ব্যাপারটা অবশ্য পুরুষদের কাছে ঠিকমতো বুঝিয়ে বলা কঠিন। তবে একটা কথা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমি তেমন চালাক চটপটে নই। বিশেষ কোন ট্রেনিংও নেই আমার। তার ওপর বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাই ভবিষ্যতের জন্যে ভয়-ভাবনা আমার এত বেশি। সারা জীবন সঞ্চয়ও করতে পারিনি কিছু—অক্ষম পঙ্গু বোনের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে থাকলে কি ভাবেই বা আমার পক্ষে সঞ্চয় সম্ভব! এদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকেও আর আমাকে তেমন পছন্দ করে না। পরিচারিকার কাজে অল্পবয়সী চালাক-চতুর মেয়েই খোঁজে সকলে। আমাদের ঝি-দাসী সমাজের কত মেয়েকেই আমি শেষজীবনে এমন ভাবে অনাথ হয়ে মরতে দেখেছি। কেউই আর তখন একবিন্দু করুণা পর্যন্ত করে না। একা একা নির্জন ঘরের মধ্যেই সেই সব হতভাগীদের দিন কাটে। এমন কি ডিসেম্বরের হাড়হিম শীতেও ঘরে সামান্য চুল্লী জ্বালাবার মতো কোন সামর্থ্য থাকে না তাদের। কতদিন যে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয় তারও কোন হিসেব রাখে না কেউ। তারপর যখন একদিন ঘরের ভাড়াটুকুও দিতে পারে না, তখন উন্মুক্ত রাজপথই তাদের আশ্রয়। অনাথ আতুরদের দেখবার জন্যে দাতব্য অতিথিশালা কিছু আছে, কিন্তু সেখানে জায়গা পেতে গেলে প্রভাবশালী মুরুব্বী থাকা দরকার। সেদিক থেকেও আমার ভাঁড়ার একবারে শূন্য। আমার মতো দরিদ্র হতভাগী অনেকেই আছে। কারোর কোন সহায় নেই, সম্বল নেই—ভবিষ্যতের দিকে তাকালে মৃত্যুর কালো ছায়া ছাড়া আর কিছুই তারা দেখতে পায় না!...'

গলাটা এবার কেঁপে উঠলো মিস কারনাবির। অল্প দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, 'সেইজন্যে আমরা কয়েকজন মিলে একটা দল গড়লাম—সমস্ত পরিকল্পনাটা যদিও আমারই। প্রকৃতপক্ষে অগস্টাসকে দেখেই একদিন আমার মাথায় এই মতলবটা উদ্ভব হলো। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন সমস্ত পিকনিজই দেখতে এক ধরনের। একটার থেকে অন্যটাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত। চীনেম্যানদের দেখে আমাদের যেমন মনে হয় অনেকটা সেইরকম। যদিও অগস্টাসের

ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক খাটে না। কারণ সান তাঙ্ বা নান্‌কি পু-র চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। দেখতেও অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু লোকে ভাবে পিকনিজ হচ্ছে পিকনিজই। এর আর এটা-ওটা কি আছে! এবং অগস্টাসই আমার মাথায় সর্বপ্রথম ধারণাটা ঢুকিয়ে দিলো। তার ওপর অনেক ধনী মহিলাই পিকনিজ কুকুর পোষেন। এটা আজকাল যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

পোয়ারো মৃদু হাসলেন। 'তাহলে ব্যবসাটা বেশ লাভজনক বলুন! আপনাদের দলে মোট কজন ছিলেন? মানে, আমার জিজ্ঞাস্য এই ব্যাপারে কতবার আপনারা সফল হয়েছেন?'

মিস কারনাবি সহজ কণ্ঠে জবাব দিলো, 'সান তাঙ্‌কে নিয়ে মোট ষোল।'

সপ্রশংস বিস্ময়ে ভ্রূ কোঁচকালেন পোয়ারো, 'আমি সত্যিই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার এই সংগঠনের কাজকর্ম যথার্থই চমৎকার!'

এমিলি কারনাবি মন্তব্য করলেন, 'সংগঠনের ব্যাপারে বরাবরই এমির বেশ দক্ষতা আছে। আমাদের বাবাও তাই বলতেন।'

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা হেলালেন পোয়ারো। 'আমি স্বীকার করছি ম্যাডাম, অপরাধী হিসেবে সত্যিই আপনি প্রথম শ্রেণীর।'

'কি বললেন...অপরাধী?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো এমি। তারপর সুর নামিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তবে...তবে এটাকে ঠিক নির্ভেজাল অপরাধের পর্যায়ে গণ্য করা চলে না।'

'এটাকে তবে কোন্ পর্যায়ে ফেলতে চান আপনি?'

'প্রশ্নটা আপনার নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। কেননা এক্ষেত্রে আইনের প্রসঙ্গও জড়িত।....তাছাড়া ব্যাপারটাকে কি ভাবেই বা বুঝিয়ে বলা যায়? আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের কর্ত্রীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খুব বদমেজাজী হন। আর তার ঝাঁঝটা সম্পূর্ণ আমাদের ওপর গিয়েই পড়ে। এই যেমন লেডি হগিনের কথাই ধরুন না, কি রকম রূঢ়ভাষী আর উগ্র স্বভাবের সে তো আপনি স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন। যা মুখে আসে তাই বলেই আমাকে সর্বদা গালমন্দ করেন। সেদিন বললেন, তাঁর টনিকটা এত তেতো তেতো লাগছে কেন। আমি নিশ্চয় বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে নিয়ে তার বদলে অন্য কিছু মিশিয়ে রেখেছি। এই ধরনের কত অসংখ্য অভিযোগই যে দিনরাত্রি র শুনতে হচ্ছে!' মিস কারনাবির চোখেমুখে ক্ষোভের ভাব ফুটে উঠলো। 'সমস্ত ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবারও আমাদের কোন উপায় নেই। সেইজন্যেই অপমানটা বেশি করে গায়ে লাগে।'

মৃদুমন্দ মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'আপনি কি বলতে চান, বুঝতে পেরেছি।'

'তার ওপর অর্থেরও কি বিপুল অপব্যয়টাই না ওরা করে থাকে! শুধু চোখে তাকিয়ে দেখা যায় না। এদিকে স্যার জোসেফের ব্যবসাপত্তরও যে সব সময় সিধে রাস্তা ধরে চলে সে কথাও মেনে নেওয়া কষ্টকর। তবে আমার মতো স্বল্পবুদ্ধি নারী এসমস্ত বড় বড় ব্যাপারের কতটুকুই বা খোঁজখবর রাখতে পারে। তা সত্ত্বেও স্যার জোসেফ যে সাধুসজ্জন ব্যক্তি নন একথা আমি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে প্রস্তুত।

সেই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার দেখেই আমার বুকের মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিলো। মনটাকেও নাড়া দিলো ভীষণ ভাবে। এদের কাছ থেকে যদিও কিছু অর্থ আদায় করে নেওয়া যায় তবে সেটা আবার ফিরে পাবার জন্যেও তাদের মধ্যে খুব একটা ব্যস্ততা দেখা দেবে না। এমন কি তারা হয়তো মনেই রাখবে না কথাটা।'

'আধুনিক রবিনহুড!' পোয়ারো মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলেন। 'আচ্ছা মিস কারনাবি, চিঠিতে যে ধরনের ভয় দেখানো হতো, টাকা না পেলে কি আপনি তাই-ই করতেন?'

'ভয়?'

'হ্যাঁ, পিকনিজগুলোর অঙ্গচ্ছেদের যে হুমকি দেওয়া থাকতো, আপনার মূল অভিপ্রায়টাও কি তাই ছিলো?'

মিস কারনাবি বড বড় চোখ মেলে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলো। 'এ আপনি কি বলছেন মঁসিয়ে পোয়ারো, ওকথা আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ ধরনের দু-চারটে ছল-চাতুরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই শিল্পসম্মত। এবং তাতে কাজও হয়েছে ভালো।'

'ফল যে ভালো পাবো তা আমি জানতাম। অগস্টাসকে দিয়েই সে কথা আমি অনুভব করতে পেরেছি। তাছাড়া টাকাটা ডাকে পাঠাবার আগে মহিলাদের স্বামীরা যাতে কিছু না জানতে পারে সে বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন হতে হয়েছিলো। পরিকল্পনাটা কাজেও লেগেছিলো খুব সুন্দর ভাবে। এবং দশ বারের মধ্যে ন'বারই পরিচারিকার হাত দিয়েই এনভেলাপ খুলে টাকাটা বার করে নেওয়া খুব বেশি কষ্টকর ছিলো না। তার বদলে সাদা কাগজ ভরে দিলেই কাজ চলে যেতো। আর যে দু-একটা ক্ষেত্রে কর্ত্রী স্বয়ং সেটা ডাকে দিতেন সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই পরিচারিকাকে ওই নির্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে টাকাটা হস্তগত করতে হতো। তবে সেটাও খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।'

'আর আপনারা যে নার্সটির উল্লেখ করতেন? বাস্তবে কি তার কোন অস্তিত্ব আছে?'

'না, মানে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে—বয়স্কা পরিচারিকারা যে সুন্দর শিশু দেখলে বড় বেশি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, একথা প্রায় সকলেই জানে। সেইজন্যে একটা শিশুকে দেখে তারা অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।'

'হুঁ,' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। 'মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আপনার দক্ষতা অসাধারণ। এবং আপনার এই সংগঠনটিও প্রথম শ্রেণীর। তার ওপর আপনি একজন প্রতিভাবান অভিনেত্রীও বটে! আমি যেদিন লেডি হগিনের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলাম সেদিনও আপনার অভিনয়ের মধ্যে কোন খুঁত ছিলো না। নিজের সম্বন্ধে কোনরকম হীন ধরণা পোষণ করবেন না মিস কারনাবি। বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা হয়তো আপনার নেই, হয়তো তেমন কোন

সুযোগ পাননি জীবনে—কিন্তু আপনার বুদ্ধি বা সাহসের কোন অভাব নেই।'

ম্লান মুখে হাসলো মিস কারনাবি। 'তা সত্ত্বেও আমি ধরা পড়ে গেলাম, মঁসিয়ে পোয়ারো!'

'হ্যাঁ, কেবলমাত্র আমার কাছে। এবং সেটাও অবশ্যম্ভাবী। মিসেস স্যামুয়েলসনের সঙ্গে কথাবার্তার পরই বুঝতে পারলাম সান তাঙ-এর এই অপহরণটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—ধারাবাহিক ঘটনামালার একটা। আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানতে পারলাম আপনার পুরনো কর্ত্রী মৃত্যুকালে তাঁর পোষা পিকনিজটা আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এবং আপনার এক অক্ষম পঙ্গু বোন আছেন। এই দুটো সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই আমি জর্জকে নির্দেশ দিলাম, নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে এমন একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে যেখানে একটা পিকনিজ সমেত একজন পঙ্গু মহিলা বাস করেন। এবং সেই মহিলার বোন তার সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি সেই ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে যান। ব্যাপারটা যে খুবই সহজ সরল তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

নিজেকে সংযত করতে কিছুটা সময় নিলো মিস কারনাবি। 'আপনাকে দেখে আমার একজন হৃদয়বান ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে পোয়ারো। সেই জন্যেই আপনার কাছে একটা অনুরোধ ভিক্ষা করতে ভরসা পাচ্ছি। আমি যা করেছি তাতে আমার পক্ষে শাস্তি এড়াবার কোন উপায় নেই, তা আমি জানি। সম্ভবত জেলেই আমাকে যেতে হবে। আমার শুধু এইটুকু অনুরোধ, এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় প্রচার যেন বেশি না হয়। পরিস্থিতিটা তাহলে এমিলির পক্ষে খুবই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া আমাদের পরিচিত পরিজনরাও আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করবে সে কথা ভেবেও আমি কোন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, অমি কি অন্য কোন ছদ্মনামে জেলে যেতে পারি না? নাকি সেটা আশা করাও খুব বেশি অন্যায়?

'মনে হচ্ছে ম্যাডাম, আমি হয়তো আপনার জন্যে আরও কিছু করতে পারি।' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন পোয়ারো। 'তবে একটা বিষয়ে প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের অবৈধ কাজ-কারবার একেবারে বন্ধ করতে হবে। আর কোন পিকনিজ যেন না হারায়। সবকিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটা চাই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। এ বিষয়ে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'এবং লেডি হগিনের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে তার সবটাই ফেরত দিতে হবে।'

এমি কারনাবি উঠে গিয়ে টেবিলের টানা থেকে নীল রঙের একটা খাম বার করে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে ধরলো, 'আজকেই টাকাটা আমি আমাদের সংগনের তহবিলে জমা দিতে যাচ্ছিলাম।'

পোয়ারো খাম খুলে নোটগুলো গুনে দেখলেন। তারপর সেটা কোটের পকেটে ভরতে ভরতে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি হয়তো স্যার জোসেফকে এ বিষয়ে আদালতে কোন মামলা না আনবার জন্যে প্ররোচিত করতে পারি। আমার বিশ্বাস, তিনিও কথাটা রাখবেন।'

'সত্যিই, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

এমি কারনাবি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। এমিলির কণ্ঠ থেকেও একটা

অধীর সুখের চিৎকার ধ্বনিত হলো। অগস্টাসও উৎফুল্ল চিত্তে লেজ নাড়তে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'তোমাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, প্রিয় বন্ধু।' অগস্টাসকে উদ্দেশ করে স্মিত মুখে পোয়ারো বললেন, 'তোমার কাছ থেকেও একটা জিনিস আমার শেখবার আছে। সেটা হচ্ছে অদৃশ্যতার আবরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থলে যে একটা দ্বিতীয় কুকুরের আবির্ভাব ঘটেছে সে কথা কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। অদৃশ্য সিংহের চামড়া গায়ে দিয়েই যেন জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো অগস্টাস।'

'কথাটা একবারে মিথ্যে নয়, মঁসিয়ে পোয়ারো। পুরাণের কাহিনী অনুসারে পিকনিজ তো একসময় সিংহই ছিলো। ওদের অন্তঃকরণটাও এখনো সেই সিংহের মতোই আছে।'

আপনার পুরনো কর্ত্রী লেডি হার্টিংফিল্ডই তো মৃত্যুকালে কুকুরটা আপনাকে দিয়ে যান। এবং আপনিও এক সময় কুকুরটা মারা গেছে বলে প্রচার করে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, কুকুরটাকে একা একা বড় রাস্তায় ছেড়ে দিতে আপনার কোন ভয় করতো না?'

'না মোটেই না! অগস্টাস এমনিতেই খুব চালাক-চতুর! আমি ওকে ভালো করে ট্রেনিংও দিয়েছিলাম। ভিড়ের মধ্যেও ও গাড়িঘোড়া দেখে পথ চলতে পারে। এমন কি একমুখী রাস্তা হাঁটার নিয়মকানুন ওর সব মুখস্থ।'

'তাহলে তো ওকে অনেক উচ্চশ্রেনীর জীব বলা যায়!' হাসিমুখে মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'মনুষ্য সমাজের অনেকেই এই বিশেষ গুণটি থেকে বঞ্চিত!'

স্যার জোসেফ তাঁর প্রশস্ত স্টাডিরুমেই পোয়ারোকে আহ্বান জানালেন। 'সুপ্রভাত, মঁসিয়ে পোয়ারো! সংবাদ শুভ তো? সেদিন তো খুব জোর গলায় বলে গেলেন, সমস্যাটার সমাধান আপনি করবেনই! আশা করি ইতিমধ্যে নিশ্চয় একটা মীমাংসায় পৌঁছে গেছেন?'

'প্রথমে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যার জোসেফ।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে পোয়ারো বললেন, 'কে অপরাধী আমি জানি। এবং তাকে আদালতে অভিযুক্ত করবার মতো যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণও আমি দাখিল করতে পারবো। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার টাকাটা ফেরত পাবার সম্ভাবনা কম।'

'আমার টাকা আমি ফেরত পাবো না?' ঈষৎ ক্রুদ্ধ হলেন স্যার জোসেফ।

পোয়ারো বলে চললেন, 'দেখুন, আমি কিন্তু পুলিশের লোক নই। কেবলমাত্র আপনার স্বার্থেই এই মামলাটা আমি হাতে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, আপনার টাকাটা আমি সম্পূর্ণ উদ্ধার করে আনতে পারি। তবে সেক্ষেত্রে টাকাটা ফিরে পেয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা চলবে না।'

'হুঁ,' মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন স্যার জোসেফ। 'এ বিষয়ে কিছু চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন।'

'এ ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। তবে আমার মনে হয়, জনসাধারণের স্বার্থেই আপনার আদালতে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকে সেইরকম পরামর্শই দেবে।'

'হ্যাঁ, তা ত দেবেই।' শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন স্যার জোসেফ, 'তাদের টাকা তো আর খোয়া যাচ্ছে না! তবে আমার বক্তব্য হলো, কেউ আমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাবে—এটা আমি কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এ পর্যন্ত কেউ আমাকে ঠকিয়ে কিছু নিয়ে যেতে পারেনি।'

'ভালো, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি স্থির করলেন আপনি?'

স্যার জোসেফ উত্তেজিত ভঙ্গিতে টেবিল চাপড়ে মারলেন। 'মোট কথা টাকাটা আমি ফেরত চাই। একজন জোচ্চোর আমার চোখে ধুলো দিয়ে দুশো পাউণ্ড নিয়ে গেছে, এ কথা কেউ যেন কখনও বলতে না পারে।'

এরকুল পোয়ারো কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চেকবই বার করলেন।

তারপর দুশো পাউণ্ডের একটা চেক লিখে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

ঈষৎ দমে গেলেন স্যার জোসেফ। তাঁর কণ্ঠস্বরও কিছুটা দুর্বল শোনালো। 'ভালো ভালো। আমি একবারে বুদ্ধু বনে গেছি! কিন্তু এই অপকর্মের নায়কটি কে?'

পোয়ারো ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। 'যদি আপনি চেকটা গ্রহণ করেন তবে এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না।'

স্যার জোসেফ চেকটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখলেন। 'খুবই দুঃখের ব্যাপার! তবে কিনা দুনিয়ায় টাকাটাই হচ্ছে আসল। আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনাকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'এ ক্ষেত্রে আমার পারিশ্রমিকটা খুব একটা বেশি হবে না। কারণ মামলাটা খুবই তুচ্ছ.. নগণ্য...' অল্প থামলেন তিনি। সে নীরবতাও যেন গভীর অর্থবহ। তারপর আবার মুখ খুললেন, 'তবে আজকাল আমার কাছে যে কটা মামলা আসে তার প্রায় প্রতিটিই খুন সংক্রান্ত।'

স্যার জোসেফ ঈষৎ দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন। 'ঘটনাগুলোও নিশ্চয় খুব কৌতূহলজনক! তাই না?'

'মাঝে মাঝে।' রহস্যভরে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'তবে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, প্রথম দিনই আপনাকে দেখে আমার বেলজিয়ামের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। বহু বছর আগেকার ঘটনা। আমার প্রথম জীবনেরই একটা মামলা। এবং সেই মামলার মুখ্য নায়কটিকে অনেকটা ঠিক আপনারই মতো দেখতে। তিনি ছিলেন একজন ধনী সাবান ব্যবসায়ী। সুন্দর সেক্রেটারীকে বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে খুন করেন। হ্যাঁ...সাদৃশ্যটা খুবই আশ্চর্যজনক ভাবে এক!'

একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো স্যার জোসেফের গলা দিয়ে। ঠোঁট দুটোও অদ্ভুত ভাবে তামাটে হয়ে উঠলো। মুখাবয়বে উদ্ধত গর্বিত ভঙ্গিটাও কোথায় যেন

মিলিয়ে গেলো ছায়ার মতো। চোখ দুটো বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। বিস্ময়-বিস্ফোরিত দৃষ্টিতেই তিনি পোয়ারোর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বিশাল দেহটাও অসহায় ভাবে চেয়ারের পেছন দিকে হেলে পড়লো।

কিছু পরে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন স্যার জোসেফ। কাঁপা কাঁপা হাতে চেকটা বার করলেন পকেট থেকে। তারপর পোয়ারোর চোখের সামনেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। 'তাহলে সব ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেলো—কি বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো? এটাকেই আপনার পারিশ্রমিক বলে বিবেচনা করুন।'

'কিন্তু স্যার জোসেফ, এখানে আমাব শ্রমের মূল্য তো এত বেশি হবে না!'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই। দয়া করে আপনি এটা রেখে দিন।'

'তাহলে আমি না হয় গরীব দুস্থদের কোন প্রতিষ্ঠানেই চেকটা পাঠিয়ে দেবো।'

'সে আপনি যেখানে খুশি দিন না কেন, আমার কোন আপত্তি নেই।'

পোয়ারো সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন স্যার জোসেফ, আপনার মতো মান্যগণ্য লোকের পক্ষে যে সবদিক ভালো ভাবে বিচাব-বিবেচনা করেই পা ফেলা উচিত— এটা নিশ্চয় নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না?'

'আপনার আর চিন্তার কোন কারণ নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো!' এত অস্পষ্ট স্বরে কথাটা উচ্চারণ করলেন তিনি যেন কান পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। 'এবার থেকে আমি যথেষ্ট সাবধান হয়েই চলবো।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্যার জোসেফের পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামতে নামতে মনে মনে ভাবলেন, 'তাহলে আমার অনুমানটা মিথ্যে হয়নি দেখা যাচ্ছে!'

লেডি হগিন উৎফুল্ল নেত্রে তাঁর স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন। 'বাঃ, আজকের টনিকের আস্বাদটা তো খুব চমৎকার! অন্য দিনের সেই তিতকুটে ভাবটা আর নেই! কি করে যে এমন হলো...'

ঈষৎ বিষম খেলেন স্যার জোসেফ। 'সমস্তটাই কেমিস্টের কেরামতি। কখন যে কি রকম ভাবে তৈরি করে...!'

চিন্তিত চিত্তে মাথা নাড়লেন লেডি হগিন। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা হয়তো তাই-ই হবে!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। এছাড়া আর কিই-বা হাতে পারে।'

'আচ্ছা, ওই বদখত আকৃতির বিদেশী ভদ্রলোক কি সান তাঙ্-এর রহস্যটার কোন হদিশ করতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ খুব ধুরন্ধর লোক। আমাকে টাকাটাও ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।'

'শয়তানটা কে?'

সে বিষয়ে কিছু বলেননি। এই এরকুল পোয়ারো ভদ্রলোকটি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। সহজে মুখ খুলতে চান না। তবে তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই।'

'সত্যিই খুব মজার ভদ্রলোক, তাই না?'

অস্বস্তি ভরে ঈষৎ কেঁপে উঠলেন স্যার জোসেফ। আড়চোখে একবার নিজের চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলেন। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন তাঁর সারা সত্তার ভেতরে চেপে বসেছে। স্যার জোসেফের কেবলই মনে হচ্ছে, খর্বকায় গুম্ফশোভিত এরকুল পোয়ারো ঠিক যেন তাঁর ডান কাঁধের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

'ভদ্রলোক খুব ভয়ঙ্কর রকমের চতুর!' ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করলেন তিনি। তারপর মনে মনে ভাবলেন—'গ্রেটা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারে, কিন্তু আমি কোন রঙচঙে ভণীর মোহে পড়ে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজী নই!'

'ওঃ!' আপনা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো মিস কারনাবি। তার দু চোখের বিস্মিত দৃষ্টি দুশো পাউণ্ডের চেকটার দিকেই নিবদ্ধ। তারপর আনন্দোজ্জ্বল মুখে বোনের দিকে ছুটে গেলো।

'এমিলি, এমিলি...এই দেখ!'

সংক্ষিপ্ত দু লাইনের চিঠির সঙ্গে আলপিন দিয়ে চেকটা আঁটা ছিলো।

সুপ্রিয় মিস কারনাবি, আপনার সুপরিচালিত সমিতির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার আগে আমার এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ করলে বাধিত হবো।

আপনার বিশ্বস্ত

এরকুল পোয়ারো

'এমি,' স্নেহমাখা স্বরে এমিলি বললেন, সত্যিই তুই অসাধারণ সৌভাগ্যবতী! আজ কোথায় তোর গতি হতো ভাবতো?'

'হলোওয়ে বা ওই ধরনের অন্য কোন জেলখানায় পচে মরতে হতো।' এমি কারনাবি মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো। 'কিন্তু সে সমস্তই এখন চুকেবুকে গেছে— তাই না রে অগস্টাস? আর কখনো দুষ্টবুদ্ধি মাথায় নিয়ে ছদ্ম পরিচয়ে মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়ানো নয়, বুঝলি।'

মিস কারনাবি দু চোখে এক দূরগামী ধূসর কুয়াশা ঘনিয়ে এলো, বুকের মাঝে আটকানো ঘন গভীর দীর্ঘশ্বাসটাও মুক্তি পেলো ধীরে ধীরে। হাত বাড়িয়ে অগস্টাসকে কোলে তুলে নিলো মিস কারনাবি। 'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, অগস্টাস! ভদ্রলোক এতই চতুর যে সকলের সবকিছুই এক নিমেষে শিখে ফেলেন !

অনুবাদ ❑ অসিত মৈত্র

দ্য লার্নিয়েন হাইড্রা

এরকুল পোয়ারো উৎসুক দৃষ্টি মেলে সামনের ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ডাঃ চার্লস ওল্ডফিল্ডের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মাথার চুলে কেবল কপালের দু পাশে সামান্য তামাটে রঙ ধরেছে, নীল চোখজোড়ায় কেমন যেন একটা বিভ্রান্ত দৃষ্টি, আচরণেও দ্বিধা আর জড়তার লক্ষণ, বিশেষত কিভাবে নিজের বক্তব্য গুছিয়ে বলবেন সেটাই যেন ভেবে পাচ্ছেন না ভদ্রলোক।

ঈষৎ তোতলানো গলায় তিনি বলতে শুরু করলেন, 'ম-মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনার কাছে একটা অদ্ভুত অনুরোধ নিয়ে হাজির হয়েছি। এমন কি আপনার কাছে এসেও আমার চিন্তাভাবনার বিন্দুমাত্র লাঘব হচ্ছে না। কারণ আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছি এধরনের ব্যাপারে কিছু করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।'

আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন এরকুল পোয়ারো, 'সে বিচারটা আপনি আমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন?'

'কেন জানি না আমার মনে হলো, আপনি হয়তো—' মাঝপথে থেমে গেলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড।

এরকুল পোয়ারো শেষ করলেন কথাটা, 'আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবো—তাই তো? দেখা যাক, হয়তো আমার পক্ষে সম্ভবও হতে পারে। বলুন আপনার সমস্যাটা কি?'

ওল্ডফিল্ড নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর দু চোখের দিশেহারা দৃষ্টি আবার নতুন করে লক্ষ্য করলেন পোয়ারো।

'দেখুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, পুলিশের কাছে গেলে আমার কোন লাভই হবে না। তারা আমার সমস্যার কোন সমাধানই করতে পারবে না। অথচ এটা দিনের পর দিন দুর্বিবহ হয়ে উঠছে। আমি কী যে করি!' একটা হতাশার সুর ফুটে উঠলো তাঁর কণ্ঠস্বরে, কথা বলতে বলতে ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক।

'কোন্‌টা দুর্বিবহ হয়ে উঠেছে বলছেন?'

'গুজব। অথচ ব্যাপারটা খুবই সাধারণ মঁসিয়ে পোয়ারো। বছরখানেক আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই ও অবশ্য পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বলছে মানে সকলেরই বলছে, আমিই নাকি ওকে মেরে ফেলেছি—বিষ খাইয়েছি।'

'ও আচ্ছা।' পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'আপনি কি সত্যিই বিষ খাইয়েছিলেন নাকি?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড।

'স্থির হোন, ডাক্তারবাবু, দয়া করে বসুন,' পোয়ারো বললেন। 'বেশ, তাহলে ধরে নেওয়া গেলো আপনি আপনার স্ত্রীকে বিষ খাওয়াননি। আচ্ছা, আপনার কাজ-কারবার সম্ভবত মফস্বলের দিকে—কি বলেন?'

'হ্যাঁ, বার্কশায়ারের লগবরো মার্কেটে আমি প্র্যাকটিস করি। ওখানকার লোকেরা যে গুজব ছড়াতে ওস্তাদ তা আমি আগেই জানতাম, কিন্তু সেটা যে এরকম ভয়াবহ

আকার নেবে তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।' চেয়ার আর একটু টেনে সামনে ঝুঁকে বসলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড। 'আমি যে কী অবস্থায় আছি, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না, মঁসিয়ে পোয়ারো। প্রথম প্রথম কিছু বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ক্রমশঃই লক্ষ্য করতে লাগলাম, লোকে আমার সঙ্গে ঠিক মিশতে চাইছে না, সর্বদাই যেন এড়িয়ে চলছে। প্রথমটা ভেবেছিলাম এটা বোধহয় আমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে সমবেদনা জানানোর একটা ভঙ্গি, তাই অতটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এরপরই ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমালে হয়ে উঠলো। রাস্তা ঘাটে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলেই দেখি, সে আমাকে এড়ানোর জন্যে রাস্তা পার হয়ে অন্য ফুটপাথের দিকে চলে যাচ্ছে। আমার প্র্যাকটিসও একটু একটু করে কমে এলো। যেখানেই যাই, দেখি আশেপাশের লোক আমাকে হাঁ করে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় ফিসফিস করছে। এমন কি এর মধ্যে বিশ্রী ভাষায় লেখা কয়েকটা চিঠিও আমি পেয়েছি।' অল্প থেমে আবার চললেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড, 'এর প্রতিকার কি ভাবে করা যায় আমার মাথায় আসছে না। এই জঘন্য চক্রান্ত আর অহেতুক মিথ্যে বদনামের হাত থেকে কি ভাবে রেহাই পাবো তাও বুঝতে পারছি না। কেউই যখন সামনাসামনি কিছু বলতে চাইছে না তখন আপনি কি ভাবে এর প্রতিবাদ করবেন বলতে পারেন? আমি অসহায়—সবটাই আমার হাতের বাইরে। বুঝতে পারছি, এইভাবেই আমি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবো।'

পোয়ারো চিন্তাকুল ভাবে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, গুজব হলো অনেকটা ন'মাথাওয়ালা হাইড্রা দানবের মতো, যার কোন বিনাশ নেই। কারণ, এর একটা মাথা কাটলেই সে জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে দুটো মাথা গজিয়ে ওঠে।'

ম্লানস্বরে ডাঃ ওল্ডফিল্ড বললেন, 'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার এতে কিছুই করণীয় নেই — প্রতিকারের কোন রাস্তাই আমার কাছে খোলা নেই। আপনিই ছিলেন আমার শেষ ভরসা —কিন্তু এখন বুঝছি আপনারও কিছু করা সম্ভব নয়।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি অবশ্য সুনিশ্চিত ভাবে কোন কথা দিতে পারছি না ডাঃ ওল্ডফিল্ড, তবে আপনার সমস্যা শুনে কৌতূহল অনুভব করছি। আমি এই বহু -মাথাওয়ালা দানবের সঙ্গে একবার লড়াই করে দেখতে চাই। তবে তার আগে এই জঘন্য গুজবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার আরো কিছু জানা দরকার। আপনি বললেন, বছরখানেক আগে আপনার স্ত্রী মারা গেছেন। আচ্ছা, কি রোগে তিনি মারা যান বলুন তো?'

'গ্যাসট্রিক আলসার।'

'মৃতদেহ কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল?'

'না। অনেকদিন ধরেই ও গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছিল।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'আজকাল প্রায় সকলেই জানে মানুষের দেহে গ্যাসট্রিক আলসার আর আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের লক্ষণ প্রায় একই ধরনের। গত দশ

বছরের মধ্যে অন্তত চারটে এমন খুনের ঘটনা ধরা পড়েছে যাতে ডাক্তারেরা প্রথমে কোন সন্দেহই করতে পারেননি। তাঁদের সার্টিফিকেট অনুযায়ী সেইসব দেহ কবরস্থ করাও হয়েছিলো। পরে মৃতদেহ খুঁড়ে, পরীক্ষা করে ধরা পড়ে, মৃত্যুর কারণ ছিলো আর্সেনিক প্রয়োগ।....আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে বয়সে বড় কে ছিলেন?'

'ও আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড় ছিলো।'

'কতদিন বিয়ে হয়েছিলো আপনাদের?'

'তা ধরুন—পনেরো বছর হবে।'

'আপনার স্ত্রী কি কোন সম্পত্তি রেখে গেছেন?'

'হ্যাঁ। ওদের বাড়ির অবস্থা খুবই ভালো ছিলো, প্রায় তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মতো সম্পত্তি ও রেখে গেছে।'

'অনেক টাকা দেখছি! সবটাই কি আপনাকে দিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্ক কেমন ছিলো—ভালো তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধরুন কোন ঝগড়াঝাঁটি বা বিবাদ-বিসম্বাদ...?'

'না, মানে....' ইতস্তত করতে লাগলেন চার্লস ওল্ডফিল্ড। 'আমার স্ত্রী একটু খিটখিটে স্বভাবের ছিলো জানেন। রুগ্ন পঙ্গু হয়ে যাবার পর তার মেজাজ সব সময়েই তিরিক্ষি হয়ে থাকতো। তাকে শান্ত করাই ছিলো এক বিরাট সমস্যা। সেই সময় আমিও ওর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলাম।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। এই প্রকৃতির মহিলাদের সম্বন্ধে আমারও খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। এঁদের ধারণা তাদের সব সময় অবহেলা করা হচ্ছে। এর ধাক্কাটা সবটাই গিয়ে পড়ে স্বামীদের ওপর। যার ফলে স্ত্রীর মৃত্যু হলে দুঃখ পাওয়া দূরে থাক বরং খুশীই হন তাঁরা।'

ডাঃ ওল্ডফিল্ডের ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'আপনি একেবারে খাঁটি কথাটি বলেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'তাঁর পরিচর্যার জন্য কোন নার্স, সঙ্গিনী বা কোন বিশ্বস্ত পরিচারিকা ছিলো কি?'

'একজন নার্স ছিলো। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং দক্ষ। তার মুখ থেকে গুজব ছড়াবে বলে তো মনে হয় না।'

'বুদ্ধিমতী আর দক্ষদেরও ভগবান একটা জিভ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, আর তাঁরা যে সব সময় সেটা বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করেন একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গুজব সৃষ্টির মূলে সেই নার্স থেকে শুরু করে বাড়ির ঝি চাকর এবং অন্যান্য সকলেরই কিছু না কিছু অবদান আছে। একটা মুখরোচক কেচ্ছা রটাবার মতো পরিবেশ আপনার ওখানে ছিলো, যেটা গ্রামের লোকেরা বেশ ভালভাবেই সদ্ব্যবহার করছে বলে আমার মনে হয়।...এবার আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করি, মহিলাটি কে?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' রাগত কণ্ঠে বললেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড।

অমায়িক সুরে পোয়ারো বললেন, 'না বোঝার মতো কিছু তো বলিনি, ডাক্তারবাবু। আমি বলতে চাইছি, কে সেই মহিলা যাঁর সঙ্গে আপনার নাম যুক্ত হয়ে এই গুজবের সৃষ্টি হয়েছে।'

কঠিন ভাব ফুটে উঠলো ডাঃ ওল্ডফিল্ডের মুখে, চোখের দৃষ্টি শীতল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি, বললেন, 'এ ঘটনার মধ্যে কোন মহিলা নেই। আমি খুবই দুঃখিত মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার অযথা সময় নষ্ট করে গেলাম।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড।

পোয়ারো বললেন, 'আমিও যথেষ্ট দুঃখ পেলাম, ডাক্তারবাবু। আপনার সমস্যা শুনে আমি কৌতূহল অনুভব করছিলাম। আপনাকে সাহায্য করতেও আমার আপত্তি ছিলো না। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা খোলাখুলি না জানালে আমার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আমি আপনার কাছে কোন কিছুই গোপন করিনি।'

'না, আপনি আমায় সব খুলে বলেননি, ডাক্তারবাবু।'

যেতে যেতে ডাঃ ওল্ডফিল্ড ঘুরে দাঁড়ালেন। 'এ ঘটনায় যে কোন মহিলা থাকবে, এ ধারণাই বা আপনি করলেন কি করে?'

'ডাক্তারবাবু, আপনি কি ভাবেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ? আমি জানি এ ধরনের গ্রাম্য গুজব সব সময় যৌন জীবনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উত্তর মেরুতে স্ফূর্তি করতে যাবার জন্যে বা শুধুমাত্র একা শান্তিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে কেউ যদি স্ত্রীকে বিষ খাওয়ায় তবে তাতে গ্রামের লোকেরা মোটেই উৎসাহিত হয় না। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন মহিলাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে এই খুন হয়েছে, তাহলে আর দেখতে হবে না। গুজব তখন তরতর করে ছড়িয়ে পড়বে, কেউ রুখতে পারবে না। এটাই হলো সাধারণ মনস্তত্ত্ব।'

ওল্ডফিল্ড বিরক্তির সুরে বললেন, 'লোকে যদি আমার নামে মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় তার জন্যে আমি নিশ্চয়ই দায়ী হতে পারি না।'

'না না, সেজন্যে আপনাকে কখনই দায়ী করা যায় না।.........এবার আপনি যদি অনুগ্রহ করে আবার চেয়ারে বসেন আর আমি তখন যে প্রশ্নটা করেছিলাম তার জবাব দেন, তাহলে হয়তো কিছু একটা সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে।'

ধীর মন্থর পায়ে, যেন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সহকারে ফিরে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। পোয়ারোরে দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় সম্ভবত ওরা মিস মনক্রিফের নাম এতে জড়িয়ে দিতে চাইছে। জীন মনক্রিফ আমার ডিসপেনসারিতে কাজ করে। অত্যন্ত ভদ্র মেয়ে সে।'

'কতদিন উনি আপনার কাছে কাজ করছেন?'

'বছর তিনেক হবে।'

'আপনার স্ত্রী তাকে পছন্দ করতেন কি?'

'না,—মানে ঠিক—'

'ভদ্রমহিলাকে উনি হিংসে করতেন না তো?'

'এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর ব্যাপার, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

মৃদু হাসলেন পোয়ারো। 'স্ত্রীলোকের সন্দেহ তো প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, স্ত্রীদের এই সন্দেহ অমূলক আর বিদ্বেষপ্রসূত হোক না কেন খোঁজ নিলে দেখবেন, এর পিছনে কোন না কোন সত্য কারণ নিশ্চয়ই আছে। একটা কথা আছে না, খবিন্দার সব সময় উচিত কথা বলে? হিংসুটে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ওই একই কথা খাটে। হয়তো তাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে না, কিন্তু দেখা গেছে তাদের কথাই শেষ পর্যন্ত ফলে যায়।'

তাঁর প্রতিবাদ করে উঠলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড, অসম্ভব' আমি জীন মনক্রিফকে এমন কোন কথা বলিনি যা শুনে আমার স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগতে পারে।'

'হতে পারে। তবে এর জন্যে আমি আপনাকে যা বললাম সে কথার কোন পরিবর্তন হবে না।' পোয়ারো ঝুঁকে বসলেন, তারপর সহৃদয় কণ্ঠে বললেন 'ডাঃ ওল্ডফিল্ড, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো আপনাকে সাহায্য করার। তবে, আপনি কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না। হ্যাঁ,—একটা কথা সত্যি করে বলুন তো, এটা কি সত্যি নয়, যে আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই আপনি তাঁকে অবহেলা করতে শুরু করেছিলেন মৃত্যু।

কিছুক্ষণ কথা কথা বললেন না ডাঃ ওল্ডফিল্ড। যেন মনে মনে ভেবে নিলেন কি জবাব দেবেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তবে হতাশ হলে তো আমার চলবে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে একমাত্র আপনার ওপরই আমি ভরসা করতে পারি। বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে সবই খুলে বলেছি। স্ত্রীর প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ কোনদিনই ছিলো না, যদিও স্বামী হিসেবে আমার যতটুকু কর্তব্য, তাতে আমি কোনদিনই অবহেলা করিনি। তবে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, তা আমি কোনদিনই অনুভব করতে পারিনি।'

'আর সেই ভদ্রমহিলা, জীন?'

ডাক্তারের কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিলো। 'এ ধরনের মিথ্যে একটা গুজবের সৃষ্টি না হলে আমি হয়তো এর মধ্যেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলতাম।'

পোয়ারো গা এলিয়ে বসলেন। 'যাক, এতক্ষণে আসল ঘটনাটা জানা গেলো। ঠিক আছে ডাঃ ওল্ডফিল্ড, আমি আপনার কেস নিচ্ছি। তবে মনে রাখবেন—প্রকৃত সত্য বের করতে আমি কিন্তু দ্বিধা করবো না।'

তিক্তকণ্ঠে ডাঃ ওল্ডফিল্ড বললেন, 'প্রকৃত সত্যে আমার কোন ক্ষতি হবেনা, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এক-একবার আমার মনে হয়েছে এ ব্যাপারটা তদন্ত করাতে পারলে বোধহয় নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারব। কিন্তু পরক্ষণে আবার ভেবে দেখেছি এতে আমার কোন লাভ হবে না। কারণ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ না হলেই বরং তারা এই মিথ্যে প্রচারের সুযোগটা আরও বেশী করে নিতে পারবে। ওরা হয়তো তখন বলবে, প্রমাণ পাওয়া

গেলো না ত কি হয়েছে, আগুন ছাড়া তো আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হতে পারে না?' পোয়ারোর দিকে করুণ চোখে তাকালেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড। 'বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় আছে কি?'

পোয়ারো চিন্তাকুল ভাবে মাথা নাড়লেন। 'উপায় নিশ্চয়ই কিছু আছে, দেখা যাক কি করা যায়।'

'চলো একবার গাঁয়ের দিকে যাওয়া যাক, জর্জ।' এরকুল পোয়ারো তাঁর খাস ভৃত্য জর্জকে বললেন।

'সত্যি, বাবু?' শান্ত প্রকৃতির জর্জের স্বরে উৎসাহের সুর ফুটে উঠলো।

'আর আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য হবে ন'মাথাওয়ালা এক দানবের বিনাশ করা।'

'তাই নাকি বাবু? লচ্‌নেসের সেই দৈত্যটার মতো?'

'আমি কোন রক্তমাংসের জীবের কথা বলিনি, জর্জ। এ দৈত্যকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না।'

'ও, আমি তাহলে ঠিক বুঝতে পারিনি, বাবু।'

'রক্তমাংসের শরীর হলে তার নাগাল পাওয়া খুব একটা শক্ত হতো না। কিন্তু কোন গুজবের উৎস খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।'

'সে তো বটেই, বাবু। গুজব যে কার দ্বারা কি ভাবে প্রথম রটে সেটা বোঝা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'ঠিকই বলেছো, জর্জ।'

ডাঃ ওল্ডফিল্ডের অতিথি না হয়ে একটা স্থানীয় হোটেলে ওঠা সাব্যস্ত করলেন পোয়ারো। তাঁর প্রথম অনুসন্ধান শুরু হলো জীন মনক্রিফকে দিয়ে।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির মাথার চুল তামাটে। আয়ত নীল দু চোখে সতর্ক দৃষ্টি। পোয়ারোর বক্তব্য শোনার পর মেয়েটি বললো, 'তাহলে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আপনার কাছে গিয়েছিলেন? অবশ্য কদিন ধরেই তিনি এ কথাটা চিন্তা করছিলেন।' মেয়েটির কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিলো না।

পোয়ারো বললেন, 'আপনার কি এতে মত ছিলো না?'

পোয়ারোর দিকে চোখ মেলে তাকালো মেয়েটি। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আপনি এতে কি করতে পারেন?'

'হয়তো সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।' শান্ত সুরে জবাব দিলেন পোয়ারো।

'কী ভাবে?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জীন মনক্রিফ। 'আপনি কি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বুড়িদের মুখ চাপা দিয়ে বলবেন—'দয়া করে আপনারা এধরনের মিথ্যে গুজব ছড়াবেন না, এর দ্বারা বেচারী ডাঃ ওল্ডফিল্ডের ক্ষতি হচ্ছে! আর তারাও বিগলিত হয়ে বলবে, 'না না, আমরা ওসব করবো কেন, ডাঃ ওল্ডফিল্ডের মতো ভালমানুষ তাঁর স্ত্রীকে বিষ খাওয়াতে পারেন একথা আমরা বিশ্বাসই করি না। অবশ্য ভদ্রলোক শেষদিকে তাঁর স্ত্রীর প্রতি একটু অবহেলা দেখিয়েছিলেন। আর

অন্ত অল্পবয়সী একটা মেয়েকে নিজের ডিসপেনসারির কাজে নেওয়াও তাঁর উ
হয়নি। তা বলে ভাববেন না ওদের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিলো...' বল
বলতে থেমে গেলো মেয়েটি। অতি উত্তেজনার বশে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুত
হয়ে উঠলো।

মুচকি হেসে পোয়ারো বললেন, 'এখানকার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আপ
ভালোই জ্ঞান আছে দেখছি।'

তিক্ত কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, এদের আমি হাড়ে হাড়েই চিনি।'

'সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তার কথা ভাবছেন কি ?'

'আমার মনে হয় এর একমাত্র উপায় হলো ডাক্তারবাবুর এখানকার পাতত
গুটিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করা।'

'গুজব সে জায়গায় পৌঁছবে না বলছেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো জীন মনক্রিফ। 'একটু ঝুঁকি তো ওকে নিতেই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে মনে পরবর্তী প্রশ্ন ভেবে নিলেন পোয়ারো। 'আপ
কি ডাঃ ওল্ডফিল্ডকে বিয়ে করবেন, মিস মনক্রিফ ?'

এ প্রশ্নে জীন মনক্রিফের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো না। ছোট্ট করে
জবাব দিলো, 'ও আমার কাছে এখনো পর্যন্ত বিয়ের কোন প্রস্তাব করেনি।'

'কেন?'

জীন মনক্রিফের আয়ত নীল চোখদুটো মুহূর্তের জন্য অগ্নিশিখার মতো জ্ব
উঠলো। পরক্ষণেই শান্তস্বরে জবাব দিলো, 'কারণ আমিই তার যত অশান্তির মূ

'আপনার মতো একজন স্পষ্টবাদিনী পাওয়াও ভাগ্যের কথা।'

'আপনার কাছে মন খুলে কথা বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। যখন শুনল
সকলে বলে বেড়াচ্ছে, আমাকে বিয়ে করার জন্যেই নাকি চার্লস তার বৌয়ের ব
থেকে মুক্তি চেয়েছিলো, তখন মনে হলো, ওকে বিয়ে করা মানেই ওদের রটন
আরও সুযোগ করে দেওয়া। তার থেকে আমাদের বিয়ে না হওয়াই ভালো। এ
বরং ব্যাপারটা থিতিয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত হলো না তো?'

'নাঃ, হলো না।'

'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয় কি?'

'এখানে এত মজার খোরাক ওরা পাবে কি করে বলুন না!' তিক্তকণ্ঠে বল
জীন মনক্রিফ।

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সত্যিই ডাঃ ওল্ডফিল্ডকে বিয়ে কর
চান?'

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই আমি এটা ভেবেছি।' খুব সহজ ভ
জবাব দিলো মেয়েটি।

'তাহলে ওনার স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনার সুবিধেই হয়েছে বলুন?'

'তা বলতে পারেন। মিসেস ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে কারুরই সদ্ভাব ছিলো না। সা
কথা বলতে কি, আমি তাঁর মৃত্যুতে খুশিই হয়েছি।'

'আপনি খুব স্পষ্টবাদিনী দেখছি,' মৃদু হেসে পোয়ারো বললেন।

তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো জীন মনক্রিফের দু ঠোঁটের ফাঁকে।

পোয়ারো বললেন, 'আপনার কাছে আমি একটা প্রস্তাব রাখতে চাই।'

'বলুন?'

'আমার মনে হয় এখন চরম ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই বলছিলাম, কেউ একজন—সম্ভব হলে আপনি নিজেই—স্বরাষ্ট্র দফ্তরে চিঠি দিন।'

'একটু খুলে বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো।' জীন মনক্রিফের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠলো।

'আমার মতে এই গুজব নিষ্পত্তির একমাত্র রাস্তা হলো ভদ্রমহিলার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে একবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা।'

এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালো জীন মনক্রিফ, কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো। পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

'বলুন, মাদমোয়াজেল।'

জীন মনক্রিফ শান্তস্বরে জবাব দিলো, 'আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী নই, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

'কিন্তু কেন? এ মৃত্যু যদি স্বাভাবিক প্রমাণিত হয়, তাহলেই গুজব ছড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, সেরকম প্রমাণ হলে অবশ্য হবে।'

'আপনি কথাটা ভেবে বলছেন তো মাদমোয়াজেল?'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জীন মনক্রিফ উত্তর দিলো, 'আমি কি বলছি তা আমি জানি। আপনি বোধহয় আর্সেনিক বিষের কথা ভাবছেন? আপনার ধারণা দেহটা একবার তুললেই আপনি প্রমান করতে পারবেন আর্সেনিক বিষ দেওয়া হয়নি—তাই তো? কিন্তু তাঁকে যদি অন্য বিষ খাওয়ানো হয়ে থাকে? এক বছর বাদে সেই বিষের অস্তিত্ব ডাক্তারি পরীক্ষাতেও ধরা পড়বে কিনা আমার সন্দেহ আছে। এসব সরকারি ডাক্তারদের আমি ভালো ভাবেই চিনি। তারা যদি একবার বলে মৃত্যুর কারণ ধরা যাচ্ছে না—ব্যাস, তাহলে আর দেখতে হবে না। কাউকেই তখন আর ঠেকানো যাবে না।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মনে মনে চিন্তা করে নিলেন পোয়ারো, অবশেষে বললেন, 'গ্রামে এ ধরনের গুজব কার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ছড়ানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভেবে নিলো মনক্রিফ, তারপর জবাব দিলো, 'আমার মনে হয় বুড়ি লিথেরানই এসব বিষয়ে শিরোমণি।'

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারেন? খুব সাধারণ ভাবে আর কি—তিনি যেন আবার কিছু বুঝতে না পারেন।'

'খুব সহজ হবে না, তবে দেখবো চেষ্টা করে। এই বুড়িগুলো সকালে ঠিক এ সময়ে বাজার করতে বেরোয়। বড় রাস্তা ধরে হাঁটলে হয়তো তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে।'

কিছুদূর এগোনোর পরই পোস্ট অফিসের ঠিক পাশে জীন মনক্রিফ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে এক মাঝবয়সী মহিলার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলো। ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা, কৃশকায় গড়ন, দীর্ঘ নাক, দু চোখ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

'সুপ্রভাত, মিস লিথেরান।'

'সুপ্রভাত, জীন। আজকের আবহাওয়াটা বড় চমৎকার,—তাই না?'

কথা বলতে বলতেই তিনি জীন মনক্রিফের সহচরটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন।

জীন বললো, 'আসুন আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন মঁসিয়ে পোয়ারো। এখানে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন।'

ধূমায়িত চায়ের কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে বাড়িব কর্ত্রীব সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করছিলেন এরকুল পোয়াবো। এই ছোট্টখাট্টো বিদেশী লোকটির এখানে আসার উদ্দেশ্য জানার জন্যেই মিস লিথেরান পোয়ারোকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পোয়ারো কিছুক্ষণ অবান্তর আলোচনা করে বৃদ্ধার কৌতূহল আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে ঝুঁকে বসে বললেন, 'মিস লিথেরান, আপনি দেখছি আমার থেকে অনেক বেশী চালাক। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলেছেন তো? আমি স্বরাষ্ট্র দফতরের অনুরোধে এখানে এসেছি। কিন্তু একটা অনুরোধ করি মিস লিথেরান,' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনলেন পোয়ারো, 'দয়া করে এটা কাউকে বলবেন না।'

'অবশ্যই—অবশ্যই—' উত্তেজনায় চনমন করে উঠলেন মিস লিথেরান। 'স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে এসেছেন—মিসেস ওন্ডকিন্ডের বিষয়ে কিছু নয় ত?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বেশ কয়েকবার ঘাড় নাড়লেন।

'আ—হা!' মনোরম উত্তেজনায় তাঁর এই একটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই যেন স্বরগ্রামের সব কটি সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

পোয়ারো বললেন, 'বুঝতেই পারছেন এটা কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মৃতদেহ কবর থেকে তোলার প্রয়োজন আছে কিনা, সে সম্পর্কে আমাকে ওদের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে।'

মিস লিথেরান যেন আঁতকে উঠলেন। 'আপনি তাহলে কবর থেকে মৃতদেহটা তোলার ব্যবস্থা করছেন! কী সাংঘাতিক!'

'কী সাংঘাতিক' এর বদলে 'কী চমৎকার' বললেই বোধহয় কথাটা তাঁর গলার সুরের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খেতো।

'এ বিষয়ে আপনার কি মত, মিস লিথেরান?'

'সত্যি কথা বলতে কি মঁসিয়ে পোয়ারো, নানা লোকের নানান রকম কথা আমার কানে আসছে। তবে এসব কথায় আমি কান দিই না। কারণ এগুলোকে আমি ভিত্তিহীন গুজব বলে মনে করি। বউ মারা যাবার পর থেকেই ডাঃ ওল্ডফিল্ডের আচরণ একটু অদ্ভুত হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু তার মানেই এই নয় ভদ্রলোক অপরাধী। আমি তো সবাইকেই একথা বলেছি। শোকের জন্যেও তো এটা হতে পারে, বলুন না? তবে এটা ঠিকই, ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন একটা বনিবনা ছিলো না। ভালো লোকের মুখ থেকেই আমি কথাটা শুনেছি। যে নার্স মেয়েটি ভদ্রমহিলার মৃত্যুর তিন-চার বছর আগে থেকে দেখাশুনো করতো সেই মিস হ্যারিসনই আমাকে কথাটা জানিয়েছে। আমার কি মনে হয় জানেন? এই নার্স মেয়েটি নিশ্চয়ই মনে মনে কিছু সন্দেহ করেছিলো। অবশ্য মুখে সে কিছুই স্বীকার করছে না। কিন্তু তাহলেও, মানুষের হাবেভাবে তো ধরা যায় কিছুটা—।'

পোয়ারো বিষাদ মাখানো সুরে বললেন, 'কাজ শুরু করার মতো বিশেষ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, মঁসিয়ে পোয়ারো। মৃতদেহ না তোলা পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না।'

'হ্যাঁ, তখন সবই জানা যাবে।'

'এ ধরনের ঘটনা অবশ্য আগেও বহুবার ঘটেছে।' চাপা উত্তেজনায় মিস লিথেরানের নাক কুঁচকে উঠলো। 'যেমন আর্মস্ট্রং—তারপর সেই লোকটার কি যেন নাম? মনেও আসছে না ছাই,—তারপর হলো ক্রিপেন। লিথেনের সঙ্গে ওই ইথেল লিনেভা মেয়েটা জড়িত ছিলো কিনা কে জানে! অবশ্য জীন মনক্রিফ খুবই ভালো মেয়ে। ও এসব দুষ্কর্মে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। আবার থাকাটাও কিছু বিচিত্র নয়। মেয়েদের পাল্লায় পড়ে অনেক পুরুষমানুষই বোকার মত কাজ করে ফেলে। আর তাছাড়া ওরা অনেকদিন ধরেই মেলামেশা করছে—।'

পোয়ারো কোন মন্তব্য করলেন না। মিস লিথেরানের দিকে নিরীহ দৃষ্টি মেলে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন পরবর্তী প্রসঙ্গটা কিভাবে উত্থাপন করবেন।

'অবশ্য মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে পারলেই সব জানা যাবে, তাই নয় কি?' মিস লিথেরান আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাড়ির ঝি-চাকরদের থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। আর তাদের মুখ বন্ধ করাও খুব শক্ত, তাই না? স্ত্রীর শ্রাদ্ধ মিটতেই তো ডাঃ ওল্ডফিল্ড বিয়াত্রিচকে তাড়িয়ে দিলেন। যাই বলুন, আমার কাছে এটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এ বাজারে ঝি চাকর পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! আমার মনে হয় মেয়েটা যে কিছু সন্দেহ করে এটা ডাঃ ওল্ডফিল্ড জানতেন।'

গম্ভীর মেজাজে পোয়ারো বললেন, 'তাহলে এটা তো একবার তদন্ত করা দরকার!'

কপট আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন মিস লিথেরান। 'কথাটা ভাবতেই তো আমার কাঁপুনি এসে যাচ্ছে। আমাদের এই নিরিবিলি ছোট্ট গ্রামটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজে লেখালিখি হবে! ছিঃ!'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন এতে?'

'না তা নয়। তবে আমরা এ যুগের লোক নই তো, যে জন্যে—'

'তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, এটা সম্পূর্ণ গুজব?'

'না মানে,....ঠিক ওকথা বলতে গেলেও আবার বিবেকে বাধে। কিছুটা সত্যি এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। সেই যে কথায় বলে না, আগুন ছাড়া ধোঁয়ার উৎপত্তি হয় না!'

'আমিও ঠিক একই কথা ভাবছিলাম।' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে পোয়ারো বললেন, 'তাহলে আপনার ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারি তো, মাদমোয়াজেল?'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! আমি কাউকে কিছু জানাবো না, মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

মৃদু হেসে পোয়ারো বিদায় নিলেন।

সদর দরজার কাছে আসতেই মিস লিথেরানের অল্পবয়সী পরিচারিকাটি তাঁর দিকে কোট আর টুপি এগিয়ে ধরলো। পোয়ারো তাকে মৃদুস্বরে বললেন, 'মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত করতে আমি এখানে এসেছি। কথাটা তোমাকে বলে রাখলাম। কাউকে কিন্তু জানিয়ে দিও না এটা।'

গ্ল্যাডি নামে পরিচারিকাটি আর একটু হলেই ছাতা রাখার তাকের উপর উলটে পড়ে যেত। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'ওহ! তাহলে ডাক্তারবাবুই তাঁর বৌকে খুন করেছিলেন, বাবু?'

'কিছুদিন আগে তোমারও তাই সন্দেহ ছিলো—তাই না?'

'আমার নয় বাবু, বিয়াত্রিচই প্রথম সন্দেহ করেছিলো। ডাক্তারবাবুর বৌ যখন মারা যান তখন ও ওখানেই কাজ করতো তো! যে কারণে হয়তো কিছু...'

'সে কি মনে করে এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে?' ইচ্ছাকৃতভাবে 'গণ্ডগোল' শব্দটা ব্যবহার করলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত ভাবে ঘাড় নেড়ে জানালো গ্ল্যাডি। 'এমন কি বিয়াত্রিচ আমাকে এ কথাও জানিয়েছে, নার্স হ্যারিসনও নাকি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।'

'নার্স হ্যারিসন থাকেন কোথায়?'

'উনি এখন মিস ব্রিসটোর দেখাশুনা করছেন। গ্রামের শেষ দিকে থাম আর গাড়িবারান্দাওয়ালা একটা বাড়িতে উনি থাকেন। বাড়িটা দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন।'

কিছুক্ষণ পরেই নার্স হ্যারিসনের সঙ্গে দেখা করলেন পোয়ারো। গুজব সৃষ্টির মূল উৎসটা এঁরই সবচেয়ে ভালো জানার কথা।

ভদ্রমহিলার চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হলেও এখনও সৌন্দর্য হারাননি। তাঁর শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে ম্যাডোনার সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। ডাগর দুচোখে ফুটে রয়েছে আশ্চর্য এক কোমল শ্রী। শান্ত হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তিনি পোয়ারোর বক্তব্য শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ, এ ধরনের নোংরা গল্পের

কথা আমারও কানে এসেছে। আমি বহু চেষ্টা করেও এটা বন্ধ করতে পারিনি। অবশ্য লোকেরও দোষ দিতে পারি না। মুখরোচক গল্প পেলে তারাই বা শান্ত হয়ে থাকে কি করে বলুন না!'

'কিন্তু কিছু একটা এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে এতবড় একটা মিথ্যে গুজব তো হঠাৎ গজিয়ে উঠতে পারে না!'

এ কথার কোন জবাব দিলেন না নার্স হ্যারিসন। তাঁর চোখে মুখে অস্বস্তিকর অবস্থাটা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠলো। যেন দিশেহারা হয়ে তিনি মাথা দোলালেন।

'হয়তো এমনও হতে পারে, ডাঃ ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো ছিলো না, এই জন্যেই গুজবটা সৃষ্টি হয়েছে?'

নার্স হ্যারিসন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না না, ওটা ভুল কথা। ডাঃ ওল্ডফিল্ড স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন।'

'তিনি তাহলে স্ত্রীকে ভালবাসতেন?'

সামান্য ইতস্তত করে নার্স হ্যারিসন বললেন, 'না—তা আমি ঠিক বলতে চাই না। কারণ মিসেস ওল্ডফিল্ড ছিলেন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির মহিলা। তাঁকে সন্তুষ্ট করা ছিলো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেউ তাঁকে দেখছে না, সকলেই তাঁর অবহেলা করছে—এই কথা নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা তিনি নালিশ জানাতেন।'

তাঁর মানে আপনি বলছেন, তিনি তাঁর অসুখটা অতিরঞ্জিত করে সকলের সামনে উত্থাপন করতেন?'

মাথা নেড়ে পোয়ারোর কথায় সায় জানালেন নার্স হ্যারিসন। 'হ্যাঁ, দেহের রোগের চেয়ে মনের রোগটাই তাঁর ছিলো বেশী। তাঁর এই অসুস্থতা বেশীর ভাগই নিজের কল্পনা।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও,' স্বস্তির স্বরে বললেন পোয়ারো, 'তিনি মারা যান!'

'হ্যাঁ, তা ঠিকই...'

পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নার্স হ্যারিসনের ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। মানসিক অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার চিহ্ন স্পষ্টই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে।

পোয়ারো বললেন, 'আমার যতদূর ধারণা—আমি নিশ্চিতই বলতে পারি যে, এই গুজব সৃষ্টির সূত্রপাত কি ভাবে হয় তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।'

নার্স হ্যারিসনের গালে রক্তিমাভা দেখা দিলো। 'মানে—আমি সঠিক বলতে না পারলেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। আমার যতদূর ধারণা এর প্রথম সূত্রপাত করে বিয়াত্রিচ। আর এর কারণটাও সম্ভবত আমার জানা আছে।'

'একটু খুলে বলুন তো?'

নার্স হ্যারিসন অসংলগ্ন ভাবে চললেন, 'আসলে কি হয়েছে জানেন, আমি একদিন ডাঃ ওল্ডফিল্ড আর মিস মনক্রিফের মধ্যে কিছু গোপন কথাবার্তা দৈবক্রমে শুনে ফেলেছিলাম। আমি নিশ্চিত, বিয়াত্রিচও কথাটা শুনেছিলো—তবে ও সেটা স্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না।'

'কথাগুলো কি?'

দু-এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে যেন সমস্ত ঘটনাটা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন নার্স হ্যারিসন। শেষে বলতে শুরু করলেন, 'মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগেকার ঘটনা এটা। ওঁরা খাবার ঘরে বসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ জীন মনক্রিফের গলা শুনতে পেলাম। উনি বলছিলেন, 'আর কতদিন অপেক্ষা করবো বলো চার্লস, আর যে পারছি না।' এরপরই ডাঃ ওল্ডফিল্ডের গলা পেলাম, 'আর বেশিদিন নয় সোনা, তুমি বিশ্বাস রাখো আমার ওপর।' জীন মনক্রিফ তখন আবার বলে উঠলেন, 'আমার আর ধৈর্য নেই, চার্লস। তুমি কি মনে করো এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে?' ডাঃ ওল্ডফিল্ড তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আর গণ্ডগোল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সামনের বছর এই সময় আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, দেখে নিও।'

একটু থেমে নার্স হ্যারিসন আবার বলতে শুরু করলেন, 'সেই প্রথম ওঁদের সম্পর্কের কথা জানলাম, মঁসিয়ে পোয়ারো। বুঝলাম ডাঃ ওল্ডফিল্ড আর মিস মনক্রিফের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক আছে। ডাক্তারবাবু যে জীন মনক্রিফকে পছন্দ করেন তা অবশ্য আমি আগেই জানতাম। এমন কি ওঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথাও আমার অজানা ছিলো না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এর আগে এর থেকে বেশি কিছু আমি ধারণা করতে পারিনি। কথাটা শোনার পর নীচে না নেমে আবার ওপরে উঠে গেলাম। আমি এত আশ্চর্য হয়েছিলাম যে বলবার নয়। সেই সময় রান্নাঘরের দরজাটা ফাঁক থাকতে দেখেছিলাম। ভেতরে বিয়াত্রিচ ছিলো, তাই সেও যে কথাগুলো শুনেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওঁরা যে ভাবে কথা বলছিলেন তাতে অর্থ দুরকম হতে পারে। হয়তো ডাঃ ওল্ডফিল্ড বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর স্ত্রী এত অসুস্থ যে বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই—আমার মনে হয় এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিয়াত্রিচের মতো মুখ্যু মেয়ে সেটা আর বুঝবে কি করে বলুন না। সে হয়তো ধরে নিয়েছে, ওঁরা দুজনে মিলে মিসেস ওল্ডফিল্ডকে হত্যার চক্রান্ত করছে।'

'কিন্তু আপনার ধারণা সেটা সত্যি নয়?'

'না,—নিশ্চয়ই না।'

পোয়ারো অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নার্স হ্যারিসনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। 'মাদাম, আমার মনে হয় আপনি আরও কিছু জানেন, কিন্তু আমার কাছে বলতে চাইছেন না।'

নার্স হ্যারিসনের গালে রক্তিমাভা দেখা দিলো। তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন তিনি, 'না না, আমি আর কিছুই জানি না, মঁসিয়ে পোয়ারো। এর মধ্যে না বলার মতো কী থাকতে পারে?'

'সেটা ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা হয়তো—'

নার্স হ্যারিসন মাথা দোলালেন। বিপর্যস্ত ভাবটা আবার ফিরে এলো।

পোয়ারো গম্ভীর মেজাজে বললেন, 'স্বরাষ্ট্র দফতর হয়তো মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃতদেহ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে।'

'ওহ্, না!' নার্স হ্যারিসনের চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠলো, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'আপনি কি এটা দুঃখজনক বলে মনে করছেন?'

'শুধু দুঃখজনক নয়, আমার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। এ নিয়ে কী সাংঘাতিক সমালোচনা শুরু হবে ভাবতে পারছেন? এটা ডাঃ ওল্ডফিল্ডের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হবে বলুন তো?'

'এ ব্যবস্থা ওঁর পক্ষে ভালো হবে না বলছেন? কেন?'

'আপনি বলছেন কী!'

পোয়ারো বললেন, 'ভদ্রলোক যদি সত্যিই নিরপরাধ হয়ে থাকেন তাহলে সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে, নয় কি?'

প্রশ্ন করে পোয়ারো চুপ করে গেলেন, বুঝলেন তাঁর কথাটা নার্স হ্যারিসন হয়তো কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মহিলার ভ্রুজোড়া ঈষৎ কুঁচকে উঠলো। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'আমি একথাটা ভেবে দেখিনি,' খুব সহজ গলায় বললেন তিনি। 'অবশ্য এছাড়া অন্য কোন রাস্তাও নেই।'

ঘরেব ছাদে একনাগাড়ে কতকগুলো দুমদুম শব্দ হলো। চমকে উঠলেন নার্স হ্যারিসন। 'এই রে, মিস ব্রিস্টো ডাকাডাকি করছেন। ওনার বিশ্রাম শেষ হয়ে গেছে। ওঁকে চা-টা দিয়ে আমি একটু বেরোবো।...ঠিক আছে, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি ঠিকই বলেছেন। মৃতদেহের একবার ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে পারলেই সব ব্যাপারটার চমৎকার মীমাংসা হয়ে যাবে। বেচারী ডাঃ ওল্ডফিল্ড তখন অন্তত এই বিশ্রী গুজবের হাত থেকে রেহাই পাবেন।'

পোয়ারোর সঙ্গে করমর্দন করে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

এরকুল পোয়ারো ডাকঘর পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। তারপর সেখান থেকে লণ্ডনে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন।

দূরভাষে ভেসে এলো একটা খিটখিটে কণ্ঠস্বর, 'আপনি এসব নিয়ে কেন মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি কি নিশ্চিত এটা আমাদের ব্যাপার? এসব গ্রাম্য গুজব সম্বন্ধে আপনার তো ভালোই জ্ঞান থাকার কথা। শেষে দেখবেন এটা ভিত্তিহীন কোন ঘটনা।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু এ ব্যাপারটার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন তাই মেনে নিলাম। অবশ্য আপনার কথা প্রায়ই ফলে যায়, এও সত্যি। কিন্তু সমস্তটাই যদি ভিত্তিহীন দেখা যায় তাহলে কিন্তু আমরা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবো না, মনে রাখবেন।'

আপন মনে হাসলেন পোয়ারো, বিড়বিড় করে বললেন, 'না, অন্তত আমি এতে সন্তুষ্ট হবো।'

'কী বলছেন? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'না, কিছু নয়। এমনিই।' গ্রাহকযন্ত্র নামিয়ে রাখলেন তিনি।

পোয়ারো এবার ডাকঘরের ভেতর ঢুকলেন। কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মাদাম, আমাকে একটা তথ্য জানাতে পারেন? ডাঃ ওল্ডফিল্ডের বাড়িতে বিয়াত্রিচ নামে যে পরিচারিকাটি কাজ করতো আমি তার ঠিকানা জানতে চাই।'

'বিয়াত্রিচ কিং? ও তো এরপর আরো দু বাড়ি কাজ করেছে। এখন মস নদীর ধারে মিসেস মার্লের কাছে রয়েছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে পোয়ারো দুখানা পোস্টকার্ড আর কিছু ডাকটিকিট কিনলেন। আর সেই কেনার ফাঁকেই মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। মেয়েটির চোখে আচমকা এক চোরা চাউনি ফুটে উঠলো, সেটা তাঁর নজর এড়ালো না। মেয়েটি বললো, 'হঠাৎ মারা গেলেন ভদ্রমহিলা, তাই না? লোকে তো এখন এই নিয়ে খুব আলোচনা করছে, আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন?' এক ঝলক কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটে উঠলো তার চোখে। 'আপনি কি সেই জন্যেই বিয়াত্রিচ কিংএর খোঁজ করছেন? ওর হঠাৎ ওখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসা আমাদের সবাইকেই অবাক করেছে। অনেকের ধারণা ও বোধহয় কিছু জানে,—কি জানি, জানতেও পারে হয়তো! ওর আকার ইঙ্গিত দেখে তো সেইরকমই মনে হয়।'

বেঁটেখাটো আকৃতির মেয়ে বিয়াত্রিচ কিং। দেখে মনে হয় চাপা প্রকৃতির। তার গলায় গলগণ্ড আছে। বাইরে বোকা-বোকা ভাব দেখাতে চাইলেও চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বেশ বুদ্ধি ধরে মেয়েটা। তার কাছ থেকে কথা আদায় করা যে সহজ হবে না এটা পরিষ্কার জানিয়ে দিলো সে। 'আমি এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানি না...ওখানে কি হয়েছে তাও আমার জানা নেই...ডাক্তারবাবু আর তার বৌ-এর মধ্যে কোন্ কথাটা আপনি বলছেন তাও তো বুঝতে পারছি না। দরজায় আড়িপাতা আমার স্বভাব নয়।'

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আর্সেনিক বিষের নাম শুনেছো কখনো?'

চাপা রাগে লাল হওয়া বিয়াত্রিচের চোখদুটো হঠাৎ উৎসাহে ঝলমল করে উঠলো। 'তাহলে ওষুধের শিশিতে ওই বিষটাই ছিলো?'

'কোন ওষুধের শিশি?' পোয়ারো আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

'যে ওষুধটা মনক্রিফদিদি আমার দিদিমণির জন্যে তৈরী করে দিয়েছিলেন! নার্সদিদি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ওষুধটা দেখে—আমি তাঁকে দেখেই বুঝেছিলাম। তিনি ওষুধটা একবার জিভে চেখে নিয়ে বার কয়েক গন্ধ শুঁকে দেখেন, তারপর শিশিটা বেসিনে উপুড় করে দিয়ে কলের জল ভরে রাখেন। ওষুধটাও অবশ্য জলের মতো সাদা ছিলো। এরপর মনক্রিফদিদি আমার দিদিমণির জন্যে এক কাপ চা তৈরী করে এনে দেন। কিন্তু নার্সদিদি সেটাও পালটে দিয়ে নতুন এক কাপ চা করে দিয়েছিলেন। উনি বলেন চা-টা নাকি গরম ছিলো না তাই উনি নতুন করে তৈরি করে দিলেন। এ সবই আমার চোখে দেখা। আমি তখন ভেবেছিলাম নার্সরা যেমন অকারণে হুড়োহুড়ি করে সেইরকমই বুঝি উনি করছেন। কিন্তু এখন বুঝছি এর পেছনে অন্য কারণ ছিলো।'

পোয়ারো মাথা দোলালেন। 'তুমি মনক্রিফদিদিকে পছন্দ করতে, বিয়াত্রিচ?'

'খুব খারাপ লাগতো না...উনি অবশ্য একলা থাকতেই পছন্দ করতেন। উনি যে ডাক্তারবাবুকে ভালবাসেন তা তাঁর চাউনি দেখলেই বোঝা যায়।'

পোয়ারো চিন্তাকুল ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

বিয়াত্রিচের সঙ্গে দেখা করে পোয়ারো সোজা হোটেলে ফিরে এসে জর্জকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলেন।

স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশ্লেষক ডাঃ অ্যালান গার্সিয়া দু হাত ঘষতে ঘষতে পোয়ারোর দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালেন। 'আশা করি এবারেও আপনার অনুমান অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে, মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনার তো কোনদিন ভুল হয় বলে জানি না।'

পোয়ারো বললেন, 'এ আপনার বিনয়ের কথা, ডাঃ গার্সিয়া।'

'আপনি ব্যাপারটা ধরলেন কি ভাবে ? শুধু কি গুজবের ওপর ভিত্তি করে ?'

মৃদু হাসলেন পোয়ারো। 'সেই যে আপনারা বলেন না, গুজব বা কেচ্ছা ছড়ানোর সময় মানুষের জিভ বর্ণময় হয়ে ওঠে !'

পরের দিন ট্রেনে করে আবার লগবরো মার্কেটে ফিরে এলেন পোয়ারো।

সমস্ত অঞ্চলটায় মৌমাছির মতো গুঞ্জন শুরু হয়েছে। শবদেহ তোলার পর থেকেই সারা গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা পরীক্ষা করার পর রিপোর্ট বের হতে অবস্থা তুঙ্গে গিয়ে ঠেকেছে।

পোয়ারো প্রায় এক ঘন্টা হলো হোটেলে এসে উঠেছেন। সবেমাত্র তিনি মধ্যাহ্নভোজ শেষ করেছেন এমন সময় খবর পেলেন এক ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। নার্স হ্যারিসন হাজির হলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, চোখদুটো গর্তে ঢুকেছে। সোজা পোয়ারোর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'এসব কি সত্যি, মঁসিয়ে পোয়ারো? এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই তো?'

পোয়ারো অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'হ্যাঁ, একজনের মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যতখানি দরকার তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে আর্সেনিক তাঁর পাকস্থলিতে পাওয়া গেছে।'

নার্স হ্যারিসন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি কল্পনাই করতে পারিনি—এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি....' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

পোয়ারো অমায়িক ভঙ্গিমায় বললেন, 'সত্য কোনদিন চাপা থাকে না, মাদাম।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে নার্স হ্যারিসন প্রশ্ন করলেন, 'ওঁর কি তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে?'

'এখনই সে কথা বলা যায় না। অনেক কিছুই প্রমাণ করতে হবে। তাঁর কতটা সুযোগ ছিলো—কী ভাবে বিষ সংগ্রহ করেন—কিসের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগ করেন, সবই জানতে হবে।'

'কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, ধরুন তিনি যদি এ সব কিছু না করে থাকেন? যদি সবটাই তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে থাকে?'

'সে ক্ষেত্রে অবশ্য,' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো, 'তিনি বেকসুর মুক্তি পেয়ে যাবেন।'

নার্স হ্যারিসন মৃদুস্বরে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে আমার আগেই জানানো উচিত ছিলো—তবে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিনা বলতে পারবো না। কিন্তু সে সময় ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছিলো।'

'আমি জানি এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে। বেশ, এখন বলতে পারেন সেটা।'

'ব্যাপার খুব সামান্যই। একদিন আমি কি একটা ওষুধ কেনার জন্যে ডাঃ ওল্ডফিল্ডের ডিস্‌পেনসারিতে গিয়েছিলাম। সেই সময় জীন মনক্রিফকে একটা অদ্ভুত কাজ করতে দেখেছি!'

'কি রকম?'

'কথাটা অবশ্য বোকার মতো শোনাবে। সেদিন তাকে একটা গোলাপী রঙের পাউডার কেসের ভেতর কিছু ঢালতে দেখেছিলাম।'

'আচ্ছা!'

'ওটা ঠিক পাউডার ছিলো না—মানে, মুখে মাখার পাউডারের কথা বলছি। বিষের আলমারি থেকে একটা বোতল বের করে তিনি কিছু ঢালছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ চমকে উঠে তিনি তাড়াতাড়ি পাউডার কেসটা বন্ধ করে ব্যাগে ভরে দেন। তারপর আমি যাতে দেখতে না পাই সেইভাবে শিশিটা আলমারিতে তুলে রাখেন। এটা তখন অবশ্য আমার কাছে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয়নি। তবে যখন শুনছি মিসেস ওল্ডফিল্ডকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে চুপ করে গেলেন নার্স হ্যারিসন।

পোয়ারো বেরিয়ে বার্কশায়ার পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট গ্রের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন।

তিনি আবার ফিরে এসে দেখেন নার্স হ্যারিসন স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। এরকুল পোয়ারোর মানসপটে ভেসে উঠলো বিষাদভরা লাল চুলওয়ালা একটি তরুণীর মুখচ্ছবি। কঠিন গলায় যে তাঁকে বলেছিলো, 'আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী নই।' শবদেহ পরীক্ষার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলো জীন মনক্রিফ। যুক্তিও অনেক দেখিয়েছিলো, কিন্তু তার মনোভাব চাপা থাকেনি। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত চতুর মেয়েটি—সঙ্কল্পে স্থির।

ঘটনাচক্রে সে এমন এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়লো, যাঁর এক চিররুগ্ন স্ত্রী বর্তমান। তবে নার্স হ্যারিসনের মতে ভদ্রমহিলার অসুখ বেশির ভাগই মনগড়া। এত তাড়াতাড়ি মারা যাবার সম্ভাবনা ছিলো না তাঁর।

পোয়ারো দীর্ঘনিশ্বাস নিলেন।

'কি ভাবছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'এই শোচনীয় ব্যাপারটার কথা ভাবছি।' উদাসীন স্বরে উত্তর দিলেন পোয়ারো।

'ডাক্তারবাবু এসব কিছু জানেন বলে তো আমার মনে হয় না।'

'আমারও তাই ধারণা।'

দরজা ঠেলে গোয়েন্দা সার্জেন্ট গ্রে ঘরে ঢুকলেন। সিল্কের রুমালে জড়ানো কিছু একটা বস্তু তাঁর হাতে। রুমাল খুলে সাবধানে সেটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। একটা উজ্জ্বল গোলাপী রঙের পাউডার কেস।

সেটা দেখামাত্র নার্স হ্যারিসন বলে উঠলেন, 'এটাই আমি দেখেছিলাম!'

গ্রে বললেন, 'মিস মনক্রিফের দেরাজের কোণে এটা পাওয়া গেছে। একটা রুমালে জড়ানো ছিলো। এতে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবুও সাবধানে হাত দেওয়াই ভালো।' হাতে রুমাল নিয়ে আলতো চাপ দিলেন তিনি। পাউডার কেসটা খুলে গেলো। 'দেখে তো মুখে মাখার পাউডার বলে মনে হয় না।' পাউডারে আঙুল ডুবিয়ে তিনি জিভে ঠেকালেন। 'না, কোন বিশেষ স্বাদ গন্ধ নেই।'

পোয়ারো বললেন, 'সাদা আর্সেনিকে কোন স্বাদ গন্ধ থাকে না।'

'রাসায়নিক পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।' নার্স হ্যারিসনের দিকে তাকালেন গ্রে। 'আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন, এই পাউডার কেসটাই দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ আমি নিশ্চিত। মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে এটাই আমি মিস মনক্রিফের হাতে দেখেছিলাম।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সার্জেন্ট গ্রে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। হাত বাড়িয়ে ঘণ্টি টিপলেন পোয়ারো।

'দয়া করে আমার চাকরকে পাঠিয়ে দেবেন।'

বিশ্বস্ত, সর্তক ভৃত্য জর্জ ঘরে ঢুকে তার প্রভুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। পোয়ারো তাকে একবার দেখে নিয়ে নার্স হ্যারিসনের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে বছর খানেক আগে এই পাউডার কেসটাই আপনি মিস মনক্রিফের হাতে দেখেছেন বলে সনাক্ত করছেন! কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই কেসটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মেসার্স উলওয়ার্থের দোকান থেকে কেনা হয়েছে। তাছাড়া এই বিশেষ ডিজাইন এবং রঙটা—মাত্র মাস-তিনেক হলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।'

নার্স হ্যারিসনের দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। চোখদুটো বড় বড় করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি।

'তুমি এই পাউডার কেসটা আগে কখনো দেখেছো জর্জ?' ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

জর্জ এগিয়ে এসে ভালো করে দেখে নিলো। 'হ্যাঁ বাবু, গত শুক্রবার, আঠারো তারিখে আমি এই দিদিমণিকে উলওয়ার্থের দোকান থেকে এটা কিনতে দেখেছি। আপনার নির্দেশমতো উনি যেখানেই যেতেন, আমি পিছু নিতাম। সেদিন উনি বাসে করে ডার্লিংটন গিয়ে এটা কিনে বাড়ি ফিরে যান। তারপর ওই দিনই উনি মনক্রিফদিদিমণির বাড়ি গিয়েছিলেন। আপনার কথামতো আমি আগেই ওখানে

লুকিয়ে ছিলাম। দেখলাম, উনি শোবার ঘরে ঢুকে একটা টেবিলের দেরাজে ওটা লুকিয়ে রাখলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে ওঁকে আমি খুব ভালো ভাবেই দেখতে পেয়েছি। উনি এরপর বাড়ি ফিরে আসেন। আমার মনে হয় এখানে কেউই বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে বেরোয় না। আর তখন সন্ধেও হয়ে এসেছিলো....'

নার্স হ্যারিসনের দিকে ফিরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পোয়ারো এবার বললেন, 'আপনি কি এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, মিস হ্যারিসন? আমার মনে হয় না। মেসার্স উলওয়ার্থের দোকান থেকে কেনার সময় এতে আর্সেনিক ছিলো না। কিন্তু মিস ব্রিস্টোর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আপনি বিষ মিশিয়ে নিয়েছিলেন।' খুব শান্তস্বরে এরপর বললেন, 'নিজের কাছে আর্সেনিক রেখে আপনি খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন।'

দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন নার্স হ্যারিসন। কান্না-ভেজানো গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি—সবই সত্যি। আমিই তাঁকে খুন করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু পেলাম না—কিছুই না। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, মঁসিয়ে পোয়ারো...আমি উন্মাদ ছিলাম...।'

জীন মনক্রিফ বললো, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি আপনার ওপর অকারণে রেগে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিলো আপনিই বোধহয় পরিস্থিতি ঘোরালো করে তুলছিলেন।'

পোয়ারো হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রথমে আমি সেইরকমই চেয়েছিলাম। এ যেন অনেকটা লোককাহিনী হাইড্রা দানবের মতো। যতবারই এর একটা মাথা কাটা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় দুটো মাথা গজিয়ে ওঠে। গুজবটা শুরু হয় ঠিক এইভাবে, প্রতি মুহূর্তে এর বিস্তার ঘটতে থাকে। তাই আমায় সমনামধারী পুরাকালের হারকিউলিসের মতো আমিও এই দানবের আদি মাথার খোঁজ শুরু করলাম। দানবের বিনাশ ঘটাতে গেলে এটাই সর্বাগ্রে নির্মূল করতে হবে। এই গুজবের স্রষ্টা কে? এটা খোঁজার জন্যে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। খুব সহজেই আমি নার্স হ্যারিসনের খোঁজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি। নিজেকে তিনি এক অতি বুদ্ধিমতী এবং সহানুভূতিশীলা মহিলা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করে ফেললেন তিনি। বললেন, আপনার এবং ডাক্তার ওল্ডফিল্ডের মধ্যে কিছু গোপন কথাবার্তা তিনি নাকি হঠাৎ শুনে ফেলেছেন। কথাগুলো উনি শোনালেনও আমাকে। কিন্তু আমি তখনই বুঝলাম এটা কখনো সত্যি হতে পারে না—মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে এটা অবাস্তব। আপনারা দুজনেই যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন। তাই আপনারা যদি মিসেস ওল্ডফিল্ডকে হত্যা করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে কখনই এমন জায়গায় আলোচনা করবেন না যেখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি সিঁড়ির ওপর থেকে বা রান্নাঘরের ভেতর থেকে শুনতে পারে। তাছাড়া উনি যে কথাবার্তাগুলো আমার কাছে উল্লেখ করেন সেটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কোন বয়স্কা

স্ত্রীলোকের গলাতে ভালো মানাতো। আসলে উনি ওই রকম একটা পরিবেশ মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে কথাগুলো আমার কাছে বলেন, অতটা তলিয়ে দেখেননি।

'এরপরই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে গেলো। ভেবে দেখলাম নার্স হ্যারিসন এখনও যুবতী এবং যথেষ্ট রূপলাবণ্যের অধিকারিণী—তাছাড়া তিন বছর ধরে তিনি ডাঃ ওল্ডফিল্ডের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। ডাক্তার ওল্ডফিল্ডও তাঁর কর্মতৎপরতা ওবং সহানুভূতিশীলতার পরিচয় পেয়ে খুশি ছিলেন। মিস হ্যারিসন ভেবেছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর ডাঃ ওল্ডফিল্ড হয়তো তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন। কিন্তু মিসেস ওল্ডফিল্ডের মৃত্যুর পর তিনি জানলেন ডাক্তার আপনাকে ভালবাসেন। প্রচণ্ড রাগে আর হিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি তখন রটাতে শুরু করলেন ডাঃ ওল্ডফিল্ড তাঁর স্ত্রীকে বিষ দিয়ে মেরেছেন।

'এটা অবশ্য আমি প্রথমেই একটু আঁচ করেছিলাম। এই গুজবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন প্রতিহিংসাপরায়ণা স্ত্রীলোক আছে। বিনা আগুনে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় না এই প্রবাদ বাক্যটার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। শুধু গুজব ছড়িয়েই নার্স হ্যারিসন ক্ষান্ত আছেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ জাগলো। তিনি কয়েকটা অদ্ভুত কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মিসেস ওল্ডফিল্ডের অসুখটা নাকি বেশীর ভাগই কল্পনাপ্রসূত,—প্রকৃতপক্ষে অতটা যন্ত্রনা নাকি তিনি ভোগ করেছিলেন না। এদিকে নিজের স্ত্রীর অসুস্থতা সম্বন্ধে ডাঃ ওল্ডফিল্ডের কিন্তু কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর মৃত্যুতেও তিনি অবাক হননি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি আরও একজন চিকিৎসককে দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তিনিও এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। আমি তখন পরীক্ষামূলক ভাবে শবদেহের ডাক্তারী পরীক্ষার প্রস্তাব করলাম। আমার কথা শুনে তিনি মনে মনে আতকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিহিংসার মনবৃত্তি তাঁর মধ্যে জেগে উঠলো। আর্সেনিক পাওয়া গেলেই বা কি— তাঁকে তো আর কেউ সন্দেহ করতে পারছে না। বরং এতে ডাঃ ওল্ডফিল্ড আর জীন মনক্রিফই জড়িয়ে পড়বে।

'আমার মনে একটাই আশা ছিলো। নার্স হ্যারিসনকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে হবে। আমি জানতাম, জীন মনক্রিফ যাতে সন্দেহ থেকে মুক্তি না পান তার জন্যে উনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, তাঁকে জালে জড়ানোর। আমি আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য জর্জকে কিছু নির্দেশ দিয়ে রাখলাম—যাকে উনি কোনদিন দেখেননি। জর্জ তাঁকে সমানে অনুসরণ করে চললো। আর তারপরই মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

জীন মনক্রিফ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললো, 'সত্যি, আপনার তুলনা হয় না, মঁসিয়ে পোয়ারো।'

ডাঃ ওল্ডফিল্ডও তাঁর সুরে মিলিয়ে বললেন, 'সে আর বলতে। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো। ওহ্, কী অন্ধ আর মুর্খই না ছিলাম!'

পোয়ারো কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনিও কি অন্ধ ছিলেন নাকি, মাদমোয়াজেল?'

জীন মনক্রিফ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো, 'আমি ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। আলমারির মধ্যে রাখা আর্সেনিকের হিসেবটা—'

ডাঃ ওল্ডফিল্ড প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'জীন, তুমি কি আমাকে—?'

'না না, তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম হয়তো মিসেস ওল্ডফিল্ড ওটা কোনরকমে বের করে নিয়েছিলেন। আর নিজের অসুস্থতা প্রমাণ করতে আর সহানুভূতি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ওটা অল্প খেতেন। তারপর হয়তো এক সময় বেশী মাত্রায় খেয়ে ফেলেন। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম, শবদেহ পরীক্ষা করার পর যদি আর্সেনিক ধরা পড়ে তাহলে তারা কখনই আমায় বিশ্বাস করবে না। ওরা ধরে নেবে তুমিই স্ত্রীকে বিষ খাইয়েছো। যে কারণে ডিসপেনসারি থেকে আর্সেনিক অদৃশ্য হবার কথা আমি কাউকে জানাইনি। বিষের হিসেবও সে কারণে আমি ভুল লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু নার্স হ্যারিসনের কথা আমার একবারও মনে হয়নি।'

ওল্ডফিল্ড বললেন, 'আমিও ভাবিনি। ওকে আমি এত নম্র আর ভদ্রস্বভাবের মেয়ে ভাবতাম যে, ওর কথা কল্পনাও করিনি।'

পোয়ারো বিষাদ-মাখানো স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে থাকলে তিনি আদর্শ স্ত্রী আর মা হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কামনা বাসনা ছিলো অত্যন্ত বেশি।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি স্বগতোক্তি করলেন, 'খুবই দুঃখজনক।' মাঝবয়সী পুরুষটি আর তাঁর বিপরীতে উৎসুক হয়ে বসা স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। মনে মনে বললেনঃ

অন্ধকারের কালিমা মুছে যাবার পর এরা এবার সূর্যের আলো দেখতে পাবে...আর আমিও হারকিউলিসের দ্বিতীয় কর্তব্য সমাধা করলাম।

অনুবাদ ☐ বাবু মুখোপাধ্যায়

দ্য

আর্কেডিয়ান ডিয়ার

সামান্য উষ্ণতার আশায় মেঝেতে পা ঠুকলেন এরকুল পোয়ারো। হাতের আঙুলে সজোরে ফুঁ দিলেন। তাঁর গোঁফের কোণ বেয়ে টপটপ করে গলে পড়ছে তুষারের কণা।

দরজায় টোকা মেরে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করলো। আচরণে ধীরস্থির, মোটা-সোটা, গ্রাম্য মেয়ে। দুচোখে যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে সে অপলকে চেয়ে রইলো এরকুল পোয়ারোর দিকে। সম্ভবত ঠিক এরকম কাউকে সে আগে কখনও দেখেনি।

সে জানতে চাইলো, 'আপনি কি ঘন্টি বাজিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। দয়া করে একটু আগুনটা জ্বেলে দেবার ব্যবস্থা করবে?'

মেয়েটি চলে গেলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ ও কাঠ নিয়ে ফিরে এলো। বিশাল ভিক্টোরিও তাপচুল্লীর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে আগুন জ্বালানোর প্রস্তুতি শুরু করলো সে।

এরকুল পোয়ারো তাঁর মেঝেতে পা ঠোকা, হাত দোলানো এবং আঙুলে ফুঁ দেবার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তিনি এই মুহূর্তে বেশ বিরক্ত। কারণ তাঁর গাড়ি—একটি মূল্যবান মেসারো গ্রাৎস্—একটা গাড়ির কাছে যতখানি যান্ত্রিক সূক্ষ্মতা তিনি আশা করেন, সেই মাপকাঠি অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেনি। তাঁর ড্রাইভার, জনৈক যুবক, যে ভালো অঙ্কের মাইনে পেয়ে থাকে, শত চেষ্টাতেও গাড়ির অবস্থার উন্নতি করতে পারেনি। অবশেষে প্রতিবাদের চরম নোটিস জানিয়ে জনপদ থেকে দেড় মাইল দূরের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্তায় গাড়িটা স্তব্ধ হয়েছে। তখন শুরু হয়েছে তুষারপাত। এরকুল পোয়ারো তাঁর চকচকে বার্নিশ করা চামড়ার জুতো পরেই সেই দেড় মাইল অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর এসে পৌঁছেছেন নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম হার্টলি ডীন-এ। গ্রীষ্মকালে এই গ্রামে প্রাণচঞ্চলতার প্রতিটি লক্ষণ দেখা গেলেও শীতে এর চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত—নিস্প্রাণ। সুতরাং একজন অতিথির আবির্ভাবে 'ব্ল্যাক সোয়ান' অতিথিশালা রীতিমতো আতঙ্ক প্রকাশ করেছে। মালিক ভদ্রলোক যথেষ্ট বাকচাতুরী দেখিয়ে জানিয়েছেন যে স্থানীয় গ্যারেজ থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে এবং তাতে এই অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এরকুল পোয়ারো। তাঁর ল্যাটিন অহমিকাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গাড়ি ভাড়া করবেন তিনি? তাঁর নিজের তো গাড়ি রয়েছে—যথেষ্ট বড় গাড়ি—দামী গাড়ি। শহরে ফিরে যেতে হলে তিনি নিজের গাড়িতেই যাবেন, অন্য কোন গাড়িতে নয়। আর গাড়ি মেরামতের কাজ যদি তাড়াতাড়িও শেষ হয়, তাহলেও এই বরফের মধ্যে তিনি কাল সকালের আগে রওনা হচ্ছেন না। তাঁর এখন প্রয়োজন একটা ঘরের, একটা তাপচুল্লীর, এবং রাতের খাবার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালিক ভদ্রলোক তাঁকে ঘরে নিয়ে গেছেন, পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাপচুল্লীতে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে, তারপর ফিরে গেছেন স্ত্রীর কাছে সাম্প্রতিক খাদ্যসরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে।

এক ঘণ্টা পরে তাপচুল্লীর আরামদায়ক উষ্ণতার দিকে পা ছড়িয়ে এরকুল পোয়ারো ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে রোমন্থন করছিলেন তাঁর সদ্যসমাপ্ত নৈশভোজের স্মৃতি। সত্যি যে স্টেকগুলো কোথাও শক্ত কোথাও অসম্ভব নরম ছিলো, ব্রাসেল্‌স্ স্প্রাউটগুলো ছিলো আকারে বড়, ফ্যাকাশে, আর থকথকে, আলুগুলোর ভেতরটা ছিলো পাথরের মতো শক্ত। সেদ্ধ আপেলের টুকরো অথবা তাকে অনুসরণকারী পায়েসের কথাও তেমন বলার মতন নয়। চীজটা যেমন শক্ত, বিস্কুটগুলোও ছিলো তেমনি নরম। লাফিয়ে ওঠা আগুনের শিখার দিকে সন্তুষ্ট চোখে তাকিয়ে তরল কাদার কাপে, যাকে আলংকারিক ভাষায় কফি বলা হয়, সন্তর্পণে চুমুক দিতে দিতে ভাবলেন এরকুল পোয়ারো, তা হলেও, খালি পেটে থাকার চেয়ে ভর্তি অবস্থা অনেক ভালো, আর বরফ-বিছানো পথে বার্ণিশ করা চামড়ার জুতো পায়ে হেঁটে আসার পর তাপচুল্লীর পাশে বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া নেহাতই স্বর্গ!

দরজায় টোকা মারার শব্দ করে পরিচারিকাটি ঘরে ঢুকলো।

'স্যার, গ্যারেজের লোক এখানে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

এরকুল পোয়ারো সৌজন্যের সুরে উত্তর দিলেন, 'তাকে ওপরে আসতে অনুমতি দেওয়া হোক।'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে চলে গেল। পোয়ারো স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করলেন, তাঁর সম্পর্কে মেয়েটির বর্ণনা আগামী বহু বছর ধরে ওর বন্ধুবান্ধবের আনন্দের খোরাক যোগাবে।

দরজায় আর একবার টোকা মারার শব্দ হলো—একটু ভিন্ন ধরনের শব্দ—এবং পোয়ারো ডেকে উঠলেন, 'ভেতরে এসো।'

তিনি অনুকূল মনোভাব নিয়ে তাকালেন যুবকটির দিকে। ঘরে ঢুকে কেমন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, টুপিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দু হাতে।

তিনি ভাবলেন, উপস্থিত যুবক তাঁর দেখা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষদের অন্যতম নিদর্শন। তার সরল মুখমণ্ডলে গ্রীক দেবতার সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যের ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট।

যুবকটি চাপা নীরস কণ্ঠে বললো, 'গাড়িটার কথা বলতে এলাম স্যার। ওটা আমরা গ্যারেজে নিয়ে এসেছি। আর গোলমালটা কোথায় তাও ধরে ফেলেছি। মাত্র ঘণ্টা খানেক লাগবে সারাই করতে।'

পোয়ারো বললেন, 'কি গোলমাল হয়েছে?'

যুবকটি সাগ্রহে গাড়ির ইঞ্জিন-সংক্রান্ত পরিভাষায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে শান্তভাবে মাথা নাড়লেন, কিন্তু তিনি শুনছিলেন না কিছুই। নিখুঁত দেহসৌষ্ঠবকে তিনি বরাবরই শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মতে, চারপাশে চশমাওলা ইঁদুরের সংখ্যা বড় বেশী। খুশি হয়ে আপন মনেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, একজন গ্রীক দেবতা—আর্কেডির কোন তরুণ মেষপালক।'

যুবকটি হঠাৎই থেমে গেল। ঠিক তখনই এরকুল পোয়ারোর ভুরু যুগল ঘন হয়ে উঠলো সেকেন্ডের জন্য। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো নান্দনিক, [illegible]

মানসিক। দৃষ্টি উঠিয়ে ধরতেই তাঁর চোখজোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে এলো কৌতূহলে।

তিনি বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি!' একটু থেমে তিনি আবার যোগ করলেন, 'তুমি এইমাত্র যা যা বললে সবই আমার ড্রাইভার আমাকে জানিয়েছে।'

যুবকের দু গালে পলকে ছড়িয়ে পড়া রক্তাভা পোয়ারোর নজর এড়ালো না। ঘাবড়ে গিয়ে তার আঙুলগুলো চেপে বসলো টুপিটার ওপর।

সে তোতলা স্বরে বললো, 'হ্ হ্যাঁ, স্যার। সে আমি জানি।'

এরকুল পোয়ারো মসৃণ কণ্ঠে বলে চললেন, 'কিন্তু তুমি ভেবেছো নিজের মুখে সে কথা আমাকে জানালে ভালো হবে?'

'অ্যা—হ্যাঁ, স্যার। ভাবলাম, নিজের মুখে আপনাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

এরকুল পোয়ারো বললেন, 'তোমার দায়িত্বজ্ঞান প্রশংসা করার মতো। ধন্যবাদ।'

শেষ কথাগুলোয় আলোচনা পরিসমাপ্তির অস্পষ্ট অথচ নির্ভুল ইঙ্গিত থাকলেও তিনি কখনোই ভাবেননি যুবকটি বিদায় নেবে, এবং তাঁর অনুমানকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করে সে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার আঙুলগুলো এক অজ্ঞাত আক্ষেপে পশমের টুপিটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরতে লাগলো। আরও নীচু এবং বিহ্বল স্বরে সে বললো, 'ইয়ে—মাপ করবেন, স্যার—এ কথা কি সত্যি যে আপনিই সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক—মানে, আপনিই মিঃ এরকুল পোয়ারো?' নামটাকে সযত্নে উচ্চারণ করলো সে।

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

যুবকের মুখমণ্ডলে রক্তের ঝলক উঁকি মারল।

সে বলল, 'খবরের কাগজে আপনার সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম।'

'হুঁ—'

ছেলেটির দু গাল এখন ঘোর লাল। তার দু চোখে যন্ত্রণার ছায়া—যন্ত্রণা এবং আকুতি। এরকুল পোয়ারো তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

তিনি নরম স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বলো, কি জানতে চাও?'

উত্তরে শব্দগুলো ভেসে এলো দুরন্ত গতিতে।

'ভয় হচ্ছে, আপনি হয়তো এটাকে আমার তরফে চরম ধৃষ্টতা বলে মনে করবেন, স্যার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এভাবে এ জায়গায় আপনার এসে পড়াটা—মানে, এরকম সুযোগ নষ্ট করা যায় না, বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে কাগজে পড়বার পর। কত ঘটনা আপনি শুধু বুদ্ধি দিয়ে মিটমাট করে দিয়েছেন। যাই হোক, ভাবলাম, আর কিছু না হোক একবার আপনাকে জিজ্ঞেস করে দেখবো। শুধু জিজ্ঞেস করাতে তো কোন ক্ষতি নেই, বলুন?'

এরকুল পোয়ারো মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, 'তুমি কোন্ ব্যাপারে আমার সাহায্য চাও?'

যুবক সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো। তক্ত বিহ্বল কণ্ঠে সে বললো, 'একটি—একটি মেয়ের ব্যাপারে। আপনি—আপনি যদি ওকে খুঁজে দেন।'

'খুঁজে দেবো? তার মানে সে কি হারিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

এরকুল পোয়ারো চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন।

তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'আমি হয়তো তোমাকে সাহায্যে করতে পারি ঠিক। কিন্তু যাদের কাছে তোমার প্রথমে যাওয়া দরকার তারা হলো পুলিশ। এটা ওদেরই কাজ, আর ওসব ব্যাপারে ওদের আমার চেয়ে অনেক বেশি হাত আছে।'

ছেলেটি নড়েচড়ে দাঁড়ালো।

অপ্রতিভ স্বরে বললো, 'সে আমি যেতে পারবো না, স্যার। ব্যাপারটা ঠিক পুলিশে যাবার মতন নয়। বলতে গেলে ঘটনাটা একটু অদ্ভুত।'

এরকুল পোয়ারো স্থির চোখে দেখলেন তার দিকে। তারপর একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন।

'ঠিক আছে, তাহলে বোসো—কি নাম তোমার?'

'উইলিয়ামসন, স্যার, টেড উইলিয়ামসন।'

'বোসো, টেড। পুরো ব্যাপারটা আমায় খুলে বলো।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' সে চেয়ারটা টেনে অতি সন্তর্পণে তার কিনারায় বসলো। তার দু চোখে এখনও সারমেয়সুলভ আকুতি।

এরকুল পোয়ারো নরম সুরে বললেন, 'বলো।'

টেড উইলিয়ামসন গভীর শ্বাস নিলো।

'মানে, জানেন, স্যার ঘটনাটা ঘটেছিলো ঠিক এইরকম। ওকে আমি মাত্র একবারই দেখেছি। ওর সঠিক নাম-ঠিকানা কিছুই আমি জানি না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত, বিশেষ করে আমার চিঠি ফিরে আসাটা।'

'প্রথম থেকে শুরু করো।' বললেন এরকুল পোয়ারো, 'তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু যা যা ঘটেছে সেইটুকুই আমাকে শোনাও।'

'বলছি, স্যার। আপনি হয়তো "গ্রাসলন" চেনেন, স্যার, ব্রিজ পার হয়ে নদীর ধারে যে বড় বাড়িটা?'

'আমি এখানে কিছুই চিনি না।'

'বাড়িটা স্যার জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ডের। গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে বা পার্টি দিতে তিনি বাড়িটা ব্যবহার করে থাকেন—তিনি নিয়ম মেনে শুধু হাসিখুশি ঘোড়বাজ লোকেদেরই নেমন্তন্ন করেন। অভিনেতা অভিনেত্রী এইসব। সে যাক, আসল ঘটনা ঘটে গত জুন মাসে—বাড়ির ওয়্যারলেসটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা আমাকে ডেকে পাঠান সেটা সারাই করতে।'

পোয়ারো সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়লেন।

'আমি তো গেলাম। ভদ্রলোক তখন তাঁর অতিথিদের নিয়ে নদীতে বেড়াতে গেছেন, রাঁধুনীও বাড়িতে ছিলো না, আর তাঁর চাকররাও তাঁর সঙ্গে গেছে নৌকোয় অতিথিদের পানীয় ও খাবার পরিবেশন করার জন্যে। বাড়িতে ছিলো শুধু ওই মেয়েটা—ও ছিলো একজন মহিলা অতিথির পরিচারিকা। ওই দরজা খুলে আমাকে

নিয়ে গেলো ওয়্যারলেস সেটটার কাছে, এবং যতক্ষণ আমি কাজ করেছি সারাক্ষণই সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সুতরাং আমাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। ওর নাম নিটা, ওই আমাকে বলেছে। ওর মালকিন একজন রুশীয় নর্তকী।'

'মেয়েটি জাতিতে কি, ইংরেজ?'

'না, স্যার, মনে হয় ফরাসী হবে। ওর কথায় এক অদ্ভুত টান ছিলো। কিন্তু ইংরেজী ও ভালোই বলছিলো। ও—ও বেশ সহজভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি ও আমার সঙ্গে সে রাতে সিনেমায় যেতে পারবে কিনা, কিন্তু ও বলে রাতে দিদিমণির ওকে দরকার হতে পারে। তবে ও ইচ্ছে করলে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে বিকেল নাগাদ বেরোতে পাবে, কারণ অতিথিদের লঞ্চে বেরিয়ে ফিরতে ফিরতে দেরি হবে। সুতরাং, মোট কথা হলো আমিও বিকেলটা মালিককে না জানিয়ে ছুটি নিয়ে নিই (আর সেজন্য বরখাস্ত হতে হতে বেঁচে গেছি।) এবং নদীর তীরে আমরা দুজনে বেড়াতে যাই।'

সে একটু থামলো। একটা অস্পষ্ট হাসি তার ঠোঁটে খেলা করছে। দু চোখ স্বপ্নিল।

পোয়ারো মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ওকে দেখতে কেমন, সুন্দর?'

'ওরকম সুন্দরী আপনি দেখেননি। ওর চুল ছিলো সোনার মতো—ঘাড়ের কাছ থেকে দু পাশে উঠে গেছে ডানার মতো—আর ভীষণ হাসিখুশি, ছটফটে ওর স্বভাব। আমি—আমি ওকে দেখা মাত্রই ওর প্রেমে পড়েছি, স্যার। এতটুকু বানিয়ে বলছি না।'

পোয়ারো সম্মতি জানালেন নীরবে।

উইলিয়ামসন বলে চললো, 'ও তারপর বলেছে ওর দিদিমণি আবার দিন পনেরোর মধ্যে এখানে আসবেন এবং তখন আমরা দেখা করবো বলে ঠিক করি।' সে একটু থামল, 'কিন্তু ও আর আসেনি। ওর কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু ওর দেখা পাইনি, অবশেষে সাহস করে আমি ওই বাড়িতে গেছি, গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। ওরা বললো, রুশীয় ভদ্রমহিলা ও তাঁর পরিচারিকা দুজনেই বাড়িতে রয়েছেন। ওরা পরিচারিকাকে ডেকে পাঠায়, কিন্তু সে আসতেই দেখলাম সে নিটা নয়! একটা ময়লা রঙের রুক্ষ চেহারার মেয়ে—যদি কাউকে সাহসী বলতে হয় তো একেই বলতে হয়। ওরা ওকে মেরি বলে ডাকছিলো।' তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছো? 'ও বললো, মুখে একগাল বোকা-বোকা হাসি। ও নিশ্চয়ই বুঝেছিলো আমি একটু থতমত খেয়ে গেছি। বললাম, ও-ই কি সেই রুশীয় ভদ্রমহিলার পরিচারিকা, আর আমি যাকে আগে দেখেছি সে যে অন্য মেয়ে সে বিষয়েও কি যেন বলেছি, তখন ও জোরে হেসে উঠেছে, বলেছে, আগের পরিচারিকাকে হঠাৎ ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ছুটি দেওয়া [illegible]?' অবাক হয়ে বলেছি, 'কি জন্য?' মেয়েটা একটা কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি করে হাত ও-টালো। 'আমি কি করে জানবো?' ও বললো, 'আমি তো তখন ছিলাম না।'

'সত্যি স্যার, এ ঘটনায় আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। সেই মুহূর্তে কি বলবো ভেবে পাইনি।

'কিন্তু পরে সাহস সঞ্চয় করে আমি মেরির সঙ্গে আবার দেখা করলাম। নিটার ঠিকানা চাইলাম ওর কাছে, ওকে বলিনি নিটার পদবী আমি জানি না। যদি আমার কথামতো কাজ করে তাহলে ওকে একটা উপহার দেবো বলে কবুল করেছিলাম—ও সেই ধরনের মেয়ে যারা লাভ ছাড়া কোন কাজ করতে চায় না। সে যাক, ঠিকানা ও আমাকে এনে দিলো—নর্থ লণ্ডনের একটা ঠিকানা, আমি সেই ঠিকানায় চিঠি লিখলাম নিটাকে—কিন্তু দিন কয়েক বাদেই চিঠিটা ফিরে এলো—খামের ওপর "এই ঠিকানায় বর্তমানে নেই" লিখে পোস্ট অফিস ওটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।'

টেড উইলিয়ামসন থামলো, তার চোখ গভীর নীল। স্থির চোখ, পোয়ারোর দিকে নিবদ্ধ। সে বললো, 'এবার তো বুঝলেন, স্যার? এটা নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু আমি ওকে খুঁজে বার করতে চাই। জানিনা কি ভাবে ওর খোঁজ করব। যদি—যদি আপনি ওর সন্ধান আমাকে এনে দেন...' তার মুখের রঙ গাঢ় হলো, 'আমার—আমার খুব সামান্য কিছু জমানো টাকা আছে। পাউণ্ড পাঁচেক হবে—হয়তো টেনেটুনে দশ পাউণ্ডও হতে পারে।'

পোয়ারো শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আর্থিক দিকটা এক্ষুনি আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমে এই কথাটা ভেবে দ্যাখো—এই মেয়েটি, নিটা—সে তোমার নাম, কোথায় কাজ করো, তা জানতো?'

'হ্যাঁ, স্যার, জানতো।

'সুতরাং ইচ্ছে করলেই সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো?'

টেড ধীরে ধীরে বললো, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে তোমার কি মনে হয় না—হয়তো—'

টেড উইলিয়ামসন তাঁকে বাধা দিলো।

'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, আমি ওকে ভালবাসলেও ও আমাকে ভালবাসেনি? কি জানি, হয়তো সেটা সত্যি হতে পারে। কিন্তু আমাকে ওর ভালো লেগেছে—এতে কোন ভুল নেই—নিছক মজা করার জন্যে ও আমার সঙ্গে মেশেনি। আর আমিও অনেক ভেবেছি, স্যার, হয়তো এসবের পেছনে কোন কারণ আছে। কেন না স্যার, যে সব লোকের সঙ্গে ও ছিলো তারা খুব সুবিধের ছিলো না। হয়তো ও কোন বিপদে পড়েছে, বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাইছি।'

'তার মানে সে মা হতে চলেছিলো? তোমার জন্য?'

'না, স্যার, আমার জন্য নয়।' টেডের মুখ রক্তের আকস্মিক ঝলক, 'আমাদের মধ্যে সেরকম সম্পর্ক ছিলো না।'

পোয়ারো চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'আর তোমার ধারণা যদি সত্যি হয়—তা সত্ত্বেও তুমি ওকে খুঁজে বার করতে চাও?'

টেড উইলিয়ামসনের মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস সীমাহীন।

সে বললো, 'হ্যাঁ, স্যর, চাই এবং সেটাই শেষ কথা। ও যদি অরাজী না হয় তাহলে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। যে বিপদেই ও পড়ুক না কেন তাতে আমার কথার কোন নড়চড় হবে না। শুধু আপনি যদি একটু কষ্ট করে ওর খোঁজ আমাকে এনে দেন, স্যর?'

এরকুল পোয়ারো স্মিত হাসলেন। তিনি আপন মনেই বললেন, ' "সোনালী ডানার মতো চুল।" হুঁ, আমার ধারণা এটাই হারকিউলিসের তৃতীয় শ্রমের পরীক্ষা। যদি আমার স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে তাহলে সেটা ঘটেছিলো আর্কেডিতে।'

টেড উইলিয়ামসনের অনেক পরিশ্রমে লিখে দেওয়া নাম ঠিকানা লেখা কাগজটার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন এরকুল পোয়ারো।

মিস ভ্যালেটা, ১৭ আপার রেনফ্রু লেন, এন. ১৫।

এই ঠিকানায় গিয়ে নতুন কিছু জানতে পারবেন কিনা কে জানে। সম্ভবত পারবেন না। কিন্তু টেড তাঁকে এর বেশী কোন সূত্র দিতে পারেনি।

সতেরো আপার রেনফ্রু লেন চেহারায় মলিন হলেও চরিত্রে সম্ভ্রান্ত। পোয়ারোর টোকার উত্তরে দরজা খুলে দিলেন জনৈক ঝাপসা-চোখ শক্তসমর্থ মহিলা।

'মিস ভ্যালেটা?'

'অনেক দিন হলো চলে গেছে সে।'

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো, পোয়ারো একধাপ এগিয়ে চৌকাঠে পা রাখলেন।

'তার ঠিকানাটা হয়তো আপনি আমাকে দিতে পারবেন?'

'উহুঁ। সে কোন ঠিকানা রেখে যায়নি।'

'এ বাড়ি ছেড়ে সে গেছে কবে?'

'গত গ্রীষ্মে।'

'সঠিক তারিখটা আমাকে বলতে পারেন?'

দুটো আধ ক্রাউনের বন্ধুত্বপূর্ণ ঠোকাঠুকির টুংটাং শব্দ শোনা গেলো পোয়ারোর ডান হাত থেকে। ঝাপসা চোখ ভদ্রমহিলা যেন যাদুমন্ত্রবলে নরম হলেন। হয়ে উঠলেন দয়ার প্রতিমূর্তি।

'আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য, স্যর। দাঁড়ান, ভেবে দেখি। আগস্ট, না, তারও আগে—জুলাই—হ্যাঁ, জুলাই মাসেই হবে। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তা নাগাদ। খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিলো মেয়েটি। বোধহয় ইটালিতেই ফিরে গেছে।'

'তাহলে সে ইটালিয়ান ছিলো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর।'

'আর এক সময়ে সে একজন রাশিয়ান নর্তকীর পরিচারিকা ছিলো, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মাদাম সিমোলিনা না কি যেন নাম। থেসপিয়ানে নাচতেন তিনি,

যে নাচ দেখবার জন্যে এখানকার লোকেরা একেবারে পাগল। তিনি ছিলেন নামী তারকাদের একজন।'

পোয়ারো বললেন, 'মিস ভ্যালেটা চাকরি ছাড়লো কেন জানেন?'

মহিলা একমুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, 'নাঃ, জানি না।'

'তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তাই না?'

'মানে—যদ্দুর শুনেছি একটু-আধটু জল ঘোলা হয়েছিলো! কিন্তু জানবেন, ভ্যালেটা আমাকে কিছুই খুলে বলেনি। মন খুলে কথা বলবার মতো মেয়ে সে ছিলো না। কিন্তু তাকে দেখে মনে হতো রেগে আগুন হয়ে আছে। মেয়েটার মেজাজও ছিলো অত্যন্ত খারাপ—একেবারে আ-ইটালিয়ান মেজাজ—কালো চোখজোড়া সব সময়েই কটমট করতো, যেন আপনার বুকে ছুরি বসাতে পারলে তার মন ঠাণ্ডা হয়। তার মেজাজ খারাপ থাকলে আমি তো ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না!'

'তাহলে মিস ভ্যালেটার এখনকার ঠিকানা আপনি জানেন না?'

উৎসাহ দিতে টুংটাং শব্দে আবার বেজে উঠলো আধ ক্রাউন দুটো।

উত্তরের সুর সত্যি বলেই মনে হল। 'যদি জানতাম, স্যর, আপনাকে সে খবর দিতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু বললাম তো—মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ চলে যায়, আর আমার এই সার কথা!'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে আপন মনেই বললেন, হুঁ, এই সার কথা।

মুক্তি আসন্ন একটি ব্যালের জন্য দৃশ্যপট আঁকছে অ্যামব্রোস ভ্যাণ্ডেল। সেই কাজের সাগ্রহ বিবৃতির সামান্য মোড় ফেরাতেই তার কাছ থেকে বেশ সহজেই খবরাখবর পাওয়া গেল।

'স্যাণ্ডারফিল্ড? জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ড? বড় বাজে লোক। টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে জানি, কিন্তু লোকে বলে সে দু নম্বরী আদমী। কালো ঘোড়া! কোন নাচুনীর সঙ্গে লটরপটর? নিশ্চয়ই মশাই, ছিলো বৈকি—কাত্রিনার সঙ্গে। কাত্রিনা সামুশেন্‌কা। আপনি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছেন? কি বলবো মশাই—দারুন মাল। কি নাচের কায়দা! "দ্য সোয়ান অফ টুওলেলা"—এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন? ওতে দৃশ্যসজ্জা আমার ছিলো। আর ডিবুসি না ম্যানাইন-এর ওটা দেখেছেন—"লা বিশ ও বোয়া"? ওতে মাইকেল নভগিনের সঙ্গে মেয়েটা নেচেছিলো। মাইকেলের তুলনা নেই, কি বলেন?'

'তাহলে মিস কাত্রিনা স্যর জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ডের বান্ধবী ছিলেন?'

'হ্যাঁ, সপ্তাহশেষের ছুটিগুলো তো তার সঙ্গে নদীর ধারের বাড়িতেই মেয়েটা কাটাতো। শুনেছি লোকটা নাকি বেশ জমকালো পার্টি দেয়।'

'মাদমোয়াজেল সামুশেন্‌কার সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?'

'কিন্তু, মশাই, সে তো এখানে আর নেই। প্যারিস না কোথায় ফট করে চলে গেছে। জানেন, লোকে বলে নাকি বলশেভিক গুপ্তচর না কি যেন ছিলো—অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না—জানেন তো, লোকে এ ধরনের কথা বলতে ভালবাসে।

কাব্রিনা সবসময় ভান করতো যে সে একজন হোয়াইট রাশিয়ান—তার বাবা রাজকুমার না গ্র্যাণ্ড ডিউক ছিলো—সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। এবং লোকে যেগুলো সহজে হজম করতে পারে।' ভ্যাণ্ডেল একটু থামলো, এবং ফিরে এলো নিজের বিষয়ে, 'আর আমি যা বলছিলাম, যদি আপনাকে বাথশেবার মনন বুঝতে হয় তাহলে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে সেমিটিক ঐতিহ্যে। আমি একে বলি—'

মহানন্দে বলে চললো সে।

স্যার জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ডের সঙ্গে এরকুল পোয়ারো যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন তার সূত্রপাত তেমন শুভ হলো না।

অ্যামব্রোস ভ্যাণ্ডেল বর্ণিত "কালো ঘোড়া" যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হলো। স্যার জর্জ বেঁটেখাটো সমর্থ পুরুষ, মাথার চুল মোটা এবং কালো, ঘাড়ে চর্বির থাক।

তিনি বললেন, 'বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, কি ভাবে আপনাকে সাহায্যে করতে পারি? ইয়ে—আপনার সঙ্গে বোধহয় আগে কখনও পরিচয় হয়নি, তাই না?'

'না, এই প্রথম।'

'হুঁ, তা কি ব্যাপার? স্বীকার করছি, আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।'

'খুবই সামান্য ব্যাপার—শুধু একটা খবর জানতে এসেছি।'

স্যার জর্জ অস্বস্তিভরে সশব্দ হাসি হাসলেন।

'আমার কাছ থেকে কোন ভেতরকার খবর জানতে চান? জানতাম না, টাকা লগ্নীর ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ আছে।'

'ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি একজন মহিলার খোঁজে।'

'ও,' স্যার জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ড আরম কেদারায় শরীর এলিয়ে বসলেন। তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। তাঁর স্বরে এখন অপেক্ষাকৃত সহজ সুর।

পোয়ারো বললেন, 'আশা করি, মাদমোয়াজেল কাব্রিনা সামুশেন্কার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিলো?'

স্যাণ্ডারফিল্ড সশব্দে হাসলেন।

'হ্যাঁ। মুগ্ধ করার মতো মেয়ে। নিতান্ত দুঃখের কথা যে ও লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে।'

'উনি লণ্ডন ছেড়ে গেলেন কেন?'

'কি জানি মশাই, জানি না। হয়তো প্রযোজকদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। ও অল্পেতেই রেগে উঠতো, জানেন—একেবারে রাশিয়ান মেজাজ। দুঃখিত যে আপনাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারলাম না, কারণ ও এখন কোথায় আছে তা আমার ধারণার বাইরে। ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখিনি।'

উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বরে পাওয়া গেলো আলোচনার পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত।

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু আমি মাদমোয়াজেল সামুশেন্‌কার খোঁজে এখানে আসিনি।'

'ওর খোঁজে আসেননি?'

'না, আমি তাঁর পরিচারিকার খোঁজে এসেছি।'

'ওর পরিচারিকা?'

স্যাণ্ডারফিল্ড অপলকে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

পোয়ারো বললেন, 'তাঁর পরিচারিকাকে হয়তো আপনার মনে আছে?'

স্যাণ্ডারফিল্ডের যত অস্বস্তি আবার ফিরে এলো।

হতবুদ্ধি স্বরে তিনি বললেন, 'পাগল, কি করে মনে থাকবে? অবশ্য এটুকু মনে আছে যে ওর পরিচারিকা একটা ছিলো। তবে একটু বাজে ধরনের ছিলো মেয়েটা। উঁকি মারা, আড়িপাতার স্বভাব ছিলো। আমি হলে ও মেয়ের কোন কথাতেই কান দিতাম না। মেয়েটা ছিলো যাকে বলে জন্ম-মিথ্যুক।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে বললেন, 'তাহলে মেয়েটি সম্পর্কে অনেক কথাই আপনার মনে আছে দেখছি?'

স্যাণ্ডারফিল্ড তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'ওপর ওপর দেখে যেটুকু মনে হয়েছে, তার বেশী কিছু নয়। ওর নামটা পর্যন্ত আমার মনে নেই। দাঁড়ান, মেরি না কি যেন— নাঃ, এ ব্যাপারে কোনরকম সাহায্যই আপনাকে করতে পারলাম না। দুঃখিত।'

পোয়ারো শান্ত স্বরে বললেন, 'মেরি হেলিনের নাম আমার থেসপিয়ান থিয়েটার থেকেই জানা হয়ে গেছে—সঙ্গে জেনেছি ওর ঠিকানা। কিন্তু, স্যর জর্জ, আমি বলছি সেই মেয়েটির কথা, মেরি হেলিনের আগে যে মাদমোয়াজেল সামুশেন্‌কার কাছে ছিলো। আমি নিটা ভ্যালেটার কথা বলছি।'

স্যাণ্ডারফিল্ড অপলক, বিমূঢ়।

তিনি বললেন, 'ওকে আমার একটুও মনে পড়ে না। শুধু মেরির কথাই আমার মনে আছে। ছোটখাটো ময়লা রঙের মেয়ে, দু চোখে নোংরা চাউনি।'

পোয়ারো বললেন, 'যে মেয়েটির কথা আমি বলছি সে গত জুলাইয়ে আপনার বাড়ি, গ্রাসলনে ছিলো।'

গোমড়া মুখে বললেন স্যাণ্ডারফিল্ড, 'সে যাই হোক, ওকে যে আমার মনে নেই শুধু এইটুকুই আমি বলতে পারি। মনে হয় না সে সময় কাত্রিনার সঙ্গে কোন পরিচারিকা ছিলো। হয়তো আপনার কোন ভুল হচ্ছে।'

এরকুল পোয়ারো নেতিবাচক মাথা নাড়লেন। না, তিনি মনে করেন না তাঁর কোন ভুল হচ্ছে।

ছোট্ট ধূর্ত চোখে চকিতে পোয়ারোকে দেখলো মেরি হেলিন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখ সরিয়ে নিলো। মসৃণ সুষম স্বরে বললো ও, 'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, মঁসিয়ে, মাদাম সামুশেন্‌কা আমাকে চাকরি দেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। তাঁর আগের লোক নাকি হঠাৎই চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।'

'কখনও কি শুনেছো সে কেন চাকরি ছেড়ে চলে গেছে?'

'সে হঠাৎ চলে গেছে—শুধু এইটুকু শুনেছি। হয়তো শরীর খারাপ বা ওই রকম কিছু হয়েছিলো। মাদাম আমাকে কিছু বলেননি।'

পোয়ারো বললেন, 'তোমার দিদিমণির কাছে কাজ করতে তোমার কখনও অসুবিধা হয়নি?'

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকালো।

'দিদিমণি বড় খেয়ালী। এই কাঁদছেন তো এই হাসছেন। কোন কোন সময় এত নিরাশ হয়ে পড়তেন যে কথাও বলতেন না, খেতেনও না। কখনও পাগল হয়ে উঠতেন আনন্দে। অবশ্য নাচিয়েরা ওই রকমই হয়। এর নাম মেজাজ।'

'আর স্যার জর্জ?'

মেয়েটি সচকিতে চোখ তুলে তাকালো। একটা অসন্তোষের চাউনি ঝিকিয়ে উঠলো ওর দু চোখে।

'ও, স্যার জর্জ স্যাণ্ডারফিল্ড? তাঁর সম্পর্কে আপনি জানতে চান? হয়তো আসলে এই খবরটাই আপনি জানতে চাইছিলেন? অন্যটা তাহলে নেহাৎই অজুহাত ছিলো, হ্যাঁ? হঁ, স্যার জর্জ, ওঁর সম্পর্কে কিছু অদ্ভুত খবর আপনাকে শোনাতে পারি, কি করে—'

পোয়ারো বাধা দিলেন, 'তার কোন প্রয়োজন নেই।'

মেয়েটি অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো, মুখ হাঁ করে। ওর চোখে হতাশজনিত ক্রোধ।

'আমি সব সময়ই বলি আপনার অজানা কিছু নেই, আলেক্সি পাভলোভিচ্।'

যথাসম্ভব তোষামোদি সুরে শব্দগুলো মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন এরকুল পোয়ারো।

তিনি আপন মনেই ভাবছিলেন যে হারকিউলিসের এই তৃতীয় শ্রমের পরীক্ষায় কল্পনাতীত ঘোরাঘুরি এবং সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়েছে। নিখোঁজ পরিচারিকার এই ছোট্ট ঘটনা তাঁর দেখা যাবতীয় রহস্যের মধ্যে দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা জটিল বলে ক্রমশ নিজেকে জাহির করছে। প্রত্যেকটি সূত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করেছে অদৃশ্য নিশানায়।

সেই একই কারণ তাঁকে এই সন্ধ্যায় নিয়ে এসেছে প্যারিসের স্যামোভার রেস্তোরাঁয়, যার মলিক, কাউন্ট আলেক্সি পাভলোভিচ্, অহঙ্কার প্রকাশ করে থাকেন এই কথা বলে যে অভিনয় জগতের খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে।

তিনি এখন মাথা নাড়লেন আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে।

'ঠিকই বলেছেন ভাই, আমার অজানা কিছু নেই—সব সময়ই আমাকে জানতে হয়। আপনি জিজ্ঞেস করছেন মেয়েটা কোথায় গেছে—আমাদের ছোট্ট সান্সুসেন্কা, সুন্দরী নাচুনী? হঁ, হ্যাঁ, তুখোড় মেয়েটা জব্বর জিনিস ছিলো।' আঙুলের ডগায় চুমু খেলেন তিনি, 'কি আগুন—কি ছলাকলা! মেয়েটা হয়তো—ওর সম্বন্ধে থিয়েটার

ব্যালেরিনা হতে পারতো ও—কিন্তু হঠাৎই সব শেষ—ও নিঃশব্দে সরে গেলো—পৃথিবীর শেষপ্রান্তে—আর দেখতে দেখতে লোকে ভুলে গেলো ওর কথা।'

'তিনি এখন আছেন কোথায়?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'সুইজারল্যাণ্ডে। ভ্যাগ্রেল আল্পসে। যারা ক্রমশ রোগা হয়ে যায়, শুকনো কাশির কবলে পড়ে, তারাই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ও আর বাঁচবে না, ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে! ও অদৃষ্টে বিশ্বাসী। মৃত্যু ওর অনিবার্য।'

বিবশতার ঘোর কাটাতে কাশলেন পোয়ারো। তাঁর তথ্যের প্রয়োজন।

'ঘটনাচক্রে তাঁর একজন পরিচারিকার কথা কি আপনার মনে আছে?' নিটা ভ্যালেটা নামে একজন পরিচারিকা?'

'ভ্যালেটা? ভ্যালেটা? একজন পরিচারিকাকে একবার স্টেশনে দেখেছি—যখন কাত্রিনাকে লণ্ডনের ট্রেনে তুলে দিতে গেছি তখন। মেয়েটা ইটালিয়ান ছিলো, পিসায় দেশ, তাই না? হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে ও পিসা থেকে এসেছিলো, জাতে ইটালিয়ান।'

এরকুল পোয়ারো আর্তনাদ করে উঠলেন।

'তাহলে তো,' বললেন তিনি, 'আমাকে পিসায় রওনা হতে হয়।'

পিসার ক্যাম্পো সান্টোতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এরকুল পোয়ারো। তাকিয়ে আছেন একটি কবরের দিকে।

তাহলে এইখানে এসেই তাঁর অনুসন্ধান শেষ হলো—এই সামান্য একমুঠো মাটির ঢিবির কাছে এসে। এর নীচেই শুয়ে আছে সেই হাসিখুশি মেয়েটি যে একজন ছাপোষা ইংরেজ মিস্ত্রীর হৃদয়ে এবং কল্পনায় আন্দোলন এনেছিলো।

সেই আকস্মিক অদ্ভুত প্রেমের এই পরিসমাপ্তিই হয়তো সবচেয়ে ভালো হলো। জুলাইয়ের সেই অপরাহ্নে স্বপ্নময় কয়েক ঘণ্টার স্মৃতির মধ্যেই মেয়েটি চিরকাল বেঁচে থাকবে যুবকটির মানসে। বিরুদ্ধ দুই জাতির সংঘাত, শ্রেণী-বিভেদের সংঘাত, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, এ সবের সম্ভাবনা চিরতরে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে।

বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়লেন এরকুল পোয়ারো। তাঁর মন ফিরে গেলো ভ্যালেটা পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার মুহূর্তে। মা, গোলগাল গ্রাম্য মুখ; ঋজু, শোকার্ত বাবা, ময়লা রঙ, সংঘবদ্ধ ওষ্ঠাধর বোন।

'হঠাৎই হয়েছে, সিনর, একেবারে হঠাৎ। যদিও অনেক বছর ধরেই এখন-তখন ওর ব্যথা উঠতো। ডাক্তারবাবু আমাদের পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ দেননি—তিনি বলেছেন একটুও দেরি না করে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান করাতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করবার পর সেই অবস্থাতেই ও মারা যায়। ওর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।'

মা নাক টানলেন সশব্দে, বিড়বিড় করে বললেন, 'বিয়াংকো খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলো। অত অল্প বয়েসে ও মারা যাবে ভাবা যায় না।'

এরকুল পোয়ারো আপন মনেই পুনরাবৃত্তি করলেন, ও বড় অল্প বয়েসে মারা গেছে।

এই সংবাদই তিনি বয়ে নিয়ে যাবেন সেই যুবকের কাছে যে তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর সাহায্য চেয়েছে।

ও তোমার জন্য নয়, বন্ধু। ও বড় অল্প বয়েসে মারা গেছে।

তাঁর অনুসন্ধান শেষ—শেষ হলো এইখানে, যেখানে আকাশের পটভূমিতে লীনিং টাওয়ারের ছায়াময় অবয়ব, যেখানে প্রথম বসন্তের ফুলেরা আসন্ন জীবন ও খুশির প্রতিশ্রুতিতে মেলে ধরেছে তাদের বিবর্ণ গোলাপী শরীর।

এই চূড়ান্ত রায়কে মেনে নিতে তাঁর মনের বিদ্রোহী অস্বীকারের কারণ কি বসন্তের চঞ্চলতা? নাকি অন্য কিছু? তাঁর মস্তিষ্কের অন্দরমহলে কোন অস্বস্তি—কয়েকটা শব্দ—একটা কথা—একটা নাম? পুরো ব্যাপারটাই বড় বেশী পরিচ্ছন্ন ভাবে শেষ হলো না—চোখে লাগার মতো মিলে গেলো না খাপে খাপে?

এরকুল পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সমস্ত সন্দেহের নিরসন করতে গেলেও আরও একটা জায়গায় তাঁর যাওয়া দরকার। ভ্যাগ্রে লে আল্পস—সেখানে তাঁকে যেতেই হবে।

এই হচ্ছে, তিনি ভাবলেন, সত্যি সত্যি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত। এই বরফের থাক—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একচালা ঘরগুলো যার প্রতিটিতে শুয়ে আছে নিশ্চল এক একটি মানুষ, লড়াই করছে ছলনাময়ী মৃত্যুর সঙ্গে।

সুতরাং অবশেষে তিনি এসে পৌঁছোলেন কাত্রিনা সামুশেন্‌কার কাছে। শয্যা-আচ্ছাদনের ওপরে দীর্ঘ, কৃশ দু-হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছেন তিনি। ভাঙা দু গালে গাঢ় লালচে আভা। তাঁকে দেখে এক টুকরো স্মৃতি চঞ্চল হয়ে উঠলো পোয়ারোর মনে। ওঁর নাম তাঁর মনে ছিলো না, কিন্তু ওঁর নাচ তিনি দেখেছেন—শিল্পকে ভুলিয়ে দেওয়া শিল্পকলার চূড়ান্ত নৈপুণ্যে আত্মহারা হয়ে গেছেন তিনি, মুগ্ধ হয়েছেন একই সঙ্গে।

তাঁর মনে পড়লো "হান্টার" মাইকেল নভগিনের কথা, অ্যামব্রোস ভ্যাণ্ডেলের মস্তিষ্কপ্রসূত অকল্পনীয় অদ্ভুত অরণ্যে তাঁর ছন্দোময় লম্ফন এবং আবর্তনের কথা। তাঁর আরও মনে পড়লো সুন্দর ভেসে যাওয়া "হিণ্ড"-এর কথা, শিকারের আশায় যে চির-অনুসৃত, এবং চির-আকাঙ্খিত— মাথায় শিং বসানো একটি সোনালী সুন্দর প্রাণী, যার পা দুটো ঝিকমিকে ব্রোঞ্জের। তাঁর মনে পড়লো গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় ওর অন্তিম পতনের কথা, আর মাইকেল নভগিন তখন হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে, নিহত হরিণের দেহ হাতে নিয়ে।

কাত্রিনা সামুশেন্‌কা ঈষৎ কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

কাত্রিনা বললেন, 'আপনাকে আগে কখনও দেখিনি, তাই না? কি চান আপনি আমার কাছে?'

এরকুল পোয়ারো অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন।

'প্রথমে, আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই—আমার অতীতের একটি সন্ধ্যাকে

আপনার শিল্পের মাধ্যমে মনোরম করে তোলার জন্য।'

কাত্রিনা হালকাভাবে হাসলেন।

'আর একটু প্রয়োজনেও আমি এখানে এসেছি। বহুদিন ধরে আমি আপনার একজন পরিচারিকার খোঁজ করছি—তার নাম ছিলো নিটা।'

'নিটা?'

কাত্রিনা অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ পরমাশ্চর্য, আয়ত।

প্রশ্ন করলেন কাত্রিনা, 'নিটার সম্বন্ধে আপনি— কি জানেন?'

'সবই বলবো আপনাকে।'

পোয়ারো তাঁকে বললেন সেই সন্ধ্যের কথা, যেদিন তাঁর গাড়ি খারাপ হয়েছিলো। বললেন টেড উইলিয়ামসনের কথা, কি ভাবে, সে আঙুলে টুপি নাড়াচাড়া করতে করতে বাধো-বাধো স্বরে বলেছিলো তার ভালবাসা ও যন্ত্রণার কথা। অত্যন্ত মনোযোগে সব শুনলেন কাত্রিনা।

পোয়ারোর কথা শেষ হতে তিনি বললেন, 'বড় দুঃখের, সত্যি বড় দুঃখের।'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি, 'এটা আর্কেডির গল্প, তাই না? এই মেয়েটি সম্পর্কে আমাকে কতটুকু বলতে পাবেন, মাদাম?'

কাত্রিনা সামুশেনকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'একজন পবিচাবিকা আমাব ছিলো—জুয়ানিটা। খুব ভালো ছিলো মেয়েটা—হাসিখুশি, উচ্ছল। ঈশ্বরের আদরেব মানুষদের যা সচরাচর ঘটে থাকে ওরও তাই হলো। অল্প বয়েসেই মারা গেলো ও।'

এ তো পোয়ারোর নিজের কথা—শেষ কথা—অনিবার্য শব্দনিচয়। এখন সেই কথাই তিনি আবার শুনছেন—তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

এক মিনিট নীরব রইলেন এরকুল পোয়ারো, তাবপব বললেন, 'কিন্তু তবুও একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি স্যার জর্জ স্যাণ্ডাবফিল্ডকে আপনার এই পরিচারিকার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তাঁকে দেখে মনে হয়েছিলো যেন ভয় পেয়েছেন। প্রশ্ন হলো, কেন?'

নৃত্যপটিয়সীর মুখমণ্ডল ঈষৎ বিরক্তির অভিব্যক্তি ছায়া ফেললো।

আপনি শুধু বলেছেন আমার একজন পরিচারিকা। সে ভেবেছে আপনি মেরির কথা বলছেন—জুয়ানিটা চলে যাবার পর যে মেয়েটা আমার কাছে আসে। সম্ভবত ও জর্জকে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিলো। বড্ড বদ ছিলো মেয়েটা—লুকিয়ে চুরিয়ে খুটখাট করার স্বভাব ছিলো ওর, সব সময় ড্রয়ার খুলে চিঠিপত্র ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতো।'

পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, 'ও, তাহলে সেই জন্য।'

তিনি এক মিনিট থামলেন, তারপর আবার অশান্ত সুরে বলে চললেন, 'জুয়ানিটার পদবী ছিলো ভ্যালেটা, সে পিসায় অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করাতে গিয়ে মারা যায়। তাইতো?'

নর্তকী কাত্রিনা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার পূর্বমুহূর্তে তাঁর মুখমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন অথচ উপস্থিত ইতস্তত ভাবটুকু পোয়ারোর নজর এড়ালো না।

'হ্যাঁ।'

আত্মমগ্নভাবে বললেন পোয়ারো, 'কিন্তু তবুও—একটা ছোট্ট গোলমাল থেকে যাচ্ছে—তার আত্মীয়রা তাকে বিয়াংকা বলে উল্লেখ করছিলো, জুয়ানিটা নয়।'

কাত্রিনা তাঁর কৃশ কাঁধ ঝাঁকালেন।

তিনি বললেন, 'বিয়াংকা—জুয়ানিটা, এতে কি আসে যায়? আমার মনে হয় ওর আসল নাম ছিলো বিয়াংকা, কিন্তু জুয়ানিটা নামটা বেশী স্বপ্নময় বলে মনে হওয়ায় ও নিজের ওই নাম রাখে।'

'ওঃ, আপনার তাই মনে হয়?' একটু থামলেন পোয়ারো, তারপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললেন, 'কিন্তু এর অন্য একটা কারণ আমার জানা আছে।'

'কি কারণ?'

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে এলেন।

তিনি বললেন, 'যে মেয়েটিকে টেড উইলিয়ামসন দেখেছিলো তার চুল ছিলো সোনালী ডানার মতো, সেই বলেছে।'

আরও কাছে ঝুঁকে এলেন পোয়ারো। কাত্রিনার চুলের কম্পমান ঢেউ দুটো স্পর্শ করলো তাঁর আঙুল।

'সোনালী ডানার মতো, সোনালী শিংয়ের মতো? যে ভাবে আপনি দেখবেন, এটা নির্ভর করবে কি ভাবে আপনাকে লোকে দেখছে, শয়তানের বেশে না দেবদূতের ভূমিকায়! দুটোর যে কোন একটা আপনি হতে পারেন। নাকি এ দুটো তরাসিত সেই হরিণের সোনালী শিং?'

কাত্রিনা বিড়বিড় করে বললেন, 'তরাসিত সেই হরিণ...' এবং তাঁর স্বরে চূড়ান্ত নৈরাশ্য।

পোয়ারো বললেন, 'প্রথম থেকেই টেড উইলিয়ামসনের বর্ণনা আমাকে বিচলিত করেছে—আমাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দিয়েছে—সেই কিছু একটা আপনি, ঝিকমিকে ব্রোঞ্জের পায়ে অরণ্যের বুক চিরে নেচে নেচে ছুটে চলেছেন। আমার ধারণা কি আপনাকে খুলে বলবো, মাদমোয়াজেল? আমার মনে হয়, কোন একটা সপ্তাহ আপনার কোন পরিচারিকা ছিলো না, আপনি "গ্রাসলন"-এ একাই গিয়েছিলেন, কারণ বিয়াংকা ভ্যালেটা ইটালিতে ফিরে গেছে এবং নতুন কোন পরিচারিকা আপনি তখনও রাখেননি। বর্তমানে যে অসুস্থতার শিকার আপনি হয়েছেন তার লক্ষণ তখনই আপনি অনুভব করতে পারছিলেন, এবং যখন সকলে সারাদিনের জন্য নৌকাবিহারে রওনা হলো আপনি থেকে গেলেন বাড়িতে। দরজায় শুনলেন ঘন্টির শব্দ, আপনি দরজা খুলে দিলেন, দেখলেন—বলবো, কি দেখলেন?

আপনি দেখলেন শিশু-সরল এক যুবককে, দেবতার মত যার রূপ। এবং তার জন্য একটি মেয়ের জন্ম দিলেন আপনি—না, জুয়ানিটা নয়—ইন্‌কগ্‌নিটা—আর তার সঙ্গে ঘন্টা কয়েক পায়ে হেঁটে বেড়ালেন আর্কেডিতে।'

এক সুদীর্ঘ নীরবতা। তারপর কাত্রিনা চাপা ভগ্ন স্বরে বললেন, 'অন্তত একটা বিষয়ে আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি। এ গল্পের সত্যিকারের পরিণতিটা আপনাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। নিটা অল্প বয়েসে মারা যাবে।'

'উহুঁ, অসম্ভব!' এরকুল পোয়ারো যেন বদলে গেছেন। তিনি সশব্দে চড় মারলেন সামনের টেবিলে। হঠাৎই তিনি হয়ে উঠেছেন বাস্তববাদী, পার্থিব, ব্যবহারিক।

তিনি বললেন, 'তার কোন প্রয়োজন নেই! আপনাকে মরতে হবে না। নিজে বাঁচবার জন্য আপনাকে লড়তে হবে, পারবেন না?—সেই সঙ্গে বাঁচাতে হবে আর একজনকে।'

কাত্রিনা মাথা নাড়লেন—বিষাদে, হতাশায়।

'সেখানে আমার বেঁচে থাকার জন্যে কি আছে?'

'অভিনয় জীবন নেই, মানছি! কিন্তু ভেবে দেখুন, অন্য এক জীবন তো রয়েছে। আচ্ছা, মাদমোয়াজেল, সত্যি কথা বলুন দেখি, আপনার বাবা কি সত্যিই কোন রাজকুমার কি গ্র্যাণ্ড ডিউক ছিলেন, নাকি কোন জেনারেল?'

কাত্রিনা শব্দ করে হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'বাবা লেনিনগ্রাডে লরি চালাতো!'

'চমৎকার! তাহলে গ্রামের একজন গ্যারেজ মিস্ত্রীর স্ত্রী হতে আপনার অসুবিধেটা কোথায়? আপনি হতে পারবেন দেবশিশুর মতো সুন্দর সন্তানদের জননী, যাদের পায়ে সম্ভবত ফুটে উঠবে আপনার অতীতের নাচের ছন্দ।'

কাত্রিনা মুহূর্তে স্তব্ধ-নিঃশ্বাস ফেলেন।

'কিন্তু এসব নিছকই কল্পনা, অবাস্তব!'

'সে যাই হোক,' অসীম আত্মতুষ্টির সুরে বললেন এরকুল পোয়ারো, 'আমার বিশ্বাস ও কল্পনা পুরোপুরি সত্যি হতে চলেছে!'

অনুবাদ ☐ অনীশ দেব

দ্য ক্যাপচার অফ সেরবেরাস

ঠিক তখনই ওঁর নাম ধরে কেউ ডাকলো। একটু চমকে মুখ তুলে তাকালেন পোয়ারো। উল্টোদিকের পাতালমুখী বৈদ্যুতিক সিঁড়িতে অতীতের একটা ছায়া ওঁর অবিশ্বাসভরা চোখে ভেসে উঠলো। শান্ত অগ্নিশিখাতুল্য এক রমণী, রমণীটির অপূর্ব মেহেদিলাল রঙের কেশগুচ্ছ, শোভা পাচ্ছে চমৎকার পল্লবিত একঝাঁক পক্ষীকুল। কাঁধে মনোলোভা লোমশ পোষাক।

পক্ক বিম্বাধরা ওষ্ঠ একটু ফাঁক হতেই বিদেশিনীসুলভ কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো।

'তাই তো!' চিৎকার করে উঠলেন মহিলাটি, 'আরে সত্যিই তো, মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো। আবার আমাদের দেখা হবে! হতেই হবে!'

কিন্তু ভাগ্য দুটি বিরীতমুখী বৈদ্যুতিক সিঁড়ির চেয়ে অপ্রতিরোধনীয় নয়। ধীরে ধীরে এরকুল পোয়ারো চললেন ওপর দিকে আর কাউন্টেস ভেরা রসাকফ নিচে।

শরীরটাকে কোনরকমে বেঁকিয়ে কার্নিসে ঝুঁকে পড়ে পোয়ারো হতাশভাবে বলে উঠলেন, 'মাদাম—কোথায় আপনার দেখা পেতে পারি?'

পাতাল ফুঁড়েই যেন অতি ক্ষীণ জবাব এসে পৌঁছলো। একেবারে অপ্রত্যাশিত, তবুও যেন অবস্থাগতিকে অদ্ভুত আর যথাযথই।

'নরকে...।'

এরকুল পোয়ারো চোখ পিটপিট করলেন বার কয়েক। আচমকাই পায়ের তলায় ধাক্কা অনুভব করলেন। অজান্তেই ওপরে পৌঁছে গেছেন তিনি—সময়মত বাইরে পা ফেলতে পারেননি। খালি জনস্রোত। একপাশে নিচে নামার বৈদ্যুতিক সিঁড়িতে হুড়োহুড়ি চলেছে। ওদের সঙ্গে তিনিও যোগ দেবেন? কাউন্টেস কি তাই বলতে চাইলেন? সন্দেহ নেই প্রচণ্ড এই ভিড়ের সময়টায় পাতালে অবতরণ নরকে নামারই সামিল। কাউন্টেসের কথার অর্থ তাই হলে তিনি একমত না হয়ে পারছেন না...।

মনস্থির করে পোয়ারো সীমানা পার হয়ে ভিড়ের মধ্যে আবার ঢুকে পড়ে পাতালে নামতে শুরু করলেন। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে কাউন্টেসের কোন চিহ্ন নেই। পোয়ারোর সামনে শুধু নীল, হলুদ ইত্যাদি আলোর নিশানা। কাউন্টেস কি বেকারলু না পিকাডিলী কোন্ পথে গেছেন? দুটো প্ল্যাটফর্মেই ঘুরে দেখলেন পোয়ারো। ট্রেনে ওঠানামায় ব্যস্ত জনতার স্রোতে ভেসে চললেন কিছুক্ষণ। কিন্তু কোথাও তিনি সেই অগ্নিশিখাতুল্য কাউন্টেস ভেরা রসাকফের রুশী চেহারা দেখতে পেলেন না।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আর বিরক্ত হয়েই এরকুল পোয়ারো আবার ওপরমুখী হয়ে পিকাডিলী সার্কাসের হট্টগোলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। কিছুটা তৃপ্তিকর উত্তেজনার শিকার হয়েই বাড়ি পৌঁছলেন তিনি।

ছোটখাটো খুঁতখুঁতে মানুষদের দুর্ভাগ্য তারা বিপুলা স্ত্রীলোকদের পেছনেই ঘুরঘুর করতে ভালবাসে। পোয়ারো কিছুতেই কাউন্টেসের সর্বনাশা আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে শেষ দেখার পর হয়তো বিশ বছরই কেটে গেছে কিন্তু সেই যাদু এখনও জীবন্ত। ওঁর সাজসজ্জা যেন কোন চিত্রকরের আঁকা সূর্যাস্তেরই ছবি।— তবুও এরকুল পোয়ারোর কাছে এখনও পরম মোহময়ী ঐশ্বর্যশালিনী। ওঁর কুলজী

হাতের অহংকার চুরির স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। মনে পড়ে অভিভূত হলে কাউন্টেস কি চমৎকার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাপারটা স্বীকার করতেন। হাজারের মধ্যেই একজন—হয়তো বা দশ লক্ষে। আর—আর তিনি তাঁকে দেখেই হারিয়ে ফেলেছেন।

'নরকে,' ওঁর জবাবটা তাই ছিলো। ওঁর নিজের কানদুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেনি তো? কাউন্টেস তাই বলেছিলেন?

কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলেন উনি? লণ্ডনের পাতাল-রেলের কথা? নাকি ওঁর কথাগুলোকে ধর্মীয় কিছু বলে ভাবতে হবে? তবে এটা ঠিক, কাউন্টেসের বর্তমান জীবনের পর নরক যদি ওঁর স্বাভাবিক গন্তব্যস্থল হয়, তাহলে—তাহলেও ওঁর রুশী সৌজন্যবোধ নিশ্চয়ই ওই জায়গা এরকুল পোয়ারোরও গন্তব্যস্থল বলে মনে করাতে চাইবে না।

না, কাউন্টেস নিশ্চিতভাবেই অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। সত্যিই, কি বিচিত্র রহস্যময়ী মহিলা। অন্য যে কেউ হয়তো চেঁচিয়ে বলতেন 'রিজ' বা 'ক্লারিজ'। কিন্তু ভেরা রসাকফের কণ্ঠে পরিষ্কার আর অসম্ভবেরই ছোঁয়া লেগেছিলো: ''নরকে।''

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পোয়ারোর। তবে তিনি হারবার পাত্র নন। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝখানে দোল খেতে খেতে তিনি পরদিন সবচেয়ে সহজ আর সোজা পথটাই বেছে নিলেন, সেক্রেটারী মিস লেমনকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

মিস লেমন যেমন অসম্ভব কুৎসিত তেমনই সর্বকর্মপটিয়সী। ওঁর কাছে পোয়ারো বিশেষ কেউ নন—শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা। ওঁর একান্তের চিন্তা আর স্বপ্ন শুধু নথীপত্র গুছিয়ে রাখার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার।

'মিস লেমন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?' পোয়ারো বললেন।

'নিশ্চয়ই, মিঃ পোয়ারো,' মিস লেমন টাইপরাইটার থেকে আঙুল তুলে আগ্রহভরা চোখে তাকালেন।

'আপনার কোন বন্ধু বা বান্ধবী আপনাকে, মানে ইয়ে—যদি নরকে দেখা করতে বলে, তাহলে কি করবেন?'

বরাবরের মতো এবারেও থামলেন না মিস লেমন। প্রবাদবাক্যের মতো সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই ওঁর জানা।

'আমার মনে হয় একটা টেবিলের জন্য টেলিফোন করাই উচিত,' জবাব দিলেন মিস লেমন।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে পোয়ারো ওঁর দিকে তাকালেন। তারপর প্রতিটি কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে চাইলেন, 'আপনি—একটা—টেবিলের—জন্য—ফোন করবেন?'

মিস লেমন মাথা নুইয়ে টেলিফোনটা কাছে টেনে নিলেন।

'আজ রাতেই তো?' জবাবের অপেক্ষা না করেই ডায়াল ঘোরাতে থাকেন মিস লেমন।

'টেম্পলবার ১৪৫৭৮? এটা কি 'নরক'? দুজনের জন্যে একটা টেবিল রিজার্ভ রাখবেন দয়া করে? মিঃ এরকুল পোয়ারো। রাত এগারোটা।'

রিসিভার নামিয়ে আবার টাইপরাইটারে মন দিতে চাইলেন মিস লেমন।

কিন্তু এরকুল পোয়ারো ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর ব্যাখ্যা চাই।

'এই নরক ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

একটু আশ্চর্য হন মিস লেমন।

'ওঃ, আপনি জানেন না, মিঃ পোয়ারো? এটা একটা নৈশক্লাব—একেবারে নতুন, খুব নাম—কে একজন রুশী মহিলা ওটা চালান। আজ সন্ধ্যায় মধ্যেই খুব সহজেই আপনাকে ওখানকার সভ্য করে দিতে পারি।'

অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে সেটুকু ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করে আবার টাইপ করায় মন দিলেন মিস লেমন।

এগারোটার সময় এরকুল পোয়ারো যে দরজা দিয়ে ঢুকলেন তার মাথায় নিয়ন আলোয় একটা করে অক্ষর ফুটে উঠছে। লাল ফিতে লাগানো জনৈক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা জানিয়ে পোয়ারোর কোটটা নিয়ে নিলেন। সামনেই সিঁড়ি। প্রতিটি ধাপে একটা করে প্রবাদ বাক্য লেখা।

'নরকে পৌঁছাবার ভালো পরিকল্পনাই বটে,' ভাবলেন পোয়ারো। 'চমৎকার!'

সিঁড়ি বেয়ে নামলেন তিনি। সিঁড়ির প্রান্তে ছোট্ট একটা জলাশয়, রক্তবর্ণ লিলি ফুল ভাসছে ওটায়। এর ওপরে নৌকাকৃতি একটা সেতু। পোয়ারো পার হয়ে গেলেন।

ওঁর বাঁ পাশে মার্বেল পাথরের একটা গুহায় প্রকাণ্ড, কুৎসিত আর কুচকুচে কালো একটা কুকুর। এরকম কুকুর জীবনে দেখেননি পোয়ারো। কুকুরটা দীর্ঘ, ঋজু ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। সম্ভবত, তিনি ভাবলেন ওটা আসল নয়। ঠিক তখনই কুকুরটা ওর ভয়ঙ্কর আর কদর্য মাথাটা তুললো, সঙ্গে সঙ্গেই কালো দেহটা ফুঁড়েই বেরিয়ে এলো রক্ত-জল-করা গর্জন।

তখনই পোয়ারোর চোখ পড়লো সাজানো গোলাকার কুকুরের বিস্কুট রাখা একটা ঝোড়ার ওপর। ওতে লেখা: 'সেরবেরাসের জন্যে নৈবেদ্য'।

ওটার ওপরেই কুকুরটার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পোয়ারো খুব দ্রুত একখানা বিস্কুট তুলে কুকুরটাকে ছুঁড়ে দিলেন।

এবার হাই ওঠে গুহাবাসী লাল মুখখানায়, তারপরেই শক্তিশালী চোয়াল বন্ধ হওয়ার কড়কড় শব্দ। সেরবেরাস নৈবেদ্য গ্রহণ করেছে? পোয়ারো সামনের দরজা পার হলেন।

ঘরখানা তেমন বড় নয়। চারপাশে ছড়ানো ছোট ছোট টেবিল, মাঝ-বরাবর নাচের জায়গা। ছোট আকারের লাল আলোয় আলোকিত ঘরখানা, দেয়ালে ফ্রেসকো, কিছুটা দূরের প্রান্তে প্রকাণ্ড এক জাফরি। সেখানে লেজ আর শিংওয়ালা শয়তানের পোষাকে ঘোরাফেরা করছে বাবুর্চিরা।

পোয়ারো সব কিছু জরিপ করে নিতেই তাঁর রুশী চরিত্রের সমস্ত আবেগ উজাড় করেই উজ্জ্বল মনোলোভা রক্তবর্ণ সান্ধ্য পোশাকে কাউন্টেস ভেরা রসাকফ দু হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পোয়ারোর ওপর।

'আহা, আপনি এসেছেন! প্রিয়তম বন্ধু আমার! আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে কি আনন্দই হচ্ছে। উঃ কত—কত বছর হবে বলুন তো? নাঃ দরকার নেই। আমার কাছে সেটা যেন গতকাল। আপনি কিছুই বদলাননি—অবিকল সেইরকম!'

'আপনিও বদলাননি, মাদাম,' পোয়ারো বলে উঠলেন।

তা সত্ত্বেও পোয়ারো বুঝলেন, বিশ বছর, বিশ বছরই। কাউন্টেস অকরুণভাবে ঝরে গেছেন হয়তো বলা ঠিক হবে না। তবে তিনি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপেই ঝরে গেছেন।

কাউন্টেস পোয়ারোকে দুজন বসে থাকা একটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন।

'আমার বন্ধু, খ্যাতিমান বন্ধু, মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,' ঘোষণা করলেন কাউন্টেস। 'দুর্বৃত্তদের যম! আমি নিজেও একদিন ওঁকে ভয় কবতাম, তবে এখন আমি একেবারে সাদাসিধে জীবনই যাপন করে চলি, একেবারে নিছক পবিত্র অসার জীবন। তাই না?'

কাউন্টেসের প্রশ্ন শুনে বয়স্ক কৃশকায় লোকটি বলে ওঠেন 'অসার বলবেন না, কাউন্টেস।'

'প্রফেসর লিস্কিয়ার্ড,' কাউন্টেস জানালেন, 'অতীতেব কথা ওঁর সবই জানা, আর উনিই এখানকার সাজসজ্জার ব্যাপারে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।'

প্রত্নতাত্ত্বিক মানুষটি একটু যেন কেঁপে উঠলেন।

'আপনার মতলব যদি আগে ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম!' বিড়বিড় করলেন ভদ্রলোক। 'ফলাফলটা সত্যিই আতঙ্কজনক।'

পোয়ারো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফ্রেসকোগুলো দেখতে চাইলেন। ওঁর সামনের দেয়ালে অরফিউসের ছবি আর ইউরিডিসের দৃষ্টি ফেরানো জাফরির দিকে। উল্টোদিকের দেয়ালে চোখে পড়ছে ওসিরিস আর আইরিস মিশরীয় নৌযাত্রায় ব্যস্ত। তৃতীয় দেয়ালে কিছু উৎফুল্ল তরুণ-তরুণীর প্রকৃতিজ অবস্থায় স্নান-দৃশ্য।

'এ হচ্ছে তারুণ্যের দেশ,' কাউন্টেস এক নিঃশ্বাসে ব্যাখ্যা করলেন, 'আর, এ হলো আমার ছোট্ট অ্যালিস।'

পোয়ারো টেবিলের দ্বিতীয় প্রাণী, বিরাট শরীর অথচ সুদর্শনা চেক-কোট আর স্কার্ট পরিহিতা মেয়েটির দিকে তাকালেন।

'ও দারুণ বুদ্ধিমতী,' কাউন্টেস রসাকষ বলতে থাকেন, 'ও একজন স্নাতক আর মনোবিজ্ঞানী—আর পাগলের পাগলামীর ব্যাপারটাও ও খুব ভালো বোঝে।'

অ্যালিস নামের মেয়েটির মুখে যেন একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটলো। মেয়েটি প্রফেসরকে নাচতে আহ্বান জানালো।

কাউন্টেস রসাক্তের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের আমি বুঝতে পারি না। ওরা কাউকে আজকাল খুশি করার ধার ধারে না—আমাদের সময়ে আমি রঙ মিলিয়ে পোশাক পরতাম—ফ্রকের মধ্যে একটু প্যাড, চুলে একটু আলাদা রঙ—।'

মাথায় চুলে হাত বোলালেন কাউন্টেস। চেষ্টা যে আজও করে চলেছেন সেটাই যেন বোঝাতে চাইলেন।

'প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা আমার মতে নিছক বোকামি। ছোট্ট অ্যালিস যৌন ব্যাপারে পাতার পর পাতা লিখতে পারে, কিন্তু বলুন তো, কেউ কি ওকে সপ্তাহের শেষে ব্রাইটনে বেড়াতে ডেকেছে! নাঃ, পৃথিবীটাকে এই তরুণ-তরুণীরা একেবারে গোমড়া করে তুলেছে। আমাদের সময়ে এমন ছিলো না।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে গেলো, আপনার ছেলে কেমন আছে, মাদাম?' শেষ মুহূর্তে 'বাচ্চা' বলতে গিয়েও ছেলেই বললেন পোয়ারো। বিশ বছর তো কম দিন নয়।

কাউন্টেসের মুখখানা মাতৃগর্বেই যেন উজ্জ্বল হতে চাইলো।

'সোনার টুকরো! কত বড় হয়েছে ও, চওড়া কাঁধ, সুন্দর! ও আমেরিকায় আছে। ওখানে সেতু, ব্যাঙ্ক, হোটেল, বিভাগীয় দোকান, রেলপথ, আমেরিকানরা যা চায় তাই ও বানিয়ে চলেছে।'

একটু হকচকিয়ে গেলেন পোয়ারো। 'ইঞ্জিনিয়ার? না স্থপতি?'

'তাতে কি আসে যায়?' কাউন্টেস বলে ওঠেন, 'ওই আমার সব! লোহা-লক্কড়ের স্তূপেই ও আটকে আছে। তবুও আমরা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আর ওর জন্যেই ছোট্ট অ্যালিসকেও ভালবাসি। হ্যাঁ, ওরা বাগদত্ত। লণ্ডনে এলেই ও আমার কাছে আসে। যাক, এখানকার পরিকল্পনাটা কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার পরিকল্পনা করেছেন, চারিদিকে একবার তাকালেন পোয়ারো, চমৎকার!'

জায়গাটা ইতিমধ্যে লোকজনে ভরে উঠেছে, সব কিছুর মধ্যেই যেন সাফল্যের অবিশ্বাস্য স্পর্শ। চোখে পড়ছে সান্ধ্য-পোশাকে জোড়ায় জোড়ায় দম্পতি, আর কিছু বোহেমিয়ান। শয়তানের পোশাকে চড়া সুরের বাজনা বাজিয়ে চলেছে বাদ্যযন্ত্রীরা। নরক সত্যিই গুলজার।

'সব রকমের লোকেরই অবারিত দ্বার এখানে,' কাউন্টেস বলেন, 'তাই তো হওয়া উচিত, তাই না? নরকের দরজা সকলের জন্যেই উন্মুক্ত?'

'তবে, খুব সম্ভব গরীব মানুষ ছাড়া!' পোয়ারো মন্তব্য করতে চাইলেন।

হেসে উঠলেন কাউন্টেস, 'শোনেননি, বড়লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ কত কঠিন? তাই নরকে ওদের কিছুটা প্রাধান্য দেওয়া উচিত।'

প্রফেসর আর অ্যালিস টেবিলে ফিরে এলেন। উঠে দাঁড়ালেন কাউন্টেস। 'অ্যারিসটাইডের সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

প্রধান ওয়েটার, এক কৃশ মেফিস্টোফিলিজের সঙ্গে কিছু কথা বলেই কাউন্টেস টেবিলে টেবিলে ঘুরে অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলে চললেন।

প্রফেসর গ্লাস হাতে এসে বসলেন।

'মহিলার ব্যক্তিত্ব সত্যিই দারুণ, তাই না?'

অন্য টেবিলে কারো সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে প্রফেসর উঠে গেলেন। পোয়ারো ভয়ানক অ্যালিসের সঙ্গেই বসে রইলেন। মেয়েটার ঠাণ্ডা নীলাভ দৃষ্টি ওঁকে কিছুটা

অবস্থিতেই কেমনো। মেয়েটা সত্যিই সুদর্শনা, তবুও আপাতদৃষ্টিতে কেমন একটু ভীতিকর।

'আপনার পদবীটা কিন্তু এখনও শুনিনি,' পোয়ারো কথা শুরু করলেন।

'কানিংহাম। ডঃ অ্যালিস কানিংহাম। শুনেছি, আপনি ভেরাকে অনেকদিন ধরেই চেনেন?'

'বিশ বছর।'

'আমার তো ওঁকে খুব শিক্ষণীয় বলে মনে হয়,' ডঃ অ্যালিস কানিংহাম বলে, 'স্বাভাবিকভাবেই যাকে বিয়ে করতে চলেছি, তার মাকে জানতে চাই, কিন্তু এছাড়াও পেশাদারী দিক থেকেও জানতে চাই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি অপরাধী-মনস্তত্ত্বের ওপর একটা বই লিখেছি। এখানকার নৈশজীবনকে আমার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। এখানে অনেক অপরাধীরই আনাগোনা আছে। আমার ধারণা আপনি ভেরার অপরাধী মনটার কথা জানেন— মানে উনি চুরি করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে—তা জানি,' হতচকিত হয়েই জবাব দিলেন পোয়ারো।

'একে আমি ম্যাগপাই জটিলতা বলতে চাই। আপনি হয়তো জানেন, ওঁর লোভ শুধু অলঙ্কারে। আমার ধারণা ছোটবেলায় ওঁর জীবনটা কিছুটা সাদামাটা—তবুও নিরাপত্তায় ভরাই ছিলো। ওঁর চরিত্র কিছুটা নাটকীয়তা চায়—চায় শাস্তি পেতে। এই ব্যাপারটাই ওঁর চুরি করার মূল কথা। উনি গুরুত্ব পেতে চান—চান শাস্তির মধ্য দিয়ে কুখ্যাতি!'

প্রতিবাদ করে উঠলেন পোয়ারো, 'ওঁর জীবন নিশ্চয়ই অভিজাত বংশের একজন হিসেবে, বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় তেমন সাদামাটা আর নিরাপদ থাকার কথা নয়!'

মিস কানিংহামের নীলাভ চোখে মৃদু রহস্যের হাসি ফুটে উঠতে চাইলো।

'আঃ! অভিজাত বংশের কেউ? উনি আপনাকে তাই বলেছেন বুঝি?'

'নিঃসন্দেহে উনি অভিজাত,' দৃঢ়স্বরে বলেন পোয়ারো।

'প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে চায়,' পেশাদারী দৃষ্টি মেলে জবাব দেয় প্রফেসর।

'আমার সবচেয়ে আশ্চর্য কি মনে হয় জানেন?' পোয়ারো বলে চললেন: 'আমি অবাক হচ্ছি—আপনার মতো একজন তরুণী ইচ্ছে করলেই যে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে পারে—তা করছেন না। আপনার দেহে ভারি কোট আর বড় পকেটওয়ালা স্কার্ট, যেন গলফ্ খেলতে চলেছেন। তবে কথা হলো, এটা গলফ্ মাঠ নয়, পাতাল-কক্ষ, যার তাপমাত্রা ৭১ডিগ্রী ফারেনহাইট। পাউডারও লাগাননি আপনি। লিপস্টিকও লাগিয়েছেন খেয়ালশূন্য হয়ে। আপনি রমণী, তবে রমণীত্বের দিকে আকর্ষণ ফেটাতে চান না। তাই আমার জিজ্ঞাসা, কেন তা করছেন না? ভারি দুঃখের কথা!'

এক মুহূর্তের জন্যে পোয়ারো অ্যালিস কানিংহামকে মানবিক দেখে খুশি হয়ে

উঠলেন। একটু যেন ক্রোধের স্পর্শও দেখলেন ওর চোখে। পরমুহূর্তেই অ্যালিস আবার নিজের অবজ্ঞামাখা ভাবটুকু ফিরে পেলো।

'প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো,' অ্যালিস বলে, 'আমার মনে হচ্ছে বর্তমান যুগের আদর্শের সঙ্গে আপনার কোন যোগসূত্র নেই!'

সুদর্শন এক তরুণকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটা।

'এই একজন ভারি মজার নমুনা,' ঠাট্টার সুরে বলে অ্যালিস, 'পল ভ্যারেসকো। মেয়েমানুষের অর্থে নির্ভরশীল আর বিচিত্র কলুষ ওর কামনা!'

দু-এক মুহূর্ত পরেই দুজনকে নৃত্যরত দেখা গেলো। পোয়ারোর মনে একটা অনাগত ছবিই যেন ছায়াপাত করতে চাইলো—মিস কানিংহামের অপরাধী সম্পর্কে কৌতূহলের ফলই হয়তো একদিন ওর ক্ষতবিক্ষত দেহটা কোন নির্জন অরণ্যে পাওয়া যাবে।

হঠাৎ কিছু দেখেই অ্যালিস কানিংহামের কথা সাময়িকভাবে পোয়ারোর মন থেকে হারিয়ে গেলো। মেঝের অপর প্রান্তের এক টেবিলে হালকা কেশ এক তরুণ বসে আছে। চেহারার মধ্যে সহজ আনন্দময় জীবন-যাপনের চিহ্ন পরিস্ফুট। তরুণের বিপরীতে এক ধনী সুন্দরী তরুণী। যে কেউ দুজনকে এ অবস্থায় দেখে স্বাভাবিকভাবেই বলতে চাইতো, 'অলস বড়মানুষ আর কাকে বলে।' তবে এরকুল পোয়ারো এটা ভালো করেই জানেন তরুনটি বড়লোক বা অলস দুটোর কোনটাই নয়। সে আসলে গোয়েন্দা-ইন্সপেক্টর চার্লস স্টিভেনস—পোয়ারোর মনে হলো গোয়েন্দা-ইন্সপেক্টর এখানে কাজের তাগিদেই উপস্থিত আছেন....।

পরদিন সকালে পোয়ারো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পুরনো বন্ধু চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপের সঙ্গে দেখা করলেন।

পোয়ারোর অনুসন্ধানের প্রশ্নে জ্যাপের প্রতিক্রিয়া হতে চাইলো একেবারে অভাবিত।

'আরো বুড়ো শেয়াল!' অন্তরঙ্গ সুরে বললেন জ্যাপ, 'কি করে যে আসল জায়গায় ঠিক আপনি পৌঁছে যান বুঝতে পারি না।'

'না, না, নিশ্চিন্তে থাকুন, কিছুই জানি না—একেবারে কিচ্ছু না। স্রেফ কিছু কৌতূহল।'

জ্যাপ প্রত্যুত্তরে বলেন! 'আপনি ওই নরক সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চান? বেশ, ওপর ওপর সেই একই রহস্য। প্রচুর টাকার আমদানী ওখানে, তবে খরচও নেহাত কম নয়। এক রুশ মহিলা লোক দেখানো হিসেবে ওটা চালান, কে এক কাউন্টেস বা ওইরকম কিছু—।'

'কাউন্টেস রসাকফের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে,' ঠাণ্ডাস্বরে জানালেন পোয়ারো, 'আমার পুরনো দোস্ত।'

'কিন্তু উনি আসলে সাক্ষীগোপাল,' জ্যাপ বলে চললেন, 'টাকাটা ওঁর নয়। সেটা

হয়তো ওই প্রধান ওয়েটার অ্যারিসটাইড প্যাপোপোলাসের—লোকটার স্বার্থ আছে—তবে ওটা ওর বলেও আমার বিশ্বাস করি না। আসলে খেলাটা যে কারও তাই-ই আমরা জানি না।'

'তাই ইন্সপেক্টর স্টিভেনস সেটা জানবার তাগিদেই ওখানে যান?'

'ওঃ, স্টিভেনসকে ওখানে দেখেছেন বুঝি? অনেক কিছুই ও জানতে পেরেছে এখন পর্যন্ত!'

'ওখানে কি জানা যেতে পারে বলে আপনাদের সন্দেহ?'

'মাদকদ্রব্যের চালাও কারবার। মাদকের দাম আবার টাকা-পয়সার মাধ্যমে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় দামী পাথরে।'

'তাই নাকি?'

'কি ভাবে সব ব্যাপারটা চলে শুনুন এবার। নামবিহীন সেই মহিলা—না কি কোন কাউন্টেস—তাঁর নগদ টাকার অভাব বা যে-কোন কারণেই ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা তোলার অসুবিধা। ওঁর অলঙ্কার আছে—ওগুলো নাকি ওঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার। ওগুলো মাঝে মাঝে নতুন করে বসানো বা সাফাই করার জন্য নির্দিষ্ট কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়—সেখানে পাথরগুলো তুলে নকল বসিয়ে দেওয়া হয়। খোলা পাথরগুলো এবার এখানে বা মহাদেশের কোথাও বিক্রী করে দেওয়া হয়। একেবারে জলবৎ তরলং—কোন ডাকাতির ব্যাপার বা হৈচৈ নেই। ভাবছেন, কিছুদিন পরে যদি জানা যায় কোন বিশেষ টায়রা বা নেকলেসের পাথর ঝুটো? নামহীন মহিলাটি বলবেন তিনি নিরপরাধ—তিনি বুঝতেই পারছেন না কখন ওই বদল সম্ভব। মাঝখান থেকে বেচারি গরীব পুলিসের ছোটাছুটিই সার ঝি-চাকরদের পেছনে।

'তবে, আমদের জনসাধারণ যা ভাবেন ততটা গাধা নই! কেটার পর একটা ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে—সবগুলোর মধ্যেই একটা সাধারণ ব্যাপার দেখেছি—সব মেয়েদের মধ্যেই মাদকদ্রব্য ব্যবহারের চিহ্ন-স্নায়ুবিকৃতি খিটখিটে ভাব—সঙ্কোচন, চোখের তারা বৃদ্ধি ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো: মাদক ওরা কোথা থেকে পেয়েছে, এর পেছনে মাথাই বা কার?'

'এর উত্তর হলো, আপনার মতে এই 'নরক' নামের জায়গাটা?'

'আমাদের বিশ্বাস এটাই হচ্ছে সবকিছুর সদর দপ্তর। অলঙ্কারের ব্যাপারটা কোথায় ঘটে আমরা জানতে পেরেছি—গোলকোণ্ডা লিমিটেড নামে একটা জায়গা—আপাতদৃষ্টিতে খুবই সম্ভ্রান্ত জায়গা, একেবারে প্রথম শ্রেণীর ঝুটো মালের কারবারী। এই জঘন্য কাজের গুরু পল ভ্যারেসকো নামে একজন—আঃ, মনে হচ্ছে নামটা আপনার পরিচিত?'

'লোকটাকে 'নরকে' দেখেছি,' পোয়ারো জবাব দিলেন।

'লোকটাকে আমিও ওখানেই দেখতে চাই—তবে আসল নরকে? লোকটা হাড়ে হাড়ে পাজি—তবে মেয়েরা—এমন কি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও ওর হাতের পুতুল। লোকটার সঙ্গে ওই গোলকোণ্ডা লিমিটেডের সংযোগ আছে—আমার দৃঢ় সন্দেহ ওই লোকটাই নরকের পেছনে আছে।'

'ওখানেই হাতবদল ঘটে—মাদক দ্রব্যের বদলে অলঙ্কার?'

'হ্যাঁ। গোলকোণ্ডার ব্যাপারটা আমাদের জানা—অন্য দিকটাই জানতে চাই, মানে মাদকের ব্যাপারটা। মালটা কে সরবরাহ করছে আর কোথা থেকেই বা আসছে সেইটাই আমরা জানতে চাই।'

'এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি?'

'আমাদের সন্দেহ রুশ মহিলার ওপর—তবে কোন প্রমাণ পাইনি। কয়েক সপ্তাহ আগে আমাদের ধারণা ছিলো অনেক দূরে এগিয়েছি। ভ্যারেসকো গোলকোণ্ডা থেকে কিছু পাথর নিয়ে 'নরকে' যায়। স্টিভেনস ওর ওপর নজর রেখেছিলো—তবে ওকে হাতবদল করতে দেখিনি। ভ্যারেসকো বাইরে এলে আমরা তাকে আটক করি—ওর কাছে কোন পাথর ছিলো না। ক্লাবঘরটা আমরা ঘিরে ফেলে সকলকেই অনুসন্ধান চালাই। ফল, পাথর বা মাদকদ্রব্য কোনটারই চিহ্ন নেই!'

'সব কিছু অতএব ব্যর্থ?'

একটু কুঁচকে গেলেন জ্যাপ। 'যা বলেছেন! দারুণ ঝামেলায় পড়তাম, তবে ভাগ্যক্রমে আমরা পেভরেলকে পেয়ে যাই (চেনেন বোধহয়, ব্যাটারসীর খুনী)। স্রেফ ভাগ্য, লোকটা স্কটল্যাণ্ডে পালিয়েছে বলেই শুনেছিলাম। আমাদের একজন দক্ষ সার্জেন্ট ফটো দেখে ওকে সনাক্ত করে।'

'হুঁ, তবে এতে মাদকদ্রব্যের অনুসন্ধানে কোন সুবিধা হয়নি,' পোয়ারো বললেন, 'বাড়িটায় কোথাও গোপনে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে?'

'থাকতেই হবে। তবে আমরা খুঁজে পাইনি। আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখেছি। আপনাকে গোপনে বলি, বেসরকারী পথেও খুঁজে দেখেছি,' একটু চোখ টিপলেন জ্যাপ, 'গোপনে ঢোকে আমাদের লোক—প্রকাণ্ড কুকুরটা ওকে প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছিলো আর কি।'

ওহো, সেরবেরাস, সেরবেরাস, আপন মনেই বিড়বিড় করতে চাইলেন পোয়ারো চিন্তিভাবে।

'আপনি একবার হাত লাগিয়ে দেখুন না, পোয়ারো,' জ্যাপ প্রস্তাব রাখলেন, 'সমস্যাটা তো নেহাত সহজ নয়, হাত লাগানোর মতোই। সত্যিই নরক, যাই বলুন!'

চিন্তান্বিত কণ্ঠেই পোয়ারো জবাব দিলেন, 'সব ব্যাপারটাই তাহলে মিটে যায়—হুঁ! হারকিউলিসের দ্বাদশ কাজটা কি ছিলো জানেন?'

'কোন ধারণাই নেই।'

'নরক-প্রহরী সেরবেরাসকে আটক করা। খুব খাপসই, তাই না?'

'কি বলতে চান জানি না আপনি, বুড়োবাবু। তবে মনে রাখবেন, 'কুকুরের মানুষ খাওয়া' একটা খবরের মতো খবর,' অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েন জ্যাপ।

'আপনার সঙ্গে খুব জরুরী একটা কথা বলতে চাই,' পোয়ারো বললেন।

সময়টা একটু সকালই বলতে হয়, ক্লাবে লোকজন তেমন আসেনি, প্রায় খালি।

কাউন্টেস আর পোয়ারো দরজার কাছাকাছি একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে।

'আমার জরুরী কথা কইতে ভালো লাগছে নাব' প্রতিবাদ করতে চাইলেন কাউন্টেস।

'আপনাকে আমি খুবই স্নেহের চোখে দেখি,' দৃঢ়ভাবে বলতে চাইলেন পোয়ারো, 'তাই কোনরকম গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ুন আমি চাই না।'

'কি বলছেন আপনি! এ অসম্ভব। দুনিয়ার মাথার মণি আমি, কত টাকা!'

'এ জায়গার মালিক আপনিই?'

কাউন্টেসের চোখ পোয়ারোর দৃষ্টি এড়াতে চাইলো।

'নিশ্চয়ই,' উত্তর দিলেন কাউন্টেস।

'কিন্তু আপনার একজন অংশীদার আছেন?'

'কে বলেছে আপনাকে একথা?' তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাউন্টেস।

'আপনার অংশীদার কি পল ভ্যারেসকো?'

'ওঃ! পল ভ্যারেসকো! কি অদ্ভুত ধারণা বটে একখানা!'

'লোকটা খুব খারাপ—মানে অপরাধের নজির আছে। আপনি জানেন এখানে অপরাধীরা আনাগোনা করে?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন কাউন্টেস।

'এটা ঠিক বুর্জোয়াদের মতোই কথা। স্বাভাবিকভাবেই তা জানি। বুঝতে পারছেন এই জন্যেই এ জায়গার এত আকর্ষণ? মেফেয়ারের এই লোকগুলোর ওয়েস্ট এণ্ডে নিজেদের দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছে। ওরা এখানে আসে, এসে অপরাধীদের দেখে, চোর, ব্ল্যাকমেলার, বিশ্বাসহন্তা—এমন কি রবিবারের কাগজে যাঁর নাম বেরুতে পারে সেই খুনীকেও। কিরকম উত্তেজক ভাবুন তো—ওরা যেন জীবনকেই দেখে। আর তার ওপর আরও উত্তেজনা—ওই যে, টেবিলের সামনে গোঁফে তা দিচ্ছেন, উনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর—ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টর!'

'আপনি তাহলে জানেন?' শান্তভাবেই প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

কাউন্টেসের চোখে ওঁর চোখ পড়তেই হেসে ওঠেন কাউন্টেস।

'প্রিয় বন্ধু, আপনি যা ভাবেন ততটা সরল আমি কিন্তু নই!'

'আপনি কি এখানে মাদকদ্রব্যেরও কারবার করেন?'

'কভি নেহি!' কাউন্টেস তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'তাহলে জঘন্য ব্যাপার হতো!'

দু-এক মুহূর্ত তাকাবার পর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পোয়ারোর।

'আপনাকে বিশ্বাস করছি,' বললেন পোয়ারো, 'তাই আমাকে জানানো আরো জরুরী হয়ে পড়ছে এ জায়গার আসল মালিক কে?'

'আমিই মালিক,' কাউন্টেস চেঁচিয়ে উঠলেন।

'কাগজে কলমে তাই। তবে আপনার পেছনে কেউ আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনি যেন একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়তে চাইছেন, বন্ধু? উনি খুব বেশি কৌতূহলী, তাই নারে, দু দু?'

কাউন্টেসের কণ্ঠস্বর ঘুঘু ধ্বনির মতোই নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা পিরীচের ওপর থেকে হাঁসের একটা হাড়ের টুকরো তিনি প্রকাণ্ড কালো হাউণ্ডের দিকে ছুঁড়ে দিতেই চোয়াল বন্ধ হওয়ার কড়মড় শব্দ ভেসে এলো।

'জন্তুটাকে কি বলে ডাকলেন?' একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন পোয়ারো।

'আমার ছোট্ট দ্যু দ্যু। ও আমার বড় আদরের। ও একটা পুলিশ কুকুর। ও সব কিছু করতে পারে—একটু দাঁড়ান।'

উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেন কাউন্টেস তারপর হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে সবে পরিবেশন করা একখণ্ড মাংসের টুকরো তুলে নিলেন। এরপর পাথরের কুলুঙ্গির দিকে এগিয়ে কুকুরটার সামনে রেখে রুশ ভাষায় অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে চাইলেন।

সেরবেরাস সামনে দৃষ্টি মেলে ধরলো। মাংসের টুকরোটা যেন নেই।

'দেখলেন তো? কয়েক মিনিটের ব্যাপার নয়। না, প্রয়োজন হলে ঘন্টার পর ঘন্টা ও ওইভাবে থাকতে পারে?'

এরপর কাউন্টেস বিড়বিড় করে কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎগতিতে সেরবেরাস ওর লম্বা ঘাড় নিচু করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভোজবাজিতে মাংসের টুকরোটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভেরা রসাকফ কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন।

'দেখছেন কত শান্ত।' কাউন্টেস বলে চলেন, 'আমার, অ্যালিস বা আমার বন্ধুদের জন্যে ও সব করতে পারে। শুধু ওকে বলে দিন, ব্যাস! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—এক মুহূর্তেই ও যে কোন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে! একেবারে টুকরো টুকরো।' হো হো করে হেসে উঠলেন কাউন্টেস এবার, 'কথাটা আমি শুধু উচ্চারণ করার অপেক্ষা—।'

খুব দ্রুত বাধা দিয়ে বসলেন পোয়ারো, কাউন্টেসের ঠাট্টাটুকু বুঝতে অপারগ হয়েই—ইন্সপেক্টর স্টিভেনস্ হয়তো বিপদে পড়তে চলেছেন।

'প্রফেসর লিস্কিয়ার্ড আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কাউন্টেসের হাতের কাছেই দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর।

'আপনি আমার মাংসের টুকরো নিয়ে নিয়েছেন,' অভিযোগ করতে চাইলেন উনি।

'বৃহস্পতিবার রাতে, বুড়ো,' জ্যাপ বললেন, 'কাজটা অ্যানড্রুজের হাতে—মাদক নিরোধ-স্কোয়াড—তবে ও খুশি মনেই আপনাকে দলে নেবে। সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছি বলেই মনে হয়। ক্লাবের বাইরে যাওয়ার অন্য একটা পথ আছে—আমরা সেটা খুঁজে পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'জাফরির পেছনে।'

'কি করতে চান এবার?'

জ্যাপ চোখ টিপলেন। 'মতলবটা এই রকম—পুলিশ হাজির হবে, আলো নিভে

যাবে—গোপন দরজার আড়ালে একজন লুকিয়ে থেকে দেখবে কে বাইরে আসে।'

'বৃহস্পতিবার কেন?'

আবারও চোখ টিপলেন জ্যাপ।

'গোলকোণ্ডা দলটাকে আমরা চোখে চোখে রেখেছি। বৃহস্পতিবার ওখান থেকে মাল সরবে। লেডি ক্যারিংটনের পান্না।'

'আপনার মত আছে তো,' পোয়ারো বললেন, 'আমিও যদি ছোটখাটো কিছু বন্দোবস্ত করে রাখি?'

ছোট টেবিলটায় বসে বৃহস্পতিবার রাতে পোয়ারো নিজের চারপাশটা একবার চোখ বোলাতে চাইলেন। নরক যথারীতি গুলজার।

কাউন্টেস যেন আজ রাতে আরো বেশি অগ্নিময়ী রূপ নিয়েছেন। ওঁর রুশী চরিত্র যেন বড় বেশি প্রকট। পল ভ্যারেসকোও এসে পৌঁছেছে। হীরেয় মোড়া জনৈকা মধ্যবয়স্কা জাঁদরেল মহিলার হাত এড়িয়ে ওকে অ্যালিস কানিংহামের দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা গেলো।

মিস কানিংহামের চোখে কণামাত্র প্রেমের আলো ফুটতে চাইলো না। শুধুমাত্র এক বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা।

মেয়েটা খুশি হয়ে এবার পোয়ারোর পাশে এসে বলে ওঠে, 'ভ্যারেসকো আমার বইতে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই নেবে। লোকটা ঠিক অপরাধীসুলভ বলাতে পারেন, তবে ওকে নিরাময় করা যায়—।'

'লম্পটকে সংশোধন করতে পারার স্বপ্ন দেখা মেয়েদের একটা চিরকালীন খেয়াল,' জবাব দিলেন পোয়ারো।

একটা ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে ধরলো অ্যালিস কানিংহাম।

'এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই, মিঃ পোয়ারো।'

'না, তা কখনই থাকে না। নিছক পরার্থবাদ—তবে মুখ্য বস্তুটি কিন্তু সর্বদাই বিপরীত লিঙ্গেরই কেউ। যেমন ধরুন, আপনি কি আমার ব্যাপারে আগ্রহী হতে চাইবেন, কোথায় পড়েছি, মেট্রনের কাছে কেমন ব্যবহার পেয়েছি?'

'আপনি অপরাধী শ্রেণীর নন,' মিস কানিংহাম জবাব দিলেন।

'অপরাধী শ্রেণীর কাউকে দেখলে আপনি চিনতে পারেন?'

'নিশ্চয় পারি।'

প্রফেসর লিস্কিয়ার্ড এসে যোগ দিলেন। তিনি পোয়ারোর পাশে বসলেন।

'আপনারা কি অপরাধীদের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন? আপনার, হামুরাবির খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ শতকের অপরাধ-সঙ্কেত পড়া উচিত। খুব কৌতূহল-উদ্দীপক। 'অগ্নিকাণ্ডের সময় কেউ চুরি করলে তাকে অগ্নিতেই নিক্ষেপ করা হবে।'

খুশি-খুশি হাসিভরা মুখে তিনি সামনের বৈদ্যুতিক জাফরির দিকে তাকালেন। 'এ ছাড়াও প্রাচীন সুমেরীয় নিয়ম-কানুন আছে। কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে ঘৃণা করে

বলে 'তুমি আমার স্বামী নও', তাহলে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। বিবাহবিচ্ছেদের আদালত থেকে সহজ ও সস্তা পথ। তবে কোন স্বামী একথা স্ত্রীকে বললে সামান্য রৌপ্য মুদ্রার বদলেই সে রেহাই পায়, তাকে কেউ নদীতে নিক্ষেপ করে না।'

'সেই একই পুরনো কাহিনী,' অ্যালিস কানিংহাম বলে ওঠে, 'পুরুষের জন্যে এক নিয়ম, স্ত্রীলোকের জন্যে আর এক।'

'টাকা-পয়সার ব্যাপারে অবশ্য স্ত্রীজাতির আগ্রহ বেশি,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর লিস্কিয়ার্ড, 'আপনারা জানেন, এ জায়গাটা আমি পছন্দ করি। প্রতি রাত্রিতেই এখানে আসি। পয়সা লাগে না। কাউন্টেসই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন— এখানকাব সজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছি বলেই। তবে এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা কম। তবে উনি চমৎকার মহিলা—ওঁকে কিছুটা ব্যাবিলোনিয়ার মেয়ে বলে মনে হয়। ব্যাবিলোনিয়ার লোকেরা ব্যবসায় খুব দক্ষ ছিলো—।'

হঠাৎ চেঁচামেচিতে প্রফেসরের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেলো। হঠাৎ শোনা গেলো 'পুলিস'—মেয়েরা উঠে দাঁড়ালো। নানান শব্দের মাঝখানে আলো আর বৈদ্যুতিক জাফরি উধাও হয়ে গেলো। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে শুধু শোনা গেলো নিচু গলায় প্রফেসর হামুরাবির কিছু আইনের ব্যাখ্যা করে চলেছেন।

আবার আলো জ্বলে উঠতেই এরকুল পোয়ারো সিঁড়ির মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দরজার সামনে পুলিশ অফিসারেরা সেলাম জানাতেই তিনি বাইরে এসে কোণের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক কোণের কাছাকাছি দেয়ালে ঠেস রেখে ছোটখাটো রক্তনাসা গন্ধযুক্ত একজন লোক। লোকটা ব্যগ্র কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে ওঠে।

'আমি এখানে আছি, কর্তা। এখনই কাজ শুরু করবো?'

'হ্যাঁ, শুরু করে দাও।'

'এখানে যে ঢের পুলিশ রয়েছে!'

'ঠিক আছে। তোমার কথা তাদের বলা আছে।'

'আশা করি তেনারা বাধা দেবেন না, তাহলেই হয়।'

'বাধা দেবে না। তুমি যা করতে চাও ঠিক ঠিক পারবে বলে মনে করো? জন্তুটা যেমন হিংস্র তেমনি বিশাল।'

'আমার কাছে হিংস্র হবে না,' ছোটখাটো লোকটা দৃঢ়স্বরে জানায়, 'আমার কাছে যা আছে তাতে তা হবে না। যে কোন কুকুর এর জন্যে নরকেও আমার পেছু নেবে।'

'এ ব্যাপারে,' এরকুল পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'তাকে তোমার সঙ্গে নরকের বাইরেই যেতে হবে!'

ভোরের দিকে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। এরকুল পোয়ারো রিসিভার তুলে নিলেন।

জ্যাপের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'আপনি ফোন করতে বলেছিলেন। মাদক দ্রব্য পাইনি—পান্নাগুলো পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'প্রফেসর লিঙ্কিয়ার্ডের পকেটে।'

'প্রফেসর লিঙ্কিয়ার্ড?'

'আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন? কি যে করবো বুঝতে পারছি না। প্রফেসর শিশুর মতোই অবাক হয়ে পড়েছিলেন—হাঁ করে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগুলো কিভাবে পকেটে এলো জানেন না। আমার বিশ্বাস উনি সত্য কথাই বলেছেন। ভ্যারেসকো অন্ধকারের সুযোগে সহজেই ওঁর পকেটে চালান করে থাকতে পারে। প্রফেসরের মতো একজন বৃদ্ধ এ ব্যাপারে লিপ্ত বলে মনে হয় না। সমাজের ওপরতলাতেই ওঁর যোগাযোগ, এমন কি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গেও আছে। শুধু বই ছাড়া অন্য কিছুতেই লোভ নেই ওঁর। না, উনি খাপ খাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে গোড়া থেকেই ভুল করছি—ওখানে মাদকের কোন ব্যাপারই হয়তো নেই।'

'ওঃ, আছে বইকি বন্ধু, আজ রাতেও ছিলো। বলুন তো, গোপন পথে কেউ কি বেরিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, স্যাণ্ডেনবার্গের প্রিন্স হেনরি আর তাঁর দলবল। উনি গতকালই ইংল্যাণ্ডে এসেছেন। ভিটামিন ইভান্স, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, লেডী বিট্রিস ভান্ধিলার সবশেষে আসেন—পরশুদিন তরুণ লিওমিন্স্টারের ডিউকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। এদের কেউ ওই ব্যাপারে জড়িত মনে হয় না।'

'ঠিকই বলেছেন। তা সত্ত্বেও মাদক ক্লাবেই ছিলো, কেউ সেটা ক্লাবের বাইরে নিয়ে যায়।'

'কে?'

'আমি, বন্ধু।' শান্তস্বরে জবাব দিতে চাইলেন পোয়ারো।

বাইরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে জ্যাপের চিৎকার অগ্রাহ্য করেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পোয়ারো। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই কাউন্টেস রুসাকফ ঘরে প্রবেশ করলেন।

'আপনার চিরকুট পেয়েই ছুটে এসেছি, দেখছেন? আমার মনে হচ্ছে, আমার পেছনে একজন পুলিশ আছে, সে রাস্তায় অপেক্ষা করতে পারে। যাক, এবার বলুন বন্ধু, কি ব্যাপার?' বললেন কাউন্টেস।

পোয়ারো পরম আগ্রহের সঙ্গে কাউন্টেসের লোমশ কোটটি খুলে নিলেন।

'আপনি প্রফেসর লিঙ্কিয়ার্ডের পকেটে পান্নাগুলো রেখেছিলেন কেন?' জানতে চাইলেন পোয়ারো। 'এটা কিন্তু ভালো করেননি!'

চোখদুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কাউন্টেসের।

'ওগুলো আপনার পকেটেই যে রাখতে চেয়েছিলাম!'

'ওঃ, আমার পকেটে?'

'নিশ্চয়ই। আপনি যেখানে বসতে অভ্যস্ত তাড়াতাড়ি সেখানে যাই—কিন্তু আলো

নিভে যেতেই তাড়াতাড়োয় প্রফেসরের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলি।'
'চোরাই পান্না আমার পকেটে ঢোকাতে চাইছিলেন কেন?'
'আমার—আমার মনে হলো ওটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা।'
'সত্যিই, ভেরা, তোমাকে নিয়ে পারা অসম্ভব!'
'কিন্তু, একবার ভাবুন। পুলিশ এলো, আলো নিভে গেলো, আর হঠাৎ একটা হাত টেবিল থেকে আমার ব্যাগটা তুলে নিলো। ব্যাগটা সঙ্গে সঙ্গেই ছিনিয়ে নিতেই টের পেলাম ওতে কিছু অলঙ্কার—বুঝতে দেরী হলো না ওগুলো কে রেখেছে!'
'বুঝতে পেরেছেন?'
'নিশ্চয়ই বুঝেছি। এটা সেই শয়তানের কাজ! সেই নচ্ছার, দুমুখো সাপ, শুয়োরের বাচ্চা, পল ভ্যারেসকো।'
'যে লোকটা 'নরকে' আপনার অংশীদার?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই লোকটাই এখানকার মালিক, ওরই টাকা। এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তবে এখন ও আমার ওপর বাটপাড়ি করে পুলিসে জড়িয়ে দিতে চেয়েছে আমাকে—আঃ! এখন ওর সব কথা প্রকাশ করে দেবো!'
'শান্ত হোন,' পোয়ারো বললেন, 'আমার সঙ্গে পাশের কামরায় চলুন।'
দরজা খুললেন পোয়ারো। ছোট্ট কামরা, আচমকা মনে হতে চায় কামরাখানা যেন শুধু কুকুরে পরিপূর্ণ। সেরবেরাসকে 'নরকে'র বিরাট ঘরেও যেন বেমানান বলে মনে হতে চাইতো। পোয়ারোর ছোট্ট ডাইনিং কামরায় সেরবেরাস ছাড়া আর কিছুই নেই মনে হতে চাইলো। অবশ্য ঘরখানা সেই ছোটখাটো গজমুক্ত লোকটাও আছে।
'আপনার কথামতো আমরা এখানে হাজির হয়েছি, কর্তা,' চেরা গলায় লোকটা জানালো।
'দ্যু দ্যু! কাউন্টেস চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার দ্যু দ্যু সোনা!'
সেরবেরাস মেঝেয় লেজ আছড়ালেও নড়তে চাইলো না।
'আসুন, আপনার সঙ্গে মিঃ উইলিয়াম হিগসের পরিচয় করিয়ে দিই,' পোয়ারো সেরবেরাসের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'আজকের হৈ-হট্টগোল মিঃ হিগস সেরবেরাসকে ওকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেছেন নরক থেকে বাইরে।'
'আপনি বাধ্য করেছেন?' কাউন্টেস বিস্মিত হয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইঁদুরমুখো লোকটার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু কিভাবে?'
মিঃ হিগস লজ্জায় চোখ নামাতে চাইলেন।
'ভদ্রমহিলার সামনে বলতে চাই না। তবে এমন অনেক ব্যাপার আছে কোন কুকুরই বা এড়িয়ে যেতে পারে না। যেখানে খুশি ইচ্ছে করলেই ওদের নিয়ে যেতে পারি।'
কাউন্টেস রুদ্ধশ্বাস পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।
'কিন্তু এর অর্থ কি?'
'বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষিত কুকুর মুখে যে কোন জিনিস বহন করতে পারে, না

হুকুম দেওয়া পর্যন্ত সে ওটা হারাতে চায় না। আপনার কুকুরকে এবার মুখ থেকে ওটা বের করার হুকুম দেবেন কি?'

দু-এক লহমা তাকালেন ভেরা রসাকফ, তারপরেই অস্ফুট কণ্ঠে কিছু বলে উঠলেন।

সেরবেরাসের প্রকাণ্ড চোয়াল এবার ফাঁক হলো। এরপর যা ঘটলো তা আতঙ্কজনক, সেরবেরাসের জিভটাই যেন মুখ থেকে খুলে পড়তে চাইলো...।

এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। ছোট্ট স্পঞ্জ রবারে তৈরী একটা প্যাকেট তুলে নিতেই বেরিয়ে পড়লো এক প্যাকেট সাদা গুঁড়ো।

'কি এগুলো?' তীব্রস্বরে জানতে চাইলেন কাউন্টেস।

পোয়ারো শান্তস্বরে জানালেন, 'কোকেন। সামান্যই, তবে মনে হয় যাঁরা এর জন্যে হাজার হাজার পাউণ্ড ব্যয় করতে প্রস্তুত তাঁদের কাছে যথেষ্ট..... শত শত মানুষের জীবনে সর্বনাশ আনার পক্ষে যথেষ্ট বইকি....।'

থমকে গেলেন কাউন্টেস। কণ্ঠ চিরেই কথাগুলো বেরিয়ে এলো ওঁর।

'আপনি—আপনি ভাবছেন আমিই—বিশ্বাস করুন, শপথ করে বলছি তা নয়। অতীতে অলঙ্কার নিয়ে অনেক খেলেছি—নিছক আমোদ, বাঁচার অনন্দেই করেছি। আমার মতে তা না করার কারণও কি আছে বলতে পারেন?'

'ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা আপনার নেই,' দুঃখের ছোঁয়া লাগলো পোয়ারোর কণ্ঠে।

কাউন্টেস বলে চললেন, 'তবে মাদক—কক্ষনো না! ওতে শুধু মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা আর মানুষ্যত্বেরই অপচয় ঘটে। আমার ধারণা ছিলো না—কণামাত্র ধারণাও ছিলো না—আমার মত সুন্দর, নির্দোষ মনোরম 'নরক'কে কেউ এ কাজে লাগিয়েছে!'

'বলুন, বলুন, আমাকে আপনি বিশ্বাস করছেন,' কাউন্টেস অনুণয় করতে চাইলেন।

'নিশ্চয়ই আপনাকে বিশ্বাস করছি। এই মাদকদ্রব্য চালানের আসল মেঘনাদ ধরার জন্যে আমি কষ্ট স্বীকার করিনি কি? হারকিউলিসের দ্বাদশ শ্রম সফল করার জন্যে সেরবেরাসকে কি নরক থেকে টেনে আনিনি? আপনাকে একটা কথাই শুধু বলতে চাই, আমার বন্ধুদের কাউকে চক্রান্তে জড়ানো হয় আমি কখনও চাই না—হ্যাঁ, চক্রান্ত—কারণ গোলমাল দেখা দিলে আপনাকেই এর জালে জড়িয়ে পড়তে হতো, সেই বন্দোবস্তই করা ছিলো। আপনার হাত-ব্যাগেই পান্নাগুলো পাওয়া গেছে, আর কেউ একটু চালাক হয়ে (আমার মতো) বন্য কুকুরের মুখগহ্বরকে লুকিয়ে রাখার জায়গা সন্দেহ করলে—মানে কুকুরটাও আপনারই তো। আপনার ছোট্ট ওই অ্যালিসের হুকুম মেনে চলতে শিখলেও—হ্যাঁ, আপনার চোখ খুলে যাওয়া দরকার। প্রথম থেকেই মেয়েটিকে আমার ভালো লাগেনি। ওর ওই বিজ্ঞানের কচকচি আর কোট আর স্কার্টের বড় পকেট! হ্যাঁ, পকেট। কোন তরুণীর পক্ষে ওইরকম অচিন্ত্য থাকা সত্যিই অস্বাভাবিক। যে পকেটে অনায়াসেই ও মাদকদ্রব্য বয়ে এনে পাথর

সরিয়ে ফেলতে পারে—কাজটা ওরই সহযোগী, সেই মনস্তাত্ত্বিক রোগীর সঙ্গে নাচের মুহূর্তে আনায়াসেই করা চলে। আঃ, কি বিচিত্র কৌশল। কেউ ওই বিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্বের স্নাতক তরুণীকে সন্দেহ করতে চাইবে না—অনায়াসেই সে মাদকদ্রব্যের ঢালাও কারবার চালিয়ে ওর ধনী রোগীদের অভ্যাসের দাস বানিয়ে ফেলবে। তবে ও এরকুল পোয়ারোকে পাত্তা দিতে চায়নি—ও ভেবেছিলো ওর ওই ধোঁকাবাজিতে তাকে কাত করতে পারবে। ঠিক আছে, আমিও প্রস্তুত আছি। আলো নিভলো—আমিও দ্রুত অন্ধকারে সেরবেরাসের পাশে হাজির হলাম। অন্ধকারেও ওর পদশব্দ কানে এলো। কুকুরটার মুখ খুলে প্যাকেটটা ও ঢুকিয়ে দিলো, আর আমিও নিঃশব্দে ওব অজান্তে ছোট্ট একটা কাঁচিতে ওর জামার হাতার খানিকটা কেটে পকেটস্থ করে ফেললাম।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে পোয়ারো টুকরোটা বের করে দেখালেন।

'দেখতে পাচ্ছেন—সেইরকম ডোরাকাটা টুইডের অংশ—এটা জ্যাপকে দেবো যথাস্থানে লাগানোর জন্যে—তারপর গ্রেপ্তার—জানা যাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আবার দারুণ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে।'

হতভম্ব হয়েই কাউন্টেস রসাকফ পোয়ারোর দিকে তাকাতে চাইলেন। আচমকাই ওঁর বুক চিবে অকটা আকুল আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

'কিন্তু আমায় নিকি—আমার নিকি! ওর পক্ষে যে এটা সাংঘাতিক—,' একটু থামলেন কাউন্টেস, 'নাকি আপনি তা মনে করেন না?'

'আমেরিকায় আরো অনেক মেয়ে আছে,' পোয়ারো জবাব দিলেন।

'আপনি না থাকলে ওর মা হয়তো জেলখানাতেই থাকতো।'

কাউন্টেস দু বাহু প্রসারিত করে উদ্দাম উল্লাসেই পোয়ারোকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেললেন। মিঃ হিগস সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সেরবেরাস আনন্দের আতিশয্যে মেঝেয় লেজ আছড়ে চললো।

আনন্দের মুহূর্তেই কানে ভেসে আসে ঘন্টাধ্বনি।

'জ্যাপ!' কাউন্টেসের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন পোয়ারো।

'আমার বোধহয় পাশের ঘরে যাওয়াই ভালো,' বললেন কাউন্টেস।

মাঝের দরজা দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে যেতেই দরজার দিকে এগোলেন পোয়ারো।

'কর্তা,' সজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে চাইলো হিগস, 'একবার আর্সিতে মুখখানা দেখে নেবেন?'

আয়নায় নিজের মুখখানা দেখেই কুঁচকে গেলেন পোয়ারো। লিপস্টিক আর ম্যাসকারায় মুখখানা একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

'মিঃ জ্যাপ যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এসে থাকেন, কি যে ভাববেন—.' হিগস বলতে চাইলো।

আবার ঘন্টা শোনা যেতেই পোয়ারো উন্মত্তের মতোই গোঁফের প্রান্ত থেকে লালচে আভাটুকু মুছে নিতে চাইতেই কথা শেষ করলো হিগস, 'আমাকে কি করতে বলেন এবার—ইয়ে, মানে ওই কুকুরটা—?'

'আমার স্মরণশক্তি ঠিক হলে, সেরবেরাস আবার নরকেই ফিরেছিলো,' জবাব দিলেন পোয়ারো।

'যেমন বলেন,' মিঃ হিগস বলে।

' নেমিয়ান সিংহ থেকে সেরবেরাস গ্রেপ্তার,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো, 'সব কাজ শেষ।'

এক সপ্তাহ পরে মিস লেমন একটা বিল নিয়ে এলেন।

'মাপ করবেন, মিঃ পোয়ারো। এটার দাম মিটিয়ে দিতে পারি?' লিওনোরা, ফুল বিক্রেতা, লাল গোলাপ। এগারো পাউণ্ড, আট শিলিং, ছ' পেন্স। পাঠানো হয়, কাউন্টেস ভেরা রসাকফের কাছে, নরক—১৩, এণ্ড স্ট্রীট, ডব্লিউ. সি.—এক।

লাল গোলাপের মতই এরকুল পোয়ারোর গালদুটো রক্তাভ হয়ে উঠতে চাইলো।

'ঠিক আছে, মিস লেমন। মানে—ইয়ে, একটু উৎসবের উপহার আর কি। কাউন্টেসের ছেলে সবেমাত্র আমেরিকায় বাগদত্ত হয়েছে—ওঁর নিয়োগকর্তার মেয়ের সঙ্গে, এক ধনী ব্যক্তি। লাল গোলাপ—মানে, শুনেছি ওঁর খুবই প্রিয়, তাই।'

'ঠিক,' মিস লেমন জবাব দিলেন, 'বছরের ও সময়টায় দামটা একটু বেশিই থাকে।'

নিজেকে সামলে নেন এরকুল পোয়ারো।

'অনেক সময় খরচ বাঁচানো যায় না,' জবাব দিলেন পোয়ারো।

একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। চলার ছন্দ যেন বড় বেশি রকম হালকা। হাঁ করে তাকালেন মিস লেমন ওঁর দিকে। নথীপত্র গোছানোর কথা আর মনে রইলো না। নারীসুলভ প্রবৃত্তিগুলোও যেন সজাগ হয়ে উঠলো।

'হা ভগবান,' বিড়বিড় করে উঠলেন মিস লেমন। 'তাহলে কি...অ্যাঁ! এই বয়সে!....কখনও হতে পারে না....!'

অনুবাদ □ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

দি থার্ড গার্ল

❑ এক ❑

প্রাতরাশ সারছিলেন এরকুল পোয়ারো, ডানপাশে ধূমায়িত চকোলেট কাপ, তার একান্ত প্রিয় পানীয়।

বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন পোয়ারো। পেটের সঙ্গে তাঁর মনেও শান্তি বিরাজ করছিলো। ইতিমধ্যে তিনি বিখ্যাত রহস্য কাহিনী রচয়িতাদের রচনা বিশ্লেষণ করে বিরাট একখানা বই লেখা শেষ করেছেন। বেশ দুঃসাহসের সঙ্গেই তিনি বইটিতে এডগার অ্যালান পোর রচনার কড়া সমালোচনা করে তাঁর লেখায় ছন্দের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনই করেছেন এরই সঙ্গে উইলকি কলিনসের লেখায় রোমান্টিকতার যদৃচ্ছ ব্যবহারের। এরই সঙ্গে তিনি দুজন প্রায় অজ্ঞাত আমেরিকান লেখককে আশমানে তুলেছেন। আসলে যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে তা দিতে কার্পন্য হয়নি, আবার যেখানে তা প্রাপ্য নয় সেখানে তা দেননি। বই প্রেসে ছাপতে দেওয়া থেকে সব খুঁটিনাটি কাজ নিজেই করেছেন পোয়ারো। বেশ কিছু ছাপার ভুল সত্ত্বেও নিজের সাহিত্যকর্ম লক্ষ্য করে খুশিই পোয়ারো। বইটি রচনা করতে গিয়ে প্রচুর বই পড়ে আনন্দও কম পাননি।

কিন্তু এখন? মানসিক পরিশ্রম শেষে শুধু অবসর যাপন। তবে অবসর যাপনেরও সীমা থাকে, স্বাভাবিকভাবেই পরের কাজে হাতও দিতে হয়। পোয়ারো বুঝতে পারছিলেন না পরের কাজটি কি হবে। আবার কোন সাহিত্যকর্ম? সেটা তাঁর মনঃপুত নয়, যেহেতু কোন বিশেষ কাজ করার পর তাকে রেহাই দেওয়াই ভালো। প্রবাদও সেই রকম। আসলে তিনি মানসিকভাবে একটু ক্লান্ত.....এই লেখার কাজ তাকে অস্থির করে তুলেছিলো....।

চকোলেটের কাপে আর একবার চুমুক দিলেন পোয়ারো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো তার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক জর্জ। একটু মাপ চাইবার ভঙ্গীতে জর্জ বললো, 'একজন অল্পবয়সী মহিলা এসেছেন, স্যার—।'

একটু আশ্চর্য হয়েই তাকালেন পোয়ারো।

'এসময় আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না,' অসন্তুষ্ট ভঙ্গীতেই তিনি বললেন।

'না, স্যার,' স্বীকার করলো জর্জ।

প্রভু ভৃত্য পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। মাঝে মাঝেই দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ কঠিন হয়ে পড়ে। এসময় দরকার হয় সঠিক প্রশ্নের। সঠিক প্রশ্নটি এক্ষেত্রে কি সেটাই ভেবে নিলেন পোয়ারো।

'এক অল্প বয়সী লেডি দেখতে সুন্দরী?' সতর্কভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আমার মতে তা নয়, স্যার—তবে রুচির কথা বলা শক্ত।'

পোয়ারো [illegible] করতে চাইলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে [illegible]ন?'

'উনি বললেন—,' বেশ অনিচ্ছা নিয়েই যেন কথাটা বলতে চাইলো জর্জ, 'উনি একটা খুন করে থাকতে পারেন সে সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।'

হাঁ হয়ে গেলেন পোয়ারো। তাঁর ভ্রু কুঁচকে উঠলো। 'খুন করে থাকতে পারেন? উনি জানেন না?'

'তাই বলেছেন স্যার।'

'হুম, খুবই চিত্তাকর্ষক', পোয়ারো বললেন।

'হয়তো—হয়তো কোন ঠাট্টাই, স্যার,' জর্জ বললো।

'সবই সম্ভব—,' পোয়ারো উত্তর দিলেন। ওকে পাঁচ মিনিট পরে নিয়ে এসো।'

জর্জ বিদায় নিতে শেষবারের মত কাপে চুমুক দিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে গোঁফটা দেখে নিলেন পোয়ারো। তারপর আবার চেয়ারে এসে বসলেন। মনে মনে নারীর আকর্ষণের বিষয় পর্যালোচনা করতে শুরু করতেই জর্জ সাক্ষাৎপ্রার্থিনীকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সত্যি বলতে কি পোয়ারো হতাশই হয়ে গেলেন। মেয়েটি সুন্দরী তো নয়ই, এমনকি বিপদে পড়েছে বলেও মনে হয় না। বলা যায় একটু বিহ্বল মাত্র।

'ফুঃ!' বিরক্তি জাগলো পোয়ারোর। এই মেয়েগুলোনিজেদের একটু আকর্ষনীয়াও করতে চায় না। ভালো পোশাক, চুলের বিন্যাস এটুকু হলেও চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তার বদলে একি!

মেয়েটির বয়স একুশ কি বাইশ হবে। কি রঙ বোঝার উপায় নেই এমন একরাশ এলোমেলো দীর্ঘ চুল কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে। নীলাভ দীঘল চোখে কেমন শূন্য দৃষ্টি। পোশাক নিঃসন্দেহে ওরই যুগোপযোগী। কালো চামড়ার বুট জুতো, বহুদিন কাচা হয়নি এমন মোজা, হ্রস্ব স্কার্ট আর মোটা পশমী ঢোলা পুলওভার। পোয়ারোর বয়স আর কালের যে কোন ব্যক্তিরই একটাই ইচ্ছে হবে মেয়েটিকে দেখে—এখনই তাকে স্নানের টবে চুবিয়ে দেওয়া। পথ চলার সময়েও পোয়ারোর একই প্রতিক্রিয়া হয়েছে বহুবার। এমনই শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে তার চোখে পড়েছে। প্রত্যেকেই অসম্ভব নোংরা। অথচ এই মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সম্প্রতি যেন নদীতে ডুব দিয়ে এসেছে। পোয়ারো ভাবলেন এই মেয়েগুলো সত্যিকার নোংরা নয়, ওরা নিজেদের চেষ্টা করে এই রকমই দেখাতে চায়।

স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই পোয়ারো করমর্দন করে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন, মাদমোয়াজেল?'

'ওহ্,' মেয়েটি প্রায় বিহ্বলস্বরে বলেই তাকালো।

'কি ব্যাপার?' পোয়ারো বললেন।

একটু ইতস্ততঃ করলো মেয়েটি। 'আমি—আমি দাঁড়িয়েই থাকবো।' ওর চোখের দৃষ্টি অস্থিরতা মাখানো।

'যা ভাল মনে করেন', পোয়ারো মেয়েটিকে জরিপ করতে চাইলেন।

মেয়েটি আবার তাকালো। 'আপনি—আপনি এরকুল পোয়ারো?'

'অবশ্যই। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'ওহ্, মানে, সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। মানে আমি—।'

পোয়ারোর মনে হলো মেয়েটিকে সাহায্য করা উচিত। তিনি তাই বললেন, 'আমার পরিচারক বলছিলো যে আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান কারণ আপনি একটা খুন করে থাকতে পারেন। কথাটা ঠিক?'

মেয়েটি মাথা নোয়ালো। 'ঠিক।'

'অবশ্য এমন বিষয়ে সন্দেহ না থাকারই কথা। আপনি নিশ্চয়ই জানবেন কোন খুন করেছেন কি না।'

'মানে, কি ভাবে বলবো জানিনা। মানে—।'

'ঠিক আছে', পোয়ারো দয়ার্দ্রস্বরে বললেন। 'একটু বিশ্রাম করে নিন, তারপর সবকথা আমায় বলুন!'

'না—মানে, তা বোধহয় পারবো না। মানে, কিভাবে যে—সবই কেমন কঠিন। আমি—আমি মন বদলে ফেলেছি। আমি রূঢ় হতে চাইছি না, কিন্তু—আমার মনে হচ্ছে আমার চলে যাওয়াই ভালো।'

'মনে সাহস অনুন, তারপর বলুন।'

'না, অমি পারবো না। ভেবেছিলাম আপনার কাছে এসে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করবো—কিন্তু আমি পারছি না। সবটাই অন্য রকম লাগছে—।

'কার থেকে অন্য রকম?'

'আমি দুঃখিত', জোরে শ্বাস টানলো মেয়েটি। 'আমি রূঢ় হতে চাইনা তবু—তবু বলছি—আপনি বড্ড বুড়ো। কেউ বলেনি আপনার এত বয়স। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রদীপের সামনে থেকে ছিটকে যাওয়া প্রজাপতির মতই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পোয়ারো প্রায় হাঁ করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলেন।

তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : 'অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত—।'

☐ দুই ☐

ঝন্ ঝন্ শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই জর্জ পোয়ারোর দিকে তাকালো। 'ধরার দরকার নেই,' পোয়ারো বলে উঠলেন।

জর্জ ঘর ছেড়ে যেতে চুপচাপ বসে রইলেন পোয়ারো। টেলিফোনটার ঝন্ঝনানি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো।

দু এক মিনিট, তারপরেই আবার শোনা গেলো সেই শব্দ।

'নিশ্চয়ই কোন মহিলা,' বিরক্ত কণ্ঠে কথাটা বলেই এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন পোয়ারো। 'হ্যালো—।'

'আপনি মঁসিয়ে পোয়ারো?'

[illegible]

'মিসেস অলিভার বলছি—আপনার গলা অন্য রকম লাগলো বুঝতেই পারিনি।'

'সুপ্রভাত, মাদাম—আশাকরি ভালো আছেন?'

'ওহ্, বেশ ভালোই আছি,' আরিয়ান অলিভারের হাসিখুশি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। বিখ্যাত রহস্য লেখিকা মিসেস অলিভার আর এরকুল পোয়ারোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

'আপনার একটু সাহায্যে চাই,' মিসেস অলিভার বললেন।

'বলুন?'

'আমাদের রহস্য কাহিনী লিখিয়েদের বার্ষিক নৈশভোজে এবছর আপনাকেই অতিথি বক্তা ঠিক করেছি। রাজি হলে খুব খুশি হবো।'

'কবে হচ্ছে সেটা?'

'আগামী মাসের ২৩ তারিখে।'

টেলিফোনে দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো। 'হায়! আমি বড্ডো বুড়ো!'

'বুড়ো? কি বলছেন? আপনি মোটেই বুড়ো নন!'

'আপনার তা মনে হয় না?'

'অবশ্যই না। আপনিই উপযুক্ত। আপনি খুব সুন্দর সব সত্যকাহিনী শোনাবেন।'

'কারা শুনবেন?'

'সকলেই। কিছু হয়েছে মঁসিয়ে পোয়ারো? মেজাজ ঠিক নেই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই, মাদাম। মনটা—না, ও কিছু না।'

'আমাকে বলুন কি ব্যাপার। ঠিক আছে, বিকেলে চা খেতে এসে সব শোনাবেন।'

'বিকেলে চা? না, না, আমি খাইনা।'

'বেশ, তাহলে চকোলেট? না, লেমনেড বা অরেঞ্জ? আমার কাছে আধ বোতল রিবেনা আছে।'

'রিবেনা কি জিনিস?'

'অতি সুস্বাদু পানীয়, খেলেই বুঝবেন।'

'আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় মাদাম। আনন্দের সঙ্গেই আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।'

'চমৎকার।' লাইন কেটে দিলেন মিসেস অলিভার।

'কিছুক্ষণ পরে রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন পোয়ারো।

'হ্যালো? মিঃ গোবির গলা শোনা গেলো। 'তবে আপনার তাড়া থাকলে, অবশ্য তাই থাকে, হাতের কাজ অন্য কাউকে দিতে পারবো। তবে আজকালকার ছেলেদের উপর আস্থা রাখা শক্ত। তবে আপনার কাজ আমিই করতে চাই, মঁসিয়ে পোয়ারো। খবর সংগ্রহ নিশ্চয়ই?'

পোয়ারো এবার এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন কিছুক্ষণ। গোবির সঙ্গে কথা শেষ হলে পোয়ারো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে একজন বন্ধুকে ফোন করলেন।

পোয়ারোর কথা শুনে তিনি বললেন, 'আপনার চাহিদা তেমন কিছু নয়, তাই

না? যে কোন জায়গা একটা খুন। সময়, স্থান ও নিহত ব্যক্তি অজানা। বুনো হাঁসের পিছনে ছোটার মতই ব্যাপার.....'

বিকেল সওয়া চারটেয় পোয়ারো মিসেস অলিভারের ড্রয়িং-রুমে খোস মেজাজেই মস্ত এক কাপ ক্রীম দেওয়া চকোলেট আর বিস্কুট নিয়ে বসেছিলেন।

'আপনার আতিথেয়তার তুলনা নেই,' পোয়ারো সপ্রশংস দৃষ্টিতে মিসেস অলিভারের কেশবিন্যাস আর দেয়াল কাগজ লক্ষ্য করছিলেন। দুটোই তার কাছে নতুন। এর আগে তার চুলের বাহার স্বাভাবিকই ছিলো। বর্তমানে চোখে পড়ছে অসংখ্য পাকিয়ে ওঠা গুলি আর প্যাঁচ। পোয়ারোর আশঙ্কা হলো উত্তেজিত ভঙ্গীতে মিসেস অলিভার উঠতে গেলে কতগুলো গুলি খসে পড়বে। কিন্তু দেয়াল কাগজটা....।

'এই চেরীগুলো নতুন?' পোয়ারো ইঙ্গিতে দেখাতে চাইলেন। তাঁর মনে হলো একটা চেরীফলের বাগানেই এসেছেন।

'ওগুলো কি বড্ড বেশি মনে হচ্ছে?' মিসেস অলিভার বললেন। 'আগের দেয়ালকাগজটা ভালো ছিলো ভাবছেন?'

স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন পোয়ারো। আগেরবার কি ছিলো? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—খুব উজ্জ্বল রঙের একঝাঁক পাখি। কিছু মন্তব্য করতে গিয়েও করলেন না পোয়ারো।

'যাক, এবার বলুন আপনার কি ব্যাপার?' মিসেস অলিভার প্রসঙ্গ বদল করলেন।

'সহজ করেই বলি। আজ সকালে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে জানালো সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কারণ তার মনে হচ্ছিলো সে কোনো খুন করে থাকতে পারে।'

'আশ্চর্য কথা। ও জানতো না?'

'সেটাই তো কথা! তাই জর্জকে আদেশ করলাম মেয়েটিকে নিয়ে আসার জন্য। মেয়েটি ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলো, বসতে চাইলো না। চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েছিলো। ওকে কথা শুরু করার জন্য উৎসাহ দিতে চাইলাম। আচমকা ও বলে উঠলো ও মন পরিবর্তন করে ফেলেছে। বললো রূঢ় হতে চায়না ও—তবে আমি বড্ড বুড়ো....'

মিসেস অলিভার সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা দিলেন। 'ওহ্ আজকালকার মেয়েরা এই রকমই। ত্রিশের উপর বয়স হলেই ওরা সকলকেই অর্ধমৃত ভেবে বসে। এই মেয়েগুলোর বিবেচনাবোধ মোটেই নেই।'

'আমি খুবই আঘাত পাই কথাটায়,' এরকুল পোয়ারো বললেন।

'আমি হলে এ নিয়ে ভাবতাম না। অবশ্য কথাটা খুবই রূঢ়।'

'এতে অবশ্য যায় আসে না কিছু। এটা শুধু আমার অনুভূতি নয়, আমি খুবই চিন্তায় পড়েছি। খুবই চিন্তা হচ্ছে।'

'আমি হলে এ নিয়ে মাথা [illegible]

'আপনি কথাটা ধরতে পারেন নি,' পোয়ারো উত্তর দিলেন। 'মেয়েটার সম্বন্ধেই আমার চিন্তা হচ্ছে। সে সাহায্যের জন্য এসেছিলো। তারপর সে ভেবে নিলো আমি বড্ড বুড়ো, ওর কাজে আসবো না। এটা না বললেও চলে মেয়েটা ভুল ভেবেছিলো। তবে আপনাকে বলছি মেয়েটার সাহায্য দরকার।'

'আমার তা মনে হয় না,' মিসেস অলিভার সান্ত্বনার স্বরে বললেন। 'মেয়েরা যেকোন বিষয়ে নিয়ে বাড়িয়ে বলে।'

'না, আপনি ভুল করছেন। ওর সাহায্য দরকার।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না ও কোন খুন করেছে?'

'নয় কেন? ও তাই বলেছে।'

'হ্যাঁ, তবে—,' মিসেস অলিভার থমকে গেলেন। 'ও বলছে হয়তো খুন করে থাকতে পারে। এরকম বলার মানে কি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'ঠিকই। এর কোন অর্থ হয় না।'

'ও কাকে খুন করেছে বলে ভাবছে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'আর খুন করলোই বা কেন?'

'ব্যাপারটা নানা রকম হতে পারে,' মিসেস অলিভার নিজের কল্পনা শক্তির প্রমাণ রাখতে চাইলেন। 'ও হয়তো গাড়িতে কাউকে চাপা দিয়ে থাকতে পারে। হয়তো কোন পাহাড় চূড়ো থেকে কাউকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে। ভুল করে কাউকে ভুল ওষুধ দিয়ে থাকতে পারে। কোন পার্টিতে গিয়ে—'

'যথেষ্ট হয়েছে, মাদাম, যথেষ্ট হয়েছে!'

কিন্তু মিসেস অলিভার আরও এগোলেন।

'ও হয়তো কোথাও অপারেশনের সময় নার্স ছিলো আর ভুল অজ্ঞান করার ওষুধ দিয়ে থাকতে পারে—,' একটু থেমে তিনি ছবিটা যেন ঝালিয়ে নিতে চাইছিলেন। 'ওকে দেখতে কি রকম?'

একটু ভাবলেন পোয়ারো। 'দৈহিক আকর্ষনশূন্য কোন ওফেলিয়া।'

'আহ্,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে মেয়েটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত ব্যাপার।'

'মেয়েটি দক্ষ নয়,' পোয়ারো বললেন। 'বিপদের আঁচ করা এজাতীয় মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যরা এ ধরণের মেয়েকেই শিকার হিসেবে বেছে নেয়।'

মিসেস অলিভার পোয়ারোর কথা শুনছিলেন না, তিনি দুহাতে তাঁর চুলের গোছা মুঠো করে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'একটু দাঁড়ান!'

মিসেস অলিভারের বিশেষ ওই ভঙ্গী চেনেন পোয়ারো, তাই অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

হাতের মুঠি আলগা হয়ে যেতেই তাঁর মাথা থেকে চুলের গোলাকৃতি অংশ গড়িয়ে পড়ে গেলো। পোয়ারো সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে টেবিলে রেখে দিলেন।

চুলে কয়েকটা কাঁটা গুঁজে মিসেস অলিভার বললেন, 'মেয়েটিকে আপনার কথা কে বলে দিয়েছে পোয়ারো?'

'যতোদূর জানি কেউ না। স্বাভাবিকভাবেই সে আমার নাম শুনে থাকবে।'

মিসেস অলিভার জানতেন স্বাভাবিক কথাটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ আজকালকার তরুণ-তরুণীরা এরকুল পোয়ারো নামটা শুনে শূন্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। কিন্তু পোয়ারোকে আঘাত না দিয়ে কথাটা কিভাবে বলবেন তাই ভাবছিলেন মিসেস অলিভার।

'আপনার ভুল হচ্ছে,' তিনি বললেন। 'এই সব ছেলেমেয়েরা গোয়েন্দাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা তাদের কথা শোনেই না।'

'সবাই অবশ্যই এরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছে,' রাজকীয় ভঙ্গীতে বললেন পোয়রো।

'ওদের শিক্ষার ধরণই বাজে', মিসেস অলিভার বললেন। 'ওরা শুধু শুনতে চায় পপ গায়ক, ডিস্কো—এই সব জিনিসের নাম। আজকালকার ব্যাপারই আলাদা । কেউ মেয়েটাকে আপনার কাছে পাঠায়।'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'না বললে আপনার জানার উপায় নেই। এবারই আপনাকে বলা হবে। এই মাত্র মনে পড়লো। মেয়েটাকে আমিই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।'

হাঁ হয়ে গেলেন পোয়াবো। 'আপনি? সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বললেন না কেন?'

'কারণ আমার এইমাত্র মনে পড়েছে—আপনি ওফেলিয়ার নাম উচ্চারণ করার ফলে। কেমন ভিজে ভিজে চুল কথাটা শুনেই একজনের কথা আমার মনে পড়লো। তখনই বুঝলাম ও কে।'

'কে?'

'আমি ঠিক নাম জানিনা, তবে জানতে পারবো। আমরা বেসরকারী গোয়েন্দাদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম—আমি তখন আপনার কথা বলি, কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়েছেন—সেকথাও শোনাই।'

'আপনি ওকে আমার ঠিকানা দিয়েছিলেন?'

'না দিইনি। ওর কোন গোয়েন্দা দরকার জানা ছিলো না। আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা নিছকই আলোচনা। অবশ্য টেলিফোন বইয়ে আপনার নাম খুঁজে নেওয়া নেহাতই সহজ।'

'আপনারা কোন খুন নিয়ে আলোচনা করছিলেন?'

'সেটা মনে নেই। হয়তো মেয়েটিই গোয়েন্দার কথা তোলে....'

'তাহলেও মেয়েটি সম্পর্কে যতোটুকু জানেন বলুন', পোয়ারো বললেন।

'গত সপ্তাহের কথা। আমি লরিমার পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। ওরা আমাকে ওদের কয়েকজন বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে অনেকেই ছিলেন। সেখানে

অনেকে আমার বইয়ের কথা তুলেছিলো। তারা আমার গোয়েন্দা স্বেন হ্যারসনকে ভয়ানক পছন্দ করার কথাও বলে। ওরা যদি জানতো তাকে কতটা ঘেন্না করি। আমার প্রকাশক এমন কথা একদম পছন্দ করেন না। যাকগে, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে মেয়েটা সেদিন পার্টিতেই ছিলো, যদিনা আর কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। মিসেস অলিভারের সঙ্গে মেলামেশায় অসীম ধৈর্য দরকার।

'যাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তাদের নাম কি?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'ট্রেফুসিস—না, না, বোধহয় ট্রেহার্ন। বেশ বড়লোক। দীর্ঘকাল ওঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়েছেন।

'ওঁর স্ত্রী আছেন?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দরী। ভদ্রলোকের চেয়ে বয়সও কম। সোনালী চুল। উনি দ্বিতীয়া স্ত্রী। মেয়েটি প্রথম পক্ষের। বেশ বুড়ো এক কাকাও ছিলেন। একটু কানে কালা। একগাদা পদবী ভদ্রলোকের। নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল জাতীয় কিছু ছিলেন। জ্যোতির্বিদও। ছাতের উপর একটা টেলিস্কোপও আছে। বিদেশী একটি মেয়েও বাড়িতে ছিলো।

ধাপে ধাপে মিসেস অলিভারের কাছ থেকে খবরগুলো বের করে নিলেন পোয়ারো। মিসেস অলিভার নিজেকে প্রায় জীবন্ত কম্পিউটার ভাবতে শুরু করেছিলেন।

'তাহলে বাড়িতে মিঃ আর মিসেস ট্রেফুসিসই থাকেন?'

'না, ট্রেফুসিস নয়—এবার মনে পড়েছে—রেস্টারিক।'

'বেশ। তাহলে বাড়িতে রেস্টারিক দম্পতি আর তাঁদের কাকা থাকেন। তাঁর পদবীও রেস্টারিক?'

'না, স্যর রোডারিক গোছের কিছু।'

'এছাড়া সেই বিদেশীনি আর ওই মেয়েটি। আর কোন সন্তান আছে?'

'মনে হয় না—তবে জানিনা। মেয়েটি বাড়িতে থাকে না, সপ্তাহ শেষেই এসেছিলো। সৎমার সঙ্গে বনিবনা নেই মনে হয়। ও লন্ডনে কোন কাজ করে। এক ছেলে বন্ধু আছে, বাবা মার পছন্দ নয়।'

'ওদের অনেক কথাই জানেন দেখতে পাচ্ছি।'

'লরিমাররাই বলেছে। সব সময় পরের আলোচনা করে ওরা। মেয়েটির নামটা মনে পড়া উচিত ছিলো। দাঁড়ান—বোধহয় থোরা? থোরা, থোরা। নাঃ বোধহয় মায়রা? না কি নর্মা? বা মারিটানা? ঠিক হয়েছে, নর্মা রেস্টারিক, মিসেস অলিভার হাঁপ ছাড়লেন। 'মেয়েটা তৃতীয় কন্যা।'

'মনে হচ্ছে আপনিই বললেন ও একমাত্র মেয়ে।'

'তাই তো জানি।'

'তাহলে তৃতীয় কন্যার অর্থ কি?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'হা ভগবান, তৃতীয় কন্যা কাকে বলে জানেন না? আপনি টাইমস পড়েন না?'

'আমি শুধু জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ সম্পর্কিত কলম পড়ি, আর যাতে আনন্দ পাই।'

'আমি প্রথম পাতার বিজ্ঞাপনের কথা বলছি। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি—;' বলে মিসেস অলিভার উঠে গিয়ে টাইমস পত্রিকা নিয়ে এলেন।' এই যে দেখুন। 'আরামপ্রদ দ্বিতীয় তলের ফ্ল্যাটের জন্য তৃতীয় কন্যা চাই, নিজস্ব এক কামরার ঘর, কেন্দ্রীয় তাপ নিয়ন্ত্রণ, আর্লস্ কোর্ট। ফ্ল্যাটের অংশীদার হিসেবে থাকার জন্য তৃতীয় কন্যা চাই। ভাড়া সপ্তাহে ৫ গিনি।' চতুর্থ কন্যা চাই। রিজেন্ট পার্ক, নিজস্ব ঘর।' মেয়েরা আজকাল এই ভাবেই থাকে। পেয়িং গেস্ট বা হোস্টেলে থাকার চেয়ে এটা ভালো। প্রথম মেয়েটি ঘর নেওয়ার পর সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। দ্বিতীয় জন সাধারণতঃ তার বান্ধবী হয়। এরপর ওরা তৃতীয় জনকে খুঁজে নেয়। প্রথম জন ভালো ঘরখানা দখল করে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া আর চতুর্থা জন টাকা কমই দেয়, তবে থাকে পায়রার খোপে। আবার ওবা সপ্তাহের মধ্যে ভাল ঘরখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন ব্যবহার করে। কে কবে নেবে নিজেরাই ঠিক করে নেয় ওরা।'

'ওই নর্মা লন্ডনের কোথায় থাকে?'

'তা জানিনা।'

'তবে জেনে নিতে পারবেন?'

'ও হ্যাঁ, আশাকরি সহজেই পারবো', মিসেস অলিভার বললেন।

'সেদিনের আলোচনায় আচমকা ঘটে যাওয়া কোন মৃত্যুর উল্লেখ করেছিলো কেউ?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'লন্ডনে না রেস্টারিকদের বাড়িতে?'

'যে কোনটাই।'

'সেটা মনে হয় না। কতোটা জানতে পারি একবার দেখবো?' সহসা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন মিসেস অলিভার।

'খুবই ভালো হবে।'

'আগে লরিমারদের ফোন করবো,' মিসেস অলিভার টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। 'কিছু একটা অজুহাত তৈরি করতে হবে।' তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'খুবই স্বাভাবিক। আপনার কল্পনাশক্তি দারুণ—অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে না। তবে একটু বুঝেসুঝেই করবেন।'

মিসেস অলিভার মাথা ঝাঁকিয়ে ডায়াল করতে শুরু করেই হিসহিস করে উঠলেন : 'এক টুকরো কাগজ পেন্সিল হাতে আছে?'

পোয়ারো ইতিমধ্যে তার নোটবুক তৈরি রেখেছিলেন।

নম্বর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস অলিভার কথা বলা শুরু করলেন : 'হ্যালো, কে? নাওমি? আরিয়ান বলছি...ওহ্ সেই কাকার কথা বলছো?.. প্রায় অন্ধ?....শুনেছিলাম ওই বিদেশী মেয়েটির সঙ্গে লন্ডনে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বেশ সামলাতে পারে। কেন ফোন করলাম বলছি...রেস্টারিক মেয়েটির কি ঠিকানা যেন? দক্ষিণ কেনসিংটন? না কি নাইটসব্রিজ? মানে ওকে আমার একটা বই দেব

বলেছিলাম, তাই। ঠিকানাটা যথারীতি হারিয়ে ফেলেছি। কি নাম যেন ওর? থোরা? না নর্মা?....হ্যাঁ, হ্যাঁ, নর্মা। এক মিনিট দাঁড়াও...হ্যাঁ, বলো ২৭ বোরোডিন ম্যানসনস...হ্যাঁ চিনি.....ওর সঙ্গে যে মেয়ে দুটি থাকে তাদের নাম কি যেন?....একজন ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড....বা এম.পি...অন্যজন? জানো না?.... ঠিক আছে...সেই ছেলে বন্ধুর বিষয়ে জানো? নিশ্চয়ই জানা সম্ভব নয়...খুব নোংরাভাবে থাকে ?....ঠিক, ছেলে না মেয়ে চেনা শক্ত কি বললে, অ্যান্ড্রু রেস্টারিক ওকে ঘেন্না করে?.....পুরুষরা সাধারণতঃ তাই....মেরী রেস্টারিক ? সৎমার সঙ্গে বনিবনা হওয়া শক্ত....মেয়েটা লন্ডনে থাকায় ও খুশি নিশ্চয়ই। লোকে নানা কথা বলছে মানে?......ওর কি হয়েছে ওরা বোঝার চেষ্টা করে না কেন?.....ওরা কি চাপা দিয়েছে?.....ওহ্ এক নার্স? তার স্বামী?....বুঝেছি ডাক্তাররা আবিষ্কার করতে পারেনি......বুঝেছি মানুষ বড় খারাপ.....এ ধরণের ব্যাপার প্রায়ই মিথ্যা হয়.. ..গ্যাসট্রিক? .....ভারি হাস্যকর। বলতে চাও লোকে অ্যান্ড্রুর নাম করছে—তার মানে পোকা মারবার ওষুধে সহজেই করা যায়.....কিন্তু, কেন?....নিশ্চয়ই বলতে চাও না স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণা....ও তো দ্বিতীয়া স্ত্রী.....দেখতে সুন্দরী, বয়সও কম....কিন্তু বিদেশিনী মেয়েটাও বা চাইবে কেন?....বলতে চাও মিসেস রেস্টারিক ওকে কিছু বলে থাকবেন যা তার পছন্দ হয়নি.....অ্যান্ড্রু ওকে বেশ পছন্দ করে বলেই মনে হয়, মেরীর সেটা বোধহয় ভালো লাগেনি—'

মিসেস অলিভারকে চোখের ইঙ্গিতে পোয়ারো তাড়াতাড়ি কাছে আসতে বললেন।

'এক মিনিট, নাওমি,' মিসেস অলিভার টেলিফোনে বললেন। 'রুটি-ওয়ালা এসে পড়েছে। একটু ধরো, কেমন?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে পোয়ারোকে দূরে টেনে নিলেন।

'আমি রুটিওয়ালা!' পোয়ারো অনুযোগের সুরে বলে উঠলেন।

'কি করি, একটা কিছু বানিয়ে বলতে হবে তো। আপনি ইঙ্গিত করছিলেন কেন? ও কি বলেছে জানেন—'

বাধা দিলেন পোয়ারো। আপনিই সেটা বলবেন। তবে অনেকটাই জেনেছি। আমি চাই আপনার কল্পনাশক্তির মধ্য দিয়ে রেস্টারিকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ধরুন, আপনার কোন পুরনো বন্ধু ওই এলাকায় যাচ্ছেন—।'

'ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। কোন ছদ্মনাম নেবেন?'

'নিশ্চয়ই না। ব্যাপারটা স্বাভাবিক প্রমাণ করতে হবে।'

মিসেস অলিভার মাথা নুইয়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন।

'নাওমি? হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন? কেন যে কথা বলার সময় লোকজন এসে পড়ে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—থোরা....না, না, নর্মার ঠিকানা জানতে চাইছিলাম। আর একটা কথা—মানে আমার এক পুরনো বন্ধু—ভারি আশ্চর্য ছোটোখাটো মানুষ। সেদিন তারই কথা হচ্ছিলো। ভদ্রলোকের নাম এরকুল পোয়ারো। তিনি ২রেস্টারিকদের এলাকার কাছেই যাচ্ছেন আর স্যার রোডারিকের সঙ্গে দেখা করার

জন্য ওঁর খুবই আগ্রহ। তাঁকে উনি বহুদিন ধরেই চেনেন। স্যার রোডারিকের প্রতি দারুণ শ্রদ্ধা। তাই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে সম্মান জানানোর খুবই ইচ্ছে ওঁর। ওদের একবার তাহলে জানিয়ে রাখবে? বেশ, যেকোন দিনই কিন্তু ভদ্রলোক হাজির হতে পারেন....কি বলছো? তোমার ঘাস ছাঁটাইয়ের লোক এসে গেছে। ঠিক আছে তাহলে ছাড়ছি।'

রিসিভার নামিয়ে মিসেস অলিভার একটা চেয়ার এলিয়ে পড়লেন। 'উঃ দম বেরিয়ে গেছে। যেমনটি বলেছেন হয়েছে?'

'মন্দ নয়,' পোয়ারো বললেন।

'ওই বুড়ো কাকার নামই করলাম। ওর সঙ্গে দেখা করার নাম করে হাজির হতে পারবেন। কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা তুললে মেয়েদের পক্ষে বুঝতে পারাও সহজ হবে না। নাওমি কি বলছিলো একবার শুনবেন।

'নানা গুজবের প্রসঙ্গ বুঝতে পারছি। মিসেস রেস্টারিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ?'

'ঠিক তাই। মনে হচ্ছে তাঁর রহস্যজনক কোন রোগ হয়েছিলো—অনেকটা গ্যাসট্রিক গোছের—ডাক্তাররাও ধাঁধায় পড়েছিলেন। তাঁরা ওঁকে হাসপাতালে পাঠানোর পর সেখানে বেশ ভালই ছিলেন অথচ বাড়ীতে ফেরার পর সেই উপসর্গ আবার দেখা দেয়, ডাক্তাররাও ফের ধাঁধায় পড়ে যান। এরপরেই নানা লোকে নানা কথা বলতে থাকে। এক দায়িত্বজ্ঞানহীনা নার্সই ব্যাপারটা শুরু করে, তার কাছ থেকেই গুজব ছড়ায়। লোকে বলতে থাকে ওর স্বামীই ওকে বিষ খাওয়াচ্ছিলো। নাওমি আর আমার ওই বিদেশী মেয়েটার কথা মনে হলো, বুড়ো কাকার সেক্রেটারি সে। মিসেস রেস্টারিককে পোকা মারার ওষুধ খাওয়ানোর জন্য ওর স্বামীর কোন কারণই থাকতে পারে না।'

পোয়ারো শুধু আপন মনে বলে উঠলেন, 'খুন করার ইচ্ছে এখনও সেটা হয় নি।'

❑ তিন ❑

মিসেস অলিভার বোরোডিন ম্যানসনের ভিতর চত্বরে গাড়ী নিয়ে ঢুকলেন। গাড়ি রাখার জায়গায় ছ'টি গাড়ি দেখা যাচ্ছিলো। একটা গাড়িকে চলে যেতে দেখেই মিসেস অলিভার শূন্যস্থানটি পূরণ করলেন।

গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন মিসেস অলিভার। এবাড়িটা বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসে হওয়া একটা ফাঁকা জায়গাতেই গড়ে উঠেছে। কোথাও সৌন্দর্যের যেন ছিটে ফোঁটাও নেই।

চারদিকে শুধু ব্যস্ততা। মানুষ আর গাড়ির অবিরাম স্রোতই শুধু চোখে পড়ছে দিনের শেষে। মিসেস অলিভার কব্জির দিকে তাকলেন। সাতটা বাজতে দশ বাকি। এমন সময়েই অলিভার কাজে লিপ্ত মেয়েরা ঘরে ফিরে আঁটোসাঁটো প্যান্ট জাতীয় পোশাক পরে আবার বেরিয়ে পরে বা কেউ কেউ পোশাক কাচার কাজও করে।

মিসেস অলিভার মাঝখানের দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ পাশের ফ্ল্যাটের দিকে চললেন। একটু পরেই তিনি ভুল বুঝতে পারলেন, কারণ বাঁ দিকের নম্বর ১০০ থেকে ২০০। তিনি ডান দিকেই ফিরলেন এবার।

৬৭ নম্বর সাততলায়। মিসেস অলিভার লিফটের বোতাম টিপতেই প্রচণ্ড শব্দ করে লিফটা হাঁ করলো। তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন মিসেস অলিভার। আধুনিক লিফটকে তাঁর ভীষণ ভয়।

মুহূর্তের মধ্যে যেন লিফট পৌঁছে গেলো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস অলিভার ভীতা খরগোসের মত খাঁচা ছেড়ে নেমে পড়লেন।

ডান দিকের রাস্তা ধরে এগোলেন মিসেস অলিভার। ধাতব পাত দিয়ে ৬৭ সংখ্যাটি লেখা একটা ঘরের সামনে থামলেন তিনি। ৭ নম্বর লেখা পাতটা হঠাৎই খুলে তাঁর পায়ের উপর পড়ে গেলো।

'জায়গাটা আমাকে পছন্দ করছে না,' যন্ত্রণায় বলে উঠলেন মিসেস অলিভার। সাতটা তুলে তিনি দরজায় লাগানো হুকে ঝুলিয়ে দিলেন।

এবার দরজার ঘণ্টা টিপলেন তিনি। হয়তো সবাই বাইরে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেলো। বেশ দীর্ঘ সুন্দরী একটি মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির দেহে সুন্দর ছাঁটের কালো স্কার্ট, সাদা সিল্কের সার্ট। মাথায় ঘন চুল। প্রসাধন বেশ উগ্র বলেই মনে হলো মিসেস অলিভারের।

'ওহ্,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'মিস রেস্টারিক আছেন?'

'দুঃখিত, না, বাইরে গেছে। কিছু বলতে হবে?'

মিসেস অলিভার আবার বললেন, 'ওহ্। মানে ওকে আমার একটা বই দেব বলেছিলাম, ও শিগ্‌গির ফিরছে না বোধহয়?'

'ঠিক বলতে পারবো না। মানে—।'

'আচ্ছা, আপনি কি মিস রিখি-হল্যান্ড?'

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলবো, 'হ্যাঁ' আমিই।'

'আপনার বাবাকে আমি চিনি,' মিসেস অলিভার বললেন। 'আমি মিসেস অলিভার, আমি বই লিখি।' শেষের কথাটা বরাবরের মতই তিনি একটু অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গীতে বললেন।

'ভিতরে আসবেন না?'

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মিসেস অলিভার ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ডের সঙ্গে বসার ঘরে ঢুকলেন। ফ্ল্যাটের সব দেয়ালেই দেয়ালকাগজ আঁটা। ঘরে আধুনিক কিছু আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছিলো। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী রাখা কিছু ছবিও টাঙানো ছিলো।

'নর্মা নিশ্চয়ই আপনার বই পেয়ে খুশি হবে। মিসেস অলিভার কিছু পান করবেন? শেরী বা জিন?'

মেয়েটির মধ্যে ভালো গুণ রয়েছে বুঝলেন মিসেস অলিভার। তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনাদের এখান থেকে বাইরের দৃশ্য চমৎকার,' জানালা দিয়ে পড়ন্ত সূর্য লক্ষ্য করে বললেন মিসেস অলিভার।

'হ্যাঁ। তবে লিফট খারাপ হয়ে গেলে আর মজা থাকেনা।'

'এমন লিফট খারাপ হয় ভাবা যায় না। একেবারে রোবটের মত।'

'সম্প্রতি লাগানো হয়েছে। প্রায়ই টুকিটাকি জিনিস লাগে।'

তখনই কথা বলতে বলতে অন্য একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো।

'ক্লডিয়া, ওই জিনিসটা কোথায় রেখেছি জানিস—।'

আচমকা সে মিসেস অলিভারকে দেখে থমকে গেলো।

ক্লডিয়া ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

'ফ্রান্সেস কেরী—মিসেস আরিয়ান অলিভার।'

'ওহ্ কি দারুণ,' ফ্রান্সেস বলে উঠলো।

ফ্রান্সেস বেশ দীর্ঘকায়া, লম্বা কালো চুল মাথায়, প্রসাধনে রাঙানো শুভ্র ত্বক, ভ্রু কিছুটা বাঁকানো। ওর দেহে আঁটোসাঁটো ভেলভেটের প্যান্ট আর বারি সোয়েটার। দক্ষতার প্রতিমূর্তি ক্লডিয়ার একেবারে বিপরীত বলেই ওকে মনে হচ্ছিলো।

'নর্মা রেস্টারিককে বলেছিলাম একটা বই দেবো সেটাই নিয়ে এসেছিলাম,' মিসেস অলিভার বললেন।

'ওহ্!—দুঃখের কথা ও এখনও শহরের বাইরে।'

'ও ফিরে আসে নি।'

নিশ্চিন্ত ভাবেই একটু নীরবতা জেগে উঠলো। মিসেস অলিভারের মনে হলো মেয়ে দুটির চোখে চোখে কোন কথা হয়ে গেলো।

'আমি ভেবেছিলাম ও লন্ডনে কোথাও কাজ করে,' নিরীহ ভঙ্গিতেই বলতে চাইলেন মিসেস অলিভার।

'ও হ্যাঁ,' ক্লডিয়া জানালো। 'ঘর সাজানোর কোন প্রতিষ্ঠানে ও কাজ করে। এই জন্যই ওকে বাইরে যেতে হয়।' হাসলো ক্লডিয়া। 'আমরা প্রায় আলাদা জীবনই এখানে কাটাই। যার যেমন খুশি যাই আসি, তাই কিছু লেখার কথা ভাবিনা। তবে ওকে আপনার বই দিতে ভুলবো না!'

এর চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর হতো না।

মিসেস অলিভার উঠে দাঁড়ালেন। 'ধন্যবাদ।'

ক্লডিয়া তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। 'বাবাকে বলবো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাবা গোয়েন্দা কাহিনীর দারুণ ভক্ত।'

দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরে গেলো ক্লডিয়া।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ফ্রান্সেস। ও বললো, 'দুঃখিত, কিছু গোলমাল করে ফেলেছি?'

'আমি বলছিলাম নর্মা বাইরে।'

কাঁধ ঝাঁকালো ফ্রান্সেস। 'কিন্তু মেয়েটা গেলো কোথায়, ক্লডিয়া? ও সোমবার

ফিরলো না কেন? গেলো কোথায়?'

'আমার মাথায় আসছে না।'

'বাড়ির লোকের সঙ্গে নেই তো? সপ্তাহের শেষে ওখানেই তো গিয়েছিলো।'

'না। আমি ফোন করেছিলাম।'

'আশাকরি ভাবনার কিছু নেই......তবু বলছি ও কেমন যেন অদ্ভুত।'

'অন্য কারও চেয়ে বেশি নয়,' ক্লডিয়াব গলায় অনিশ্চয়তার ছোঁয়া।

'আমি বলছি ও তাই,' ফ্রান্সেস বললো। 'মাঝে মাঝে আমার কেমন ভয় লাগে। ও ঠিক স্বাভাবিক নয়।' ও হেসে উঠলো। 'সত্যিই, ক্লডিয়া, তুই স্বীকার না করলেও। বোধহয় কৃতজ্ঞতা, তাই না?'

❑ চার ❑

এরকুল পোয়ারো লং বেসিংয়েব প্রধান রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিলেন। অবশ্য এই রাস্তাকে যদি প্রধান রাস্তা অ্যাখ্যা দেওয়া যায়। এই গ্রামটি সেই রকমই গ্রাম প্রস্থের অনুপাতে যার দৈর্ঘ্যই বেশি। এখানে চোখে পড়ার মত একটা গির্জাও আছে, যার গম্বুজ বেশ উঁচু, বাগানে একটা চমৎকার পাতাবাহারী গাছ গির্জার মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রামে নানা দোকানেরও অভাব নেই। দুটো পুরনো জিনিসের দোকানও রয়েছে, সেখানে ভিক্টোরিয়ান আমলের পোর্সিলেনের জিনিস আর রূপোর পাত্রও মেলে। এছাড়াও রয়েছে দুটো কাফে, দুটোই যাচ্ছেতাই। রয়েছে দুটো ডাকঘর, মুদীখানা আর নানা জিনিসের দোকানও। একটা মণিহারী আর খবরের কাগজের দোকানও ছিলো, সেখানে সিগারেট ও মিষ্টিও বিক্রি হয়। এখানকার একমাত্র পশমের দোকানটাই বলা যায় অভিজাত। শুভ্র কেশ দুজন মহিলা সেখান বসেছিলেন। তাকে সাজানো নানা রকম সেলাইয়ের নক্সা। এ ছাড়াও চোখে পড়ে নানা নক্সার ঝুড়ি, ফরাসী জীবন শিল্পের নিদর্শন।

সব কিছুই পোয়ারো নেহাত অনাগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। রাস্তার বিপরীত দিকে চোখে পড়ছিলো ছোট কতকগুলো বাড়ি, দেখেই বোঝা যায় ভিক্টোরিয়া যুগেরই সেগুলো। বেশ কিছু সেকালের কটেজও ছিলো।

সব লক্ষ্য করতে করতে পোয়ারো চলেছিলেন। তাঁর বান্ধবী অসহিষ্ণু মিসেস অলিভার যদি সঙ্গে থাকতেন তাহলে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রশ্ন হতো পোয়ারো এভাবে সময় নষ্ট করছেন কেন, কারণ যে বাড়িটি তার লক্ষ্য সেটা গ্রামের প্রায় চার ফার্লংয়ের মধ্যে। এর উত্তরে পোয়ারো অবশ্যই বলতেন তিনি গ্রামের আবহাওয়ায় রপ্ত হতে চাইছেন, আর এটা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। গ্রামের শেষে আচমকা তফাৎটুকু চোখে না পড়ে পারে না। একদিকে রয়েছে সারিবদ্ধ নতুন কয়েকটা বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সামনে সবুজের চিহ্ন, প্রত্যেক বাড়ির দরজার রঙও আলাদা। অন্যদিকে চোখে পড়ে বাড়ির দালালদের বিজ্ঞাপন ঝোলানো মনোরম কিছু অতিথিশালা। আর একটু এগোতেই পোয়ারো একটা বাড়ি লক্ষ্য করলেন, বাড়িটায়

আশ্চর্য ধরনের শিকড় বেরিয়ে আসা নকশা। স্বভাবতই কিছুদিনের মধ্যে করা হয়েছিলো। নিঃসন্দেহের পোয়ারোর গন্তব্যস্থল এটাই। গেটের কাছে পৌঁছে পোয়ারো বাড়িটা জরিপ করতে চাইলেন। সাধারণ একটা বাড়ি, সম্ভবতঃ এই শতাব্দীর গোড়ায় তৈরী। বাড়িটা সুন্দর বা কুৎসিত কোনটাই নয়। এক কথায় অতি সাধারণই বলা চলে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বাড়িটার বাগান, যত্নের স্পর্শ টের পাওয়া যায়। মখমলের মত সবুজ ঘাস, কেয়ারী করা ফুলগাছ। বাগানের পরিচর্যার যে কোন মালী রয়েছে, নিশ্চিন্ত হলেন পোয়ারো। ব্যক্তিগত স্পর্শও যে রয়েছে সেটাও বুঝলেন পোয়ারো, যেহেতু একজন মহিলা ডালিয়া গাছের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। মহিলার কেশ সোনালী, বেশ দীর্ঘ চেহারা, কৃশ অথচ কাঁধ চওড়া।

পোয়ারো দরজা ঠেলে বাড়ির দিকে এগোলেন। মহিলাটি তাঁকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

একটু বিহ্বল ভঙ্গীতে তিনি বললেন, 'আপনি—?'

পোয়ারো পরিপূর্ণ বিদেশীর মতই পোয়ারোর গোঁফে আটকে গেলো।

'মিসেস রেস্টারিক?' পোয়ারো বললেন।

'হ্যাঁ। আমি—।'

'আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো, মাদাম?'

মৃদু হাসি জাগালো মিসেস রেস্টারিকের মুখে। 'না, না। কিন্তু আপনি কি—?'

'আমার .আসার কথা ছিলো। আমার একজন বান্ধবী, মিসেস আরিয়ান অলিভার—।'

'ওহ্, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'মঁসিয়ে পোয়ারো,' পোয়ারো শেষ অক্ষরটা বেশ জোরেই বললেন, 'এরকুল পোয়ারো, আপনার সেবক। এই এলাকায় এসে পড়েছিলাম বলে একবার স্যার রোডারিক হর্সফিল্ডের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো ভেবেছিলাম।'

'হ্যাঁ, নাওমি লরিমার বলেছিলেন আপনি আসবেন।'

'আশা করি কোন অসুবিধা করছি না।'

'মোটেই না, একথা বলবেন না। আরিয়ান অলিভার গত সপ্তাহের শেষে এসেছিলেন লরিমারদের সঙ্গে। ওর বইগুলো খুবই মজার তাই না? নাকি আপনি গোয়েন্দা কাহিনীকে মজার বলে ভাবেন না? আপনি নিজেই তো একজন সত্যিকারের গোয়েন্দা, তাই না।'

'সত্যিকার বলতে যা বোঝায় তাই, মাদাম।'

পোয়ারোর মনে হলো মহিলাটি যেন হাসি চাপলেন। তিনি ওঁকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে চাইলেন। মহিলাটি সুন্দরী হলেও যেন কৃত্রিমতা মাখানো। মাথার সোনালী চুল যেন বড্ড আঁটোসাঁটো। পোয়ারো অবাক হয়ে ভাবতে চাইলেন ভদ্রমহিলা নিজের সম্পর্কে সচেতনতাশূন্য হয়েই কোন ইংরাজ রমণীর ভূমিকা পালন করছেন। ভদ্রমহিলার সামাজিক পশ্চাৎপট কি হতে পারে ভেবে অবাক হলেন পোয়ারো।

'আপনার বাগান ভারি সুন্দর,' পোয়ারো বললেন।

আপনি বাগান ভালোবাসেন?'

'ইংরেজদের মত নয়। আপনাদের ইংল্যান্ডে এব্যাপারে খুবই দক্ষতা আছে। আমাদের কাছে এর এতো মূল্য নেই।'

'ফরাসীদের কথা বলছেন?'

আমি ফরাসী নই, আমি বেলজিয়ান।'

'ওহ্. হ্যাঁ। মিসেস অলিভার বলছিলেন আপনি বেলজিয়ান পুলিশ বাহিনীতে ছিলেন।'

'ঠিক বলেছেন। আমি প্রাচীন বেলজিয়ান পুলিশ কুকুর', হেসে উঠলেন পোয়ারো। 'তবে আপনাদের বাগানের প্রশংসা না করে পারছি না। লাতিন জাতির মানুষ বাগান ভালোবাসে। আপনারা ভার্সাইয়ের পল্লীভবনের জাতিসংস্করণ গড়তে চান। ফরাসীরা সুপ তৈরীর কৌশলও আবিষ্কার করেছে, আপনারাও তাদের কাছ থেকে সেটা নিয়েছেন। তবে আপনারা বাগানের যেমন ভালবাসেন সুপ তেমন নয়। কি বলেন?'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছেন,' মেরী রেস্টারিক বললেন, 'আসুন, ভিতরে যাই। কাকার সঙ্গেই তো দেখা করতে এসেছেন?'

'আমি স্যার রোডারিককে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি, তবে আপনাকেও তা জানাচ্ছি মাদাম। সুন্দরী দেখলেই আমি শ্রদ্ধা জানাই।'

হেসে ফেললেন মেরী। 'না, না, আমাকে অতোখানি প্রশংসা করবেন না।'

পোয়ারো ওর পিছনে একটা দরজা পার হয়ে এগোলেন।

'আপনার কাকাকে ১৯৪৪ সালে সামান্য চিনতাম।'

'বেচারি কাকা, খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কানেও বেশ কম শোনেন।'

'বহুকাল আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, বোধহয় এখন ভুলেও গেছেন,' পোয়ারো বললেন। 'কোন গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার ছিলো, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পরিষ্কার সংক্রান্ত ঘটনা। আবিষ্কারটা স্যার রোডারিকেরই উদ্ভাবনী শক্তির ফল। উনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন তো?'

'ওহ্ নিশ্চয়ই,' মিসেস রেস্টারিক বললেন। 'তাঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, বড় একঘেয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। আমাকেও বাড়ির খোঁজে প্রায়ই লন্ডনে থাকতে হয়। বয়স্ক লোকেরা বড় অবুঝ হন।'

'জানি,' পোয়ারো উত্তর দিলেন। 'মাঝে মাঝে, আমিও অবুঝ হয়ে পড়ি।'

হেসে ফেললেন মিসেস রেস্টারিক। 'না, না, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি নিজেকে বুড়ো বলবেন না।'

'মাঝে মাঝে আমাকে অনেকেই বুড়ো বলে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন পোয়ারো। 'বিশেষ করে তরুণীরা।'

'এটা তাদের অন্যায়। আমাদের মেয়ে বোধহয় তাই বলবে, 'মিসেস রেস্টারিক বললেন।

'আহ্, আপনার মেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ। মানে আমার সৎমেয়ে।'

'তার সঙ্গে দেখা হলে আনন্দিত হব,' পোয়ারো বিনয়ের সঙ্গে বললেন।

'সে অবশ্য এখানে নেই। ও লণ্ডনে রয়েছে, ওখানেই কাজ করে।'

'আজকালকার তরুণীরা সবাই কাজ করে।'

'প্রত্যেকেরই করা দরকার,' মিসেস রেস্টারিক কথার পিঠে বলতে চাইলেন। 'বিয়ের পরেও অনেককেই তাই করতে হয়।'

'আপনাকেও তাই করতে হয়েছে, মাদাম?'

'না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছি। মাত্র কিছুদিন আগেই স্বামীর সঙ্গে এদেশে এসেছি— তাই আমার সব অদ্ভুত লাগে।'

ঘরে ঢুকে পোয়ারো সব জরিপ করে নিলেন। ভালোমত সাজানো হলেও কেমন যেন ব্যক্তিত্বহীন ঘরখানা। দেওয়ালে টাঙানো দুটো তেলরঙে আঁকা ছবির দিকে নজর পড়লো পোয়ারোর। একটি ছবি পাতলা ঠোঁটের ভেলভেটের সান্ধ্য পোশাক পরিহিতা এক মহিলার। ঠিক উল্টো দিকে সাজানো ছবিটি বছর ত্রিশের একজন চাপা কর্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষের।

'আপনার মেয়েব বোধহয় গ্রামের জীবন ভালো লাগেনা? পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। ওর পক্ষে লন্ডনই ভালো। এখানে ওর ভালো লাগে না।' আচমকা চুপ করে গেলেন মিসেস রেস্টারিক। তারপর মুখ ফুঁড়েই যেন বেরিয়ে এলো, '—ও আমাকে পছন্দ করে না।'

'অসম্ভব', পোয়ারো নম্র স্বরে বলে উঠলেন।

'না, অসম্ভব নয়! এমনই ঘটে। কোন মেয়ের পক্ষে বোধহয় সৎমাকে মেনে নেওয়া কঠিন।'

'আপনার মেয়ে কি নিজের মা'কে খুবই ভালোবাসতো।'

'মনে হয় তাই। ও কিছুটা অদ্ভুত। মনে হয় আজকালকার সব মেয়েই তাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। 'মেয়েদের উপর বাপ-মায়ের আজকাল নিয়ন্ত্রণই নেই। আগেকার কালে এরকম ছিলো না।'

'সত্যিই তাই।'

'একটা কথা বলা উচিত নয়, মাদাম, তবু স্বীকার করছি, মেয়েরা তাদের ছেলে বন্ধু বেছে নেওয়ার ব্যাপারে বাছাবাছি করে না, তাই না?'

'নর্মা ওর বাবাকে সেইজন্যই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। তবে বোধহয় নালিশ করে লাভ নেই। এবার চলুন রডি কাকার কাছে নিয়ে যাই। তিনি উপরে থাকেন।'

পোয়ারো মিসেস রেস্টারিককে অনুসরণ করার ফাঁকে একবার পিছনে তাকালেন।

ওই ছবি দুটো ছাড়া ঘরখানা সত্যিই সাধারণ। মহিলাটির পোশাক দেখে পোয়ারো বুঝলেন বেশ কয়েক বছর আগেরই আঁকা। ছবিটা যদি প্রথম মিসেস রেস্টারিকের হয়, তাকে পছন্দ হত বলে মনে হলোনা পোয়ারোর।

তিনি বললেন, 'ছবি দুটি চমৎকার, মাদাম।'

'হ্যাঁ। ল্যান্সবার্জারের আঁকা।'

নামটা প্রায় বিশ বছর আগেকার অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ একজন নামী প্রতিকৃতি শিল্পীর। বর্তমানে অবশ্য তার নাম প্রায় বিস্মৃত। পোয়ারোর মনে হলো ল্যান্সবার্জার তার ছবিতে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু শ্লেষ মিশিয়ে দিতেন।

মেরী রেস্টারিক সিঁড়ির উপরে উঠে গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকেই বললেন, 'ছবি দুটো সবে গুদাম থেকে বের করে সাফ করা হয়েছে—'

আচমকাই তিনি রেলিঙে হাত রেখে থমকে দাঁড়ালেন।

সিঁড়ি বেয়ে উপর থেকে একজন নেমে আসছে। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন একমূর্তি। যে কোন পোশাকের প্রদর্শনীতে থাকলেই যেন মানাতো। এমন কেউ কেউ অবশ্য পোয়ারোর পরিচিতই বলা চলে, লন্ডনের পথে বা কোন পার্টিতে এমন পোশাকের অনেকেই তিনি দেখেছেন। বর্তমান যুবসমাজেরই এক প্রতিনিধি। দেহে কালো কোট, ঝলমলে মখমলের ওয়েস্টকোট, আঁটো প্যান্ট আর কাঁধ পর্যন্ত কুন্ডলী পাকানো চুল। তাকে বেশ চটকদার আর সুন্দরই লাগছিলো। আচমকা দেখে পুরুষ না স্ত্রীলোক বোঝা শক্ত।

'ডেভিড !' মেরী রেস্টারিক তীব্রস্বরে বলে উঠলেন। 'এখানে কি করছো?'

তরুণ অবশ্য তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে বললো, 'চমকে দিলাম নাকি? দুঃখিত।'

'এ বাড়িতে তুমি কি করছো? তুমি নর্মার সঙ্গে এসেছো?'

'নর্মা? না, ওকে এখানেই পাবো ভেবেছিলাম।'

'এখানে পাবে? মানে? সে তো লন্ডনে।'

'না, মাদাম, তা নয়। অন্ততঃ সে ৬৭ বোরোডিন ম্যানসনে নেই।'

'সেখানে নেই, মানে?'

'সপ্তাহ শেষে ও না ফেরায় ভাবলাম নর্মা এখানেই আছে। এখানে ওকি করছে দেখতেই চলে এলাম।'

'ও রবিবার রাতেই যথারীতি চলে গেছে', রাগতঃ স্বরে উত্তর দিলেন মেরী। 'এখানে এসে ঘন্টা টিপলে না কেন? সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছোই বা কেন?'

'বাঃ বেশ তো। আমি কি চামচেগুলো চুরি করে পকেটে পুরে চলেছি। দিনের আলোয় এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

'আমরা সেকেলে, এসব পছন্দ করি না।'

'ওহো?' ডেভিড দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'সামান্য ব্যাপার নিয়ে মানুষ কি আশ্চর্য ব্যবহার করে। ভালো অভ্যর্থনা যখন পাচ্ছিনা তখন আমার বিদায় নেওয়াই শ্রেয়। যাওয়ার আগে পকেট উল্টে দেখাতে হবে?'

'বাড়াবাড়ি কোরনা ডেভিড।'

'তাহলে টা-টা', ডেভিড হাত নেড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'জঘন্য জীব,' এমন হিংস্র কণ্ঠে কথা বললেন মেরী রেস্টারিক যে পোয়ারো প্রায় চমকে উঠলেন। 'ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। আজকাল ইংল্যান্ডে

এদের সংখ্যাই যে কেন বেশি জানিনা।'

'আহ্, মাদাম দুশ্চিন্তা করবেন না', পোয়ারো বললেন। 'এ এক ফ্যাসান। গ্রামের চেয়ে শহরেই এর উৎপাত বেশি পাবেন।

'ভয়ঙ্কর', মেরী বললেন। 'সাংঘাতিক, কদর্য—'

'অথচ ভ্যান্ডাইকের প্রতিকৃতির চেয়ে আলাদা নয়, তাই না, মাদাম? সোনালী ফ্রেমে আঁটা থাকলে তাদেরও সেই রকম মনে হবে।'

'কি দুঃসাহস ভাবুন, এইভাবে এসেছিলো ও। অ্যান্ড্রু জানতে পারলে রেগে আগুন হয়ে উঠতো। এই জন্যই ওর চিন্তা। মেয়েরা অনেক সময়েই দুশ্চিন্তা ঘটায়। অ্যান্ড্রু বোধহয় নর্মাকে ভালো করে বুঝতেও পারে না। নর্মার ছেলেবেলায় ও বিদেশে চলে যায়। ও ওর মার কাছেই বড় হয়েছে, তাই অ্যান্ড্রু যেন ধাঁধাঁয় পড়েছে। বলতে গেলে আমিও তাই। আমার কেমন মনে হয় ও যেন অদ্ভুত প্রকৃতির। আজকাল যেন ওদের কেউ নিয়ন্ত্রণই করতে পারে না। সবচেয়ে খারাপ ছেলেদেরই ওরা পছন্দ করে। ওই ডেভিড বেকারের প্রেমে ও হাবুডুবু, অথচ করার কিছুই নেই। অ্যান্ড্রু ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দেয়া সত্ত্বেও দেখুন গ্রাহ্য না করে ও কেমন ঠান্ডা মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কথাটা অ্যান্ড্রুকে জানাবো না ভাবছি, ও চিন্তা করবে। কি নোংরা ছেলেগুলো, দাড়ি কামায় না, নোংরা পোশাক পরে।'

পোয়ারো খুশির স্বরে বললেন, 'এ নিয়ে ভাববেন না, মাদাম। অল্প বয়সের এ ভাব কেটে যায়।'

'হয়তো তাই, তবু নর্মা কেমন কঠিন ধাতের মেয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর মাথায় গোলমাল আছে। তাছাড়া ওর অপছন্দের ব্যাপারটা—'

'অপছন্দ?'

'ও আমাকে ঘৃণা করে। অথচ কি দরকার তা জানি না। আমার মনে হয় মাকে ও খুব ভালোবাসতো, তবে ওর বাবা যে আবার বিয়ে করেছে এটাও তো স্বাভাবিক।'

'আপনার কি ধারণা ও সত্যিই আপনাকে ঘৃণা করে?'

'হ্যাঁ, আমি জানি, অনেক প্রমাণ পেয়েছি। ও লন্ডনে চলে যাওয়ায় যে কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছি আপনাকে বোঝাতে পারবো না—,' আচমকা থেমে গেলেন মেরী। হয়তো এই প্রথম টের পেলেন একজন পরদেশীর সঙ্গেই কথা বলছেন।

অপরের আস্থা অর্জন করার আশ্চর্য ক্ষমতা পোয়ারোর! লোকে কথা বলার সময় বুঝতে পারে না কার সঙ্গে কথা বলছে।

'কিন্তু থাক এসব। আপনাকে কেন যে এসব বললাম। সব পরিবারেই এমন সমস্যা থাকে। বেচারি সৎমারা। যাক গে চলুন আমরা এসে গেছি।'

তিনি একটা দরজায় টোকা দিলেন।

'এসো, এসো।' ভিতর থেকে জোরালো গলা শোনা গেলো।

'আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন, কাকা', মেরী রেস্টারিক ঘরে ঢুকে বললেন, পিছনে পোয়ারো।

বৃষ স্কন্ধ, চৌকো রক্তাভ মুখ, একজন বয়স্ক মানুষ ঘরে পায়চারী করছিলেন। তিনি সামনে এগিয়ে এলেন। পিছনে একটা টেবিলের সামনে বসে একটি মেয়ে চিঠিপত্র গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

'ইনি মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো, রডি কাকা', মেরী রেস্টরিক বললেন।

পোয়ারো বিনম্রভঙ্গীতে এগোলেন। 'আহ্, স্যর রোডারিক—বহুকাল আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। খুব সম্ভব নর্ম্যান্ডিতে। মনে পড়েছে তখন কর্ণেল রেস আর জেনারেল অ্যাবারকম্বি ছিলেন। তাছাড়া এয়ার মার্শাল স্যর এডমন্ড কলিংসবিও ছিলেন। আমাদের কি দারুণ এক পথ নিতে হয়েছিলো। নিরাপত্তার কাজও কি শক্ত ছিলো। মনে পড়ছে সেই সিক্রেট এজেন্টের মুখোস কিভাবে খুলে দেওয়া হলো—ক্যাপ্টেন হেন্ডারসনকে আপনার মনে আছে?'

'আঃ ক্যাপ্টেন হেন্ডারসনই বটে। কি শয়তান লোকটা।'

'আপনার হয়তো আমার কথা মনে নেই, এরকুল পোয়ারো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। কি ভয়ানক বিপদ ঘটতে চলেছিল। আপনি বোধহয় ফরাসী প্রতিনিধি ছিলেন, তাই না? বসুন বসুন। পুরনো দিনের কথার মত আনন্দর আর কিছু নেই।

'ভাবছিলাম আপনি আমাকে বা আমার সহকারী মঁসিয়ে জিরোকে চিনতে পারবেন না,' পোয়ারো বললেন।

'নিশ্চয়ই আপনাদের দুজনের কথাই মনে আছে। ভারি সুন্দর দিনগুলো ছিলো।'

টেবিলের পিছনে থেকে মেয়েটি এসে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো।

'ঠিক আছে, সোনিয়া', স্যর রোডারিক বললেন। 'আসুন পরিচয় করিয়ে দিই, এ আমার মনোহারিণী সেক্রেটারী। আমার সমস্ত কাজে ও সাহায্যে করে। ওকে ছাড়া কি করতাম জানিনা।'

পোয়ারো বিনীতভাবে বললেন, 'খুশি হলাম মাদমোয়াজেল।'

মেয়েটিও কিছু বললো। ছোটোখাটো চেহারা ওর, কালো, ছোট ছাঁটা চুল। একটু লাজুক ভঙ্গী। ঘন নীল দু'চোখে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া।

'ওকে ছাড়া কি করতাম সত্যিই জানিনা,' স্যর রোডারিক আবার বললেন।

'না, না', মেয়েটি প্রতিবাদ জানালো। 'আমি এমন কিছু নই। আমি তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারছি না।'

'তুমি ভালোই টাইপ করো। তুমি আমার স্মরণশক্তি—আমার চোখ, আমার কান, আরও অনেক কিছুও।'

হাসলো সোনিয়া।

'অনেক গল্পই মনে পড়ছে', পোয়ারো বললেন। 'জানিনা সেসব অতিরঞ্জিত কিনা। বিশেষ করে আপনার সেই গাড়ি চুরির কাহিনী—'

দারুণ খুশি হলেন স্যর রোডারিক। 'হাঃ হাঃ! সত্যিই একটু বাড়াবাড়িই করে সবাই। তবে আরও মজার কাহিনী শোনাতে পারি আমি।' তিনি সে কাহিনী বলতেই

পোয়ারো তারিফ করলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালেন।

'আপনার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করব না', পোয়ারো এবার বললেন। 'জরুরী কাজ করছেন আপনি। আপনাকে একটু শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম। দেখলাম আপনার সেই আগেরকার চমৎকার কর্মশক্তি আজও হারান নি।'

'তা বলতে পারেন। তবে অত প্রশংসা করবেননা', স্যর রোডারিক উত্তর দিলেন। 'একটু চা পান করে যাবেন না? মেরী কোথায় গেলো? ভারী চমৎকার মেয়ে ও।'

'সত্যিই তাই। অনেকদিন ওঁর সেবা পেয়েছেন নিশ্চয়ই?'

'ওহ্! ওদের সম্প্রতিই বিয়ে হয়েছে, ও আমার ভাইপোর দ্বিতীয় স্ত্রী। আপনাকে খোলাখুলিই বলি। আমার ভাইপো অ্যান্ড্রু সম্পর্কে কোন কালেই কিছু ভাবিনি। ও বড় অস্থির। ওর বড় ভাই সাইমনকেই আমি পছন্দ করতাম, অবশ্য তাকেও ভালো জানতাম না। অ্যান্ড্রু ওর প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহার করেনি। জানেন বোধহয়, সে তাকে ছেড়ে এক বাজে মেয়ের সঙ্গে পালায়। ওর প্রেমে সে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। বছর দু একের মধ্যেই প্রেমের ভাঙন ধরে। চ্যাঙরার কাজ আর কি। এবার যাকে ও বিয়ে করেছে সে মেয়েটি ভালোই বলে জানি। সাইমন এক রকম ভালো ছেলেই বলাতে পারি, তবে আমার বোন এই পরিবারে বিয়ে করায় সেটা পছন্দ করেছি বলব না। অর্থের জন্যই সন্দেহ নেই। তবে টাকাই সব নয়। আমার পছন্দ ভাল চাকরি। তবে এই রেস্টারিকদের তেমন ভাবে দেখিনি।'

'ওদের এক মেয়ে আছে শুনেছি। আমার এক বান্ধবী তাকে গত সপ্তাহে দেখেছে।'

'ওহ্ নর্মা? ছেলেমানুস। ভয়ঙ্কর পোশাকে ঘোরাফেরা করে, সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক ছোকরা। সবাই আজকাল এই রকম। অদ্ভুত সব নাম—বীটলস, বীটনিক, লম্বা চুল মাথায়। সহ্য করতে পারি না ওদের। প্রাচীনপন্থী মানুষ আমরা। মেরীও যেন মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়। হাসপাতালে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ভর্তিও হয়। কিছু পান করবেন?'

'না, না, ধন্যবাদ', পোয়ারো বললেন।

'সত্যিই আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ হলো, কত পুরনো স্মৃতি জেগে উঠেছে। সোনিয়া, সোনা, তুমি মঁসিয়ে—ও, হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারোকে একটু নিচে মেরীর কাছে—।'

'না, না, মাদামকে বিব্রত করার দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো। আপনি দেখা করায় খুব খুশি হয়েছি।'

পোয়ারো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'লোকটা কে একেবারেই জানিনা,' পোয়ারো বিদায় নিতেই বললেন স্যর রোডারিক।

'ও কে চেনেন না?' সোনিয়া বিহ্বল ভাবে তাকালো।

'ব্যক্তিগত ভাবে আজকাল যারা আসে তাদের, অর্ধেককেই চিনিনা। তবে এটা

সেটা বলে চেনার ভান করতে হয়, কাজে লেগেও যায়। অনেকে বলে, 'ওঃ সেই ১৯৩৯সালে আপনাকে দেখেছিলাম'। তবে এ লোকটা আমাকে দেখেছে। যাদের নাম বললো তাদের সবাইকেই চিনি। গাড়ি চুরির ব্যাপারটাও সত্যি। ভারি চালাক লোক। যাক্ গে, আমরা কি করছিলাম যেন?'

সোনিয়া একখানা চিঠি তুলে পড়তে শুরু করলো।

❑ পাঁচ ❑

এরকুল পোয়ারো এক মুহূর্ত চত্বরে থামলেন। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু নিচে থেকে কিছুই ভেসে আসছিলো না। তাঁর চোখে পড়লো মেরী রেস্টারিক নিচে আবার বাগান পরিচর্যা করছেন। সন্তুষ্ট ভঙ্গীতে পোয়ারো বারান্দা ধরে এগোলেন। চলার পথে একের পর এক বন্ধ দরজাগুলো খুলে দেখতে লাগলেন তিনি। তার চোখে পড়লো একটা বাথরুম, দুই শয্যাসহ শয়নকক্ষ (মেরী রেস্টারিকের?)। পাশের ঘরটা দেখে তাঁর মনে হলো সেটা অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের। বারান্দার উল্টোদিকে এবার ঘুরলেন পোয়ারো, একজনের থাকার মতই একটা ঘর। দেখে বুঝতে পারা যায় সপ্তাহ শেষেই সেটা ব্যবহার হয়। ঘরে একখানা ড্রেসিং টেবিল। পা টিপে ঢুকে দেয়াল আলমারীটা খুললেন পোয়ারো। তাঁর চোখে পড়লো কিছু পোশাক।

ঘরে একটা লেখার টেবিলও ছিলো। পোয়ারো টেবিলের ড্রয়ারটা খুললেন। টুকিটাকি কিছু জিনিস ছড়ানো ছিলো। আর কয়েকটা চিঠি। ড্রয়ার বন্ধ করে নিচে নেমে এসে গৃহকর্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

ট্যাক্সী ডাকতে পাঠাবো? আপনাকে গাড়িতেও পৌঁছে দিতে পারি, মেরী রেস্টারিক বললেন।

'না,না, মাদাম, আপনি খুবই সদাশয়,' পোয়ারো বললেন।

পোয়ারো ধীর গতিতে গলি পেরিয়ে গির্জা ছাড়িয়ে এগোলেন। নদীর উপরের একটা ছোট্ট সেতুও পার হলেন। একটু পরেই বট গাছের নিচে যেখানে বিরাট একখানা গাড়িসহ একজন সোফায় অপেক্ষা করছিলো সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সোফার দরজা খুলে ধরাতে উঠেও পড়লেন পোয়ারো।

'এবার লন্ডনে,' বলে উঠলেন পোয়ারো।

সোফা গাড়ি ছেড়ে দিতে আরাম করে বসে চারদিকে তাকাতে লাগলেন পোয়ারো। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কোন তরুণ গাড়িটা থামার ইঙ্গিত করছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। রঙচঙে পোশাকের, লম্বাচুল আধুনিক এই তরুণকে নিয়ে মাথা ঘামালেন না পোয়ারো। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

'গাড়িটা থামাও,' তিনি বলে উঠলেন। 'কেউ গাড়িতে চড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।'

সোফার প্রায় অবিশ্বাসের সঙ্গেই ঘুরে তাকালো। এমন মন্তব্য সে একেবারেই

আশা করেনি।

গাড়ি থামাতেই ডেভিড নামের সেই যুবক এগিয়ে এলো। 'গাড়ি থামাবেন না ভাবতে পারিনি,'-ও খুশির ভঙ্গীতে বললো। অত্যন্ত বাধিত হলাম।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ নামিয়ে রাখলো।

'তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন?' ও বললো।

'আপনার পোশাক চোখে পড়ারই মত,' পোয়ারো বললেন।

'তাই ভাবছেন? তা কিন্তু নয়। আমরা অনেকেই এরকম পরে থাকি।'

'ভ্যানডাইকের স্কুল। পোশাকের বাহার।'

'ওহ্ কথাটা তো ভেবে দেখিনি। বোধহয় ঠিকই বলেছেন,'

'মাথায় ক্যাভালিয়েরের টুপি আর লেস বসানো কলার ব্যবহার করতে পারেন,' পোয়ারো বললেন।

হেসে উঠলো ডেভিড! 'না, না, অতোদূর যেতে পারবোনা। মিসেস রেস্টারিক আমাকে দেখেই খেপে যান। আসলে ঘৃণা তাকে আমিও করি। সফল কোটিপতিদের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যাপার থাকে।'

'সেটা দৃষ্টিকোণের উপরই নির্ভরশীল। যতোদূর জানি, আপনি ওদের মেয়ের উপরেই নজর দিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, চমৎকার কথাটাতো,' ডেভিড বললো। 'মেয়ের উপর নজর। হ্যাঁ, সেটা বলতে পারেন। তবে আধাআধিই ঠিক কথা। সেও আমার উপর নজর দিচ্ছে।'

'মাদমোয়াজেল এখন কোথায়?'

'একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?' তীব্রস্বরে বললো ডেভিড।

'তাকে দেখার ইচ্ছা আছে,' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো।

'সে আপনার পছন্দসই হবে মনে হয় না, যেমন আমিও নই। নর্মা লন্ডনে।'

'কিন্তু ওর সৎমাকে বললেন—।'

'ওহ্! সৎমাদের আমরা সবকথা বলিনা।'

'সে লন্ডনে কোথায় আছে?'

'চেলসীতে কোথাও গৃহসজ্জা দপ্তরে কাজ করে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব সুসান ফেলপস।'

'নিশ্চয়ই ও সেখানে থাকেনা যতোদূর জানি। আপনি ওর ঠিকানা জানেন?'

'ও হ্যাঁ। অনেকগুলো ফ্ল্যাট। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার এতো আগ্রহ কেন বুঝতে পারছিনা।'

'অনেক বিষয়েই মানুষের আগ্রহ থাকতে পারে।'

'এর মানে?'

'ওই বাড়িতে আপনি এসেছিলেন কেন? এবং গোপন দোতলাতেও উঠেছিলেন।'

'স্বীকার করছি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছি।'

'দোতলায় কি খুঁজছিলেন?'

'সে আমার ব্যাপার। রূঢ় হতে চাইনা—তবে বড় বেশি নাক গলানো হয়ে পড়ছে না?'

'হ্যাঁ, একটু আগ্রহ দেখাচ্ছি। আমি জানতে চাই আপনার বান্ধবী ঠিক কোথায় আছেন,' পোয়ারো বললেন।

'বুঝেছি। প্রিয় অ্যান্ড্রু আর মেরীই আপনাকে কাজে লাগিয়েছে। তাঁরা ওকে খুঁজে পেতে চান?'

'এখনও পর্যন্ত,' পোয়ারো বললেন, 'তাঁরা জানেন না সে নিরুদ্দেশ।'

'তাহলেও কেউ আপনাকে নিয়োগ করেছে ,' আপনার মতলব জানার জন্যেই গাড়ি থামিয়েছি। সে আমার বান্ধবী এটা অবশ্যই জানেন?'

'যতোদূর জানি উদ্দেশ্য তাই', পোয়ারো সতর্ক ভঙ্গীতে বললেন। 'আর তা হলে সে কোথায় আপনার জানা উচিত। তাই নয় কি মিঃ—। শুধু ডেভিড ছাড়া নামটা আমার জানা নেই।'

'বেকার।'

'সম্ভবতঃ আপনাদের মনোমালিন্য ঘটে থাকতে পারে মিঃ বেকার।'

'না, তা হয়নি। এরকম ভাবলেন কেন?'

'মিস নর্মা রেস্টারিক রবিবার সন্ধ্যায় ক্রশহেজেস ছেড়ে যান। না কি সোমবার সকালে?'

'হতে পারে। ভোরবেলা একটা বাস ছাড়ে।'

'সে রবিবার যাত্রা করলেও বোরোডিন ম্যানসানে পৌঁছয় নি।'

'আপাত দৃষ্টিতে নয়। অন্ততঃ ক্লডিয়ার ভাবা তাই,' ডেভিড উত্তর দিলো।

'মিস রিথি-হল্যান্ড অবাক বা চিন্তিত হন নি?'

'সে চিন্তিত হবে কেন? ওরা কারও ওপর নজরদারী করে না।'

'আপনি চিন্তিত, মিঃ বেকার?'

'না—মানে, আমি ঠিক জানিনা। চিন্তিত হওয়ার কারণ দেখছি না, শুধু অনেক সময় কেটে গেছে। আজ কি বার—বৃহস্পতি ?'

'তবুও বলছি আপনি চিন্তিত, মিঃ বেকার।'

'তাতে আপনার কি?'

'আমার কিছুই না। তবে যতোদূর জানি বাড়িতে কোন ঝামেলা হয়েছে। ও ওর সৎমাকে পছন্দ করেনা।'

'একদম ঠিক। ওই মেয়েমানুষটি একটি কুক্কুরী। সেও নর্মাকে পছন্দ করে না।'

'উনি অসুস্থ হয়েছিলেন, তাই না। ওঁকে হাসপাতালে যেতে হয়।'

'কার সম্পর্কে বলছেন—নর্মা?'

'না, মিসেস রেস্টারিক সম্পর্কে বলছি।'

'তাকে বোধহয় একটা নার্সিং হোমে যেতে হয়। যাওয়ার কোনই কারণ ছিলোনা। ঘোড়ার মত তেজী ও।'

'কোথায় উধাও হয়েছিলেন?' মিসেস অলিভার বললেন; 'সারাদিনই ছিলেন না। রেস্টারিকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই? স্যার রোডারিকের সঙ্গে দেখা করেছেন? কি জানতে পারলেন?'

'কিছুইনা,' পোয়ারো জবাব দিলেন।

'কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার।'

'আমি কিন্তু তা ভাবিনা। আমি কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি বলেই খুব আশ্চর্য লাগছে।'

'আশ্চর্য লাগার কারণ? কিছুই বুঝলাম না।'

'কারণ,' পোয়ারো বললেন, 'হয় খুঁজে পাওয়ার মত কিছুই ছিলোনা, যদিও ঘটনার সঙ্গে তা মেলেনা, না হয় কিছু একটা সন্তর্পনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এমন হলে খুবই লক্ষ্যণীয় হতে পাবে। মিসেস রেস্টারিক কিন্তু জানেন না মেয়েটি নিরুদ্দেশ।'

'তার মানে বলতে চান—অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্ক নেই?'

'তাই মনে হয়। সেই ছোকরাকে ওখানে দেখেছি।'

'তার মানে সেই অস্বস্তিকর তরুণ যাকে কেউ পছন্দ করে না?'

'ঠিক। অস্বস্তিকর তরুণ।'

'আপনারও তাই মত?' মিসেস অলিভার বললেন।

'কার দৃষ্টিকোণ থেকে?'

'মেয়েটির অবশ্যই নয়, অন্ততঃ।'

'যে মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সে ওর সঙ্গ পেয়ে খুশিই হতো।' পোয়ারো বললেন।

'তাকে ভয়ঙ্কর লাগছিলো?'

'তাকে চমৎকার দেখাচ্ছিলো,' পোয়ারো বললেন।

'চমৎকার?' মিসেস অলিভার বললেন। 'আমার মনে হয় না চমৎকার তরুণদের আমার ভালো লাগে।'

'মেয়েদের লাগে,' পোয়ারো বললেন।

'হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। ওরা সুন্দর তরুণদের পছন্দ করে। সুন্দর বলতে সুদর্শন তরুণ বলছিনা, বা খুব স্মার্ট বা সুবেশধারীও নয়। ওরা ভালোবাসে নোংরা পোশাকের ভবঘুরে গোছের তরুণদের।'

'মনে হলো সে মেয়েটি এখন কোথায় জানে না।'

'বা স্বীকার করেনি।'

'হতে পারে। সে ওখানে হাজির হয়। কিন্তু কেন সকলের অগোচরে ও বাড়িতে ঢোকে? আবার বলছি, কেন? কি উদ্দেশ্য? ও কি মেয়েটিকেই খুঁজছিলো। বা অন্য কিছুর সন্ধান করছিলো?'

'আপনার ধারণা ও অন্য কিছু খুঁজছিলো?'

'সে মেয়েটির ঘরেই কিন্তু খুঁজছিলো,' পোয়ারো বললেন।

'কি করে জানলেন? ওকে ঘরে দেখেছিলেন?'

'না আমি তাকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখি। তবে নর্মার ঘরে এক টুকরো ভিজে মাটি পেয়েছি, যা ওর জুতো থেকে আসা সম্ভব। হয়তো নর্মাই ওকে কিছু আনার জন্য পাঠায়। অনেক সম্ভাবনাই থাকতে পারে। বাড়িতে আরও একটি সুন্দরী মেয়ে রয়েছে—ও তার সঙ্গেও দেখা করার উদ্দেশ্যে যেতে পারে।'

'এরপর কি করবেন?' মিসেস অলিভার জানতে চাইলেন।

'কিছুই না,' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

'কি নীরস ব্যাপার।'

'আমি যাদের কাজে লাগিয়েছি তাদেব কাছ থেকে কিছু খবর পেতে চলেছি, হয়তো কিছুই নাও পেতে পারি।'

'কিন্তু কিছু একটা করবেন না?'

'উপযুক্ত সময়ের আগে নয়,' পোয়ারো বললেন।

'কিন্তু, আমি করবো,' মিসেস অলিভাব বললেন।

'আমার অনুরোধ সতর্ক থাকবেন,' অনুণয় করলেন পোয়ারো।

'কি যাতা বলছেন। আমার আবার কি হবে?'

'যেখানে খুন আছে, সেকানে অনেক কিছুই হতে পারে। আমি, পোয়ারো আপনাকে বলছি।'

❑ ছয় ❑

মিঃ গোবি চেয়ারে বসেছিলেন। ছোটখাটো চেহারা মিঃ গোবির, বর্ণনা করার মত আদৌ নন।

তিনি প্রাচীন একটা টেবিলের পায়া লক্ষ্য করেই কথা বলছিলেন। কারো সঙ্গে সরাসরি তিনি কথা বলেন না।

'আপনি নামগুলো দেওয়ায় সুবিধা হয়েছে মঁসিয়ে পোয়ারো,' তিনি বললেন। 'নাহলে ঢের সময় লাগতো। মূল বিষয়ে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি বোরোডিন ম্যানসন থেকেই শুরু করছি।'

পোয়ারো রাজকীয় ভঙ্গীতে রায় জানালেন।

মিঃ গোবি এবার চিমনির উপরের ঘড়িকে জানালেন, 'ওখানেই শুরু করেছি। দু একজন যুবককেই লাগিয়েছি, খরচ একটু বেশি পড়ে, তবে এতে কাজ হয়। নাম ধরে বলবো?'

'এই চার দেয়ালের মাঝখানে—,' পোয়ারো বললেন।

'মিস রিথি-হল্যান্ড খুবই চমৎকার তরুণী শুনেছি। বাবা একজন এম.পি.। খুবই উচ্চাকাঙ্খী। প্রায়ই কাগজে নাম বের হয়। মিস হল্যান্ডই একমাত্র মেয়ে। তিনি সেক্রেটারীর কাজ করেন। খুবই সচেতন। পান করেন না, হৈ হুল্লোড় বীটনিক ইত্যাদি রোগ নেই। আরও দুজনের সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকেন। দু নম্বর বন্ড স্ট্রীটে ওয়-ভারবর্ন গ্যালারীতে কাজ করেন। শিল্পী গোছের মেয়ে। নানা জায়গায় ছবির প্রদর্শনীর

ব্যবস্থা করেন।

'তৃতীয়জনই আপনার। খুব বেশিদিন ওখানে নেই। নানা কথাই তার সম্পর্কে শোনা যায়! ওখানকার পোর্টারদের দু-এক পাত্র কিনে দিন, ওরা যা শোনাবে অবাক হয়ে যাবেন। কে পান করে, নেশা করে, কার আয়কর নিয়ে ঝামেলা হয়েছে আর কেই বা চৌবাচ্চার আড়ালে টাকা রাখে। অবশ্য সব বিশ্বাস করা চলে না। যাইহোক শোনা যাচ্ছে এক রাত্রিতে কেউ রিভলবার ছুঁড়েছিলো।'

'রিভলবার? কেউ আহত হয়?'

'তাতে সন্দেহ আছে, লোকটা বলেছে সে একরাতে রিভলবারের শব্দ শুনে বাইরে আসে আর আপনার ওই মেয়েটিকে রিভলবার হাতে দেখে। ঠিক তখনই অন্য দুজন ছুটে আসে। তাদের একজন, সেই শিল্পী মিস কেরী বলে : নর্মা, কি হলো? কি করেছো?' আর মিস রিথি-হল্যান্ড কড়াস্বরে বল্লেন, 'চুপ কর, ফ্রান্সেস। বোকামি করিস না।' তারপর সে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। তখনই পোর্টারকে, অর্থাৎ মিকিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে হেসে বলে, 'খুব চমকে গেছো মিকি, তাই না? আসলে আমরা বুঝিনি ওটায় গুলি ভরা ছিলো। একটু মজা করছিলাম। যাকগে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোলো কিছু নয়।' তারপর সে নর্মাকে টেনে নিয়ে যায়। মিকির এখনও সন্দেহ রয়েছে ব্যাপারটায়। ও চত্বর পরীক্ষা করে।'

মিঃ গোবি এবার হাতের নোটবই থেকে পড়তে আরম্ভ করেন।

'আমি কিছু আবিষ্কার করেছি। রক্তের ফোঁটা। হাত দিয়ে দেখেছি—নিশ্চয়ই কাউকে গুলি করা হয়....উপরে গিয়ে আমি মিস রিথি-হল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করে বলি, 'কারও গুলি লেগেছে, মিস, চারদিকে রক্তের দাগ রয়েছে।' মিস হল্যান্ড বললেন, ওঃ ভগবান! তাহলে নিশ্চয়ই পায়রার গায়ে লেগেছিলো। এ নিয়ে আর ভেবোনা। তিনি আমাকে কড়কড়ে পাঁচ পাউন্ডের একটা নোট দেন। তাই আর মুখ খুলিনি।'

'তারপর মিকি আর এক পাত্র হুইস্কির পর বলে,' মিস নিশ্চয়ই যাচ্ছেতাই যে ছেলেটা তার কাছে আসে তাকেই গুলি করেছিলেন।'

মিঃ গোবি চুপ করতেই পোয়ারো বললেন, 'খুবই চিত্তাকর্ষক।'

'হ্যাঁ, তবে এক ঝুড়ি মিথ্যেও হতে পারে কারণ আর কেউ কিছু জানে বলে মনে হয় না। কয়েকজন গুন্ডা প্রকৃতির ছোকরা ওখানে ছুরি বের করে মারামারিও করেছিলো। মিকি হয়তো সব ব্যাপারটা তাই গুলিয়ে ফেলে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বললেন। 'গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাই বটে।'

মিঃ গোবি নোট বইয়ের পাতা উল্টে এবার তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের দিকে তাকালেন।

'যোশুয়া রেস্টারিক লিমিটেড পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। প্রায় একশ বছর ধরে চলছে। খুবই সুনাম। ১৮৫০ সনে যোশুয়া রেস্টারিক প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশে ব্যবসার খুব রমরমা হয়—বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ায়। রেস্টারিক বংশের শেষ দুজন সাইমন আর

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক। বড় ভাই সাইমন গত বছর মারা যান, কোনো সন্তান নেই। তাঁর স্ত্রী এর কয়েক বছর আগে গত হন। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক কিছুটা অস্থির প্রকৃতির। ব্যবসায় তাঁর মন ছিলো না তবে অনেকের ধারণা তাঁর ক্ষমতা ছিলো। তিনি শেষ পর্যন্ত এক মেয়েমানুষের সঙ্গে স্ত্রী আর পাঁচ বছরের মেয়েকে ফেলে চলে যান। শোনা যায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া আর আরও বহু জায়গায় গেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। স্ত্রী মারা যান দু বছর আগে। ভদ্রলোক বহু জায়গায় ঘুরেছেন আর দুহাতে অর্থ রোজকার করেছেন। যা স্পর্শ করেছেন তাই সোনা হয়েছে।

'ভাই মারা যাওয়ার পর তিনি সম্ভবতঃ ভাবেন এইবার স্থিতি হওয়ার সময় এসেছে। তিনি আবার বিয়ে করেন, আর ভাবেন ফিরে এসে মেয়ের একটা ব্যবস্থা করবেন। বর্তমানে তার কাকা স্যার. রোডারিক হর্সফিল্ডের সঙ্গে বসবাস করছেন। এটা অবশ্য সাময়িক — তার স্ত্রী লন্ডনে বাড়ি খুঁজছেন। টাকার কোন প্রশ্ন নেই— অগাধ সম্পত্তি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। 'জানি। যা শোনালেন সেটা সাফল্যেরই কাহিনী। শুধু আকাশে সামান্য মেঘের ছায়া একটাই। মেয়েটি কিছুটা অদ্ভুত, সে সন্দেহজনক এক যুবকের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত, যে কয়েকবার অবেক্ষাধীন ছিলো। এমন একটি মেয়ে যে তার সৎমাকে বিষ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকতে পারে, যে খুব সম্ভব অলীক কিছু দেখার বিভ্রমে ভোগে আর কোন অপরাধও করে থাকতে পারে।'

মিঃ গোবি দুঃখিত ভাবে মাথা ঝাঁকালেন, 'অনেক পরিবারেই এমন থাকে।'

'এই মিসেস রেস্টারিক খুবই অল্পবয়স্কা। আশাকরি মিঃ অ্যান্ড্রু রেস্টারিক-এর সঙ্গেই পালায় নি?' পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওহ্ না, তার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত বদ গোছেরই। ওকে নিয়ে পালানোই মিঃ অ্যান্ড্রুর ভুল হয়েছিলো। আর কিছু জানতে চান?' মিঃ গোবি বললেন।

'হ্যাঁ, আমি প্রয়াত মিসেস অ্যান্ড্রু রেস্টারিক সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই। তিনি প্রায় পঙ্গু ছিলেন, মাঝেমাঝেই নার্সিং হোমে ভর্তি হতেন। কি ধরনের নার্সিংহোম? মানসিক রোগের?'

'আপনার বক্তব্য ধরতে পেরেছি।'

'পরিবারের দুদিকে কোন পাগলামির লক্ষণ ছিলো কি?'

'এটা জানার চেষ্টা করবো, মিঃ পোয়ারো।' উঠে দাঁড়ালেন মিঃ গোবি। মিঃ গোবি বিদায় নেওয়ার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন পোয়ারো, তারপর মিসেস অলিভারকে ফোন করলেন।

'আপনাকে আগেই বলেছি, মাদাম, সাবধান হবেন। কথাটা আবার বলছি।'

'কি থেকে সাবধান হবো?' মিসেস অলিভার বললেন।

'নিজের সম্পর্কে। আমার ভয় লাগছে বিপদ ঘটতে পারে। নাকগলানো যেখানে পছন্দ নয় সেখানে তাই করলে যে করবে তারই বিপদ হতে পারে। বাতাসে আমি

খুনের গন্ধ পাচ্ছি—আমি চাইনা সেঁটা আপনার হোক।'

'যে খবর আশা করছিলেন তা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বললেন। কিছু খবর পেয়েছি। বেশির ভাগই গুজব, তবে মনে হচ্ছে বোরোডিন ম্যানসানসে কিছু ঘটেছিলো।'

'কি ধরণের ঘটনা?'

'চত্বরে রক্ত,' পোয়ারো বললেন।

'সত্যি?' মিসেস অলিভার বললেন। 'আদ্যিকালের গোয়েন্দা উপন্যাসের মত হয়তো দুধের বোতল উল্টে পড়েছিলো,' মিসেস অলিভার বললেন। 'ও হয়তো ঘাবড়িয়ে বুঝতে পারেনি।'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে পোয়ারো বললেন, 'মেয়েটি ভাবছিলো সে কোন খুন করে থাকতে পারে। ওই খুনের কথাই কি ও ভেবেছিলো?'

'বলতে চান কাউকে গুলি করে?'

'ধারণা হতে পারে যে কাউকে গুলি করে, তবে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ফসকায়। কয়েক ফোঁটা রক্ত.....। কিন্তু কোন দেহ ছিলো না।'

'ওহ্ সবই কেমন যেন গোলমেলে.' মিসেস অলিভার বললেন।

'ঠিক তাই,' বললেন পোয়ারো।

'খুব চিন্তা হচ্ছে,' ক্লডিয়া রিথ-হল্যান্ড বললো।

কফির পাত্র থেকে ও কাপ ভর্তি করে নিচ্ছিলো। ফ্রান্সেস কেরী বিরাট হাই তুললো। ওরা ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে প্রাতরাশ শেষ করছিলো। ফ্রান্সেস তখনও পাজামা আর ড্রেসিং গাউন পরেছিলো। ওর একরাশ কালো চুল একটা চোখের উপর ছড়িয়ে পড়েছিলো।

'আমি নর্মাকে নিয়ে ভাবছি,' ক্লডিয়া বললো এবার।

আবার হাই তুললো ফ্রান্সেস। 'আমি হলে করতাম না। নিশ্চয়ই ফোন করবে বা এসে পড়বে।'

'বলছিলো, ফ্রান্সেস? তবুও ভাবনা হচ্ছে—।'

'ভাবনার কারণ কি বুঝি না,' ফ্রান্সেস বললো। ও আরও কফি ঢাললো। নর্মাকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? আমরা তো আর ওর অভিভাবক নই। ও ফ্ল্যাটে থাকে, বাস্ ফুরিয়ে গেলো। সৎ মার মত ব্যবহার কেন? আমি অতশত ভাবি না।'

'তা জানি। তুই কোন কিছু নিয়েই ভাবিস না। তোর কাছে এটা যেরকম আমার কাছে তা নয়।'

'কেন? তুই এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বলে না অন্য কিছু?'

'বলতে পারিস আমার অবস্থা একটু আলাদা,' ক্লডিয়া বললো।

আবার হাই তুললো ফ্রান্সেস। 'গত রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিলাম। বেসিলের পার্টিতে ছিলাম। ও আমাকে 'সবুজ ঘুম' নামে একটা নতুন পিল খাওয়াতে চাইছিলো। আমার ওসব ভালো লাগে না। যাক, গতকাল ডেভিডকে দেখেছি। ওর

পোশাকে দারুণ লাগছিলো ওকে।'

'তুইও ওর প্রেমে পড়ছিস নাকি, ফ্রান? ও সত্যিই বীভৎস।'

'জানি তুই তাই ভাবিস। তুই বড় সাদাসিধে, ক্লডিয়া।'

'মোটেই না। তবে এই সব শিল্পীদের আমার ভালো লাগে না। ওরা নানা রকম নেশায় আসক্ত থাকে—।'

মজা পেল ফ্রান্সেস। 'আমি নেশাগ্রস্থ নই কিন্তু সোনা—ওগুলো কিরকম শুধু দেখতে ইচ্ছে করে। ডেভিড ভালোই ছবি আঁকে, অবশ্য ইচ্ছে হলে।'

'তেমন ইচ্ছে ওর হয় না, এই যা।'

'তুই ওর দিকে ছুরি তুলেই আছিস, ক্লডিয়া...ও নর্মার সঙ্গে দেখা করতে আসে তোর পছন্দ নয়। ছুরির কথায় মনে পড়ছে....'

'কি আবার মনে পড়ছে?'

'ভাবছিলাম—,' ফ্রান্সেস আস্তে আস্তে বললো। 'তোকে একটা কথা বলবো কি না।'

ক্লডিয়া হাতঘড়ির দিকে তাকালো। এখন সময় নেই। সন্ধ্যেবেলা বলিস। কিন্তু সত্যিই ভাবনা হচ্ছে—।

'নর্মার জন্য?'

'হ্যাঁ। ও কোথায় আমরা জানিনা সেকথা ওর বাবামাকে জানানো দরকার কি না বুঝতে পারছি না।'

'সেটা ঠিক নয়। ও যেখানে কাজ করে সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় ফোন করেছিস? 'হামবার্ডস' না কি যেন নাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ করেছিলি মনে পড়েছে।'

'তাহলে ও কোথায়?' ক্লডিয়া বললো। 'ডেভিড গত রাত্তিরে কিছু বলেছে?'

'ডেভিড জানে মনে হলো না। সত্যি, ক্লডিয়া, এ নিয়ে ভাববার কি আছে জানি না।'

'আমার আছে ,' ক্লডিয়া বললো। 'কারন আমার নিয়োগকর্তা হলেন ওরই বাবা। ওর কিছু ঘটলে আগেই হোক বা পরেই হোক তিনি বলবেন আগে কেন জানাই নি।'

'হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। তবে নর্মা প্রত্যেকবার যেখানে যাবে আমাদের যে বলে যাবে তারও কারণ নেই। ও তো আমাদের অতিথি নয়। আর তুইও ওর দায়িত্বে নেই।'

'না, তবে মিঃ রেস্টারিং একবার বলেছিলেন নর্মা আমাদের সঙ্গে আছে বলে তিনি নিশ্চিন্ত।'

'অতএব সে সময়মত হাজির না থাকলেই তোর কাজ হবে খোঁজখবর করা, কেমন? দেখে নিস নতুন কোন পুরুষ পাকড়াও করেছে ও,' ফ্রান্সেস বললো।

'ওর টান ডেভিডের উপর,' ক্লডিয়া বললো। 'ও ডেভিডের ওখানে নেই মনে করছিস?'

'ওহ্ তা মনে হয় না। আসলে ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'তোর ভাবনাই তাই,' ক্লডিয়া বললো। 'তোর নিজেরই ডেভিডকে ভাল লাগে।'

'কখনও না,' ফ্রান্সেস তীব্রস্বরে বললো।

'সেদিন ডেভিড নর্মার খোঁজে এখানে এসেছিলো।'

'মেয়েটা মানসিক রোগী,' ফ্রান্সেস বলে উঠলো।

'মাঝে মাঝে আমারেও তাই মনে হয়।'

'আমি জানি ও তাই। দেখ ক্লডিয়া, তাকে একটা কথা বলবো। তোর জানা উচিত। আমার জামার স্প্রিং ছিঁড়ে গিয়েছিলো। তোর জিনিসপত্র ঘাঁটা তুই তো পছন্দ করিস না তাই—। কিন্তু নর্মা কিন্তু ভাবে না লক্ষ্য করে না। যাহোক আমি ওর ড্রয়ারটা খুলি। খুবই একটা জিনিস দেখি। একটা ছুরি।'

'ছুরি!' ক্লডিয়া অবাক হয়ে গেলো। 'কি ধরণের ছুরি?'

'তোর মনে আছে চাতালে একটা গোলমাল হয়? কয়েকটা ছেলে ছুরি নিয়ে মারামারি করে? লম্বা ফলা ছুরি? নর্মা ঠিক তার পরেই আসে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।'

'একটা ছেলেকে ছুরি মারা হয় শুনেছি। সে পালিয়েও যায়। নর্মার ড্রয়ারে যে ছুরি দেখেছি সেটাও লম্বা ফলার ছুরি। আর তাতে যে দাগ দেখেছি সেটা শুকনো রক্তের দাগ।'

'ফ্রান্সেস' দারুন নাটুকেপনা করছিস তুই।'

'হয়তো। তবে এটা কি আমি জানি। তবে নর্মাব ড্রয়াবে ওই জিনিসটা কেন ছিলো জানলে ভালো হতো।'

'ও হয়তো কুড়িয়ে এনেছিলো।'

'স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে? তারপর আমাদের না বলে লুকিয়ে রাখে।'

'তুই কি করলি ওটা দেখে?'

'আবার রেখে দিই,' ফ্রান্সেস বললো। 'তোকে বলা উচিত কিনা বুঝতে পাবিনি। গতকাল আবার দেখতে গিয়ে দেখি, ক্লডিয়া, সেটা আর নেই।'

'তোর ধারণা ও ডেভিডকে ছুরিটা আনতে পাঠায়?'

'হতেও পারে.....তবে, তোকে বলছি ক্লডিয়া, আমি রাত্রিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোব।'

❑ সাত ❑

বেশ অসুখি হয়েই ঘুম থেকে উঠলেন মিসেস অলিভার। সামনে একটা নিষ্কর্মা দিন তাঁর চোখে পড়লো। লেখার পাণ্ডুলিপি পাঠানোর পর এখন তাঁর অখণ্ড অবসর। টেবিলের উপর একরাশ চিঠি তাঁর চোখে পড়লো। নাঃ কাজের কাজ কিছুই করতে হবে বলেই তাঁর মনে হলো।

আচমকা তাঁর মনে পড়লো এরকুল পোয়ারোর কথা, তাঁর সর্তকবাণী। হাস্যকর! পোয়ারোর সঙ্গে সমস্যাটায় তিনিই বা কেন অংশ নেবেন না? পোয়ারো হয়তো

চেয়ারে বসে আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে তাঁর ধুসর কোষগুলোকে কাজে লাগাতে পারেন, তার শরীর যেখানে পরিপূর্ণ বিশ্রামরত। এমন পদ্ধতি আরিয়ান অলিভারের মনঃপূত নয়। তিনি পোয়ারোকে বেশ জোর দিয়েই বলছিলেন কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। ওই রহস্যময় মেয়েটি সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করবেন তিনি। নর্মা রেস্টারিক কোথায়? সে করছেই বা কি? আরিয়ান অলিভার ওর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানতে পারবেন?

বেশ বিরক্তি ভঙ্গীতেই পায়চারি করতে লাগলেন মিসেস অলিভার। জেরার মত আছেই বা কি? কোথাও গিয়ে প্রশ্ন করা? তবে কি তিনি লং বেসিং-এ যাবেন? কিন্তু পোয়ারো সেখানে গিয়ে জেনে এসেছেন। তা ছাড়া স্যার রোডারিক হর্সফিল্ডের বাড়িতে যাওয়ার কারণই বা তিনি কি দেখাবেন?

মিসেস অলিভার এবার ভাবলেন আবার বোরোডিন ম্যানসনেই যাবেন। সেখানে হয়তো আরও কিছু পাওয়া যেতে পারে। তবে এজন্য আর একটা অজুহাত তৈরি করতে হবে। তবে ওখানে আরও খবর পাওয়া সম্ভব। এখন সময় কত? বেলা ১০টা......।

রওয়ানা হওয়ার পর একটা অজুহাত ঠিক করে ফেললেন তিনি। খুব মৌলিক কিছু নয়। বেশ জটিল অজুহাত খাড়া করার ইচ্ছেই তার ছিলো তবে মোটামুটি আটপৌরে হওয়াই ভালো। একটু পরেই তিনি বিশাল বোরোডিন ম্যানসানে পৌঁছে চত্বরে হাঁটতে লাগলেন।

একজন পোর্টার আসবাবপত্রের ভ্যান আর দুধওয়ালার সঙ্গে কথা বলছিলো। দুধওয়ালা তার দুধের গাড়ি ঠেলে মিসেস অলিভারের কাছে মাল তোলার লিফটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'৬৭ নম্বর চলে যাচ্ছেন,' লোকটা মিসেস অলিভারকে ব্যাখ্যা করতে চাইলো তার আগ্রহ জেগেছে ভেবে। লোকটা একগাদা বোতল লিফটে তুললো। 'বলতে গেলে চলে গেছেন। ওই আটতলার জানালা থেকে পড়ে যান এক সপ্তাহ আগে। ভোর পাঁচটার সময়। খুব মজাদার ব্যাপার।'

মিসেস অলিভার অবশ্য ব্যাপারটা মজা পেলেন না।

'কেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'এরকম কেন করলেন? কেউ জানেনা। মনের গোলমাল বলছে সবাই।'

'অল্প বয়স?'

'নাঃ! বুড়ি। পঞ্চাশ তো হবেই।'

দুজন লোক কতকগুলো ড্রয়ার ভ্যানে ঠেলে তুলেছিল। আচমকা দুটো ড্রয়ার ছিটকে মাটিতে পড়তেই একখন্ড কাগজ বাতাসে মিসেস অলিভারের কাছে এসে পড়লো। মিসেস অলিভার সেটা তুলে নিলেন।

'সব ভেঙে গুঁড়ো করোনা, চার্লি,' হাসিখুশি দুধওয়ালা বোতল নিয়ে লিফটে উঠে বলল।

মিসেস অলিভার কাগজখানা আসবাবপত্র যারা ভ্যানে তুলছিলো তাদের দিকে

এগিয়ে ধরতে ওরা মাথা ঝাঁকালো।

মিসেস অলিভার পায়ে পায়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ৬৭নং ফ্ল্যাটের দিকেই চললেন। হঠাৎ দরজা খুলে মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোক মুখ বাড়ালো। স্বভাবতই কোন পরিচারিকা।

'ওহ্,' মিসেস অলিভার তাঁর প্রিয় অব্যয় ব্যবহার করলেন। 'সুপ্রভাত, বাড়িতে কেউ আছেন?'

'না, মাদাম। সবাই বাইরে কাজে গেছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক..মানে, গতবার যখন এসেছিলাম ভুল করে আমার একটা ডায়েরী বোধহয় ফেলে গিয়েছি। খুব সম্ভব বসবার ঘরে।'

'এরকম কিছু তো পাইনি, মাদাম। পেলেও অবশ্য আপনার কিনা সেটা বুঝতাম না। ভেতরে আসবেন?' পরিচারিকা সরে দাঁড়ালে মিসেস অলিভার বসার ঘরে ঢুকলেন।

'হ্যাঁ, এই তো এখানেই সেদিন বসেছিলাম,' মিসেস অলিভার অন্তরঙ্গ ভাবে বললেন। 'ওই বইটা আমি মিস নর্মাকে দিয়ে গিয়েছিলাম। উনি গ্রামের বাড়ি থেকে এখনও আসেন নি?'

'উনি এখানে আছেন মনে হয় না, বিছানাটা কেউ শোয়নি। বোধহয় এখনও দেশের বাড়িতেই আছেন।'

'এই বইটা দিয়েছিলাম। আমার লেখা বই।'

মিসেস অলিভারের কথায় কোন আগ্রহ জাগলো না পরিচারিকার।

মিসেস অলিভার সোফার কুশন তুলে দেখলেন।

'নাঃ নেই। কিছু হারালে কি যে খারাপ লাগে,' মিসেস অলিভার বললেন। 'এই দেখোনা আজই একজনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে খাবার কথা অথচ কার সঙ্গে মনেই পড়ছে না।'

'সত্যিই আপনার পক্ষে বিরক্তিকর, মাদাম।'

'এই ফ্ল্যাটগুলো খুবই সুন্দর, তাই না?' মিসেস অলিভার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন।

'বড্ড উঁচু,' পরিচারিকা বললো।

'কিন্তু সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে এখান থেকে। তবে আগুন লাগলে ভীষণ অবস্থা হতে পারে। আমার আবার আগুনে বড় ভয়।'

'এই জন্যই মিস রিষ্টি-হল্যান্ড অন্য দুজন মেয়েকে রেখেছেন।'

'ও, হ্যাঁ, তাদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে আমার। মিস কেরী তো একজন শিল্পী, তাই না?'

'একটা আর্টের গ্যালারীতে কাজ করেন। গাছপালা,গরু এই সব আঁকেন। অবশ্য দেখে চেনা যায়না। খুব অগোছালো মেয়ে। ঘর দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

' মিস্ হল্যান্ড খুবই পরিচ্ছন্ন থাকেন। শহরে কার যেন প্রাইভেট সেক্রেটারীর

কাজ করেন। ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকা না কোথা থেকে এসেছেন। তিনি আবার মিস নর্মার বাবা। তিনিই মিস হল্যান্ডকে তাঁর মেয়েকে এখানে নিতে বলেছিলেন। উনি তো সে কথা না মেনে পারেন না।'

'মানার ইচ্ছে ছিলো না?'

'আমার মনে হয় উনি সব জানলে আপত্তি করতেন,' পরিচারিকা মিসেস মপ বললো।

'কি জানলেন?' সরাসরিই প্রশ্ন করলেন মিসেস অলিভার।

'আমার বলা উচিত নয়। এ ব্যাপারে আমার—।'

মিসেস অলিভার তবুও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ফাঁদে পা দিলো মিসেস মপ।

'উনি যে চমৎকার মেয়ে নন তা নয়। তবু যেন কেমন কেমন, কোন ডাক্তার দেখানো উচিত। মাঝে মাঝে মনে হয় উনি কি করছেন জানেন না—।'

'শুনেছি একটি ছেলেকে উনি ভালোবাসেন, বাবা মার তা পছন্দ নয়।'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি। দুএকবার সে এখানেও এসেছে, আমি দেখিনি। একজন মড ছেলে। মিস হল্যান্ডও পছন্দ করেন না। আজকালকার মেয়েরা নিজের খুশিতেই চলে। ওঁর নিজের বাড়ি ভালো লাগেনা।'

'তাই নাকি?' মিসেস অলিভার বললেন।

'ওঁর সৎমা আছেন। মেয়েরা সৎমা পছন্দ করেনা। যতটা শুনেছি সৎমা অনেক করেছেন, ওই ছেলেটিকে দূরে রাখার চেষ্টাও করেছেন। আমার ভাগ্য ভালো কোন মেয়ে নেই, দুটি মাত্র ছেলে।'

মিসেস অলিভার এরপর আরও কিছুক্ষণ নানা রকম কথাবার্তা বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়িতে ফিরে এরপর কি করা যায় ভাবতে শুরু করলেন তিনি। একটা নোট বইয়ে তিনি লিখেও ফেললেন 'যা জেনেছি' শিরোণাম দিয়ে। নিজেকে বেশ নামীদামী ভাবতে চাইছিলেন মিসেস অলিভার। এমন বেশি কিছু অবশ্য তিনি জানতে পারেন নি, তবে এরই মধ্যে ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড যে নর্মার বাবার কর্মচারী এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটা তাঁর জানা ছিলোনা আর এরকুল পোয়ারোও জানেন কিনা কে জানে। তাঁর ইচ্ছে হলো পোয়ারোকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাবেন, কিন্তু নিজের আগামীকালের পরিকল্পনার জন্য তা করলেন না। আসলে ঠিক এই মুহূর্তে মিসেস অলিভারের নিজেকে গোয়েন্দাকাহিনী লিখিয়ের বদলে ব্লাডহাউন্ড বলেই ভাবতে চাইছিলেন। তিনি কোন চিহ্ন অনুসরণ করছেন, আগামীকালই সকালে সবাই দেখতে পাবে।

পরদিন পরিকল্পনা মতই সকালে উঠলেন মিসেস অলিভার, তারপর দুকাপ চা আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবার তিনি হাজির হলেন বোরোডিন ম্যানসানসের কাছে। তাঁর ভাবনা হলো জায়গাটাতে তিনি বড্ড বেশি পরিচিত হয়ে পড়ছেন কিনা। এই জন্যই চত্বরের কাছে না গিয়ে দরজাগুলোর সামনে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর চোখে পড়লো ঝির-ঝির বৃষ্টির মধ্যে সবাই কাজে চলেছে, বেশির ভাগই মেয়ে। ভারি অদ্ভুত লাগলো দৃশ্যটা মিসেস অলিভারের কাছে—যেন

এক সারি পিঁপড়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। একজনকে চিন্তিত ভঙ্গীতে পাশ দিয়ে যেতে দেখে মিসেস অলিভার আপনা মনে বললেন, 'হুঁ, তোমার এত দুশ্চিন্তা কিসের জানলে হত।'

আচমকা টানটান হয়ে গেলেন মিসেস অলিভার, ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড ধীর পায়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো। আগের মতই সে ফিটফাট। মিসেস অলিভার তাড়াতাড়ি সরে গেলেন চোখে পড়ার ভয়ে। ক্লডিয়া একটু এগিয়ে গেলে তিনি দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে পিছনে চললেন। ক্লডিয়া রাস্তায় খানিকটা চলার পর ডানদিকে ঘুরে বড় রাস্তায় চললো। সে একটা বাসস্টপে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো। অনুসরণ করতে গিয়ে একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন মিসেস অলিভার। ক্লডিয়া যদি মাথা ঘুরিয়ে তাকায়? তিনি ওর পর দুজনের পিছনেই ছিলেন। বারবার তাই রুমালে মুখ মুছে চললেন মিসেস অলিভার। একটু পরেই অবশ্য ঠিক বাস এসে পড়লে ক্লডিয়া উঠে একদম উপরে চলে গেলো। মিসেস অলিভার উঠে সৌভাগ্যবশতঃ দরজার কাছেই একটা সিট পেয়ে গেলেন। কন্ডাক্টার টিকিট চাইতেই মিসেস অলিভার কিছু না ভেবেই তার হাতে দেড় পেনি গুঁজে দিলেন। বাসটা কোথায় যাচ্ছে তার কোন ধারণাই ছিলোনা, তিনি শুধু শুনেছিলেন ক্লডিয়া সেন্ট পলাসের কাছে এক নতুন বাড়িতে কাজ করে। বেশ টানটান হয়ে মিসেস অলিভার একটু পরেই সেন্ট পলাসের পুরনো গম্বুজ দেখতে পেলেন। তাঁর দৃষ্টি আটকে রইলো দোতলার সিঁড়িতে—এখনই ক্লডিয়া নেমে আসবে। ঠিকই তাই—ক্লডিয়া কোন দিকে না তাকিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লো। মিসেস অলিভারও তাই করে একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনুসরণ করে চললেন।

'ভারি মজার ব্যাপার তো,' ভাবলেন মিসেস অলিভার, 'সত্যিই আমি কাউকে অনুসরণ করছি। ঠিক আমার বইতে যেমন থাকে। কাজটা বেশ সুন্দর ভাবেই করছি কারণ ক্লডিয়া একদম টের পায়নি।'

নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলো ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড। 'খুব কাজের মেয়ে,' ভাবলেন মিসেস অলিভার, 'কোন খুনী হিসেবে কারও অনুসরণ করতে হলে এমন কাউকেই বেছে নেব।'

দুর্ভাগ্যবশত এখনও কেউ খুন হয়নি, অবশ্য নর্মা কাউকে খুন করেছে একথা যদি ঠিক না হয়।

লন্ডনের এই এলাকায় প্রচুর নতুন বাড়ি গজিয়ে উঠেছে, তারই একটাতে প্রবেশ করলো ক্লডিয়া, মিসেস অলিভারও কিছুই দূরত্ব বজায় রেখে ঢুকলেন। ক্লডিয়া একটা লিফটে উঠে পড়লো। ব্যাপারটা এবারেই কঠিন মনে হলো মিসেস অলিভারের কাছে। কোন রকমে শেষ মুহূর্তে তিনিও উঠে পড়ে দীর্ঘদেহী কিছু পুরুষ যাত্রীর আড়ালে প্রায় গা ঢাকা দিলেন। ক্লডিয়া এসব লক্ষ্য করেনি, সে নেমে পড়লো পাঁচতলায়। মিসেস অলিভারও নেমে ওর পিছনে চললেন। হঠাৎই ক্লডিয়া একটা দরজা ঠেলে ঢুকে গেলো। মিসেস অলিভার দরজার সামনের লেখাটা পড়ে

ফেললেন, 'যোশুয়া রেস্টারিক লিমিটেড'।

এপর্যন্ত আসার পরেই সমস্যায় পরলেন মিসেস অলিভার, এরপর কি করবেন তিনি? তিনি নর্মার বাবার কর্মক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন, যেখানে ক্লডিয়াও কাজ করে। কিন্তু আবিষ্কারটা তেমন কিছুই নয়। এতে কোন সাহায্যে হবে? হয়তো না।

কয়েক মিনিট দাঁড়ালেন মিসেস অলিভার। দাঁড়িয়ে ওই অফিসে কেউ ঢুকছে বা বেরিয়ে আসছে কিনা লক্ষ্য রাখতে চাইলেন। দু'তিনজন মেয়ে বেরিয়ে এলেও তাদের তেমন লক্ষ্যনীয় মনে হলোনা। এবার আবার লিফটে চড়ে বাইরেও চলে এলেন মিসেস অলিভার।

'একবার ফিসফিস গ্যালারীতে যাই,' ভাবলেন মিসেস অলিভার। 'জায়গাটায় কোন খুন হলে কেমন লাগতে পারে?'

'নাঃ বড্ড সেকেলে হয়ে যাবে,' তাঁর মনে হলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিলেন মিসেস অলিভাব। প্রাতরাশ তেমন না হওয়ায় খিদে পাচ্ছিলো তাঁর। আচমকা থমকে গেলেন মিসেস অলিভার। দেখলেন কাছে একটা টেবিলের সামনে নর্মা আর একজন যুবক সামনা সামনি বসেছিলো। যুবকের মাথায় গাঢ় বাদামী কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল, গায়ে লাল ভেলভেটেব কোট।

'ডেভিড,' আপন মনেই বলে উঠলেন মিসেস অলিভার। 'নিশ্চয়ই ডেভিড।' সে আব নর্মা উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলছিলো।

দ্রুত কিছু মতলব ছকে ফেললেন মিসেস অলিভার। তারপর তাড়াতাড়ি 'লেডিজ' লেখা একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নর্মা তাঁকে চিনে ফেলবে কিনা বুঝতে পারলেন না মিসেস অলিভার। একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। মেয়েদের হাবভাব কিভাবে বদলানো যায়? নিঃসন্দেহে চুলে। নর্মা অবশ্য কোন দিকে নজর দিচ্ছিলো না, ওর একমাত্র আগ্রহ ডেভিড। কিন্তু বলা তো যায় না। চুলের সম্বন্ধে মিসেস অলিভারের চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই। বেশ কয়েকবারই তিনি নিজের চুলের বাহার বদলে ফেলায় তাঁর ঘনিষ্ঠরাও প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেন নি। এবার সেই কাজটাই হাতে নিলেন মিসেস অলিভার। চুলের কাঁটা খুলে নিতে কিছু চুলের গোছা খুলে এলো। তারপর মাথার মাঝখানে সিঁথি করে নিলেন, তারপর ব্যাগ থেকে একটা চশমা বের করে চোখে আঁটলেন মিসেস অলিভার। আয়নায় নিজেকে দেখে তিনি বলে উঠলেন 'হুঁ, একবারে বিদগ্ধ জন।' ঠোঁটে লিপস্টিকও বুলিয়ে নিলেন তিনি। এরপর দরজা খুলে বেরিয়ে তিনি নর্মা আর ডেভিডের পাশের ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসলেন। ডেভিড তার মুখোমুখি, আর নর্মা পিছন ফিরে বসেছিলো যাতে সে ঘাড় না ফেরালে মিসেস অলিভারকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলোনা। পরিবেশক আসতেই মিসেস অলিভার এক কাপ কফি আর বানের আদেশ দিলেন।

নর্মা আর ডেভিড তাঁকে লক্ষ্যই করলো না, তারা গভীর আলোচনায় মগ্ন। মিসেস অলিভার কান পেতে ওদের কথা শুনতে চাইলেন।

'....এসব তোমার মনের কল্পনা,' ডেভিড বলছিলো। 'এসব কল্পনা করছো। এর

সবটাই নিছক বাজে, সোনা।'

'কি জানি বুঝতে পারিনা,' নর্মার গলা অদ্ভুত শোনালো। নর্মা পিছন ফিরে থাকায় মিসেস অলিভার সবটা ভাল করে শুনতে পেলেন না। তার শুধু মনে হলো কোথাও কোন গোলমাল আছে। পোয়ারোর কথাটা তাঁর মনে পড়লো, তিনি বলেছিলেন, মেয়েটার মনে হয়েছে সে কাউকে খুন করে থাকতে পারে। কিন্তু সত্যি ঘটনা কি? মেয়েটা কি কোন শক্ পেয়েছে?'

'আমার মত হলো সবই মেরীর দোষ।' ডেভিড বলে উঠলো। 'একেবারে বোকা মেয়েমানুষ, ওর ধারণা ওর অসুখ হয়েছিলো।'

'ওর অসুখ হয়।'

'মানলাম ওব অসুখ হয়। যে কোন স্ত্রীলোকই ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেতে চাইতো, বাড়াবাড়ি করতো না।'

'ও ভেবেছিলো আমিই কিছু করেছিলাম,' নর্মা বলে উঠলো। 'বাবাও তাই ভাবেন।'

'আমি আবার বলছি সব তোমার কল্পনা, নর্মা।'

'এসব আমার মন ভালো করার জন্যই বলছো, ডেভিড। ধরো, ওই জিনিসটা আমি সত্যিই যদি ওকে দিয়ে থাকি?'

'ধরো মানে? দিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই জানবে। হয় দিয়েছো, না হয় দাও নি, বোকার মত কথা বোলোনা, নর্মা।'

'আমি জানিনা।'

'তোমার ওই একটাই কথা 'আমি জানিনা, আমি জানিনা।'

'ঘৃণা কি জিনিস তুমি বুঝতে পারবেনা। যেদিন ওকে প্রথম দেখি সেদিন থেকেই ওকে ঘৃণা করে আসছি।'

'আমি তা জানি তুমিই বলেছিলে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার ওটাই। তুমি বলছো আমি তোমাকে বলেছি, অথচ আমার তা মনে নেই। বুঝেছো? লোকে বলে আমি তাদের অনেক কথা বলি—কি করেছি, কি করবো এই সব, অথচ আমার সেকথা মনে থাকেনা। আমি তোমাকে বলেছি, বলছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছো! অনেকে এমন বলে থাকে। আমি অমুককে ঘৃণা করি, ওকে খুন করতে চাই। মনে হচ্ছে ওকে বিষ খাওয়াব। এ সব শিশু বয়সের আবেগ খুবই স্বাভাবিক। যেমন বাচ্চারা বলে ওর মাথা কেটে ফেলব। বিশেষ করে শিক্ষকমশাই সম্বন্ধে।'

'তোমার ধারণা এটা এই রকম? আমার যেন বয়সই হয়নি।'

'কোন কোন বিষয়ে সত্যিই তাই,' ডেভিড বললো। 'একটু ভাবলেই বুঝবে কি বোকামি করো মাঝে মাঝে। মেরীকে ঘৃণা করলে কি আসে যায়? ওর সঙ্গে তো এক জায়গায় থাকোনা।'

'আমি আমার নিজের বাড়িতে থাকতে পারবো না কেন—কেন বাবার কাছে

থাকতে পারবো না?' নর্মা বললো। 'এটা মোটেই ভালো না। মোটেই ভালো না। প্রথমে বাবা মা'কে ফেলে চলে গেলো। তারপর যখন তিনি আমার কাছে আসছিলো মেরীকে বিয়ে করে বসলে। তখনই আমি ওকে নিশ্চয়ই ঘেন্না করি, সেও আমায় তাই করে। ওকে মেরে ফেলার কথা ভাবতাম আমি, কি ভাবে মারা যায় তাও ভাবতাম। খুব ভালো লাগতো—কিন্তু ও যখন অসুস্থ হলো—।'

ডেভিড একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললো, 'নিজেকে নিশ্চয়ই ডাইনি ভাবতে চাও না। মোমের মূর্তি বানিয়ে তাতে পিন ফুটিয়ে দিয়ে তারা যেমন করে, সেসব নিশ্চয়ই করোনি?'

'ওহ্ না। ওগুলো বোকামি। আমি যা করেছি তা বাস্তব।'

'এসব কথার মানে কি নর্মা? বাস্তব কথাটার মানে?'

'বোতলটা আমারই দেরাজে ছিলো। হ্যাঁ, দেরাজ টানতেই দেখেছি।'

'কিসেব বোতল?'

'পোকা মাবার ওষুধ,' নর্মা বললো। 'লেবেলে তাই লেখা ছিলো। আরও লেখা ছিলো 'বিষ—সাবধান।'

'তুমি ওটা কিনেছিলে? না শুধু খুঁজে পাও?'

'কোথা থেকে এসেছিলো জানিনা—শুধু অর্ধেকটা ভর্তি অবস্থায় বোতলটা দেরাজে ছিলো।'

'আর তারপর—তারপর তোমায় মনে পড়লো—।'

'হ্যাঁ,' নর্মা উত্তর দিলো। 'হ্যাঁ...', ওর গলা কেমন স্বপ্নিল মনে হলো।

'তুমিও তাই ভাবছো, তাই না ডেভিড?'

'তোমার সম্বন্ধে কি ভাববো জানি না। আমার এখনও ধারণা সবই তোমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।'

'কিন্তু ওকে হাসপাতালে যেতে হয়। ডাক্তাররা ধাঁধায় পড়েছিলো। ওরা বলে গোলমালের কিছুই তারা পায়নি। ওকে তারা বাড়ি পাঠিয়ে দেয় আর বাড়িতে এসেই ওর আবার অসুখ করে। তখনই আমি ভয় পেয়ে যাই। বাবা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতো। ডাক্তারের সঙ্গে গোপন আলোচনা হতো। আমি জানালায় আড়ি পেতে সব কথা শুনেছিলাম। শুনলাম ওরা আমাকে কোথায় যেন পাঠিয়ে আটকে রাখতে চাইছিলো, যেখানে চিকিৎসা হবে। তখনই যেন পাগল হয়ে গেলাম—বুঝতে পারিনি কি করেছি বা করিনি।'

'তখনই পালিয়ে যাও?'

'না—সেটা আরও পরে—।'

'সব আমাকে বলো।'

'না, এ নিয়ে কোন কথা বলতে ইচ্ছে নেই।'

'তুমি কোথায় ওদের একদিন জানাতেই হবে।'

'কিছুতেই না! আমি ওদের ঘেন্না করি। মেরীকে যত ঘেন্না করি বাবাকেও

ততখানি ঘেন্না করি। ওরা মরে গেলেই ভালো। হ্যাঁ, দুজনেই। তারপর —তারপর আমি সুখী হবো।'

'মাথা খারাপ কোরোনা, নর্মা!' ডেভিড বললো। 'আমি বিয়ে করতে তেমন আগ্রহী নই, একদম বাজে ব্যাপার...কয়েক বছরের মধ্যে তা করব ভাবি না। কারো সঙ্গে বাঁধা পড়তে রাজি নই—তবু মনে হচ্ছে এটাই বোধহয় ভালো। বিয়ে করা। তোমাকে জানাতে হবে আমার একুশ বছর বয়স হয়েছে। চোখে চশমা লাগিয়ে একটু ভারিক্কি দেখাতে হবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বাবা কিছুই করতে পারবেন না। তখন তিনি তোমাকে কোথাও আটকে রাখতে পারবেন না। তার ক্ষমতাই থাকবে না।

'আমি বাবাকে ঘৃণা করি।'

'মনে হচ্ছে সবাইকেই তোমার ঘেন্না।'

'শুধু বাবা আর মেরী।'

'তবে যে কোন পুরুষের আবার বিয়ে করাটা স্বাভাবিক।'

'বাবা মাকে কি করে জানো?'

'সে তো অনেক দিন আগের কথা।'

'হ্যাঁ। আমার মাত্র পাঁচ বছর বয়স হলেও সব মনে আছে,' নর্মা বললো। 'বাবা আমাকে বড়দিনে উপহার পাঠাতো—তবে নিজে কখনও আসেননি। যখন বাবা এসেছে রাস্তায় তাকে দেখলে চিনতেও পারতাম না। আমার কাছে তার কোন দাম ছিলো না। মার কথা মনে পড়ছে, মা অসুখ করলে কোথায় চলে যেতেন জানিনা। কি যে হত মার জানিনা। ডেভিড...ডেভিড মাঝে মাঝে কিরকম যেন হয়। কোনদিন হয়তো খারাপ কিছু করে বসব। ঠিক ছুরিটার মত।'

'কোন ছুরি?'

'যে কোন ছুরি হতে পারে।'

'কি বলছো খুলে বলো তো?'

'আমার মনে হয় ওটায় রক্ত লেগে ছিলো—ওটা.....ওটা আমার মোজার মধ্যে ড্রয়ারে লুকনো ছিলো।'

'কোন ছুরি লুকিয়ে রাখার কথা তোমার মনে আছে?'

'তাইতো মনে হচ্ছে। কিন্তু সেটা দিয়ে কি করেছি মনে নেই। কোথায় ছিলাম তাও মনে পড়ছে না....একটা ঘন্টার কথা সেদিন সকালে কি হয় মনে আসছে না। কোথাও কিছু একটা করেছিলাম।'

'চুপ্!' ডেভিড পরিবেশককে আসতে দেখে হিসহিস করে উঠলো। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে। আমিই তোমায় দেখবো। আরও কিছু খাওয়া যাক এবার,' ও মেনু কার্ড তুলে পরিবেশককে বললো—'দুটো সেদ্ধ বীন আর টোস্ট।'

❑ আট ❑

এরকুল পোয়ারো তার সেক্রেটারী মিস লেমনকে নোট দিচ্ছিলেন। '....আমাকে সম্মানিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেও দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে....।'

হঠাৎ টেলিফোন ঝনঝন করে উঠলো। মিস লেমন রিসিভার তুলে ধরলেন। 'বলুন? কি নাম বললেন? মিসেস অলিভার।'

পোয়ারো রিসিভার নিয়ে বললেন, 'আহ্! এরকুল পোয়ারো বলছি।'

'ওহ্, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে পেয়ে কি যে খুশি হলাম। আপনার জন্য ওকে খুঁজে বের করেছি।'

'মাপ করবেন কি বললেন?'

'তাকে খুঁজে পেয়েছি। আপনার সেই মেয়েটিকে। সেই-যে কোন খুন করে থাকতে পারে বলেছিলো। ওই বিষয়েই সে কথা বলছে। ওর মাথার ঠিক নেই মনে হচ্ছে। একবার আসবেন?'

'আপনি কোথায় রয়েছেন, প্রিয় মাদাম।?'

'সেন্ট পলস আর মারমেড থিয়েটারের কাছে কোথাও, মারমেড স্ট্রীটে। টেলিফোনের বাক্স থেকে মুখ বের করে চারপাশ দেখে নিয়ে বললেন মিসেস অলিভার। 'তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন? ওরা একটা রেস্তোঁরায় রয়েছে।'

'ওরা মানে?'

'ওহ্, মানে মেয়েটা আর ওর ছেলে বন্ধু। ও বান্ধবীকে সত্যিই ভালোবাসে মনে হয়। বেশি কথা বলার সময় নেই আমাকে ওখানেই ফিরে যেতে হবে। ওদের অনুসরণ করছিলাম, বুঝেছেন নিশ্চয়ই। এই রেস্তোঁরায় ওদের আবিষ্কার করি।'

'আহ্! আপনি খুবই বুদ্ধিমতী, মাদাম।'

'তা বোধহয় নয়। নিছক কাকতলীয় ব্যাপার। কাফেটাতে ঢুকেই ওই মেয়েটাকে বসে থাকতে দেখি।'

'আহ্! তাহলে আপনার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন। এরও মূল্য আছে।'

'আমি পাশের টেবিলেই বসি। মেয়েটা আমার দিকে পিছন ফিরে। অবশ্য মনে হয় না ও আমাকে চিনতে পারবে। আমার চুলের বাহার বদলে ফেলেছি। যাই হোক ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিলো দুনিয়াতে ওরা যেন একাই আছে যখন সেদ্ধ বীনের হুকুম দিলো।'

'সেদ্ধ বীনের কথা থাক। ওদের ছেড়ে টেলিফোন করতে এসেছেন আপনি, তাই তো?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, এবার ফিরবো। নাকি বাইরেও থাকতে পারি। যাই হোক, তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করুন।'

'কাফের নাম কি?'

'মেরী শ্যামরক,' মিসেস অলিভার বললেন। 'তবে তেমন আনন্দময় নয়।'

'ঠিক আছে আপনি ফিরে যান। সময় মতই আমি পৌঁছবো।'

'দারুণ', মিসেস অলিভার বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

পোয়ারো উপযুক্ত সময়েই ক্যালথর্প স্ট্রীটের কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন, তারপর ভাড়া মিটিয়ে চারদিক তাকালেন। মেরী শ্যামরক নামের কাফেটা তার চোখে পড়লো, কিন্তু কাছাকাছি ছদ্মবেশ নেওয়া হলেও মিসেস অলিভারের মত কেউ তাঁর নজরে এলো না। একটু এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। নাঃ, মিসেস অলিভার কোথাও ছিলেন না। হয় যাদের জন্য আসা তারা কাফে ত্যাগ করেছেন আর মিসেস অলিভার অনুসরণ করেছেন, আর 'না হয়'—। এই না হয় কথাটা যাচাই করতেই পোয়ারো কাফের মধ্যে ঢুকলেন।

দ্রুত জরিপ করতে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন দেয়ালের কাছে একটা টেবিলে সেদিনের সেই মেয়েটা বসে। সে আনমনে ধূমপান করে চলেছে। যেন গভীর চিন্তা মগ্ন। নাঃ চিন্তা নয়—পোয়ারো বুঝলেন ও যেন আত্মবিস্মৃত।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পোয়ারো ওর বিপরীতে বসে পড়লেন। মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই পোয়ারো অন্ততঃ এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন যে সে ওকে চিনতে পেরেছে।

'তাহলে, আবার আমাদের দেখা হলো, মাদমোয়াজেল,' বললেন পোয়ারো। 'আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখছি।'

মেয়েটি কোন কথা না বলে তাকিয়ে রইলো।

'আমাকে কিভাবে চিনলেন জানতে পারি?' পোয়ারো বললেন।

'আপনার গোঁফ দেখে,' নর্মা বললো। 'অন্য কেউ হতে পারবে না। কথাটায় পোয়ারো খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করে গর্বের সঙ্গেই গোঁফে হাত বোলাতে চাইলেন। এটা তার এমন অবস্থায় স্বাভাবিক ঘটনা।

'হ্যাঁ—মানে—মনে হচ্ছে তাই।'

'বুঝেছি—আপনি গোঁফের তেমন সমঝদার নন, তবে আমি আপনাকে বলতে পারি, মিস রেস্টারিক—মিস নর্মা রেস্টারিক, যে এ গোঁফ সত্যিই অতুলনীয়।'

তিনি ইচ্ছে করেই নামটা জোরে উচ্চারণ করলেন। নর্মা এতক্ষণ পারিপার্শ্বিকতার কথা বিস্মৃত হয়ে থাকলেও নিজের নাম শুনে চমকে উঠলো।

'আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?' ও প্রশ্ন করলো।

'এটা ঠিক, আপনি নিজের নাম আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেন নি।'

'তাহলে জানলেন কি করে? কে বলেছে?'

ওর কণ্ঠস্বরের চাপা আতঙ্ক পোয়ারোর অজানা রইলো না।

'আমার বন্ধু বলেছেন,' পোয়ারো বললেন। 'বন্ধুরা মাঝে মাঝে খুবই সাহায্য করতে পারে।'

'তিনি কে?'

'মাদমোয়াজেল, আপনি আপনার ছোট রহস্য যখন লুকিয়ে রাখতে চান, আমিও সেই ভাবে আমার রহস্যটাও গোপন রাখতে চাই।'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কিভাবে জানালেন আমি কে?'

'আমি এরকুল পোয়ারো,' পোয়ারো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জমকালো ভঙ্গীতে বলে নর্মাকে বাক্যটা অনুধাবনের সুযোগ দিয়ে হাসিমুখে তাকালেন।

'আমি—,' নর্মা বলতে গেলো। '—মানে—।' ও থেমে গেলো।

সেদিন সকালে আমরা বেশিদূর যেতে পারিনি, জানি,' এরকুল পোয়রো বললেন। 'শুধু আপনি কোন খুন করে থাকতে পারেন এইটুকু কথা ছাড়া।'

'ওঃ সেই কথা!'

'হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল, তাই।'

'কিন্তু—আমি সত্যিই ওকথা ভেবে বলিনি। ওটা কথাব কথা, নিছক ঠাট্টা।'

'সত্যি? আপনি সেদিন প্রাতরাশের সময় বেশ সকালে এসেছিলেন। বলেছিলেন খুবই জরুরী—জরুরী কারণ আপনি কোন খুন কবে থাকতে পারেন। এই আপনার ঠাট্টার নমুনা?'

একজন পরিবেশিকা অনেকক্ষণ ধরেই পোয়ারোকে লক্ষ করছিলো, সে এবার এগিয়ে এসে পোয়ারোর হাতে বাচ্চাদের খেলার জন্য তৈরী কাগজের নৌকো তুলে দিলো।

'এটা আপনাব জন্য?' সে বললো। 'আপনি মিঃ পোয়ারো? একজন মহিলা এটা দিয়ে গেছেন।'

'আহ্, হ্যাঁ,' পোয়রো বললেন। 'কি করে জানলে আমি কে?'

'ভদ্রমহিলা বলেছিলেন আপনার গোঁফ দেখলেই চিনতে পারবো। তিনি বলেছিলেন এরকম গোঁফ আগে দেখিনি। সত্যিই তাই,' পরিচারিকা গোঁফের দিকে তাকিয়ে বললো।

'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ।'

পোয়ারো কাগজের নৌকোর ভাঁজ খুলে টান করে ধরলেন। তাতে দ্রুত হস্তাক্ষরে লেখা, 'ছেলেটা চলে যাচ্ছে, মেয়েটা থাকছে। আমি তাই ওকে অনুসরণ করছি। অলিভার।'

'আহ্, হ্যাঁ', পোয়ারো বলে কাগজটা পকেটে পুরে নিলেন। 'আমরা কি আলোচনা করছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, আপনার রসবোধ সম্বন্ধেই, মিস রেস্টারিক।'

'আপনি শুধু আমার নামই জানেন—না আমার বিষয়ে সবই জানেন?'

'আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। আপনি মিস নর্মা রেস্টারিক। আপনার ঠিকানা হলো ৬৭ বোরোডিন ম্যানসনস। বাড়ির ঠিকানা ক্রসণহেজেস, লঙ বেসিং। সেখানে আপনি আপনার বাবা, সৎমা আর প্রপিতামহের সঙ্গে থাকেন—আর—আর আপনি কর্মরতা মেয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালোই খবর রাখি।'

'আপনি আমাকে অনুসরণ করছিলেন?'

'না, না,' পোয়ারো বললেন। 'একদম না। আপনাকে কথা দিতে পারি।'

'কিন্তু আপনি পুলিশ নন, তাই না? তাই বলেছিলেন না?'

'না, আমি পুলিশ নই।'

নর্মার সন্দেহ আর সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়লো।

'আমি কি করবো বুঝতে পারছি না,' ও বললো।

'আমাকে নিয়োগ করতে বলছি না আমি,' পোয়ারো বললেন। 'কারণ আপনি আগেই বলেছেন আমি বড্ড বুড়ো। সম্ভবতঃ কথাটা ঠিক। অথচ আমি যখন জানি আপনি কে, তাই আপনি কেন দুর্ভাবনায় পড়েছেন সে বিষয়ে বন্ধুর মতই আমরা আলাপ করতে পারি। বৃদ্ধরা, মনে রাখবেন ছুটোছুটি না করতে পারলেও তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রচুর।'

নর্মা তবুও সন্দেহের দৃষ্টিতে বড় বড় চোখ করে তাকাতে চাইলো। তবে ওযে এক হিসেবে ফাঁদে পড়েছিলো সন্দেহ নেই, পোয়ারোর মনে হলো ও কথা বলতেই চায়। পোয়ারো এমনই একজন যার কাছে কথা বলা সত্যিই সহজ।

'ওদের ধারণা আমি পাগল,' নর্মা হঠাৎ বলে উঠলো। 'আর আ—আমারও কেমন নিজেকে পাগল বলে মনে হয়।'

'অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ধারণা,' খুশির ভঙ্গীতে বললেন পোয়ারো। এই অবস্থার নানা নামও আছে। দারুণ সব নাম। মনস্তাত্ত্বিকরা এই সব ব্যবহার করেন। পাগলামি ব্যাপারটা অদ্ভুত। কেউ নিজেকে এমন ভাবতে পারে, লোকেও বলতে পারে। তবে তা মারাত্মক কিছু হয় না যেহেতু অনেকেই এতে ভুগতে পারে আবার ঠিক চিকিৎসায় সেরেও যায়। এটা হওয়ার কারণ মানুষের মানসিক দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত পড়াশোনা, আবেগ, বা বাবা মার প্রতি ঘৃণা। আবার দুর্ভাগ্যজনক প্রেম ইত্যাদিও এর কারণ হতে পারে।'

'আমার একজন সৎমা আছেন। আমি তাকে ঘেন্না করি, মনে হয় বাবাকেও ঘেন্না করি। কি ভাবছেন?'

'কাউকে ঘৃণা করা স্বাভাবিক ব্যাপার,' পোয়ারো বললেন। 'আমার ধারণা নিজের মা'কে আপনি খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর কি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না তিনি মৃত?'

'মৃত। দুই কি তিন বছর আগে মারা গেছেন।'

'মাকে খুবই ভালোবাসতেন?'

'হ্যাঁ, তাই। মা কিছুটা অশক্ত ছিলেন, ক'বার নার্সিং হোমেও যেতে হয়।'

'আর আপনার বাবা?'

'বাবা তার ঢের আগেই বিদেশে চলে যান। আমার পাঁচ কি ছ'বছর বয়সের সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। আমার ধারণা বাবা বিচ্ছেদ চাইলেও মা রাজি হয়নি। যাই হোক বাবা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে কি সব খনির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। বড়দিনের সময় তিনি আমাকে উপহার পাঠাতেন। এইটুকুই ছিল সম্পর্ক। বাবাকে তাই খুব বাস্তব মনে হতোনা। এক বছর আগে তিনি কাকার সম্পত্তি ইত্যাদি ঠিকঠাক করতে ফিরে আসেন। আর যখন ফিরে এলেন সঙ্গে তার নতুন স্ত্রী।'

'ঘটনাটা আপনার ভালো লাগেনি?'

'না, লাগেনি,' নর্মা উত্তর দিলো।

'কিন্তু আপনার মা তো তখন মারা গেছেন। কোন পুরুষের পক্ষে আবার বিয়ে করাটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে স্ত্রীকে সঙ্গে আনেন সেই মহিলাটি কি তিনিই, আগে যাকে বিয়ে করবেন বলে আপনার মা'র সঙ্গে বিচ্ছেদ চান?'

'ওহ্, না, এর বয়স ঢের কম। এ বেশ সুন্দরী আর হাবভাবে মনে হয় বাবাকে যেন মুঠোয় ভরে রেখেছে।' একটু থামলো এবার নর্মা, তারপর বললো, 'প্রথমে ভেবেছিলাম বাবা আমার কথাটা ভাববেন, কিন্তু ও সেটা হতে দেবে না। ও আমার বিরুদ্ধে....।'

'আপনার যে বয়স তাতে কিছু আসে যায় না,' পোয়ারো উত্তরে বললেন। 'এটাই ভালো, কারও খবরদারী দরকার হবে না। আপনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবন উপভোগ করতে পাবেন। নিজেব বন্ধু বেছে নেবার ব্যাপারেও—।'

'ওরা বাড়িতে যেভাবে বলেন তাতে এরকম ভাবনার পথ নেই। মানে আমার বন্ধু বেছে নেওয়ার ব্যাপারে।'

'আজকালকার সব মেয়েদেরই বন্ধুর ব্যাপারে সমালোচনা সহ্য করতে হয়,' পোয়ারো বললেন।

'সব কেমন বদলে গেছে,' নর্মা বলে উঠলো। 'পাঁচ বছর বয়সের সময় বাবাকে যেমন দেখেছি এখন যেন তা নয়। তিনি আমার সঙ্গে খেলতেন, কেমন হাসিখুশি থাকতেন। এখন মোটেই তা নন।'

'সব সময় দুশ্চিন্তা আর রাগ—একদম আলাদা।'

'পনেরো বছর আগের কথা—মানুষ বদলে যায়।'

'এতোটা বদলায় মানুষ?'

'তাঁর চেহারা বদলে গেছে?'

'ওহ্ না, তা নয়। চেয়ারের উপরে রাখা বাবার ছবি দেখলে বোঝা যায় তখন কত অল্প বয়স ছিলো, তবে এখনও একই রকম। তবুও আমি তাকে যা জানতাম তা নন।'

'তবে কি জানেন,' পোয়ারো শান্তভাবে বললেন, 'যেমন মনে ধারণা থাকে মানুষ তা থাকে না, যতদিন যায় সে ধারণাটা অথচ বদলাতে চায় না। অথচ দেখা হলে উপলব্ধি করা যায় সেটা কত আলাদা।'

'আপনি সত্যিই তাই মনে ভাবেন?' এক মুহূর্ত থামলো ও, তারপরেই হঠাৎ বলে উঠলো, তাহলে আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি কাউকে খুন করতে পারি?' প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়তে পোয়ারো ভাবলেন এবার সত্যিই দুজনে জটিল স্থানেই উপস্থিত।

'প্রশ্নটা চিত্তাকর্ষক হতে পারে,' পোয়ারো বললেন, 'তাছাড়া এর বেশ একটা চিত্তাকর্ষক কারণও থাকা সম্ভব। আপনাকে সবচেয়ে ভাল জবাব দিতে পারবেন কোন ডাক্তার। যে ডাক্তাররা এ বিষয়ে জানেন।'

নর্মার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো সঙ্গে সঙ্গেই।

'আমি ডাক্তারের কাছে যাবো না, কিছুতেই না। ওরা আমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলো, তারপর আমাকে বন্দী করে রাখা হতো, আর আমাকে বেরোতে দিত না। আমি কিছুতেই যাচ্ছি না।' নর্মা উঠে দাঁড়াতে গেলো।

'আমি অন্ততঃ সেটা করবো না! ভয় পাবেন না। নিজের ইচ্ছে হলে শুধু যেতে পারেন। ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমাকে যা বলেছেন তাই বললে তিনি কারণগুলোর উত্তর দিতে পারবেন।'

'ডেভিড তাই বলে, ও আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলেছে—কিন্তু ও ব্যাপারটা বোঝেনা। আমাকে হয়তো ডাক্তারকে বলতে হবে যে আমি—আমি কি সব করতে চেয়েছি.....।'

'এরকম করেছেন ভাবেন কেন?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'কারণ কি করলাম আমার মনে থাকে না—কিছুতেই মনে পড়ে না কোথায় ছিলাম। মাঝে মাঝে একটা বা দুটো ঘন্টা কোথায় হারিয়ে যায় মনে পড়েনা। একবার কেন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম—একজনের দরজার সামনে। আমাব হাতে কি যেন ছিলো, কিন্তু কি করে সেটা হাতে এলো জানিনা। সেই মেয়েটা আমার দিকে এগিয়ে এলো, কিন্তু আমার কাছে এসেই ওর মুখের চেহারা বদলে গেলো। যাকে ভেবেছিলাম একেবারেই সে নয়। সে যেন অন্য কোন চেহারায় বদলে গেলো।'

'আপনি বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। এরকম হলে একদম অন্য মনে বদলে যায়।'

'না, দুঃস্বপ্ন নয়। আমি রিভলবারটা তুলে নিই—সেটা আমার পায়ের কাছে পড়েছিলো—।'

'বারান্দায়?'

'না, চাতালে,' নর্মা উত্তর দিলো। 'ও এসে সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলো।

'সে কে?'

'ক্লডিয়া। ও আমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে তেতো কি যেন খেতে দিলো।'

'আপনার সৎমা তখন কোথায়?'

'সেও ওখানে ছিলো—না, না ও ছিলোনা। ও ক্রসহেজেসে ছিলো। না হলে হাসপাতালে। ওখানেই জানা যায় ওকে নাকি কেউ বিষ খাইয়েছিল—আর সে নাকি আমি।'

'তার কোন মানে নেই—অন্য কেউও হতে পারে।'

'আর কেই বা হবে?'

'হয়তো ওঁর স্বামী,' পোয়ারো বললেন।

'বাবা? বাবা কেন মেরীকে বিষ খাওয়াতে যাবেন? বাবা তাঁকে ভালোবাসেন। একেবারে ছেলেমানুষের মত করেন ওঁকে নিয়ে।'

'বাড়িতে তো আরও অনেকে আছেন, তাই না?'

'রোডরাক দাদু? কি সব বলছেন!'

'বলা যায় না,' পোয়ারো উত্তর দিলেন, 'ওঁর মনে হয়তো কিছু জেগে থাকতে পারে। উনি হয়তো ভাবতে পারেন কোন স্ত্রীলোক গুপ্তচর হলে তাকে বিষ খাওয়ানো তার কর্তব্য, এমন কিছু।'

'তাহলে খুব আশ্চর্যের হবে,' নর্মা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিলো। 'রোডারাক দাদু আগের যুদ্ধে গুপ্তচরদের সঙ্গে মিশেছেন। আর কে আছে? হ্যাঁ, সোনিয়া। আমার মনে হয় ও চমৎকার গুপ্তচর হতে পারে, তবে আমার ধারণার মত না।'

'না, তাছাড়া আপনার সৎমাকে ওর বিষ খাওয়ানোর কোন কারণ নেই। বাড়িতে চাকরবাকর, মাসী আছে অবশ্যই?'

'না, তারা মাঝে মাঝে আসে, আর তারাই বা বিষ খাওয়াতে যাবে কেন?'

'উনি নিজেও তো খেতে পারেন?'

'তার মানে আত্মহত্যা? সেই আরেকজনের মত?'

'সে সম্ভবনাও থাকতে পারে।'

'মেরী আত্মহত্যা করবে ভাবাই যায় না। ও খুব বুদ্ধিমতী। তাছাড়া একাজ ও করবেই বা কেন?'

'হুঁ, তার মানে আপনাব মতে এমন করতে গেলে সে গ্যাসের উনুনে মাথা ঢোকাবে বা চমৎকার কোন বিছানায় শুয়ে ঘুমের বড়ি বেশি করে খেতে পারে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, মানে সেটাই স্বাভাবিক হতো,' নর্মা বলে উঠলো। 'তাহলে দেখছেন আমি ছাড়া আর কেউ না।'

'আহ্,' পোয়ারো বললেন, 'তাহলে যেন মনে হয় আপনি হলেই ঠিক হতো। আপনার হাতই কাজটা করেছে এ-ভাবনাটাই আপনার পছন্দ মনে হচ্ছে।'

'আপনার স্পর্দ্ধা তো কম নয়, এরকম কথা আমায় বলতে পারলেন?'

'কারণ আমার ধারণা এটাই সত্য,' পোয়ারো জবাব দিলেন। 'আপনি খুন করেছেন এ-চিন্তাটা আপনাকে উত্তেজিত করে তোলে কেন?'

'এটা একদম সত্যি নয়।'

'আমি একটু অবাকই হচ্ছি।' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

নর্মা দ্রুত কাঁপা হাতে ওর ব্যাগ গুছিয়ে নিতে চাইলো।

'এখানে বসে বসে আপনার ওই খারাপ কথাগুলো আমি শুনতে চাই না,' ও ওয়েট্রেসকে ইঙ্গিত করতেই সে বিলটা এনে টেবিলে রাখলো।

'দামটা আমাকেই দিতে দিন,' পোয়ারো বলে উঠলেন।

'না, আপনাকে দিতে দেবো না।'

'আপনার যেমন খুশি,' পোয়ারো বললেন।

যা চাইছিলেন সেটা দেখে নিয়েছিলেন পোয়ারো। বিলটা দুজনের। বোঝা যাচ্ছে শ্রীমান ডেভিড তার প্রেমে গদগদ প্রেমিকাকেই বিল মিটিয়ে দিতে আপত্তি করে নি।

'মনে হচ্ছে বন্ধুর খরচও আপনার।'

'কি করে জানলেন আমি আর ও সঙ্গে ছিলাম?'

'সব জানাই আমার কাজ সেটাতো আগেই বলেছি।'

টেবিলে কিছু খুচরা পয়সা রেখে নর্মা উঠে দাঁড়ালো। 'আমি এবার যাচ্ছি,' ও বললো, 'আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি পিছনে আসবেন না।'

'সেটা পারবো কিনা সন্দেহ আছে,' পোয়ারো বললেন, 'আমার বয়সটা একবার ভাবুন। আপনি রাস্তায় ছুটলে তো আর অনুসরণ করতে পারবো না।'

নর্মা উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেলো।

'শুনছেন? আমাকে অনুসরণ করবেন না।'

'তাহলে অন্ততঃ আপনার জন্য দরজাটা খুলে ধরতে দিন।' অভিজাত সুলভ ভঙ্গীতে পোয়ারো সেটাই করলেন। 'বিদায়, মাদমোয়াজেল।'

নর্মা সন্দেহের দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। পোয়ারো দরজার সামনে দাড়িয়ে ওঁকে লক্ষ করে গেলেন, অনুসরণের কোন চেষ্টা করলেন না । ও দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই তিনি কাফের মধ্যে ঢুকলেন আবার।

'এ সবের মানে কি?' আপন মনেই বললেন তিনি। ওয়েট্রেস বেশ অসন্তোষের চোখেই তাকাতে পোয়ারো আবার এককাপ কফির আদেশ দিয়ে আপন মনেই বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত কাণ্ড কিছু একটা ঘটছে নিঃসন্দেহে।'

কফি আসতে কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন পোয়ারো। তিনি এবার আশ্চর্য হলেন মিসেস এই মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারেন ভেবে।

❑ নয় ❑

মিসেস অলিভার একটা বাসে বসেছিলেন। একটু হাঁফিয়ে পড়লেও অনুসরণটা তাঁর বেশ ভালোই লাগছিলো। নিজের মনে ময়ূরের যে ছবিটা এঁকেছিলেন তিনি, সে বেশ দ্রুত লয়েই হাঁটছিল। মিসেস অলিভার খুব জোরে হাঁটতে পারেন না। নদীর পাড় ঘেঁষে যাওয়ার সময় তিনি প্রায় বিশ গজ তফাৎ রেখে হাঁটছিলেন। চেয়ারিংক্রশে পাতালে নামল ও, মিসেস অলিভারও তাই করলেন। ও বেরিয়ে এল স্লোনস স্কোয়ারে, মিসেস অলিভারও তাই। বাসের লাইনে ওর তিন কি চারজনের পিছনে রইলেন মিসেস অলিভার। ও একটা বাসে উঠলে তিনিও তাই করলেন। সে ওয়ার্ডস এন্ডে নামলে তিনিও তাই করলেন। ও কিংস রোড আর নদীর মাঝখানে কিছু রাস্তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে শুরু করে এক ইমারতী কারবারীর এলাকায় ঢুকল। মিসেস অলিভার একটা দরজার আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলেন। ও একটা গলিতে ঢুকতে মিসেস অলিভার দু এক মিনিট ওকে সময় দিয়েই ঢুকে পড়লেন কিন্তু ওকে কোথাও দেখতে পেলেন না। এদিক ওদিক তাকালেন তিনি—না, কোথাও কেউ ছিলো না। আর একটু এগোলেন মিসেস অলিভার। সামনে গলি থেকে কটা সরু গলিপথ বেরিয়েছে। পথ হারিয়ে পিছন ফিরে কিছুটা আসতেই কারও গলা শুনে চমকে উঠলেন মিসেস অলিভার। নরম

গলায় কেউ বলে উঠলো, 'আশা করি খুব জোরে হাঁটিনি?'

মিসেস অলিভার দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন। হালকা চালে চলা এতক্ষণের অনুসরণ করার কাজটা আর মজার ব্যাপার রইল না। একটা গা শিরশির করা ভয় ওঁকে চেপে ধরলো এবার। সমস্ত আবহাওয়াটাই কেমন ভয় জাগানো মনে হতে লাগলো। গলার স্বর বেশ নম্র, কিন্তু আড়ালে চাপা ক্রোধও স্পষ্ট। এ ধরণের আচমকা রাগের কথা মিসেস অলিভার কাগজেও পড়েছেন—ক্রুদ্ধ তরুণদের হাতে বয়স্কা মহিলারা নিগৃহীত। নিষ্ঠুর, ক্রুর প্রকৃতির এইসব তরুণ ক্ষতি করতে প্রায় মরিয়া। এই তরুণটিকে তিনি অনুসরণ করছিলেন, আর সে ওঁকে ধোকা দিয়ে এই গলিতে ঢুকিয়ে আবার রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। লন্ডনের চেহারাই এমনি, একমুহূর্তে চারপাশে ভিড় অদৃশ্য হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়তে দেখা যায়। পরের রাস্তাতেই হয়তো কেউ আছে, সামনের ওই বাড়িটাতেও, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিষ্ঠুর শক্তিশালী দুটো হাত নিয়ে একটা মূর্তি। মিসেস অলিভারের মনে হল ও হাত দুটো এখনই কাজে লাগানোর কথাই ভাবছে...সেই ময়ূর। এক গর্বিত ময়ূর। ওর আঁটোসাঁটো চমৎকার ভেলভেটের পোশাক আর কালো ট্রাউজার, তারই সঙ্গে শ্লেষ মেশানো শান্ত গলার স্বর, অথচ তাতে মেশানো ছিলো প্রচ্ছন্ন ক্রোধ... মিসেস অলিভাব কয়েকবার শ্বাস টানলেন। পরক্ষণেই যেন কাল্পনিক এক আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের অজান্তেই পাশের ডাস্টবিনের ময়লার উপর বসে পড়লেন।

'ওঃ ভগবান, দারুণ চমকে দিয়েছেন,' তিনি বলে উঠলেন। 'ভাবতেই পারিনি, আপনি এখানে আছেন। আশাকরি রাগ করেন নি।'

'তাহলে আমাকে অনুসরণ করছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়েছেন। আসলে ভাবলাম সুযোগটা খুব চমৎকার। কিন্তু রাগ করবেন না যেন মানে—,' মিসেস অলিভার ময়লার উপর বেশ চেপে বসলেন, 'আমি বই লিখি। আমি লিখি গোয়েন্দা কাহিনী, আজ সকাল থেকেই খুব চিন্তায় ছিলাম। সকাল বেলায় একটা কাফেতে গিয়ে এককাপ কফি নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার বইয়ের এমন জায়গায় পৌঁছেছিলাম যেখানে আমি একজনকে অনুসরণ করছি। মানে, আমার কাহিনীর নায়ক একজনকে অনুসরণ করছিলো। তখন ভাবলাম, সত্যিকারের অনুসরণ করা সম্পর্কে তো কিছুই জানিনা। বহু বইতে পড়েছি কেউ কেউ বেশ অন্য লোকদের অনুসরণ করে, তাই ভাবলাম ব্যাপারটা কি এতই সহজ না একেবারে অসম্ভব। তাই ভাবলাম কাজটা নিজেই একবার করে দেখলে কেমন হয়? অবশ্য কাউকে অনুসরণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেললে কেমন লাগে তা একটুও জানতাম না। ব্যাপারটা হল কি, মুখ তুলে তাকাতেই কাফের মধ্যে আপনাকেই পরের টেবিলে দেখতে পাই। তখনই ভাবলাম, মানে, রাগ করবেন না, ভাবলাম আপনাকে অনুসরণ করাটা চমৎকার হবে।'

তরুণটি তখনও ঠান্ডা নীলাভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। মিসেস অলিভারের মনে হলো সেখান থেকে উদ্বেগটা যেন মিলিয়ে গেছে।

'আমাকে অনুসরণ করা চমৎকার ভাবলেন কেন?'

'মানে, আপনি এমন ফিটফাট,' মিসেস অলিভার ব্যাখ্যা করলেন। 'কি চমৎকার পোশাক—একেবারে রাজকীয়, তাই সহজেই চোখে পড়বে বলেই আর কি। তাই আপনি কাফে ছেড়ে বেরোতেই আমিও তাই করলাম। অবশ্য কাজটা সহজ ছিলো না।' মিসেস অলিভার মুখ তুলে তাকালেন।

'আমি আগাগোড়াই ছিলাম কিনা জানতেন? জানতে আপত্তি আছে কথাটা?'

'সঙ্গে সঙ্গে টের পাইনি।'

'বুঝেছি,' মিসেস অলিভার চিন্তিত কণ্ঠে বললেন। 'অবশ্য আপনার মত কেতাদুরস্ত আমি নই, মানে, বয়স্কাদের মধ্যে আমাকে চট করে চিনে নেওয়া যায় না।'

'আপনি যে সব বই লেখেন তা ছাপা হয়? আমি দেখে থাকতে পারি?'

'তা জানি না। হয়তো পারেন। তেতাল্লিশখানা এ পর্যন্ত লিখেছি। আমার নাম অলিভার। খুবই আনন্দ পেলাম তবে আমার লেখা আপনার সেকেলে বলেই মনে হবে—তেমন মারদাঙ্গা নেই।'

'আপনি এর আগে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস অলিভার। 'না, তা তো মনে হচ্ছে না।'

'যে মেয়েটির সঙ্গে ছিলাম, তাকে চিনতেন?'

'মানে কাফেতে যার সঙ্গে ছিলেন, সেই ভাজা বীনের মত? না, তা মনে হয় না। অবশ্য ওর মাথার পিছনটাই শুধু দেখেছি। তাছাড়া সব মেয়েকেই একই রকম মনে হয়, তাই না?'

'ও আপনাকে চেনে,' ছেলেটি আচমকা বলে উঠলো। কণ্ঠস্বরে জেগে উঠলো তিক্ততা। 'ও বলেছে খুব বেশিদিন হয়নি ও আপনাকে দেখেছে। খুব সম্ভব এক সপ্তাহ।'

'কোথায়? কোন পার্টিতে? হয়তো দেখে থাকবে। ওর নামটা কি যেন?' মিসেস অলিভার নাম মনে করার চেষ্টা করতেই তরুণটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁকে লক্ষ করে বললো।

'ওর নাম নর্মা রেস্টারিক।'

'নর্মা রেস্টারিক? ওঃ মনে পড়েছে—গ্রামের দিকে এক অনুষ্ঠানে। কি যেন নাম জায়গাটার—দাঁড়ান—লংবের্টন বোধ হয়? বাড়িটার নাম মনে পড়ছেনা। কজন বন্ধুর সঙ্গে যাই। যাই হোক ওকে চিনতে পারতাম মনে হয়না। ও আমার বই নিয়ে কি যেন বলেছিলো। আমি ওকে বই দেব বলেওছিলাম। কি আশ্চর্য কান্ড ভাবুন, যাকে অনুসরণ করবো ভেবেছিলাম সে আমার পরিচিত কারও সঙ্গেই ছিলেন। ভারি অদ্ভুত। আমার বইতে এটা দেওয়া যাবে কিনা ভাবছি, বড্ড কাকতলীয় মনে হবে, কি বলেন?'

মিসেস অলিভার উঠে পড়লেন।

'আরে, কি যাচ্ছেতাই কান্ড! একটা ডাস্টবিনে বসেছিলাম?' গন্ধ শুঁকতে চাইলেন তিনি।

ডেভিড তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো। মিসেস অলিভারের মনে হলো এতক্ষণ যা ওর সম্বন্ধে ভেবেছেন সবই ভুল। 'আমার মাথাই খারাপ,' ভাবলেন তিনি,' ও যে বিপজ্জনক, আমার ক্ষতি করতে পারে ভাবাই ঠিক হয়নি।' ডেভিড হাসি মুখেই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওর কাঁধের রিংগুলো চক্‌চক্ করে উঠলো। আজকালকার তরুণ বয়সীরা কি অদ্ভুত।

'আপনার জন্য সামান্য যেটুকু করতে পারি তাহলে,' ডেভিড বলে উঠলো, 'আপনি কোথায় এসেছেন অনুসরণ করতে গিয়ে সেটাই দেখানো। নিন, ওই সিঁড়িতে উঠে পড়ুন,' ও চিলেকোঠা অবধি উঠে যাওয়া একটা জীর্ন সিঁড়ি ইঙ্গিত করলো।

'ওই সিঁড়িতে ?' মিসেস অলিভার নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। কে জানে ওখানে নিয়ে গিয়ে মাথায় আঘাত করবে না তো ও?' মিসেস অলিভার নিজেকেই বলতে চাইলেন,' এটা ঠিক নয়, 'আরিয়ান, এতোদূর যখন এসেছো তখন বাড়িটাও দেখা চাই।'

'সিঁড়িটা আমার ভার সইতে পারবে?' তিনি বললেন। 'একেবারে জিরজিরে মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই পারবে, আমিই আগে যাচ্ছি,' ডেভিড বললো।

মিসেস অলিভার ওর পিছনে মইয়ের মত সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছিলোনা। তাঁর ভয়টা তখনও কাটেনি। এ ভয় ময়ূরের নয়, সে কোথায় ওকে নিয়ে যাচ্ছে সেটাই। অবশ্য একটু পরেই তা জানা যাবে। ডেভিড দরজা ঠেলে একটা ঘরে ঢুকলো। মস্ত বড় একটা প্রায় খালি ঘর, কোন শিল্পীর স্টুডিও। দেখে মনে হয় হঠাৎ গড়ে তোলা। এখানে ওখানে মেঝের ওপর কটা গদী পড়ে আছে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আছে কয়েকটা ইজেল আর ক্যানভাস। ঘরটা রঙের গন্ধে ভরপুর। ঘরে দুজন তরুণ-তরুণী ছিলো। মুখে দাড়ি এক তরুণ ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আঁকছিলো। সে ওদের দেখেই মাথা ঘোরালো।

'হ্যাল্লো, ডেভিড,' ও বললো,' কোন অতিথি নিয়ে এলে নাকি ?'

মিসেস অলিভারের মনে হলো জীবনে এরকম নোংরা তরুণ দেখেন নি। ওর কাঁধে আর চোখের পাশে তৈলাক্ত চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছিলো। সারা মুখ অপরিচ্ছন্ন, দেহে তৈলাক্ত কালো চামড়ার পোশাক ও জুতো। মিসেস অলিভারের নজর ঘুরে গেলো মডেল মেয়েটির দিকে। সে একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলো, ওর চুলের থোকা কাঁধে ঝুলেছিলো। মিসেস অলিভার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে চিনতে পারলেন। বোরোডিন ম্যানসানের তিনটি মেয়ের মধ্যে একজন। তিনি ওর পদবী মনে করতে পারলেন না। মেয়েটি সেই কেতাদুরস্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির, যার নাম ফ্রান্সেস।

'আসুন পিটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,' ডেভিড অপরিচ্ছন্ন শিল্পীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলো। 'আমাদের এক উঠতি প্রতিভা। আর গর্ভপাতের ভঙ্গী করে বসে রয়েছে ও হলো ফ্রান্সেস।'

'বাঁদরামি রাখ,' পিটার বলে উঠলো।

'আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে চিনি, তাই না?' মিসেস অলিভার বেশ খুশির

ভঙ্গীতে বললেন। 'নিশ্চয়ই কোথাও আপনাকে দেখেছি। খুবই অল্পদিনের মধ্যে।'

'আপনি মিসেস অলিভার, তাই না?' ফ্রান্সেস প্রশ্ন করলো।

'উনি তাই বলেছেন,' ডেভিড বললো। 'তাহলে কথাটা ঠিক?'

'কিন্তু কোথায় দেখেছি আপনাকে? কোন পার্টিতে? দাঁড়ান, হ্যাঁ, বোরোডিন ম্যানসানে।'

ফ্রান্সেস চেয়ারে সোজা হয়ে বসে এবার মার্জিত স্বরে কথা বলতে শুরু করতেই পিটার প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

'সব পোজটাই মাটি করে দিলে। এত নাড়াচড়া না করলে হতো না? একটু স্থির হওনা।'

'না, আর পারছি না, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।'

'আমি অনুসরণ করার অভ্যাস করছিলাম,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কাজটা বেশ কঠিনই। এটা কোন শিল্পীর স্টুডিও বুঝি?' বেশ উজ্জ্বল মুখে তাকালেন তিনি।

'হ্যাঁ আজকাল ষ্টুডিও এই ধরণেরই হয়, চিলে কোঠায়—অবশ্য মেঝের ফাঁক দিয়ে নিচে না পড়ে গেলে আপনি ভাগ্যবান,' পিটার বললো।

'যা দরকার সবই এখানে পাবেন,' ডেভিড উত্তর দিলো। উত্তরে আলো, অঢেল জায়গা—রান্নার সুবিধা। ভালো কথা—,' ও মিসেস অলিভারের দিকে তাকালো, 'আপনাকে কোন পানীয় দিতে পারি?'

'আমি পান করিনা,' মিসেস অলিভার বললেন।

'আমাদের মাননীয় অতিথি পান করেন না,' ডেভিড বলে উঠলো। 'কেউ ভাবতে পারেন?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অসভ্যতাই ঠিকই বলেছেন,' মিসেস অলিভার উত্তর দিলেন। 'অনেকেই আমাকে বলেছে তাদের ধারণা আমি খুব পান করি।'

তিনি হাতব্যাগটা খুলতেই ভিতর থেকে তিনটে ধূসর রঙ চুলের গুলি মেঝেয় পড়ে গেলো। ডেভিড ওগুলো ওঁর হাতে তুলে দিলো।

'ওহ্। ধন্যবাদ,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন, 'সময়ই পাইনি।' তিনি মাথায় গুলিগুলো বসিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পিটার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো—'আপনাকে কি যে করা উচিত।'

'কি আশ্চর্য ব্যাপার', মিসেস অলিভার মনে মনে বললেন, 'বিপদে পড়েছি বলে ভাবছিলাম। এদের কাছ থেকে বিপদ! ওরা দেখতে যাই হোক স্বভাব চমৎকার। লোকে ঠিকই বলে আমি বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ।'

এবার বিদায় নেবেন বলতেই ডেভিড রাজকীয় ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো, সে মিসেস অলিভারকে জীর্ণ সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহায্য করলো তারপর কি ভাবে কিংস পৌঁছবেন তাও বলে দিলো।

'তারপর বাসে বা ট্যাক্সিতে উঠতে পারবেন,' ও বললো।

'ট্যাক্সিই,' মিসেস অলিভার বললেন। 'আমার পা ঝিন্‌ঝিন্ করছে। 'ধন্যবাদ, অনুসরণ করার বদলে সুন্দর ব্যবহার করেছেন। আমি মোটেই গোয়েন্দাদের মত

দেখতেও নেই।'

'তাই হবে হয় তো,' ডেভিড গম্ভীর গলায় বললো। 'প্রথমে বাঁদিকে—তারপর ডাইনে গেলেই নদীর কাছে পৌঁছবেন, তারপর সোজা।'

আশ্চর্য কাণ্ডই বলতে হবে, মিসেস অলিভার সেই নোঙরা রাস্তায় পা রাখতেই আবার সেই অস্বস্তিটা যেন ফিরে এলো। 'নাঃ কল্পনাকে আর প্রশ্রয় দেবোনা।' তিনি একবার ঘার ফিরিয়ে তাকালেন। ডেভিড তখনও তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। 'তিন চমৎকার তরুণ-তরুণী।' ভাবলেন তিনি। 'একেবারেই খারাপ নয়।' প্রথমে বাঁদিকে। তাবপর কি আবার ডাইনে? নাঃ পাটাও ব্যথা করছে। কিংস রোড বরাবর বেশ কিছুটা এগুলোও কোথায় নদী তাঁর চোখে পড়লোনা। তাঁর মনে হলো ভুল পথে এসেছেন।

'যাক গে,' ভাবলেন মিসেস অলিভার। 'কোথাও না কোথায় ঠিক পৌঁছবো, হয় নদী পাটনী বা ওয়াণ্ডর্সওয়ার্থ।' তিনি একজনকে দেখে পথের কথা জানতে চাইলেও সে বললো ইংরাজী জানেনা।

মিসেস অলিভার একটা বাঁক ঘুরলেন, সহসা তার চোখে পড়লো জল চিক্‌মিক্ করছে। একটা সরু গলি দিয়ে দ্রুত সেদিকে চলতেই তিনি পিছনে কারও পদশব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দুচোখে ফুটে উঠলো একরাশ হলদে ফুল।

☐ দশ ☐

কে যেন বলে উঠলো, 'এটা পান করে ফেলুন।'

থরথর করে কাঁপছিলো নর্মা, দুচোখে একটা বিহ্বলভাব। ও চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। আবার গলা শোনা গেলো, 'খেয়ে নিন।' এবার ও বাধ্য মেয়ের মতই খেয়ে নিতে গেলে একটু গলায় আটকালো।

'এটা—এটা দারুণ কড়া,' ও বলে উঠলো।

'এটা খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ভালো বোধ করবেন। স্থির হয়ে বসুন।' ওর বমি বমি আর গা গুলোনা ভাবটা একটু পরেই কেটে গেলো, ওর গালে সামান্য লালচে আভা ফুটে উঠে কাঁপুনিও কমে এলো। এই প্রথম ও চারপাশে তাকালো। একটা চাপা ভয় এতোক্ষণ ওকে চেপে ধরেছিলো, এবার সব যেন স্বাভাবিক হয়ে এলো। মাঝারি আকারের একখানা ঘর। ঘরটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো ওর। ওর চোখে পড়লো একটা ডেস্ক, সোফা, একটা আরাম কেদারা আর কাঠের চেয়ার, টেবিলের উপর একটা স্টেথিস্কোপ, আর একটা পরিচিত যন্ত্র। এবার ওর নজর পরলো কিছুর উপর। যে লোকটি ওকে পান করতে বলছিলো।

ওর দৃষ্টি পড়লো বছর ত্রিশের লাল চুলের কুৎসিত অথচ আকর্ষণীয় মুখের একজনের উপর। বেশ আগ্রহ জাগানো মুখ। মুখের মালিক ওকে দেখে উৎসাহ জোগানোর ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

'ভালো মনে হচ্ছে?'

'আ—আমার তাই মনে হচ্ছে। আ—আমার কি হয়েছিলো?'

'আপনার মনে পড়ছে না?'

'রাস্তায়—গাড়ি। গাড়িটা—গাড়িটা আমার উপর এসে পড়ে—আ—আমাকে চাপা দিলো—,' ও তাকিয়ে বললো।

'ওহ্ না, আপনি চাপা পড়েননি', লোকটি বললেন। 'সেটা আমিই দেখেছি।'

'আপনি?'

'মানে, আপনি রাস্তার মাঝখানে ছিলেন, একখানা গাড়ি প্রায় আপনার উপর এসে পড়ার মুখেই আমি আপনাকে ছোঁ মেরে তুলে আনি। ওইভাবে গাড়ির মধ্যে দিয়ে ছুটছিলেন কেন?'

'কিছুই মনে পরছে না। আমি—আমি কি যেন ভাবছিলাম।'

'একখানা জাগুয়ার বেশ জোরে আসছিলো, রাস্তার অন্যদিক দিয়ে একটা বাসও এসে পড়েছিলো। গাড়িটা ইচ্ছে করেই আপনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেনি তো?'

'আমি—না, না তা কেন হবে?'

'সেটাই ভাবছিলাম—অন্য কিছুও তো হতে পারে, তাই না?'

'কি বলছেন?'

'মানে ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত হতে পারে।'

'ইচ্ছাকৃত মানে?'

'আমি ভেবেছিলাম নিজেকে মেরে ফেলতে চাইছিলেন নাতো?'

'আ—আমি না, কক্ষণও না।'

'ভারি বোকার মতই কাজ,' লোকটির কণ্ঠস্বর বদলে গেলো। 'এবার মনে করে দেখার চেষ্টা করুন তো কি ব্যাপার।'

ও আবার কাঁপতে শুরু করলো। 'আমি—আমি ভেবেছিলাম সব শেষ হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলাম—।'

'তাহলে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করছিলেন, তাই না? ব্যাপার কি? আমাকে বলতে পারেন। ছেলে বন্ধু? হ্যাঁ, তাতে মনের এ অবস্থা হতে পারে। তাছাড়া একটা আশাও থাকে যে ছেলে বন্ধুকে আত্মহত্যা করে দুঃখিত বোধ করানো যায়—তবে এটায় বিশ্বাস না রাখাই ঠিক! লোকে এব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ভাবতে চায়না বা দুঃখিতও হয় না। সব ছেলে বন্ধুই যা বলতে চায় তা হলো, 'আমি জানতাম ওর মাথায় গন্ডগোল ছিলো। যা হয়েছে সেটাই ভালো হলো। পরের বার জাগুয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবার ভাববেন কারণ জাগুয়ারেরও একটা অনুভূতি আছে। তা গোলমাল কোথায়? ছেলে বন্ধু ছেড়ে গেছে?'

'না', নর্মা উত্তর দিলো।' ঠিক এর উল্টো। ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।'

'সেটা জাগুয়ারের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ হয়না।'

'হ্যাঁ, তাই হয়। আমি একাজ করেছিলাম কারণ—,' ও আচমকা থেমে গেলো।

'আমাকে সব খুলে বলুন।'

'আমি এখানে এলাম কিভাবে?' নর্মা প্রশ্ন করলো।

'একটা ট্যাক্সিতে আপনাকে নিয়ে এসেছি। সামান্য ছড়ে যাওয়া ছাড়া আপনার আঘাত লাগেনি। আপনি শুধু ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আপনাকে আপনার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে আপনি এমনভাবে তাকালেন যেন কথাটা বুঝতে পারেননি। বেশ ভিড় জমে যাচ্ছিলো, তাই একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা এখানে নিয়ে আসি।'

'এটা—এটা কোন ডাক্তারের অপারেশনের ঘর?'

'এটা একজন ডাক্তারের চেম্বার, আর আমিই ডাক্তার। আমার নাম স্টিলিংফ্লিট।'

'আমি কোন ডাক্তার দেখাতে চাইনা। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবো না। কিছুতেই না—।'

'শান্ত হোন। আপনি গত দশ মিনিট ধরে ডাক্তারের সঙ্গেই কথা বলছেন। কিন্তু ডাক্তররা কি দোষ করলো?'

'আমি—আমার ভয় ডাক্তররা বলবে—।'

'শান্ত হোন, আপনি তো কোন পেশাদার কোন ডাক্তারকে ডাকেননি। আমাকে একজন বাইরের লোক বলেই ভাবতে পারেন, যে আপনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে যিনি হাত পা বা মাথায় আঘাত লেগে সারা জীবন পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা থেকেই বাঁচিয়েছে। তাছাড়াও খারাপ দিকও আছে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মরতে চাইলে তাকে কোর্টেও যেতে হতে পারে। আপনারও তাই হতে পারে। আমি স্পষ্ট করেই সব বললাম। এখন আপনিও খুলে বলুন ডাক্তার সম্পর্কে আপনার এত ভয় কেন?'

'তাঁরা কিছুই করেননি। আমার শুধু ভয় তাঁরা হয়তো—।'

'হয়তো কি?'

'আমাকে আটকে রাখতে পারেন।'

ডঃ স্টিলিংফ্লিট ভ্রু তুলে তাকালেন।

'হুঁ, ডাক্তারদের সম্পর্কে আপনার বেশ মজার ধারনা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। আপনার আটকে রাখতে চাইবো কেন? যাক্, চা পান করবেন? না কি কোন ঘুমের ওষুধ দেব? আপনার বয়সী মেয়েরা তো সেটাই চায়। আমিও তাই চেয়েছি ওই বয়সে।'

মাথা ঝাঁকালো নর্মা। 'না,—না আমি খাইনা।'

'আমি বিশ্বাস করিনা। তা যাই হোক, এতো ভয় কেন? আপনি তো মানসিক রোগী নন? ডাক্তাররা রোগীদের আটক রাখতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া পাগলাগারদগুলো সবই ভর্তি, আর একজনকে পুরে দেওয়া কঠিন কাজ। আসলে তারা রোগীদের ছেড়েই দিচ্ছে বাধ্য হয়ে। এদেশে সব জায়গাতেই ভিড়। তা আপনার কিসে রুচি? আমার আলমারীর কোন ওষুধ বা পুরনো ধাঁচের চা?'

'আমি—আমি চা খেতে পারি,' নর্মা উত্তর দিলো।

'ভারতীয় না চীনে? চীনের চা আছে কি না তাও জানিনা।'

'ভারতীয়ই ভালোবাসি।'

'বেশ,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট উঠে গিয়ে হাঁক দিলেন, 'অ্যানী, দুজনের মত চা।'

তিনি ফিরে এসে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে।

'এবার সব পরিষ্কার করে নেওয়া যাক কেমন, আপনার নামটা জানা হয়নি।'

'নর্মা বেস—,' ও থেমে গেলো।

'বলুন?'

'নর্মা ওয়েস্ট।'

'বেশ, মিস ওয়েস্ট, এবার সব খুলে বলুন। আমি কোন রকম চিকিৎসা করছিনা। আপনি রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়েন এই ভাবেই সবাই এটাকে দেখবে, আর ব্যাপারটা জাগুয়ারের মালিকের কাছে বেশ গোলমেলে হয়েই উঠবে।'

'আমি প্রথমে একটা ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়বো ভেবেছিলাম।'

'বটে? তবে কাজটা সহজ হতো না। যারা ব্রিজ বানান তাঁরা এ কাজে পাকা। প্রথমত আপনাকে পাঁচিলে উঠতে হতো, কাজটা সহজ নয়, কেউ না কেউ আপনাকে থামাতো। ভালো কথা আপনার ঠিকানাটা জানা হয়নি, সেটা কি?'

'আমার কোন ঠিকানা নেই। আমি—আমি কোথাও থাকিনা।'

'দারুণ,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন। 'পুলিশের ভাষায় 'কোন নির্দিষ্ট আস্তানা নেই। তাহলে বোধহয় সারারাত ফুটপাতে বসেই কাটান?'

নর্মা সন্দেহের চোখে তাকালো।

'আমি ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতাম তবে সে কাজে আমার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। আমি ভাবতে চেয়েছি রাস্তায় মেয়েলি কোন চিন্তা করতে কবতে আপনি বাঁ দিকে তাকাতে ভুলে যান।'

'ডাক্তাররা যেমন হয় আপনি সে রকম নন,' নর্মা বলে উঠলো।

'ঠিক বলছেন? আসলে, এখানে আমার ডাক্তারি সম্বন্ধে কোনই মোহ নেই, আমি পনেরো দিনের মধ্যেই এখানকার পাট তুলে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছি। অতএব এখানে আপনি নিরাপদে আর ইচ্ছে হলে তাই আমাকে বলতে পারেন কিসব আপনি দেখেন—যেমন, দেয়াল বেয়ে গোলাপি হাতি হেঁটে আসছে, নাকি গাছের ডালপালা আপনাকে জড়িয়ে ধরতে চায় বা কারও চোখে খুনের জিঘাংসা ফুটে উঠেছে। আমি শুনে কিছুই করব না। আপনাকে দেখে মাথায় কোন গোলমাল আছে বলে তো মনে হয়না।'

'আমি তা ভাবিনা।'

'আপনার কথাও ঠিক হতে পারে,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট উৎসাহের সঙ্গে বললেন। 'কারণগুলো এবার বলুন তো।'

'আমি যে কাজ করি পরে আর মনে থাকেনা...কোন লোককে কিছু বললে পরে তা মনে করতে পারিনা....।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি তাহলে ভালো নয়।'

'আপনি বুঝেছেন না। সব খারাপ ব্যাপার।'

'ধর্মীয় ক্ষ্যাপামি? ভারি মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'ধর্মীয় কিছু নয়। এ—এটা ঘৃণা।'

দরজায় টোকার শব্দ জেগে উঠতে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক একটা ট্রে নামিয়ে রেখে গেলো।'

'চিনি দেবো?' ওকে স্টিলিংফ্লিট বললেন।

'হ্যাঁ, দিন।'

'আপনি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোন শক পেলে চিনি ভালো কাজ দেয়।' চায়ে দু চামচ দিয়ে একটা কাপ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন? ও, হ্যাঁ ঘৃণা।'

'মানুষ কাউকে ঘৃণা করলে তাকে মেরে ফেলতেও চায়, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট খুশির ভঙ্গীতে বললেন। 'খুবই সম্ভব। যাকে বলে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হলো, ইচ্ছে হলেই মানুষ কাজটা করতে পারে না। মানুষের একটা স্বাভাবিক ব্রেক আসা, সেটা ঠিক সময়ে তাকে বাধা দেয়।'

'আপনি ব্যাপারটা অতি সাধারণ বলে ভাবছেন,' নর্মা বললো। ওর কণ্ঠস্বরের বিরক্তি গোপন রইলো না।

'না, না, ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। বাচ্চারা রোজই এরকম ভাবে। তারা রেগে গেলে মা বাবাকেও বলে 'তোমরা দুষ্টু, তোমাদের ঘেন্না করি, তোমরা মরলেই ভালো'। বাচ্চার মা বোঝেন বলেই কথাটায় কান দেন না. এরপর যখন বড় হয়ে উঠলে তখনও মানুষের প্রতি আপনার ঘৃণা থেকে যেতে পারে, তবে আপনি কাউকে মারার কথা ভাবেন না। কিন্তু যদি বাসনা থেকেই যায়, আপনার স্থান হবে গারদে। যাই হোক এসব বানিয়ে বলছেন না তো?'

'কখনও না,' নর্মা টানটান হয়ে গেলো, ওর চোখ রাগে জ্বলে উঠলো,' আপনি কি ভাবছেন এসব ভয়ঙ্কর কথা বলছি বানিয়ে বানিয়ে?'

'আবার বলছি,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'মানুষ এমন করে। এ ধরণের কথা বানিয়ে বলে তারা আনন্দ পায়। যাক্ আসল সব কথা খুলে বলুন আমাকে, কাকে ঘৃণা করেন, কেন তা করেন আর তাদের কি করতে ইচ্ছে জাগে।'

'ভালোবাসাও ঘৃণায় বদলে যায়।'

'নাটকীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে। তবে মনে রাখবেন ঘৃণাও ভালবাসায় পরিণত হতে পারে। এটা দু'রকমই হয়। আপনি বলছেন ছেলে বন্ধুর ব্যাপার নয়?'

'না, না। আমার সৎমা।'

'তাহলে হিংসুক সৎমার কাহিনী। একদম বাজে। আপনার যা বয়স সৎমার কাছ থেকে সরে যেতে পারেন। আপনার বাবাকে বিয়ে করা ছাড়া তিনি আর কি করেছেন? আপনি কি বাবাকেও ঘৃণা করেন নাকি তাঁকে এত ভালোবাসেন যে কেউ তাতে ভাগ বসাক চান না?'

'এরকম কোন কিছুই না। বাবাকে খুবই ভালোবাসতাম। ভাবতাম বাবার মত কেউ হয় না।'

'তাহলে এবার আমার কথা শুনুন,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন। 'একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। ওই দরজাটা দেখছেন?'

নর্মা একটু বিহ্বল হয়েই দরজার দিকে তাকালো।

'একেবারে সাধারণ দরজা, তাই না? বন্ধও সেটা। একটু উঠে গিয়ে নিজেই দেখে নিন। আমার কাজের লোকটি এটা দিয়ে যাতায়াত করেছে দেখেছেন। বেশ এতে কোনই চালাকি নেই। নিন, যা বলছি করুন।'

নর্মা একটু ইতস্ততঃ করেই উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

'ঠিক আছে। কি দেখছেন? একটা অতি সাধারণ হলঘর, সামান্য মেরামত দরকার, কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না যেহেতু আমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছি। এবার সদর দরজার কাছে গিয়ে ওটাও খুলুন, এতেও চালাকি নেই। বেরিয়ে একবার রাস্তাতে ঘুরে আসুন, কেউ আপনাকে আটকাবে না। যখন বুঝতে পারবেন আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে কেউ বাধা দেবেনা তখনই আরাম করে বসে সব কথা বলে দেখুন। আমি তাহলে মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারব। ইচ্ছে হলে না নিতেও পারেন। মানুষ তো পরামর্শ বড় একটা নিতে চায় না। কেমন, ঠিক আছে?'

ধীরে ধীরে উঠে একটু কাঁপা কাঁপা ভঙ্গীতে নর্মা এগিয়ে গিয়ে প্রথম দরজাটা খুলে তাকালো। ওর চোখে পড়লো সাধারণ একটা হলঘর। ও এবার এগিয়ে এসে সদর দরজাটাও খুলে তাকালো, তারপর পায়ে পায়ে ফুটপাথে নেমে দাঁড়ালো। ও একমুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা করলো। ও শুধু জানতো না ডাঃ স্টিলিংফ্লিট একটা পর্দার মধ্যে দিয়ে ওকে লক্ষ করে চলেছেন। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে এবার দৃঢ় পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো নর্মা, তারপর দরজা বন্ধ করলো।

'সব ঠিক?' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললো। 'তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত যে কোন চালাকি করছি না? সব পরিষ্কার?'

নর্মা মাথা নুইয়ে সায় দিলো।

'বেশ, এবারে বসুন আরাম করে। ধূমপানে অভ্যাস আছে?'

'আমি, আমি—,'

'মারিজুয়ানা না অন্যকিছু? থাক, বলতে হবেনা।'

'অবশ্যাই আমি এসব খাইনা।'

'কক্ষণও না' কথাটার দরকার ছিলোনা। রোগীরা যা বলে সেটাই বিশ্বাস করা আমাদের কাজ। এবার নিজের কথা বলুন।'

'আমি—আমি কিছুই জানিনা, বলার মত সত্যিই কিছু নেই। শুতে বলবেন না?'

'আপনার সেই স্মৃতির কথা বলছেন তো? না এটা জানতে চাইছি না। আমি শুধু আগেকার কিছু কথা শুনতে চাই, মানে কোথায় জন্মেছেন, গ্রাম না শহরে, ভাইবোন আছে কিনা, না একমাত্র মেয়ে এই সব। আপনার মা যখন মারা যান তাঁর মৃত্যুতে কী ভেঙে পড়েছিলেন?'

'অবশ্যই,' নর্মা উত্তর দিলো।

'হুঁ,' অবশ্যই কথাটা আপনার খুব প্রিয় দেখতে পাচ্ছি, মিস ওয়েস্ট। হ্যাঁ, একটা কথা, ওয়েস্ট আপনার পদবী নয়, তাই না? না, এ নিয়ে ভাববেন না, অন্য কিছু আমার দরকার হবে না। নিজেকে ওয়েস্ট, ইস্ট বা নর্থ যা খুশি বলতে পারেন। যাক আপনার মা মারা গেলে তারপর কি হলো?'

'মারা যাওয়ার আগে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন,' নর্মা বলে চললো, 'প্রায়ই নার্সিংহোমেও থাকতেন। আমি আমার এক বৃদ্ধা মাসীর কাছে ডেভনসায়ারে থাকতাম। তিনি আসলে আমার আপন মাসী নন, মার তুতো বোন। তারপর আমার বাবা ফিরে এলেন, ঠিক ছ'মাস আগে। তখন দারুণ ভালো লেগেছিলো।' নর্মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও ডঃ স্টিলিংফ্লিটের তীব্র দৃষ্টি লক্ষও করেনি। 'বাবাকে ঠিক মত মনে ছিলোনা। আমার মাত্র পাঁচ বছর বয়সের সময় বোধ হয় তিনি চলে যান। একেবারেই ভাবিনি বাবাকে আর কখনও দেখতে পাবো। মা বাবার সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। আমার মনে হয় মা প্রথমে ভাবতেন বাবা ওই অন্য মহিলাকে ত্যাগ করে ফিরে আসবেন।'

'অন্য মহিলা?'

'হ্যাঁ। বাবা কারও সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। মা বলতেন সে খুব খারাপ মেয়েমানুষ। মা ওই মেয়েমানুষটি সম্পর্কে খুব রাগ করে কথা বলতেন, বাবার সম্বন্ধেও, কিন্তু আমি ভাবতাম বাবা অত খারাপ ছিলেন না, সবটাই ওই মেয়েছেলেটার দোষ।'

'ওরা বিয়ে করেছিলো?'

'না। মা বলতেন কিছুতেই বাবাকে ত্যাগ করবেন না। মা কিছুটা গোঁড়া ছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের মত। তিনি বিবাহ বিচ্ছেদে বিশ্বাস করতেন না।'

'ওরা একসঙ্গেই থাকতেন? ওই মহিলার নাম কি? না কি এর মধ্যেও গোপনীয়তা আছে?'

'পদবীটা মনে পড়ছে না,' নর্মা মাথা ঝাঁকালো। 'মনে পড়ছেনা একসঙ্গে ওরা থাকতেন কিনা, তবে মনে হয় না, এত মনে নেই। তবে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান আর দুজনের মধ্যে ঝগড়াও হয়, তখনই মা বলেছিলেন বাবা ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু বাবা আসেননি। এমনকি চিঠিপত্রও লেখেননি, আমাকেও না। তবে তিনি বড়দিনে আমাকে উপহার পাঠাতেন।'

'তিনি আপনাকে ভালোবাসতেন?'

'তা জানিনা।' কেউ তার সম্বন্ধে কিছু বলতো না। শুধু সাইমন কাকা—বাবার ভাই বলতেন। তিনি শহরেই ব্যবসার কাজে থাকতেন আর বাবা সব ছেড়ে যাওয়ায় খুব রাগ করতেন। কাকা বলতেন বাবা চিরকালই ওই রকম কোন কিছুতেই টিকে থাকতে পারতেন না তবে লোকটি খারাপ নন। কাকার মতে বাবা দুর্বল চরিত্রের মানুষ। সাইমন কাকাকে তেমন দেখতাম না, শুধু মা'র বন্ধুরা আসতো। আমার ভীষণ একঘেঁয়ে লাগত। আমার সারা জীবনটাই একঘেঁয়ে....।' বাবা আসবেন জেনে খুব ভাল লেগেছিলো। জানেন, বাবা আমার সঙ্গে খেলা করতেন, কত মজা করতেন হাসতেন। বাবার কোন পুরনো ছবি আছে কিনা খুঁজেছিলাম কিন্তু একটাও পাইনি। সব হারিয়ে গেছিলো, বোধহয় মা সবই ফেলে দিয়েছিলেন।'

'মায়ের তখনও রাগ ছিলো?'

'আমার মনে হয় মা'র রাগ ছিলো আসলে লুইজির উপর।'

'লুইজি?' ডঃ স্টিলিংফ্লিট প্রশ্ন করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন মেয়েটি একটু কাঠ হয়ে গেলো।

'আমার মনে পড়ছে না—আগেই বলেছি—কোন নাম আমার মনে নেই।'

'যেতে দিন। আপনার বাবা যে মহিলার সঙ্গে চলে যান তার কথা বলছিলেন। তাই তো?'

'হ্যাঁ। মা বলতেন সে প্রচুর মদ আর নেশার ওষুধ খেত তাই শেষ পর্যন্ত ওর খারাপ দশাই হবে।'

'কিন্তু তাই হয়েছিলো কিনা আপনি জানেন না?'

'আমি কিছুই জানিনা....,' নর্মার মধ্যে আবেগ জেগে উঠলো, 'আমাকে এসব প্রশ্ন কেন করলেন? আমি—আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানিনা! ওর বিষয়ে আর কিছুই শুনিনি, আপনি বলতে মনে পড়লো। আমি কিছু জানি না।'

'বেশ বেশ,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন। 'অতো উত্তেজিত হবেন না। অতীত নিয়ে না ভাবলেও চলবে। আসুন ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক্। এবার কি করতে চান?'

দীর্ঘশ্বাস টানলো নর্মা। 'আমি জানি না। কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই। আমি—আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হতো যদি—সব শেষ করে দিতে পারতাম—শুধু—।'

'শুধু দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারছেন না, তাই না? এটা করলে নেহাতই বোকামি হবে জানবেন। বেশ, আপনার কোথাও যাওয়ার নেই, কাউকে বিশ্বাস করার নেই। তা কোন টাকাকড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, আমার একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে, বাবা তিন মাস অন্তর তাতে অনেক [illegible]। কিন্তু আর না, ওরা বোধ হয় এতক্ষণে আমায় খুঁজছে। আমি কিছুতেই [illegible] পেতে দেবো না।'

'[illegible] দরকার নেই। আমি সেটা দেখবো। একটা জায়গা রয়েছে, নাম কোনওয়ে কোর্ট। তেমন ভালো অবশ্য নয়। জায়গাটা কিছুটা শরীর সারানোর নার্সিং হোম গোছের। সেখানে থাকলে আপনাকে আটকে রাখা হবে না কথা দিতে পারি। যখন ইচ্ছে হবে চলে যেতে পারেন। বিছানাতেই প্রাতরাশ খেতে পারবেন, ইচ্ছে হলে শুয়েও কাটাতে পারবেন। চমৎকার বিশ্রামও হবে, আমি একদিন গেলে একসঙ্গে বসে কিছু সমস্যার সমাধান করা যাবে। পছন্দ হয়? বলুন রাজি?'

নর্মা ডাক্তারের দিকে তাকালো। ও ভাবলেশহীন চোখেই তাকিয়েছিলো। এরপর ও আস্তে আস্তে মাথা নুইয়ে সায় দিলো।

ওইদিনই সন্ধ্যায় ডঃ স্টিলিংফ্লিট একটা ফোন করলেন।

'চমৎকার একটা অপহরণ করা গেছে,' তিনি বললেন। 'ও রয়েছে কেনওয়ে কোর্টে মেষশাবকের মতই ও চলে আসে। এখনই সব বলতে পারছি না। মেয়েটি

প্রায় ড্রাগে আচ্ছন্ন। আমার ধারণা ও পার্পল হার্ট বা এল.এস.ডি জাতীয় কিছু খাচ্ছিলো.......ও কিছুতেই কথাটা স্বীকার না করলেও আমার বিশ্বাস হয়নি।'

অন্য প্রান্তে যিনি ছিলেন তিনি শুনে গেলেন কিছুক্ষণ।

ডাক্তার আবার বললেন, 'আমাকে প্রশ্ন করবেন না! সময় লাগবে। ও এটুকুতেই সন্দেহ করছে.....হ্যাঁ, কোন কিছুতে ওর ভয় জেগেছে আর না হয় ও সেই রকম ভাব দেখাচ্ছে...।

'এখনও জানিনা। মনে রাখবেন যারা ড্রাগ খায় তারা পিচ্ছিলই হয়। ওরা যা বলে সবসময় বিশ্বাস করা যায় না। ওকে তাই বেশি তাড়া দেওয়া ঠিক নয়...।

'বাচ্চা বয়সে বাবার প্রতি টান ছিলো না, তাকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির আত্মমগ্ন মহিলাই মনে হয়। আমার মতে বাবা একটু হাসিখুশি মানুষ আর বিবাহিত জীবনের গাম্ভীর্য সহ্য করতে পারেন নি। লুইজি নামে কাউকে চেনেন?...। নামটা শুনেই মেয়েটি যেন ভয় পেয়ে যায়—দারুণ ঘৃণাও জেগেছিলো। ওই স্ত্রীলোকটিই ওর বাবাকে ওর পাঁচ বছব বয়সের সময় নিয়ে যায়। বাচ্চারা ওই বয়সে তেমন না বুঝলেও কাউকে অপছন্দ হলে বা দায়ী করলে সেটা মনে গেঁথে থাকে। মাত্র ক'মাস আগে ছাড়া বাবাকে ও দেখেনি। আমার মতে ওর ভাবপ্রবণ মনে বাবাকে ঘিরে একটা স্বপ্ন ছিলো। তিনি ছিলেন ওর নয়নমণি। আপাত দৃষ্টিতে ওর স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। বাবা এক নতুন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে আসেন। তারই নাম লুইজি কি?.......... ওহ্ আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি। আমি আপনাকে মোটামুটি ছবিটা দিলাম।'

অন্যপ্রান্তে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতা জেগে উঠলো। 'কি বললেন? আর একবার বলুন তো।'

'বললাম মোটামুটি একটা ছবি দিলাম। ভালো কথা, আর একটা কথায় আপনার আগ্রহ্ জাগতে পারে। মেয়েটা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলো। চমকে যাচ্ছেন নাকি?...

'চমকাননি....বেশ। না, ও অ্যাসপিরিনের একগাদা বড়ি গেলেনি বা গ্যাসে মাথাও ঢোকায়নি। সে গাড়ি ভর্তি রাস্তায় ছুটন্ত একখানা জাগুয়ারের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলো....হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাৎক্ষণিক হলেও খাঁটি....ও স্বীকার করেছে। সেই প্রবাদবাক্যটা মনে পড়ে? 'সব যন্ত্রণা দূর করার জন্য—।'

ডঃ স্টিলিংফ্লিট কিছুক্ষণ কথার স্রোত শুনে যাওয়ার পর আবার বললেন, 'আমি জানিনা। এই সময়ে ঠিক বলতে পারবো না—ছবিটা বেশ স্বচ্ছ। স্নায়বিক অবসাদে আক্রান্ত একটি মেয়ে, নানারকম ড্রাগে আচ্ছন্ন। এর যে কোনটাই নানা উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে, স্মৃতিভ্রংশ, বিহ্বলতা, উত্তেজনা, মস্তিষ্কের অবসাদ, সবই হওয়া সম্ভব। ড্রাগ— এর কোনটায় বাধা দিতে পারে, সেটাই বলা শক্ত। দুটো পথ আছে। হয় মেয়েটি অভিনয় করে—সে যে স্নায়বিক, ড্রাগে আচ্ছন্ন তাই বোঝাতে চাইছে। আবার এটা সত্যিও হওয়া সম্ভব। মেয়েটি সাজানো ব্যাপারও গড়ে তুলতে পারে— হয়তো কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সে ড্রাগাসক্ত, আত্মহত্যায় ইচ্ছুক এটাই প্রমাণ করতে চায়। এটা যদি হয় তবে যে বেশ চমৎকার অভিনয় করছে স্বীকার করতেই হবে।

এখন ব্যাপারটা হলো সে কি সত্যিই অভিনেত্রী না অবসাদগ্রস্থ, স্নায়বিক কোন আত্মহননে প্রয়াসী মেয়ে?....কি বললেন?....সেই জাওয়ার!.....হ্যাঁ, সেটা বেশ দ্রুতই আসছিলো। কি বলছেন এটা আত্মহত্যার উদ্দেশ্য নাও হতে পারে? জাওয়ারটা ওকে ইচ্ছে করেই চাপা দিতে চাইছিলো?'

কিছুক্ষণ ভাবলেন ডঃ স্টিলিংফ্লিট। তারপর বললেন, 'বলতে পারিনা। হতেও পারে, এটা অবশ্য ভাবিনি। গোলমালের ব্যাপার সবই হতে পারে। যাইহোক ওর কাছ থেকে আরও জানার চেষ্টা করছি। ওকে এমন একটা অবস্থায় এনেছি যাতে ও এখন আমাকে প্রায় বিশ্বাস করতে চাইছে, তাড়াহুড়ো করলে ওর সন্দেহ জাগতে পারে। ও যদি সত্যিই অসুস্থ হয়ে থাকে, তবে বিশ্বাস করে সব কথা অবশ্যই আমাকে জানাবে। কিন্তু মনে হচ্ছে কোন ব্যাপারে ও ভীত....।'

ও এখন কোনওয়ে কোর্টে। আমার মনে হয় ওখানে ওর অচেনা কাউকে নজর রাখতে মোতায়েন করুন, যাতে ও কোথাও চলে যেতে চাইলে সে অনুসরণ করতে পারে।

❑ এগারো ❑

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক একটা চেক লিখছিলেন—তার মুখে সামান্য বিরক্তি ফুটে উঠলো।

তার অফিসটা বেশ বড় আর রুচিসম্মতভাবে সাজানো, অর্থবান মানুষের পরিচয় বহন করছিলো সেটা। অফিসটি সাজানো ছিলো সাইমন রেস্টারিক যেভাবে রেখেছিলেন সেইভাবেই, তিনি বিশেষ পরিবর্তন করেননি। তিনি শুধু কয়েকখানা ছবি বদলে নিজের আনা তার নিজের ছবিই টাঙানোর ব্যবস্থা করেছিলেন আর তার সঙ্গে জলরঙের আঁকা পাহাড়ের এক নৈসর্গিক দৃশ্য।

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। শরীরে মেদ জমতে শুরু করেছে তার। তবু দেওয়ালে টাঙানো ছবির পনেরো বছর আগেকার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবেই তার তফাৎ কম। সেই রকম ছুঁচলো চিবুক, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ, সামান্য ওঠানো ভ্রু। খুব চমক জাগানো ব্যক্তিত্ব নয় এটা ঠিক। ঠিক এই মুহূর্তে খুব সুখী মানুষও নন। তার সেক্রেটারী ঘরে ঢুকতে তিনি মুখ তুলে তাকালেন।

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো নামে একজন এসেছেন। তিনি বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা আছে—তবে কোথাও লেখা নেই।'

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো?' নামটা কেমন যেন সামান্য পরিচিতই মনে হলেও ঠিক মনে করতে পারলেন না। তিনি মাথা ঝাঁকালেন—'মনে পড়ছে না—অবশ্য নামটা কোথাও নিশ্চয় শুনেছি। কিরকম দেখতে?'

'খুব ছোটোখাটো—বিদেশী—বোধহয় ফরাসী হবেন—বিরাট গোঁফ মুখে—।'

'ঠিক। মনে পড়েছে মেরী ওর কথাই বলেছিলো। ও বুড়ো রডিকে দেখতে

এসেছিলো। কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা কিরকম?'

'উনি বলছেন আপনি ওঁকে চিঠি লিখেছেন।'

'লিখলেও মনে পড়ছে না—হয়তো মেরী—যাই হোক ওকে নিয়ে এসো, কি ব্যাপার দেখি।'

মিনিট দুয়েক পরে ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড খর্বাকৃতি, ডিমের মত মাথা, বিরাট বিশিষ্ট চকচকে চামড়ার জুতো পায়ে ছোটোখাটো মাপের একজনকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলো। স্ত্রী'র বর্ণনার ওকে সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন অ্যান্ড্রু রেস্টারিক। একেবার ঠিক।

'মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো,' ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড নামটা উচ্চারণ করে ঘর ছেড়ে যেতেই এরকুল পোয়ারো ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। রেস্টারিক উঠে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয়ে রেস্টারিক? আমি এরকুল পোয়ারো—।'

'ও, হ্যাঁ। আমার স্ত্রী বলেছিলেন আপনি আমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

আপনার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি,' পোয়ারো বললেন।

'কোন চিঠি? আমি আপনাকে কোন চিঠি লিখিনি। মঁসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো সোজা তাকালেন। তারপর পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে ধরলেন।

'তাহলে নিজেই দেখুন, মঁসিয়ে।'

রেস্টারিক প্রায় হাঁ করেই তাকালেন। তারই অফিসের কাগজে টাইপ করা চিঠি। তলায় তারই সাক্ষর।

'প্রিয় মঁসিয়ে পোয়ারো,

উপরে লিখিত ঠিকানায় আপনার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব একবার দেখা করলে আনন্দিত হব। আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও লন্ডনে খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি কোন বিষয়ে গ্রহণ করলে আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা আশা করা যায়।

আপনার বিশ্বস্ত,

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক

রেস্টারিক তীব্রস্বরে বলে উঠলেন এবার, 'এটা কখন পেয়েছেন?'

'আজই সকালে। হাতে জরুরী কাজ না থাকায় চলে এলাম।'

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার মঁসিয়ে পোয়ারো। এ চিঠি আমি লিখিনি।'

'আপনি লেখেন নি?'

'না। আমার সই একেবারে আলাদা—নিজেই দেখুন।' তিনি চারপাশে তাকিয়ে যেন নিজের হাতের লেখার কোন উদাহরণ খুঁজতে চাইলেন, তারপর কিছু মনে পড়তেই সবেমাত্র সইকরা চেকটা পোয়ারোর সামনে মেলে ধরলেন। 'দেখছেন? চিঠির সই অন্যরকম।'

৩৫৩'কিন্তু ভারি অদ্ভুত লাগছে,' পোয়ারো বললেন। 'আশ্চর্য! কে এভাবে চিঠি লিখতে পারে?'

'এটা আমারও প্রশ্ন।'

'এটা কি—মাপ করবেন—আপনার স্ত্রী লিখতে পারেন?'

'না, না, মেরী একাজ করবে না। আর তাছাড়া সে আমার সই করবে কেন? এরকম করলে সে আমাকে জানাতো, আপনার আসার কথাও জানাতো।'

'তাহলে কে লিখতে পারেন আপনার কোন ধারণাই নেই?'

'না, একেবারেই না।'

'কোন কাজের জন্য আমার সাহায্যে পাওয়া হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?' পোয়ারো এবার প্রশ্ন করলেন।

'কি করে ধারণা করতে পারি?'

'মাপ করবেন,' পোয়ারো এবার বললেন, 'আপনি সম্ভবতঃ চিঠিটা পুরোপুরি পাঠ করেন নি। সইয়ের নিচে ছোট করে পরের পাতার কথাটা লেখা আছে।'

রেস্টারিক চিঠিটার পাতা ওল্টাতেই দেখলেন টাইপ করে লেখা আছে :

'যে ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই সেটা আমার মেয়ে নর্মা সম্পর্কে।'

রেস্টারিকের ব্যবহার এবার বদলে গেলো। তার মুখ কালো হয়ে এলো।

'হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার! কে এ ব্যাপার জানে। কে মাথা গলাতে চায়?'

'কোন ভাবে আমার পরামর্শের জন্যে আপনাকে কেউ বলতে চায়? কোন বন্ধুভাবাপন্ন কেউ? এ ভাবে কে লিখতে পারে ধারণা আছে?'

'একেবারেই না।'

'আর আপনার মেয়ে ওই নর্মাকে নিয়ে কোন ঝামেলাও নেই?'

এবার রেস্টারিক আস্তে আস্তে বললেন, 'নর্মা নামে আমার একটি মেয়ে আছে।' কথাটা উচ্চারণ করার সময় ওর কণ্ঠস্বর বদলে গেলো।

'সে কোন ঝামেলায় পড়েছে?'

'অন্ততঃ আমার জানা নেই,' একটু ইতস্ততঃ করলেন রেস্টারিক। পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন।

'কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, মিঃ রেস্টারিক। আমার মনে হয় আপনার মেয়েকে নিয়ে কোন রকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়েছে।'

'আপনার এরকম ধারণা হলো কেন? কেউ এ-নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে?'

'না, আমি শুধু আপনার কথা বলার ভঙ্গী দেখেই আন্দাজ করেছি,' এরকুল পোয়ারো বললেন। 'আজকাল বহু লোকেরই তাদের মেয়ের ব্যাপারে চিন্তা আছে। এই সব তরুণীদের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে যেন অদ্ভুত দক্ষতা থাকে। এক্ষেত্রেও সেটাই হওয়া সম্ভব।'

রেস্টারিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডেস্কে আঙুলের টোকা মারতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আমি নর্মাকে নিয়ে চিন্তিত,' তিনি বললেন এবার। 'ও একটু অসহিষ্ণু

প্রকৃতির। কিছুটা স্নায়বিক। আমি—মানে—ওর ব্যাপারে দুর্ভাগ্যবশতঃ তেমন ওয়াকিবহাল নই।'

'কোন তরুণকে নিয়ে ঝামেলা?'

'কিছুটা সেই রকম। তবে এটাই আমাকে শুধু ভাবনায় ফেলেনি। আমার মনে হয়—,' আচমকা তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন, 'আপনি গোপনীয়তা বজায় রাখেন ধরে নিতে পারি?'

'এটা না হলে আমার পেশায় কিছুই করতে পারতাম না।'

'ব্যাপারটা হলো আমার মেয়েকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'আহ্!'

'সে গত সপ্তাহের শেষে যেমন আসে সেই ভাবেই গ্রামের বাড়িতে এসেছিলো। রবিবার রাত্রিতে যথারীতি সে যে ফ্ল্যাটে অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে থাকে সেখানে রওয়ানা হয়, কিন্তু আমি জেনেছি সে ওখানে যায়নি। সে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গেছে।'

'মোট কথা সে অদৃশ্য হয়েছে?'

'কথাটা বেশ নাটকীয় মনে হলেও আসলে তাই। হয়তো স্বাভাবিক একটা কারণও পিছনে রয়েছে। তবে যে কোন পিতাই চিন্তিত হতে পারে এতে। ও কোন ফোনও করেনি বা অন্য মেয়েকেও কিছু জানায় নি।'

'তারাও চিন্তিত?'

'না, তা বলব না। আমার মনে হয় এটা ওরা সহজেই মেনে নেবে। মেয়েরা আজকাল স্বাধীন। পনেরো বছর আগে ইংল্যান্ডে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন অন্যরকম।'

যে তরুণীকে আপনার পছন্দ নয় তার ব্যাপার কি রকম? 'পোয়ারো প্রশ্ন করলেন। 'ও তার সঙ্গে যেতে পারে?'

'আশা করি তা নয়। তবে সম্ভব, কিন্তু আমার স্ত্রী তা ভাবে না। আপনি খুব সম্ভব তাকে দেখেছেন যেদিন কাকার কাছে আসেন?'

'ওহ্ হ্যাঁ, যে তরুণের কথা বলছেন তাকে সম্ভবতঃ জানি। বেশ সুদর্শন তরুণ, তবে কোন পিতা তাকে পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না। আপনার স্ত্রীও খুব খুশি নন লক্ষ্য করেছি।'

'আমার স্ত্রী নিশ্চিন্ত যে সেদিন এবাড়িতে সে আসে কারও নজরে পড়বে না, ভেবেই।'

'ও হয়তো জানে এখানে সে বাঞ্ছিত নয়?'

'অবশ্যই জানে,' রেস্টারিক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন।

'একটা কথা' পোয়ারো বললেন। 'পুলিশে জানিয়েছেন?'

'না।'

'কেউ নিরুদ্দেশ হলে পুলিশে যাওয়াই ভালো। তারাও গোপনে কাজ করতে পারে তাছাড়া তাদের নানা পদ্ধতি আছে আমার যা নেই।'

'আমি পুলিশে যেতে চাই না। ও আমার মেয়ে, মশাই। বুঝেছেন?' আমার মেয়ে। সে যদি আমাদের না জানিয়ে কোথাও দুদিনের জন্য যেতে চায় সেটা তার ইচ্ছে। অন্য মনে করার কারণ নেই যে সে কোন বিপদে পড়েছে। শুধু নিজের নিশ্চিন্তে হওয়ার জন্যই জানতে চাই সে কোথায়।'

'এও সম্ভব, মিঃ রেস্টারিক—হয়তো বাড়াবাড়ি করছি না, যে এই একটা বিষয়েই শুধু আপনি চিন্তিত নন?'

'অন্য কিছু রয়েছে ভাবছেন কেন?'

'কারণ একটি মেয়ে বাবা মাকে না জানিয়ে বা বন্ধুদের অজান্তে কোথাও গেলে সেটা আজকাল অভাবিত নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছি অন্য কিছুই আপনাকে বিব্রত করছে।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা কিছুটা সত্যি। আসলে—,' তিনি চিন্তিতভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'কোন অপরিচিতের কাছে এসব বলা কষ্টকর।'

'বাস্তবিক পক্ষে তা নয়,' পোয়ারো বললেন। আসলে অপরিচিতের কাছেই কথা বলা সহজ যা বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছে বলা যায় না। আশা করি স্বীকার করবেন কথাটা?'

'সম্ভবতঃ তাই। আপনার কথা ধরতে পেরেছি। স্বীকার করতেই হবে মেয়েটার সম্পর্কে চিন্তিত হয়েছি। আসলে ও অন্য মেয়েদের মত নয় আর ইদানিং কিছু এমন ঘটেছে যাতে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার মেয়ে কৈশোরত্ব পার হচ্ছে বলেই হয়তো কিছুটা আবেগে তাড়িত, এই সময় ওদের পক্ষে আবেগের বশে কিছু করে বসলে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না। একটা কথা বলার জন্য কিছু মনে করবেন না, সে হয়তো সৎমা থাকা পছন্দ করছে না।'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাটা ঠিকই,' রেস্টারিক বললেন। 'অথচ এরকম করার কোন কারণ নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো। এমন নয় যে সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এটা ঘটে প্রায় পনেরো বছর আগে,' একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'মনে হয় সব কথা আপনাকে খোলাখুলি বলাই ভালো। এতে যখন কোন গোপনীয়তা নেই। আমার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। একজনের সঙ্গে আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। আমি ইংল্যান্ড ছেড়ে তাকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যাই। আমার স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী ছিল না আর আমিও তা চাইনা। আমি স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করেছিলাম—আমার মেয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর—।'

রেস্টারিক একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন।

'অতীতের কথায় মনে পড়ছে জীবন সম্পর্কে আমি অসুখী হয়ে পড়ি। আমার আকাঙ্খা ছিলো ভ্রমণে। সে সময় অফিসের কাজে আটকে থাকতে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মায়। আমার ভাই আমার উপর খুবই ক্রুদ্ধ হয় পারিবারিক ব্যবসায় মন দিইনি বলে। কিন্তু আমার ব্যবসায় মন ছিলো না, আমি চাইতাম উত্তেজনা। আমি চাইতাম পৃথিবী ভ্রমণ করতে, বন্য এলাকায় ঘুরতে.....।'

তিনি আচমকাই আবার থামলেন।

'যাই হোক—আপনি অবশ্যই আমার জীবনকাহিনী শুনতে চান না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাই আর লুইজিও আমার সঙ্গে যায়। আমি ওর প্রেমে পড়ি তবু আমাদের মধ্যে অনবরতই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন ওর, ভালো লাগেনি, ও চাইতো লন্ডন আর প্যারীতে যেতে। ওখানে যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেস্টারিক। তারপর আবার বলে চললেন, ওই সময়ে আবার নীরস জীবনেই ফিরে আসা উচিত ছিলো, তবে তা করিনি। এলে আমার স্ত্রী হয়তো আমাকে গ্রহণ করতেন কর্তব্য হিসেবে। ও খুবই কর্তব্যপরায়না ছিলো তো।'

কণ্ঠস্বরের সামান্য তিক্ততা পোয়ারোর নজর এড়ালো না।

'তবে নর্মা সম্পর্কে আরও জানা উচিত ছিলো। তবে মেয়েটা ওর মা'র কাছে নিরাপদেই ছিলো, অর্থের ব্যবস্থাও করা ছিলো। ওর কাছে মাঝে মাঝে চিঠিও লিখতাম, উপহার পাঠাতাম। কিন্তু ইংল্যান্ডে ফিরে ওকে দেখার বাসনা জাগেনি। এজন্য আমাকে সব দোষ দেওয়া উচিত হবে না। আমি অন্য এক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, তাই ভেবেছিলাম ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত কোন বাবার পক্ষে তার মেয়ের মানসিক বিপর্যয় ঘটানো উচিত হবে না।'

রেস্টারিক বেশ দ্রুতই কথা বলছিলেন, যেন নিজের জীবন কাহিনী শোনানোর জন্য উপযুক্ত মানুষই পেয়েছেন। প্রতিক্রিয়া বুঝেই এরকুল পোয়ারো উৎসাহ দিতে চাইলেন।

'আপনি নিজে থেকে বাড়ি ফিরে আসতে চান নি?'

রেস্টারিক মাথা ঝাঁকালেন। 'না। আসলে যে ধরণের জীবন আমার পছন্দ সেই জীবনই কাটাচ্ছিলাম, যা স্পর্শ করছিলাম তাই সোনা হয়ে যায়। বনে জঙ্গলে ঘুরে অপার আনন্দও পাচ্ছিলাম। এই জন্যই প্রথম বিয়ের পর যেন ফাঁদে আটকে পড়েছি বলে মনে হয়েছিলো। মানসিক দিক থেকে আমি বাইরের জীবনই ভালবাসতাম, ঘরের বাঁধা জীবন আমার ভালো লাগতো না।'

'তবুও শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেস্টারিক। 'হ্যাঁ, ফিরে এলাম। মানুষের তো বয়স বাড়ে। তাছাড়া একজনের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ি। এর জন্য লন্ডনে কথাবার্তা বলার দরকার হয়। অবশ্য ভাইয়ের উপর নির্ভর করতে পারতাম, কিন্তু সেও মারা গেলো। আমি তখনও কোম্পানীর একজন অংশীদার ছিলাম তাই ফিরে আসতে পারতাম। এই প্রথম সেটাই করার কথা ভাবি, মানে, শহরের জীবনে ফিরে আসা।'

'হয়তো আপনার স্ত্রী—আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী—।'

'হ্যাঁ, এটাও ঠিক বলেছেন। আমার বিয়ের মাত্র একমাসের মধ্যে আমার ভাই মারা যায়। মেরীর দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্ম হলেও ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকবার আসার

ফলে ওর জায়গাটা ভালোই লাগতো। ইংল্যান্ডের বাগান ওর খুবই পছন্দ।

'আমার কথা বলছেন? হ্যাঁ, এই প্রথম মনে হয় ইংল্যান্ড আমারও ভালো লাগবে। তাছাড়া নর্মার কথাটাও ভাবি, ওর মা দুবছর আগে মারা যায়। আমি মেরীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে নর্মার সমস্ত দায়িত্ব নেবার কথাই বলেছিলো। অতএব আমার ফিরে আসার কোনই বাধা ছিলোনা।'

পোয়ারো রেস্টারিকের পিছনে দেয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকালেন। গ্রামের বাড়ির চেয়ে এখানে ছবিটা ঢের বেশি আলোয় রাখা ছিলো। ছবিটায় ডেস্কের সামনে উপবিষ্ট লোকটিকে আর স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছিলো। সেই তীক্ষ্ণ চিবুক, বাঁকানো ভ্রূ, মাথার আকৃতি—তার ছবিটিতে এমন একটা জিনিস ছিলো যা চেয়ারে উপবিষ্ট মানুষটির মধ্যে ছিলো না—আর তা হলো যৌবন!

আরও একটা চিন্তা পোয়ারোর মাথায় খেলে গেলো। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক গ্রামের বাড়ি এঁকে প্রতিকৃতিটি লন্ডন আফিসে নিয়ে এসেছেন কেন? তার ও তার দুটি প্রতিকৃতিই একই জোড়ার ছবি, আর এ'দুটি এঁকেছিলেন প্রতিকৃতি আঁকায় দক্ষ সেমমায়ের এক বিখ্যাত শিল্পী। পোয়ারোর মনে হলো এ দুটো ছবিই একসঙ্গে রেখে দিলেই মানাতো, আঁকার সময় উদ্দেশ্যটাও হয়তো তাই ছিলো। অথচ রেস্টারিক একটা ছবি সরিয়ে এনেছেন, তার নিজের ছবি। এটা কি তার কোন অহং ভাব—নিজেকে শহরের মানুষ বলে জাহির করার চেষ্টা, শহরের মানুষ একজন বলে? অথচ তিনি জীবন কাটিয়েছেন বনা এলাকায়। নাকি প্রেরণা জাগানোর উদ্দেশ্যই এর প্রয়োজন? 'হয়তো নিছক অহমিকা বোধই এর কারণ', ভাবলেন পোয়ারো। 'আমিও মাঝে মাঝে অহমিকার শিকার হই', কথাটাও জাগলো পোয়ারোর মনে।

দুজনের ভাবনার অবকাশে কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হতেই রেস্টারিক নর্মা প্রার্থনার ভঙ্গীতে নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি আমার জীবনকাহিনী শুনিয়ে ফেললাম।'

'ক্ষমা চাইবার কিছু নেই, মিঃ রেস্টারিক। আপনি যে কাহিনী শোনালেন তা আপনার মেয়ের জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকতে পারে। আপনি আপনার মেয়ের জন্য চিন্তিত। তবে আমার মনে হয়না আসল কারণটা আমাকে বলেছেন। আপনি তাকে খুঁজে পেতে চান বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাকে খুঁজে পেতে চাই।'

'ঠিক, আপনি তাকে খুঁজে পেতে চান, কিন্তু সেটা আমার মাধ্যমেই তা চাইছেন কি? আহ্, ইতস্তুতঃ করবেন না। জীবনে নম্রতার প্রয়োজন আছে বটে—তবে এখানে তার দরকার নেই। শুনুন। আমি এরকুল পোয়ারো বলছি, সত্যিই যদি আপনার মেয়েকে খুঁজে পেতে চান তাহলে আমার পরামর্শে পুলিশের কাছে যান। তাদের সমস্ত সুবিধা আছে। তাছাড়া তারা গোপনেও কাজ করতে পারে।'

'নেহাত অপারগ না হলে আমি কিছুতেই পুলিশের কাছে যাবোনা।'

'হ্যাঁ। তবে, দেখুন বেসরকারী গোয়েন্দাদের সম্পর্কে কিছুই জানিনা। কাকে কাকে বিশ্বাস করা যায় তারও ধারণা নেই। এমন কাউকে—।' 'আপনার সম্বন্ধে কিছু খবর রাখি। যেমন আমি শুনেছি যুদ্ধের সময় আপনি গোয়েন্দা দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, আমার নিজের কাকাই তা সমর্থন করেছেন। এটা জানা সত্য।'

পোয়ারোর মুখে সামান্য উন্নাসিকতার ভাব জাগলেও রেস্টারিক নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করলেন না। আসল ব্যাপারটা এক সম্পূর্ণ ধোঁকা—অবশ্য রেস্টারিক নিশ্চয়ই জানেন স্যার রোডারিক কতটা কম নির্ভরযোগ্য, বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তি আর চোখের দৃষ্টির ব্যাপারে—তিনি পোয়ারোর বক্তব্য পুরোপুরিই বিশ্বাস করেছিলেন। পোয়ারো তার ভ্রম সংশোধন করে নি। নিজের মনে তাঁর বিশ্বাস হলো, যাচাই না করে কিছুই বিশ্বাস না করা। প্রত্যেককে সন্দেহ করাই তাঁর প্রায় সারা জীবনের প্রথম মত।

'আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি', পোয়ারো বললেন, 'সারা জীবনে আমি অত্যন্ত সফল। অনেক ব্যাপারেই আমার সমকক্ষ কেউ ছিলোনা।'

যা হওয়া উচিত ছিলো সে তুলনায় রেস্টারিককে সামান্যই নিশ্চিন্ত মনে হলো। আসলে যে কোন ইংরাজের কাছে নিজের প্রশংসা করা সন্দেহেরই কাজ।

তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনার কি মনে হয়, মঁসিয়ে পোয়ারো? আমার মেয়েকে খুঁজে বের করতে পারেন বলে বিশ্বাস আছে আপনার?'

'পুলিশ যত দ্রুত পারবে পারে ততটা দ্রুত অবশ্য নয়, তবে আমি পারি। আমি ওকে খুঁজে বের করবই।'

'আর—আর তা যদি পারেন—।'

'আপনি এটা চাইলে, মিঃ রেস্টারিক, প্রাসঙ্গিক সব কথাই আমার জানা দরকার।'

'কিন্তু সবই তো আপনাকে বলেছি—সে কখন থেকে নিরুদ্দেশ, কোথায় ও থাকে। সেইসঙ্গে ওর বান্ধবীদের নামগুলোও আপনাকে দিতে পারি....।'

পোয়ারো প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকালেন। 'না, না, আমি বলছি আসল সত্যটাই আমায় জানান।'

'আপনি বলতে চান আপনাকে সত্য জানাই নি?'

'আপনি সমস্ত কথা বলেন নি। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে কাজে নামতে হলে অজানা সমস্ত কথাই জানতে হবে। আপনার মেয়ে তার সৎমাকে অপছন্দ করে। এটা পরিষ্কার। এতে রহস্যের কিছু নেই, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আপনাকে মনে রাখতে হবে সে বহুদিন আপনাকে নিয়ে এক আদর্শের ছবি গড়ে তুলেছিলো। বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়া কোন বিয়েতে যেকোন শিশুর স্নেহে প্রচন্ড আঘাত লাগা সম্ভব। হ্যাঁ, আমি কি বলছি আমি জানি। আপনি বলছেন শিশুরা ভুলে যায়। এটাও ঠিক। আপনার মেয়ে ভুলে যেতে পারতো একমাত্র আপনার মুখ বা কণ্ঠস্বরে। সে এক্ষেত্রে আপনার সম্পর্কে নিজস্ব ছবি এঁকে নিতো। আপনি চলে যান। সে চেয়েছিলো আপনি ফিরে আসুন। ওর মা ওকে বাবার কথা ভাবতে বারণ করেছিলেন নিশ্চয়ই, আর এরই জন্যে সে আরও বেশি আপনার কথা ভাবতে চেয়েছে। ওর কাছে আপনার মূল্য অনেক। যেহেতু সে

নিজের মার সঙ্গে বাবার কথা আলোচনা করতে পারেনি সেই জন্যেই তার কচি মন বিষিয়ে যায়, এজন্য যে দায়ী তার উপর। তার মনে এইভাবেই জাগে, 'বাবা আমায় ভালোবাসে, মাকে পছন্দ করে না। এর থেকেই জন্ম নেয় এক ধরণের আদর্শের ছবি, বাবা আর মেয়ের মধ্যে এক গোপন আঁতাত।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক, এধরণের মনস্তত্ত্ব আমি জানি। তারপর সে যখন জানলো আপনি বাড়ি ফিরে আসছেন তখন চাপা পড়া অনেক স্মৃতিই ওর মনে জেগে ওঠে। ওর বাবা ফিরে আসছে। ওরা দুজনে কত সুখী হবে। সৎমার কথা ওর মাথায় আসেনি যতক্ষণ না তাকে দেখেছে। তারপরেই ওর মধ্যে জাগ্রত হয় ঈর্ষা। জেনে রাখবেন এ অতি স্বাভাবিক। এর আরও কারণ আপনার স্ত্রী সুন্দরী, রুচিসম্পন্না, এটা ওর আত্মবিশ্বাসের চির ধরায়। সম্ভবতঃ ওর মধ্যে জাগে এক হীনমন্যতা। তাই বিমাতাকে দেখে ও ঘৃণা করতে শুরু করে। যেভাবে কৈশোরের উত্তরণে কোন শিশুমনের মেয়ে করে থাকে।'

'হ্যাঁ—,' রেস্টারিক একটু ইতস্তুতঃ করলেন। 'ঠিক এই কথাই ডাক্তারও বলেছিলেন তার কাছে যখন যাই—মানে—।'

'আহ্', পোয়ারো বলে উঠলেন। 'তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলেন? এর অবশ্যই কারণ ছিলো?'

'না, না, ঠিক তা নয়।'

'আহ্। এবকুল পোয়ারোর কাছে এ ধরণের উক্তি করবেন না। এটাও তুচ্ছ নয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই জনোই আমাকে জানান, কারণ তাহলে মেয়েটির মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারবো, ব্যাপারটা কি হবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন রেস্টারিক, তারপর মনস্থির করে নিলেন।

'এটা আপনাকে বিশ্বাস করেই বলছি, মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনার উপর আস্থা রাখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। গন্ডগোল কিসের হয়?'

'সেটা নিশ্চিত নই।'

'আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু করে? শিশুসুলভ নয় এমন কিছু? ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু? সেকি আক্রমণ করে বসে শারীরিকভাবে?'

'না, শারীরিক আক্রমণ নয়—তবে—কিছুই প্রমাণ করা যায়নি।'

'তাহলে?'

'আমার স্ত্রী শারীরিক সুস্থ—,' ইতস্তুতঃ করলেন রেস্টারিক।

'আহ্,' পোয়ারো বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বুঝেছি....কি ধরণের অসুস্থতা? হজম সংক্রান্ত সম্ভবতঃ? পেটের অসুখ?'

'আপনি অত্যন্ত দ্রুত বুঝে নেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। হ্যাঁ, হজম সংক্রান্ত। আমার স্ত্রীর ওই রোগটা বেশ ধাঁধায় ফেলে দেয় কারণ ওর স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো। ওরা ওকে হাসপাতালে পাঠায় পরীক্ষার জন্যে।'

'এর ফলাফল?'

'আমার ধারণা ওরা তেমন নিশ্চিন্ত হতে পারেনি....ও স্বাস্থ্য ফিরে পেতেই ওরা ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরই আবার গোলমাল দেখা দেয়। ওর সমস্ত খাদ্য ভালো করে পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় ওই খাবারে বিশেষ এক পদার্থ মেশানো হয়েছে।'

'সহজ কথায় কেউ তাকে আর্সেনিক প্রয়োগ করেছিলো। এটাই ঠিক তো?'

'হ্যাঁ ঠিক। খুব সামান্য পরিমাণে, পরে এটাই জটিলতার সৃষ্টি করে।'

'আপনি মেয়েকে সন্দেহ করেন?'

'না।'

'আমার ধারণা, আর কেইবা কবতে পারে? আপনি নিজের মেয়েকেই সন্দেহ করেছিলেন।

রেস্টারিক গভীর শ্বাস ফেললেন।

'খোলাখুলিই বললে, হ্যাঁ।'

পোয়ারো বাড়ি ফিরেই জর্জকে অপেক্ষারত দেখলেন।

'এডিথ নামে একজন মহিলা ফোন করেছিলেন, স্যর—।'

'এডিথ—' পোয়ারো ভ্রু কুঁচকে তাকালেন।

'তিনি মিসেস অলিভারের কাছে কাজ করেন শুনেছি। তিনি আপনাকে জানাতে বলেছেন মিসেস অলিভার সেন্ট গাইলস হাসপাতালে আছেন।'

'কেন তার কি হয়েছে?'

'শুনলাম তাঁকে—ইয়ে—কেউ আঘাত করেছে,' জর্জ অবশ্য পরের কথাগুলো জানালো না, যেটা হলো—'ওঁকে জানিও এর জন্যে উনিই দায়ী।'

পোয়ারো বলে উঠলেন, 'আমি আগেই ওঁকে সাবধান করে দিয়েছি—আমি—গতরাতে টেলিফোন করার সময়েই অস্বস্তি বোধ করেছি কোন জবাব পাইনি বলে। মেয়েরা এই রকমই।'

❑ বারো ❑

'একটা ময়ূর কেনা যাক,' আচমকা অভাবিত ভাবেই মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। কথাটা বলার সময় তাঁর চোখ বন্ধই ছিলো আর গলায় সামান্য তিক্ততাও স্পষ্ট।

তিনজন উপস্থিত মানুষই একটু চমকে গেলেন। মিসেস অলিভারের কাছ থেকে আরও একটা মন্তব্যও শোনা গেলো।

'মাথায় আঘাত করেছে।'

প্রথম যে মুখখানা তাঁর নজরে পড়লো তা একেবারে অপরিচিতই। এক তরুণ নোটবইতে কিছু লিখছিলো, তার হাতে পেন্সিল।

'পুলিশ,' মিসেস অলিভার বললেন।

'মাপ করবেন, কিছু বললেন মাদাম?'

'বললাম আপনি একজন পুলিশ, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'অপরাধমূলক আঘাত' বললেন মিসেস অলিভার, তারপর বেশ খুশি মনেই চোখ বন্ধ করলেন। একটু পরে চোখ খুলে ভালো করে চারিদিকে জরিপ করতে চাইলেন। তার মনে হলো বেশ পরিচ্ছন্ন একটা হাসপাতালেরই বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন, নিজের বাড়িতে নয়।

'হাসপাতালে না নার্সিংহোম', তিনি বলে উঠলেন।

একজন সিস্টার পাশেই বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিলো। মিসেস অলিভারের চোখে পড়লো চতুর্থ ব্যক্তিটি। 'কারো পক্ষেই এই গোঁফ ভুল করা সহজ নয়,' তিনি বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে কি করছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

এরকুল পোয়ারো এগিয়ে এলেন। 'আপনাকে সাবধান থাকতে বলেছিলাম মাদাম।'

'যে কেউই পথ হারাতে পারে,' আপন মনেই যেন কথাটা বললেন মিসেস অলিভার। 'মাথায় ব্যথা করছে।'

'খুবই স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই বুঝেছেন আপনার মাথায় কেউ আঘাত করেছে।'

'হ্যাঁ। সেই ময়ূর।'

পুলিশটি একটু বিহ্বলভাবে বলে উঠলো, 'মাপ করবেন, মাদাম, আপনি বলছেন একটা ময়ূর আপনাকে মেরেছে?'

'অবশ্যই। আবহাওয়ার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলাম।' ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য হাত তুলতে গিয়েই তিনি যন্ত্রনায় 'উঃ' বলে উঠলেন।

'রোগীর উত্তেজনা হতে দেবো না,' সিস্টার বলে উঠলো।

'আপনাকে কোথায় আক্রমণ করা হয় বলতে পারবেন?'

'একটুও ধারণা নেই, আমি রাস্তা হারাই, একটা স্টুডিও থেকে আসছিলাম। দারুণ নোংরা সেটা। অন্য ছেলেটা বোধহয় বেশ কদিন দাড়ি কামায়নি। তেলা জ্যাকেট পরা।'

'ওই লোকটাই আপনাকে আঘাত করে?'

'না, অন্যজন।'

'যদি সব খুলে বলেন।'

'তাই তো বলছি। কাফে থেকে ওকে অনুসরণ করছিলাম—তবে অনুসরণ করায় তেমন দক্ষতা নেই, অভ্যেসও নেই। খুবই কঠিন কাজ।'

তিনি এক দৃষ্টিতে পুলিশটির দিকে তাকালেন।

'এটাতো আপনাদের জানা', তিনি বললেন, 'মানে আপনারা লোককে অনুসরণ করে থাকেন। আমি ওয়ার্ল্ডস্ এন্ডে বাস থেকে নামি। আমি ভেবেছিলাম ও অন্যদিকে চলে গেছে, কিন্তু ও আমার পিছন থেকে হাজির হলো।'

'কে সে?'

'ময়ূর। আমাকে ও চমকে দেয়। ব্যাপারটা যখন উল্টো হয় তখন চমকে যাওয়ারই কথা, মানে আপনি অনুসরণ না করে আপনাকে কারও অনুসরণ করা। তখন থেকেই অস্বস্তি জেগেছিলো বেশ ভয় করছিলো। কেন তা জানিনা! ও বেশ নরমস্বরে কথা বললেও ভয় করছিলো। ও তখনই বললো 'আসুন আমাদের স্টুডিও দেখে যান' তাই জিরজিরে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠি। ওখানে সেই অন্য তরুণটি ছিলো—সেই নোংরা তরুন—সে মডেল হওয়া একটি মেয়ের ছবি আঁকছিলো। সে বেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দরীও। সকলেই বেশ ভালো ব্যবহার করে। এরপর চলে যাবো বলে আমি উঠে পড়ি। ওরা কিংসওয়ের রাস্তাও বলে দেয়। কিন্তু ওরা বোধহয় ঠিক বলেনি, বা আমিও ভুল করে থাকতে পারি, বারবার বাঁয়ে ডাইনে ঘোরার কথা মনে থাকেনি। যাই হোক নদীর কাছাকাছি একটা নোংরা জায়গায় পৌঁছই। অস্বস্তিটা তখন আর ছিলো না, অসর্তকও হয়ে পড়ি আর ঠিক তখনই ময়ূর আমাকে আঘাত করে।'

'উনি বোধ হয় ভুল বকছেন,' নার্স বলে উঠলো।

'না ভুল বকছি না,' মিসেস বললেন। 'কি বলছি আমি ঠিকই জানি।'

নার্সটি কিছু বলতে গিয়েই সিস্টারের ইঙ্গিতে থেমে গেলো।

'ভেলভেট আর সার্টিন, লম্বা কোঁকড়ানো চুল', মিসেস অলিভার বললেন।

'সার্টিন গায়ে ময়ূর? সত্যিকার ময়ূর, মাদাম? আপনি বলছেন চেলসীর কাছে একটা ময়ূর দেখেন?'

'সত্যিকার ময়ূর? অবশ্যই না,' মিসেস অলিভার উত্তর দিলেন। 'কি বোকার মত কথা। চেলসীর ধারে সত্যিকার ময়ূর কি করবে?'

এ প্রশ্নের অবশ্য উত্তর কেউ জানতো না।

'ও খুব জাঁকজমক,' মিসেস অলিভার বললেন, 'তাই ওর নাম দিয়েছি ময়ূর। সবটাই বাইরের, বৃথা অহঙ্কার। নিজের সম্বন্ধে ওর খুব গর্ব।' তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন। 'ডেভিড না কি যেন নাম। কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝেছেন?'

'আপনি বলছেন ওই ডেভিডই আপনাকে মাথায় আঘাত করে?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি।'

এরকুল পোয়ারো বলে উঠলেন, 'আপনি ওকে লক্ষ করেছিলেন?'

'না, ওকে দেখিনি,' মিসেস অলিভার বললেন, 'মনে হলো পিছনে কোন শব্দ শুনলাম। তাকাতে যেতেই ব্যাপারটা ঘটে গেলো। যেন একরাশ ইঁট মাথায় ভেঙে পড়লো। কিন্তু—আমি এবার ঘুমোবো।'

মাথা ঘোরাতে গিয়ে অস্ফুট শব্দ করে যেন চেতনা হারালেন মিসেস অলিভার এবার।

❑ তেরো ❑

পোয়ারো কদাচিত তার ফ্ল্যাটের চাবি ব্যবহার করেন। তাঁর পছন্দ প্রাচীন ব্যাপারটাই। বেল টিপে সপ্রতিভ জর্জের দরজা খোলার অপেক্ষাতেই তিনি থাকতে

চান। এখন অবশ্য হাসপাতাল থেকে আসার পর দরজা খুললেন মিস লেমন।

'দুজন অতিথি অপেক্ষা করছেন,' মিস লেমন চাপা গলায় বলতে চাইলেন। 'একজন মিঃ গোবি আর অন্যজনের নাম স্যার রোডারিক হর্সফিল্ড। কার সঙ্গে আগে দেখা করবেন জানিনা।'

'স্যার রোডারিক হর্সফিল্ডের সঙ্গে,' বললেন পোয়ারো। তাঁর মনে চকিতে চিন্তা জাগালো ইদানীং ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি হওয়া সম্ভব। মিঃ গোবি তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী মিস লেমনের টাইপ করার ছোট ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। মিস লেমন তাকে ওখানেই বসিয়ে রেখেছিলেন।

'আমি জর্জের সঙ্গে রান্নাঘরে এক কাপ চা খাচ্ছি', মিঃ গোবি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে মিস লেমনের মাথার পিছনে তাকিয়ে বললেন। 'আমার তেমন তাড়া নেই।'

মিঃ গোবি রান্নাঘরের দিকে মিলিয়ে যেতেই পোয়ারো বসার ঘরে ঢুকলেন। স্যার রোডারিক ঘরে পায়চারি করে চলেছিলেন। 'আপনাকে ধরতে পেরেছি,' অমায়িক ভঙ্গীতে বললেন তিনি। 'টেলিফোন জিনিসটা ভারি কাজের।'

'আমার নাম আপনার মনে ছিলো? খুব গর্ব বোধ করছি।'

'না, নামটা স্মরণে ছিলো না,' স্যার রোডারিক বললেন। 'নামটাম আমার তেমন মনে থাকে না। তবে কারো মুখ দেখলে আর ভুলিনা', গর্বিত স্বরে বললেন তিনি। 'না, আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করি।'

'ওহ্!' পোয়ারো একটু চমকে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো ঠিক এই কাজই স্যার রোডারিকের উপযুক্ত।

ওদের জানালাম কাকে খুঁজছি। বললাম একেবারে উপর মহলের কাউকে দিতে। এটাই আমার জীবনের ব্রত। দুনম্বর কাউকে মানিনা। সবসময় একেবারে উপরের স্তরে। ওদের বললাম আমি কে। বললাম একদম উপরের কাউকে চাই। পেলাম ও। লোকটি অতি ভদ্র। তাকে বললাম এমন কাউকে খুঁজছি যিনি একসময় মিত্রপক্ষে ফ্রান্সে ছিলেন। লোকটি অগাধ জলে পড়ে যেতে বললাম, সে একজন ফরাসী বা বেলজিয়ান, অ্যাকিলিস বা এই ধরণের নাম, ছোটোখাটো চেহারা। তারপর এও বললাম 'মস্ত একজোড়া গোঁফ।' তখনই সে বোধহয় বুঝলো আর জানালো টেলিফোন বইতে আপনার নাম পাবো। তবু বললাম পদবীটা অ্যাকিলিস বা হারকিউলিস গোছের ঠিক জানিনা। তখন সেই আমাকে দিলো। ভারি ভদ্রলোক বলতেই হবে।'

'আপনাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম', পোয়ারো বললেন। অবশ্য স্যার রোডারিক এরপর কি বলবেন তাঁর ধারণা ছিলোনা।

'যাই হোক, সটান এসে পড়লাম', স্যার রোডারিক বললেন।

'খুব আনন্দ পেলাম। কোন পানীয় আনতে বলি? চা, হুইস্কি আর সোডা বা কোন সিরাপ—।'

'না, না—একটু হুইস্কি চলতে পারে। তবে ডাক্তারের বারণ আছে। তবে ওরা

মূর্খ ছাড়া কিছু না, পছন্দনাই সবেতেই ওদের মানা।'

পোয়ারো বেল বাজিয়ে জর্জকে হুকুম দিতেই সে একটা বোতল আর গ্লাস রেখে গেলো।

'এবার বলুন, আপনার কি কাজে লাগতে পারি', পোয়ারো বললেন।

'আপনার জন্য একটা কাজ এনেছি', বলেই একটু চিন্তামগ্ন হলেন স্যার রোডারিক। পোয়ারোর সঙ্গে অতীতের পরিচয়ের বিষয়টা সম্ভবতঃ ভাবলেন তিনি।

'কিছু দরকারী কাগজ হারিয়েছে', গলা নামিয়ে বললেন তিনি, আর সেগুলো খুঁজে পেতেই হবে বুঝেছেন? ভাবলাম যেহেতু চোখের দৃষ্টিও তেমন নেই, স্মৃতিও মাঝে মাঝে গোল বাধাচ্ছে, তাই পরিচিত কারও কাছে যেতে হবে। সেদিন সময়মতই আপনি হাজির হন, তাই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই।

'খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে,' পোয়ারো বললেন। 'কাগজগুলো কি সংক্রান্ত জানতে পারি?'

'হম আপনি যখন সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন তখন এ প্রশ্ন করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন খুবই গোপনীয়। একেবারে অতিগোপনীয়। কিছু আদান প্রদান করা চিঠি। গোড়ায় তেমন দামি মনে হয়নি ওগুলো, তবে এখন রাজনৈতিক ব্যাপারটা বদলে গেছে। জানেন তো যুদ্ধ লাগার সময় কেমন ছিলো। তখন জানা যায় নি কে বন্ধু কে শত্রু। এক যুদ্ধে ইতালি আমাদের বন্ধু, অন্যযুদ্ধে শত্রু। প্রথম যুদ্ধে জাপান আমাদের মিত্র, পরের বারে তারা পার্ল হারবার উড়িয়ে দিলো। অবস্থাটা বোঝা শক্ত। আমি বলছি, পোয়ারো, আজকাল এই মিত্রতার ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে। রাতারাতিই তা বদলে যেতে পারে।'

'আর আপনি কিছু কাগজ হারিয়েছেন,' বৃদ্ধের এখানে আসার কথা ভেবেই পোয়ারো বললেন।

'হ্যাঁ আমার প্রচুর কাগজপত্র আছে। সম্প্রতি সেগুলো নাড়াচড়া করছিলাম। সবই ব্যাঙ্কে সাবধানে রাখা ছিলো। আসলে ব্যাঙ্ক থেকে সব এনে ভাবছিলাম একটা স্মৃতিচারণ লিখলে কেমন হয়। মন্টোগোমারী, অ্যালান ব্রুক আর অচিনলেক সবাই মুখ খুলেছে, সকলেই অন্য জেনারেলদের সম্বন্ধে লিখেছে। বলবো কি বুড়ো মোরাণ, এক নামী ডাক্তার, সেও তার রোগীদের নিয়ে লিখেছে। আরও কি দেখতে হবে কে জানে! তাই ভাবলাম যাদের চিনতাম তাদের কথা লিখলে মন্দ হয় না। তাই কাজ শুরু করলাম।'

'খুবই আগ্রহের ব্যাপার হবে', পোয়ারো বললেন।

'নিশ্চয়ই হবে! কাগজে অনেকের নামই বের হয়, লোকে অবাক হয়। অথচ তারা জানে না লোকগুলো একেবারে গাড়ল! আমি সবই জানি। এই সব নামীদামীরা যে কত ভুলই বলে শুনলে আশ্চর্য হবেন। তাই কাজে নেমে পড়লাম, একটা ছোট্ট মেয়ে সব গোছানোর জন্যেও ছিলো। ভারি ভালো মেয়ে, বুদ্ধিমতী। ইংরেজী অবশ্য ভালো জানেনা, তবু খুবই সাহায্যের। সব কাগজ দেখলাম কিন্তু যে কাগজগুলো সবচেয়ে দরকারী তা পেলাম না।'

'ওর মধ্যে ছিলো না?'

'না। ভেবেছিলাম ভুল হয়েছে, তাই আবার সব ঘাঁটলাম। আমি বলছি পোয়ারো, কেউ হাত সাফাই করেছে। এর কয়েকটা মোটেই দরকারী নয়। আসলে যা খুঁজেছিলাম তা গুরুত্বপূর্ণ নয়—মানে কেউ তা ভাবেনি, হলে ওটা আমাকে রাখতে দেওয়া হতোনা। তবু যাই হোক চিঠিগুলো ওর মধ্যে ছিলো না।'

'আমি গোপনীয়তা বজায় রাখবো অবশ্যই,' পোয়ারো বললেন, তাই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন?'

'তা মনে হয় না বৎস। কাছাকাছি এইটুকুই বলতে পারি বর্তমানে একজন যা বলে বেড়াচ্ছে অতীতে 'এই করেছেন' 'সেই করেছেন' বলে, সেটা যে একেবারেই সত্যি নয়, ওই চিঠিগুলোয় তা প্রমাণ হবে। প্রমাণ হবে লোকটা মিথ্যাবাদী! আমার মনে হয় না সব এখন ছাপা হবে। আমরা ওকে কিছু নকল পাঠিয়ে দিয়ে জানাবো আসলে সে যা বলছে তা এই। এরপর সব অন্যরকম ঘটে গেলে অবাক হবোনা। বুঝেছেন? এসব ব্যাপার তো আপনার ভালোই জানা আছে।'

'আপনার কথা ঠিকই, স্যার রোডারিক। আপনার কথার অর্থ ঠিকই বুঝতে পেরেছি, তবে এও বোধহয় জানেন কোন কিছু খুঁজে পাওয়া সহজ হয়না যদিনা কেউ জানে যে কি খুঁজে পেতে চায়, সেটা কোথায়ই থাকা সম্ভব।'

'প্রথম কাজ প্রথমে, আমি জানতে চাই কে ওগুলো সরিয়েছে, কারণ এটা দরকারী। আমার কাছে আরও দরকারী কাগজ থাকতে পারে কে তা ঘাটাঘাঁটি করেছে আমি তা জানতে চাই।'

'আপনার নিজের কোন ধারণা আছে?'

'এরকম থাকা উচিত ভাবছেন, অ্যাঁ?'

'মানে, এরকমই প্রথমতঃ হওয়া সম্ভব।'

'জানি। আমি যাতে বলি ওই ছোট্ট মেয়েটাই এটাই চান। তাহলে বলি, আমি মেয়েটাকে দোষী ভাবিনা। ও বলছে ও জানেনা, আমিও তা বিশ্বাস করি। বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ', পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝেছি।'

'প্রথমতঃ ওর বয়স খুবই অল্প। ওর ধারনাটাই হবেনা এগুলো এত দামী। এসব ওর জন্মেরও আগের।'

'কেউ ওকে কাজটা করতে বলে থাকতে পারে,' পোয়ারো বললেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা সত্যি হতে পারে, তবে না হওয়াটাও তাই।'

পোয়ারো আবার শ্বাস ফেললেন। স্যার রোডারিকের পক্ষপাতিত্ব পরিষ্কার। তিনি তাই বললেন, 'কার কার পক্ষে ওর কাছে যাওয়া সম্ভব ছিলো?'

'অবশ্যই অ্যান্ড্রু আর মেরীর, তবে অ্যান্ড্রুর এ ব্যাপারে আগ্রহ হবে মনেই হয় না। সে বরাবরই ভালো ছেলে ছিলো। অবশ্য ওকে যে ভালো ভাবে চিনেছি তাও নয়। ছুটির সময় ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতো এইমাত্র। ও বউকে ছেড়ে অন্য একটা সুন্দরী মেয়েরে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। তবে গ্রেসের মত স্ত্রী

থাকলে যে কোন মানুষেরই এরকম হতে পারে। তাকে যে বেশি দেখেছি তাও না। অ্যান্ড্রুর মত মানুষ গুপ্তচর ভাবা যায় না। আর মেরীও খালি গোলাপ গাছ ছাড়া কিছু জানে বলেও মনে হয় না। এছাড়া তিরাশি বছরের এক বৃদ্ধ মালী আছে, সে সারা জীবন গ্রামেই কাটিয়েছে, কয়েকটা পরিচারিকা হুভার মেশিন নিয়ে বাড়িতে ঘোরাঘুরিও করে। তা বলে এদের গুপ্তচর ভাবতে পারিনা। অতএব দেখছেন, বাইরের কেউ হতেই হবে। মেরী পরচুলা ব্যবহার করে অবশ্যই স্যর রোডারিক অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠলেন। 'মানে আমি বলতে চাই সে পরচুলা ব্যবহার করে বলে সে গুপ্তচর হবে তা ভাবা যায় না। আঠারো বছর বয়সের সময় জ্বরে ওর চুল উঠে যায়। কোন যুবতীর পক্ষে ক্ষতিটা বড় বেশি। ও পরচুলা ব্যবহার করে জানতাম না। হঠাৎ একদিন গোলাপের ঝোপে আটকে ওটা ছিটকে যাওয়ায় জানতে পারি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা।'

'আমার মনে হয়েছিলো ওঁর চুলের ব্যবহারটা যেন একটু অদ্ভুত' পোয়ারো, বললেন।

'যাই হোক এটা জেনে রাখুন সেরা গুপ্তচররা পরচুলা ব্যবহার করে না,' স্যর রোডারিক জানালেন। 'বেচারাদের প্লাষ্টিক সার্জনদের কাছে গিয়ে মুখের চেহারা বদলে নিতে হয়। যাই বলুন কেউ যে আমার কাগজপত্র ঘাঁটছিলো তাতে সন্দেহ নেই।'

'আপনি কাগজগুলো অন্য কোথাও—মানে কোনো ড্রয়ারে বা কোথাও রেখে থাকতে পারেন না? ওগুলো শেষ কবে দেখেন?'

'প্রায় এক বছর আগে। ভেবেছিলাম ওগুলো খুব কাজের হবে। কিন্তু ওগুলো কেউ হাতিয়েছে।'

'আপনি, আপনার ভাগ্নে, তার স্ত্রী বা বাড়ির কাউকে সন্দেহ করেন না। মেয়েটার ব্যাপার কি রকম?'

'নর্মা? হ্যাঁ, নর্মা একটু অন্যরকম বলতেই হবে। মানে, ও না জেনে অনেকে যেমন জিনিসপত্র সরায় তা করতে পারে, তবে ও আমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে ভাবতে পারছি না।'

'তাহলে আপনার মত কি?'

'ও বাড়িতে আপনি তো গেছেন। যে কোন লোকের পক্ষেই যে কোন সময় ঘরে ঢোকা সম্ভব। আমরা দরজা বন্ধ রাখিনা।'

'লন্ডনে গেলে আপনার নিজের ঘরও বন্ধ রাখেন না?'

'কখনও দরকার মনে করিনি। এখন অবশ্য তাই করি। কিন্তু এসব ভেবে আর লাভ কি? অনেক দেরি হয়ে গেছে। দরজার চাবিও অতি সাধারণ, যে কেউ ঢুকতে পারে। নিশ্চয়ই কেউ বাইরে থেকে এসেছিলো, আজকাল এই ভাবেই তো চুরি হয়। দিনের বেলা যে কেউ বাড়ির মধ্যে ঢুকে যে কোন ঘরে ঢুকে বাক্স ভেঙে যা ইচ্ছে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে গেলেও কেউ কিছু খেয়াল করে না। ওরা কেউ হয়তো মড, বীটনিক বা আজকাল কত অদ্ভুত নামেই ওদের ডাকা হয়, তাই। লম্বা চুল, নোংরা

নখ ওদের। এমন কাউকে ওখানে দেখেছিও। কেউ তো আর ওদের দেখলে বলেনা, 'কে হে তুমি?' তাছাড়া ছেলে না মেয়ে তাও বোঝা শক্ত। বেয়াড়া ব্যাপার। এরকম অনেকেই ওখানে দেখেছি, সব বোধহয় নর্মার বন্ধু। আগের দিনে ওদের ঢুকতেই দিতো না। তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিলেন, তখন দেখা গেলো কেউ হয়তো ভাই কাউন্ট এভারেস্ত্রে বা লেডি শার্লট মার্জোরিব্যাঙ্কস,' একটু থামলেন স্যর রোডারিক। 'কেউ যদি ও রহস্য ভেদ করতে পারে, সে হলো আপনিই, পোয়ারো।' হুইস্কির গ্লাস গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'তাহলে কাজটা নিচ্ছেন তো?'

'আমার যথাসাধ্যই করবো,' পোয়ারো বললেন।

সদরের ঘন্টা বেজে উঠলো এবার।

'সেই ছোট্ট মেয়েটা,' স্যর রোডারিক বললেন। 'ঠিক সময়ে এসেছে। চমৎকার তাই না। ওকে ছাড়া লন্ডনে ঘোরা যায় না, বুঝলেন। একেবারে অন্ধ বাদুড়ের মতই অবস্থা হয়। রাস্তাও পার হতে পারিনা।'

'আপনার চশমা নেই?'

'কোথাও হয়তো পড়ে আছে, চোখে লাগলেই পড়ে যায়, হারিয়েও ফেলি। তাছাড়া চশমা একেবারে পছন্দ হয় না। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের সময়েও খালি চোখেই দেখতে পেতাম, চমৎকার দৃষ্টি ছিলো।

'কোন কিছুই চিরদিন থাকেনা,' পোয়ারো বললেন।

জর্জের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো সোনিয়া। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওকে। পোয়ারোর মনে হলো ওর লাজুক ভঙ্গীর জন্যই এতো সুন্দর লাগছে।

'ধন্য হলাম, মাদমোয়াজেল,' পোয়ারো ওর হাতের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

'আশা করি দেরি করিনি, স্যর রোডারিক,' সোনিয়া বললো। 'আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়নি তো?'

'একদম ঠিক সময়ে এসেছো, খুকু,' স্যর রোডারিক বললেন। 'চমৎকার।' সোনিয়া একটু বিহ্বল হয়ে পড়লো।

'চা আর কিছু খাবার খেয়েছো নিশ্চয়ই। যেমন বলেছিলাম?' স্যর রোডারিক বললেন।

'না, ঠিক তা করিনি। একজোড়া জুতো কিনলাম। দেখুন না, কি সুন্দর, তাই না?' ও একটা পা বাড়িয়ে ধরলো।

ভারি দর্শনীয় পা। স্যর রোডারিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

'এবার আমাদের যেতে হবে, ট্রেন ধরতে হবে,' তিনি বললেন। 'আমি সেকেলে মানুষ ট্রেনই আমার পছন্দ। বেশ সময় মেনে চলে ওগুলো। মোটর গাড়ি ভিড়ে দরকারের সময় ঠিক পরপর আটকে যায়। হুঁঃ!'

'জর্জকে একটা ট্যাক্সির কথা বলবো?' এরকুল পোয়ারো বললেন। 'কোন অসুবিধা হবে না।'

'আমি একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি,' সোনিয়া বললো।

'দেখেছেন, ওর সব দিকেই নজর,' স্যর রোডারিক বললেন সোনিয়ার কাঁধে মৃদু

চাপর মেরে। সোনিয়ার দৃষ্টি লক্ষ্য করে, তারিফ করলেন পোয়ারো।

পোয়ারো ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বিদায় জানালেন। মিঃ গোবি ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে গ্যাসটা লক্ষ্য করে চলেছিলেন। পোয়ারো এবার জর্জকে দেখে বললেন, 'ওই ছোট্ট লেডি সম্পর্কে তোমার মত কি রকম জর্জ ?' কোন কোন ব্যাপারে জর্জের মতামত অভ্রান্তই হয়।

'মানে স্যার,' জর্জ উত্তর দিলো, 'যদি অনুমতি করেন তাহলে বলতে পারি, উনি লেডির প্রতি খুবই আসক্ত। একেবারে গদগদ।'

'মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছো,' পোয়ারো বললেন।

'এমন বয়সের ভদ্রলোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় এটা। আমার লর্ড মাউন্ট ব্রায়াণের কথা মনে পড়ছে। জীবনে খুব পোড় খাওয়া মানুষ ছিলেন। অথচ তার কান্ড শুনে অবাক হবেন, স্যার। একটি অল্প বয়সের মেয়ে তাকে কিছু খবর দিতে আসে। শুনে আশ্চর্য হবেন তিনি ওকে কি দেন। একটা সান্ধ্য পোশাক আর চমৎকার ব্রেসলেট। ওটা ছিলো ফরগেট-মি-নট। নীলকান্ত মণি আর হীরে বসানো। খুব দামী না হলেও কমও নয়। তারপর একটা লোমের কোট, অবশ্য সিল্ক নয়, রুশ দেশের। সঙ্গে সুন্দর একটা সান্ধ্য ব্যাগ। এরপর ওর ভাই টাকার টানাটানিতে পড়লো, যদিও ওর কোন ভাই ছিলো শুনিনি। লর্ড মাউন্টব্রায়াণ টাকা দিয়ে তাকে বাঁচালেন। সবই ভালবাসার টানে, মনে রাখবেন। এই রকম বয়সে ভদ্রলোকেরা প্রায়ই বুদ্ধিভ্রষ্ট হন।'

'কোন সন্দেহ নেই তোমার কথাই ঠিক, জর্জ,' পোয়ারো বললেন। 'তবে এতে আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর হলো না। আমার জিজ্ঞাসা হলো মেয়েটি সম্বন্ধে তোমার ধারনা কি ?'

'ওঃ ওই ছোট্ট লেডি, স্যার....মানে, স্যার ঠিক বলতে পারবো না। তবে উনি একটু অন্য ধরণের। কি করতে হবে এই ধরণের লেডিরা জানেনা।'

পোয়ারো একবার বসবার ঘরে ঢুকতে মিঃ গোবিও পিছনে চললেন। মিঃ গোবি নিজস্বভঙ্গীতে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে হাত মুঠো করে বসলেন। এরপর তিনি পকেট থেকে ছোট্ট একখানা নোটবই বের করে সোডার পাত্রের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলেন।

'পিছনের যে ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজ করতে বলেছিলেন তার জবাবে বলি,' মিঃ গোবি কথা শুরু করলেন। 'রেস্টারিক পরিবার খুবই সম্মানিত পরিবার। কোন কলঙ্কের ব্যাপার নেই। বাবা জেমস প্যাট্রিক রেস্টারিক খুবই বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। ঠাকুর্দাই ব্যবসার পত্তন করেছিলেন। ছেলে উন্নতি করেন। সাইমন রেস্টারিক ভালোই চালাচ্ছিলেন। তার বুকের দোষ দেখা দেয়, করোনারী। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার পর দুবছর আগে করোনারী থ্রম্বসিসে মারা যান।

'ছোট ছেলে অ্যান্ড্রু রেস্টারিক অক্সফোর্ড থেকে এসে প্রথমে ব্যবসায় যোগ দেন। বিয়ে করেন মিস গ্রেস বলডুইনকে। একটি সন্তান, মেয়ে নর্মা। স্ত্রীকে ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। এক মিস বিরেল তার সঙ্গে যান। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি। মিসেস অ্যান্ড্রু রেস্টারিক আড়াই বছর আগে মারা গেছেন। কিছুদিন

পঙ্গু হয়েছিলেন। মিস নর্মা রেস্টারিক মেডোফিল্ড গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন, তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই।'

মিঃ গোবি চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'পরিবারটি সম্পর্কে খারাপ অতএব কিছুই নেই।'

'কোন কুলাঙ্গার কেউ ছিলোনা, বা কোন পাগল?'

'আপাতদৃষ্টিতে নেই।'

'হতাশাব্যঞ্জকই বলা যায়,' পোয়ারো বললেন।

কথাটায় আমল না দিয়ে মিঃ গোবি নোট বইয়ের পাতা ওল্টালেন।

'ডেভিড বেকার। ইতিহাস ভালো নয়। দুবার বিচারে আবেক্ষমান ছিলো। পুলিশ ওর সম্পর্কে আগ্রহী। বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যাপারে পুলিশ ওকে সন্দেহও করে, কয়েকটা শিল্প চুরির ব্যাপারেও ওকে সন্দেহ হলেও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আয়ের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থেকেও তাকে ভালভাবেই দিন কাটাতে দেখা যায়। পয়সাওয়ালা মেয়েদের পছন্দ করে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা তাদের পয়সায় দিন কাটানোয় আপত্তি নেই, বা তাদের বাবার অর্থেও। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেনীর মানুষ তবে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, গোলমাল এড়ানোয় দক্ষ।'

মিঃ গোবি আচমকা পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'আপনি ওকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

'আপনার ধারণা কি জানতে পারি?'

'আপনার মতই,' পোয়ারো বললেন। 'জাঁক-জমকে দিন কাটাতে চায়।'

'মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়', মিঃ গোবি বললেন। 'মুশকিল হলো, মেয়েরা আজকাল কর্মঠ ভালো ছেলেদের দিকে তাকাতে চায় না। ওরা পছন্দ করে বাজে ছেলেগুলোকেই। 'ওদের বক্তব্য হলো 'বেচারিদের কোন সুযোগ নেই।'

'অনেকটা ঘুরে বেড়ানো ময়ূরের মত', পোয়ারো বললেন।

'অনেকটা ঠিকই বলেছেন,' মিঃ গোবি সন্দেহের সুরে বললেন।

'আপনার কি মনে হয় ও কাউকে আঘাত করতে পারে?'

'কেউ এ অভিযোগ করেনি। পারে না একথা না বলেও বলতে পারি এটা ওর এলাকা নয়। ও হলো মিঠে বুলির মানুষ।'

'না, তা অবশ্য ভাবিনি,' পোয়ারো উত্তর দিলেন। 'তবে ওকে কিনে ফেলা যায় বলছেন?'

'স্বার্থের প্রয়োজনে যে কোন মেয়েকে ত্যাগ করতে দেরি লাগেনা।'

চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন পোয়ারো। তার চোখের সামনে যেন সেদিনের দৃশ্যটা ফুটে উঠলো। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক একখানা চেক লিখছিলেন তিনি, ওটা লেখা হয় ডেভিড বেকারের নামে। বেশ মোটা অঙ্কেরই চেক। ডেভিড বেকার এই চেক নিতে কি আপত্তি করবে, ভাবলেন পোয়ারো। না বলেই তার মনে হলো। মিঃ গোবির মত অবশ্য আলাদা। অবাঞ্ছিত তরুণদের সব যুগেই এইভাবেই কেনা হয়। যেমনই হয়ে থাকে অবাঞ্ছিত মেয়েদেরও। ছেলেরা শপথ নেয় আর মেয়েরা ফেলে চোখের জল তবে টাকা হলো টাকা। নর্মার কাছে ডেভিড বিয়ের তাগাদা দিচ্ছে। সে কি

আন্তরিক? ওকি সত্যিই নর্মাকে ভালোবাসে? তা যদি হয় তাকে সহজে তাকে কেনা যাবে না। আপাত দৃষ্টিতে সে আন্তরিক বলেই মনে হয়। অন্ততঃ নর্মার বিশ্বাস তাই। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক, মিঃ গোবি আর এরকুল পোয়ারোর ভাবনা আলাদা, তাদের এক হওয়াই উচিত ছিলো।

মিঃ গোবি গলা সাফ করে আবার বলতে শুরু করলেন।

'মিস ক্লডিয়া রিথি-হল্যাণ্ড? তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। বাবা পার্লামেন্টের সদস্য, অর্থবান। কোন কলঙ্ক কাহিনী নেই অন্য সদস্যদের মত। শিক্ষিতা। কিছুকাল লেডি মার্গারেট বলের সেক্রেটারীর কাজ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারী। গত দু'মাস মিঃ রেস্টারিকের সেক্রেটারীর কাজ করছেন। দু'একজন ছেলে বন্ধু ছাড়া বিশেষ টান নেই। রেস্টারিক ও ওর মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথা শোনা যায়নি। সময়জ্ঞান ভালো। বোরোডিন ম্যানসানসে গত তিন বছর বাস করছেন। বেশ মোটা ভাড়া সেখানে। আরও দুজন সঙ্গে থাকে। বিশেষ কোন বন্ধু নেই। দ্বিতীয়জন, ফ্রান্সেস কেরী ক'বছর রয়েছেন। ওয়েডারবার্ন গ্যালারীতে কাজ করেন—বণ্ডস্ট্রীটের নামী জায়গা। ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম, বিদেশেও ছবির প্রদর্শনী করেন। সুইজারল্যাণ্ড আর পর্তুগালেও যান। শিল্পীদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব।'

মিঃ গোবি কিছুক্ষণ নোট বইয়ের পাতা উল্টে চললেন।

'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সব খবর পাইনি, পাবো বলে আশাও নেই। রেস্টারিক বেশ ঘুরে বেড়াতেন, কেনিয়া, উগাণ্ডা, গোল্ড কোস্ট, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায়। কেউ ওঁকে তেমন চেনে না। প্রচুর টাকা থাকায় ঘুরতে বাধা ছিলোনা। অচেনা, অজানা জায়গায় ঘুরেছেন। পাক্কা ভ্রমণবিলাসী। কারও সঙ্গে যোগাযোগের অভ্যাস নেই। অন্ততঃ বার তিনেক মারা গেছেন প্রচার হয়েছে—কিন্তু প্রত্যেকবারেই ফিরে আসেন। হয়তো অন্য কোন দেশ থেকে।

'এরপর হঠাৎ তাঁর ভাই লণ্ডনে মারা যান। ওঁকে খুঁজে বের করতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। ভাইয়ের মৃত্যুতে খুব আঘাত পান মনে হয়। যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে বোধহয় ভেবে নেন বা হয়তো উপযুক্ত সঙ্গিনী পেয়ে থাকবেন। ওঁর চেয়ে বয়সে ঢের কম, শিক্ষিকা ছিলেন সম্ভবতঃ। যাই হোক মনস্থির করে এবার ইংল্যাণ্ডেই ফিরে আসেন। ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশ অর্থবানও হয়ে ওঠেন।'

'বেশ সফলতা আর অসুখী মেয়ের কাহিনী', পোয়ারো বলে উঠলেন। 'মেয়েটি সম্পর্কে আরও জানতে পারলে ভালো হত। কারা ওর কাছাকাছি ছিলো। কে ওর উপর প্রভাব ফেলতে পারে, আসলে কে প্রভাব ফেলেছে। ওর বাবা, সৎমা, যে ছেলেটিকে ও ভালোবাসে, যাদের সঙ্গে ও লণ্ডনে থাকে আর কাজ করে, এদের সকলের কথা। আপনি নিশ্চিন্ত এই মেয়েটির সঙ্গে কোন রকম মৃত্যুর সম্বন্ধ নেই?

'জানা যায়নি,' মিঃ গোবি উত্তর দিলেন। 'হোমবার্ড নামে এক প্রতিষ্ঠানে ও কাজ করেছে, প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যায়, ওকে টাকা পয়সাও দিতে পারেনি। সৎমা কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন, গুজব ছড়ালেও কিছু আবিষ্কার করা যায়নি।'

'তিনি মারা যাননি,' পোয়ারো বললেন। 'আমি যা চাই,' তিনি যেন একজন রক্তপিপাসুর মতই বলে উঠলেন, 'তা হলো একটা মৃত্যু।'

মিঃ গোবি নোটবই বন্ধ করে এবার উঠে পড়লেন। 'আর কিছু জানতে চান?'

'খবর হিসেবে নয়।'

'ঠিক আছে, স্যার। মাপ করবেন, একটু অন্য প্রসঙ্গ তুলছি, কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটি এসেছিলেন—।'

'হ্যাঁ, তার কোন ব্যাপার?'

'মানে—এ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে মনে হয় না। শুধু উল্লেখ করতেই চেয়েছিলাম।'

'বসুন। ওকে আগে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে।'

'কোথায় দেখেন?'

'কিউ গার্ডেনসে।'

'কিউ গার্ডেনসে?' পোয়ারো একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'আমি ওকে অনুসরণ করিনি, ওর সঙ্গে যে দেখা করতে আসে তাকেই লক্ষ্য করছিলাম।'

'সে কে?'

'আপনাকে বলায় বাধা নেই, তিনি হার্জো গোভিনিয়ান দূতাবাসের একজন অধস্তন কর্মী।'

ভ্রূ তুললেন পোয়ারো। 'আশ্চর্য ব্যাপার! কিউ গার্ডেনস্। মেলামেশার চমৎকার জায়গা সন্দেহ নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিলো।'

'ওরা কথাবার্তা বলেছিলো?'

'না, স্যার, যেন পরস্পরকে চিনতোই না। ওই তরুণীর কাছে একখানা বই ছিলো, সে একটা জায়গায় বসেছিলো। কিছুক্ষণ বইখানা পড়ে সে পাশে দেয়। এরপরেই আমার ওই লোকটি এসে ওর পাশে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে তরুনীটি উঠে চলে যায়। লোকটিও এরপর উঠে পড়ে, সে শুধু সঙ্গে নিয়ে যায় তরুণীর ফেলে যাওয়া বইখানা। এই হলো সব ঘটনা, স্যার।'

'হ্যাঁ, খুবই চিত্তাকর্ষক', পোয়ারো বললেন।

এরপর বুককেসের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিলেন মিঃ গোবি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো।

'বড় বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে। গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তি। অথচ আমার দরকার একটা সাধারণ খুন। আমার এখন মনে হচ্ছে এই খুনের জন্ম হয়েছে কোন ড্রাগ আসক্তের মস্তিষ্কেই!'

❑ চৌদ্দ ❑

'সুপ্রভাত, মাদাম', পোয়ারো মাথা নুইয়ে মিসেস অলিভারের হাতে একটা সুন্দর ফুলের গুচ্ছ ভিক্টোরিয় যুগের কায়দায় তুলে দিয়ে বললেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো। খুব খুশি হলাম, ঠিক আপনারই উপযুক্ত কাজ।'

'আমি সুস্থ হয়ে ওঠার শুভকামনা জানাতে এসেছি।'

'হ্যাঁ, মনে হয় সুস্থ হয়ে উঠেছি আবার', মিসেস অলিভার বললেন, 'তবে মাঝে মাঝে বড় মাথাব্যথা হয়।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মাদাম, বিপজ্জনক কিছু না করাই ভালো।'

'অর্থাৎ মাথা না গলানো। আর সেটাই করে বসি। সে সময় বেশ একটা ভয়ের অনুভূতিও জেগেছিলো। অথচ এটা লন্ডন শহর, সেখানে ভয় পাবোই বা কেন? কোন ফাঁকা জায়গা তো নয়।'

পোয়ারো চিন্তিত ভঙ্গীতে তাকালেন। তাঁর মনে জাগলো সত্যিই কি মিসেস অলিভারের বিপদের অনুভূতি তখনও জেগেছিলো? নাকি সব ব্যাপারটাই পরে গড়ে তোলা কল্পনা? অনেকেই এ রকম করেন শোনা যায়। মিসেস অলিভার কি ধরণের মানুষ?

পোয়ারো জানতেন মিসেস অলিভারের মত হল তিনি তাঁর অনুভূতির ব্যাপারে বিখ্যাত। প্রায়ই তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন তাঁর কথা এক্ষেত্রে ঠিক।

'এই ভীতি কখন টের পেয়েছিলেন?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'প্রধান রাস্তা যখন ছেড়ে যাই,' মিসেস অলিভার উত্তর দিলেন। 'এর আগে পর্যন্ত সব ঠিক ছিলো—বেশ আনন্দই মনে হচ্ছিলো, বেশ উত্তেজনাও হচ্ছিলো। তবে মাঝে মাঝে বিরক্তি হচ্ছিলো।' একটু থামলেন তিনি। 'অনেকটা খেলার মতই। একটু পরে আর খেলা রইলো না। চারদিকে ছোট ছোট পথ, ভাঙাচোরা বাড়ি, সবই কেমন অদ্ভুত। সব কিছুর মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব।'

'জঙ্গলের মত?' পোয়ারো বললেন। 'যা বর্ণনা করলেন তাতে জঙ্গল বলেই মনে হয়। আপনার মনে হলো আপনি একটা জঙ্গলে হাজির হয়েছেন আর একটা ময়ূরের ভয় পাচ্ছেন?'

'ওকে ভয় পেয়েছিলাম তা বলছি না, কারণ ময়ূর কোন মারাত্মক প্রাণী নয়। ওকে ময়ূর ভেবেছি যেহেতু ও বেশ জমকালো ভাবে থাকে। ময়ূর তো তাই, আর ছেলেটাও ওই রকম।

'আপনাকে আঘাত করার আগে কেউ আপনাকে অনুসরণ করছিলো কিনা টের পাননি?'

'না। তবে আমি এটা জানি ও আমাকে ভুল পথ দেখায়।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন।

'তবে এটাও ঠিক ময়ূরই আমাকে মেরেছে,' মিসেস অলিভার বললেন। 'আর কে হবে? ওই তেল্লা জামা পরা নোংরা ছেলেটা? ওর গা থেকে গন্ধ ছাড়লেও ও

ভয় জাগায় নি। আর ওই ফ্রান্সেস না কি নামের মেয়েটাও হতে পারে না—ও একটা প্যাকিং বাক্সের উপর মাথার চুল ছড়িয়ে বসেছিলো। ওকে ঠিক সিনেমার শিল্পী বলেই মনে হচ্ছিলো।

'আপনি বলছেন ও মডেলের কাজ করছিলো?'

'হ্যাঁ। তবে ময়ূরের জন্য নয়, ওই নোংরা ছেলেটার জন্য। জানিনা ওকে আপনি দেখেছেন কিনা।'

'না, সে আনন্দ পাওয়ার সুযোগ মেলেনি—অবশ্য আনন্দের ব্যাপার হলে।'

'যাই হোক সে কেমন অপবিচ্ছন্ন ভঙ্গীর সুদর্শনই বলা চলে। বেশ প্রসাধনও করে। রঙ বেশ ফর্সা, ম্যাসকরাও ব্যবহার করে, মুখের উপর এলোমেলো চুল ছড়ানো। কোন গ্যালারী না কোথায় যেন কাজ করে। আজকালকার বীটনীকদের মত মেয়ে মডেলের কাজও করে মনে হয়। এই মেয়েগুলো কিভাবে যে পারে। আমার মনে হয় ও হয়তো ওই ময়ূরের প্রেমে পড়ে থাকতে পারে। তবে খুব সম্ভব ওই নোংরা ছেলেটার। যাই বলুন ও আমার মাথায় আঘাত করে, ভাবা যায় না।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি, মাদাম। হয়তো কেউ আপনাকে ডেভিডকে অনুসরণ করতে দেখে আপনাকে অনুসরণ করে।'

'ডেভিডের পিছনে আমাকে যেতে দেখে আমাকে তারা অনুসরণ করে?'

'অথবা কেউ হয়তো আগে থেকেই চত্বরে লুকিয়ে ছিলো, আর লক্ষ রাখছিলো।'

'এ একটা কথা বটে,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'ভাবছি লোকগুলো কারা হতে পারে।'

পোয়ারো হতাশ ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কঠিন—বড় কঠিন সমস্যা। লোকের সংখ্যা বড় বেশি। কোন কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি একটি মেয়েকে সে বলেছে সে একটা খুন করে থাকতে পারে। ব্যাস, এইটুকুই।'

'কঠিন বলতে কি বোঝাচ্ছেন?'

'চিন্তা করার চেষ্টা করুন,' পোয়ারো বললেন।

চিন্তা ব্যাপারটা কোনদিনই মিসেস অলিভারের পছন্দ নয়।

'আপনি সব কেমন গুলিয়ে দিতে চান,' অভিযোগের ভঙ্গীতে বললেন মিসেস অলিভার।

'আমি একটা খুনের কথা বলছি, কিন্তু কোন খুন?'

'সংমা'র খুন সম্ভবত, তাই না?'

'কিন্তু সংমা আদৌ খুন হননি। তিনি জীবিত।'

'আপনি সত্যিই মানুষকে পাগল করে তুলতে পারেন,' মিসেস অলিভার বললেন।

দুহাতে আঙুল পরস্পর ঠেকিয়ে পোয়ারো সোজা হয়ে চেয়ারে বসতেই মিসেস অলিভারের মনে হলে সব ব্যাপারটা উপভোগ করতে চান পোয়ারো।

'আপনি চিন্তা করার ব্যাপারে আপত্তি করছেন,' তিনি বললেন। 'অথচ এক

'জায়গায় পৌঁছতে গেলে এটা চাইই।'

'আমার চিন্তার প্রয়োজন হবে না। আমি জানতে চাই আমি হাসপাতালে থাকার সময় আপনি কি করলেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছেন। কি করেছেন?'

পোয়ারো প্রায় অগ্রাহ্যই করলেন প্রশ্নটা।

'একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। একদিন আপনি আমাকে ফোন করলেন। আমি বেশ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছিলাম। কথাটা স্বীকার করি, সত্যিই যন্ত্রনায় ছিলাম। অত্যান্ত বেদানাদায়ক কিছু আমাকে বলা হয়েছিলো। আপনিই এরপর আমাকে উৎসাহ দিলেন, মন ভালো করে তুললেন, চমৎকার চকোলেট খাওয়ালেন। শুধু তাই নয়, আমাকে সাহায্য করবেন জানালেন, আর সাহায্য করলেনও। আপনি একটি মেয়েকে খুঁজে পেতে সাহায্য করলেন যে আমার কাছে এসে বলেছিলো সে একটা খুন করে থাকতে পারে? এবাব নিজেদেব প্রশ্ন কবি আসুন মাদাম, এই খুনের ব্যাপাবটা কি। কে খুন হয়েছে? কোথায় খুন হয়েছে? আর কেনই বা খুন হয়েছে?'

'ওঃ থামুন,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'আবার আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো।'

পোয়ারো গ্রাহ্যই করলেন না। 'সত্যিই কোন খুনের বিষয় আমবা জানি? আপনি সৎমার কথা তুললেন—কিন্তু তিনি মারা যাননি—অতএব খোঁজ নিতে শুরু করলাম কে খুন হয়েছে? একজন আমার কাছে উপস্থিত হয়ে একটা খুনের কথা জানালো। যে খুন কোথাও কোনভাবে হয়ে থাকবে। আমি সেই খুনের খোঁজ পেলাম না। আপনি বলছেন মেরী রেস্টারিককে খুনের চেষ্টাই সেই খুন, কিন্তু এতে এরকুল পোয়ারো সন্তুষ্ট নয়।'

'আর কি আপনার দরকার বুঝতে পারছি না,' মিসেস অলিভার বললেন।

'আমি চাই একটা খুন,' এরকুল পোয়ারো জবাব দিলেন।

'একজন রক্তপিপাসু প্রাণী বলেই আপনাকে মনে হচ্ছে।'

'একটা খুনের খোঁজ করেও সেটা পাচ্ছি না। এটা অসহ্য—তাই আপনাকে আমার সঙ্গে চিন্তা করতে বলছি।'

'একটা দারুন কথা মনে পড়েছে,' মিসেস অলিভার বললেন। 'ধরুন, অ্যান্ড্রু রেস্টারিক তাড়াতাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার সময় প্রথম স্ত্রীকে খুন করেন। এই সম্ভবানার কথাটা ভেবেছেন?'

'না, এটা, আদৌ ভাবিনি,' পোয়ারোকে উৎসাহী মনে হোল না।

'আমি কিন্তু ভেবেছি,' মিসেস অলিভার বললেন। 'ভারি মজার ব্যাপার। ভদ্রলোক অন্য স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসতেন, অতএব স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে নিয়ে পালাতে চাইলেন। তাই প্রথম স্ত্রীকে খুন করে ফেললেন, সেটা কেউ সন্দেহ করলো না।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস টানলেন। 'ভদ্রলোকের স্ত্রী উনি দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যাওয়ার এগারো কি বারো বছরের আগে মারা যাননি, আর এই শিশু কন্যার পক্ষে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তার মাকে হত্যা করা সম্ভব নয়।'

'ও ওর মাকে ভুল অসুধ দিয়ে থাকতে পারে, অথবা রেস্টারিক বাজে কথা বলে

থাকতে পারেন, সে হয়তো মারা যায়নি। তাছাড়া সে যে মারা গেছে আমরা কেউই জানিনা।'

'আমি জানি,' পোয়ারো বললেন। 'আমি খোঁজ নিয়েছি। প্রথম মিসেস রেস্টারিক মারা যান ১৯৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল।'

'এসব কিভাবে জানলেন?'

'আমি একজনকে খোঁজ করতে লাগিয়েছিলাম। আপনাকে অনুরোধ, করছি মাদাম, অসম্ভব সব সম্ভাবনার কথা বলবেন না।'

'আমি ভেবেছিলাম আমি বেশ বুদ্ধিমতী,' মিসেস অলিভার একগুঁয়ের মতই বললেন। 'আমার বইয়ে এরকম ব্যাপার থাকলে এমনটাই করতাম। ওই শিশুই হয়তো খুনী। না জেনেই ও ওর বাবার দেওয়া বিষ মেশানো পানীয় ওর মাকে দিতো।'

'না, না, এমন অদ্ভুত কিছু ঘটেনি।' পোয়ারো বলে উঠলেন।

'ঠিক আছে। আপনার যা ইচ্ছে তাই বলুন।'

'হায়, আমার বলার মত কিছুই নেই। একটা খুনের খোঁজ করছি, অথচ সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'মেরী রেস্টারিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গিয়ে ভালো হয়ে ফের ফিরে এসেই অসুস্থ হলেও না? ওরা যদি ঠিক মত খোঁজ করতো ওকে নিশ্চয়ই কোথাও নর্মার লুকিয়ে রাখা আর্সেনিক বা ওই রকম খুঁজে পেত।'

'ঠিক তাই ওরা পেয়েছিলো।'

'তাহলে আবার কি চাইছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'কথাগুলোর ভাষা ঠিক লক্ষ্য করবেন। মেয়েটি জর্জের কাছে যা বলেছিলো ঠিক সেই কথাই আমাকে বলে। সে কোন বারেই বলেনি, 'আমি কাউকে খুন করার চেষ্টা করছি 'আমি আমার সৎমাকে মারার চেষ্টা করেছি।' সে দু'বারেই যা বলেছিলো সেটা অতীত কালের। অর্থাৎ এমন কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিলো।'

'না, আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি,' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। 'আপনি বিশ্বাসই করতে চান না নর্মা ওর সৎমাকে মারার চেষ্টা করে।'

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি নর্মা ওর সৎমাকে মারার চেষ্টা করে থাকতে পারে, হয়তো সেটাই ঘটেছিলো—মনস্তত্বের দিক থেকে এটা সম্ভব। এর মানসিক গঠনের দিক থেকেও। তবে সেটা প্রমাণ হয়নি। যে কেউই, বাড়ির যে কোন লোকই নর্মার জিনিসপত্রের মধ্যে আর্সেনিক লুকিয়ে রাখতে পারে। এমন কি মহিলার স্বামীও।'

'আপনার সবসময়েই ধারণা স্বামীরাই শুধু স্ত্রীদের খুন করে,' মিসেস অলিভার বললেন।

'স্বামীরাই সব থেকে সন্দেহভাজন হয়,' এরকুল পোয়ারো উত্তর দিলেন। 'তাই তাদের কথাই প্রথমে ভাবতে হয়। এক্ষেত্রে নর্মা, পরিচারকদের কেউ, অন্য মেয়েটি বা সার রোডারিকও হতে পারে। বা কে জানে হয়তো মিসেস রেস্টারিক নিজেই।'

'যতসব বাজে কথা। কেন?'

'হাজারো কারণ থাকতে পারে, কষ্টকল্পিত হলেও সন্দেহ হতে পারে।'

'সত্যি, মঁসিয়ে পোয়ারো সকলকেই সন্দেহ করতে পারেন না।'

'ঠিক বলেছেন, এটাই আমার কাজ। প্রত্যেককেই আমি সন্দেহ করি। প্রথমে সন্দেহ করি, তারপর কারণ অনুসন্ধান।'

'ওই বেচারী বিদেশী মেয়েটির কি কারণ থাকা সম্ভব?'

'এটা নির্ভর করছে সে ওই বাড়িতে কি করে, ওর ইংল্যান্ডে আসার কারণই বা কি, আরও এই রকম কিছু।'

'আপনি সত্যিই উন্মাদ।'

'তাছাড়া ওই ডেভিড নামে ছেলেটিও হতে পারে। আপনার ময়ূর।'

'বড্ড দূর-কল্পনা। ডেভিড ওখানে ছিলো না, ও বাড়ির কাছেও যায়নি।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই গেছে। আমি যখন যাই ওকে বাড়িব মধ্যে ঘুরতে দেখেছি।'

'কিন্তু নর্মার ঘরে বিষ রাখতে দেখেন নি তো।'

'কি করে জানলেন?'

'ও আর ছেলেটা পরস্পরকে ভালোবাসে।'

'অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে তাই, স্বীকার করছি।'

'আপনি সবকিছু কেমন গোলমেলে করে দিতে চান সবসময়', অনুযোগ করলেন মিসেস অলিভার।

'মোটেই না। জিনিসগুলো আমার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। আমি খবর চাই, আর যে খবর দিতে পারে, সেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'তার মানে নর্মা?'

'হ্যাঁ, নর্মা।'

'কিন্তু সে তো অদৃশ্য হয়নি, আমি আর আপনিই তাকে খুঁজে বের করেছি।'

'সে কাফে থেকে বেরিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।'

'আর আপনি তাকে যেতে দিলেন?' মিসেস অলিভারের গলায় অভিযোগের সুর জেগে উঠলো।

'দুঃখেরই কথা।'

'আপনি ওকে যেতে দিলেন?' তাকে আবার খুঁজে পাওয়ারও চেষ্টা করলেন না?'

'আমি বলিনি ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি।'

'কিন্তু এখনও সফল হননি। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি সত্যিই আপনার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছি।'

'সবকিছুর মধ্যেই একটা ছক রয়েছে,' স্বপ্নালু স্বরে পোয়ারো বলে উঠলেন। 'হ্যাঁ, একটা ছক। কিন্তু যেহেতু সূত্রের খোঁজ মিলছে না তাই ছকটার কোন অর্থ পাচ্ছি না। এটা আপনার নজরে পড়েনি?'

'না,' মিসেস অলিভার বললেন, তাঁর মাথা ব্যথা করছিলো।

পোয়ারো শ্রোতাকে শোনানোর চেয়ে প্রায় আপন মনে বলে চললেন। মিসেস

অলিভার পোয়ারোর সম্পর্কে বেশী অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন রেস্টারিক মেয়েটাকে খুঁজে পেয়ে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন পোয়ারোকে আর নিজে অন্য সঙ্গীকে অনুসরণ করেছিলেন। তারপরেও পোয়ারো কিনা ওকে হারিয়ে বসলেন। তাঁর ধারণাও হলো না পোয়ারো সত্যিই কিছু করেছেন কিনা। তার সম্পর্কে সত্যিই তিনি হতাশ। কথা বলা বন্ধ করলেই তিনি কথাটা ওঁকে বলবেন।

পোয়ারো কিন্তু বেশ শান্ত আর সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর ছকের বর্ণনা করে চলেছিলেন।

'এটা খাঁজে খাঁজে আটকে যায়। তাই এটা এমন কঠিন জিনিস। এর একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে ওঠে আর তাই হঠাৎ দেখবেন এটি এমন কিছুর বিষয়ে বলতে চায় যা রয়েছে ছকের বাইরে। কিন্তু এটা ছকের বাইরে নয়। তাই এটি আরও বেশি সংখ্যক লোককে সন্দেহের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসে। কিন্তু কি সন্দেহ? এটাও কারও জানা নেই। প্রথমেই রয়েছে ওই মেয়েটি, আর গোলমেলে ছকের মধ্যেই আমাদের খুঁজে পেতে হবে কাঁটা হয়ে থাকা প্রশ্নের উত্তর। মেয়েটি কোন কিছুর শিকার, না, ওর কোন বিপদ ঘটতে চলেছে? নাকি মেয়েটি অতি চালাক? কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ও এই রকম ভাব প্রকাশ করেছে? এর যে কোনটাই মনে করতে পারি। আমার আরও কিছু প্রয়োজন। আরও একটা নির্দিষ্ট কিছু, আমি জানি এটা কোথাও অবশ্যই আছে।'

মিসেস অলিভার তার হাত ব্যাগ ঘাঁটতে লাগলেন।

'যখনই চাই অ্যাসপিরিনের বড়িগুলো কখনই খুঁজে পাই না,' তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন।

'আমরা একটা সম্পর্কের কথা জানি যেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাবা, মেয়ে আর বিমাতা। তাদের জীবন পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা। এছাড়া রয়েছে বয়স্ক এক কাকা, একটু পাগলাটে। থাকেন ওদেরই সঙ্গে। আরও রয়েছে সোনিয়া নামে মেয়েটি। তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ওই কাকার। সে ওঁরই কাছে কাজ করে। ওর ব্যবহার সুন্দর মার্জিত। বৃদ্ধ এর সম্পর্কে গদ্গদ। ও বাড়িতে ওর ভূমিকা কি?'

'বোধহয় ইংরাজী শিখতে চায়,' মিসেস অলিভার বললেন।

'সে কিউ গার্ডেনসে হার্জো গোভিলিয়ান দূতাবাসের কারও সঙ্গে দেখা করে। সে দেখা করেও লোকটির সঙ্গে কথা বলে না। যে ওর বই ফেলে এলে লোকটি সেটা তুলে নেয়—।'

'এসব কি বলছেন?' মিসেস অলিভার বলে উঠলেন।

'এর সঙ্গে কি অন্য ছকটির কোন সম্পর্ক আছে? সেটা এখনও আমরা জানিনা। এটা মনে হয় না আবার অসম্ভবও নয়। মেরী রেস্টারিক কি কিছু করে ফেলেছেন যেটা মেয়েটির পক্ষে বিপজ্জনক?"

'এটা নিশ্চয়ই বলছেন না এর সঙ্গে গুপ্তচর বৃত্তির মত কিছু জড়িত?'

'এটা বলছি না, শুধু ভাবছি।'

'আপনি বললেন বুড়ো স্যর রোডারিক একটু ক্যাপা।'

'উনি ক্ষ্যাপা কিনা জানিনা। যুদ্ধের সময় উনি বেশ নামী মানুষ ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ওঁর মাধ্যমে পাঠানো হত। গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ওকে লেখা হয়েও থাকতে পারে। যেসব চিঠির কোনটি গুরুত্ব কমে গেলে রেখে দেওয়ার স্বাধীনতাও তার ছিলো।

'আপনি যুদ্ধের কথা বলছেন, সেতো বহুকাল আগের কথা।'

'ঠিক কথা। কিন্তু অতীতকে সব সময় আগেকার বিষয়ে ভোলা যায় না। নতুন মিত্রতার জন্ম হয়। প্রকাশ্যে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অনেক কথা অস্বীকার করা হয়, প্রচুর মিথ্যাও বলা হয় কোন বিষয়ে। এখন মনে করে দেখুন, এমন কোন চিঠি যা দলিল থাকা সম্ভব যাতে কোন ব্যক্তির আদর্শই বদলে দিতে পারে। এসব আপনাকে বলছি না, কেবল সম্ভবনার কথাই বলছি। যে সম্ভাবনা আমি জানি অতীতে সত্যই ছিলো। কোন কাগজ বা চিঠি নষ্ট করে ফেলা অত্যন্ত জরুরী হতে পারে না, হলে সেটা শত্রুর হাতে চলে যেতে পাবে। বয়স্ক একজন নামী মানুষের স্মৃতিচারণের জন্য কাজ করার সময় এগুলো হাতিয়ে নেওয়া কোন সুন্দরী তরুণী ছাড়া কার পক্ষে সবচেয়ে সহজ? প্রত্যেকেই আজকাল স্মৃতিকথা লেখেন। একাজে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়! ধরুন সংমাটি তার খাবারের মধ্যে ওই দিনই কিছু পেলেন যেদিন ওই সেক্রেটারী মেয়েটিই রান্না করছে? এটাও ধরুন ওই এমন ব্যবস্থা করলো যাতে সন্দেহটা পড়ে নর্মার উপর?'

'ওঃ কি প্যাঁচালো মন আপনার,' মিসেস অলিভার বললেন, 'আমি বলছি এরকম কখনই ঘটতে পারে না।'

'কথাটা হলো তাই। একরাশ ছক। এর মধ্যে ঠিক কোন্‌টা? নর্মা মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে লন্ডনে যায়। সে হলো, আপনি যাকে বলেছেন তৃতীয় মেয়ে, যে অন্য দুজনের সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকে। এখানেও পাবেন আর একটা ছক। অন্য মেয়ে দুজন ওর অচেনা। অথচ এটা থেকে কি পাচ্ছি? ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড নর্মার বাবার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করে। এখানেও পাচ্ছি একটা যোগসূত্র। এটা কি কাকতলীয়? নাকি এরও পিছনে রয়েছে সেই ছক? অন্য মেয়েটি, যেমন আপনি বলেছেন, মডেলের কাজ করে যাকে 'ময়ূর' বলেছেন তার কাছে, সে আবার নর্মাকে ভালোবাসে। আবার সেই সম্পর্কে বা যোগসূত্র। আর ডেভিড অর্থাৎ সেই ময়ূর এর মধ্যে কি করছে? সে কি সত্যিই নর্মার প্রেমে পড়েছে? আপতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। নর্মার বাবা মা যে এটা পছন্দ করেন না তাও স্বাভাবিক।'

'ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড যে রেস্টারিকের সেক্রেটারী এই ব্যাপারটাই অদ্ভুত।' চিন্তিত স্বরে বললেন মিসেস অলিভার। 'আমার মনে হয় যেকোন কাজই ও দক্ষতার সঙ্গেই করতে পারে। হয়তো ওই আটতলার উপর থেকে সেই মেয়েমানুষটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো।'

পোয়ারো আস্তে আস্তে ওঁর দিকে ফিরলেন।

'কি বললেন?' তিনি তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'ওই ফ্ল্যাটের কে একজন—নামটা জানি না, আটতলার একটা জানালা থেকে

পড়ে যান বা নিজেই লাফ মেরে পড়ে আত্মহত্যা করেন।'

পোয়ারোর গলা ক্রমেই চড়ে উঠলো।

'আর আপনি কথাটা আমাকে বলেন নি,' তিনি অনুযোগ করলেন। মিসেস অলিভার অবাক হয়েই তাকালেন।

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'কি বলছি? আপনার কাছে একটা খুনের কথা জানতে চেয়েছি। এই কথাই বলছি। একটা মৃত্যু। আর আপনি বলছেন কোন মৃত্যুই ঘটেনি। আপনি খালি ভেবেছেন বিষপ্রয়োগ করার কথা, অথচ একটা খুন ঠিকই হয়েছে। ওই ম্যানসনে যে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে—কি যেন নাম ম্যানসানসের?'

'বোরোডিন ম্যানসানস।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু ওই মৃত্যু কখন ঘটে?'

'ওই আত্মহত্যা? বা ওই রকম কিছু? মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, আমি ওখানে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে।'

'চমৎকার। কি করে কথা শুনেছিলেন?'

'একজন দুধওয়ালা বলেছিলো।'

'একজন দুধওয়ালা, ব্যাপার বটে।'

'ও বকবক করতে শুরু করেছিলো' মিসেস অলিভার বললেন। 'ওর কাছেই শুনেছি খুব দুঃখের ঘটনা। দিনের বেলা, প্রায় ভোরবেলায় ঘটে।'

'মহিলাটির নাম কি?'

'তা জানিনা। ও নামটা বলেছিলো মনে হয় না।'

'অল্প বয়সী, মাঝবয়সী না বৃদ্ধা?'

একটু ভাবলেন মিসেস অলিভার। 'ও কি বয়সটা বলেনি। মনে হয় যেন পঞ্চাশের কাছেই হবে বলেছিলো।'

'আশ্চর্য হচ্ছি। ওই তিনটি মেয়ের চেনা জানা কেউ?'

'তা কি করে বলবো? এ সম্বন্ধে কেউ কিছুই বলেনি।'

'আর কথাটা আমাকে বলার কথা আপনার মনেও আসেনি।'

'এ ব্যাপারটার সঙ্গে এটা জড়িত থাকবে কি ভাবে, মঁসিয়ে পোয়ারো? থাকলেও কেউ তো কিছু বলেনি।'

'হ্যাঁ, এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। নর্মা মেয়েটি ওই ফ্ল্যাটেই থাকে, একদিন শোনা যায় একজন ওখানেই আত্মহত্যা করলো। আশ্চর্য আটতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন মারা যায়। তারপর? কয়েকদিন পরে ওই নর্মা মেয়েটি কোন পার্টিতে আপনি আমার নাম করলে আমার কাছে দেখা করে বলে তার ভয় হচ্ছে সে কোন খুন করে থাকতে পারে। আপনার চোখে পড়ছেনা। একটা মৃত্যু, আর কদিনের মধ্যেই একজন বলে ফেললো সে কোন খুন করে থাকতে পারে। হ্যাঁ, এটাই সেই খুন হতেই হবে।'

মিসেস অলিভার বলতে চাইছিলেন 'একেবারে উদ্ভট', কিন্তু ভয়ে বললেন না। কথাটা অবশ্য তিনি ভাবলেন ঠিকই।

'এটাই সেই সূত্র হতেই হবে, এটাই খুঁজছিলাম। এটাই সব যোগসূত্র গেঁথে তুলবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ কিভাবে এটা হবে জানিনা, তবে হবেই। আমাকে এখন ভাবতে হবে। বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না সমস্ত জুড়ে নিতে পারি ততক্ষণ চিন্তা করতে হবে...। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পথটা একবার ঠিক খুঁজে পাবো।'

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। 'বিদায়, মাদাম', বলেই তিনি দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস অলিভার এবার প্রায় হাঁফ ছেড়ে আপন মনেই বলে উঠলেন, 'যতসব বাজে ব্যাপার। কটা অ্যাসপিরিন খাওয়া উচিত কে জানে।'

❑ পনেরো ❑

এরকুল পোয়ারোর পাশে জর্জের তৈরী করা এককাপ চা রাখা ছিলো। চিন্তাকুল ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন তিনি। ওঁর পক্ষে অদ্ভুত ভাবেই চিন্তা করছিলেন পোয়ারো। পদ্ধতিটা হলো, পছন্দসই পথে চিন্তা বেছে নেওয়া। উপযুক্ত সময়ে পরস্পর গ্রথিত হয়ে স্পষ্ট কোন ছবি গড়ে তুলবে। কাপে চুমুক দিতে দিতে চেয়ারের হাতলে হাত রেখে বসলেন পোয়ারো। ছবিগুলো সিনেমার পর্দার মত মনে জেগে উঠতে চাইলো। পরপর ছবিগুলো জেগে উঠতে লাগলো, কখনও নীল, কখনও সবুজ, একখণ্ড আকাশ...।

সত্যিকার বন্ধু মিসেস অলিভারের দেখানো পথেই এগিয়ে চলেছিলেন পোয়ারো। এক সংমার ছবি তাঁর মনে জেগে উঠলো। তাঁর মনে হলো একটা গেটের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একজন মহিলা কোন গোলাপের ঝোপের উপর ঝুঁকে ছিলেন তিনি ঘুরে তাঁরই দিকে যেন তাকালেন। এখানে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিছুই না! তিনি যেন কোন স্বর্ণকেশীর মাথা দেখতে পেলেন, যেন সোনালী ভুট্টার ক্ষেত মনে করিয়ে দেয় ওটা, চুলের থোকাগুলো মিসেস অলিভারের চুলেরই মত। কিন্তু মেরী রেস্টারিকের চুল মিসেস অলিভারের চেয়ে ঢের বিন্যস্ত। ওঁর মনে পড়লো বৃদ্ধ স্যার রোডারিক বলেছিলেন মেরী রেস্টারিক কোন অসুখের জন্যেই পরচুল ব্যবহার করেন। কোন অল্পবয়স্কার কাছে দুঃখজনক সন্দেহ নেই। তাঁর মনে পড়লো মহিলার মাথায় যেন ভারি কিছু ছিলো। পোয়ারো মেরী রেস্টারিকের পরচুলার কথাটা চিন্তা করলেন—সত্যিই যদি পরচুলা হয়—কারণ স্যার রোডারিকের উপর নির্ভর করা যায় না। পরচুলার কোন ভূমিকা থাকতে পারে কিনা চিন্তা করলেন তিনি। সে সময়ে কথাবার্তার বিষয় ভাবলেন তিনি। ওঁরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কেউ বলেছিলেন? মনে হয় না। তারা যে ঘরে ঢুকেছিলেন তার কথা ভাবছিলেন তিনি। সাদামাটা একটা ঘর। দেয়ালে দুটো ছবি, ঘুঘু-ধূসর পোশাকে এক মহিলার ছবি। পাতলা ওষ্ঠ চেপে বসানো। চুলের রঙ হালকা ধূসর বাদামী। প্রথম মেরী রেস্টারিক। ছবি দেখে মনে হয় যেন স্বামীর চেয়ে বয়স বেশি। স্বামীর ছবি টাঙানো ছিলো বিপরীত দেওয়ালে মুখোমুখি করে। দুটিই

সুন্দর প্রতিকৃতি। ল্যাম্পবার্জার শিল্পী হিসাবে চমৎকারই ছিলেন। পোয়ারোর মন স্বামীর ছবির উপরই পড়তে চাইলো। প্রথমে দিন ভালোভাবে তিনি ছবিটি লক্ষ্য করেন নি যেভাবে রেস্টারিকের অফিসে রাখা ছবিটা করেছিলেন.....।

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক আর ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ড। এখানে কিছু ছিলো। এই দুজনের সম্পর্কের মধ্যে শুধু সেক্রেটারীর কাজ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো? এর কোন প্রয়োজনও ছিল না। একজন দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়ে ফিরেছেন, তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় পরিজন নেই, তিনি তাঁর মেয়ের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে চিন্তিত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি তার সবেমাত্র নিয়োজিত দক্ষ সেক্রেটারির কাছে মেয়ের লন্ডনে কোন ভাল জায়গায় থাকার বিষয়ে সাহায্য চাইবেন। এটা সেক্রেটারির কাছেও বেশ গ্রহণযোগ্যই হবে যেহেতু সে একজন তৃতীয় মেয়ের সন্ধান করছিলো। তৃতীয় মেয়ে....মিসেস অলিভারের কাছেই কথাটা তিনি শুনেছিলেন, এই মুহূর্তে সেটাই তাঁর মনে পড়লো। হয়তো তার কোন দ্বিতীয় আছে, যে কোন কারণেই হোক সেটা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলোনা।

পোয়ারোর চাকর জর্জ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দাঁড়ালো।

'একজন তরুণী লেডি এসেছেন, স্যার। সেদিন যিনি এসেছিলেন।'

ঠিক এই কথাটাই পোয়ারো ভাবছিলেন তাই চমকে তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

'সেদিন প্রাতরাশের সময়ে যে লেডি এসেছিলো?'

'ওহ না, স্যার। মানে যিনি স্যার রোডারিক হর্সফিল্ডের সঙ্গে এসেছিলেন।'

'আহ্, তাই নাকি?' পোয়ারো ভ্রু তুললেন। 'ওঁকে নিয়ে এসো। কোথায় তিনি?'

'মিসেস লেমনের ঘরে, স্যার।'

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো ওঁকে।'

জর্জের জন্য অপেক্ষা না করে সটান চলে এসেছিলো সোনিয়া কিছুটা উদ্ধত ভঙ্গীতে।

'আমার পক্ষে বেরুনো কঠিন, তাও চলে এলাম আপনাকে শুধু বলতে যে ওই কাগজপত্র আমি নিইনি। আমি কিছুই চুরি করিনি। বুঝেছেন?'

'করেছেন একথা কেউ বলেছে?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন। 'বসুন, মাদমোয়াজেল।'

'আমি বসতে চাই না। আমার হাতে সময় খুব কম। আমি কেবল বলতে চাই সব মিথ্যে, আমি সৎ, শুধু যা বলা হয় তাই করি।'

'বুঝেছি। আপনার বক্তব্য হলো আপনি কোন কাগজপত্র, কোন খবর, চিঠিপত্র, দলিল এরকম কিছু স্যার রোডারিক হর্সফিল্ডের বাড়ি থেকে সরান নি। তাই না?'

'হ্যাঁ, আর সেটাই আপনাকে জানাতে এসেছি। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন একাজ আমি কখনই করবো না।'

'খুব ভালো। আমি এটা মনে রাখবো।'

'আপনার কি ধারণা ওই কাগজগুলো আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন?'

'আমার হাতে অন্য কাজ আছে,' পোয়ারো বললেন। 'স্যার রোডারিকের কাগজ

পত্রের ব্যাপারটা ঠিক সময় মতই হবে।'

'উনি খুব চিন্তিত। ওঁর সম্বন্ধে একটা কথা ওঁকে বলতে পারিনা, সেটা আপনাকেই বলবো। উনি জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলেছেন। উনি যেখানে সব রেখেছেন বলেন তা রাখেন না, সব হাস্যকর জায়গাতেই রাখেন। ওহ্ বুঝেছি আপনি আমাকে সন্দেহ করেন। সবাই সন্দেহ করে আমাকে কারণ আমি বিদেশী। যেহেতু আমি বিদেশী তাই আপনাদের গুপ্তচর কাহিনীর মত সকলে ভাবেন আমি গোপনে কাগজপত্র চুরি করি। আমি কখনই এরকম নই। আমি শিক্ষিতা।'

'আহ্,' পোয়ারো বলে উঠলেন। 'জেনেও ভালো লাগলো। এছাড়া আর কিছু আমাকে বলতে চান?'

'আর কিছু বলবো কেন?'

'কেউ কি জানে?'

'আপনি অন্যকাজের কথা বললেন সেগুলো কি?'

'আহ্, আপনার দেরী করাতে চাই না। আজ আপনার ছুটি, তাই না?'

'হ্যাঁ, সপ্তাহে একদিন ইচ্ছেমত কাটাতে পারি। লন্ডনে আসতে পারি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও যেতে পারি।'

'হ্যাঁ তাছাড়া ভিক্টোরিয়া বা অ্যালবার্টেও সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ।'

'ন্যাশনাল গ্যালারীতে ছবি দেখতে যেতে পারেন। বা সুন্দর কোন দিন দেখে কেনসিংটন গার্ডেন্সে বা কিউ গার্ডেনসে।'

কাঠ হয়ে গেলো সোনিয়া....ও ক্রুদ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

'কিউ গার্ডেনস্ বলছেন কেন?'

'কারণ ওখানে চমৎকার ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। আহ্! কিউ গার্ডেনস্ বাদ দেবেন না। ঢুকতে বেশি লাগেনা। এক বা দু পেনি। এর বদলে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের গাছপালা দেখতে পারেন, বা কোথাও বসে বইও পড়তে পারেন।' তিনি মিষ্টি করে বললেন, এটা লক্ষ্য করতে তার ভুল হয়নি সোনিয়ার অস্বস্তি বেশ বেড়ে উঠেছিলো। 'কিন্তু আপনাকে আটকে রাখবো না, মাদমোয়াজেল, কোন দূতাবাসে যাওয়ার জন্য কোন বন্ধু আপনার জন্যে হয়তো অপেক্ষা করবেন।'

'একথা বলছেন কেন?'

'বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। আপনি একজন বিদেশী যেমন বললেন, আপনার নিজের দেশের দূতাবাসে তাই কোন বন্ধু থাকা সম্ভব।'

'আপনাকে কেউ নিশ্চয়ই কিছু বলেছে। কেউ আমার বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছে। আমি বলছি উনি একজন বোকা বৃদ্ধ এখানে ওখানে জিনিস ছড়িয়ে রাখেন। এছাড়া কিছু না। আর ওঁর কোন গোপন নথীপত্রও নেই। কোন কালেও ছিলো না।'

'আহ্' কি বলছেন আপনার জানা নেই। উনি একসময়ে খুব নামী মানুষ ছিলেন যাঁর বহু গোপন রহস্য জানা ছিলো।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন।'

'না, না, আমি এরকম কোন নাটুকে ব্যাপার করছি না।'

'নিশ্চয়ই মিসেস রেস্টরিক আমার সম্পর্কে কিছু বলেছেন। আমি জানি উনি আমাকে পছন্দ করেন না।'

'তিনি আমাকে এসব বলেন নি,' পোয়ারো বললেন।

'যাই হোক্, আমি ওঁকে পছন্দ করিনা। ওঁর মত মহিলাকে আমি বিশ্বাস করিনা। আমার মনে হয় কোন গোপন ব্যাপার রয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় স্বামীর কাছে গোপন করেন যেসব। আমার ধারণা উনি লন্ডন বা অন্য সব জায়গায় কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করার জন্যই যান।'

'সত্যি,' পোয়ারো বললেন, 'খুবই চিত্তাকর্ষক। আপনি বললেন উনি একজন পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যান?'

'হ্যাঁ, তাই। উনি প্রায়ই লন্ডনে যান, স্বামীকে এটা বলেন মনে হয়না, বা হয়তো বলেন কেনাকাটা করতে যান। ভদ্রলোক অফিসে ব্যস্ত থাকেন, আর কখনই ভাবেন না স্ত্রী কেন ঘন ঘন লন্ডন আসেন। ওঁর স্ত্রী গ্রামের চেয়ে লন্ডনেই বেশি থাকেন কিন্তু ভাব দেখান যেন বাগান নিয়ে খুবই ভাবেন।'

'কার সঙ্গে তিনি দেখা করেন কোন ধারণা আছে আপনার?'

'কি করে জানবো? আমি তো ওঁকে অনুসরণ করিনা। মিঃ রেস্টারিক সন্দেহপ্রবণ পুরুষ নন, স্ত্রী যা বলেন বিশ্বাস করেন। তিনি সম্ভবতঃ খালি ব্যবসার কথাই ভাবেন। তাছাড়া মনে হয় মেয়ের জন্যেও তিনি চিন্তিত।'

'হ্যাঁ', পোয়ারো বললেন, 'তিনি অবশ্যই মেয়ের জন্য চিন্তিত। ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে আপনি কতটা জানেন?'

'আমি তাকে বিশেষ জানিনা। আমি কি ভাবি যদি জানতে চান, তবে বলি, আমার ধারণা ও পাগল।'

'আপনার ধারণা ও পাগল? কেন?'

'ও মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলে। যা নেই তাই ও দেখতে পায়।'

'যা নেই তাই দেখতে পায়?'

'যে লোক এখানে নেই তার কথা। মাঝে মাঝে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে আবার কখনও স্বপ্নের মধ্যেই ডুবে থাকে। কথা বললে কি বললেন ও শুনতেও পায়না। উত্তরও দেয় না। আমার মনে হয় এমন লোক আছে যারা মরে যাক এটাই ও চায়।'

'মিসেস রেস্টরিকের কথা বলছেন?'

'আর ওর বাবা। ও তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন তাঁকে ও ঘৃণা করে।'

'যেহেতু ওঁরাও তাই করেন নিজের পছন্দসই ছেলেকে ও বিয়ে করতে চায় বলে?'

'হ্যাঁ। ওঁরা জানেনা ব্যাপারটা ঘটুক। ওঁরা ঠিকই করছেন কিন্তু তাতে ও রেগে যায়। কোনদিন হয়তো', সোনিয়া যেন বেশ খুশি হয়েই বললো, 'ও নিজেকে মেরেই

ফেলবে। আশাকরি এমন বোকামি কাজ ও করবে না, তবে প্রেমে পড়লে অনেকে এই রকমই করে বসে।' কাঁধ ঝাঁকালো ও। কিন্তু—এবার আমি যাই।'

'একটা কথা বলুন তো। মিসেস রেস্টাবিক পরচুল ব্যবহার করেন?'

'পরচুল? আমি কি করে জানবো?' বলে এক মুহূর্ত ভাবলো সোনিয়া। 'হ্যাঁ, বোধ হয় ব্যবহার করেন। এটা খুব ফ্যাসানেরও কাজ। আমি নিজেও মাঝে মাঝে পরচুল ব্যবহার করি। সবুজ রঙের! এবার যাই—।'

সোনিয়া বিদায় নিলো।

❑ ষোল ❑

'আজ অনেক কাজ করার আছে', পরদিন প্রাতরাশের টেবিলে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মিস লেমনের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে উঠলেন এরকুল পোয়ারো।

'খোঁজ খবর নিতে হবে। সব কাজ করে রেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই', মিস লেমন উত্তর দিলেন। 'সবই এতে আছে।' মিস লেমন একটা ব্রিফকেস এগিয়ে ধরলেন।

পোয়ারো এক ঝলক দেখে নিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার উপর সবসময়েই নির্ভব করতে পারি। সত্যিই দারুণ।'

'সত্যিই মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি তো এর মধ্যে দারুণ কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। আপনি হুকুম করেন, আমি তামিল করি। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'উঁহু, ব্যাপারটা অত স্বাভাবিক ভাববেন না,' পোয়ারো বললেন। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকেও তো ঠিক কাজ করতে বলি সে কি ঠিক মত কাজ করে? ক্কচিৎ কখনও।'

হলঘরের দিকে গেলেন পোয়ারো।

'একটু ভারি ওভারকোট দিও জর্জ। শরৎকালের ঠান্ডার আমেজ দেখা দিচ্ছে।'

তিনি আর একবার তার সেক্রেটারির ঘরে এলেন। 'একটা কথা, গতকাল যে মেয়েটি এসেছিলো তার সম্পর্কে কিরকম ধারণা আপনার?'

মিস লেমন কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'বিদেশী।'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'আমি তেমন কিছু ভাবিনি। তবে মনে হয় কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।'

'হ্যাঁ। ও চুরি করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। টাকাকড়ি নয়, মালিকের কাগজপত্র।'

'তাই নাকি? দরকারী কাগজ?'

'সম্ভবতঃ। আবার এটাও সম্ভব হয়তো ভদ্রলোক আদপেই ওগুলো হারাননি।'

'আর কিছু?' মিস লেমন এমনভাবে কথাটা বললেন যার অর্থ তিনি অব্যাহৃতি চান যাতে নিজের কাজ করতে পারেন। 'কাউকে চাকরি দেবার আগে একটু ভেবে দেখা উচিত, ব্রিটিশদেরই দেওয়া উচিত।'

এরকুল পোয়ারো এবার বেরিয়ে গেলেন। তার প্রথম গন্তব্যস্থল ছিলো

বোরোডিন ম্যানসন। একটা ট্যাক্সি নিলেন তিনি। চত্বরের কাছে নেমে তিনি চারপাশে তাকালেন। একজন কুলি একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিচিত্র এক গানের সুর ভেঁজে চলেছিলো। পোয়ারো কাছে এগোতেই সে মুখ খুললো।

'বলুন, স্যার।'

'ভাবছিলাম ক'দিন আগেকার একটা দুঃখের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানো কিনা,' পোয়ারো বললেন।

'দুঃখের ঘটনা, স্যার? আমি তো জানিনা।'

'একজন মহিলা উপরের কোন তল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা যান।'

'ওই সেই ঘটনা। সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনা, মাত্র একসপ্তাহ আমি এসেছি। অ্যাই, জো।'

অন্য একজন পোর্টার উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এলো।

'আটতলা থেকে যে লেডি পড়ে যান তার কথা জানিস? একমাস আগে ঘটেছিলো না?'

'অতোদিন নয়,' জো উত্তর দিলো। লোকটা বয়স্ক, ধীরে কথা বলা স্বভাব, বিচ্ছিরি ব্যাপার।'

'উনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর নাম কি ছিলো? মানে, বুঝবে হয়তো, উনি ছিলেন আমার এক আত্মীয়া', পোয়ারো ব্যাখ্যা করলেন। মিথ্যার আশ্রয় নিতে পোয়ারো ইতস্ততঃ করেন না।

'তাই বুঝি, স্যার। শুনে দুঃখ পেলাম। ওনার নাম মিসেস চার্পেন্টিয়ার।'

'বেশ কিছুদিন এই ফ্ল্যাটে থাকতেন উনি?'

'দাঁড়ান, ভেবে নিই। হ্যাঁ—তা প্রায় বছর দেড়েক ছিলেন। না, না প্রায় দু বছর হবে। ৬৭ নম্বর ফ্ল্যাট, আটতলার।'

'ওটাই বাড়ির শেষ তলা?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

পোয়ারোর আর বিশেষ বর্ণনা চাইলেন না কারণ নিজের আত্মীয়ের সম্পর্কে সবই তাঁর জানা থাকার কথা। তিনি অন্য কথা বললেন।

'ব্যাপারটা খুব উত্তেজনা জেগেছিলো, খুব বেশি কথাবার্তা? কখন ওটা ঘটে?'

'খুব সম্ভবত সকাল পাঁচটা কি ছটায়। আচমকা তিনি পড়ে গেলেন। অত ভোরেও গাদাগাদা লোকও জমে গেলো। মানুষের মন তো।'

'পুলিশ এসে পড়ে?'

'হ্যাঁ, তারা তো বেশ তাড়াতাড়িই আসে। সঙ্গে একজন ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স।' পোর্টার এমন স্বরে কথাটা বললো যেন মাসে দু একটা এমন ঘটনা ঘটে।'

'বাকি ফ্ল্যাট থেকে সকলে বেরিয়েও আসে কি ঘটেছে শুনে?'

'ওহ্ না, গাড়ি ঘোড়ার শব্দে কেউ প্রায় কিছুই জানতে পারেনি। কে একজন বলেছিলো উনি পড়ার সময় দারুণ চিৎকার করেছিলেন। শুধু রাস্তার লোকেরাই

ব্যাপারটা দেখে ফেলে। সবাই রেলিংএ ঝুঁকে দেখতে আরম্ভ করতেই বাকিরাও তাই করে। দুর্ঘটনা কিরকম জানেন তো।'

পোয়ারো স্বীকার করলেন তিনি জানেন। তিনি বললেন, 'উনি একাই থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ওনার বন্ধুবান্ধব ছিলো নিশ্চয়ই অন্য ফ্ল্যাটে?'

জো কাঁধ ঝাঁকালো। 'থাকলেও আমি জানিনা। কারও সঙ্গে ওঁকে রেস্তোঁরায় দেখিনি কখনও। বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্য ডিনার খেতে দেখেছি। না, এখানকার কারও সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব ছিল বলবো না। আপনি বরং, জো বললো ক্লান্তভঙ্গীতে, 'মিঃ ম্যাকফারলেন, মানে এখানকার প্রধান রক্ষীর সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়, উনি ওনার ব্যাপারে জানেন।'

'আহ্, অনেক ধন্যবাদ। তাই বলি তাহলে।'

'ওর অফিসে ওই ওখানে, স্যার নিচের তলায়।'

পোয়ারো কথামত এগোলেন। তিনি ব্রিফকেস থেকে মিঃ ম্যাকফারলেনের নামে মিস লেমনের লেখা চিঠিটা বের করে ওর হাতে দিলেন। মিঃ ম্যাকফারলেন বেশ চৌখশ, বছর পঁয়তাল্লিশের একজন সুশ্রী ভদ্রলোক। তিনি চিঠিটা খুলে পড়লেন।

'ওহ্, হ্যাঁ,' তিনি বললেন। 'বুঝেছি।' চিঠিটা রেখে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'এখানকার মালিক লিখেছেন মিসেস লুইজি চার্পেন্টিয়ারের দুঃখজনক মৃত্যু সম্পর্কে আপনাকে সব কিছু জানাতে। এবার বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি ঠিক কি জানতে চান—।'

'সব ব্যাপারটাই কিন্তু গোপনীয়,' পোয়ারো বললেন। 'ওঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পুলিশ আর সলিসিটর যোগাযোগ করেছে, কিন্তু আমি ইংল্যাণ্ডে আসছি দেখে তারা উদ্বিগ্ন হওয়ার আরও ব্যক্তিগত তথ্য জানার কথা আমাকে বলেছেন। শুধু সরকারী তথ্য পেলে ভালো লাগবে, বুঝেছেন নিশ্চয়ই।'

'ঠিকই বলেছেন। আমি যা জানি অবশ্যই বলবো।'

'উনি এখানে কতদিন ছিলেন? আর ফ্ল্যাটটা পেয়েছিলেন কিভাবে?'

'উনি ছিলেন প্রায়, ধরুন দুবছর। ওনার পরিচিতা একজন ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবার সময় ওঁকে বলেছিলেন। তার নাম মিসেস ওয়াইল্ডার। বি.বি.সি.'তে কাজ করেন। লণ্ডন থেকে তিনি কানাডা চলে গেলেন। খুবই ভদ্র, রুচিবান মহিলা। মিসেস চার্পেন্টিয়ারকে তেমন চিনতেন মনে হয় না, ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছেন শুনেছেন, শুনে তার ভালো লাগায় নিয়ে নেন।'

'ভাড়াটিয়া হিসাবে উনি ভালোই ছিলেন?'

উত্তর দিতে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলেন মিঃ ম্যাকফারলেন, 'মোটামুটি ভালোই।'

'অতো কিন্তু করার নেই,' পোয়ারো বললেন। 'বেশ হৈ চৈ করে পার্টি দিতেন বোধহয়? মানে, বেশি হৈ হুল্লোড় থাকতো?'

'হ্যাঁ, মানে কি বলে—বয়স্ক বাসিন্দারা মাঝে মাঝে আপত্তি জানান।'

এরকুল পোয়ারো বুঝেছেন এমন ভঙ্গী করলেন।

'মানে, স্যার, বড্ড বেশি রকম বোতলের ছড়াছড়ি হতো, এই আর কি। মাঝে মধ্যে গোলমালও হয়।'

'আর উনি ভদ্রলোকদের বেশি আপ্যায়ন জানাতেন?'

'না, মানে, অতোটা বলতে চাই না।'

'বুঝলাম।'

তাছাড়া ওনার বয়সও কম ছিলোনা।'

'বাইরের আকৃতি দেখে ধোঁকা লাগা স্বাভাবিক। ওঁর বয়স কত বলে ভাবেন?'

'বলা শক্ত। চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ হতে পারে,' মিঃ ম্যাকফারলেন বললেন, 'তাছাড়া ওঁর শরীরও ভালো ছিলোনা।'

'সেই রকমই শুনেছি।'

'অতিরিক্ত পান করতেন তাতে সন্দেহ নেই। তারপরেই মনমরা হয়ে পড়তেন। কেমন নার্ভাস বোধ করতেন। খালি ডাক্তারের কাছে যেতেন, মনে হয় তারা যা বলতেন উনি বিশ্বাস করতেন না—ওর মত বয়সে যেমন হয়। ওঁর ধারণা হয় ক্যান্সার হয়েছে ওঁর। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন বলা যায়। ডাক্তার যতই বলুক তা নয়, জানি মানতে চাইতেন না। ময়না তদন্তের পর ডাক্তার জানান এসব কিছুই নয়। তারপর এই ঘটনাই ঘটালো একদিন—।'

'ভারি দুঃখেরই কথা', পোয়ারো বললেন। 'ফ্ল্যাটের মহিলাদের মধ্যে ওঁর কোন বিশেষ বন্ধু কেউ ছিলোনা?'

'এটা আমি জানিনা। এই বাড়িতে বন্ধুত্ব হওয়া শক্ত, সকলেই যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত।'

'আমি মিস ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ডের কথা ভাবছিলাম। ওঁদের মধ্যে পরিচয় ছিলো কিনা কে জানে!'

'মিস রিখি-হল্যান্ড? না, তা মনে হয় না, শুধু মুখ চেনা হতে পারে। হয়তো লিফটে যেতে দুএকটা কথা হতে পারে। আসলে ওরা সব অন্য প্রজন্মের মানুষ', মিঃ ম্যাকফারলেন একটু ইতস্ততঃ করলেন কেন? কি যেন ভাবলেন পোয়ারো।

পোয়ারো বললেন,' মিস রিখি-হল্যান্ডের সঙ্গে যে মেয়েটি থাকে, মিস নর্মা রেস্টারিক না কি নাম—সে হয়তো মিসেস চার্পেন্টিয়ারকে চিনতে পারে?'

'উনি চিনতেন? আমার জানা নেই—উনি কোনদিন আসেন নি। আমিও দেখিনি। কেমন যেন ভয় পাওয়া চেহারা। খুব বেশিদিন স্কুল ছাড়েনি মনে হয়। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আপনার জন্যে আর কি করতে পারি, স্যার?'

'না, না, ধন্যবাদ। আপনি অনেক খবর দিলেন। ভাবছিলাম ফ্ল্যাটটা একটু যদি দেখা যায়। তাহলে বলতে পারবো—,' কি বলতে পারবেন স্পষ্ট করলেন না পোয়ারো।

'দাঁড়ান দেখি। হ্যাঁ, একজন মিঃ ট্র্যাভার্স ফ্ল্যাটটা এখন নিয়েছেন। তিনি সারাদিন শহরেই কাটান। যদি দেখতে চান তাহলে আসুন স্যার।'

ওরা এবার আটতলায় উঠলেন। মিঃ ম্যাকফ্যারলেন দরজার চাবি খুলতে যেতেই দরজা থেকে একটা নম্বর প্লেট খুলে প্রায় পোয়ারোর পেটেন্ট চামড়ার জুতোর কাছে পড়লো। একপাশে সরে গিয়ে পোয়ারো সেটা তুলে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন।

'এই নম্বরগুলো দেখছি আলগা,' তিনি বললেন।

'খুবই দুঃখিত। স্যার, খেয়াল রাখবো,' মিঃ ম্যাকফারলেন বললেন। 'এগুলো ব্যবহার করতে করতে আলগা হয়ে যায়। চলুন ঘরে ঢুকি।'

পোয়ারো ঘরটায় ঢুকলেন। কোন বিশেষত্ব ছিলো না ঘরটাতে। দেয়ালে কাঠের রঙের দেয়াল-কাগজ সাঁটা। সাধারণ কিছু আসবাবও ছিলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ছিলো একটা টেলিভিসন সেট আর কিছু বই।

'সমস্তই ফ্ল্যাটই কিছুটা সাজানো,' মিঃ ম্যাকফারলেন জানালেন। 'ভাড়াটেদের কিছু না আনলেও চলে। আমরাই সব দেখি।'

'সাজানোর ব্যাপারটা একই ধরণের?'

'সবটা নয়। যে যেমন পছন্দ করেন সেই ছবিই দেওয়া হয়। দরজার সামনের দেয়ালের ছবিটা আলাদা। আমাদের দশরকম ফ্রেসকো আছে,' একটু গর্ব ঝরে পড়লো মিঃ ম্যাকফারলেনের গলায়। সুন্দর জাপানী ছবি, ইংল্যান্ডের বাগান—যেমনটি পছন্দ। সবই বড় শিল্পীদের আঁকা।'

নির্দিষ্ট বিষয় থেকে দুজনে একটু সরে এসেছিলো। পোয়ারো জানালার দিকে এগোলেন।

'এখান থেকেই ব্যাপারটা হয়?' তিনি মৃদুস্বরে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। ওটাই সেই জানালা। বাঁ-দিকেরটাই।'

পোয়ারো নিচের দিকে তাকালেন।

'সাত তলা,' তিনি বললেন অনেকটা নিচে।'

'হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান এটা একপক্ষে ভালোই। অবশ্য এটা দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না, মিঃ ম্যাকফারলেন। এটা নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত।'

'সহজ সম্ভাবনার কথাই প্রথমেই মনে আসে। তাছাড়া উনি সুখী ছিলেন না।'

'ধন্যবাদ,' পোয়ারো বললেন, 'আপনি খুবই সদাশয়। ওঁর ফ্রান্সের আত্মীয়দের একটা পরিষ্কার ছবিই জানাতে পারবো।'

পোয়ারোর নিজের কাছে অবশ্য ছবিটা যেমন চেয়েছেন সে রকম স্বচ্ছ হলো না। এখনও পর্যন্ত লুইজি চাপেন্টিয়রের মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। চিন্তিতভাবে তিনি নামটা মনে মনে উচ্চারণ করলেন লুইজি। কিন্তু নামটা কেন সূক্ষ্ম কিছু স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাইছে? মাথা নাড়লেন পোয়ারো তারপর মিঃ ম্যাকফারলেনকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন।

❑ সতেরো ❑

চিফ ইন্সপেক্টর নীল তাঁর ডেস্কের পিছনে বেশ সপ্রতিভ আর সচেতন ভঙ্গীতে বসেছিলেন। তিনি পোয়ারোকে নম্র ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। যে তরুণটি পোয়ারোকে পৌঁছে দিয়েছিলো সে ওর পরিচয় জানিয়ে বিদায় নিতেই চিফ ইন্সপেক্টর নীলের হাবভাব বদলে গেলো।

'এবার কিসের পিছনে ছুটছেন বলুন তো, শামুক মশাই?' তিনি বললেন।

'সেটা তো জানেনই,' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

'ওহ্, হ্যাঁ কিছু খবর সংগ্রহ করেছি বটে, তবে সে গর্ত থেকে তেমন কিছু মিলবে মনে হয় না।'

'গর্ত বলছেন কেন?'

'কারণ আপনি যথার্থ এক ইঁদুর ধরিয়ে। ঠিক বিড়ালের মতই আপনি একটা গর্তের সামেনে বসে আছেন কখন ইঁদুরটা বেরোবে। তবে আমার ধারণা গর্তটায় ইঁদুর নেই। মনে রাখবেন আমি বলছি না যে আপনি কোন গোলমেলে ব্যাপার আবিষ্কার করবেন না। আপনি এই সব টাকা লগ্নীওয়ালাদের তো জানেন। তেল, খনিজ ইত্যাদি নিয়ে নানা গোলমেলে লেনদেন চলে এটা ঠিক। তবে যোশুয়া রেস্টারিক লিমিটেডের সুনাম আছে। আগে পারিবারিক ব্যবসাই ছিলো এখন তা নেই। সাইমন রেস্টারিকের কোন সন্তান ছিলো না, ওর ভাই অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের একটি মেয়ে। মায়ের দিক থেকে ওর এক বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। অ্যান্ড্রু বেস্টারিকের মেয়ে স্কুল ছাড়ার পর তাঁর কাছেই থাকতো আর ওর নিজের মা মারা যায়। ছ'মাস আগে ওই পিসী হৃদরোগে মারা যান। কোন গোলমাল এর মধ্যে নেই। সাইমন রেস্টারিক সাধারণ মানুষ ছিলেন, স্ত্রীও তাই। ওদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়।'

'আর অ্যান্ড্রু?'

'অ্যান্ড্রু কিছুটা ভবঘুরে। ওর বিরুদ্ধে কিছু নেই। কোন জায়গায় বেশিদিন কাটান নি, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কেনিয়া আর এরকম বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ওর ভাই বহুবার তাকে ফিরে আসতে বললেও তিনি আসেননি। তার লণ্ডন আর ব্যবসা ভালো লাগতো না, তবে রেস্টারিক পরিবারের মত টাকা রোজগারে দক্ষতা ছিলো। তিনি খনিজ ভান্ডার ইত্যাদির খোঁজে যান। তিনি হাতি শিকারী'ও ছিলেন, প্রত্নতত্ত্বে দখল ছিলো, এই সব। তার সব কাজই ব্যবসাভিত্তিক আর কাজে আসে।'

'অতএব তার সব কাজই গতানুগতিক?'

'হ্যাঁ, তাইই। ভাই মারা যেতে কেন ইংল্যান্ডে ফিরলেন জানি না। খুব সম্ভব নতুন বিয়ে করা বউয়ের জন্যেই। বেশ সুন্দরী মহিলা, বয়সে ওঁর চেয়ে অনেক ছোট। বর্তমানে ওঁরা বৃদ্ধ স্যর রোডারিক হর্সফিল্ডের সঙ্গে বাস করছেন। যাঁর বোন অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের মামাকে বিয়ে করেছিলেন। তবে আমার ধারণা এটা সাময়িক। এসব জানেন না, নতুন লাগছে?'

'অনেকটাই শোনা,' পোয়ারো বললেন। 'তাদের পরিবারে পাগলের কোন ইতিহাস আছে?'

'মনে হয়না, এক ওই পিসীর ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ছাড়া। একাকী থাকা কোন বুড়ির পক্ষে স্বাভাবিক।'

'তাহলে প্রচুর টাকার ব্যাপারই শুধু বলতে পারেন,' পোয়ারো বললেন।

'প্রচুর টাকা', চিফ ইনসপেক্টর নীল বললেন। 'আর সকলেই বেশ সম্ভ্রান্ত। এর বেশির ভাগ ব্যবসায়ে আনেন অ্যান্ড্রু রেস্টারিক। দক্ষিন আফ্রিকার লভ্যাংশ, খনি, খনিজ সম্পদ থেকে। আমার ধারণা এসব ঠিক মত কাজে লাগলে বাজারে অর্থের বান ডাকবে।'

'এসবের উত্তরাধিকারী কে হবেন ?' পোয়ারো বললেন।

'সেটা নির্ভর করছে অ্যান্ড্রু রেস্টারিক কিভাবে এটা রেখে যাবেন তার উপর। তবে এটা তার ব্যাপার, ওর শুধু রয়েছে স্ত্রী আর এক মেয়ে।'

'তাহলে একদিন ওই দুজনে প্রচুর টাকার মালিক হবেন?'

'তাই মনে হয়। আশা করি কিছু পারিবারিক ট্রাস্টের ব্যাপার আছে। শহরে কায়দা আর কি।'

'অন্য কোন স্ত্রীলোক এর মধ্যে নেই বলছেন?'

'এরকম শোনা যায় নি। হওয়া সম্ভব মনে হচ্ছে না। ওঁর একজন সুন্দরী স্ত্রী আছেন।'

'যে কোন তরুণ এটা জেনে থাকতে পারে?' পোয়ারো চিন্তিভাবে বললেন।

'বলতে চান যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে? মেয়েটি আদালতের আওতায় থাকলেও এটাতে বাধা দেওয়া যায় না। অবশ্য ওর বাবা মেয়েকে বঞ্চিত করতে পারেন চাইলে।'

পোয়ারো তার হাতে রাখা নিখুঁত তালিকাটিতে চোখ রাখলেন।

'ওয়েডারবার্ণ গ্যালারীর ব্যাপারটা কি?'

'অবাক লাগছিলো এটা আপনার মাথায় এলো কিভাবে? কোন মক্কেল জালিয়াতি নিয়ে পরামর্শ চেয়েছিলো?

'ওরা জালিয়াতির ব্যবসা করে নাকি?'

'মানুষ জালিয়াতির ব্যবসা করে না', চিফ ইনসপেক্টর অনুযোগের সুরে বললেন। 'এক সময় কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে যায়। টেক্সাসের এক কোটিপতি এখানে কিছু ছবি কেনেন আর এজন্য অবিশ্বাস্য খরচও করেন। ওরা তাকে একখানা রেনোয়া আর ভ্যানগখের ছবি বিক্রি করে। রেনোয়ার ছবিটি ছিলো এক বাচ্চা মেয়ের মাথা, এটা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠে। বিশ্বাস না করার কারণ ছিলো না যে ওয়েডারবার্ণ গ্যালারীই প্রথমে ভুল করে ছবিটা কেনে বিশ্বাস করে। এ নিয়ে শেষে সকলেই পরস্পর বিবাদী বক্তব্য রাখেন। যাহোক কোটিপতি নিজের ছবিই সঠিক ধরে নেন। গ্যালারী [illegible] চেয়েছিলো। এই জন্যই গ্যালারী সম্পর্কে তখন থেকেই একটা সন্দেহ দানা বাঁধে।'

পোয়ারো আবার তার তালিকায় চোখ রাখলেন।

'ডেভিড বেকারের ব্যাপারটি কি রকম? ওর বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন?'

'ওহ্, সে সাধারণই বলা যায়। হুল্লোরবাজ। নাইট ক্লাবে দলবল নিয়ে হানাও দেয়। পার্পল হার্টস—হেরোইন-কোক-সবই চলে ওর—মেয়েরা ওর জন্য পাগল। তাদের মত হল বেচারির উপর মিথ্যে দুর্ব্যবহার হয়, আর ও একজন করিৎকর্মা। ওর ছবির কদর নেই। একেবারে বাজে।'

পোয়ারো আবার তালিকা দেখে নিলেন।

'পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ রিখি-হল্যান্ড সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'রাজনীতিগতভাবে ভালোই চালাচ্ছেন। দক্ষতা আছে। শহরে দু একটা অদ্ভুত লেনদেনের কাজেও জড়িয়ে পড়েও কৌশলে বেরিয়ে আসেন। আমার মত হল ভদ্রলোক বেশ পিচ্ছিল। নানা সন্দেহজনক লেনদেনের মধ্য দিয়ে বেশ মোটা আয় করেছেন।'

পোয়ারো তার শেষ বক্তব্যে পৌছলেন এবার।

'স্যাব রোডারিক হর্সফিল্ডের ব্যাপার কি রকম?'

'চমৎকার মানুষ, তবে একটু ক্ষ্যাপাটে। জব্বর নাক আপনার, পোয়ারো মশাই। সব ব্যাপারেই গলিয়ে বসে আছেন, তাই না? হ্যাঁ, বিশেষ শাখায় কিছু গোলমাল হয়েছিলো। এটা ওর স্মৃতিচারণের পাগলামির জন্য। কেউ জানেনা পরক্ষণেই ঝোলা থেকে কি বেরোবে। সব বুড়ো লোকগুলোই চাকরির ক্ষেত্রে যে যা জানেন আর কি বাকিরা কি ভুলভ্রান্তি করেছিলেন তাই বের করার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। সাধারণতঃ এতে যায় আসে না কিছুই, তবে জানেন তো—ক্যাবিনেট মাঝে মাঝে মত বদলায় আর ভুল প্রচারের মধ্য দিয়ে আচমকা স্পর্শকাতর কাউকে চটিয়ে দিতে চান না। এই জন্যই ওই বৃদ্ধদের আমাদের যেকোন ভাবে ধরে রাখতে হয়। এদের কেউ কেউ আবার তেমন সহজ নন। এব্যাপারে বেশি কিছু জানতে হলে বিশেষ শাখাতেই আপনাকে যেতে হবে। আসলে এঁরা সব কাগজপত্র রেখে দেন। যাইহোক যা জানতে পেরেছি তা হলো কোন বিশেষ শক্তি খোঁচাখুঁচি করছে।'

পোয়ারো গভীর শ্বাস ফেললেন।

'কোন সাহায্য করতে পেরেছি?' চিফ ইনসপেক্টর বললেন।

'সরকারী দপ্তরের কাছ থেকে আসল খবর জানতে পারায় আনন্দিত। তবে আপনার কথা থেকে তেমন সাহায্য পেলাম বলতে পারবো না। একটা কথা—ধরুন, কেউ যদি আপনাকে বলে কোন স্ত্রীলোক—কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক পরচুল ব্যবহার করে, আপনার মত কি হবে?'

'কিছুই নেই এতে', চিফ ইনসপেক্টর বললেন, 'আমার স্ত্রীও বেড়াতে গেলে পরচুল ব্যবহার করে। এতে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানালেন।

চিফ ইনসপেক্টর বলে উঠলেন, 'ওই আত্মহত্যার যে খবর চেয়েছিলেন সেই ফ্ল্যাটে, তার সবই তো আপনাকে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সরকারী বক্তব্য অন্ততঃ জেনেছি। নিছক ঘটনার বিবরণ।'

'একটু আগেই যা বললেন তাতে একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এটা সেই চিরাচরিত এক দুঃখের কাহিনী। বেশ সুখী এক মহিলা, একটু পুরুষ ঘেঁষা, টাকাকড়িও যথেষ্ট, ঝামেলা নেই, বেশিমাত্রায় পানাসক্ত, ফলে পতন। তার মধ্যেই সেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তার জন্ম—আজকাল যা ঘটে সেই ব্যাপার নিয়ে ভাবনা। ডাক্তাররা যাই বলুন বিশ্বাস না করে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়া। তবে যাই বলুন, পুরুষদের কাছে তেমন আর আকর্ষনীয় না থাকাই আসল সমস্যা। এটাই এই ধরণের স্ত্রীলোকদের আসল রোগ। এরা একাকীত্বে ভোগে, বেচারী! মিসেস চার্পেন্টিয়ারও এই রকমই এক মহিলা হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে, আপনি এম.পি. মিঃ রিখি-হল্যান্ডের কথা বলছিলেন। এই ভদ্রলোকও মেশ ফূর্তিবাজ তবে কৌশলী। যাই হোক ওই লুইজি চার্পেন্টিয়ার একসময় ওরই রক্ষিতা ছিলেন।'

'ব্যাপারটা খুব গড়িয়েছিলো?'

'না তা বলবো না। ওরা বিশেষ কোন সন্দেজনক ক্লাবে যাতায়াত করতেন। জানেন নিশ্চয়ই, আমরা গোপনে সর্তক দৃষ্টি রাখি এসব ব্যাপারে। তবে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।'

'বুঝলাম।'

'তবে ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছিলো। প্রায় ছ'মাস ধরে দুজনকে এর সঙ্গে দেখা যায়, দুজনে অবশ্যই শুধু পরস্পরের সঙ্গী থাকেনি। অতএব এ থেকে কিছু বোঝা শক্ত।'

এরপর বিদায় নিলেন এরকুল পোয়ারো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আপন মনেই বলে উঠলেন তিনি, 'অনেকটাই বোঝা যেতে পারে। রিখি-হল্যান্ডর সঙ্গে লুইজি চার্পেন্টিয়ারের যোগসূত্র অবশ্যই! কিন্তু আমি অনেকটাই জেনে গেছি। হয়তো একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই,' রাগতঃ ভঙ্গী করলেন তিনি, 'অথচ সব কিছু আর প্রত্যেককে চিনলেও নির্দিষ্ট ছকটা চোখে পড়ছে না। এই সব ঘটনার অর্ধেকটাই অপ্রাসঙ্গিক। আমি চাই নির্দিষ্ট এক ছক। একটা নকশা।' বেশ জোরেই বলে উঠলেন তিনি।

'মাপ করবেন, স্যার,' লিফট বয় ছেলেটি বলে উঠলো চমকে উঠে।

'না, না, কিছু না,' পোয়ারো জবাব দিলেন।

❑ আঠারো ❑

পোয়ারো ওয়েডারবার্ণ গ্যালারীর দরজার সামনে হিংস্র চেহারার তিনটে গরুর ছবি দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। গরুগুলোকে যেন ম্লান করে দিয়েছিলো ক্যানভাসের উপর আঁকা কয়েকটা বিশাল হাওয়া কলের ছবি। দুটোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কি হৃদয়ঙ্গম হলো না পোয়ারোর।

'বেশ চমৎকার তাই না?' পাশেই কারও নিচুস্বর শোনা গেল। মধ্যবয়স্ক একজন

ভদ্রলোক পাশেই স্মিত হাসির সঙ্গে তাকালেন।
'এমন সজীবতা দুষ্প্রাপ্য,' পোয়ারো উত্তরে বললেন।
'খুবই কৌশলী প্রদর্শনী। গত সপ্তাহেই বন্ধ হয়। ক্লড র‍্যাফেলের প্রদর্শনী গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে। ভালোই হবে মনে হয়।'
'আহ্,' বললেন পোয়ারো, তারপর ধূসর কার্পেটে ঢাকা বড় একটা ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।
পোয়ারো দু একটা সর্তক মন্তব্য করলেন। ভদ্রলোকটি অবশ্যই একজন দক্ষ শিল্পকর্ম বিক্রেতা, এঁকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যাবে না ভাবলেন তিনি। একজন অনভিজ্ঞ শিল্পকর্মের ক্রেতার অভিনয়ই করে চললেন পোয়ারো। ভদ্রলোক জানালেন তাঁর গ্যালারীতে সকলেরই অবারিত দ্বার ছবি কিনুন আর নাই কিনুন। কেউ কোন ছবি পছন্দ করলে মিঃ বসকোম্ব কখনও বলেন, 'আমি হলে ওই ছবিটা পছন্দ করতাম।' আবার কখনও বলে থাকেন 'আপনার পছন্দের তারিফ করছি— এটা র‍্যাফায়েলের সেরা ছবি....।'
ছবি নিয়ে টুকিটাকি আলোচনার ফাঁকেই পোয়ারো বলে উঠলেন, 'আমার ধারণা আপনার কাছে মিস ফ্রান্সেস ব্যারী নামে একজন কাজ করেন, তাই না?'
'ওহ্, ফ্রান্সেস। খুবই চালাক মেয়ে। বেশ শৈল্পিক মন, দক্ষও। সবেমাত্র পর্তুগাল থেকে ফিরেছে, ওখানে আমাদেরই এক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলো ও। খুবই সফল। ভালো জাতের শিল্পী ও, তবে তেমন সৃজনশক্তি নেই। ও ব্যবসায়িক ব্যাপারেই পাকা, ও নিজেও সেটা বোঝে মনে হয়।'
'যতদূর জানি উনি শিল্পের বেশ পৃষ্ঠপোষক।'
'ওহ্, হ্যাঁ। প্রতিভার সমঝদারও। গত বসন্তকালে কিছু তরুণ শিল্পীর একটা প্রদর্শন করার জন্যেও আমাকে অনুরোধ করেছিলো। সেটা বেশ সফলও হয়, কাগজেও ভালো সমালোচনাও হয়েছিলো।'
'আমার ধারণা আপনি কিছুটা প্রাচীনপন্থী। আজকালকার তরুণরা—,' পোয়ারো হাত উঁচু করলেন।
'আহ', মিঃ বসকোম্ব কিছুটা প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'ওদের বাইরের চেহারা দেখে কোন ধারণা গড়ে নেবেন না। এ এক ফ্যাশান। মুখে দাড়ি রাখা, জিন্স পরা, লম্বা চুল। সবই সাময়িক নেশা।'
'ডেভিড না কি যেন নাম,' পোয়ারো বললেন, 'পদবীটা মনে পড়ছে না। মিস ফ্রান্সেস ওর সম্পর্কে খুবই উচ্ছ্বসিত।'
'আপনি পিটার কার্ডিকের কথা বলছেন না তো? সে হলো ওর এখনকার চেলা। অবশ্য ছেলেটা সম্বন্ধে ওর মত আমি উচ্ছ্বসিত নই। তেমন কোন প্রতিভা আছে মনে করি না। ও নিজে ছেলেটার মডেল হয়ে কাজ করে।'
'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ডেভিড বেকার—,' পোয়ারো বললেন।
'ছেলেটা খারাপ নয়,' মিঃ বসকোম্বকে তেমন উৎসাহী মনে হলো না।' সে রকম মৌলিকত্ব নেই। তেমন ছাপ ফেলতেও পারেনি। ভালো শিল্পী, তবে দাগ কাটার মত নয়।'

এরপর বাড়ি ফিরলেন পোয়ারো। মিস্ লেমন আবার কিছু চিঠি সই করিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর জর্জ নিয়ে এলো ওমলেট। মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে পোয়ারো একটা চৌকো-পিঠ আরাম কেদারায় বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। তখনই টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে উঠলো।

'মিসেস অলিভার, স্যর,' রিসিভার তুলে জর্জ জানালো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভার ধরলেন পোয়ারো। মিসেস অলিভারের সঙ্গে তাঁর কথা বলার ইচ্ছে ছিলো না। তিনি জানতেন মিসেস অলিভার এমন কিছু করতে বলবেন যা তিনি করতে চান না।

'মঁসিয়ে পোয়ারো?'

'বলছি।'

'কি করছেন? সারাদিনই করলেনই বা কি?'

'আমি এখন আরাম কেদারায় বসে চিন্তা করছি,' পোয়ারো বললেন।

'আর কিছু না?' মিসেস অলিভার বললেন।

'এটাই জরুরী', পোয়ারো উত্তর দিলেন। 'তবে এতে কাজ হবে কিনা জানিনা।'

'কিন্তু মেয়েটাকে আপনাকে খুঁজে বের কবতেই হবে। খুব সম্ভব ওকে গুম করা হয়েছে।'

'সেই রকমই মনে হয়,' পোয়ারো বললেন। 'আমার সামনেই ওর বাবার লেখা একখানা চিঠি রয়েছে। তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে বলে কতদূর এগোলাম জানাতে বলেছেন।

'তাহলে কতোটা এগিয়েছেন?'

'আপাতত', পোয়ারো অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, 'একটুও না।'

'সত্যিই মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ দরকার।'

'আপনিও একথা বলছেন।'

'আমিও বলছি, একথার মানে?'

'আমাকে চাপ দিচ্ছেন।'

'চেলসীতে যেখানে আমার মাথায় আঘাত করেছিল সেখানে যাচ্ছেন না কেন?'

'যাতে আমার মাথাতেও আঘাত পাই?'

'আপনাকে বুঝতে পারি না,' মিসেস অলিভার বললেন। কাফেতে বসে মেয়েটাকে খুঁজে পেয়ে আপনাকে একটা সূত্র দিলাম, আর আপনি কি না—।'

'জানি, জানি।'

'জানালা দিয়ে লাফ মেরেছিলো সেই স্ত্রীলোকটির ব্যাপার কি? এ ব্যাপারে কোন খোঁজ নেননি?'

'হ্যাঁ, খোঁজ নিয়েছি।'

'কি রকম?'

'কিছুই না। স্ত্রীলোকটি অন্য সকলেরই মত। যখন যৌবন থাকে তখন আকর্ষণীয়া, নানা লটঘটে জড়িয়ে পড়েন, বয়স বাড়লে আকর্ষণ কমে অথচ সুন্দর থাকে বোকো

আনা। সে অসুখী হয়ে পড়েন, ক্যান্সার হয়েছে বলে মনে ধারণা জন্মায়, অবলম্বন হয় সুতরাং সবশেষে একাকীত্ব অসহ্য হওয়ায় জানালা দিয়ে মরণঝাঁপ। ব্যস!'

'আপনি বলেছিলেন ওর মৃত্যুটা গুরুত্বপূর্ণ—এর কোন অর্থ আছে।'

'থাকা উচিত ছিলো।'

'আশ্চর্য!' কোন উত্তর না পেয়ে রিসিভার রেখে উঠলেন মিসেস অলিভার।

পোয়ারো আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়লেন। জর্জকে টেলিফোন আর কফির পট সরিয়ে নিতে বলে চিন্তায় ডুবে যেতে চাইলেন তিনি। চিন্তায় সামঞ্জস্য আনার জন্যে তিনি জোরে জোরে তিনটি দার্শনিক প্রশ্ন করলেন নিজেকে।

'আমি কি জেনেছি? আমি কি আশা করতে পারি? আমাব কি করা উচিত?'

প্রশ্নগুলো সঠিক ক্রম অনুযায়ী করতে পেরেছেন কিনা বুঝতে পারলেন না অবশ্য পোয়ারো। তবুও ভাবতে লাগলেন।

'হয়তো আমি বেশি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি,' বললেন পোয়ারো হতাশায়। 'কি জানতে পেরেছি?'

চিন্তা করতেই তাঁর মনে হলো বড় বেশি জেনে ফেলেছেন! আপাততঃ তাই প্রশ্নটা সরিয়ে রাখলেন তিনি।

'আমি কি আশা করতে পারি?' তবে মানুষ অনেকখানিই আশা করতে পারে। তিনি এটাই আশা করতে পারেন অন্যের তুলনায় ঢের সুগঠিত তাঁর মস্তিষ্ক যে প্রশ্নটা তিনি বুঝতে পারছেন না তার একটা উত্তর হাজির করবে।

'আমার কি করা উচিত?' এর অবশ্য নির্দিষ্ট উত্তর রয়েছে। তাঁর উচিত এই মুহূর্তেই মিঃ অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের কাছে যাওয়া, যিনি কৈফিয়ত চাইবেন কেন তার মেয়েকে উনি সশরীরে হাজির করতে পারেন নি। এ ব্যাপারটা বোঝেন পোয়ারো, তাই ওঁর প্রতি তার সহানুভূতি আছে। কিন্তু এমন অসহযোগী আবহাওয়ায় তিনি যেতে চান না। আর একটা কাজ তিনি করতে পারেন বিশেষ কোন নম্বরে টেলিফোন করে জেনে নেওয়া নতুন কি ঘটেছে।

কিন্তু এটা করার আগে যে প্রশ্ন তিনি সরিয়ে রেখেছেন সেই প্রশ্নে, 'আমি কি জানতে পেরেছি,' তাতেই তিনি মন দেবেন।

তিনি জানেন ওয়েডারবার্ণ গ্যালারীর ওপর সন্দেহের ছায়া পড়েছে। এ-পর্যন্ত তারা আইন বাঁচিয়ে এসেছে, কিন্তু অজ্ঞ কোটিপতিদের ঠকাতে তারা দ্বিধা করবে না।

তার মনে পড়লো মোটাসোটা মিঃ বসকোম্বর কথা। ভদ্রলোককে তার আদৌ পছন্দ হয়নি। উনি যে ধরণের লোক তাতে নোংরা কাজে দক্ষ বলেই তার মনে হয়, অথচ নিজেকে রক্ষা করতে অবশ্যই সক্ষম। ব্যাপারটা এমনই যে ডেভিড বেকারের ক্ষেত্রে কাজে আসবে। এরপর রয়েছে ডেভিড বেকার স্বয়ং অর্থাৎ সেই ময়ূর। তার সম্পর্কে কতদূর জানেন তিনি? ওর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে, ওর চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণাও গড়ে উঠেছে তার। ছোকরা টাকার জন্য যে রকম সন্দেহজনক কাজ করতে রাজি, যে কোন ধনীর উত্তরাধীকারিণীকে বিয়ে করতে তৈরি, সম্ভবতঃ ওকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলাও যায়। হ্যাঁ, তাকে খুব সম্ভব কেনা যায়। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক

নিশ্চিতভাবেই এটা বিশ্বাস করেন আর সম্ভবতঃ তিনি ঠিক যদিনা—।'

তার এবার অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের কথা মনে হলো। তাঁর বিশেষভাবে মনে হলো লোকটির বদলে তার ছবির কথা। তাঁর মনে পড়লো দৃঢ় সেই রেখাগুলোর কথা, তীক্ষ্ণ চিবুক আর সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর বাতাবরণের ছায়া। তারপরেই তার মনে হলো মিসেস অ্যান্ড্রু রেস্টরিকের কথা। তার মুখের তিক্ততা মাখানো রেখাগুলো....একবার হয়তো ক্রশহেজেস গিয়ে ছবিটা আরও একবার দেখতে হবে, হয়তো ওটা থেকে নর্মা সম্পর্কে কিছু সূত্র মিলতে পারে। নর্মা—না, আপাতত নর্মা সম্পর্কে ভাববেন না তিনি আর, কি ভাববার আছে?

মেরী রেস্টারিক—যার সম্পর্কে সোনিয়ার ধারণা, তিনি বার বার লন্ডনে যান কারণ তার একজন প্রেমিক আছে। তিনি কথাঠা ভাবলেন, তবে তাঁর মনে হলোনা সোনিয়ার কথা ঠিক। তার মতে মেরী রেস্টারিক সম্ভবতঃ লন্ডনে যান কোন সম্পত্তি, বিলাসবহুল মেফেয়ারে কোন বাড়ি ইত্যাদি কিনতে, বড় শহরে টাকায় যা কিছু কেনা সম্ভব।

টাকা....তার মনে হলো সব কিছু ঘুরপাক খেয়ে চলেছে একটা বিশেষ অর্থকে ঘিরে। টাকা। টাকার গুরুত্বই তার মনে পড়লো। এই ঘটনার সঙ্গে প্রচুর টাকা জড়িত। টাকা বা অর্থের মূল্য আছে সন্দেহ নেই। এখনও পর্যন্ত তিনি এমন কোন সূত্র পাননি যাতে মিসেস চার্পেন্টিয়ারের মৃত্যুতে নর্মার হাত আছে সেটা প্রমাণিত হয়। কোন মোটিভ নেই, অথচ মনে হচ্ছে কোথাও কোন নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েটি বলেছিলো সে, 'কোন খুন করে থাকতে পারে।' মাত্র কদিন আগেই ঘটেছিলো ওই খুনের ঘটনা। খুনটা ঘটেছিলো যে বাড়িতে ও থাকে। ওই মৃত্যুতে কোনভাবে যোগ না করা নেহাতই কাকতলীয় হবে। তিনি আবার মেরী রেস্টারিকের রহস্যময় অসুখের কথা ভাবলেন। এমন কোন বিষক্রিয়া যাতে বাড়ির কারও হাত ছিলো নিশ্চিতভাবেই। মেরী রেস্টারিক কি নিজেকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন, না কি তাঁর স্বামীই? সোনিয়া বিষ প্রয়োগ করতে পারে? না কি নর্মা অপরাধী? সব কিছুই নর্মার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করছে স্বীকার করতে হলো এরকুল পোয়ারোকে। সেটাই যুক্তিগ্রাহ্য।

'না ওর সমাধান হলো না,' বলে উঠলেন পোয়ারো, 'যেহেতু আমি কোন আবিষ্কার করতে পারিনি, এর কোন অর্থ হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে জর্জকে একটা ট্যাক্সি আনার হুকুম দিলেন পোয়ারো। অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাকে।

❑ উনিশ ❑

ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ড আজ অফিসে ছিলো না। তার বদলে এক মধ্য বয়স্কা স্ত্রীলোক দরজা খুললো। সে জানালো মিঃ রেস্টারিক তার ঘরে ওঁর জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন।

পোয়ারো দরজা অতিক্রম করতেই রেস্টারিক বলে উঠলেন, 'কি হলো, আমার

মেয়ের খবর কি?'

পোয়ারো হাত বাড়ালেন।

'এখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ নেই।'

'শুনুন মশাই, কোন সূত্র তো নিশ্চয়ই থাকবে। একটা মেয়েতো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'মেয়েটা অতীতেও এমন কাজ করেছে, আর ভবিষ্যতেও করবে।'

'শুনুন, ও ব্যাপারে টাকা পয়সার কোন সমস্যা নেই, জানেন নিশ্চয়ই? আমি— না, এভাবে চলতে পারে না।'

প্রায় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন মনে হলো মিঃ রেস্টারিক। বেশ কৃশ হয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছেন, চোখের রক্তিম রেখাই তার প্রমাণ।

'আপনার উদ্বেগ বুঝতে পারছি, আপনাকে কথা দিচ্ছি যতোখানি সম্ভব আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব কাজ তাড়াহুড়ো করে হয় না।'

'সে হয়তো তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে, অথবা—ও হয়তো অসুস্থ হয়ে থাকতেও পারে।'

পোয়ারো কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। রেস্টারিক অবশ্যই বলতে চাইছিলেন সে হয়তো 'মারা গিয়ে থাকতে পারে।'

ডেস্কের অন্যদিকে বসে পোয়ারো বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনার উদ্বেগ বুঝতে পারছি, তাই আবারও আপনাকে বলছি যে তাড়াতাড়ি ফল পেতে হলে পুলিশে জানান।'

'না!' কথাটা যেন বোমার মতই ফাটলো।

'ওদের প্রচুর সুবিধা রয়েছে, প্রচুর খোঁজখবর নেওয়ার সূত্রও। আপনাকে কথা দিতে পারি এ শুধু অর্থের কাজ নয়। টাকা আপনাকে সুদক্ষ প্রতিষ্ঠানের সমান কাজ দিতে পারবে না।'

'মশাই, এরকম সান্ত্বনা দিয়ে কোন লাভ নেই। নর্মা আমার মেয়ে। আমার একমাত্র মেয়ে, আমার একমাত্র রক্তের সম্পর্কও।'

'আপনি নিশ্চিন্ত যে আপনার কন্যা সম্পর্কে সব কিছুই আমাকে বলেছেন?'

'আপনাকে আর কি বলতে পারি?'

'সেটা আপনিই জানেন, আমার বলার কথা নয়। যেমন ধরুন অতীতে কোন কিছু ঘটেছিলো?'

'যেমন? আপনি কি বলতে চাইছেন, মশাই?'

'কোন নির্দিষ্ট মানসিক ভারসাম্য হারানোর ব্যাপার?'

'আপনি ভাবছেন—ভাবছেন যে—।'

'আমি কি ভাবে জানবো?'

'আমিও বা কি করে জানবো?' তিক্ত হয়ে উঠলো রেস্টারিকের কণ্ঠস্বর। 'ওর সম্পর্কে কতটাই বা আমি জানি? এতো বছর কেটে গেছে। গ্রেস কিছুটা অদ্ভুত তিক্ত চরিত্রেরই ছিলো। সহসা ঘেন্না করতে বা ভুলতে পারে না এমন মহিলা। মাঝে মাঝে

মনে হয় ওকে নর্মাকে মানুষ করতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

উঠে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলেন রেস্টারিক।

'অবশ্য স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। এ আমি জানি। ওর হাতেই মেয়েকে ছেড়ে যাই। গ্রেস সন্তানের প্রতি অনুরক্তা ছিলো। অভিভাবক হিসেবে সঠিক। কিন্তু ভাবছি সত্যিই কি তাই? গ্রেস আমাকে যে সব চিঠি লিখেছিলো আগুন ঝরানো আর প্রতিশোধ আকঙ্খা মাখানো। হয়তো ওর অবস্থায় সেটা স্বাভাবিকই। আমি বহু বছর বাইরে ছিলাম। আমার মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখা উচিত ছিলো মেয়েটা কেমন আছে। মনে হয় আমার বিবেক বলে কিছু ছিলো না। কিন্তু এখন আর অনুশোচনায় লাভ নেই।'

তিনি একটু থেমে সোজা তাকালেন।

'হ্যাঁ! আমার মনে হয় আমি আবার যখন নর্মাকে দেখি তখন মনে হয়—ও ছিলো কিছুটা স্নায়বিক, শৃঙ্খলাহীন। আমি ভেবেছিলাম ও মেরীকে মেনে নেবে কিছু দিন পরে। কিন্তু আমি স্বীকার করছি মেয়েটা আদৌ স্বাভাবিক নয়। আমি ভেবেছিলাম ও লন্ডনে কোন কাজ করলেই ভালো হবে। বহু সপ্তাহ শেষে বাড়ি আসবে যাতে সারা সপ্তাহ মেরীর সঙ্গে না থাকে। ওঃ আমার মনে হয় আমি সবকিছুই গোলমাল করে ফেলেছি। কিন্তু ও কোথায় মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনার কি মনে হয় ও স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। এ রকম তো প্রায়ই শোনা যায়।'

'হ্যাঁ,' পোয়ারো উত্তর দিলেন, 'এ সম্ভাবনা আছে। ওর অবস্থায় ওকে না জেনে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব। বা ও কোন দুর্ঘটনায় পড়ে থাকতে পারে। আপনাকে জানাই এ সম্পর্কে হাসপাতাল আর সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খোঁজ নিয়েছি।'

'আপনি—আপনি নিশ্চয়ই ভাবেন না—ও—ও মৃত?'

'তাহলে খোঁজ পাওয়া সহজই হতো। শান্ত হোন মিঃ রেস্টারিক। মনে রাখবেন ওর এমন কোন বন্ধুও থাকতে পারে আপনি যা জানেন না। ইংল্যান্ডের এই এলাকায় মায়ের সঙ্গে যাবার সময় কারও সঙ্গে আলাপ হয় বা স্কুলের বন্ধু, এ সবের খোঁজ খবর সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া সে হয়তো কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গেও থাকতে পারে।'

'ডেভিড বেকার? আমি যদি সেটা জানতাম—।'

'সে ডেভিড বেকারের সঙ্গে নেই,' পোয়ারো বললেন। 'এটা আমি গোড়াতেই মেনে নিয়েছি।'

'ওর কোন বন্ধু আছে আমি কিভাবে জানবো?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রেস্টারিক। 'আমি যদি নর্মাকে খুঁজে পাই এর মধ্য থেকে সরিয়ে আনবোই।'

'চিনের মধ্য থেকে?'

'এই দেশ থেকে। আমি খুবই হতভাগ্য, মঁসিয়ে পোয়ারো, এখানে ফিরে আসার পর থেকেই দুর্ভাগ্যে জড়িয়ে পড়েছি। বিরক্তিকর কাজেই জড়িয়ে থাকতে হয় আমাকে, আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ, টাকা পয়সার বিষয় আলোচনা। যে জীবন ভালোবাসতাম সেটাই আমার পছন্দ। দেশে বিদেশে দুর্গম জায়গায় যাওয়া। এটাই

আমার জীবনে যা ত্যাগ করে আসা আর উচিত হয়নি। আমার উচিত ছিলো নর্মাকে কাছে আনা। ওকে খুঁজে পেলে এবার তাই করবো। ইতিমধ্যে কোম্পানীটি অনেকে নিতে চেয়েছেন। যাই হোক সুবিধেজনক শর্ত পেলে যে কেউই এটা নিক আপত্তি করবো না। টাকা পয়সা নিয়ে আবার আগের জীবনেই ফিরে যাবো, ওটাই আসল।'

'আহ্! এ ব্যাপারে আপনার স্ত্রী কি ভাবেন?'

'মেরী?' সেও এরকম জীবনে অভ্যস্ত। ওখান থেকেই ও এসেছে।'

'মেয়েদের হাতে প্রচুর টাকা থাকলে তাদের কাছে লন্ডন খুবই আকর্ষনীয় হয়', পোয়ারো বললেন।

'সে আমার মতই চলে।'

টেলিফোন বেজে উঠতেই রেস্টারিক রিসিভার তুললেন।

'কোথা থেকে বলছেন, ম্যাঞ্চেস্টার? হ্যাঁ। ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড বলে দিন।'

তিনি এক মিনিট অপেক্ষা করলেন।

'হ্যালো, ক্লডিয়া। হ্যাঁ। জোরে বল, শোনা যাচ্ছে না। ওরা রাজি?.....দুঃখের কথা....না, ঠিকই করেছো তুমি......সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে এসো। কাল সকালে বাকি আলোচনা করা যাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রেস্টারিক।

'খুব কাজের মেয়ে', তিনি বলে উঠলেন।

'মিস রিখি-হল্যান্ড?'

'হ্যাঁ। অত্যন্ত কাজের। আমার দুশ্চিন্তা অনেকটাই ও দূর করে দেয়। ম্যাঞ্চেস্টারে একটা কাজে ওকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছি। ও চমৎকার সমাধা করেছে, মনে হয়েছিলো ঠিক মনোসংযোগ করতে পারবে না। ও প্রায় যেকোন পুরুষের মতই দক্ষ।'

রেস্টারিক পোয়ারোর দিকে তাকালেন। হঠাৎই যেন সম্বিত ফিরলো তার।

'আহ, হ্যাঁ, মঁসিয়ে পোয়ারো। নিজের রেশ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কাজের জন্য আর কোন টাকা চাই?'

'না, মঁসিয়ে। আমি কথা দিচ্ছি আপনার মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যথাসাধ্যই করবো। ওর নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাই নিয়েছি।'

বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন পোয়ারো।

'একটা প্রশ্নের উত্তরই আমার দরকার,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।

❑ কুড়ি ❑

এরকুল পোয়ারো জর্জের আমলের সারি সারি বিলাসবহুল বাড়িগুলোর দিকে তাকালেন। শান্ত, নিরিবিলি পথটা এখনও এই বাজার শহরে প্রাচীন ধারা বজায় রেখেছে। নতুন ধারা এসেছে বটে, গড়ে উঠেছে বিরাট সুপারবাজার, নানা মনোহরী জিনিসের দোকান, কাফে আর প্রাসাদোপম ব্যাঙ্ক। তবে এসবই গড়ে উঠছে অন্য

দিকে ক্রফট রোডে, সরু হাই স্ট্রিট যেমন তেমনই আছে।

দরজার পিতলের হাতলটা ঝকঝকে মসৃণ। পোয়ারো মনে মনে তারিফ করলেন। তিনি ঘন্টা বাজাতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন সম্রান্ত চেহারার স্ত্রীলোক দরজা খুললেন।

'মঁসিয়ে পোয়ারো? আপনি খুবই সময়নিষ্ঠ। আসুন।'

'মিস ব্যাটার্সবি?'

'অবশ্যই,' ভদ্রমহিলা সরে দাঁড়ালেন, পোয়ারো প্রবেশ করলেন। হলঘরে টুপিস্ট্যান্ডে টুপি রাখার পর দুজনে এগিয়ে গেলেন সুন্দর একটি বাগান— মুখী ঘরের মধ্যে।

পোয়ারোকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে মিসেস ব্যাটার্সবি উৎসুক ভঙ্গীতে তাকালেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি সময় নষ্ট করায় আগ্রহী নন।

'আমার ধারণা আপনিই মেডোফিল্ড স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল?'

'হ্যাঁ, একবছর আগে অবসর নিয়েছি। আমার মনে হয় আপনি এখানকার প্রাক্তন ছাত্রী নর্মা রেস্টারিক সম্পর্কে কথা বলতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠিতে আপনি স্পষ্ট কিছু জানান নি', মিসেস ব্যাটার্সবি বললেন। 'আপনি কে আমি জানি, মঁসিয়ে পোয়ারো। তাই কিছু বলার আগে আরও বিশদ জানতে চাই। আপনি কি নর্মা রেস্টারিককে কোন কাজ দিতে চান?'

'না, সেরকম কোন উদ্দেশ্য নেই।'

'ওর বাবার কাছ থেকে কোন পরিচয়পত্র এনেছেন?'

'তাও নয়', পোয়ারো বললেন। 'আমি ব্যাখ্যা করছি। আসলে আমাকে নিয়োগ করেছেন মিস রেস্টারিকের বাবা মিঃ অ্যান্ড্রু রেস্টারিক।

'আহ্' শুনেছি তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন বহুবছর পর।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু তার কাছ থেকে আপনি কোন পরিচয়পত্র আনেন নি।'

'এরকম কিছু চাইনি।'

মিস ব্যাটার্সবি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'এটা করলে তিনি নিজেও আসতে চাইতেন', পোয়ারো বললেন। 'এটা আপনাকে যে প্রশ্ন করতে চাই তাতে অসুবিধা হতো, তিনি হয়তো ব্যথিত হতেন উত্তর শুনে। তিনি যে যন্ত্রণায় ভুগছেন আর সেটা বৃদ্ধি করে লাভ নেই।'

'নর্মার কিছু হয়েছে?'

'আশা করি না....অবশ্য সম্ভাবনা যথেষ্ট। মেয়েটিকে আপনার মনে আছে মিস ব্যাটার্সবি?'

'আমার সব ছাত্রীকেই আমার মনে আছে। আমার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। তাছাড়া মেডোফিল্ড তেমন বড় স্কুল নয়। এখানে দু'শর বেশী ছাত্রী নেওয়া হয় না।'

'আপনি চাকরি ছাড়লেন কেন, মিস ব্যাটার্সবি?'

'সত্যিই মঁসিয়ে পোয়ারো, এটায় আপনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।'

'না, আমি শুধু আমার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাই মেটাতে চাইছিলাম।'

'আমার সত্তর বছর বয়স। এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'অন্তত আপনার বেলায় নয়, বলব। আপনাকে আমার মনে হয় বেশ সজীব আর প্রধান শিক্ষিকার কাজ চমৎকার চালাতে পারতেন আরও।'

'সময় বদলে গেছে, মঁসিয়ে পোয়ারো। দিন বদলেব এই ধারা আবার সকলের ভালো লাগে না। আমি আপনার অনুসন্ধিৎসা মেটাবো। আসলে আমার মনে হচ্ছিলো অভিভাবকদের কাছে আমি প্রায় ধৈর্য্য হাঁরিয়ে ফেলছিলাম। আমার মত হলো মেয়ের ব্যাপার তাদের দৃষ্টি একপেশে আব বেশ মূর্খেরই মত।'

পোয়ারো জেনেছিলেন মিস ব্যাটার্সবির গণিতজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম।

'তবে ভাববেন না আমি বৃদ্ধা আলসেমী করে সময় কাটাই', মিস ব্যাটার্সবি বললেন আবার। 'আমি উঁচু ক্লাশের মেয়েদেব শিক্ষকতা কবি। যে কাজ ভালো লাগে তাতেই সময় দিই। এবার বলবেন কি নর্মা রেস্টারিকের ব্যাপারে জানতে চাইছেন কেন?'

'কিছু উদ্বেগের মত ঘটনা ঘটেছে। সোজাসুজি বলতে গেলে সে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে।'

মিস ব্যাটার্সবি কোন ভাবান্তর হলো না। 'তাই নাকি? অদৃশ্য হয়েছে বললে বুঝতে হবে বাবা মাকে না জানিয়ে সে কোথাও গেছে। ওব মা তো মারা গেছেন, তাই বাবাকেও নিশ্চয়ই বলেনি। অবশ্য এ বয়সের ব্যাপার আজকাল আর অবাস্তব কিছু নয়, মঁসিয়ে পোয়ারো। মিঃ রেস্টারিক পুলিশে জানান নি?'

'তিনি এ ব্যাপারে একরোখা। তিনি একেবারেই রাজি নন।'

'আপনাকে এটুকু বলতে পারি, মেয়েটা কোথায় যেতে পারে আমার কোন ধারনাই নেই। ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। ও মেডোফিল্ড ছাড়ার পর থেকেই কোন যোগাযোগ নেই। তাই কোন সাহায্য এ ব্যাপারে করতে পারছি না।'

'ঠিক এই ধরনের কোন খবর আমি চাইছি না', পোয়ারো বললেন। 'আমি ওর বাহ্যিক রূপ নয়, ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বই জানতে চাই।'

'স্কুলে নর্মা সাধারণ স্তরেরই ছিলো। লেখাপড়ায় তেমন কিছু নয়, তবে কাজকর্মে মোটামুটি ছিলো।

'ও স্নায়বিক ছিলো?'

একটু ভাবলেন মিস ব্যাটার্সবি। 'না, তা বলবো না এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাড়ির ব্যাপার যে রকম ছিলো।'

'আপনি ওর রুগ্ন মায়ের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ: ও ওকে ভেঙে পড়া সংসার থেকে আসে। ওর বাবা, যার প্রতি ওর দারুন টান ছিলো বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তার পরে অন্য এক মহিলার সঙ্গে ফিরে আসেন—

সে ঘটনা ওর মা স্বভাবতই মেনে নিতে পারেনি। তিনি সম্ভবত গোপন না করেই মেয়ের সামনে যদৃচ্ছা নিন্দা করেও যান।'

'আমার মনে হয় মৃত মিসেস রেস্টারিক সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইলে বোধহয় সঠিক হবে, আপনার আপত্তি আছে?'

'না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি নেই। বাড়ির আবহাওয়া কোন মেয়ের জীবনে অনেকখানি। যতটা সম্ভব আমি সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছি। মিসেস রেস্টারিক অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মহিলা ছিলেন। আত্মসচেতন, প্রতিবন্ধী আর নিন্দুক—এসব ওঁর অত্যন্ত মূর্খ জীবনধারারই ফল।'

'আহা।' পোয়ারো তারিফ করার স্বরে বললেন।

'আমার মতে উনি কিছুটা রোগের কল্পনাপ্রবন ছিলেন। যে ধরনের মহিলারা সব সময় নিজের রোগ বাড়িয়ে বলে থাকেন। এই ধরনের মহিলারা প্রায়ই বাড়ি আর নার্সিংহোমেই ঘুরে ফিরে থাকেন। কোন হতভাগা মেয়ের পক্ষে এমন আবহাওয়ায় মানুষ হওয়া দূর্ভাগ্যজনক। নর্মার বিশেষ কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই, ওর নিজের উপর আস্থা ছিলোনা। এ ধরনের মেয়েকে কোন গঠনমূলক কাজের জন্য মনোনীত করা চলে না। ওর সম্পর্কে আমার ধারনা হলো সাধারণ কোন কাজ আর পরে বিয়ে আর সন্তান পালনই ওর উপযুক্ত কাজ।'

'মাপ করবেন, ওর মধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারানোর কোন লক্ষন দেখেছিলেন?'

'মানসিক ভারসম্য হারানো?' মিস ব্যাটার্সবি বললেন, 'যত বাজে কথা।'

'ও স্নায়বিক ছিলোনা তাহলে?'

'বয়ঃসন্ধির সময় যেকোন মেয়েই স্নায়বিক হতে পারে। ও এখন প্রাপ্তবয়স্কা তাই যৌন ব্যাপারে উপযুক্ত পথপ্রদর্শন দরকার। মেয়েরা প্রায়ই সম্পূর্ণ অযোগ্য আর কখনও সাংঘাতিক যুবকদের প্রতি লালায়িত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন এমন দৃঢ়চেতা বাবা মা চোখে পড়ে না। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা উন্মত্ত হয়ে পড়ে আর শেষ পর্যন্ত অযোগ্য বিয়ের পরিণতিতে ঘটে যায় বিবাহ বিচ্ছেদ।'

'নর্মার মধ্যে তাহলে মানসিক ত্রুটি দেখা যায়নি?' পোয়ারো আবার প্রশ্নটা করলেন।

'ও একটু আবেগপ্রবণ মেয়ে,' মিসেস ব্যাটার্সবি বললেন। মানসিক ত্রুটি একেবারে বাজে কথা। ও সম্ভবতঃ কোন ছেলেকে বিয়ে করবে বলেই তারই সঙ্গে পালিয়েছে কোথাও। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই।

❑ একুশ ❑

পোয়ারো তার বিরাট চৌকো আরাম কেদারায় বসেছিলেন। দুটো হাত হাতলের উপর রাখা চোখ সামনের চিমনির উপর থাকলেও তিনি আসলে সেটা দেখছিলেন না। কনুইয়ের কাছে ছিলো একটা ছোট্ট টেবিল তার উপর ক্লিপ আঁটা নানা

প্রতিবেদন। মিঃ গোবির পাঠানো রিপোর্ট, তার বন্ধু চিফ্ ইনস্পেক্টর নীলের দেওয়া খবর, নানা জায়গা থেকে শোনা খবর গুজব ইত্যাদিও।

আপাতত এগুলোয় চোখ বোলানোর কোন প্রয়োজন ছিলো না তাঁর। এগুলো তিনি আগেই পড়ে নিয়েছিলেন, হঠাৎ লাগতে পারে ভেবেই পাশে রাখা। তাঁর এখনকার কাজ হবে সমস্ত কিছু গ্রথিত করে নেওয়া! তার ধারণা এ থেকেই একটা নির্দিষ্ট ছক গড়ে উঠবে। একটা ছক বা নকশা থাকতেই হবে। তার এই মুহূর্তের ভাবনা হলো ঠিক কোন বিশেষ কোণ থেকে এগোবেন। বিশেষ কোন স্বজ্ঞ জ্ঞানের প্রতি তীব্র কোন উৎসাহ নেই। তিনি এ ধরনের মানুষ নন—তবে তাঁর অনুভূতি জিনিসটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই উপলব্ধির কারণটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণ অনুসন্ধান করতে হয় যুক্তি, জ্ঞান আর তথ্যের সাহায্যে।

এই মামলার ব্যাপারে তার অনুভূতি কি রকম?' এ ব্যাপারের মূল ঘটনাগুলি কি?

এর একটা হলো অর্থ, এটা তিনি ভেবেছেন, তবে কিভাবে তিনি জানেন না। যেভাবেই হোক এতে অর্থ জড়িত....তাঁর আরো মনে হলো, বেশি করেই যে কোথাও রয়ে গেছে অশুভ কিছু। অশুভ কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ আগেও ঘটেছে—এটা কি তিনি জানেন। তিনি এর স্বরূপ জানেন। জানেন এর স্বাদ আর গতিপথ। তবে মুশকিল হলো ঠিক কোথায় এই অশুভ ছায়ার অবস্থান সেটাই তিনি ঠিক জানেন না। এই অদ্ভুত ব্যাপারটিকে ঠেকানোর কিছু ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন, মনে হয় সেটাই যথেষ্ট হবে। তবে তাঁর দৃঢ় ধারণা কিছু একটা ঘটতে চলেছে, অথচ ঘটেনি। কেউ, কোথাও বিপদের মুখোমুখি।

এখন সমস্যা হলো ঘটনাগুলোর গতি দুদিকেই। যদি ভাবেন কোন্ মানুষ বিপদের মুখে তাহলেও এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না কেন। এই বিশেষ ব্যক্তি বিপদে পড়বে কেন? কোন উদ্দেশ্য এতে নেই! এখন তিনি যে ব্যক্তিটি বিপদের মুখে বলে ভেবেছেন সে বিপদে না পড়ে থাকলে সমস্ত চিন্তা ভাবনার গতিমুখই পাল্টাতে হবে...এই মুহূর্তে তাহলে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখেই এগোতে হবে।

ব্যাপারটা ওখানেই রেখে তিনি এবার ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ কুশীলবদের কথা ভাবতে চাইলেন। তারা কি ধরণের নকশা গড়ে তুলেছে? তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করছে?'

প্রথমে—অ্যান্ড্রু রেস্টারিক। ভদ্রলোক সম্পর্কে বেশ কিছু খবরই সংগ্রহ করেছেন। তার বিদেশে যাওয়ার আগের আর পরের জীবন সম্পর্কে। লোকটি একটু অস্থির চিত্ত। কোন কাজেই স্থির, একাগ্র থাকতে পারেননা। তবে সাধারণভাবে লোকে তাকে পছন্দ করে। খুব দৃঢ় চরিত্রের নন? অনেক দিকেই দুর্বল?

পোয়ারো অখুশি হয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন। তাঁর দেখা অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের সঙ্গে এটা মেলেনা। কখনও দুর্বল নন লোকটি, এই তীক্ষ্ণ চিবুক, স্থির চোখের দৃষ্টি, দৃঢ়তারই প্রতিচ্ছবি। পরিষ্কারভাবেই তিনি বেশ সফল ব্যবসায়ী। গোড়ার দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার কারবারে প্রচুর সাফল্য এসেছিলো তার। তিনি এদেশে ফেরার সময় সাফল্যের কাহিনীই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এ অবস্থায় তাকে দুর্বল

ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিভাবে বলা চলে? সম্ভবতঃ বলা যায় দুর্বল, বিশেষতঃ যেখানে কোন রমণী জড়িত। তিনি বিয়ে করেই বোধহয় ভুল করেন, হয়তো পারিবারিক চাপেই বিয়ে করেন? তারপরেই তার দেখা হয় অন্য মহিলাটির সঙ্গে। ওই একজন মহিলাই মাত্র? নাকি এর আগে অনেকে ছিলো? এত বছর পরে এর কোন হিসাব মেলা শক্ত! এটাই ঠিক তিনি খুব খারাপ প্রকৃতির স্বামী ছিলেন না। তার এক স্বাভাবিক সংসার ছিলো, সব দিক থেকেই তিনি স্নেহময় বাবাও ছিলেন ছোট মেয়েটির। কিন্তু এর পরেই তার সঙ্গে আলাপ হলো এই মহিলার, যার প্রতি তার টান এমনই যে সব ছেড়ে তিনি দেশত্যাগও করলেন। এ এক সত্যিকার প্রেম।

এর সঙ্গে কি অন্য এক বাড়তি উদ্দেশ্যও জড়িত ছিলো? অফিসের কাজে অনীহা, লন্ডনের একঘেয়ে জীবন? এটা হওয়া সম্ভব বলেই তাঁর মনে হলো। ছকের সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে। লোকটির একাকীত্বের অনুরাগী বলেই ভাবা যায়। এদেশে বা বিদেশে সকলেই তাকে পছন্দ করেছে অথচ তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো কিনা সন্দেহ। অবশ্য বিদেশে তার ঘনিষ্ঠ কেউ থাকা কঠিন কারণ খুব বেশিদিন এক জায়গায় থাকেন নি। প্রায়ই তিনি যেন জুয়া দেখতে চেয়েছেন আর তারপর ক্লান্ত হয়ে সে জায়গা ত্যাগ করেছেন। অবিকল এক যাযাবর! এক ভ্রমনার্থী।

এ সত্ত্বেও তার মনের পর্দায় আঁকা লোকটির ছবির যেন পুরোপুরি মিল খুঁজে পাচ্ছে না পোয়ারো....। ছবি? কথাটা পোয়ারোর মনে জাগিয়ে তুললো রেস্টারিকের অফিসের দেয়ালে টাঙানো তার ছবিটারই স্মৃতি। একই মানুষের প্রায় পনেরো বছর আগের প্রতিকৃতি। সামনে উপবিষ্ট লোকটির মধ্যে ওই পনেরো বছরে কতখানি পরিবর্তন এনেছে? আশ্চর্যের কথা, খুবই সামান্য! একটু ধূসর হয়ে ওঠা জুলপি, মাংসল স্কন্ধ, অথচ মুখে মোটামুটি একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দৃঢ়চেতা একখানা অবয়ব। এমন একজন মানুষ যিনি কিছুটা নির্মল।

পোয়ারো আশ্চর্য হলেন রেস্টারিকের প্রতিকৃতিটি লন্ডনে এনেছিলেন কেন? ছবিখানা একজন স্বামী ও স্ত্রীর জোড়া প্রতিকৃতিরই একটি। সত্যি বলতে গেলে শৈল্পিক দিক থেকে দুটি ছবিই একসঙ্গে থাকা উচিত ছিলো। কোন মনস্তাত্ত্বিক কি বলতে চাইবেন রেস্টারিক তার স্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয়বার বিচ্ছেদ চাইতেই প্রতিকৃতিই আলাদা করতে চেয়েছেন? তিনি মূক হলেও কি মানসিক দিক থেকে রেস্টারক স্ত্রীর চারিত্রিক দৃঢ়তায় ভীত? খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র....।

ছবি দুটি স্বভাবতই পারিবারিক বহু জিনিষের সঙ্গেই নিয়ে অ্যানা হয়। মেরী রেস্টারিক অবশ্যই কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বেছে নিয়ে স্যার রোডেরিকের ব্যবস্থা করা ক্রসহেজেসের ঘর সাজাতে নিয়ে আসেন। পোয়ারো অবাক হয়ে ভাবলেন মেরী রেস্টারিক, নতুন স্ত্রী, কি ওই বিশেষ ছবি দুটি টাঙানোর জন্য আপত্তি তুলেছিলেন? খুবই স্বাভাবিক হতো তিনি যদি কোন চিলেকোঠায় প্রথম স্ত্রীর ছবিটা ফেলে রাখতেন। হয়তো ক্রসহেজেসে কোন চিলেকোঠা নেই। অবশ্য এতে কিছু যায় আসেনি, দুটো ছবিই টাঙিয়ে রাখাই সহজ। তাছাড়া মেরী রেস্টারিককে বিবেচক মহিলা বলেই মনে হয়। তিনি হিংসুক বা আবেগতাড়িত নন।

'মেয়েরা সকলেই ঈর্ষাপরায়ানা হতে পারে,' এরকুল পোয়ারো আপন মনেই বললেন, 'যাকে ভাবা যায় না সেই বেশিমাত্রায় হয়।'

পোয়ারোর চিন্তা মেরী রেস্টারিককে ঘিরেই জেগে উঠলো। তার মনে জাগলো মাত্র একবারই তাকে তিনি দেখেছেন। তিনি ভেবে আশ্চর্য হলেন ওঁর বিষয়ে কিছুই ভাবেন নি বলে। মহিলা তার মনে তেমন ছাপ ফেলেন নি। মহিলার মধ্যে রয়েছে দক্ষতা—আর কি বলে? তিনি ভাবলেন—যাকে বলা যায় কৃত্রিমতা? এখানেও বন্ধু,' এরকুল পোয়ারো ভাবলেন 'আপনি ওঁর পরচুলের কথাটাই ভাবছেন।'

খুবই অবাস্তব ব্যাপার, মানুষ কোন মহিলা সম্পর্কে যত কমই ওয়াকিবহাল থাকে। একজন দক্ষ মহিলা, যিনি পরচুল ব্যবহার করে থাকেন, যিনি সুন্দরী, বিবেচক আবার প্রয়োজনে রাগ করতেও জানেন। হ্যাঁ, তিনি সেই ময়ূর ছেলেটিকে দেখে আশাহত হন। 'আর ছেলেটির প্রতিক্রিয়া? সে বোধ হয় একটু মজা উপভোগ করেছিলো। তবে মহিলা তাঁকে দেখে নিঃসন্দেহে প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হন। অবশ্য এটা স্বাভাবিক। সে কখনই ওর মেয়ের উপযুক্ত নয়—।'

পোয়ারো বিরক্ত হয়েই চিন্তায় ছেদ ঘটালেন। মেরী রেস্টারিক নর্মার মা নন। একক্ষেত্রে মেয়ের পক্ষে কোন কুপাত্র পছন্দ করে বিয়ে করা বা কোন ভাবে জারজ সন্তান প্রসব করলে তার যন্ত্রণা হওয়ার কথা নয়। মেরী নর্মা সম্বন্ধে কি ভাবেন? এক্ষেত্রে নর্মা কিছুটা বিরক্তি উদ্রেককারী সন্দেহ নেই, তার ছেলে বন্ধু নিঃসন্দেহে অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের কাছে মাথা ব্যাথারই কারণ। কিন্তু এরপর? তিনি তার সৎ মেয়ে সম্পর্কে কি ভাবেন, যে তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছে?

এক্ষেত্রে তার মনোভাব বিবেচকের মতই। তিনি নর্মাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যাতে নিজে বিপদমুক্ত থাকেন। এছাড়া স্বামীর সঙ্গেও এ ব্যাপারে সহযোগিতাই করতে চেয়েছেন যাতে ঘটনাটা নিয়ে কোন কলঙ্ক না ছড়ায়। নর্মা এর পরেও বাড়িতে সপ্তাহ শেষে এসেছে। ওর জীবন লন্ডনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেস্টারিক নতুন বাড়িতে উঠে যেতে চাইলেও নর্মা তাদের সঙ্গে থাক তারা এটা চাননি। বর্তমানে বেশির ভাগ মেয়েই পরিবারের বাইরেই থাকতে অভ্যস্ত। অতএব সমস্যার এভাবেই সমাধান হয়।

এটা ছাড়া পোয়ারোর কাছে মেরী রেস্টারিককে বিষ প্রয়োগ করার রহস্যের সমাধান একেবারেই হয়নি। রেস্টারিক মনে করেন তার মেয়েরই—।

কিন্তু পোয়ারোর ভাবনা দূর হলোনা....।

তার মন ঘুরপাক খেয়ে চললো সোনিয়া নামে মেয়েটির সুযোগের কথা ভেবে। সে ওই বাড়িতে কি করছিলো? ও সেখানে এসেছে কেন? স্যার রোডারিক ওর কাছে সম্পূর্ণও বশীভূত, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু ও কি নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় না? সম্ভবতঃ ওর পরিকল্পনা নিছক বিবাহ সম্পর্কিত—স্যার রোডারিকের বয়সের বৃদ্ধরাও প্রতিদিনই ঢের কম বয়সী সুন্দরী তরুণীদের বিয়ে করেছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে কাজটা সোনিয়ার পক্ষে ভালোই। এতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান—বিধবা অবস্থায় অর্থের প্রাচুর্য সবই মিলতে পারে—নাকি ওর মতলব সম্পূর্ণ আলাদা? ও

কি কিউ গার্ডেনে স্যার রোডারিকের হারানো কাগজপত্র একটা বইয়ের ভাঁজে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?

মেরী রেস্টারিক ওর উপর সন্দিহান হয়ে ওঠেন—ওর কাজকর্ম, বিশ্বস্ততা, ও ছুটির দিনে কোথায় কার সঙ্গে দেখা করে? আর সোনিয়াও অল্পমাত্রায় কোন বিষ খাবারে মিশিয়ে দেয় যাতে ব্যাপারটা সাধারণ পেটের গোলমাল বলেই মনে হয়?

আপাতত পোয়ারো ক্রশহেজেসের বাড়ির বিষয়ে মন থেকে সরিয়ে দিলেন। এবার তিনি লন্ডনে যে ফ্ল্যাটে তিনটি মেয়ে বাস করে সে কথাই ভাবতে চাইলেন।

ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ড, ফ্রান্সেস মেরী আর নর্মা রেস্টারিক। ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ড এক নামী পার্লামেন্ট সদস্যের মেয়ে। অর্থবান, দক্ষ, শিক্ষিতা সুন্দরী, একজন প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারি। ফ্রান্সেস মেরী, এক গ্রামীণ সলিসিটরের মেয়ে, শিল্পী কিছুদিন নাট্যশালায় শিক্ষালাভ করেছে, এরপর কিছুদিন আর্ট কাউন্সিলে কাজ করেছে, বর্তমানে আর্ট গ্যালারিতে আছে। আয় ভালোই, শিল্পীসুলভ মন আর কিছুটা খোলামেলা। ও ডেভিড বেকার নামে ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সাধারণ পরিচয়। ও সম্ভবতঃ ডেভিডের প্রেমাসক্ত? পোয়ারো এটাই ভাবলেন; ডেভিড এমনই একজন তরুণ যাকে যে কোন বাবা মাই অপছন্দ করেন, অপছন্দ করে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা পুলিশও। বড় ঘরের মেয়েদের কাছে এই আকর্ষণ যে কোথায় পোয়ারো বুঝতে পারলেন না। তবে ব্যাপারটা যে ঘটে মানতেই হয়। তিনি নিজে ডেভিড সম্পর্কে কি ভাবেন?

সুদর্শন এক তরুণ হাবভাবে কিছুটা উদ্ধত আর কিছুটা হাসিখুশি। তাকে তিনি প্রথম দেখেন ক্রশহেজেসের বারান্দায় নর্মার খোঁজে ঘুরতে (নাকি কোন ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কে বলতে পারে?)। তাকে তিনি আবার দেখেছেন যখন তাকে গাড়িতে উঠতে বলেন। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কত তরুণ কোন কাজ সমাধা করতে সক্ষম বলেই প্রতীয়মান হয়। অথচ এরই সঙ্গে আবার কোথায় যেন টের পাওয়া যায় ওর মধ্যে বিসদৃশ কিছু। অতীত খুবই খারাপ কিন্তু কখনই অপরাধজনক নয়। কোন গ্যারাজে ছোটখাটো জালিয়াতি, গুন্ডামি, জিনিসপত্তর ভাঙচুর, দুবার পুলিশ হেফাজতে। এসবই আজকালকার ফ্যাসান। পোয়ারোর মতামতে তার কাছে অন্তত কিছু নয়। তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পী হয়েও সেটা ত্যাগ করেছে। ও সেই জাতের মানুষ যারা কোন কাজে স্থির থাকে না। সে বৃথা অহঙ্কারী নিজের বাহ্যিক আবরণে। মোহগ্রস্থ এক ময়ূর মাত্র। ওর বাইরে কিছু কি? আশ্চর্য হলেন পোয়ারো।

তিনি পাশে রাখা একখন্ড কাগজ তুলে নিলেন যাতে কাফের মধ্যে নর্মা আর ডেভিডের কথোপকথন লেখা, অন্ততঃ যা মিসেস অলিভার বলেছিলেন। এর কতখানি ঠিক ভাবলেন পোয়ারো কারণ মিসেস অলিভার কখন কোন মেজাজে থাকেন তার জানা নেই। ছেলেটি কি নর্মাকে ভালোবাসে। ওকি তাকে বিয়ে করতে চায়? ওর প্রতি নর্মার টান নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব করেছে। নর্মার কি নিজের টাকা আছে? সে একজন ধনীর মেয়ে, কিন্তু সেটাই সব নয়। পোয়ারো একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি মৃতা মিসেস রেস্টারিকের উইল

সম্পর্কে খোঁজ করতে ভুলে গেছেন। তিনি কাগজ ওল্টালেন। না, মিঃ পোর্থি এটা অবহেলা করেন নি। মিসেস রেস্টারিক জীবিত কালে যথেষ্ট স্বচ্ছলতাতেই ছিলেন স্বামীর সাহায্যে। তার আপাতদৃষ্টিতে সামান্য আয়ও ছিল, বার্ষিক হাজার পাউন্ডের কাছাকাছি। তিনি ওর সবই মেয়েকে দিয়ে গেছেন। এবং এটাই নর্মাকে বিয়ে করতে চাওয়ার কারণ হওয়া শক্ত। সম্ভবতঃ একমাত্র মেয়ে হওয়ায় ওর পিতার মৃত্যুর পর সে প্রচুর অর্থেরই মালিক হবে। তবুও এটাই সব নয়, যেহেতু ওর বাবা ও যাকে বিয়ে করতে চায় সেই ছেলেটিকে পছন্দ করেন না। তাই তিনি ওকে কিছুই না দিতে পারেন।

একক্ষেত্রে ভাবা যায় ডেভিড সত্যিই ওকে ভালোবাসে বলেই বিয়ে করতে চেয়েছে। তবুও—পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন। বোধহয় এই পঞ্চমবার তিনি এটা করলেন। সব মিলে সেই ছকটা এখনও গড়ে উঠলো না। তার মনে পড়লো রেস্টারিকের টেবিলে দেখা সেই চেকের কথা—চেকটা স্বভাবতই লেখা হয় ওই তরুণটিকে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে নিয়েই—আর তরুণও বিক্রীত হতে তৈরিই। ব্যাপারটা সত্যিই মেলে না। চেকটা নিঃসন্দেহে ডেভিড বেকারকেই দেওয়ায় জন্যেই, আর টাকার অঙ্কও বেশ বিরাট—অচিন্ত্যনীয়। এরকম কোন অর্থ যে কোন বদ চরিত্রের তরুণকেই লোভে ফেলতে বাধ্য। অথচ তা সত্ত্বেও সে মেয়েটিকে আগের দিনেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। এটা হয়তো নিজের দর বাড়ানোরই কৌশল। পোয়ারোর দৃষ্টিপথে জেগে উঠলো দৃঢ়-বদ্ধ ওষ্ঠ নিয়ে রেস্টারিক বসে আছেন। মেয়েকে তিনি যথেষ্টই স্নেহ করেন আর সেই কারণেই ওরকম বিরাট অর্থের বিনিময়ে এই বিয়ে বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

রেস্টারিককে ছেড়ে পোয়ারোর ভাবনা চলে গেলো ক্লডিয়ার দিকে। ক্লডিয়া আর অ্যান্ড্রু রেস্টারিক। এটা কি কোন কাকতালীয় ঘটনায় ও রেস্টারিকের সেক্রেটারি হয়েছে? ওদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকতে পারে। পোয়ারো ক্লডিয়ার কথাই ভাবলেন। একটি ফ্ল্যাটে তিনটি মেয়ে, ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ডের ফ্ল্যাট। সে-ই ফ্ল্যাটটা প্রথমে নিয়েছিলো, তারপর পরিচিত একটি মেয়েকে সঙ্গী করে, শেষে আসে ওই থার্ড গার্ল। থার্ড গার্ল! বারবার ওর কথাটাই ঘুরে ফিরে আসছে। বার বার চিন্তাধারার ছকবিহীন অংশ কোথায় পৌঁছতে চাইছে? নর্মা রেস্টারিকের দিকে।

একটি মেয়ে, যে তাঁর প্রাতরাশের সময় পরামর্শ করার জন্যে হাজির হয়। একটি মেয়ে যার সঙ্গে তিনি একটা কাফেতে যোগ দিয়েছিলেন, যে তার কিছু আগে যাকে সে ভালোবাসে সেই তরুণের সঙ্গে সেদ্ধ বীন খাচ্ছিলো। ওর সম্পর্কে তার ধারনা কি রকম? প্রথমে অন্যেরা ওর সম্পর্কে কি ভাবে? রেস্টারিক ওকে ভালোবাসেন তাই ভীষণভাবেই ওর সম্পর্কে চিন্তিত আর নতুন স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করেছিলো। তিনি ওর বিষয়ে কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। পোয়ারো ভাবলেন ওই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে লাভ হবে কি না। ডাক্তাররা প্রথমতঃ বাইরের লোককে কিছু বলতে চাইবেন না। তিনি কি বলেছেন সেটা আন্দাজ করে নিলেন পোয়ারো। ভাসা ভাসা কিছু। ডাক্তার নিশ্চয়ই মনস্তত্ত্ববিদ নন, সাধারণ ডাক্তার। কি ঘটেছে

হয়তো মনে মনে তিনি আন্দাজ করে থাকবেন, তবে সাবধানী হওয়ার বলবেন না। এই ভাবে তিনি হয়তো লন্ডনে বা অন্য কোথাও কাজ করার কথা বলবেন।

ক্লডিয়া রিথি-হল্যান্ড নর্মা সম্পর্কে কি ভাবে? ওর সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু জানেন না। তবে সে কোন গোপন ব্যাপার লুকিয়ে রাখতে পারে। সে নর্মার মানসিক অবস্থা জেনেও তাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে বলেনি। ফ্রান্সেস ওকে জানিয়েছিলো নর্মা সপ্তাহের শেষে বাড়ি ফেরেনি—হয়তো দুজনের মধ্যে তেমন আলোচনাও এ নিয়ে হয় নি। ক্লডিয়া এ বিষয়ে চিন্তিত। ক্লডিয়াকে যেমন মনে হয় তার চেয়ে বেশিই সে ছকের মধ্যে এসে পড়ছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, দক্ষ....। পোয়ারো আবার নর্মার কথায় এসে পড়লেন। নকশাতে ওকে অবস্থান কোথায়? ও সেই থার্ড গার্ল। ওর অবস্থান এমন জায়গায় যে ও টানলেই সব চলে আসবে। তবে ও ওফেলিয়া? এ সম্পর্কে দুটো মত হতে পারে। ওফেলিয়া কি পাগল না সে পাগলামির ভান করছে? অভিনেত্রীরা, কিভাবে অভিনয় করতে হবে সে ব্যাপারে নানা মতগ্রস্ত, নাকি প্রযোজকরা তাই? আসল ধারণা থাকে তাদেরই। হ্যামলেট কি উন্মাদ না সুস্থ? ভেবে নিন। ওফেলিয়া কি উন্মাদ না প্রকৃতিস্থ?

রেস্টারিক মেয়ের সম্পর্কে কখনই 'পাগল' কথাটা ব্যবহার করবেন না, বরং বলবেন 'মানসিক দিক থেকে দ্বিধান্বিত।' নর্মা সম্পর্কে অন্যরা যা বলেছে তা হলো 'একটু কেমন কেমন', 'যেন নিজের মধ্যে থাকে না' এমনই সব। তবে কাজের লোকদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য। তবে নর্মার ব্যাপারে কোথায় যেন অসংলগ্ন ভাব আছে। আর সে ভাব অন্য রকমও হতে পারে। কাঁধ অবধি ঝুলতে থাকা এলোমেলো চুল, বিচিত্র পোশাক, নোংরা হাঁটু—প্রাচীনপন্থী যে কেউ দেখেই ভাববে কোন সাবলিকা শিশু হতে চাইছে।

'আমি দুঃখিত, আপনি খুবই বুড়ো।'

হয়তো কথাটা ঠিকই। পোয়ারো বৃদ্ধের দৃষ্টিতেই মেয়েটিকে দেখেছিলেন, কাউকে খুশি করার মেয়ে নয়। এমন একজন মেয়ে যে নিজের মেয়েলিত্ব সম্পর্কে খেয়ালশূন্য—কাউকে সন্তুষ্ট করায় অজ্ঞ—কোন রহস্য দৃষ্টিতে অপারগ বা দেবার যার কিছুই নেই একমাত্র শারীরিক যৌন আবেদন ছাড়া। সেক্ষেত্রে তাঁর বিষয়ে মেয়েটির ধারণা ঠিকই। তিনি ওকে সাহায্যে করতে পারতেন না কারণ ওকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা ওঁর ছিলো না। যা করণীয় ওঁর জন্য এ পর্যন্ত সবই তিনি করেছেন, কিন্তু তাতে কি ফল এ পর্যন্ত হয়েছে ? সেই আবেদন করার পর কি তিনি করতে পেরেছেন? পরক্ষণেই এর উত্তর পেয়ে গেলেন পোয়ারো। তিনি ওকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এখানেই সব কেন্দ্রীভূত। ওকে কি নিরাপত্তা দেওয়া জরুরী? ওই সাংঘাতিক স্বীকারোক্তি ! একে স্বীকারোক্তির চেয়ে বক্তব্য বলাই শ্রেয়। 'আমি কোন খুন করে থাকতে পারি।'

এই বিষয়ে চিন্তা দরকার, কারণ সব এটাকে ঘিরেই রয়েছে। এটাই তাঁর মূল কাজ। কোন খুনের মোকাবিলা করা, খুনের রহস্য ভেদ করা, কোন খুন প্রতিহত করা। একরোখা ভালো জাতের কুকুরের মতই তিনি খুনের খোঁজ করতে তৈরি।

কোন খুন সম্পর্কে বোঝবার অর্থ কোথাও কোন খুন! তিনি এর খোঁজ করেও হদিশ পাননি। সুপের মধ্যে আর্সেনিক কি কোন ছকেরই অঙ্গ? তরুণ গুন্ডাদের পরস্পরকে ছুরি মারাও কি সেই ছক? 'চত্বরে রক্তের দাগ' জাতীয় শিহরণ তোলা হাস্যকর সেই কথা। রিভলবার থেকে গুলি বর্ষণ। কিন্তু কাকে আর কেন?

মেয়েটি যা বলেছিলো সেই, 'আমি হয়তো কোন খুন করে থাকতে পারি' তার সঙ্গে যেন কিছুই মিলছে না। তিনি বারবার চেষ্টা করেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারছেন না আর প্রতিবারই ফিরে আসছেন মেয়েটি সত্যিই কি ধরনের সেই কথাতেই।

আর এরপর আরিয়াদন অলিভারই তাকে কিছুটা আলো দেখিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আপাত সেই বোরোডিন ম্যানসনসে এক স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার কথা বলেছিলেন। এটা খাপ খেতে পারে। ওখানেই তৃতীয় মেয়েটি থাকে। নিশ্চয়ই ওই ঘটনাকেই ও খুন করেছে বলেছে। একই সময়ে অন্য কোথাও একটা খুন হয়েছে ভেবে নেওয়া বড় বেশি রকম কাকতলীয় হবে। তাছাড়া এমন কোন খুনের কথা জানাও যায়নি। মিসেস অলিভারের কাছ থেকে তাঁর প্রশংসা কোন পার্টিতে শুনে ছুটে এসে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবার কথা ভাবা যায় না। মিসেস অলিভার যখন বললেন একজন স্ত্রীলোক ওই ফ্ল্যাটের জানালা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে তিনি ধরেই নিয়েছেন এটাই সেই খুন যা তিনি খুঁজছিলেন।

এটাই সেই সূত্র। তাঁর চিন্তা ভাবনার উত্তর। এখানেই খুঁজে পাবেন, কে, কি আর কোথায়, এরই উত্তর।

'সবটাই কেমন গোলমেলে', বেশ জোরেই বলে উঠলেন এরকুল পোয়ারো।

হাত বাড়িয়ে সুন্দর টাইপ করা একখন্ড কাগজ তুলে নিলেন পোয়ারো। মিসেস চার্পেন্টিয়ারের নীরস জীবন কাহিনী। ভাল সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলা—কিছুটা স্ফূর্তিবাদ—দুটি বিয়ে—দুবার বিবাহ বিচ্ছেদ—পুরুষ ঘেঁষা এক মহিলা। এমন এক মহিলা যিনি ইদানিং কালে পানের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিলেন। এমন মহিলা যিনি শোনা গেছে সম্প্রতি অনেক কম বয়েসের পুরুষদের নিয়ে হৈ হল্লোরে মত্ত হয়ে উঠতেন। বোরোডিন ম্যানসনে একাকী বাস করা মহিলাটির চরিত্র ঠিকই অনুধাবন করলেন পোয়ারো—তিনি এও বুঝলেন কোন কাকভোরে কেন মহিলাটি আত্মহননের উদ্দেশ্যে হতাশায় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন।

কারণ তার ক্যান্সার হয়েছিলো একথা ভেবেই? অথচ ময়না তদন্তে নিশ্চিতভাবেই বলা হয়েছে এরকম কোন রোগ তার ছিলোনা।

তিনি যা চাইছেন তা হলো এর সঙ্গে কোন ভাবে নর্মা রেস্টারিকের যোগ। তিনি সেটা পাননি। নীরস বর্ণনায় আবার চোখ বোলাতে চাইলেন পোয়ারো।

তদন্তের সময় সনাক্তকরণ করেন একজন সলিসিটার। লুইজি চার্পেন্টার, যদিও তিনি নিজের পদবী কিছু ফরাসী ধাঁচে করেছিলেন লুইজি চার্পেন্টিয়ার। লুইজি নামটার সঙ্গে ভালো খাপ খায় বলে? লুইজি? লুইজি নামটা এরকম চেনা মনে হচ্ছে কেন? কথা প্রসঙ্গে কেউ বলেছে?—আহ্! মনে পড়েছে। একটা প্রসঙ্গের কথা

মনে পড়েছে। অ্যান্ড্রু রেস্টারিক যে মেয়েটির জন্যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে যান তার নাম ছিলো লুইজি বিরেল। যে রেস্টারিকের পরবর্তী জীবনে কোন রেখাপাত করেনি। ওরা ঝগড়া করে একবছর পরেই আলাদা হয়ে যায়। সেই একই ছক ভাবলেন পোয়ারো। কোন পুরুষকে ভালবাসা, তার সংসার চূর্ণ করা তারপর কলহ করে তাকে ত্যাগ করা। পোয়ারো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন লুইজি চার্পেন্টিয়ারই সেই লুইজি বিরেল।

এটা হলেও নর্মার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কোথায়? রেস্টারিক ইংল্যান্ডে ফিরে এলে তার সঙ্গে লুইজি চার্পেন্টিয়ারের যোগাযোগ ঘটে? সন্দেহ জাগলো পোয়ারোর। ওদের সম্পর্ক কয়েক বছর আগেই ছিন্ন হয়। তাই আবার দুজনের সংযোগ হবে একথা ভেবে নেওয়া নেহাতই বাতুলতা। ওই ঘনিষ্টতা নেহাতই গুরুত্বের ছিলো না। তার বর্তমান স্ত্রী অবশ্যই এমন হবেনা না যে ঈর্ষাকাতর হয়ে স্বামীর রক্ষিতাকে জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবেন! এটা হাস্যকর। কেউ যদি ওর উপর কোন রাগ পোষণ করে থাকতে পারে তা হলো প্রথম মিসেস রেস্টারিক। এটাও অসম্ভব কারণ তিনি মৃতা।

টেলিফোন বেজে উঠলো। পোয়ারো তবু নড়লেন না। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ বিরক্ত করুক তিনি চান না। তাঁর মনে হচ্ছে কোন সূত্র অনুসরণ করতে পেরেছেন....। তিনি সেটা অনুসরণ করতে আগ্রহী....। টেলিফোন এরপর থেমে গেলো। ভালো। মিস লেমনই এটা সামলাবেন।

দরজা খুলে এবার ঢুকলেন মিস লেমন।

'মিসেস অলিভার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন,' মিস লেমন বললেন।

পোয়ারো হাত নাড়লেন, 'এখন নয়, এখন নয়, আমি এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না।'

'উনি বলছেন জরুরী কথা জানাবার আছে। ওঁর কি একটা কথা মনে পড়েছে যা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। একটা অসমাপ্ত চিঠি, যেটা তাঁর ধারণা কোন আসবাবপত্রের ভ্যান থেকে কোন ডেস্কের ব্লটার থেকে পড়ে গিয়েছিলো—,' মিস লেমন অসন্তোষের ভঙ্গীতে বললেন।

পোয়ারো উন্মত্তের মত হাত নাড়লেন।

'এখন নয়। অনুরোধ করছি এখন নয়।'

'ওঁকে জানাচ্ছি আপনি ব্যস্ত আছেন।'

মিস লেমন বিদায় নিতে আবার ঘরে শান্তি নেমে এলো। পোয়ারোর মনে হলো বড্ড ক্লান্ত লাগছে। বড় বেশি রকম চিন্তা করছেন তিনি। একটু বিশ্রাম দরকার। হ্যাঁ, বিশ্রাম চাই। উত্তেজনা দূর করে ফেললেই বিশ্রামের অবকাশেই সেই নকশার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি এবার নিশ্চিন্ত হলেন, বাইরে থেকে জানার মত আর কিছুই নেই। এটা আসবে অন্তর থেকে।

আচমকাই এরপর—যে মুহূর্তে তিনি নিদ্রার কোলে প্রায় আশ্রয় নিয়েছেন তখনই সেটা এলো....।

সবই যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলো। সব কিছুই এবার তাঁর জানা হয়ে গেলো। এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কতকগুলো টুকরো। একটা পরচুল, একখানা ছবি, ভোর পাঁচটা, মেয়েরা আর তাদের কেশ বিন্যাস, ময়ূর ছেলেটি—সবই যেন সেই ছড়ার দিকে আঙুল দেখাতে চাইছে :

থার্ড গার্ল....।

'আমি কোন খুন করে থাকতে পারি....।' ঠিকই তাই!

একটা হাস্যকর ছেলেভোলানো ছড়ার কথাই তাঁর মনে এলো। বেশ জোরেই আবৃত্তি করতে চাইলেন পোয়ারো।

'তুম তানা তুম তিন ব্যাটা গুম

তারা কেবা কেউ কি তা জানো?

কসাই ও রুটিওয়ালা তার সাথে বাতিওয়ালা...

বিতিছিরি ব্যাপার শেষ লাইনটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

কসাই, রুটিওয়ালা আর বাতিওয়ালা—

পোয়ারো এর একটা মেয়েলি প্যারোডি আবৃত্তি করতে চাইলেন :

পিঠে পুলি, পিঠে তুলি, তিন মেয়ে চুলোচুলি ফ্ল্যাটে

তারা কে বা কেউ সেটা জানো?

এক মেয়ে সঙ্গী, অপরটি জঙ্গী

তৃতীয় ছিলো এক—

ঠিক তখনই ঢুকলেন মিস লেমন।

'আহ্—এখন মনে পড়েছে—'আলু-বড়া ফেটে এলো দুম্।'

মিস লেমন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন।

'ডঃ স্টিলিংফ্লিট এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বলছেন খুবই জরুরী।'

'ডঃ স্টিলিংফ্লিটকে বলে দিন তিনি—কি বললেন, ডঃ স্টিলিংফ্লিট?'

পোয়ারো প্রায় ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন। 'পোয়ারো বলছি। কিছু ঘটেছে?'

'মেয়েটা হাঁটা দিয়েছে।'

'কি?'

'যা বললাম শুনেছো নিশ্চয়ই। সে চলে গেছে। সোজা সদর দরজা দিয়ে চলে গেছে।'

'তুমি ওকে যেতে দিলে?'

'এছাড়া কি করতে পারি?'

'ওকে থামাতে পারতে।'

'না।'

'ওকে যেতে দেওয়া নিছক পাগলামি।'

'না।'

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না।'

'এই রকমই কথা ছিলো। যখন খুশি চলে যেতে পারবে।'

'এতে বিপদ কতখানি জড়িত থাকতে পারে বুঝতে পারছো না।'

'বেশ, ধরলাম বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি কি করছি সেটা জানি। ওকে যদি যেতে না দিতাম এতদিন ওর বিষয়ে যা করেছি সবই ব্যর্থ হতো। আর আমি ওর ওপর গবেষণা চালিয়েছি। তোমার কাজ আমার কাজ এক নয়। আমি বলছি ওর সম্পর্কে কোথাও একটা পৌঁছেছিলাম। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো ও পালিয়ে যাবে না।'

'আহ্, হ্যাঁ। আর তারপর মনামী, সে হাঁটা দিলো।'

'সরলভাবেই বলি, ব্যাপারটা আমার মাথায় আসছে না। কিছুতেই বুঝতে পারছি না গোলমাল কোথায়।'

'কিছু একটা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কি?'

'হয় ও কাউকে দেখেছে, কেউ হয়তো ওর সঙ্গে কথা বলেছে। কেউ হয়তো জেনে ফেলেছে ও কোথায় আছে।'

'বুঝতে পারছি না এটা কিভাবে সম্ভব....।'

'কেউ ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ও কোথায় রয়েছে সে জানতে পারে। নর্মা কোন চিঠি, টেলিগ্রাম বা টেলিফোন করেছে?'

'না, আমি নিশ্চিন্ত ভাবেই জানি।'

'তাহলে—তাহলে, হ্যাঁ বুঝেছি! খবরের কাগজ। তোমার ওখানে খবরের কাগজ আছে নিশ্চয়ই?'

'অবশ্যই। আমার সাধারণ জীবন কাটানোর ব্যবস্থাই আছে।'

'তাহলে ওই পথেই ওরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সাধারণ জীবন! ওখানে কি কি কাগজ রাখো?'

'পাঁচটা,' তিনি পাঁচটা নাম বলে গেলেন।

'ও কখন চলে যায়?'

'আজ সকালে। সাড়ে দশটায়।'

'ঠিক। কাগজগুলো পড়ার পরেই। শুরু করার পক্ষে ভালোই। ও কোন্ কাগজ বেশি পছন্দ করতো?'

'কোন ঠিক নেই, কোন কাগজ বিশেষ পছন্দ করতো না। কোন কোনটাতে শুধু চোখ বোলাতো মাত্র।'

'যাই হোক কথা বলে আর সময় নষ্ট করবো না।'

'তুমি বলতে চাও ও কোন বিজ্ঞাপন দেখেছিলো?'

'এ ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা সম্ভব? বিদায়, এখন আর কোন কথা নয়। আমাকে সম্ভাব্য বিজ্ঞাপনটা খুঁজে বের করতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।'

তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

'মিস লেমন, আমাকে 'মর্নিং নিউজ' আর 'ডেইলি কমেন্ট' কাগজ দুটো এনে দিন। জর্জকে বাকি কাগজগুলো আনতে পাঠিয়ে দিন।'

পোয়ারো এবার সাবধানে ব্যক্তিগত কলমের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

তাঁকে সময় মত পৌঁছতেই হবে যে করেই হোক....ইতিমধ্যে একটা খুন হয়ে গেছে। আরও একটা হতে চলেছে। কিন্তু তিনি, এরকুল পোয়ারো সেটা ঠেকাবেনই,....শুধু যদি সময় মত হাজির হতে পারেন....তিনি এরকুল পোয়ারো—নিরপরাধের রক্ষাকর্তা। তিনি কি বলেন নি (অবশ্য কথাটা তিনি যখন বলেন সবাই হেসেছিলো) 'আমি খুন সমর্থন করি না?' লোকে এটাকে কথার কথা বলেই ধরে নেয়। ব্যাপারটা তা নয়। কিছুটা নাটকীয়তা মেশানো সরল একটা বক্তব্যই ছিলো কথাটা। তিনি খুন সমর্থন করেন না।

জর্জ একজোড়া সংবাদপত্র হাতে নিয়ে ঢুকলো। 'এগুলো আজ সকালের কাগজ, স্যার।'

পোয়ারো মিস লেমনের দিকে তাকালেন। 'কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিন যদি আমার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে কিছু।'

'ব্যক্তিগত কলমগুলো?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে কোথাও ডেভিড নামটা থাকবে। কোন মেয়ের নামও। তবে নর্মা নামটা ব্যবহার করবে না, হয়তো ডাকনাম থাকবে। কোন সাহায্যের আবেদন বা সাক্ষাতের অনুরোধ থাকা সম্ভব।'

মিস লেমন কিছুটা বিতৃষ্ণা মুখে নিয়ে চলে গেলেন। কাজটা তার উপযুক্ত নয়, তবে পোয়ারোর পক্ষে কোন কাজ আপাততঃ দেওয়ার ছিলো না।

পোয়ারো নিজে 'মর্নিং ক্রনিকল' কাগজখানা সামনে মেলে ধরলেন। তিন কলম বিস্তৃত কলমঃ।

অনৈকা মহিলা তার লোমের কোট বিক্রি করতে চান...বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক ভ্রমণার্থী চাই....পেয়িংগেস্ট.....বাড়িতে বানানো চকোলেট....'জুলিয়া। কোনদিন ভুলবো না। একান্ত তোমার।' পোয়ারো আরও ঝুঁকে পড়লেন। পঞ্চদশ লুইয়ের আসবাবপত্র....হোটেল পরিচালনার কাজে মধ্যবয়স্ক মহিলা চাই....। 'সাংঘাতিক বিপদ। তোমার দেখা চাইই। সাড়ে চারটের মধ্যে ফ্ল্যাটে অবশ্যই। আমাদের সঙ্কেত গোলিয়াথ।'

তিনি 'জর্জ, একটা ট্যাক্সি' বলে দ্রুত হাতে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে হলঘরে ঢোকার মুহূর্তেই জর্জ সদর খুলে ধরায় মিসেস অলিভারের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। তিনজনে জড়াজড়ি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে এবার উঠে দাঁড়ালেন।

◻ বাইশ ◻

ফ্রান্সেস ক্যারি ওর রাতের ব্যাগ হাতে ম্যান্ডেভিল রোড বরাবর একটু আগে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বোরোডিন ম্যানসানসের দিকে হেঁটে চলেছিলো।

'সত্যিই ফ্রান্সেস, ওই বাড়িটায় থাকা ঠিক জেলখানায় থাকার মত। ঠিক যেন

কাঠের বাক্সের পোকার মত লাগে।'

'একদম বাজে কথা, এইলিন। ফ্ল্যাটগুলো দারুণ আরামের। আমি খুবই ভাগ্যবান, ক্লডিয়ার মত মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা—কোনরকম ঝামেলা নেই। চমৎকার একজন কাজের মেয়েও ও পেয়েছে। সুন্দর রেখেছে ও ফ্ল্যাটটা।'

'এখানে শুধু তোরা দুজনেই আছিস? না, না, আমিই ভুল করছি। এতে একটা তৃতীয় একটা মেয়েও আছে না?'

'হ্যাঁ, তবে মনে হচ্ছে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

'তার মানে ও ওর ভাগের টাকা দেয়না?'

'ওহ্ তা নয়। আসলে সে বোধহয় কোন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ঢলাঢলি করছে।'

এইলিনের আগ্রহ রইলো না। ছেলেবন্ধু ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

'এখন কোথা থেকে আসছিস?'

'ম্যাঞ্চেস্টার। একটা প্রদর্শনী চলছে। দারুন সফল ওটা।'

'সামনের মাসে সত্যিই ভিয়েনা যাচ্ছিস?'

'তাইতো মনে হয়, সবই প্রায় ঠিকঠাক। খুব মজা হবে।'

'কোন ছবি চুরি গেলে খারাপ হবে না?'

'ওহ্, ওগুলো সবই বীমা করা আছে,' ফ্রান্সেস বললো 'মানে সবচেয়ে দামী ছবিগুলো।'

'তোর বন্ধু পিটারের ছবি কেমন চলছে?'

'তেমন ভালো না। তবে 'দি আর্টিস্টে' ভালো সমালোচনা বেরিয়েছে, এর দাম আছে।'

ফ্রান্সেস বোরোডিন ম্যানসানসে ঢুকে গেলে ওর বান্ধবী আরও একটু এগিয়ে নিজের বাড়ির দিকই চলে গেলো। ফ্রান্সেস পোর্টারকে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে লিফটে চড়ে সাততলায় পৌঁছলো। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ও বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চললো।

নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি লাগালো। হলঘরে আলো ছিলো না। ক্লডিয়া এখনও ফেরেনি, অথচ বসার ঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে আলো জ্বলছে বোঝা গেলো।

ফ্রান্সেস্ জোরে বলে উঠলো, 'আলোটা জ্বলছে। আশ্চর্য ব্যাপার।' ফ্রান্সেস ওর কোটটা খুলে ফেলে রাতের ব্যাগটা রেখে বসবার ঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

পরক্ষণেই ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ও প্রায় হ্যাঁ করতে গিয়ে আবার মুখ বন্ধ করে ফেললো। সারা শরীর ওর কাঠ হয়ে উঠলো সামনে মেঝের উপর পড়ে থাকা দেহটা দেখে, সামনে দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজের ভয় মাখানো মুখ দেখে ও কেঁপে উঠলো....।

ক্ষণিকের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্সেস এরপর মুখ ফিরিয়ে আর্তনাদ করে

উঠলো। নিজের ব্যাগে হোঁচট খেয়ে ও পাগলের মতই ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা লাগলো।

একজন বয়স্কা মহিলা দরজা খুললেন।

'কি হলো? 'ব্যাপার কি—?'

'কে— কেউ যেন মরে গেছে। মনে হচ্ছে চেনা লোক.....ডেভিড বেকার মেঝের উপর পড়ে আছে.......কেউ ওকে ছোরা মেরেছে....চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত.....'

হিস্ট্রিয়ায় আক্রান্তের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো ও। মিস জ্যাকব ওর হাতে একটা গ্লাস তুলে দিলেন। 'এটা খেয়ে নিয়ে এখানে বোসো।'

ফ্রান্সেস বাধ্য মেয়ের মতই গ্লাসে চুমুক দিলো। মিস জ্যাকব এবার দ্রুত পাশের ফ্ল্যাটটায় এসে ঢুকলেন। শোবার ঘরে ঢুকেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আর্তনাদ করার মত স্ত্রীলোক নন মিস জ্যাকব। ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চেপে তিনি তাকালেন। যা তাঁর চোখে পড়েছিলো সুদর্শন এক যুবকের দেহ দুটো হাত দুদিকে ছড়ানো, বাদামী চুলও কাঁধে এলোমেলো ছড়ানো। যুবকের দেহে একটা লাল মখমলের কোট, সাদা সার্ট রক্তে লাল....।

মিস জ্যাকব ঘরে দ্বিতীয় একজনের উপস্থিতি টের পেলেন। দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো মেয়েটি।

মেয়েটির দেহে একটা নরম পশমী পোষাক, হালকা বাদামী চুল নেমে এসেছে মুখে। ওর হাতে ধরা ছিলো একটা রান্নাঘরের উপযোগী ছুরি।

মিস জ্যাকব ওর দিকে তাকাতে মেয়েটিও তার দিকে তাকালো।

এরপর যেন স্বগতোক্তির মতই মেয়েটির কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে চললো :

'হ্যাঁ, আমি ওকে মেরেছি....আমার হাতে ছুরির রক্ত লেগেছে....আমি বাথরুমে হাতের রক্ত ধোয়ার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু এ দাগ কি সহজে ধুয়ে তোলা যায়? তারপর এখানে ফিরে এসে দেখতে চাইছিলাম ব্যাপারটা সত্যি কিনা...। কিন্তু....কিন্তু বেচারা ডেভিড....বোধ হয় আমাকে এটা করতেই হতো।'

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অদ্ভুত কিছু কথাই মিস জেকবের গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। নিজেকে হাস্যকর মনে হলো তার।

'তাই বুঝি? এরকম কিছু করতে হলো কেন?'

'জানিনা....কিন্তু....ও খুব বিপদে পড়েছিলো। ও আমাকে ডেকে পাঠায়—আর আমি তাই চলে আসি...। আমি ওর হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছিলাম, ওর কাছ থেকে পালাতে চাইছিলাম। আমি সত্যি ওকে ভালোবাসিনি।'

ছুরিটা সাবধানে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ও একটা চেয়ারে বসলো।

'কাউকে খোয়া করা বোধহয় নিরাপদ নয় তাই না?' ও বলে উঠলো। নিরাপদ নয় কেননা কি করে বসবেন জানা যায় না....ঠিক জুইজির মত.....।'

তারপর ও শান্ত স্বরে বলে উঠলো : 'আপনি পুলিশে ফোন করলে ভালো হয় না?'

প্রায় বশংবদের মতই মিস জ্যাকব ১৯৯ ডায়াল করতে চাইলেন।

ঘরখানায় বর্তমানে ছ'জন মানুষকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছিলো। অনেক সময়ই ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। পুলিশ যথারীতি এসে কাজ শেষ করে বিদায়ও নিয়েছে।

অ্যান্ড্রু রেস্টারিক প্রায় স্তম্ভিতের মতই উপবিষ্ট। দু'একবার কেবল তিনি একই কথা বলছেন, 'আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না...।' তাকে ফোন করে জানানো হলে তিনি অফিস থেকে চলে আসেন, সঙ্গে আসে ক্লডিয়া রিখি-হল্যান্ড। ও স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গিতে ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ও উকিলকে ফোন করেছে, ক্রশহেজেসেও ফোন করেছে, তাছাড়া মেরী রেস্টারিককে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠানকে। ফ্রান্সেস ক্যারীকে ও ঘুমের ওষুধ দিয়ে শুতে পাঠিয়েও দিয়েছে।

এরকুল পোয়ারো আর মিসেস অলিভার পাশাপাশি একটা সোফায় উপবিষ্ট। তাঁরা পুলিশের সঙ্গেই প্রায় ঢুকেছেন।

যখন অন্যান্য পুলিশের সকলে বিদায় নিয়েছেন তখন শান্ত প্রকৃতির, ধূসর কেশের একজন মানুষ এসেছেন তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চিফ ইন্সপেক্টর নীল। তিনি পোয়ারোকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে প্রবেশ করতেই পোয়ারো তাঁর সঙ্গে অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন লাল-চুল তরুণ জানালার সামনে চত্বরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সকলের এরকম অপেক্ষার কারণ কি হতে পারে একথাটাই ভাবছিলেন মিসেস অলিভার। লাশ সরানো হয়ে গেছে, আলোকচিত্রীরাও বিদায় নিয়েছে, পুলিশ নিজেদের কাজ সমাধা করে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তাব্যক্তিদের আগমনেরই জন্য।

কি বলবেন না ভেবেই মিসেস অলিভার বলে উঠলেন, 'আমাকে যদি চলে যেতে বলেন—,'

'আপনি মিসেস আরিয়াদ্নে অলিভার তাই না? না, আপনার কোন আপত্তি না থাকলে অনুগ্রহ করে থাকুন। যদিও ব্যাপারটা সুখকর নয়—।'

'বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না।'

মিসেস অলিভার চোখ বুঁজে সব ব্যাপারটাই যেন দেখতে পেলেন। ওই ময়ূর ছেলেটা অদ্ভুতভাবেই প্রাণহীন অবস্থায় পড়েছিলো। সবই কেমন যেন নাটকীয়। আর সেই মেয়েটা—ও যেন কেমন অন্য রকম—আগের মত অস্থিরচিত্ত সেই নর্মা নয় বরং যেন অনাকর্ষনীয়া ওফেলিয়া, পোয়ারো যেমন বলেছিলেন। ও যেন কোন বিয়োগান্ত আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজের সর্বনাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পোয়ারো জানতে চেয়েছিলেন দুটো ফোন করতে পারবেন কিনা। এর একটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, দায়িত্বে থাকা সার্জেন্ট তাতে রাজি হন। সন্দেহ নিরসন করে নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগেই ফোন করে। সার্জেন্ট পোয়ারোকে ক্লডিয়ার ঘরে অপেক্ষার আদেশও দিয়েছিলেন।

সার্জেন্টের চোখে তখনও সন্দেহের ছোঁয়া ছিলো। তিনি নিজেদের অধস্তন কর্মচারীকে নিচু গলায় বলেছিলেন, 'ওরা জানিয়েছে সব ঠিক আছে। ভাবছি এ লোকটা কে? বিদঘুটে চেহারার মানুষ।'

'বিদেশী বলেই মনে হয়। নাকি স্পেশাল ব্রাঞ্চের?'

'তা মনে হয় না। উনি চিফ ইন্সপেক্টর নীলকে চাইছেন।'

অধস্তন কর্মীটি ভ্রু তুলে শিস্ দিয়ে উঠেছিলো।

ফোন করার পর পোয়ারো বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস অলিভারকে ইশারায় ডাকলেন। দুজনে এরপর ক্লডিয়া রিথি-হ্যান্ডের বিছানার একপ্রান্তে বসলেন।

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে কিছু একটা করি,' মিসেস অলিভার বললেন—সবসময়ই তিনি যেমন চনমন করে থাকেন।

'ধৈর্য ধরুন, মাদাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই কিছু করতে পারেন।'

'করেছি। যাদের ফোন করা দরকার তাদের ফোন করেছি। পুলিশ তাদের প্রাথমিক তদন্ত শেষ করার আগে আমার আর কিছু করার নেই।'

'ইন্সপেক্টরকে ফোন করার পর কাকে ফোন করলেন? ওর বাবাকে? তিনি এসে ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে পারেন না?'

'খুনের ব্যাপার থাকলে সহসা জামিন মেলে না,' পোয়ারো শুষ্ক স্বরে বললেন। 'পুলিশ ইতিমধ্যে ওর বাবাকে জানিয়েছে। মিসেস ক্যারীর কাছ থেকে ওরা নম্বর পেয়েছিলো।'

'ও কোথায়?'

'পাশের ফ্ল্যাটে কোন মিস জ্যাকবের ঘরে হিস্টিরিয়ার আক্রান্ত বলে শুনেছি। সেই দেহটা আবিষ্কার করে। সে চিৎকার করে। সে চিৎকার করে বেরিয়ে পড়ে।'

'সেই ছবি আঁকিয়ে মেয়েটি তাই না? ক্লডিয়া হলে মাথা ঠিক রাখতো।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত। খুবই ধীর স্থির মেয়ে।'

'তাহলে আর কাকে ফোন করলেন? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এ ব্যাপারে তার মাথা গলানো পছন্দ করবে?'

'তিনি মাথা গলাতে আসছেন না। উনি আমার হয়ে কিছু খোঁজখবর নিচ্ছিলেন যেটা এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারে।'

'ওহ্ বুঝলাম....এ ছাড়া আর কাকে ফোন করলেন?'

'ডঃ জন স্টিলিংফ্লিটকে।'

'তিনি কে? নর্মার মাথার গোলমাল সে কাউকে খুন করতে পারে না একথা বলতে?'

'ওঁর যা যোগ্যতা রয়েছে তাতে প্রয়োজনে তিনি আদালতে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন।'

'উনি নর্মার বিষয়ে কিছু জানেন?'

'অনেকটাই জানেন। শ্যামরক কাফেতে ওকে দেখার পর থেকে নর্মা ওরই রক্ষণাবেক্ষনে ছিলো।'

'ওকে কে ওখানে পাঠায়?'

হাসলেন পোয়ারো। 'আমিই পাঠাই। আপনার সঙ্গে কাফেতে দেখা করতে যাওয়ার আগে এ-ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম।'

'কি? আর আমি শুধু আপনার সম্পর্কে হতাশ হয়ে কিছু একটা কাজ করার কথা বলছিলাম—আপনি সত্যিই কিছু করেছেন? আর আমাকে এসবের বিন্দু বিসর্গও জানান নি! সত্যিই পোয়ারো! একটা কথাও না! আপনি এরকম নীচ হলেন কি করে?'

'রাগ করবেন না, মাদাম, আমার একান্ত অনুরোধ। আমি যা করেছি সবই ভালোর জন্যে।'

'যখন লোকে গোলমেলে কাজ করে তখন এমন কথাই বলে। এছাড়া আর কি করেছেন?'

'আমি ব্যবস্থা করি যাতে ওর বাবা আমার সাহায্য নেন, যাতে ওর নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা করতে পারি।

'তার মানে ওই ডাক্তারি স্টিলিংওয়াটাব?'

'ওয়াটার নয় স্টিলিংফ্লিট। হ্যাঁ।'

'কি ভাবে ব্যাপারটা করলেন? একবারও ভাবতে পারিনি নর্মার বাবা আপনার মত কালকে মেয়ের জন্য এতসব ব্যবস্থা করতে দেবেন। তিনি যেরকম মানুষ তাতে সম্ভবতঃ পরদেশীদের উপর তার আস্থা না থাকারই কথা।'

'আমি নিজেকে ওঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম—যাদুকর যেভাবে তাস নিতে বাধ্য করে। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে একটা চিঠি পেয়েছি বলে কাজটা করার কথা বলি।'

'উনি কথাটা বিশ্বাস করেন?'

'খুবই স্বাভাবিক। আমি চিঠিটা তাকে দেখিয়েছি। সেটা ওঁরই চিঠির কাগজে টাইপ করে তারই নাম সই করা। অবশ্য উনি বলেছিলেন সইটা ওর ছিলোনা।'

'বলতে চান চিঠিটা আপনিই লিখে নিয়ে যান?'

'নিশ্চয়ই। আমি জানতাম এতে তার কৌতূহল জাগবে আর তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। এ পর্যন্ত এগোনোর পর আমার নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করলাম।'

'আপনি ওঁকে জানালেন ডঃ স্টিলিংফ্লিটকে দিয়ে কি করাবেন?'

'না, আমি একথা কাউকে বলিনি, কারণ এতে বিপদের সম্ভবনা ছিলো।'

'নর্মার বিপদ?'

'নর্মার বা নর্মা যার পক্ষে বিপজ্জনক তার। গোড়া থেকেই এই দুটো সম্ভাবনা ছিলো। তথ্যগুলো দুদিক দিয়েই বিচার করা যায়। মিসেস রেস্টারিককে বিষ প্রয়োগের ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না—এটা বিলম্বিত ছিলো তাই খুন করার মত

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তারপর বোরোডিন ম্যানসানসে সেই রিভলবার ছোড়ার আর ছুরির রক্ত লেগে থাকার কাহিনী। প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে নর্মার এ-সম্বন্ধে কিছুই মনে থাকে না ইত্যাদি। সে ড্রয়ারে আর্সেনিক খুঁজে পায়—অথচ সেখানে রাখার কথা মনে থাকে না। স্মৃতিভ্রংশ হয় বলেই ওর মনে হয়। কোন কথাই ওর স্মরণে থাকে না। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—সে যা বলছে সেটা ঠিক না ও কোন উদ্দেশ্যে এগুলো বানিয়ে বলে? সে কি কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রেরই শিকার না কি সে কোন অশরীরির ছায়া? সে কি নিজেকে মানসিক ভারসাম্যহীন কোন মেয়ে বলে দেখাতে চায় না কি ওর মনে হত্যার বীজ সুপ্ত, যাতে নিজেকে ভারসাম্যহীন প্রমাণ করা যায়?'

'এ আশ্চর্য রকম আলাদা, মিসেস অলিভার আস্তে আস্তে বললেন, 'ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন? সেই চঞ্চল ভাবটা নেই।'

মাথা নোয়ালেন পোয়ারো।

'আর ওফেলিয়া নয়—ইফিজেনিয়া।'

বাইরে কিছু শব্দ জেগে উঠতে দু জনেই তাকালেন।

'আপনাব কি মনে হয়—', বলতে গিয়েই থেমে গেলেন মিসেস অলিভার। পোয়ারো জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচে তাকালেন। একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে।

'ওরা কি ওটা নিয়ে যাচ্ছে? কাঁপাগলায় বলে উঠলেন মিসেস অলিভার। পরক্ষণেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো 'বেচারি ময়ূর।'

'কোন প্রিয় চরিত্রের মানুষ নয় আদৌ', ঠাণ্ডা গলায় বললেন পোয়ারো।

'খুব সৌখিন....এত অল্প বয়স', মিসেস অলিভাব বললেন।

'মেয়েদের কাছে এটাই যথেষ্ট', পোয়ারো মন্তব্য করে সতর্কভাবে দরজাটা একটু ফাঁক করে তাকাতে চাইলেন। 'মাপ করবেন, আপনাকে এক মুহূর্ত একলা রেখে যাচ্ছি', তিনি বললেন।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন মিসেস অলিভার।

'এদেশে বোধ হয় প্রশ্নটাকে বেনিয়ম মনে করা হয় না', পোয়ারো বললেন।

মিসেস অলিভার কিছু না বলে উঠে পড়ে দরজার ফাঁকে চোখ রাখলেন।

'মিঃ রেস্টারিক সবে মাত্র ট্যাক্সি করে এলেন', মিসেস অলিভার পোয়ারো নিঃশব্দে আবার ঘরে ঢুকতেই বললেন। 'সঙ্গে ক্লডিয়াও আছে। আপনি কি নর্মার ঘরে ঢুকতে পেরেছেন?'

'নর্মার ঘর পুলিশের হেফাজতে।'

'সত্যিই আপনার পক্ষে বড় বিরক্তিকর। আপনার হাতে ওই কালো ফোল্ডারে কি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

পোয়ারো পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, 'আপনার হাতের ওই পারসীয় ঘোড়া আঁকা ক্যানভাসের ব্যাগটায় কি রয়েছে?'

'আমার বাজার করার ব্যাগে? কয়েকটা আপেল, যেমন থাকে।'

'তাহলে এই ফোল্ডারটা রাখতে দিতে পারি আপনাকে। এটাকে মুচড়ে ফেলবেন না দয়া করে।'

'ওতে কি আছে?'

'যা খুঁজছিলাম সেই রকম কিছু—সেটা পেয়েও গেছি—আহ্, ব্যাপারগুলো যেমন ভেবেছি সেই পথেই চলেছে।'

ওদের কানে এলো জোরালো শব্দ আর কথাবার্তার টুকরো। মিসেস অলিভারের কাছে পোয়ারোর কথাগুলো পরদেশী সুলভ বলেই মনে হলো। রেস্টারিকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিলো। এক লহমায় দেখা গেলো একজন পুলিশ স্টেনোগ্রাফার ক্লাসেস ক্যারী আর সেই রহস্যময়ী মহিলা মিস জ্যাকবের জবানবন্দী লিখে নিতে। ক্যামেরা সহ্ দুই পুলিশকে চলে যেতেও দেখা গেলো।

পরক্ষণেই আচমকা ক্লডিয়ার শয়নকক্ষে ঢুকতে গেলো ঢিলাঢালা এক লালচুলো তরুণকে।

মিসেস অলিভারকে লক্ষ না করেই সে পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে চললো।

'মেয়েটা কি করেছে? খুন? কে লোকটা? ছেলে বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'ও স্বীকার করেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওটাই যথেষ্ট নয়। নির্দিষ্ট করে বলেছে?'

'আমি বলতে শুনিনি। ওকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি।' একজন পুলিশ ভিতরে তাকালো।

'ডঃ স্টিলিংফ্লিট?' সে প্রশ্ন করলো। 'পুলিশ সার্জন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

ডঃ স্টিলিংফ্লিট মাথা নুইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'ওঃ উনিই ডঃ স্টিলিংফ্লিট?' মিসেস অলিভার বললেন দু এক মিনিট কি ভেবে। 'দারুণ, তাই না?'

❑ তেইশ ❑

চিফ ইন্সপেক্টর নীল তার সামনে রাখা একখন্ড কাগজে কিছু লিখে নিয়ে উপবিষ্ট বাকি পাঁচজন মানুষের দিকে তাকালেন।

'মিস জ্যাকব?' তিনি দরজার কাছে দন্ডায়মান পুলিশ সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'সার্জেন্ট কনোলী, আমি জানি ওর জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে, তবু আমি নিজে একটু কথা বলতে চাই।'

কয়েক মিনিট পরে ঘরে ঢুকলেন মিস জ্যাকব। নীল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

'আমি চিফ ইনসপেক্টর নীল', তিনি করমর্দন করে বললেন। 'আপনাকে দ্বিতীয় বার বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি শুধু জানাতে চাই ঠিক কি দেখেন ও শোনেন আপনি। ব্যাপারটা বেদনাদায়ক হলেও—।'

'বেদনাদায়ক, না, না, তা নয়', চেয়ারে বসে বললেন মিস জ্যাকব। 'খুব আঘাত পেয়েছি সেটা ঠিক, তবে এর মধ্যে আবেগের জায়গা নেই। আপনি সব পরিষ্কার করেও ফেলেছেন।'

নীল বুঝলেন মিস জ্যাকব লাশ সরিয়ে নেওয়ার কথাই বলছেন।

মিস জ্যাকবের দৃষ্টি ঘরের সকলকে একবার জরিপ করে নিলো। পোয়ারোর উপর সে দৃষ্টি নিছক অবাক হওয়াই বোঝাতে চাইলো, মিসেস অলিভারের ক্ষেত্রে সামান্য অনুসন্ধিৎসা, ডঃ স্টিলিংফ্লিটের বেলায় প্রশংসা, ক্লডিয়াকে সামান্য চেনার অভিব্যক্তি আর সবশেষে অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের বেলায় সহানুভূতি।

'আপনিই বোধহয় মেয়েটির বাবা', মিস জ্যাকব বললেন। 'একেবারে অচেনা কারো কাছ থেকে সহানুভূতির কোন উদ্দেশ্য নেই, তাই না বলাই ভালো। আজকের এ দুনিয়াটাই দুঃখময়। মেয়েরাও আমার মনেহয় বড় বেশি পড়াশোনা করে আজকাল।'

এরপর তিনি নীলের দিকে তাকালেন।

'বলুন?'

'মিস জ্যাকব, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ঠিক কি দেখেছিলেন যদি নিজের কথায় বলেন।'

'হয়তো কিছুটা অন্য রকম হতে পারে,' মিস জ্যাকব আচমকা বলে উঠলেন অভাবিতভাবে। 'এরকম হয়। তবে সব ঠিক মতই বলার চেষ্টা করছি। প্রথমে চিৎকার। প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ আহত হয়েছে। তারপরেই টের পেলাম কেউ দরজায় ধাক্কা মারছে। দরজা খুলেই দেখতে পেলাম ৬৭ নম্বরে যারা থাকে তাদেরই একটি মেয়ে। আলাপ নেই তবে মুখ চিনি।'

'ফ্রান্সেস ক্যারী,' ক্লডিয়া বলে উঠলো।

'ও বিড়বিড় করে কি যেন বলে গেলো কে যেন মারা গেছে—ওর চেনা ডেভিড নামের কে যেন। পদবীটা খেয়াল করিনি। ও ফুঁপিয়ে চলেছিলো। ওকে একটু ব্রান্ডি দিয়ে নিজেই দেখতে গেলাম।'

সকলেই বুঝলেন সারা জীবনই মিস জ্যাকব একাজ করে যাবেন।

'কি দেখলাম আপনারা জানেন। আবার বলার দরকার আছে?'

'ছোট্ট করে বলুন।'

'আজকালকার মত এক তরুণ—ঝলমলে পোশাক আর লম্বা চুল। সে মেঝেতে পড়েছিলো, নিঃসন্দেহে মৃত। ওর সার্ট রক্তে ভিজে লাল।'

স্টিলিংফ্লিট একটু নড়ে বসলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিস জ্যাকবের উপর।

'তারপরেই খেয়াল হলো ঘরে একটি মেয়েও রয়েছে। তার হাতে একটা ছুরি। ওকে বেশ শান্ত মনে হলো—একটু অদ্ভুত মনে হয়।'

স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'ও কিছু বলছিলো?'

'ও বলেছিলো বাথরুমে হাত ধুলেও রক্ত ওঠেনি। তারপর বললো 'এরকম কিছু বোধহয় সহজে যায় না!'

'খুব ঘোরালো অবস্থা বলা চলে?'

'একথা বলবো না ওকে লেডি ম্যাকবেথের মত লেগেছে। কি বলি—ও বেশ গোছালো বলেই মনে হয়েছিলো। ছুরিটা টেবিলে রেখে ও চেয়ারে বসে পড়ে।'

'আর কিছু?' চিফ ইনসপেক্টর নীল বললেন।

'ঘৃণার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলো। কাউকে ঘৃণা করা নিরাপদ নয় এই রকম কিছু।'

'ও বেচারি ডেভিড' এরকম কিছু বলেছিলো আপনি সার্জেন্ট কনোলীকে জানিয়েছেন। আর ও তার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলো।'

'ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া লুইজি সম্পর্কেও কিছু বলে ও।'

'লুইজি সম্পর্কে কি বলেছিলো?' এবার পোয়ারো তীক্ষ্ণস্বরে বললেন। মিস জ্যাকব সন্দেহের চোখে তাঁর দিকে তাকালেন।

'তেমন কিছু নয়, শুধু নামটা বলেছিলো ও—।'

'তারপর?'

'তারপরেই ও শান্ত গলায় বলে আমার পুলিশে ফোন করা উচিত। আমি ফোন করার পর দুজনে ওখানেই বসে থাকি। ও চুপচাপ চিন্তিত ভঙ্গীতে বসেছিলো কোন কথাই আমরা বলিনি।'

'আপনি কি বলতে পারেন যে ও মানসিকভাবে অস্থির?' অ্যান্ড্রু রেস্টারিক প্রশ্ন করলেন। 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন ও কি করছে নিজেই জানেনা?'

তিনি প্রায় অনুণয়ের স্বরেই কথাটা বললেন।

'ওই রকম স্থৈর্য্য থাকা সত্ত্বেও খুন করার পর মানসিক ভারসম্যহীন বললে কথাটা মেনে নিতে পারি।'

মিস জ্যাকব যে স্বভাবতই এতে একমত নন বুঝতে না পারার কারণ নেই।

স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'মিস জ্যাকব, ও কি কোন সময়ে বলেছে যে ও ওকে খুন করেছে?'

'ও হ্যাঁ। কথাটা আগে বলাই উচিত ছিলো। ও বলেছিলো 'হ্যাঁ, ওকে আমিই খুন করেছি।'

রেস্টারিক যন্ত্রণায় দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ক্লডিয়া -৯ ''' হাত রাখলো। পোয়ারো বললেন, 'মিস জ্যাকব, আপনি বললেন মেয়েটি ছুরিটা টেবিলের উপর রেখেছিলো। টেবিলটা কি আপনার কাছেই ছিলো? ওটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন? আপনার কি মনে হয়েছিলো ছুরিটাও জলে ধোওয়া হয়?'

মিস জ্যাকব চিফ ইন্সপেক্টর নীলের দিকে তাকালেন। এটা পরিষ্কার যে পোয়ারোর প্রশ্ন তার কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলেই মনে হয়েছে।

'দয়া করে উত্তর দিন,' নীল বললেন।

'না—আমার মনে হয় না ছুরিটা ধোওয়া হয়েছিলো। ওটায় চটচটে গাঢ় রঙের

কিছু লাগানো ছিলো।'

'আহ্', পোয়ারো বলেই চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

'আমার ধারণা ছুরিটার বিষয়ে আপনারা সব জানেন,' মিস জ্যাকব অনুযোগের সুরে নীলকে বললেন। 'পুলিশ পরীক্ষা করেনি? না করে থাকলে এটা তাদের গাফিলতি।'

'ওহ, হ্যাঁ পুলিশ পরীক্ষা করেছে,' নীল বললেন। 'তবে আমরা—মাঝে যাচাই করতে চাইছি।'

মিস জ্যাকব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আসলে আপনি বলতে চান সাক্ষীরা কতখানি নির্ভুলভাবে লক্ষ্য করতে পারে, কতখানি তারা বানিয়ে বলে—।'

মৃদু হাসলেন নীল। 'আমার মনে হয়না আপনার সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ আছে, মিস জ্যাকব। আপনি একজন চমৎকার সাক্ষী হবেন।'

'এটা উপভোগ করবো না। তবে এরকম অভিজ্ঞতা হওয়া স্বাভাবিক।'

'ঠিকই বলেছেন। ধন্যবাদ, মিস জ্যাকব,' নীল চারিদিকে তাকালেন এরপর। 'আর কারও কোন জিজ্ঞাসা আছে?'

পোয়ারো জানালেন তাঁর আছে। মিস জ্যাকব দরজার কাছে অসন্তুষ্ট হয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

'বলুন?' তিনি বললেন।

'লুইজি বলে যে নামটা করলেন তার সম্পর্কে বলছি।' আপনি কি জানতেন মেয়েটি কার কথা বলছিলো?

'কি করে জানবো?'

'এটা কি সম্ভব নয় যে সে মিসেস লুইজি চার্পেন্টিয়ারের কথাই বলে? আপনি মিসেস চার্পেন্টিয়ারকে চিনতেন, তাই না?'

'আমি চিনতাম না।'

'আপনি জানেন এই ফ্ল্যাটের এক অংশের কোন একটি জানালা থেকে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ একথা জানি। একথা জানতাম না তার আসল নাম লুইজি, তাছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলোনা।'

'আপনার পরিচয়ের ইচ্ছে ছিলোনা?'

'একথা বলিনি, যেহেতু মহিলা মারা গেছেন। তবে স্বীকার করছি কথাটা সত্যি। উনি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ভাড়াটে ছিলেন, অন্যান্য বাসিন্দারাও কর্তৃপক্ষের কাছে বহু অভিযোগ জানিয়েছিলেন।'

'ঠিক কি বিষয়ে?'

'সত্যি কথা বলতে গেলে মহিলা অত্যধিক পান করতেন। ওঁর ফ্ল্যাট ছিলো ঠিক আমার ফ্ল্যাটের উপরেই, ওখানে প্রায়ই হৈ, হুল্লোড় পার্টি চলতো, আসবাবপত্র সরানো, কাঁচ ভাঙা, চিৎকার আসা যাওয়া ইত্যাদি চলতো।'

'ভদ্রমহিলা সম্ভবতঃ একাকী বোধ করতেন,' পোয়ারো বললেন।

'ঠিক এরকম ছাপ উনি ফেলেন নি,' মিস জ্যাকব তিক্ত স্বরে উত্তর দিলেন। 'তদন্তে জানা গেছে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে উনি মনমরা থাকতেন। সবই ওঁর কল্পনা। কিছু হয়েছিলো বলে মনে হয় না।'

মিসেস চাপেন্টিয়ারের সম্পর্কে নিজের মনোভাব জানিয়ে এবার বিদায় নিলেন মিস জ্যাকব।

পোয়ারো এবার অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের দিকে তাকালেন।

'এটা কি ঠিক মিঃ রেস্টারিক,' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'যে আপনি এক সময় মিসেস চাপেন্টিয়ারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন?'

রেস্টারিক দু এক মুহূর্তে কোন উত্তর দিলেন না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ। বহু বছর আগে ওকে ভালো করেই চিনতাম........তবে চাপেন্টিয়ার নামে নয়, ও ছিলো লুইজি বিরেল, যখন চিনতাম।'

'আপনি—মানে—ওকে ভালোবাসতেন?'

'হ্যাঁ, আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম....... গভীর প্রেমেই! এজন্য আমার স্ত্রীকেও ত্যাগ করে যাই। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাই। মাত্র এক বছর পরেই সবই মিলিয়ে যায়। ও ইংল্যান্ডে চলে আসে। আর কিছু ওর কাছ থেকে শুনিনি। ওর কি হয়েছে জানতামই না।'

'আপনার মেয়ের ব্যাপারে কি রকম? সেও কি লুইজি বিরেলাকে চিনতো?'

'ওর পক্ষে মনে রাখা কঠিন! মাত্র পাঁচ বছরের শিশু।'

'ও কি চিনতো?' পোয়ারো তবু বললেন।

'হ্যাঁ,' রেস্টারিক আস্তে আস্তে বললেন। 'ও লুইজিকে জানতো। তার মানে লুইজি আমাদের বাড়িতে আসতো। সে ওর সঙ্গে খেলতো।'

'তাহলে এও সম্ভব আপনার মেয়ে ওকে এতোদিন পরেও মনে রাখতে পারে?'

'তা জানি না। ওর কি পরিবর্তন ঘটে জানি না, লুইজি কি রকম দেখতে হয় তাও জানতাম না। ওকে আর দেখিনি আগেই বলেছি।'

পোয়ারো শান্তভাবে বললেন, 'কিন্তু আপনি ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন, তাই না, মিঃ রেস্টারিক। তার মানে আপনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর?'

'আবার কয়েক মুহূর্ত থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যান্ড্রু রেস্টারিক।'

'হ্যাঁ—ওর কাছ থেকে চিঠি পাই.......,' রেস্টারিক বললেন। তারপরেই হঠাৎ কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'একথা কি ভাবে জানলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো?'

পোয়ারো পকেট থেকে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা একখন্ড কাগজ বের করে খুলে রেস্টারিকের হাতে দিলেন।

রেস্টারিক সামান্য বিহ্বলভাবে ভ্রু তুলে তাকালেন কাগজের উপর। ওতে লেখা ছিল :

'প্রিয়তম অ্যান্ডি,

কাগজে দেখলাম তুমি আবার এখানে ফিরে এসেছো। আবার আমাদের দেখা হলেই হবে। এতো বছর ধরে আমরা দুজনে কি করলাম তা নিয়ে আলোচনা করে—

লেখাটা ওখানেই শেষ। তারপর আবার শুরু।

'প্রিয়তম অ্যাড্রি,

এই চিঠির কাগজ দেখেই বুঝতে পারবে তোমার সেক্রেটারি যে ফ্ল্যাটে থাকে সেই অংশেই আমি থাকি। এই পৃথিবীটা কত ছোট। আমাদের দেখা হতেই হবে। সামনের সোমবার বা মঙ্গলবার একটু পান করার জন্য আসতে পারবে?'

প্রিয় অ্যাড্রি, তোমার দেখা চাইই....তোমার মত কাউকে এতো ভালোবাসিনি—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে যাওনি, তাই না?'

রেস্টারিক কাগজটায় টোকা দিয়ে বললেন, 'এটা কিভাবে পেলেন?'

'আসবাবপত্রের কোন ভ্যান থেকে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে,' পোয়ারো মিসেস অলিভারের দিকে চকিতে দৃষ্টি মেলে বললেন।

রেস্টারিক বিতৃষ্ণা নিয়ে মিসেস অলিভারকে লক্ষ করলেন।

'আমার কোন উপায় ছিলোনা,' মিসেস অলিভার ওই দৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন করেই বলে উঠলেন। 'আমার মনে হয় ওরই আসবাবপত্র সরানো হচ্ছিলো, একটা ডেস্ক থেকে ড্রয়ার খুলে যাওয়ায় বাতাসে কিছু কাগজ উড়ে আসে। ওগুলো ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু লোকগুলো রেগে যাওয়ায় কিছু না ভেবেই কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। কথাটা একদম মনে ছিলো না। কোটটা কাচতে দেবার জন্য কাগজপত্র বের করতে গিয়ে আজই বিকেলে প্রথম চোখে পড়লো। তাই এতে আমার দোষ নেই।' হাঁফ ছাড়লেন মিসেস অলিভার।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত ওর চিঠি আপনি পেয়েছিলেন?' পোয়ারো প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। তবে উত্তর দিইনি। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে ভেবেছিলাম।'

'আপনি ওঁর সঙ্গে আর দেখা করতে চাননি?'

'না, ওর মত কারো সঙ্গে কখনই দেখা করতে চাইনি। ও বরাবরই বেশ একটু অদ্ভুত ধরণের। তাছাড়া এও শুনেছিলাম ওর পানের মাত্রা অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া আরও অনেক কিছু।'

'ওঁর লেখা চিঠি রেখে দিয়েছিলেন?'

'না, ছিঁড়ে ফেলে দিই।'

ডঃ স্টিলিংফ্লিট আচমকা একটি প্রশ্ন করে বসলেন।

'আপনারা মেয়ে ওঁর বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু বলেছিলো কখনও?'

রেস্টারিককে মনে হলো প্রশ্নটার জবাব দিতে ইচ্ছে নেই।

ডঃ স্টিলিংফ্লিট তবু চাপ দিতে চাইলেন।

'এর প্রয়োজন রয়েছে ও যদি তা করে থাকে।'

'আপনার ডাক্তাররা আশ্চর্য মানুষ। হ্যাঁ ও একবার বলেছিলো।'

'ঠিক কি বলেছিলো ও?'

'ও আচমকা বলেছিলো, 'আমি কাল লুইজিকে দেখেছি বাবা।' আমি তাতে চমকে উঠি। আমি বলেছিলাম 'কোথায় দেখলে?' ও উত্তর দেয় :

'আমাদের ফ্ল্যাটের রেস্তোঁরায়। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করি। এরপর বললাম, 'ভাবতেই পারিনি ওকে তোব মনে আছে।' তাতে ও বলে, 'আমি ভুলিনি। চাইলেও পারতাম না, মা ভুলতে দেয়নি।'

'হ্যাঁ,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'হ্যাঁ, এটাব গুরুত্ব রয়েছে।'

'আর আপনি মাদমোয়াজেল?' পোয়ারো হঠাৎই ক্লডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। 'নর্মা আপনার কাছে কোনদিন লুইজি চার্পেন্টিয়ার সম্পর্কে বলেছিলো?'

'হ্যাঁ—ওঁর আত্মহত্যার পর। মহিলাটি দুষ্টু প্রকৃতির এধরণের কিছু ও বলেছিলো। কেমন যেন ছেলেমানুষেব মতই ও কথাটা বলেছিলো।'

'ওই রাত্রিতে আপনি ফ্ল্যাটে ছিলেন—বা যেদিন ভোরে মিসেস চার্পেন্টারের মৃত্যু হয় সেদিন সকালে?'

'না রাতে আমি ছিলাম না। আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম। পরের দিন ফিরে এসে ঘটনাব কথা শুনি।'

ক্লডিয়া এবাব রেস্টাবিকের দিকে ঘুরে তাকালো... 'আপনার মনে আছে? সেদিন তেইশ তারিখ ছিলো। আমি লিভারপুলে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। হেভার ট্রাস্টের মিটিংয়ে তুমি আমার হয়ে গিয়েছিলে।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু রাত্রিতে এখানেই ছিলো?'

'হ্যাঁ,' ক্লডিয়া একটু অস্বস্তিবোধ করতে চাইলো।

'ক্লডিয়া?' রেস্টারিক ওব হাতেব উপর হাত রেখে বললেন। 'নর্মার ব্যাপারে তুমি জানো? কিছু একটা আছে। তুমি লুকিয়ে রাখতে চাইছো।'

'কিছু না! আমি ওর সম্বন্ধে কি জানবো?'

'আপনি ভাবেন ওর মাথার ঠিক নেই তাই না?' কথোপকথনের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন ডঃ স্টিলিংফ্লিট। 'ঠিক এমনটিও ভাবছেন কালো চুলের ওই মেয়েটি। এবং আপনিও,' আচমকা রেস্টারিকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমবা সকলেই সুন্দরভাবে আলোচনা করছি আর আসল বিষয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছি। একমাত্র চিফ ইন্সপেক্টর ছাড়া। উনি কিছুই ভাবছেন না, শুধু তথ্য সংগ্রহ করছেন : পাগল না খুনী। আপনার ব্যাপার কি, মাদাম?'

'আমি?' মিসেস অলিভার প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'আমি—আমি জানিনা।'

'আপনি মতামত তুলে রাখছেন? আপনার দোব দিতে পারি না। ব্যাপারটা বেশির ভাগ মানুষই যা ভাবে তাই ঠিক মনে করে। সকলেরই হয়তো ধারনা মাথায় কিছু গন্ডগোল, একটু কেমন কেমন, অত্যন্ত গোলমেলে, মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছে। আপনারা কেউ ভাবেন মেয়েটি স্বাভাবিক?'

'মিস ব্যাটার্সবি ভাবেন,' পোয়ারো বললেন।

'কে মিসেস ব্যাটার্সবি?'

'একজন স্কুল শিক্ষিকা।'

'আমার কোন মেয়ে হলে তাকে ওই স্কুলেই পাঠাবো....অবশ্য আমি অন্য জগতের মানুষ। আমি জানি। ওই মেয়েটি সম্পর্কে সব কথাই আমি জানি।'

নর্মার বাবা ওর দিকে তাকালেন।

'ইনি কে?' তিনি নীলের কাছে জানতে চাইলেন। 'আমার মেয়ে সম্পর্কে উনি সবই জানেন একথার অর্থ কি?'

'আমি ওর সম্পর্কে জানি,' স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'কারণ ও গত দশদিন যাবৎ আমারই চিকিৎসাধীন ছিলো।'

'ডঃ স্টিলিংফ্লিট হলেন একজন অত্যন্ত গুণী ও নামী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ,' চিফ ইন্সপেক্টর নীল বললেন।

'নর্মা আপনার হাতে পড়লো কি করে—বিশেষতঃ আমার অনুমতি না নিয়ে?'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন,' পোয়ারোকে ইঙ্গিত করলেন ডঃ স্টিলিংফ্লিট।

'আপনি—আপনি....।'

রেস্টারিক প্রচণ্ড ক্রোধে প্রায় কথাই বলতে পারলেন না।

পোয়ারো নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি আপনার নির্দেশ পেয়েছিলাম। আপনি আপনার মেয়ের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য বলেছিলেন ওকে খুঁজে পাওয়ার পরেই। আমি ওকে খুঁজে বের করি—আর ডঃ স্টিলিংফ্লিটকে ওর বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হই। ও বিপদে পরেছিলো, মিঃ রেস্টারিক, ভয়ানক বিপদ!'

'এখন ও যে বিপদে পড়েছে তার চেয়ে বেশি বিপদে পড়তো না। ওকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'আইনতঃ ওকে এখনও অভিযুক্ত করা হয়নি,' আস্তে আস্তে বললেন নীল। তারপর বললেন, 'ডঃ স্টিলিংফ্লিট, আমি কি ধরে নেবো যে আপনি আপনার পেশাগত দায়িত্ব অনুযায়ী মিস রেস্টারিকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মতামত দেবেন যাতে বোঝা যায় সে তার কাজ সম্পর্কে কতখানি ওয়াকিবহাল?'

'আমরা ওই অভিনয় আদালতের জন্যেই তুলে রাখতে পারি,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বললেন। 'আপনারা যা জানতে চান তা হলো মেয়েটি কি পাগল না সুস্থ? বেশ, আপনাদের বলছি। মেয়েটি, এ ঘরে যারা রয়েছেন তাদের মতই স্বাভাবিক!'

❑ চব্বিশ ❑

সকলেই হাঁ করে তাকালেন।

'এটা আপনারা আশা করেননি, তাই না?'

রেস্টারিক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, 'আপনি ভুল করছেন। মেয়েটা কি করেছে তার বিন্দু বিসর্গও জানেনা, ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। ও না জেনে যা করেছে তার জন্যে ও দায়ী নয়।'

'আমাকে কথা বলতে দিন। আমি কি বলছি তা জানি। আপনারা সেটা জানেন না। মেয়েটি স্বাভাবিক আর ওর কাজের পূর্ণ দায়িত্ব ওরই। আর কিছুক্ষণ পরেই ওকে নিজের কথা বলতে দেওয়া হবে। একমাত্র ওকেই এখনও কোন কথাই বলতে দেওয়া হয়নি। ও হ্যাঁ ওকে ওরা এখনও এখানেই রেখে দিয়েছে—একজন পুলিশ মেট্রনের কাছেই ওকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওকে কোন প্রশ্ন করার আগে আমি আপনাদের দু একটা কথা বলতে চাই যা আপনাদের প্রথমেই শোনা উচিত।

'মেয়েটি যখন প্রথম আমার কাছে আসে সে ড্রাগে আচ্ছন্ন ছিলো।'

'আর ওকে ওই ছেলেটাই এটা দিয়েছিলো।' চিৎকার করে উঠলেন রেস্টারিক। 'ওই অধঃপতিত, হতভাগা ছেলেটা।'

'ওই শুরু করে তাতে সন্দেহ নেই।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' রেস্টারিক বলে উঠলেন।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন?'

'আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি ওকে সিংহের মুখেই ফেলে দেবার জন্য বারবার ও স্বাভাবিক বলতে চাইছেন। আপনাকে ভুল সেইজন্যই। ওই ড্রাগই ওকে একাজ করিয়েছে। ড্রাগ না হলে ও কখনই একাজ করতো না আর পরক্ষণেই ভুলেও যেত না।'

স্টিলিংফ্লিট আরও গলা উঁচু করলেন।

'দয়া করে আপনারা এত কথা না বলে আমাকে বলতে দিন তাতে ভালোই হবে। প্রথমতঃ ও ড্রাগে আসক্ত নয়। ওর শরীরে কোন সূঁচ ফোটানোর চিহ্ন নেই। গন্ধ শোঁকারও কোন প্রমাণ নেই। যে কেউই হোক, হয়তো ওই ছেলেটিই ওর অজান্তেই ওকে ড্রাগ খাইয়ে চলেছিলো। আজকালকার আধুনিক পার্পল হার্ট জাতীয় কিছু নয়। বরং বেশ মজার ড্রাগ—এল.এস.ডি., যাতে নানা ধরণের দুঃস্বপ্ন দেখা যায় বা আনন্দ হয়। এতে সময় সম্পর্কেও ধারণা বদলে যায়—অর্থাৎ কোন কাজ করলে সেটা কখন করা হয়েছে মনে থাকেনা। এক মিনিটও মনে হতে পারে। এছাড়াও এমন অসংখ্য ব্যাপার ঘটে যা সব জানতে চাইনা। এমন কেউ ওকে ড্রাগ প্রয়োগ করেছে যে এ সম্পর্কে দারুণ ওয়াকিবহাল। ওর উপর যে সব ওষুধ, উত্তেজক প্রয়োগ করা হয়, তার প্রতিটাই নিজস্ব কাজ করে গেছে, এতে ও নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ বলে মনে করেছে।'

আবার বাধা দিলেন রেস্টারিক—'ওই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম, নর্মা যা করেছে সেজন্য ও দায়ী নয়! কেউ ওকে সম্মোহিত করে এসব কাজ করিয়েছে।'

'আপনি এখনও ধরতে পারেন নি। কেউই মেয়েটিকে দিয়ে কিছু করাতে পারত না যা ও করতে চায়নি! ও যা করতে পারতো তা হলো ও সেটা করেছে এটা ভাবতে বাধ্য করা। এবার ওকে এখানে থাকতে দেখাবো ওকে কি করা হচ্ছিলো।'

তিনি চিফ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন, ইঙ্গিত করতেই তিনি মাথা নোয়ালেন। স্টিলিংফ্লিট এবার ঘুরে ক্লডিয়ার দিকে তাকালেন ঘর থেকে বেরোনোর মুখে।

'জ্যাকবের কাছ থেকে অন্য যে মেয়েটিকে ওষুধ দিয়েছিলেন সে কোথায়? নিজের ঘরের বিছানায়? ওকে বরং জাগিয়ে তুলুন তারপর এখানে যে ভাবেই হোক নিয়ে আসুন। যত রকম সাহায্য পাওয়া যায় দরকার।'

ক্লডিয়াও এবার বসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

স্টিলিংফ্লিট এবার নর্মাকে নানা রকম উৎসাহ দিতে দিতে নিয়ে ঢুকলেন।

'এইতো চমৎকার মেয়ে...কেউ তোমাকে কামড়ে দেবে না। এখানে বোসো।'

বাধ্য মেয়ের মতই বসে পড়লো নর্মা। ওর বশ মানার ভঙ্গী, সত্যিই আতঙ্কজনক মনে হচ্ছিলো। মেয়ে পুলিশটি ব্যাপারটা দেখে বেশ হকচকিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তোমাকে এবার যা করতে বলছি তা হলো সত্যি কথা বলা। কাজটা যতখানি শক্ত ভাবছো ততটা নয়।'

ক্লডিয়া ফ্রান্সেস ব্যারীকে নিয়ে পৌঁছল। ফ্রান্সেস খুব বেশি রকম হাই তুলছিলো। ওর কালো দীর্ঘচুলে প্রায় আড়াল হয়ে গিয়েছিলো মুখখানা।

'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,' বিড়বিড় করতে চাইলো ফ্রান্সেস।

'আমার কাজ শেষ না হলে কেউই ঘুমোবার সুযোগ পাচ্ছে না! এবার, নর্মা, আমার প্রশ্নের জবাব দাও—পাশের ফ্ল্যাটের ওই মহিলা বলছেন তুমি ওর কাছে স্বীকার করেছো যে ডেভিড বেকারকে তুমিই মেরেছো। একথা ঠিক?'

ওর নির্ভীক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'হ্যাঁ। আমিই ডেভিড বেকারকে মেরেছি।'

'ছুরি মেরে?'

'হ্যাঁ।'

'কি ভাবে জানলে তুমি মেরেছো?'

ওকে একটু বিহ্বল মনে হলো। 'কি বলছেন বুঝতে পারছি না। ও মেঝের উপর পড়ে ছিলো। ও মরে গিয়েছিলো।'

'ছুরিটা কোথায় ছিলো?'

'আমি ওটা তুলে নিয়েছিলাম।'

'ওতে রক্ত লেগেছিলো?'

'হ্যাঁ। আর ওর সার্টে।'

'ছুরির রক্তটা কি রকম মনে হচ্ছিলো? তোমার হাতের যে রক্ত ধুয়ে ফেলতে গিয়েছিলো সেটা কি রকম ছিলো—ভিজে? না কিছুটা জামের আচারের মত?'

'জামের আচারের মত-আঠালো,' নর্মা কেঁপে উঠলো। 'আমি হাত ধুয়ে ফেলতে গিয়েছিলাম।'

'বুদ্ধিমতীর কাজ। সবই বেশ মিলে যাচ্ছে। নিহত ব্যক্তি, খুনী—তুমি—খুনের হাতিয়ার বেশ গোছানো কাজ। খুন করার ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে তোমার?'

'না...আমার মনে নেই......কিন্তু খুনটা নিশ্চয়ই আমি করেছি, তা ছাড়া আর

কে?'

'আমাকে প্রশ্ন কোরোনা। আমি ওখানে ছিলাম না। তুমিই কথাটা বলছো। কিন্তু এর আগেও একটা খুন হয়েছিলো, তাই না?'

'আপনি লুইজির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, লুইজির কথাই বলতে চাইছি....তাকে কখন মারবে বলে ঠিক করেছিলে?'

'অনেক বছর—অনেক বছর আগে।'

'তুমি যখন বাচ্চা ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয় তোমাকে?'

'এসব কথা ভুলে গেছি।'

'তারপর একদিন তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যখন বাচ্চা ছিলে ওকে ঘেন্না করতে। কেন বলতে পারো?'

'ও আমার বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলো, তাই।'

'আর তোমার মাকে দুঃখ দিয়েছিলো?'

'মা লুইজিকে ঘেন্না করতো। মা বলতো লুইজি খুব খারাপ মেয়েছেলে।'

'তোমার কাছে ওর বিষয়ে মা অনেক কথা বলেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। না বললেই ভালো হতো....আমি ওর সম্বন্ধে কথা বলতে চাই না।'

'জানি এটা একঘেঁয়ে। ঘেন্না ব্যাপারটায় কিছু জন্মায় না। ওকে যখন আবার দেখলে তখন ওকে মারতে ইচ্ছে হয়েছিলো?'

একটু ভাবতে চাইলো নর্মা। আচমকা ওর মুখভাবে আগ্রহ ফুটে উঠলো।

'ঠিক তা ভাবিনি....কতদিন আগেকার কথা। আমি নিজেকে ভাবতেই পারিনি—তাই—।'

'তুমি করোনি ভাবছিলে কেন?'

'আমার কেমন যেন মনে হয়েছিলো আমি মরিনি। সবই কেমন স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিলো। ও বোধ হয় সত্যিই নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলো।'

'নয়ই বা কেন?'

'কারণ আমি জানি আমিই করেছিলাম—আমি তাই তো বলেছি।'

'তুমি বলেছো তুমিই করেছো? কাকে কথাটা বলেছিলে?'

নর্মা মাথা ঝাঁকালো। 'না, আমি বলবো না....একজনকে বলেছিলাম সে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলো। ও বলেছিলো এ সম্পর্কে কিছু শুনেছে বলবে না ও।' নর্মার মুখ থেকে এবার উত্তেজিতভাবে দ্রুত কথা বেরিয়ে এলো। 'আমি লুইজির দরজার বাইরে ছিলাম, ৭৬ নম্বরের সামনে। আমি বেরিয়ে আসছিলাম। মনে হচ্ছিলো আমি ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলেছি। ওরা—সে বললো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। নিচের চাতালে। ও বলতে লাগলো এটা আমার কোন ব্যাপার নয়—কেউই জানতে পারবে না—তারপর আমার মনেই ছিলো না ওটা আমিই করেছি—। কিন্তু

আমার হাতে সেই জিনিসটা ছিলো—।'

'জিনিস? কি জিনিস? রক্ত?'

'না, রক্ত না—ছেঁড়া পর্দার টুকরো। ওকে যখন ফেলে দিই তখন—।'

'ওকে ধাক্কা মারার কথা মনে আছে?'

'না, না, তাইতো এতো ভয়। কিছুই আমার মনে নেই। তাই আশা জাগছিলো বলে আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম—,' ও ইঙ্গিতে পোয়ারোকে দেখালো।

ও আবার স্টিলিংফ্লিটের দিকে ফিরলো।

'কোন কিছু করার পর আমার মনেই পড়েনা করেছি। তাই দারুন ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। কারণ মাঝে মাঝে সময়ের কোন রকম হিসেব থাকতো না—এক দম ফাঁকা—কত ঘন্টা চলে যেতে—সে সময় কোথায় ছিলাম—কি করেছিলাম কিছুই মনে থাকতো না। কত কি জিনিস খুঁজে পেয়েছি—জিনিসগুলো নিশ্চয়ই আমিই গুছিয়ে রেখেছিলাম। মেরীকে আমি বিষ খাওয়াচ্ছিলাম, ওরা জানতে পেরেছিলো হাসপাতালে গিয়ে। আমি ড্রয়ারের ভিতরে আগাছা খাবার ওষুধটা খুঁজে পাই, ওটা নিশ্চয়ই আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম। ফ্ল্যাটে একটা লম্বা ছুরি ছিলো। একটা রিভলবারও ছিলো, কিন্তু সেটা আমি কবে যে কিনেছিলাম জানিনা! আমি মানুষকে খুন করেছি, অথচ কাদের খুন করেছি মনে নেই, তাই আমি খুনী নই—আমি—আমি পাগল! শেষকালে আমি এটা বুঝতে পেরেছি। আমি পাগল—কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। কেউ পাগল হয়ে কিছু করলে তাকে দোষ দিতে পারেন না। আমি যদি এখানে এনেও ডেভিডকে মেরে থাকি তাতেও বোঝা যায় আমি পাগল, তাই না?'

'তুমি পাগল হতে চাও?'

'আমি? হ্যাঁ বোধহয় চাই।'

'তাই যদি হয় তাহলে কারও কাছে স্বীকার করেছিলে কেন যে একজন মহিলাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছো? কাকে এটা বলেছিলে?'

নর্মা ঘুরে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর হাত তুলে দেখালো।

'আমি ক্লডিয়াকে বলেছিলাম।'

'একদম বাজে কথা,' ক্লডিয়া ঝাঁকের সঙ্গে বলে উঠলো। 'এরকম কোন কথাই আমাকে বলোনি তুমি।'

'হ্যাঁ, বলেছি—।'

'কখন? কবে?'

'আমার—আমার মনে নেই।'

'ও আমাকে বলেছিলো নর্মা সব তোমাকে বলেছে,' ফ্রান্সেস অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো। 'আসলে আমি ভেবেছিলাম ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে তাই সব কিছুই গুলিয়ে ফেলছে।'

স্টিলিংফ্লিট পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'ও হয়তো সব গুলিয়ে ফেলতে পারে,' তিনি বললেন। 'এর সমাধানও হয়তো

আছে। তবে তা যদি হয় তাহলে এর কোন উদ্দেশ্য থাকবে—অন্ততঃ দুজন মানুষের মৃত্যু কামনা। লুইজি চার্পেন্টার ও ডেভিড বেকার। শিশু সুলভ ঘৃণা? যা বহুদিন আগের আর ভুলে যাওয়ার মত? একদম বাজে কথা। ডেভিডের হাত থেকে শুধু রেহাই পেতে? এজন্য কোন মেয়ে খুন করেনা! এর চেয়েও ভালো মোটিভ আমাদের দরকার। যেমন প্রচুর অর্থ—লোভ!' তিনি চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকত্ব দেখা দিলো।

'আমাদের আর একটু সাহায্য চাই। এখনও একজনের উপস্থিতি চোখে পড়ছে না এখানে। আপনার স্ত্রীর অন্ততঃ এর মধ্যে এখানে যোগ দেওয়া উচিত ছিলো মিঃ রেস্টারিক?'

'আমি বুঝতে পারছি না মেরী কোথায় থাকতে পারে। আমি ফোন করেছি। যেখানে যেখানে সম্ভব ক্লডিয়া খবর পাঠিয়েছে। ওর অন্ততঃ এর মধ্যে কোথাও থেকে ফোন করা উচিত ছিলো।'

'আমাদের ধারণাটা বোধ হয় ভুল,' পোয়ারো বলে উঠলেন। 'মাদাম সম্ভবতঃ আংশিকভাবেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন বলা যায়—

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' ক্রুদ্ধভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলেন রেস্টারিক।

'আপনাকে একটু কষ্ট দেবো, মাদাম?'

পোয়ারো কথাটা বলতে মিসেস অলিভার হাঁ করে তাকালেন।

'আপনাকে যে পার্শেলটা দিয়েছিলাম—।'

'ওহ্', বলেই মিসেস অলিভার তার ব্যাগ হাতড়ে প্যাকেটটা বের করে পোয়ারোর হাতে দিলেন।

পোয়ারোর কানে এলো পাশেই একজন জোরে শ্বাস টানতে চাইলো, কিন্তু তিনি ঘুরে দেখলেন না।

আস্তে আস্তে প্যাকেটের মোড়ক খুলে তিনি আলতো করে যে জিনিসটা তুলে ধরলেন সেটা সোনালী রঙের একটা পরচুল।

'মিসেস রেস্টারিক এখানে নেই,' তিনি বললেন, 'তবে তার পরচুলটা রয়েছে। ভারি মজার ব্যাপার।'

'ওটা কোথায় পেলেন পোয়ারো?' নীল প্রশ্ন করলেন।

'মিস ফ্রান্সেস ক্যারীর হাতের ব্যাগ থেকে, যেটা থেকে সে এটা সরিয়ে ফেলার সুযোগ পাননি। একবার দেখে নেবো ইনি কিভাবে উনি হয়ে যান?'

দ্রুত কৌশলী হাতে তিনি ফ্রান্সেসের মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা কালো চুলের ঢল সরিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই ওর মাথায় বসিয়ে দিলেন স্বর্ণাভ সেই পরচুল, ফ্রান্সেস বাধা দেওয়ার সুযোগ না পেয়ে শুধু অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকালো।

মিসেস অলিভার বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন : 'একি—এ যে মেরী রেস্টারিক।'

ফ্রান্সেস প্রায় সর্পিণীর মতই পিছনে যেতে চাইছিলো। রেস্টারিক তার জায়গা ছেড়ে ওকে সাহায্যে করার জন্য ছুটে আসার চেষ্টা করতেই নীলের কঠিন হাত ওকে চেপে ধরলো।

'না। আপনাকে কোন রকম কসরৎ পাকাতে দেবো না। আপনার খেলা শেষ,

মিঃ রেস্টারিক—না কি আপনার রবার্ট অরওয়েল বলে সম্বোধন করবো—।'

লোকটার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এলো একরাশ অসভ্যাবা গালাগাল। ফ্রান্সেস তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

'থামো, অসভ্য মূর্খ কোথাকার!' ও বলে উঠলো।

পোয়ারো তার পুরস্কার সেই পরচুলের মায়া ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছিলেন। তিনি নর্মার কাছে গিয়ে স্নেহের সঙ্গে ওর হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন।

'তোমার পরীক্ষার দিন শেষ, বাছা। তোমাকে কেউ আর বিপদে ফেলতে পারবে না। তুমি পাগলও নও আর কাউকে খুনও করোনি। ওই দুজন নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন মানুষ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো কৌশলে মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে আর মিথ্যা রটনা করে। ওরা তোমাকে আত্মহত্যা করাব দিকে, না হয় নিজের দোষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পূর্ণ পাগল করে দিতে চাইছিলো।'

নর্মা প্রায় ভয়ে বিহ্বল অন্য ষড়যন্ত্রকারীকেই লক্ষ্য করে চলেছিলো।

'আমার বাবা। আমার বাবা! তিনি আমার বিরুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন? তার নিজের মেয়ে' যে বাবা আমাকে এমন ভালোবাসেন—।'

'তোমার বাবা নয়, বাছা—তোমার বাবার মৃত্যুর পর ওই লোকটা তার জায়গায় ছদ্মবেশ নিয়ে বিরাট সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে চেয়েছিলো। একজনের পক্ষেই তাকে চিনে ফেলা সম্ভব ছিলো—বা জেনে ফেলার আশঙ্কা ছিলো যে সে অ্যান্ড্রু রেস্টারিক নয়। সে হলো সেই স্ত্রীলোক, যে পনেরো বছর আগে অ্যান্ড্রু রেস্টারিকের রক্ষিতা ছিলো।

❑ পঁচিশ ❑

চারজন মানুষ পোয়ারোর ঘরে বসেছিলেন। পোয়ারো তার বিখ্যাত তিন চৌকো চেয়ারে বসে গ্লাস থেকে সিরাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে চলেছিলেন। মিসেস অলিভারকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিলো বিশেষ করে তার আপেল সবুজ ব্রোকেট আর ঝলমলে ঝুটিদার পোশাকে। ডঃ স্টিলিংফ্লিট একটা চেয়ারে এলিয়ে ছিলেন, তার লম্বা পা দুটো ছড়ানো, সে দুটো প্রায় ঘরের প্রান্ত সীমাই ছুঁতে চাইছিলো।

'এবার আমাকে অনেক কথা জানতে হবে', মিসেস অলিভার বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর প্রচ্ছন্ন অনুযোগের সুর।

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গেই আগুনে জল ঢালাতে তৎপর হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু প্রিয় মাদাম। আপনার কাছে আমি কতখানি ঋণী তা বলে বোঝাতে পারবো না। সমস্ত ভালো খবরগুলোই আপনি আমাকে জোগান দিয়েছেন একথা কি ভুলতে পারি?'

মিসেস অলিভার কিছুটা সন্দেহের চোখেই তাকালেন।

'ওই থার্ড গার্ল কথাটা আমাকে কে জানিয়েছে? আপনিই। আমি ওখান থেকেই শুরু করি—আর আবার যেখানে গিয়ে দাঁড়াই সেই ফ্ল্যাটে। সেখানেও সেই থার্ড

গার্ল—তিনটি মেয়ে যেখানে থাকতো। কার্যতঃ নর্মাই বোধহয় সেই থার্ড গার্ল—কিন্তু আমি যখন সঠিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারটা দেখতে চাইলাম তখনই যে যার অংশে খাপ খেয়ে যায়। সেই হারিয়ে যাওয়া উত্তর, ধাঁধার লুপ্ত অংশ—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক উত্তর থার্ড গার্ল।

'অথচ প্রতিবারেই, বুঝে দেখুন সে এমন একজন যে অকুস্থলে ছিলোনা। সে আমার কাছে একটা নাম মাত্র, আর কিছু না।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি আমি ওকে কখনই মেরী রেস্টারিকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি', মিসেস অলিভার বললেন। 'আমি মেরী রেস্টারিককে ক্রশহেজেসে দেখেছি, তার সঙ্গে কথাও বলেছি। অবশ্য আমি যখন প্রথম ফ্রান্সেস ক্যারীকে দেখি ওর সমস্ত মুখেই কালো চুলে ঢাকা ছিলো। ওতে যেকোন মানুষই ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে!'

'এখানেই আবার আপনিই আমাকে বলেছিলেন আর আমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন কোন মহিলা শুধু মাথার চুলের বিন্যাস পাল্টে কিভাবে তার বাইরের আকার বদলে নিতে পারে। মনে রাখবেন ফ্রান্সেস ক্যারীর নাটকে অভিনয়ের শিক্ষা ছিলো। সে খুব দ্রুত রূপচর্চার কৌশল জানতো। প্রয়োজনে নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করার কৌশলও জানতো সে। ফ্রান্সেস হিসেবে তার মাথায় থাকতো দীর্ঘ কালো কেশদাম মুখখানা অর্ধেক আড়াল করে, সঙ্গে থাকতো গভীর সাদা রঙের টান, গাঢ় পেন্সিলে আঁকা ভ্রু আর অনুরাগ চর্চিত চোখ, সঙ্গে টানা নীরস কণ্ঠস্বর। মেরী রেস্টারিক, অন্যদিকে তার পরচুলের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন স্বর্ণাভ ঢেউ খেলানো কেশ দামের রূপ, প্রথাগত পোশাক, সামান্য ঔপনিবেশিক এলাকাসুলভ উচ্চারণ, দ্রুত কথা বলার ভঙ্গী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। তবুও এটা সকলেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিলো মহিলা যেন ঠিক বাস্তবের নন। তিনি কি ধরণের মহিলা ছিলেন? আমার জানা ছিলোনা।'

'আমি ওঁর ব্যাপারে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিনি—না—আমি এরকুল পোয়ারো একেবারেই বুদ্ধিমান ছিলাম না।'

'দারুন! দারুন!' ডঃ স্টিলিংফ্লিট বলে উঠলেন। 'এই প্রথম তোমাকে এরকম কথা বলতে শুনলাম, পোয়ারো! আশ্চর্য হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি শেষ নেই।'

'আমি তো একদম বুঝতে পারছি না ওর দুটো ব্যক্তিত্বের কি এমন প্রয়োজন ছিলো,' মিসেস অলিভার বললেন। 'এতে সব কিছুকে অযথা গুলিয়ে তোলা হচ্ছিলো।'

'না। এটা ওর কাছে খুবই মূল্যবান ছিলো। এটা তাকে যখন যেমন দরকার সেই রকম অজুহাত তৈরির সুযোগ দিতে চাইছিলো। একবার ভাবুন সব ব্যাপারটাই সারাক্ষণ আমার চোখের সামনেই ছিলো অথচ আমি সেটা দেখতে পাইনি। সেই পরচুল—আমি অবচেতন মনে বারবার দুশ্চিন্তায় পড়েছি—অথচ ধরতে পারিনি ওই দুশ্চিন্তার উৎস কি। দুজন স্ত্রীলোক—অথচ তাদের কখনই একবারের জন্যেও একসঙ্গে দেখা যায়নি। এদের জীবনধারা এমনই ছিলো যে ওদের জীবনের বিরাট

যে সময়ের ফাঁক সেটা কারোরই নজরে আসেনি। মেরী প্রায়ই লন্ডনে যায়, কেনাকাটা করতে বা বাড়ির এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে, এই ভাবেই সময় কাটানো তার জীবনযাপনের অঙ্গই ছিলো। ওদিকে ফ্রান্সেস প্রায়ই বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার যায় বা কখনও বিদেশেও উড়ে যায়, সে চেলসীতে যায় তার সঙ্গী সেই শিল্পী তরুণদের সঙ্গে যাদের সে নানা কাজে লাগায়। এর অনেকটাই আবার ঠিক আইনসিদ্ধও নয়। ওয়েডারবার্ন গ্যালারীর জন্য বিশেষ ধরণের ছবির ফ্রেমের নকশা করা হতো। উদীয়মান তরুণ শিল্পীরা যেখানে তাদের ছবির প্রদর্শনীর সুযোগ পেত, ছবিগুলো ভালো বিক্রীও হয়। মাঝে মাঝে এই সব ফ্রেমশুদ্ধ ছবি বিদেশেও প্রদর্শনীর জন্য পাঠানো হতো আর ফ্রেমের মধ্যে চালান দেওয়া হতো হেরোইনের প্যাকেট। এরই সঙ্গে বহাল তবিয়তে চলেছিলো জাল শিল্পদ্রব্যেরও কারবার। বিখ্যাত প্রাচীন শিল্পকলার দুর্ধর্ষ নকল পাকা হাতে তৈরী করা হতো, এর সমস্ত ব্যবস্থাই করতো ফ্রান্সেস। ডেভিড বেকার ছিল ওর কাজে নিযুক্ত এমনই শিল্পী। নকল করার দারুণ এক ক্ষমতা ছিলো ডেভিডের।'

নর্মা বিড়বিড় করে উঠলো, 'বেচারি ডেভিড। প্রথমে যখন ওকে দেখি ওকে দারুন বলেই ভেবেছিলাম।'

'ওই ছবিটা,' স্বপ্নালু স্বরে বললেন পোয়ারো। 'আমার মনে সব সময়েই ঘুরে ফিরে ওই ছবিতে গিয়ে পৌঁছেছে। রেস্টারিক প্রতিকৃতিটা কেন তার অফিস কামরায় নিয়ে গিয়েছিলেন? তার কাছে এর বিশেষ কি তাৎপর্য থাকতে পারে? সত্যিই আহাম্মকের কাজ হয়েছিলো এটা না বুঝে ওঠা। এজন্য নিজেকে প্রশংসা করা যায় না।'

'এই ছবির ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকেনি।'

'খুব চালাকিই এর মধ্যে ছিলো। এটা ওর কাছে আরেকটা পরিচয়পত্রের কাজ করছিলো। কোন স্বামী-স্ত্রীর এক জোড়া প্রতিকৃতি, এটা এঁকেছিলো সমকালীন এক খ্যাতিমান শিল্পী। গুদাম থেকে ছবিদুটো বের করার পর ডেভিড বেকার রেস্টারিকের ছবির বদলে এঁকে দেয় অরওয়েলের ছবিতে তার কিশবছরে আগেকার চেহারা ফুটিয়ে তুলে। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না ছবিটা জাল—ওর তুলির টান, রঙের ছাপ, ক্যানভাস সব কিছুই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। ছবিটা রেস্টারিক তার ডেস্কের পিছনে টাঙিয়ে রাখে। রেস্টারিকের যে কোন পরিচিত লোক ছবিটা দেখে বলতে পারত : 'এটা তোমার বুঝতে পারিনি।' বা 'তুমি দারুণ বদলে গেছো।' লোকটির পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক ছিলো যে সে রেস্টারিক সত্যিই কি রকম দেখতে ছিলো একেবারেই মনে করতে পারছে না।'

'ব্যাপারটা রেস্টারিকের পক্ষের প্রচণ্ড ঝুঁকির ব্যাপার ছিলো—তার মানে অরওয়েলের কাছেই—,' মিসেস অলিভার চিন্তিত ভঙ্গীতে বললেন।

'যা ভাবছেন সেরকম নয়। সত্যিকার সে যে কখনই কোন সম্পত্তির শুধু অধীশ্বর ছিলোনা। সে ছিলো শহরের নামী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার। সে দীর্ঘকাল পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ডাইরেক্টর কাজকর্ম দেখাশোনা

করতে চেয়েছে। সে সঙ্গে করে এনেছে এক তরুণী বধূ, বিদেশে সম্প্রতি যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সে এখানে বসবাস করতে শুরু করে বিয়ের সূত্রে এক অতি খ্যাতিমান মামাশ্বশুরের বাড়িতে। ভদ্রলোক তাকে বিশেষ দেখেন নি তাই বিনা প্রশ্নে তাকে মেনেও নেন। লোকটির কোন আত্মীয় পরিজন এছাড়া ছিলো না, একমাত্র পাঁচ বছরের রেখে যাওয়া একমাত্র মেয়ে ছাড়া। তিনি যখন প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান অফিসের পুরোন কর্মচারীদের মধ্যে অতি বয়স্ক দুজন আগেই মারা যায়। নতুন কর্মচারীরা আজকাল একজায়গায় থাকে না। পারিবারিক আইনবিদও মৃত। এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন সরেজমিনে সমস্ত ব্যাপারটাই ফ্রান্সেস স্বয়ং যাচাই করে নিয়েছিলো দুজনে ষড়যন্ত্র পাকানোর আগেই।

সে সম্ভবতঃ বছর দুয়েক আগে কেনিয়ায় অরওয়েলের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুজনেই নামী অপরাধী, অবশ্য দুজনের উদ্দেশ্য আলাদা ছিলো।

অরওয়েলের কাজ ছিলো নানা ধরণের সন্দেহজনক কাজে হাত লাগানো— রেস্টারিক আর অরওয়েল একসঙ্গে ওখানে কোথাও খনিজ দ্রব্যের কারবারে ছুটে বেরিয়েছিল। গুজব শোনা গিয়েছিলো একসময়ে (সম্ভবতঃ ঠিক) যে রেস্টারিক মারা গেছে, যদিও পরে আবার এর প্রতিবাদও করা হয়।'

এই জুয়া খেলায় প্রচুর টাকাকড়ি জড়িত ছিলো। সাংঘাতিক এক জুয়া খেলাই বলা যায়—বিরাট ঝুঁকিও, অবশ্য ঝুঁকি নেওয়া সতর্কও হয়। ভাইয়ের অংশের মালিক হওয়ায় অ্যান্ড্রু রেস্টারিক বিরাট ধনীই হয়ে ওঠেন। কেউই তার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আর ঠিক এর পরেই প্রথম গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এক মেয়েমানুষের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসে হাজির হয়। যে কোনভাবে ওর মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলতো যে রেস্টারিক বলে যে পরিচয় দিয়েছে সে আদৌ অ্যান্ড্রু রেস্টারিক নয় সঙ্গে আবার দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যের ঘটনাও ঘটে গেলো—ডেভিড বেকার ওকে ব্ল্যাকমেল করতে আরম্ভ করে দেয়।'

'এটা স্বাভাবিকই মনে হয়,' স্টিলিংফ্লিট চিন্তিতভাবে বললেন।

'ওরা এটা ভাবতেই পারেনি,' পোয়ারো বললেন। 'ডেভিড এর আগে কখনও ব্ল্যাকমেল করেনি। আমার মনে হয় লোকটির অগাধ টাকাই ওর মাথায় এই চিন্তার জন্ম দেয়। ছবিটা নকল করার জন্যে ওকে যে টাকা দেওয়া হয় ওর কাছে সেটা খুবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। ও আরও টাকা দাবী করতে থাকে। তাই রেস্টারিক ওকে মোটা অঙ্কের চেক লিখে দিতে থাকেন আর ভান করেন যেন মেয়েকে রেহাই দেওয়ার জন্যেই ডেভিডকে ওই টাকা দেওয়া হয় যাতে ও তাকে এই অবাঞ্ছিত বিয়ে না করতে পারে। ও সত্যিই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো কিনা জানিনা—হয়তো চেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু দুজনকে একই সঙ্গে ব্ল্যাকমেল করতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ।'

'আপনি বলতে চান ওরা দুজন ঠান্ডা মাথায় দু'জনকে খুন করার চক্রান্ত করেছিলো—যেমন ওরা করলো?' মিসেস অলিভার প্রশ্ন করলেন। তাকে অসুস্থ

দেখাতে চাইছিলো।

'ওরা আপনাকেও এর মধ্যে প্রায় ঢুকিয়ে নিয়েছিলো, মাদাম,' পোয়ারো বললেন।

'আমাকে ? আপনি বলছেন ওদের একজন আমার মাথায় আঘাত করে? ফ্রান্সেস কি ? না কি বেচারি ময়ূর?'

'ময়ূর বলে আমার মনে হয় না। তবে আপনি ইতিমধ্যে বোরোডিন ম্যানসনসে গিয়েছিলেন। তারপর সম্ভবতঃ ফ্রান্সেসকে চেলসীতে অনুসরণ করেন। অন্ততঃ ও তাই ভেবে নিয়েছিলো কারণ আপনার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। অতএব সে গোপনে ওখানে গিয়ে আপনার অতিবিক্ত জানার চেষ্টার কিছু পুরস্কার মাথায় আঘাত করে দিয়েও দেয়। আপনাকে বিপদ আছে বলা সত্ত্বেও আমার কথা তো শোনেননি আপনি।'

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ফ্রান্সেস একাজ করেছেন। সেদিন ও যেরকম ভঙ্গীতে ওই নোংরা স্টুডিওতে নায়িকার ভঙ্গীতে মডেল হয়েছিলো। কিন্তু ওরা কেন যে—,' তিনি নর্মার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে পোয়ারোর দিকে ফিরলেন, 'ওকে এইভাবে ইচ্ছাকৃত মাদক প্রয়োগ করে ও দুজন লোককে খুন করেছে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলো ? কেন ?'

'ওরা একজন বলিদানের কাউকে চাইছিলো..,' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

তিনি উঠে নর্মার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'প্রিয় বাছা, তুমি সাংঘাতিক একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছো। এরকম আর কখনই যেন তোমাকে ভুগতে না হয়। মনে রেখো নিজের উপর তুমি আস্থা রাখতে পারো। সত্যিকার শয়তানী কাকে বলে তুমি একেবারে ভিতর থেকেই দেখতে পেয়েছো, এটাই তোমাকে ভবিষ্যতে রক্ষাকবচ হয়ে রক্ষার ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন', নর্মা বললো। আপনি পাগল এমন কথা ভেবে তা বিশ্বাস করতে থাকা সত্যিই আতঙ্কের...।' ও কেঁপে উঠলো। 'বুঝতেই পারছি না এখনও কি করে রক্ষা পেলাম—সকলে কি ভাবে বিশ্বাস করলো সত্যিই আমি ডেভিডকে খুন করিনি—আমি নিজেই যেখানে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম আমিই ওকে মেরেছি।'

'ওই রক্তটাই ছিলো,' ডঃ স্টিলিংফ্লিট কথার পৃষ্ঠে বললেন। রক্তটা জমাট বাঁধতে শুরু করেছিলো। সমস্ত সার্টেই ওটা মাখামাখি ছিলো, ঠিক যেমন মিস জ্যাকব বলেছিলেন রক্তটা ভিজে ছিলো না। ফ্রান্সেসের চিৎকার করার অভিনয়ের পাঁচ মিনিট বড়জোর আগেই ডেভিডকে খুন করে যাবার কথা তোমার অথচ....।'

'কিন্তু কি করে এটা করলো? ও তো ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়েছিলো,' মিসেস অলিভার প্রশ্ন করলেন।

'ও আগের কোন ট্রেনে ফিরে আসে, তারপর ট্রেনেই মেরীর পরচুল আর পোশাক বদলে নেয়। তারপর বোরোডিন ম্যানসনসে ঢুকে অচেনা কোন মেয়ের মত [illegible] ওঠে। এবার ও ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে, সেখানে ডেভিড বেকার ওরই কথা মত

অপেক্ষারত ছিলো। কোন সন্দেহই ও করেনি, ফ্রান্সেস ওকে সেখানে ছুরি মারে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ও লক্ষ রাখে যাতে নর্মা আসছে কিনা। যে কোন সাধারণের পোষাক বদলাবার ঘরে ঢুকে ছদ্মবেশ পাল্টে নিয়ে রাস্তার কোনে এক বন্ধুকে দেখে তারই সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। এরপর সে ওর কাছে বিদায় নিয়ে আবার বোরোডিন ম্যানসনসে ঢুকে সেই অভিনয় করে যায়। ব্যাপারটা যে ও বেশ উপভোগ করেছিলো সন্দেহ নেই। পুলিশ আসার পর পর্যন্ত ও জানতো সময়ের হেরফেরটুকু কারো নজরে আসবে না। আমাকে বলতেই হবে, নর্মা, সেদিন তুমি আমাদের সকলেরই প্রায় মাথা খারাপ করে দিয়েছিলে—তুমিই খুন করেছো বারবার এই কথাটা বলতে চেয়ে।'

'আমি স্বীকার করে সবই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম.....আপনারা—আপনারা কি সত্যিই তখন ভেবেছিলেন কাজটা আমিই করেছি?'

'আমি? আমাকে কি ভাবো? আমার রোগীরা কি করবে আর কি করে আমিই বেশ ভালোই জানি। তবে মনে হচ্ছিলো তুমি ব্যাপারটা বেশ কঠিন করে তুলতে চাইছো। অবশ্য এটা জানিনা নীল এ ব্যাপাবে কতখানি করেছেন। ওঁর কাজকর্ম ঠিক পুলিশি পদ্ধতির বলে মনে হচ্ছিলো না। উনি পোয়ারোর সঙ্গে কিভাবে কথা বলছিলেন দেখেছো?'

হাসলেন পোয়ারো।

'চিফ ইন্সপেক্টর নীল আর আমার পরিচয় বহুকালের। তাছাড়া তিনি কিছু কিছু ব্যাপারে খোঁজ খবর সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি আসলে লুইজির দরজার বাইরে আসেননি। ফ্রান্সেস নম্বরটা পাল্টে দিয়েছিলো। সে ৬ আর ৭ নম্বরটা উল্টে বসিয়ে দেয় তোমার দবজায়। নম্বরগুলো আলগা করে ঝোলানো ছিলো। ওই রাত্রিতে ক্লডিয়া ফ্ল্যাটে ছিলো না। ফ্রান্সেস তোমাকে মাদক প্রয়োগ করে যাতে সমস্ত ব্যাপারটাই তোমার কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

'আচমকাই আমি সত্যটা দেখতে পাই। অন্য যার পক্ষে লুইজিকে খুন করা সম্ভব ছিলো সে হলো সেই আসল 'থার্ড গার্ল' ফ্রান্সেস কেরী।'

'তুমি ওকে খানিকটা চিনতে পেরেছিলে,' স্টিলিংফ্লিট বললেন, 'তুমি যখন আমাকে বলছিলে একজন কেমন যেন আরেকজন হয়ে যায়।'

নর্মা ওর দিকে চিন্তিতভাবে তাকালো।

'আপনি লোকজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন,' ও স্টিলিংফ্লিটকে বলতেই তিনি হাঁ হয়ে গেলেন।

'রূঢ়?'

'হ্যাঁ। আপনি তাদের যেরকম কথা বলেন। যেভাবে চিৎকার করেন।'

'ওহ্, এই কথা, হ্যাঁ, বোধ হয় তাই.....আমার স্বভাব এরকম বটে। লোকেরা যা বিরক্তিকর ব্যবহার করে।'

তিনি পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

'দারুণ মেয়ে, কি বলো?'

মিসেস অলিভার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

'আমাকে বাড়ি যেতে হবে', তিনি দুজন পুরুষ আর শেষে নর্মার দিকে তাকালেন। 'ওকে নিয়ে এবার কি করবো আমরা?'

দুজনেই একটু চমকে গেলেন।

'আমি জানি ও আপাততঃ আমার কাছেই থাকছে', মিসেস অলিভার বলে চললেন। 'আর ও বেশ খুশিই তাতে। কিন্তু বেশ সমস্যাই রয়েছে এরপর দেখতে পাচ্ছি। বহু টাকার ব্যাপার—কারণ তোমার বাবা—মানে আসল জন—সবই তোমাকে দিয়ে গেছেন। এরপর নানা সমস্যা আসবে, সাহায্য চেয়ে চিঠি এই রকম সব। ও গিয়ে স্যার রোডারিকের সঙ্গে অবশ্য থাকতে পারে, তবে ব্যাপারটা ওর কাছে সেরকম মজার হবে না—কারণ তিনি বদ্ধ কালা আবার চোখেও কম দেখেন, বড্ড স্বার্থপরও। হ্যাঁ, একটা কথা, ওর সেই হারানো কাগজপত্র, ওই মেয়েটা পায়। কিউ গার্ডেনসের কি হলো?'

'যেখানে আগে দেখেছিলেন সেখানেই ওগুলো খুঁজে পাওয়া যায়—সোনিয়া খুঁজে পায়,' নর্মা বললো, তারপর যোগ করলো, 'রডি মামা, আর সোনিয়া আগামী সপ্তাহে বিয়ে করছে—।'

'বুড়ো খোকার কাণ্ড', স্টিলিংফ্লিট বলে উঠলেন।

'আহ্।' পোয়ারো বললেন, তাহলে সুন্দরী মেয়েটি ইংল্যান্ডে থেকেই রাজনীতি চর্চা করতে চায়। হুঁ, খুবই বুদ্ধিমতী বলতে হবে।'

'তাহলে সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেলো', মিসেস অলিভার যেন শেষ কথা বলতে চাইলেন। তবে নর্মার ব্যাপারে বাস্তবঘেঁষা হতে হবে। নানা পরিকল্পনা করাই উচিত। মেয়েটার পক্ষে ও কি করতে চায় জানা সম্ভব নয়। ও নিশ্চয়ই কেউ ওকে বলুক চাইবে।'

তিনি পোয়ারো আর স্টিলিংফ্লিটকে তীব্র দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করলেন।

পোয়ারো কিছু না বলে হাসলেন।

'ও নর্মা?' স্টিলিংফ্লিট বলে উঠলেন। 'আচ্ছা আমি বলছি, নর্মা। আমি আগামী মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি। প্রথমে ওখানে দেখে নিতে চাই—আমার জন্য ওখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা মনোমত কিনা। তারপর তোমাকে তার পাঠালে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো। তারপর আমরা বিয়ে করবো। আমার একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে যে তোমার টাকার জন্যেই তোমাকে বিয়ে করছি না, তোমার ভবিষ্যত ইত্যাদি গড়তে চায়। আমার ইচ্ছে হলো মানুষের বিষয় জানা। আমার এত বিশ্বাস তুমি আমাকে ঠিকমত চালাতে পারবে। লোকের উপর আমি যে রূঢ় হয়ে উঠি এটা আগে অবশ্য লক্ষ্য করিনি। অদ্ভুত লাগে যখন ভাবি তুমি কি ভয়ঙ্কর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলে—মনের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া মাছিরই মত, তা সত্ত্বেও বলছি আমি তোমাকে চালাবো না, বরং তুমিই আমাকে চালাবে।'

নর্মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সে বেশ নির্বিঘ্নে, সতর্ক দৃষ্টিতে স্টিলিংফ্লিটকে যাচাই করতে চাইলো, যেন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেও কিছু আবিষ্কার করেছে।

এরপর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। অপূর্ব সে হাসি—যেন কোন সুখীনিতা।

'ঠিক আছে,' বলে উঠলো নর্মা।

ও এবার সোজা এরকুল পোয়ারোর সামনে এসে দাঁড়ালো।

'আমিও বেশ রূঢ় ব্যবহার করেছি,' ও বললো। 'যেদিন সকালে আপনার প্রাতরাশ করার মুখে গিয়েছিলাম। আপনাকে বলেছিলাম আপনি সাহায্য করতে পারবেন না, আপনি বড্ড বুড়ো। এরকম রূঢ় কথা বলা আমার একদম উচিত হয়নি। তাছাড়া কথাটা মোটেই সত্যি নয়......।'

ও পোয়ারোর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে চুম্বন করলো।

'আপনি বরং আমাদের একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন,' নর্মা এবার স্টিলিংফ্লিটকে বললো।

ডঃ স্টিলিংফ্লিট মাথা নুইয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মিসেস অলিভার তাঁর হাতব্যাগটা আর লোমের কোট তুলে নিলেন, নর্মাও ওর কোট তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করলো।

'মাদাম, এক মিনিট— ।'

মিসেস অলিভার ঘুরে দাঁড়ালেন। পোয়ারো সোফা থেকে ধূসর রঙের সুন্দর একটা পরচুল তুলে নিয়েছিলেন।

মিসেস অলিভার বিরক্তি সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আজকালকার এইসব জিনিস একদম বাজে। মানে চুলের কাঁটার কথা বলছি, কখন যে সব খুলে পড়ে যায় টের পাওয়াই মুশকিল!'

ভ্রু কুঁচকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এক লহমা পরেই আবার দরজায় মুখ বাড়ালেন মিসেস অলিভার। কথা বলতেই তাঁর গলায় বেশ একটু ষড়যন্ত্রকারীর মত সুর জেগে উঠলো।

'একটা কথা বলুন তো—ওদিকটা ঠিক আছে ওকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছি—আপনি কি মেয়েটাকে ওই বিশেষ ডাক্তারের কাছে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছিলেন?'

'অবশ্যই তাই করেছিলাম। ওঁর যা যোগ্যতা তাতে........।'

'যোগ্যতার কথা ছেড়ে দিন। আমি কি বলতে চাইছি আপনি ঠিকই জানেন। ওরা পরস্পরকে—ঠিক কিনা?'

'এতো করে যখন জানতে চান—হ্যাঁ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' মিসেস অলিভার বললেন। 'আপনি সত্যিই সবদিক ভেবে চিন্তেই কাজ করেন, তাই না?'

অনুবাদ ☐ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

দি কেস অফ মিসিং নেকলেস

শোনো পোয়ারো, আমি তাকে বললাম, তোমার এখন স্থান পরিবর্তনের দরকার, তাতে তোমার ভাল হবে।

তুমি কি তাই মনে কর?

হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

এঃ? আমাব বন্ধু হাসতে হাসতে বলল, সে সব ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি।

তুমি কি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও বল?

ব্রাইটন। সত্যি কথা বলতে কি সেই শহরে আমার এক বন্ধু আমার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওয়েল, ওড়াবার মতন আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আমার মনে হয়, গ্র্যাণ্ড মেট্রোপলিটানে আমরা এক সপ্তাহ থাকলে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

ধন্যবাদ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। একজন বৃদ্ধ লোকের কথা চিন্তা করবার মতন মনটা তোমাব যথেষ্ট উদার এবং বড়।

কিন্তু আমাব শেষ সময়ে তোমাব মনের এই প্রসারতা আমার কতটুকু যে কাজে আসবে জানি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আমি তোমাব সঙ্গে কথা বলছি, সেই আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। সত্যি কখনো কখনো সেই কথাটা ভুলে যাওয়াটাই আমার ভীষণ বিপদ।

আমি কিন্তু তাব ব্যাখ্যা শুনে খুব একটা খুশি হতে কিংবা তাকে বাহবা দিতে পারলাম না। আমার ধারণা, আমার সম্বন্ধে পোয়ারোর উল্টোপাল্টা ধারণা করে নেওয়ার একটা ঝোঁক আছে। কিন্তু তা হলে হবে কি ! তার সঙ্গ আমার এত ভাল লাগে যে, আমি খুব কমই তার কথায় কিংবা কাছে বিরক্ত প্রকাশ করে থাকি !

তাই তাড়াতাড়ি বললাম, তাহলে সব ঠিক !

গ্র্যাণ্ড মেট্রোপলিটানের ডাইনিং টেবিলে শনিবারের সন্ধ্যা আমাদের এক হাসি খুশির ভিড়ে দেখতে পেল। সারা পৃথিবীর লোক তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেন ব্রাইটনে এসে হাজির হয়েছে।

অপূর্ব পোষাক তাদের, তার চেয়েও অপূর্ব বোধহয় তাদের স্ত্রীদের গায়ের গহনাগুলো। তাদের পছন্দের খুব তারিফ করা যায় বৈকি। সত্যি চমৎকার মানায় তাদের সেই পোষাকের, সেই গহনায়।

এটা একটা নকসা! পোয়ারো ফিসফিস করে বলল, এই হল সেই মুনাফাখোরের বাড়ি, তাই না হেস্টিংস ?

হ্যাঁ, হতে পারে, উত্তরে আমি বললাম, কিন্তু আমরা আশা করব, তারা যেন সেই একই দোষে দোষী না হয়ে পড়ে।

পোয়ারো স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

দামী দামী সব গহনাগুলো দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা, ক্রাইম করার, ক্রাইম ডিটেকসনের নয়। সত্যি কি অপূর্ব সুযোগ চোরেদের সামনে। হেস্টিংস, ঐ শক্ত সমর্থ ভদ্রমহিলার কথা মনে কর। তোমার কথা মত, ঐ ভদ্রমহিলার সারা দেহ যেন দামী দামী হীরে মুক্তো দিয়ে প্লাস্টার করা।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম।

কেন, আমি অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠলাম, উনি মিসেস ওপালসেন নন?

তুমি কি ওঁকে চেন?

একটু একটু। ওঁর স্বামী একজন স্টকব্রোকার। সম্প্রতি তেলের ব্যবসায় তার ভাগ্য ফিরে যায়।

ডিনারের পর লাউঞ্জে মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস ওপালসেনদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। পোয়ারোকে আমি তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট আমরা গল্প গুজব করলাম এবং কফি দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করলাম।

মিসেস ওপালসেনের বুকের ওপর চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলে পোয়ারো তার দামী হীরে মুক্তোর গহনার প্রশংসা না করে পারল না সে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এটা আমার একটা হবি মিঃ পোয়ারো। অলঙ্কার আমার ভীষণ প্রিয়। এও আমার এই দুর্বলতার কথা ভাল করেই জানে। এবং তার সময় ভাল গেলেই সে আমার জন্যে কিছু না কিছু নতুন গহনা আমার জন্যে আনবেই। দামী পাথরের ওপর আপনার কি আগ্রহ আছে?

এক সময়ে এইসব দামী দামী পাথরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, আর সেই পরিচয়ের সূত্রে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা সুপ্রসিদ্ধ দামী দামী অলঙ্কার আমার নজরে এসেছিল। এরপর সে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে রাজপরিবারের ঐতিহাসিক অলঙ্কারের কাহিনী শোনাল তাকে। এবং মিসেস ওপালসেন রুদ্ধশ্বাসে তার কথা শুনল।

তাহলে শুনুন, ভদ্রমহিলা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এটা যদি না কোনো কাল্পনিক কাহিনী বলে আপনার মনে হয়, তাহলে বলতে পারি, জানেন মিঃ পোয়ারো, আমার নিজস্ব কতকগুলো মুক্তো আছে, সেগুলোর সঙ্গে ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত আছে। আমার বিশ্বাস, এটা পৃথিবীর সব থেকে একটা সুন্দরতম নেকলেস। মুক্তোগুলো সুন্দর ভাবে সেট করা এবং রঙ এত নিখুঁত যে ধারণা করা যায় না। আমার মনে হচ্ছে এখুনি গিয়ে সেটা নিয়ে আসি।

ওঃ ম্যাডাম, পোয়ারো প্রতিবাদ করে উঠল, আপনি অত্যন্ত অমায়িক এবং সুন্দর। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, ওরকম পাগলামি করবেন না দয়া করে।

ওঃ, কিন্তু আমি যে আপনাকে সেটা দেখাতে চাই।

হাসি খুশিতে ভরা গৃহিনী হেসে দুলে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

তার স্বামী যে আমার সঙ্গে কথা বলছিলো পোয়ারোর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়েছিল সে।

ম্যাডাম, মানে আপনার স্ত্রী এমনি চমৎকার ভদ্রমহিলা, তাঁর সেই মুক্তোর নেকলেসটা আমাকে উনি না দেখিয়ে ছাড়বেন না।

ওঃ, সেই মুক্তোগুলো! ওপালসেন খুশির হাসি হাসল। ওয়েল আর ওয়ারথ সীইং। অনেক দাম পড়েছে সে মুক্তোগুলো কিনতে গিয়ে। তবে এখনো সেগুলোর দাম ঠিকই আছে। যে কোনো দোকানে বিক্রী করলে আমি যে দামে কিনেছিলাম চাই কি তার থেকেও বেশী দাম পেয়ে যেতে পারি।

তবে এখন যে রকম অবস্থা চলছে তখন যদি সে রকম থাকে! শহরের টাকার বাজার ক্রমশঃ টাইট হতে চলেছে। এই সব নারকীয়—এরপর তার এলোমেলো কথাবার্তা, সাংকেতিক কথাবার্তা, আমার কিছুই বোধগম্য হল না।

যাইহোক মাঝপথে সে বাধা পেল, একজন ভৃত্য এসে তার কানে কানে কি যেন বলল ফিসফিস করে।

আঃ কি বললে? ঠিক আছে, আমি এখুনি আসছি। মেমসাহেব অসুস্থ নয়, তাই তো? এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন।

দ্রুত সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। পোয়ারো পিছন দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে একটা রাশিয়ান সিগারেট ধরাল। তারপর সে খুব সাবধানে কফির ব্যবস্থা করল। এবং তাকে কেমন একটু বাড়তি উৎসাহিত হতে দেখা গেল।

মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু ওপালসেন দম্পতীরা তখনো ফিরে এলো না।

আশ্চর্য! আমি মন্তব্য করলাম। জানি না কখন তারা ফিরে আসবে।

পোয়ারো এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়েছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী কেমন পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছিল তা দেখার জন্যে। তাকে এখন ঠিক চিন্তামগ্ন যোগীর মতন দেখাচ্ছিল। আর তেমনি চিন্তিত সুরে সে বলল, তারা আর ফিরে আসবে না।

কেন?

কারণ আমার বন্ধু, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

তা কি সে ঘটনা হতে পারে পোয়ারো? আর তুমি তা জানলেই বা কি করে? আমি তাকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

পোয়ারো হাসল।

কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজার তার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ওপরতলায় ছুটে গিয়েছিল। তখন তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লিফট বয় একজন ভৃত্যের সঙ্গে

কি এক গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিল তখন। লিফট বেল তিন তিনবার বেজে গিয়েছিল, কিন্তু লিফট-বয় প্রত্যুত্তর দেয়নি। তাছাড়া, ওয়েটারদের অন্যমনা দেখাচ্ছিল। পোয়ারো মাথা নেড়ে বলল, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুবই গুরুতর। হ্যাঁ, আমিও এ রকম একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম। ঐ যে পুলিশ আসছে। দুজন লোক ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেলে প্রবেশ করল, একজন ইউনিফরম পরা, অপরজন সাদা পোষাকে ছিল। তারা একজন ভৃত্যের সঙ্গে প্রথমে কথা বলল এবং তখুনি তারা ওপরতলায় ছুটে গেল। কয়েক মিনিট পরে সেই ভৃত্যটি নেমে এলো আমরা যেখানে বসেছিলাম।

মিঃ ওপালসেন আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, আপনারা দয়া করে উপরে উঠে আসবেন?

পোয়ারো দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। তাকে এখন দেখলে মনে হবে, সে যেন এই আহ্বানের জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আমিও কম তৎপরতা দেখালাম না, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

ওপালসেনের এপার্টমেন্ট দোতলায় ছিল। দরজায় ধাক্কা দিয়েই ভৃত্যটি ফিরে গেল। এবং আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম।

ভেতরে আসুন ! এক অচেনা, অজানা দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঘরটা ছিল মিসেস ওপালসেনের বেডরুম। এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা আরাম-চেয়ারে দেহটা হেলান দিয়ে ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার চোখে একটা অদ্ভুত ধরণের চশমা। চোখের জলে তার রঙ করা মুখ ধুয়ে-মুছে আসল গায়ের রঙ প্রকাশ করে দিচ্ছিল। মিঃ ওপালসেনব লম্বা লম্বা পা ফেলে সেখানে এসে দাঁড়াল, এবং তাকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। সেই দুজন পুলিশ অফিসারদের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। একজনের হাতে একটা নোটবুক। হোটেলের এক পরিচারিকা ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। অপর দিকে, এক ফরাসী মেয়ে মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা হবে নিশ্চয়ই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল এবং হাত নেড়ে কি যেন বোঝানোর চেষ্টা করছিল।

এই গণ্ডগোলের মধ্যে পোয়ারো সেখানে পা রাখল। তার ঠোঁটে হাসি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মিসেস ওপালসেন তাকে দেখে যেন একটা বাড়তি উৎসাহ পেয়ে গেল আশ্চর্যজনকভাবে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে গেল সে।

এখন এও সে তার খুশি মতন বলতে পারে, কিন্তু আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি। এই যে আপনার সঙ্গে এই সন্ধ্যায় দেখা হল, এটাও ভাগ্যের কথা বলতে হবে। আর আমার ধারণা, আপনি যদি আমার সেই মুক্তোর নেকলেসটা খুঁজে বার করে না দিতে পারেন তাহলে অন্য কেউ তা পারবে না।

ম্যাডাম, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শান্ত হন।

পোয়ারো তার প্রশংসায় খুশি হয়ে মিসেস ওপালসেনের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, নিজের ওপর আস্থা রাখার চেষ্টা করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এরকুল পোয়ারো আপনাকে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

মিঃ ওপালসেন এবারে পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল।

আশাকরি আমার এই সদস্য ভদ্রলোককে এখানে ডেকে এনে আপনার কোনো বাধার সৃষ্টি করিনি।

না স্যার, আমার কোনো আপত্তি নেই। সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসার উত্তর দিল বটে, কিন্তু তার মুখের ভাবভঙ্গী কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হল। সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রী এখন আগের চেয়ে একটু সুস্থবোধ করছেন। আশাকরি এখন তিনি আমাদের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলতে পারবেন।

মিসেস ওপালসেন পোয়ারোর দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। মিসেস ওপালসেনকে চেয়ারে গিয়ে বসতে বলল সে।

ম্যাডাম, আপনি স্থির হয়ে বসুন। এবং একটুও উত্তেজিত না হয়ে গোড়া থেকে ঘটানাটা আমাকে খুলে বলুন তো।

অতঃপর মিসেস ওপালসেন পোয়ারোর কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়ে চোখ মুছল এবং ধীরে ধীবে বলতে শুরু করল।

ডিনারের পর আমি মিঃ পোয়ারোকে মুক্তোগুলো দেখানোর জন্যে আমি দোতলায় উঠে আসি। শয়নকক্ষের পরিচারিকা এবং সেলেস্টাইন দু'জনেই তখন রোজকার অভ্যাসের মতন ঘরের ভেতরে ছিল।

এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, রোজকার অভ্যাসমত বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

মিঃ ওপালসেন তার স্ত্রীর হয়ে ব্যাখ্যা করে বলল, আমি নিয়ম করে দিয়েছিলাম, সেলেস্টাইন ছাড়া ও ঘরে কেউ প্রবেশ করতে পারবেনা। আমার মিসেসের নিজস্ব পরিচারিকা সেলেস্টাইনের উপস্থিতিতে শয়নকক্ষের পরিচারিকা সকালে ঘর সাফ করতে আসে। এবং দিনের শেষে ডিনারের পর বিছানা তৈরী করার জন্যে সে এই ঘরে আসত এই একই শর্তে সেলেস্টাইন না থাকলে তার ঘরে ঢোকাব অনুমতি ছিল না।

ওয়েল, যে কথা আমি বলতে চাইছিলাম, মিসেস ওপালসেন ফিরে আবার বলতে শুরু করল, ওপরে উঠে এসেই আমি এখানে ঐ ড্রয়ারের সামনে ছুটে গেলাম। এই বলে সে ডান দিকের নিচের ড্রয়ারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তারপর ড্রয়ার খুলে আমি আমার গয়নার বাক্সটা বার করলাম এবং বাক্সর ডালাটা খুললাম। প্রথমে বাক্সটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল। কিন্তু মুক্তোগুলো সেখানে ছিল না।

ইন্সপেক্টর তার নোটবুক হাতে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দ্রুত লিখে যাচ্ছিল সে।

সেগুলো আপনি শেষ কবে দেখেছিলেন বলুন? ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল।

কেন, আজ ডিনার খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মুক্তোগুলো সেখানেই ছিল।

আপনি নিশ্চিত ? ভাল করে ভেবে দেখুন।

হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত। কারণ, প্রথমে আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, ডিনার পার্টিতে মুক্তোর নেকলেসটা পড়ে যাব কি যাব না। শেষে ঠিক করলাম, না পড়ব না। তাই নেকলেসটা গয়নার বাক্স আবার রেখে দিলাম।

তা গয়নার বাকসর চাবি কে দিয়েছিল?

আমি। চাবিটা আমি আমার গলার চেনে ঝুলিয়ে রাখি। এই বলে মিসেস ওপালসেন চাবিটা তার গলার চেন থেকে খুলে ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিল।

ইন্সপেক্টার চাবিটা পরীক্ষা করে দেখল। এবং কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘ্রাণ করল।

আমার মনে হয়, চোরের কাছে নিশ্চয়ই ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। আর সেটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এ চাবির নকল করা খুবই সহজ। ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করল, মিসেস ওপালসেন, জুয়েল-কেসে চাবি দিয়ে চাবিটা কোথায় রাখেন?

ড্রয়ারে চাবি দেননি?

না, কোনোদিনও চাবি দিই না। কারণ আমি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত পরিচারিকা এই ঘরেই থেকে থাকে। অতএব ড্রয়ারে চাবি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ইন্সপেক্টরের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল।

তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি, ডিনারের যাওয়ার সময় গয়নার বাক্সে মুক্তোর হারটা ছিল এবং আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার পরিচারিকা এই ঘরের ভেতরেই ছিল এই তো?

হঠাৎ সেলেস্টাইনের মুখের ওপর এক আতঙ্কের ছায়া পড়তে দেখা গেল। পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে ফরাসী ভাষায় অসংলগ্ন ভাষায় কি যেন বলল সে।

ইন্সপেক্টরের মন্তব্যটা সেলেস্টাইনের মনপুতঃ হল না। তাকে মুক্তোর নেকলেস চুরি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশের নির্বুদ্ধিতার কথা তার জানা ছিল। কিন্তু ফ্রেঞ্চম্যান কে?

বেলজিয়াম, পোয়ারো বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু সেলেস্টাইন কোনো কান দিল না এই ওধরে দেওয়ার কথায়।

মিঃ ওপালসেন চুপ করে থাকতে পারল না। সেলেস্টাইনকে মিথ্যে দোষী করল, অথচ চেম্বারমেডকে অবাধে চলে যেতে দিল। মিঃ ওপালসেন তাকে কখনই পছন্দ করত না, তার ধারণা সে জন্ম থেকেই চোর। মিসেস ওপালসেন শুরু থেকেই বলতে থাকেন, সেলেস্টাইন বিশ্বাসী নয়। এবং সে তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে লক্ষ্য করছিল তার গতিবিধি। সে চাইছিল পুলিশ তাকে সার্চ করুক। আর তারা যদি

ম্যাডামের মুক্তোগুলো খুঁজে বার করতে না পারে, তাহলে সেটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হবে।

এই সব বক্তৃতা যদিও দ্রুত এবং ফরাসী ভাষায় বলা হচ্ছিল, সেলেস্টাইন বেশ ভাল ভাবেই তার অর্থ বুঝতে পারছিল, এবং চেম্বারমেডও তার অংশবিশেষ অন্তত উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সে খুব রেগে গেল।

যদি ঐ বিদেশী মহিলা মনে করে থাকেন, আমি তাঁর মুক্তোগুলো চুরি করেছি, সে ঘৃণার সঙ্গে বলল, আমি ওরকম নীচ হতে পারিনা। ওকে সার্চ করুন! সেলেস্টাইন চেম্বারমেডকে উদ্দেশ্য করে বলল—আমি বলছি, মুক্তোগুলো ওর কাছ থেকেই পাবেন আপনারা।

তুমি মিথ্যুক, শুনতে পাচ্ছ? সেলেস্টাইনের দিকে এগুতে গিয়ে চেম্বারমেড রাগে গজরাতে থাকে, তুমি নিজে মুক্তোগুলো চুরি করে আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছো? কেন, তুমি জান না, আমি কেবল মিনিট তিনেক ঘরে ছিলাম মিসেস ওপালসেন ফিরে আসার আগে। আর তুমি তো সারাক্ষণ ঘরে বসে পাহাড়া দিচ্ছিলে, যেমন বিড়াল ইঁদুর ধরার জন্যে করে থাকে।

ইন্সপেক্টর এবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সেলেস্টাইনের দিকে। এটা কি সত্যি, এ ঘর ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও বাইরে কোথাও যাওনি?

সত্যি কথা বলতে কি আমি ওকে একা ছেড়ে যাইনি, সেলেস্টাইন অকপটে স্বীকার করল, কিন্তু মাঝের দরজা দিয়ে আমি আমার ঘরে দুবার যাই। একবার সূতোর রীল আনতে এবং দ্বিতীয়বার যাই কাঁচি আনার জন্যে। আর সেই সময়টুকু মধ্যেই হয়ত সে কাজটা সেরে ফেলে থাকবে।

এক মিনিটের জন্যেও তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে যাওনি। চেম্বারমেড রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, কেবল মুহূর্তের জন্যে তুমি একবার বাইরে গিয়েই আবার ফিরে এসেছিল। পুলিশ আমাকে সার্চ করলে আমি খুবই খুশি হবো। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এই সময় দরজায় নক করার শব্দ হল। ইন্সপেক্টার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দরজার ওপারের আগন্তুককে দেখার পর।

আঃ। ইন্সপেক্টার বলল, সৌভাগ্যের কথা, আমি একজন মহিলা অনুসন্ধানকারিনীর খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। আর সে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছে। আমার বিশ্বাস, পাশের ঘরে যেতে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

ইন্সপেক্টার দরজার চৌকাঠের দিকে অপেক্ষমান চেম্বারমেডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই মহিলা অনুসন্ধানকারিনী তাকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছিল।

সেই ফরাসী মেয়েটির দেহটা চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেল। পোয়ারোর দৃষ্টি ঘুরে ফিরছিল ঘরের চারিদিকে।

ঐ দরজাটার ওপারে কি আছে? পোয়ারো অতঃপর তার দৃষ্টি একটা জানালার দিকে ফেলে জিজ্ঞেস করল।

পাশের এপার্টমেন্টে, আমার ধারণা, ইন্সপেক্টার বলল, যাইহোক, এদিক থেকে দরজাটা বন্ধ করা আছে।

পোয়ারো সেই দরজার সামনে গিয়ে বারবার চেষ্টা করল সেটা খোলার জন্যে। না, প্রতিবারই ব্যর্থ হল সে।

মনে হয় ওদিক থেকেও দরজাটা বন্ধ করা আছে। পোয়ারো মন্তব্য করল, যে ভাবেই হোক, দরজাটা খুলতেই হবে। এই বলে সে ঘরের প্রতিটি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবং জানলাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। না, এবারও কিছু পাওয়া গেল না। এমন কি বাইরে একটা ব্যালকনিও দেখতে পাওয়া গেল না।

যাইহোক এই এপার্টমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার অন্য কোনো পথ থাকলেও, ইন্সপেক্টার অধৈর্য হয়ে বলল, আমার তো মনে হয় না, সেটা আমাদের কোনো কাজে আসতে পারে, মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা একান্তই যদি ঘর থেকে বাইরে না গিয়ে থাকে।

হতে পারে' পোয়ারো উদাস ভাবে বলল, চেম্বারমেডের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, সেলেস্টাইন ঘর ছেড়ে কোথাও যায়নি। আর তাই যদি হয়—

চেম্বারমেড এবং মহিলা পুলিশ অনুসন্ধানকারিনী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করাতে বাধা পেল সে।

না, কিছুই পাওয়া গেল না। মহিলা পুলিশ অফিসার সংক্ষেপে বলল। আমিও তা আশা করিনি। চেম্বারমেড গর্ব করে বলল, আর ঐ ফরাসী বেহায়া মেয়ের লজ্জা হওয়া উচিৎ। ভাবতে অবাক লাগে কি করে সে নিজেকে সৎ মেয়ে হিসেবে জাহির করে।

ইন্সপেক্টর দরজা খুলে তাকে পথ দেখিয়ে বলল, ঠিক আছে, এবার তুমি তোমার কাজে ফিরে যাও। কেউ তোমাকে সন্দেহ করে না।

চেম্বারমেডের ইচ্ছা ছিলো না ঘর ছেড়ে যায়। তবু তাকে যেতেই হল।

যাচ্ছি, তবে আমি জানতে চাই, ঐ নির্লজ্জ মেয়েটিকে আপনারা সার্চ করছেন তো? চেম্বারমেড জানতে চাইল সেলেস্টাইনের দিকে আঙুল দেখিয়ে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই? চেম্বারমেডের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ওদিকে সেলেস্টাইন সেই মহিলা অনুসন্ধানকারীর সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। এবার তার পালা। কয়েক মিনিট পরে সে-ও ফিরে এলো, এবং তার কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টরের মুখ আরো গম্ভীর হল।

আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি মিস. আপনিও আমার সঙ্গে আসুন. তারপর সে মিসেস ওপালসেনের দিকে ফিরে বলল. সরি ম্যাডাম. সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী মুক্তোগুলো যদি তার কাছে পাওয়া না যায়. তাহলে ধরে নিতে হয় যে. এই ঘরের মধ্যেই সেগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো বা।

সেলেস্টাইন অস্ফুটে কি যেন বলল এবং পোয়ারোর একটা হাত জড়িয়ে ধরল। পোয়ারো মেয়েটির কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলল। সেলেস্টাইন তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। তারপর সে ইন্সপেক্টারের দিকে ফিরল। মঁসিয়ে, আপনি অনুমতি দিন দয়া করে। একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট, কেবল আমার নিজের খুশির জন্যে আর কি!

সেটা কি তা অনুমতি দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করছে।

পুলিশ অফিসার ঠিক এই মুহূর্তে তাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না।

পোয়ারো আর একবার তাকে উদ্দেশ্য করে ডাকল।

আচ্ছা তুমি আমাদের বলেছ . সুতোর রীল আনতে তুমি একবার তোমার ঘরে গিয়েছিলে। তা সেই সুতোর রীলটা কোথায়?

একেবারে ওপরের ড্রয়ারে মঁসিয়ে।

আর সেই কাঁচিগুলো?

সেগুলোও ঐ ড্রয়ারের ভেতরেই আছে।

ঠিক আছে, তোমাকে এবার একটু কষ্ট দেব। এখন তোমাকে সেই দুটো কাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তুমি বলেছিলে, এখানে বসে তুমি তোমার কাজ করছিলে, তাই না?

সেলেস্টাইন মাথা নেড়ে বসে পড়ল তার সেই জায়গায়। এবং পোয়ারোর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এবং ড্রয়ার থেকে একটা জিনিষ হাতে নিয়ে ফিরে এলো।

পোয়ারো তার হাতের ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। সেই সঙ্গে সে সেলেস্টাইনের চলার গতিবিধির ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। আর একবার তুমি যদি—

সেলেস্টাইনের দ্বিতীয়বার পাশের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসার সময়টা পোয়ারো তার নোট বুকে নোট করল। এবং সে তার ঘড়িটা পকেটে রেখে দিল।

ধন্যবাদ। সেলেস্টাইনের দিক থেকে ফিরে পোয়ারো এবার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল, অঁ মঁসিয়ে আপনার সৌজন্যতার জন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পোয়ারোর এমন ভদ্রতায় ইন্সপেক্টর আনন্দ উপভোগ করল। ওদিকে সেলেস্টাইন চোখে জলের বন্যা ভাসিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এবং তার সঙ্গে গেল সেই মহিলা পুলিশ অফিসার এবং সাদা পোষাকের একজন অফিসার।

তারপর সংক্ষেপে মিসেস ওপালসেনের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টর তার ঘরের ভেতরে অনুসন্ধান কাজ চালাতে ব্যস্ত হল। প্রথমেই সে ড্রয়ারগুলো টেনে বার করল। তারপর বিছানা, ঘরের আলমারি, মেঝে সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। মিঃ ওপালসেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল।

আপনি কি মনে করেন, সত্যিই সেই মুক্তোর নেকলেসটা খুঁজে পাবেন?

ইয়েস স্যার, সে রকম অনুমান করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মুক্তোগুলো ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ছিল না। তাড়াতাড়ির জন্যে মেয়েটির চুরি করার সব প্ল্যান ভেস্তে যায়। তাই আমি বলতে পারি, মুক্তোগুলো এখানেই আছে। তাদের দু'জনের মধ্যে অন্তত একজন সেই মুক্তোগুলো এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আর এ কথাও বলতে পারি, চেম্বারমেডের পক্ষে এ কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

অসম্ভব! পোয়ারো শান্তভাবে বলল।

এঃ? ইন্সপেক্টার তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

পোয়ারো সুন্দর ভাবে হাসল।

বেশ তো, এখুনি আমি প্রমাণ দিচ্ছি। হেস্টিংস, মাই গুড ফ্রেণ্ড, ঘড়িটা তোমার হাতে নাও। এটা আমাদের বহু পুরনো পারিবারিক সম্পত্তি, যত্ন নিও। এখন আমি সেলেস্টাইনের গতিবিধি অনুকরণ করে দেখাব, এ ঘর থেকে তার প্রথম অনুপস্থিতির সময় হল বারো সেকেণ্ড, এবং তার দ্বিতীয় অনুপস্থিতির সময় পনের সেকেণ্ড। এখন আমার গতিবিধি লক্ষ করুন। ম্যাডাম, মিসেস ওপালসেনের দিকে ফিরে সে বলল, দয়া করে আপনি আপনার গয়নার বাক্সর চাবিটা আমাকে দিন। চাবিটা হাতে নিয়ে পোয়ারো এবার আমার দিকে ফিরে বলল, আমার বন্ধু এবার আমাকে দয়া করে আদেশ করুন যাওয়ার জন্যে।

যাও! আমি বললাম।

প্রায় চকিতে পোয়ারো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। এবং তেমনি দ্রুতগতিতে সে মিসেস ওপালসেনের গহনার বাক্সর ডালা বন্ধ করে আবার চাবি লাগাল সে। তারপর সেই গহনার বাক্সটা ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার আবার বন্ধ করে দিল। ঝড়ের গতিতে এই সব কাজগুলো সে সারল।

ওয়েল মাইফ্রেণ্ড, পোয়ারো আমার কাছ থেকে জানতে চাইল, কত সময় লাগল?

ছেচল্লিশ সেকেণ্ড, উত্তরে আমি বললাম।

দেখুন? চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে বলল, তাহলে এর থেকে বোঝা যায়, চেম্বারমেডের পক্ষে নেকলেসটা এই ঘরের বাইরে যাওয়া দূরে থাক, কোথাও লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তাহলে এক্ষেত্রে পরিচারিকার ওপরেই সব দোষ গিয়ে পড়তে বাধ্য। ইন্সপেক্টার

সন্তুষ্ট হয়ে বলল এবং সে তার সার্চের কাজে লিপ্ত হল আবার। এবার সে পাশে সেলেস্টাইনের বেডরুমে গিয়ে প্রবেশ করল।

ওদিকে পোয়ারো গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ সে মিঃ ওপালসেনেব দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

এই নেকলেসটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ইনসিওর করা ছিল, তাই না?

হঠাৎ এই ধরণের অস্বাভাবিক প্রশ্ন শুনে প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মিঃ ওপালসেন পোয়ারোর দিকে।

হ্যাঁ, মিঃ ওপালসেন একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আপনার অনুমানই ঠিক।

কিন্তু তাতে কি হয়েছে? মিসেস ওপালসেন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, নেকলেসটা আমার, আমি সেটা ফিরে পেতে চাই। অপূর্ব সেই নেকলেস। আমার ধারণা, অর্থ দিয়ে সেটা কেনা যায় না।

আমিও আপনাকে সমর্থন করছি ম্যাডাম। পোয়ারো শান্ত ভাবে বলল। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। মেয়েদেব কাছে এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টটাই সব থেকে বড় কথা, তাই নয় কি? কিন্তু মঁসিয়ে, যার সামর্থ্য নেই, নিঃসন্দেহে সে সামান্য একটু সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করবে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, মিঃ ওপালসেন তাকে সমর্থন করল বটে, কিন্তু তার কথায় তখনো অনিশ্চয়তার সুর ধ্বনিত হতে থাকে। মিঃ ওপালসেন বলতে যায়, এখনো—

হঠাৎ সে বাধা পেল ইন্সপেক্টরের হৈ-চৈতে। কি একটা জিনিষ দোলাতে দোলাতে ছুটে এলো সে।

মিসেস ওপালসেন কান্নার মতন শব্দ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

সে যেন এখন অন্য মানুষ। তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ওঃ ঐ তো আমার সেই নেকলেস!

ইন্সপেক্টরের হাত থেকে নেকলেসটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে মিসেস ওপালসেন সেটা তার বুকের মধ্যে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। আর আমরা তার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালাম।

কোথায়, কোথায় ছিল ওটা? মিঃ ওপালসেন জানতে চাইল।

আপনাদের পরিচারিকার বিছানার নিচে, ম্যাট্রেসের স্প্রীং এর সঙ্গে আটকান ছিল। মনে হয় সে নিশ্চয়ই ঐ মুক্তোর নেকলেসটা চুরি করে থাকবে, এবং চেম্বারমেড ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার আগেই সে সেটা লুকিয়ে ফেলে থাকবে তার বিছানার নিচে।

আমি কি দেখতে পারি, ম্যাডাম? পোয়ারো শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল। তারপর সে সেই নেকলেসটা মিসেস ওপালসেনের হাত থেকে নিয়ে খুব নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করে দেখল সেটা, এবং খানিক পরে সে সেটা [illegible] কাছে ফিরিয়ে দিল।

ম্যাডাম, আমার সন্দেহ হয়, আপনার ঐ নেকলেসটা কিছু সময়ের জন্যে

আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ইন্সপেক্টার বলল, চার্জ গঠন করার জন্যে ওটা আমাদের প্রয়োজন হবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা আমরা আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

মিঃ ওপালসেন ভ্রুকুটি করল।

তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

এটা একটা ফরমালিটি।

ওঃ, এই, ওটা ওঁকে নিয়ে যেতে দাও! মিসেস ওপালসেন মৃদু চিৎকার করে উঠল। উনি যদি ওটা নিয়ে যান আমি নিরাপদ বলে মনে করব। অন্য কেউ যদি আবার ওটা চুরি করে নেয়, এই ভয়েতেই আমার চোখে ঘুম আসবে না। ঐ শয়তানী মেয়েটা ! আমি আর কখনো তাকে বিশ্বাস করব না।

ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিও না।

হাতে মৃদু স্পর্শ পেলাম আমি। স্পর্শটা পোয়ারোর।

বন্ধু, আমরা কি এবার এখান থেকে চলে যাবো? আমার মনে হয়, আমাদের প্রয়োজন আর হবে না।

পোয়ারো একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর আমাকে বিস্মিত করে সে হঠাৎ মন্তব্য করল।

পাশের ঘরটা আমি নিজের চোখে একবার দেখতে চাই।

দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। তাই সহজেই আমরা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা বিরাট বড় এবং ফাঁকা, কেউ ছিল না সেখানে তখন। ঘরের মধ্যে ধুলো ছড়িয়ে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, অনেকদিন ঘরটা পরিষ্কার করা হয়নি। আমার বন্ধুও বোধহয় সেটা লক্ষ্য করে থাকবে। তার প্রমাণ আমি পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। জানালার সামনে একটা টেবিল রাখা ছিল। টেবিলের ওপর ধুলোর পর্দা বিছান ছিল। পোয়ারো কি ভেবে ধুলো পড়া টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে একটা আয়তক্ষেত্র আঁকল।

না বন্ধু, পোয়ারো বলল, আমাদের কাজ এখনো ফুরোয়নি।

জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল সে।

ওয়েল? অধৈর্য হয়ে আমি জানতে চাইছিলাম, আমরা এখানে কি জন্যে এসেছি, তা তো বললে না?

পোয়ারো বলতে শুরু করল।

আমি দেখতে চাই এ ঘরের দরজাটা আসলে এদিক থেকে বন্ধ ছিল কিনা।

আমি দরজার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললাম, একেবারে তালাবন্ধ । হ্যাঁ, এদিক থেকে দরজা বন্ধ করা আছে।

পোয়ারো মাথা ঝুকাল। তবু এর পরেও এখনো তাকে কেমন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল।

যাই হোক, আমি আবার বলতে শুরু করলাম, তাতে কি হয়েছে? কেস তো

খতম। আমার ইচ্ছা, তুমি নিজেকে আরো ভাল ভাবে জাহির করতে পারবে, যদি না ঐ ইডিয়ট ইন্সপেক্টরটা ভুল পথে নিয়ে যেত তোমাকে।

পোয়ারো মাথা নাড়ল।

কেসটা শেষ হয়ে যায়নি মাই ফ্রেণ্ড। আর এ কেস কখনোই শেষ হবে না যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি মুক্তোগুলো কে আসলে চুরি করেছে!

কিন্তু আমরা তো জেনেই গেছি, মিসেস ওপালসেনের পরিচারিকা চুরি করেছে।

কি, কি বললে তুমি?

কে, কেন! আমি আমতা আমতা করে বললাম, মুক্তোগুলো তো তার বিছানার নিচ থেকে পাওয়া গেছে।

পোয়ারো অধৈর্য হয়ে বলল, ওগুলো মুক্তো নয়।

কি বললে ?

নকল।

নকল মুক্তো! আমি চমকে উঠলাম। এ কি বলছে পোয়ারো? সত্যি কি তাই! পোয়ারো আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মিটিমিটি হাসছিল।

ইন্সপেক্টরের মুক্তো সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই। তাই সে কি করে জানবে কোনটা আসল, আর কোনটাই বা নকল? তবে বর্তমানে খুব একটা হৈচৈ পড়ে যাবে।

এসো! আমি তার হাত ধরে ডাকলাম।

কোথায়?

ওপালসেন দম্পতীদের একথা এখুনি আমাদের বলতে হবে।

আমি কিন্তু তা মনে করি না।

কিন্তু সেই বেচারী মহিলাটি।

তুমি যাকে বেচারী মহিলা বলছ, দেখবে সে তার দামী মুক্তোর নেকলেসটা পুলিশের জিম্মায় নিরাপদ আছে জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে চোর যদি সেই মুক্তোগুলো নিয়ে চম্পট দেয় এখান থেকে ?

মাই ডীয়ার ফ্রেণ্ড, আমার মনে হয়, তুমি কিছু না ভেবেই এ কথা বলছ। তুমি কি করে জানলে, যে মুক্তোগুলো মিসেস ওপালসেন আজ রাতে তার গহনার বাক্সে রেখেছিল সেগুলো নকল নয়! আর আসল চুরি যে এর আগে ঘটেনি, তাই বা কে বলতে পারে বল?

ওঃ! আমি স্তব্ধ, হতবাক।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, এসো, আবার আমরা শুরু করি।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একটু সময় থেমে কি যেন ভাবল সে, তারপর করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলো। এবং সেখানে একটা ছোট্ট নির্জন জায়গায় এসে থামল। চেম্বারমেড সেখানে একটা ফুলের টবের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। পোয়ারো তার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, তবে তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে একটা অনুরোধ করব, মিঃ ওপালসেনের ঘরের দরজাটা একবার খুলে দাও।

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং আমরা তাকে অনুসরণ করলাম করিডোর পথে। মিঃ ওপালসেনের ঘরটা ছিল করিডোরের অপর প্রান্তে, আর তার ঘরের দরজাটা তার স্ত্রীর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে। মুখোমুখি দরজা দু'জনের ঘরের। চেম্বারমেড তার পাস-কি দিয়ে দরজা খুলতে আমরা তার ঘরে প্রবেশ করলাম।

মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে পোয়ারো তাকে আটকে রাখল।

এক মিনিট, পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এই কার্ডটার কোনো প্রতিক্রিয়া কি তুমি মিঃ ওপালসেনের মধ্যে কখনো দেখেছ? এই বলে সে একটা প্লেন সাদা কার্ড, যা সচরাচর কখনো দেখা যায় না, সেটা পকেট থেকে বার করে মেলে ধরল মেয়েটির সামনে। মেয়েটি তার হাত থেকে সেটা নিয়ে খুব সর্তকতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখল।

না স্যার, আমি বলতে পারব না, দেখেছি বলেও মনে হয় না। তবে ভদ্রলোকের পোষাক দেখাশোনা করার ভৃত্য সবসময় তাঁর ঘরে থাকে, সে বলতে পারে এ ব্যাপারে।

তাই বুঝি ! ধন্যবাদ।

পোয়ারো কার্ডটা ফিরিয়ে নিল মেয়েটির কাছ থেকে। মেয়েটি সেখান থেকে চলে গেল। পোয়ারোর মনের মধ্যে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তারপর সে দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, হেস্টিংস, তোমাকে আমার অনুরোধ, বেলটা বাজাও। তিনবার, পোষাক দেখাশোনা করার ভৃত্যাকে ডাকতে হলে তিনবার বেল দিতে হয়।

কৌতূহলের সঙ্গে আমি তার আদেশ পালন করলাম। ইতিমধ্যে পোয়ারো ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা খালি করে ফেলল মেঝের ওপর। দ্রুত কাগজপত্রগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভৃত্য সাড়া দিল। পোয়ারো তার হাতে সেই কার্ডটা দিয়ে একই ধরণের প্রশ্ন করল। কিন্তু সে-ও সেই একই উত্তর দিল চেম্বারমেডের মতন। মিঃ ওপালসেনের ঘরে সে এরকম কোনো কার্ড কখনো দেখেনি। পোয়ারো তাকে ধন্যবাদ জানাল। এবং তাকে চলে যেতে বলল সেখান থেকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যেতে গিয়ে সে চকিতে একবার খালি ওয়েস্টপেপার বাস্কটা এবং মেঝের ওপর ছড়ানো কাগজগুলো দেখে নিল। পোয়ারো সেই ছেঁড়া কাগজগুলো বান্ডিল করতে গিয়ে সুচিন্তিত মন্তব্য করল, নেকলেসটা খুব মোটা টাকার ইনসিওর করা ছিল।

পোয়ারো, আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, তাই নাকি !

তুমি কিন্তু কিছুই বোঝোনি বন্ধু, পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কিছুই নয়। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিন্তু তবু সেটা মানতেই হবে। যাই হোক, এবার আমাদের নিজেদের এপারটমেন্টে ফেরা যাক, কি বল!

আমরা নিঃশব্দে আমাদের এপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। সেখানে আমাকে চমকে দিয়ে পোয়ারো দ্রুত তার পোষাক পরিবর্তন করে নিল।

আজ রাত্রেই আমাকে লন্ডন যেতে হচ্ছে। সে আরো ব্যাখ্যা করে বলল, যাওয়াটা একান্ত জরুরী।

কি বললে?

হ্যাঁ, আমার সেখানে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। আসল কাজ, মানে মাথা ঘামানো কাজ শেষ। আমি সেখানে যাব একটা বিশেষ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্যে। আমি ঠিক খুঁজে বার করবই! এরকুল পোয়ারোর চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

তাই বুঝি! কিন্তু আমার তো মনে হয় কয়েকদিন পরে তুমি অসফল হয়ে ফিরে আসবে! আমি তার অহঙ্কার দেখে বিরক্ত হয়ে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ও ভাবে তুমি রেগে যেও না। আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে আমি তোমার সহযোগিতা চাই।

নিশ্চয়ই, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আমি তাড়াতাড়ি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, তবে কিভাবে ?

আমার কোটের হাতায় সাদা পাউডারের মতন ধুল লেগেছে, ব্রাশ করে একটু মুছে দেবে? আমার অনুমান, তুমি কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ না করেই তখন দেখছিলে আমি কেমন করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটছিলাম।

না, আমি দেখিনি।

বন্ধু, তোমার কিন্তু দেখা উচিত ছিল। এই ভাবে আমি আমার আঙুলে করে কিছু পাউডার সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এবং বলতে পার, একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে আমার পরনের কোটের হাত দুটো সেই ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে ঘষে নিয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ পাউডারটা কিসের? আমি অবশ্য কোন কিছু না ভেবেই, বললাম, বিশেষ করে পোয়ারোর নীতির প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই।

তবে সেটা বিষ নয়, পোয়ারো উত্তরে বলল—আমি তোমার কল্পনার দৌড় দেখছিলাম। যাইহোক, তুমি জেনে রাখ, সেটা ফ্রেঞ্চ চক।

ফ্রেঞ্চ চক?

হ্যাঁ, ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা সহজে ড্রয়ার খোলার জন্যে ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহার করে থাকে।

পোয়ারোর কথা শুনে আমি হাসলাম।

তুমি সেই পুরোনো পাপী! আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো উত্তেজনাপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছো।

ফলেন পরিচয়োত। যাইহোক, এখন আমি আকাশে উড়তে চললাম বন্ধু, পোয়ারো চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটু হেসে, বলা যেতে পারে পোয়ারোর প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসার দরুন আমি তার কোটটা তুলে নিয়ে হাতটা প্রসারিত করলাম ব্রাশ করার জন্যে।

পরের দিন সকালে পোয়ারোর কাছ থেকে খবর না পেয়ে আমি ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়ালাম। কয়েকজন পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম, এবং তাদের সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ সারলাম। বিকেলের দিকে আমরা লাট্টুর মতন ঘুরপাক খেলাম রাস্তায় রাস্তায়। ওদিকে টায়ার ফেটে যাওয়াতে পথে একটু দেরী হল। রাত আটটার সময় আমি গ্র্যাণ্ড মেট্রোপলিটানে ফিরে এলাম।

প্রথমেই আমার নজরে পড়ল পোয়ারোর ওপর। তাকে কেমন সংকুচিত দেখাচ্ছিল। ওপালসেন দম্পতিদের মধ্যে একটা চাপা খুশির ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

হেস্টিংস! পোয়রো আমাকে দেখতে পেয়ে মৃদু চিৎকার করে উঠল। লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এলো সে।

বন্ধু, আমাকে জড়িয়ে ধরো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। সব কিছু সুন্দর ভাবে ম্যানেজ হয়ে গেছে।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ—আমি বলতে শুরু করলাম।

মিসেস ওপালসেন হাসতে হাসতে বলল,— এড, এবার সে তার স্বামীর পানে তাকিয়ে বলল,—আমি তোমায় বলিনি, উনি যদি না পারেন তো অন্য আর কেউই এ কাজ করতে পারে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি স্বীকার করছি।

আমি ওদের আলোচনায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, পোয়ারোর দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড হেস্টিংস, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি, কেসটা সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে।

শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তা কাদের গ্রেপ্তার করা হল?

চেম্বারমেড এবং সেই ভৃত্যটা। কেন, তুমি কি সন্দেহ করনি? এমন কি আমার

সেই ফ্রেঞ্চ চকের ব্যাপারে আলোচনার সময়ও কি তোমার কোনো রকম সন্দেহ হয়নি?

তুমি তো বলেছিলে, ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরা ফ্রেঞ্চ চক ব্যবহার করে থাকে।

তাই তো জানতাম। এক্ষেত্রে হয়তো কেউ চেয়েছিলো কোনোরকম শব্দ না করে সেই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো যাতে করে খোলা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে, কে সে? নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে একমাত্র চেম্বারমেডকেই সন্দেহকরা যেতে পারে। যাইহোক, পরিকল্পনাটা এতই বুদ্ধিদীপ্ত যে, গোড়ার দিকে এরকুল পোয়ারোর মতন ঝানু গোয়েন্দার চোখেও ধরা পড়েনি।

শোনো, পোয়ারো একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, কিভাবে ঘটনাটা ঘটল তা তোমাকে বলছি। মিঃ ওপালসেনের ভৃত্য পাশের খালি ঘরে তখন অপেক্ষা করছিল। ফরাসী পরিচারিকা ঘর ছেড়ে চলে যায়। মুহূর্তে চেম্বারমেড ড্রয়ার খুলে গহনার বাক্সটা বার করে নেয়। এবং দুটি ঘরের মাঝখানের দরজার দিয়ে সেটা পাচার করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় এদিক থেকে। তারপর সেই ভৃত্য ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গহনার বাক্সটা খুলল। এবং নেকলেসটা বার করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকল, কারণ সেলেস্টাইন সেই সময় ঘরে ফিরে এসেই আবার বেরিয়ে গেল। আর সেই সময় ঘরে ফিরে এসেই আবার বেরিয়ে গেল। আর সেই অবসরে সে আবার সেই গহনার বাক্সটা ড্রয়ারের মধ্যে চালান করে দিল।

তারপর?

তারপর ম্যাডাম ঘরে ফিরে এসে চুরির ব্যাপারটা আবিষ্কার করে। তারপরেই ঘটনা তো তুমি জানই। চেম্বারমেড নিজেকে সার্চ করার জন্যে দাবী করল। এবং কোনোরকম ইতস্ততঃ না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। তবে তার আগে নকল নেকলেসটা (যেটা তারা তাদের সঙ্গে এনেছিল) ফরাসী মেয়েটির বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। সত্যি, সে কি চতুর খেলা, নয় কি ?

কিন্তু লণ্ডনে তুমি কি জন্যে গিয়েছিলে, তা তো এখনো বললে না।

তোমার সেই কার্ডটার কথা মনে আছে ?

নিশ্চয়ই! সেটা আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল, এবং এখনো আমাকে হতবাক করে দেয়। আমি ভেবেছিলাম—

মিঃ ওপালসেনের দিকে তাকিয়ে আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম।

পোয়ারো শব্দ করে হাসল।

এত সহজ ব্যাপার, তবু তুমি বুঝলে না? মিঃ ওপালসেনের ব্যক্তিগত ভৃত্যের জন্যে সেই কার্ডটার প্রসঙ্গ আমাকে ভুলতে হয়েছিল। কারণ একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল এর পিছনে। কার্ডটা বিশেষ করে ভাবে তৈরী করা হয়েছিল, সেটার এক দিকে হাত রাখলে তার হাতের ছাপ পড়ে যেতে বাধ্য। আর হলোও তাই। কার্ডের উপর

সেই ভৃত্যার হাতের ছাপ সঙ্গে নিয়ে আমি সোজা চলে যাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এবং সেখানে আমার এক পুরোনো বন্ধু জ্যাপের সঙ্গে দেখা করে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার কথা বলি। আমার সন্দেহটাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। সেই ভৃত্যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করে দেখা গেল, দু'জন কুখ্যাত হীরে চোরের একজন সে, যাকে পুলিশ বহুদিন থেকে খুঁজছিল। জ্যাপ আমার সঙ্গে এলো এবং দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করল সে। আর সেই আসল মুক্তোর নেকলেসটা মিঃ ওপালসেনের ভৃত্যের হেপাজত থেকে পাওয়া গেল। এক জোড়া চতুর দুর্বৃত্ত, কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতিগত ব্যাপারে তাদের সেই বুদ্ধির খেলায় হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

অন্তত ছত্রিশ হাজার বার। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু তাদের সেই প্ল্যানটা ব্যর্থ হল কোথায়, তা তো বলবে?

তাদের জায়গা নির্বাচনে ভুল হয়েছিল, একথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু তাদের পরবর্তী কাজের খুঁটিনাটির ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। যেমন ধর, তারা সেই ঘরটা পরিষ্কার রেখে চলে যায়। ফলে সেই লোকটি যখন ধুলো পড়া সেই ছোট্ট টেবিলটার ওপর গহনার বাক্সটা রাখল তখন সে জানতে পারল না, টেবিলের ওপর যে গহনার বাক্সের একটা চৌকো ছাপ পড়ে গেছে তার অজান্তে। সেটা তুমিও লক্ষ্য করে থাকবে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, আমার মনে আছে বৈকি।

আমি আগে মনঃস্থির করতে পারিনি। পরে খেয়াল হতেই শেষটুকু সেরে ফেলি। এখানে এসে পোয়ারো তার বক্তব্য শেষ করল।

হ্যাঁ, এরপর তার বলার আর কিই বা থাকতে পারে ?

এক মুহূর্তের জন্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে।

আর আমি আমার আসল মুক্তোগুলো ফিরে পেয়েছি, মিসেস ওপালসেন সেই স্তব্ধতা ভেঙ্গে দিল। এক সময় তার অতি প্রিয় জিনিষটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

ওয়েল, এখন ডিনারের ব্যবস্থা হলে ভাল হয়।

পোয়ারো আমার সঙ্গ নিল অতঃপর।

এর অর্থ হল তোমার সম্মান প্রাপ্তি। আমি লক্ষ্য করলাম।

পোয়ারো উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিল, জ্যাপ এবং স্থানীয় ইন্সপেক্টর এই সুনাম ভাগাভাগি করে নেবে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু পোয়ারো তার পকেট হাতড়ে বলল, মিঃ ওপালসেন আমাকে এই চেকটা দিয়েছে। এবার বল বন্ধু, তোমার কি মনে হয় না, আমাদের পরিকল্পনা মত এসপ্তাহটা কাটেনি? এর পরেও কি তোমার মনে হয়, পরের সপ্তাহে এখান থেকে আমার নিজের খরচায় ফিরে যেতে হবে?

অনুবাদ ☐ সৌরেন দত্ত

ডেড ম্যানস মিরর

□ এক □

আধুনিক ফ্ল্যাট। এতোধিক আধুনিক ফ্যাশানে সাজানো-গোছানো ঘর। হাতলওয়ালা চেয়ারগুলো চার-চৌকো। আধুনিক লেখার টেবিলটাও জানালার সামনে চতুর্ভুজাকার জায়গা নিয়ে বসানো রয়েছে। আর সেই টেবিলটার সামনে বসে আছে ছোটো-খাটো চেহারার একজন বয়স্ক পুরুষ। বাস্তবিক ঘরের মধ্যে তার মাথাটাই কেবল চৌকো নয়। সেটা ডিম্বাকৃতি।

এস এরকুল পোয়ারো একটি চিঠি পড়ছিলো :

স্টেশন : হুইকপাবলে — হ্যামবরো ক্লোজ,
টেলিগ্রাম : হ্যামবরো সেন্ট জন। — হ্যামবরো সেন্ট মেরী ওয়েস্টশায়ার।
সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৩৬

এস এরকুল পোয়ারো।

প্রিয় মহাশয়,—

এখানে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, মার্জিত ভাবে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সেটা তদারকি করতে হবে। আমি আপনার সুখ্যাতির কথা অনেক শুনেছি। তাই ঠিক করেছি এ কাজের ভার আপনার হাতে তুলে দেবো। আমি যে প্রতারণার শিকার হয়েছি এ কথাটা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। কিন্তু পারিবারিক কারণে আমি পুলিশ ডাকতে চাই না। এ ঘটনার মোকাবিলা করার জন্যে আমি নিজেই কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, তবে একটা টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসার জন্যে আপনি নিজেকে তৈরী রাখবেন। এই চিঠির উত্তর না দিলে আমি বাধিত হবো।

আপনার বিশ্বস্ত,
গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে।

এরকুল পোয়ারোর চোখের ভ্রূ দুটি ধীরে ধীরে কপালের ওপর উঠতে থাকলো তার মাথার চুলে প্রায় অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত।

'আর তা হলে কে', নিজের মনে প্রশ্ন করলো সে, 'কে এই গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে?'

এগিয়ে গিয়ে বুক-কেস থেকে একটা মোটা বই টেনে বার করলো সে। যা চাইছিলো সহজেই পেয়ে গেলো।

সেভেনিক্স-গোরে, স্যার গারভেজ ফ্রান্সিস জেভিয়ার, প্রাক্তন অধিনায়ক ১৭তম ল্যাঙ্কাসায়ার্স, জন্ম ১৮ই মে, ১৮৭৮, স্যার সেভেনিক্স-গোরে এবং লেডী ক্লডিয়ার ব্রেথারটনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ওয়ালিংফোর্ড-এর অষ্টম আর্লের দ্বিতীয় কন্যা। ভান্দা এলিজাবেথ, কর্ণেল ফ্রেডারিক আরবাথনটনের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বিনোদন : ভ্রমণ, বড় খেলা : শিকার।

[illegible] : হ্যামবোরো সেন্ট মেরী, ওয়েস্টারশায়ার, এবং ২১৮ লাওন্ডেস স্কোয়ার, [illegible] ১, ক্লাব : ক্যাভালরি ট্রাভেলার্স।

পোয়ারো যেন একটু অসন্তুষ্ট, জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। পরমুহূর্তেই ড্রেসের ড্রয়ার খুলে একগুচ্ছ নিমন্ত্রণ কার্ড বার করলো। তার মুখ উজ্জ্বল হলো। ঠিক আমারি ব্যাপার' সে নিশ্চিতই সেখানে আছে।

রানী গদগদ হয়ে এরকুল পোয়ারোকে অভিবাদন জানালেন। 'মিঃ পোয়ারো, যাইহোক, আপনি আসার চেষ্টা করতে পারেন। চমৎকার হবে।'

'আনন্দটা আমার ম্যাডাম', মাথা নিচু করে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

অনেক জরুরী এবং চমৎকার সব অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেছে সে। একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ্—অবশেষে সেই লোকটিকে দেখতে পেলাম, সে এসেছিল একটা কিছুর সন্ধানে, অবশ্যই সে একজন অতিথি, মিঃ স্যাটারথওয়েট।

মিঃ স্যাটারথওয়েটের গলা কাঁপছিল—।

'প্রিয় রাণী সাহেবা—সব সময়েই তাঁর পার্টি আমার খুব উপভোগ্য লাগতো. . কি অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব, আমি কি বোঝাতে চাই যদি আপনি জানতেন। কয়েক বছর আগে কোরাইকায় আমি তাঁর অনেক কিছুই দেখেছিলাম.......

মিঃ স্যাটারথওয়েটের কথাবার্তা অহেতুক বোঝাস্বরূপ, নিজের গুণকীর্তনে ভরা। সম্ভবত কোনো কোনো সময়ে সর্বশ্রী জোন্স, ব্রাউন কিংবা রবিনসনর সঙ্গ তাঁর ভাল লেগে থাকবে। কিন্তু নিছক তিনি একজন হীন মর্যাদাসম্পন্ন লোক, পয়সাওয়ালা লোকেদের পা-চাটা স্বভাব তাঁর। আর কথায় ওস্তাদি।

'আমার প্রিয় অনুগামীরা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, দীর্ঘদীন ধরে আমি আপনাদের দেখে আসছি। খুব কাছ থেকে আপনাদের কাকের বাসার কারবার করতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। লেডী কেরিকে মাত্র গত সপ্তাহ আমি দেখেছি। দারুণ আকর্ষণীয়া তিনি!'

হাল্কা ভাবে দু একটি স্ক্যান্ডাল ছড়ানোর পর—আর্ল কন্যার অদূরদর্শিতার নমুনা দেখাতে গিয়ে গারভেজ সেভেনিক্স-গোরের নামটা জাহির করেত সফল হলো পোয়ারো।

মিঃ স্যাটারথওয়েট সাড়া দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'আঃ, কি চরিত্র, অবশ্য আপনারা যদি পছন্দ করেন। শেষ ব্যারন—এটা তার ছদ্মনাম।'

'ক্ষমা করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'এটা একটা ঠাট্টা, বুঝলেন। স্বভাবতই, সত্যিকারের ইংল্যান্ডের শেষ ব্যারন সে নয়। গত শতাব্দীতে যে ব্যারনদের ইতিহাস নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস রচিত হয়েছে।'

বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে যায় সে। ছেলেবেলায় গারভেজ সেভেনিক্স-গোরে বানিজ্যতরীতে চড়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মেরু অভিযানও করে এসেছে সে। একবার সে থিয়েটারের বক্স থেকে স্টেজের ওপর ঝাঁপিয়ে অভিনয়রত এক

সুপরিচিত নায়িকাকে বহন করে আনে। তার বংশধরবা অসংখ্য।

প্রাচীন পরিবার,' মিঃ স্যাটারথওয়েট বলে চলেন, 'স্যার গাই দা সেভেনিক্স প্রথম ধর্মযুদ্ধে যান। হায়, এখন মনে হচ্ছে সব শেষ হতে চলেছে। বৃদ্ধ গাবভেজ হলো শেষ সেভেনিক্স-গোবে।'

'এস্টেটের অবস্থা পড়ে আসছে।'

'না, মোটেই তা নয়। গাবভেজ খুবই ধনবান। দামী বাড়ি, সম্পত্তি, কয়লাখনি, এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকাব পেরুতে কিছু খনির অধিকারী সে। যৌবনেই ভাগ্য ফিরে যায় তার। ভাগ্যবান পুরুষ। যাতে হাত দিতো, সেটাই সোনা হয়ে যেতো।'

'এখন নিশ্চয়ই বয়স হয়ে গেছে তার?'

'বেচারা গাবভেজ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ বেশিরভাগ লোকই তাকে এখন পাগলা বলে সম্বোধন করে থাকে। তবে ঠিক পাগল বলা যায় না, একটু অস্বাভাবিক, খেয়ালি প্রকৃতির লোক বলতে পারেন।'

'আর যতোদিন যাবে তার খামখেয়ালীপনা ততো বেড়ে যাবে।' মন্তব্য করলো পোয়ারো, 'মনে হয় নিজেকে খুব গুরুত্ব দিতে চায় সে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার ধারণা, গাবভেজ মনে করে থাকে, পৃথিবীটা সব সময় দু'ভাগে বিভক্ত—একদিকে সেভেনিক্স-গোবে। অপর দিকে বিশ্বের বাকী অধিবাসীরা।'

সুচিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, আমারো তাই মনে হয়। জানেন, তার কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পাই। অস্বাভাবিক চিঠি। দাবী নয়, একেবারে শমন।'

'রাজকীয় আদেশ', চাপা হাসি হেসে বললেন স্যাটারথওয়েট।

'কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো যে একজন ব্যস্ত কাজের মানুষ, স্যার গাবভেজের কাছে সেটা যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার, পাত্তাই দিতে চান না তিনি। আমার সব জরুরী কাজ মুলতুবি রেখে তাঁর অনুগত কুকুরের মতো এক ডাকে তাঁর কাছে ছুটে যাই, এটাই তিনি চান।'

মিঃ স্যাটারথওয়েট ঠোঁট টিপে হাসি চাপলেন কোনরকমে। তিনি বুঝলেন, সম্মানের প্রশ্নে আমরা কেউ এক পাও নড়তে চাই না। তবু বিড়বিড় করে বললেন, 'অবশ্যই, কারণটা যদি খুব জরুরী হয়—?'

'না, তা নয়।' শূন্যে হাত ছুঁড়ে বললেন পোয়ারো, 'তাঁর প্রয়োজন হলেই তাঁর হুকুম তামিল করার জন্যে আমাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে, এটাই মোদ্দা কথা।'

'তাহলে', মিঃ স্যাটারওয়েট, বললেন 'আপনি তাঁকে প্রত্যাখান করছেন?'

'সে সুযোগ এখনো আমার হয়নি', ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো।

'কিন্তু আপনি প্রত্যাখান করবেন?'

ছোটো খাটো লোকটার মুখের চেহারার পরিবর্তন হতে দেখা গেলো এবার। বললেন, কি করে নিজে আমি সেটা প্রকাশ করি? প্রত্যাখান — হ্যাঁ সেটাই হবে আমার প্রথম সহজাত ধারণা কিন্তু আমি জানি না কখনো কখনো এরকম সবার মনে হয়ে থাকে। সেই রকম একটা আভাস আমি যেন পাচ্ছি।

ওঃ? মিঃ স্যাটারথওয়েট গম্ভীর স্বরে বললেন, 'দারুণ আগ্রহের ব্যাপার তো

'আমার কাছে তাই মনে হয়', পোয়ারো বলতে থাকে 'আপনার বর্ণনা মতো লোকটা ক্ষতিকারক।

ক্ষতিকারক?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন স্যাটারথওয়েট। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, মনে হয় আমি বুঝেছি—

এরকম লোককে বাক্সবন্দী করে রাখা উচিৎ। তিনি কি বর্মের আড়ালে নেই— এ সব ধর্মযোদ্ধাদের ধর্ম হলো অযথা গর্ব, অহঙ্কার, অহমিকা। কিন্তু এরা জানে না, এতে বিপদ আছে। এ ধরনের ঠুনকো প্রতিরোধ যে কোনো সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে, আক্রান্ত হতে পারে তারা। একটু থেমে পোয়ারো আবার জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার গারভেজের পরিবারের লোকজন কারা?

'ভান্ডা—তাঁর স্ত্রী। তিনি একজন আরবাথনট—দারুণ সুন্দরী। বয়স হলেও এখনো রীতিমতো রূপসী মহিলা তিনি। স্বামীর প্রতি অনুগত। তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তাঁর ধারণা—পূর্ব জন্মে মিশরের রানী ছিলেন তিনি। আর আছে রুথ— তাদের দত্তক কন্যা। তাদের নিজেদের কোনো সন্তান নেই। মেয়েটি আধুনিকা এবং আকর্ষণীয়া। এরাই হলো পরিবারের লোকজন। তাছাড়া গারভেজের ভাগ্নে হুগো ট্রেন্ট তো আছেই। বেনি ট্রেন্টের সঙ্গে তাঁর বোন পামেলা সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে বিয়ে হয়। হুগো হলো তাদের সন্তান। অনাথ সে। মামার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে না সে, তবে আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত গারভেজের অধিকাংশ টাকা সে-ই পাবে। সুপুরুষ ছোকরা।'

চিন্তামগ্ন যোগীর মতো মাথা নাড়লেন পোয়ারো। তারপর বললেন 'স্যার গারভেজের এটা একটা বিরাট দুঃখ যে, তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যে তাঁর কোনো পুত্র নেই। বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। বেচারা।'

মিঃ স্যাটারথওয়েট কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আবার মুখ খুললেন, 'হ্যামবোরোতে যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট কারণ এখন আপনি দেখতে পেয়েছেন তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'না', উত্তরে সে আরো বললেন, 'আমি তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যাতে আমার মত বদল হতে পারে। তবে বলা যেতে পারে আমার ইচ্ছে, আমি যাবো।

☐ দুই ☐

প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক কোণায় বসেছিল এরকুল পোয়ারো। মাঝে মাঝে ভাঁজ করা টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বার করে দেখছিল। সেই টেলিগ্রামের বক্তব্য এই রকম :

সেন্ট প্যাঙক্রাস স্টেশন থেকে সাড়ে চ'টার এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরবেন। গার্ডকে বলে রাখবেন হুইমপারলে স্টেশনে ট্রেনটা যেন দাঁড় করায়।

টেলিগ্রামটা যথারীতি ভাঁজ করে রেখে সে আবার পকেটে পুরে রেখে দিল।

ট্রেনের গার্ডকে বলতেই গদগদ হয়ে বলেছিল সে, ভদ্রলোক হ্যামবোরো ক্লোজ যাচ্ছেন? ও হাঁ, স্যার গারভেজ সেভেনিক্স গোরের অতিথিদের জন্যে সব সময়েই হুইমাপারলে স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়। স্যার, আমি মনে করি, এটা একটা বিশেষ ব্যক্তিগত সুবিধে।'

ট্রেনটা লেটে রান করছিল। ৭টা বেজে ৫০মিনিটে পৌছানোর কথা ছিল, কিন্তু এরকুল পোয়ারো ট্রেন থেকে নামলেন আটটা বেজে দু মিনিটের সময়। একটু পরেই ইঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠলো। নর্দান এক্সপ্রেস আবার চলতে শুরু করলো। গাঢ় সবুজ পোশাক পরিহিত সোফার এগিয়ে এলো পোয়ারোর কাছে।

'মিঃ পোয়ারো? হ্যামবোরো ক্লোজে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন তো?'

মাথা নেড়ে সময় দিতেই পোয়ারোর জিনিষপত্র হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো সে প্লাটফর্ম থেকে বেরুবার গেটের দিকে। একটা বড় ভূমিকা অপেক্ষা করছিল। সোফার দরজা খুলে দিলো পোয়ারোর জন্যে।

দশ মিনিট ধরে মফঃস্বল গ্রামের অলি গলি পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে এক সময় স্যার গারভেজ সেভেনিক্স-গোরের বাড়ির সামনে এসে থামলো গাড়িটা।

দরজা খুলে যেতেই একজন খানসামা এগিয়ে এলো। 'মিঃ পোয়ারো? এই পথ দিয়ে স্যার'।

হলঘর পেরিয়ে একটা দরজার প্রায় অর্ধেক খুলে খানসামা ঘোষণা করলো, 'মিঃ এরকুল পোয়ারো এসে গেছেন।'

সান্ধ্য পোষাকে ঢাকা ছিলো ঘরের প্রায় প্রতিটি মানুষ। সবাই তার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল। তাদের চাহনির ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো, এ সময় তারা তাকে আশা করেনি।

তারপর একজন লম্বাটে লোক তার দিকে এগিয়ে এলো। তার পরণে ছিলো ধূসর রঙের পোষাক।

'ক্ষমা করবেন ম্যাডাম।' পোয়ারো বললেন 'আমার সন্দেহ, ট্রেনটা লেট রান করছিল।'

'একেবারেই নয়।' বললো লেডী সেভনিক্স-গোরে। তখনো সে হতভম্বের মতো তাকিয়েছিলো পোয়ারোর দিকে, 'একেবারেই নয় মিঃ—'

'এরকুল পোয়ারো।' মনে করিয়ে দিলেন পোয়ারো তাকে। তারপর একটু থেমে নিজের থেকেই সে এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যাডাম, আপনি কি জানতেন, আমি আসছি?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই . তার ভাবভঙ্গি স্বভাব ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি মনে করি আমার জানার কথা। কিন্তু কি জানেন মিঃ পোয়ারো, আমি ঠিক বাস্তববাদী নই। সব কিছু আমি ভুলে যাই। ভোলা মন যাকে বলে—' এখানে একটু থেমে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে আবার বললো, 'এখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার।'

ভদ্রমহিলাকে যতো সে দেখছে ততোই যেন অবাক হচ্ছে। পোয়ারোর ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সীমা নেই। যাইহোক, বিস্ময়ের ঘোরটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে তিনি আবার বললেন, 'আমার মেয়ে—রুথ।'

পোয়ারোর সামনে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। সে-ও বেশ লম্বা। কিন্তু সে যেন একটু অন্য প্রকৃতির। টিকোল নাক, স্বচ্ছ দৃষ্টি। ঘন কালো চুলগুলো তার সাদা কাঁধের ওপর ছড়িয়েছিল।

'কি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা', ভদ্রমহিলা বললেন। 'মিঃ এরকুল পোয়ারোকে খাতির করা, সে এক এলাহি ব্যাপার। আমার মনে হয়, স্যার গারভেজ আমাদের চমকে দেবার জন্যেই এরকম একটা ব্যবস্থা করেছেন।'

'মাদ্‌মোয়াজেল, আমি যে আসছি আপনি কি তাহলে সত্যিই জানতেন না?'

মাথা নাড়লেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে।

'রাতের নৈশভোজ দেওয়া হয়েছে।' খানসামা জানিয়ে দিলো।

'দেওয়া হয়েছে' কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই একটা কি যেন ঘটে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ির একজন প্রধান কর্মচারী এক মুহূর্তের জন্যে এক ভয়ঙ্কর আশ্চর্যজনক মানুষে পরিণত হয়ে গেলো।

দরজা পথের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে খানসামা কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে। তার মুখটা আগের মতো সঠিক ভাবে ভাবলেশহীন হলেও একটু আগের উত্তেজনার রেশ যেন কাটেনি তার চেহারা থেকে।

অনিশ্চিত ভাবে লেডী সেভেনিক্স-গোরে বলে উঠলেন, 'ওঃ, প্রিয়—এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। সত্যি, আমি যে কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এ এক আতঙ্কের ব্যাপার মিঃ পোয়ারো,' পোয়ারোর উদ্দেশে বললো রুথ, 'গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমার বাবা নৈশভোজের টেবিলে আসতে দেরী করেননি।

'এটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা', লেডী সেভেনিক্সও মন্তব্য করলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো, 'গারভেজ কখনো এরকম—'

একটা সাধারণ অশুভ ঘটনায় এমন ভাবে আতঙ্ক ছড়ানোটা হাস্যকর ব্যাপার। তবু এরকুল পোয়ারোর কাছে এটা মোটেই হাস্যকর বলে মনে হলো না। এই

আতঙ্কের পিছনে অস্বস্তি বোধ করলো সে। আরো অবাক হলো এই কারণে যে, অমন বহস্যজনক ভাবে তিনি তাঁর অতিথিকে শমন পাঠিয়েও এখনো পর্যন্ত তাকে সম্বর্ধনা জানাতে এলেন না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি যে করতে হবে কেউ বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত লেডী সেভেনিক্স-গোরে নিজে তৎপর হয়ে উঠলেন। তবে তাঁর আচরণটা অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

'তোমার মনিবকে শেষ কখন কোথায় তুমি দেখেছিলে?' জানতে চাইলেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে তাঁর খানসামার কাছ থেকে।

'আটটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকী ছিলো, স্যার গারভেজ নিচে নেমে আসেন। আর সোজা স্টাডিরুমে চলে যান তিনি।'

'ওঃ, তাই বুঝি—' তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠলো, 'তোমার কি মনে হয় না, মানে আমি বলতে চাইছি, ঘণ্টার শব্দটা তিনি নাও শুনে থাকতে পারেন?'

'আমার মনে হয় তিনি শুনতে পেয়েছেন', খানসামা উত্তরে বললো, 'কারণ স্টাডিরুমের পাশেই ঘণ্টাটা রয়েছে। তবে জানি না স্যার গারভেজ এখনো স্টাডিরুমে আছেন কিনা, তা না হলে—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে নৈশভোজের খবরটা দিয়ে আসতাম। ম্যাডাম, এখন বলে আসবো?'

লেডী সেভেনিক্স-গোরে এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। 'ধন্যবাদ স্নেল। হ্যাঁ, দয়া করে তাই করে এসো।'

'স্নেল খুব বিশ্বাসী। ওর ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। জানি না ওকে ছাড়া আমার কাজ কি করে চলবে।'

কেউ কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। এরকুল পোয়ারো ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন, উপস্থিত সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা, আতঙ্ক কখন কি হয়, কি শুনতে হয় কে জানে, এমনি ভাব যেন। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে চললো সে। দু'জন বয়স্ক পুরুষ তাদের মধ্যে একজন এই মাত্র মুখ খুললেন। দু'টি যুবক—দু'জন ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন স্বভাবের। তাদের মধ্যে একজনের ঠোঁটে পুরু গোঁফ, এবং ফাঁকা গর্ববোধের চাহনি তার চোখে। সম্ভবত স্যার গারভেজের ভাইপো হবে সে। অপরজন দেখতে শুনতে ভালো, তবে সামাজিক কাজকর্মের অনুপযুক্ত বলে মনে হলো। আর ছিলো একজন মধ্যবয়স্কা বেটে ছোট-খাটো মহিলা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। এবং একটি মেয়ে, আগুনের শিখার মতো লাল চুল।

একটু পরেই ফিরে এলো স্নেল। আগের মতই তার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

'মাপ করবেন, ম্যাডাম, স্টাডিরুমের দরজা বন্ধ রয়েছে।'

'বন্ধ?' সেই সুন্দর যুবকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো এই প্রথম। তাড়াতাড়ি স্টাডিরুমের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে বলে উঠলো, 'আমি গিয়ে দেখবো?'

কিন্তু ওদিকে এরকুল পোয়ারোকে ধীর স্থির ভাবে একটু তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেলো। এমন স্বাভাবিক ভাব দেখালেন যে, সবেমাত্র সে সেখানে এসে পৌঁছেছিল। এসেই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ ভেবে নিয়ে তার তৎপর হয়ে ওঠার কারোর কাছে বেসুরো ঠেকলো না। 'আসুন' বললো সে। 'স্টাডিরুমে যাওয়া যাক।' তারপর স্নেলের উদ্দেশে বললেন। 'আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

স্নেল তার কথা শুনলো। পোয়ারো তাকে অনুসরণ করলেন। তার দেখাদেখি উপস্থিত সবাই স্টাডিরুমের দিকে এগিয়ে চললো। বড় হলঘরের মধ্যে দিয়ে স্নেল ওদের নিয়ে যাচ্ছিল। হলঘরের গ্রান্ডফাদার ক্লকের ঘণ্টার শব্দ না শুনতে পাওয়ার কারণ দেখতে পেলেন না পোয়ারো। সেখান থেকে স্টাডিরুম কাছেই ছিলো। হলঘর পেরিয়ে একটু সরু প্যাসেজ, শেষ হয়েছে একটা দরজার কাছে।

এখানে এসে স্নেলকে টপকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। কিন্তু দরজা তখনো খোলেনি। আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিলেন পোয়ারো। তারপর সে প্রথম মৃদু চিৎকার করলেন, তারপর জোরে। তবু দরজা খোলার নাম নেই। তখন সে নীচু হয়ে কী হোলে চোখ রাখলেন। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখটা থমথমে, চোখে উদভ্রান্ত চাহনি।

'ভদ্রমহোদয়গণ।' পোয়ারো বললেন 'এই দরজাটা এখুনি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।'

তার নির্দেশে সেই বলিষ্ঠ দু'টি যুবক দরজায় আঘাত করতে শুরু করলো। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। হ্যামবোরো ক্লোজের দরজাগুলো বেশ শক্ত করে তৈরী করা হয়ে থাকে। অবশেষে দরজার ভেতরের আর্গল ভেঙ্গে পড়লো, একটা বিকট শব্দ তুলে দরজাটা খুলে গেলো। তারপর কয়েক মুহূর্তে ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখার জন্যে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দরজার সামনে। ঘরের আলোগুলো জ্বলছিল। ঘরের বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বড় সাইজের রাইটিং টেবিল, মেহগনি কাঠের। দরজার দিকে পিছন করে বসেছিলেন তিনি। ভারিক্কি চেহারা। চেয়ারের ডানদিকে তাঁর দেহের উপরের অংশটা ঝুলে পড়েছিল। ডান হাতটা ঝুলে আছে চেয়ারের হাতল ছাপিয়ে। ঠিক তার পায়ের নিচে কারপেটের ওপর একটা ছোট্ট পিস্তল পড়ে থাকতে দেখা গেলো।

❑ তিন ❑

কয়েক মুহূর্ত স্টাডিরুমের সেই বীভৎস দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইলো সবাই ভয়ঙ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে। তারপর এক সময় এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। ঠিক সেই মুহূর্তে হুগো ট্রেন্ট মৃদু চিৎকার করে বলে উঠলো, 'হায় ঈশ্বর, মামা আত্মহত্যা করলেন?'

ওদিকে লেডী সেন্ডেনিস্ক-গোরে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলেন, 'ওঃ গারভেজ, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে... ?'

'ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যান।' লেডী সেন্ডেনিস্ক-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে পোয়ারো বললেন, 'এখানে ওঁর কোনো প্রয়োজন নেই এখন।'

সেই বয়স্ক ভদ্রলোক পোয়ারোর উপদেশ মতো ভদ্রমহিলাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

'চলো ভান্ডা, তোমার এখানে কোনো কাজ নেই।' তারপর রুথের দিকে ফিরে সে তাকেও বললো, 'তুমিও চলো রুথ, তোমার মা'র দেখাশোনা করার জন্য।'

কিন্তু রুথ সেন্ডেনিস্ক-গোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পোয়ারোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পোয়ারো তখন স্যার গারভেজের মৃতদেহের দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল। হার্বকিউলিসের মতো বিরাট চেহারা। এ যেন বিরাট একটা বটবৃক্ষের পতন।

রুথ তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওঁর মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি একেবারে নিশ্চিত?'

পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটির দিকে। তার মুখটা থমথমে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে ঠিক দুঃখ পাওয়ার জন্যে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো না। যা কিছু পরিবর্তন সে যেন ভয় পাওয়ার মতো। সে কিসের ভয়? মনে মনে ভাবলো পোয়ারো।

'তোমার মা'র কথা একবারও ভাবলে না... ?' আমি তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।

'তাহলে সেটা গাড়ি কিংবা স্যাম্পেনের কর্ক খোলার শব্দ ছিলো, না গুলির আওয়াজ!'

পোয়ারো এবার ফিরে তাকালেন সবার দিকে। 'আপনাদের মধ্যে কেউ একজন দয়া করে পুলিশকে খবর দিতে পারেন না?'

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলো রুথ, 'না!'

বয়স্ক লোকটি আইন বোঝে। গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'এটা এড়ানো যায় না। আপনি হুগোর সঙ্গে কথা বলুন?'

হুগোর দিকে ফিরলো পোয়ারো। 'আপনিই মিঃ হুগো ট্রেন্ট?' গোঁফওয়ালা, লম্বাটে সুপুরুষ চেহারার যুবকটির উদ্দেশে বললো সে, 'আপনি আর আমি ছাড়া আপাততঃ এ ঘর ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে মিঃ হুগো।'

এবারেও তার হুকুমের চ্যালেঞ্জ কেউ করলো না। একটু পরে দেখা গেলো সে ও হুগো ছাড়া স্টাডিরুমে কেউ নেই।

'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি, কে আপনি?' এই প্রথম মুখ খুললো হুগো। 'এখানে আপনি কি করছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো তার পরিচয়সূচক কার্ডটা পকেট থেকে বার করে হুগোর সামনে খুলে ধরলো।

কার্ডটির ওপর চোখ মেলে তাকিয়ে হুগো স্বগোক্তি করলো, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আপনার নাম আমি অবশ্যই শুনেছি। কিন্তু এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, এখানে আপনি কি করছেন?'

'আপনি জানেন না, আপনার মামা, হ্যাঁ, উনি তো আপনার মামা ছিলেন তাই না?'

স্যার গারভেজের মৃতদেহের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে পোয়ারোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো হুগো, 'হ্যাঁ উনি আমার মামাই বটে।'

'আপনি জানতেন না, তিনি আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই এ ব্যাপারে', ধীরে ধীরে বললো হুগো।

হুগো তার মুখে ভাবটা এমন করলো যে, তার মনের খবর বোঝা মুশকিল। মুখটা কঠিন এবং বোকা বোকা ধরণের। পোয়ারো ভাবলো, হয়তো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা তার একটা মুখোশ আর সেই মুখোশের আড়ালে অন্য কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

'আমারা এখন ওয়েস্টশায়ারে, তাই না?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি আপনাদের এখানকার চীফ কনস্টেবল মেজর রিডলকে বেশ ভালভাবেই চিনি।'

'এখানকার থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে থাকেন মেজর রিডল', উত্তরে বললো হুগো, 'সম্ভবত তিনিই এখানে আসবেন!'

'তাহলে তো', খুশি হয়ে বললেন পোয়ারো, 'খুবই ভালো হয়।'

পোয়ারো এবার তার কাজে মন দিলো। ঘরের চারপাশে ঘুরে বেরিয়ে খুঁটিয়ে নীরিক্ষণ করতে লাগলেন। ঘরের জানালাগুলো দেখতে ভুললেন না। তবে প্রতিটি জানালা ভেতর থেকে বন্ধ।

ডেস্কের পিছনের দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলে থাকতে দেখা গেলো। আয়নাটা বিধ্বস্ত। সেই আয়নার ওপর ঝুঁড়ে পড়ে কি একটা জিনিষ সংগ্রহ করে নিলো।

'ওটা কি?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো হুগো।

বুলেট!'

'বুলেটটা সোজা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে আয়নার ওপর গিয়ে বিঁধেছিল।'

'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

বুলেটটা রেখে দিলো যথাস্থানে পোয়ারো তারপর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রচুর কাগজপত্র স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে। ব্লটিং পেপারের ওপর একটা চিরকুটে লেখা ছিল—'দুঃখিত,' কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর।

'আত্মহত্যা করার আগে', হুগো সেই লেখাটার ওপরে চোখ রেখে মন্তব্য করলো, 'এটাই ওঁর শেষ লেখা'

পোয়ারোব মাথা নেড়ে কি যেন চিন্তা কবলো। তারপব আয়নার সেই চিড খাওয়া অংশটার দিকে তাকালো। সেখান থেকে মৃত স্যার গারভেজেব দিকে আবার ফিরে তাকালো। তাবপর কি ভেবে প্রবেশ পথেব দরজাব সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

দরজার চাবি কুলে থাকতে দেখলাম না। চাবি যে থাকবে না, তা আমি জানতাম। কারণ চাবি কুলে থাকলে কী হোলে চোখ রেখে ঘরের ভেতরে স্যাব গাবভেজেব বীভৎস মৃত্যুব দৃশ্যটা দেখতে পেতাম না ঠিকই।

'হ্যাঁ' বললো সে, 'পেয়েছি চাবিটা ওঁব পকেটেই বয়েছে।'

হুগো ভয়ার্ত চোখে তাকালো, 'তাহলে এখন সব কিছু পবিস্কাব কি বলেন? আমার মামা এখানে এসে দরজা বন্ধ করে দেন, চিরকুটে ঐ ছোট্ট জবানবন্দীটা লেখেন, এবং তাবপব নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন।

পোয়াবো দায়সারা গোছের মাথা নাড়লেন। হুগো বলে চলে ঃ

'কিন্তু বুঝতে পারছি না। কেন তিনি আপনাকে এখানে ডেকে পাঠালেন? কি কারণই বা থাকতে পাবে?'

'সেটা বলা মুশকিল। আমবা এখন পুলিশ আসাব অপেক্ষায় বয়েছি। এরই মধ্যে আমাকে একটা সঠিক খবব দেবেন? আজ বাত্রে এখানে আসাব পব যাঁদের আমি দেখেছি তারা কারা?'

'তাবা কাবা?' অনামনস্কভাবে পোয়াবোব কথাব পুনবাবৃত্তি করে হুগো বলে উঠলো, 'ও হ্যাঁ, অবশ্যই বলবো। আমবা বসতে পাবি?' ঘবেব এক কোণায একটা সোফা দেখিয়ে ইঙ্গিত করলো সে। সেখানে গিয়ে যুতসইভাবে বসে অতঃপব বলতে শুরু করলো ঃ হ্যাঁ, ভান্ডা, আমার মামীমা। জানেন তো। আর ছিলো আমার মামাতো বোন রুথ। তারপর অপব একটি মেয়ে সুসান কর্ডওয়েল। সে কেবল এখানে থাকে। আব কাছে কর্নেল বাবি, তিনি এ পবিবাবেব পুরনো বন্ধু। আব মিঃ ফরবেস, তিনিও একজন পুবনো বন্ধু। পাবিবাবিক উকিল। এই দুজন বৃদ্ধ যৌবনে ভান্ডার প্রতি দারুণ অনুবক্ত ছিলো। এবং তাবা এখনো তাঁব প্রতি অনুগত। অদ্ভুত হলেও মনে দাগ কাটাব মতো। তাবপব মামাব সেক্রেটাবি গডফ্রেব কথা উল্লেখ কবতে হয়। আব মিস লিনগার্ড, সেভেনিস পরিবারের ইতিহাস লেখাব কাজে এই মেয়েটি মামাকে সাহায্য কবতো। ব্যাস, এরা হলো এখানকাব বাসিন্দা।'

মাথা নেড়ে পোয়ারো বললেন, 'আব আমি জানতে পারলাম, আপনাব মামা যে গুলিতে নিহত হন তাব আওয়াজ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, আমরা শুনেছিলাম বৈকি। আমি তো ভাবলাম, কেউ বুঝি স্যাম্পেনেব কর্ক খুললো। সুসান আর মিস লিনগার্ড ভেবেছিল, সামনেই রাস্তা, কোনো গাড়ি হয়তো ব্যাক-ফায়াব করে থাকবে।'

'তা শব্দটা কখন হয়?'

'তা প্রায় আটটা বেজে দশ হবে তখন। স্নেল সবে মাত্র সেই সময় প্রথম খাবার ঘণ্টা বাজিয়েছিল।'

'আর আপনারা তখন কোথায় ছিলেন?'

'হলে। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিই। শব্দটা কোথথেকে আসতে পারে। আমি বলি, শব্দটা রান্নাঘর থেকে এসেছে, সুসান বলে ড্রয়িংরুম থেকে। আর লিনগার্ডের ধারণা, ওপরতলা থেকে। তবে স্নেল বলে, শব্দটা বাইরে রাস্তা থেকে এসে থাকবে। আমি তখন সবে শেষে হেসে উঠি, আমরা সব সময় অশুভ কথা চিন্তা করি খুনেরও অনুমান করতে পারি। এখন সেটা ছেঁদো বলেই মনে হবে.

'কিন্তু আপনাদের কারোর কি একবারও মনে হয়নি, স্যার গারভেজ আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন?'

'না, অবশ্যই নয়'।

'আর আপনারও ধারণা নেই, আপনার মামা কেনই বা আত্মহত্যা করতে গেলেন?'

'না, আমি তা বলতে পারি না।'

'তার মানে আপনি অনুমান করতে পারেন?'

'সেটা ব্যাখা করা মুশকিল। আমি ভাবতেই পারিনি, তিনি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করবেন। তবে আমি খুব একটা বিস্মিতও নই। আসলে কথা কি জানেন মিঃ পোয়ারো, আমার মামা ছিলেন টুপি বিক্রেতার মতো পাগল। সে কথা সবাই জানতো।'

'আপনি কি মনে করেন, ব্যাখার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট?'

'হ্যাঁ, মানুষ যখন নিজেকে গুলি করে, তখন তাকে এছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে বলুন?'

পোয়ারো ঘরের মধ্যে আবার তার সন্ধানী দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে প্রচুর আসবাবপত্র থাকলেও সোনার গহনা চোখে পড়লো না। তবে মেন্টেলপীসের ওপর কিছু ব্রোঞ্জের গহনা চোখে পড়লো। পোয়ারোর দৃষ্টি স্থির হলো একটা ছোট্ট রুপোর আয়নার ওপর। সেটা আলাদা করে সরিয়ে রাখলেন পোয়ারো।

'কি ওটা?' খুব বেশী আগ্রহ না দিয়ে হুগো স্রেফ জানতে চাইলো, 'ওটা নিয়ে কি করতে চান পোয়ারো।'

'বেশী কিছু নয়। একটা ছোট্ট রুপোর আয়না।'

'আশ্চর্যের কথা, যে ভাবে একটা আয়না গুলির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, একটা ভাঙ্গা আয়না মানেই খারাপ ভাগ্য। বেচারা বৃদ্ধ গারভেজ ....'

'তা আপনার মামা তো শুনেছি, ভাগ্যবান পুরুষ?'

মৃদু হাসলো হুগো। 'কেন, সত্যিই তো তাঁর ভাগ্য আজও প্রবাদ হয়ে রয়েছে। তিনি যাতেই হাত ঠেকাতেন, সেটাই সোনা হয় যেত।'

'মিঃ ট্রেন্ট, আপনি কি আপনার মামার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?'

আচমকা প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেলো হুগো। 'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই।' বললো সে অস্পষ্ট ভাবে।

'আপনি যা দেখেছেন ঠিক অতোটা নয়। বরং আমার এখানে থাকাটা তিনি পছন্দ করতেন না।'

'কি রকম মিঃ ট্রেন্ট?'

'তাহলে শুনুন, তাঁর নিজের কোনো ছেলে ছিলো না। তার জন্যে তিনি ছিলেন পাগল—বংশ রক্ষা আর হল না। এ চিন্তা তাঁকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে তুলতো।'

'এর জন্যে আপনার দুঃখ হয় না?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করলো হুগো। 'এ সব সেকেলে হয়ে গেছে।'

'এখন এস্টেটের কি হবে?'

'আমি ঠিক জানি না। আমি পেতে পারি। কিংবা রুথের জন্যে রেখে গিয়ে থাকবেন। সম্ভবত ভাল্ডা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত এস্টেটের অধিকারিণী থাকবেন।

'আপনার মামা তাঁর ইচ্ছের কথা কখনো প্রকাশ করেন নি?'

'হ্যাঁ, তার ইচ্ছে ছিলো রুথ আর আমি লাইফ-পার্টনার হই।'

'হলে তো সুন্দর মানাতো।'

'কিন্তু রুথ তার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মনে রাখবেন, মেয়েটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, যুবতী। এখনই বিয়ে করতে ও ঠিক প্রস্তুতও নয়।'

এই সময় দরজা খুলে যেতেই দেখা গেলো ফোরবস একজন দীর্ঘদেহীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

ফোরবস্-এর সঙ্গী হুগোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বললো, 'হ্যালো, হুগো! আজকের এই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। তিনি তোমাদের সবার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন, তাই না?'

এরকুল পোয়ারো এগিয়ে এলেন। 'কেমন আছেন মিঃ রিডল? আমাকে আপনার মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি। চীফ কনস্টেবল করমর্দন করে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনিও এখানে আছেন?'

☐ চার ☐

'তাহলে, কি বুঝলেন?' আধঘণ্টা পরে পুলিশ কনস্টেবল প্রশ্ন করলো তার থেকে বয়সে বড় পুলিশ সার্জেনকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সার্জেন, 'আধঘণ্টার ওপর হলো মারা গেছেন তিনি। তবে কোন মতেই এক ঘণ্টার বেশী নয়। মাথায় গুলি লেগে। কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে বুলেট এসে লাগে তাঁর ব্রেনে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়।'

'ঠিক আত্মহত্যা করার মতো নয় কি ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারপর দেহটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে এবং রিভলবারটা হাত থেকে পড়ে যায়।'

'বুলেটটা আপনি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ', হাত তুলে বুলেটটা দেখালো পুলিশ সার্জেন।

'ভালো', বললো মেজর রিডল, 'পিস্তলের বুলেটের সঙ্গে তুলনা করে দেখবো। সহজ কেস, কোনো ঝামেলা নেই।'

নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো, 'ডক্টর, আপনি ঠিক নিশ্চিত, কোনো ঝামেলা নেই?'

ধীরে ধীরে উত্তর দিলো ডক্টর : 'হ্যাঁ, আমার ধারণা একটা ব্যাপারে আপনার নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে। তিনি যখন নিজেকে গুলি করেন নিশ্চয়ই ডানদিকে সামান্য একটু ঝুলে থাকবেন। তা না করলে বুলেটটা আয়নার না লেগে নিচে দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেতো।'

'স্বীকার করতে হবে, অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়।' বললেন পোয়ারো।

'আহা, মরবার সময় আবার স্বচ্ছন্দের চিন্তা? আত্মহত্যা করার সময়—' কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলো সে।

মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলো, 'মৃতদেহ এখন সরানো যায় তো?'

'হ্যাঁ, পোস্টমর্টেমের আগে পর্যন্ত যা করার দরকার আমি সব করে নিয়েছি।'

মেজর রিডল এবার ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে তাকালো। দীর্ঘ চেহারা তার। মুখের ওপর একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, সাদামাটা পোষাক।

'ও.কে স্যার। আমরা যা চেয়েছিলাম সব পেয়েছি। কেবল পিস্তলের ওপর মৃতের হাতের ছাপ ছাড়া—'

তারপরেই স্যার গারভেজের মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা হলো। ঘরে তখন মেজর রিডল এবং পোয়ারো ছাড়া আর কেউ ছিলো না।

'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে', বললো রিডল, 'এটা একটা আত্মহত্যা করারই ঘটনা। অত্যন্ত স্পষ্ট। ভেতর থেকে দরজা জানালা বন্ধ। দরজার চাবি মৃত লোকের পকেটে। সব কিছুই বাঁধা ছকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কিন্তু একটা ব্যাপার—?'

'সেটা কি বন্ধু?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'আপনি', রিডল এবার খোলাখুলি ভাবেই বললো, 'আপনি এখানে কি করছিলেন?'

উত্তরে মৃত ব্যক্তিটির কাছ থেকে এক সপ্তাহ আগে পাওয়া চিঠিটা তার হাতে তুলে দিলেন পোয়ারো, সেই সঙ্গে তাঁর টেলিগ্রামটাও, সেটা শেষ পর্যন্ত তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল।

'হুঁ', বললো চীফ কনস্টেবল, বহস্যজনক ব্যাপার তো। তাহলে দেখছি খুব গভীরে যেতে হবে আমাদের। বলা যেতে পারে তাঁর আত্মহত্যার ওপর এর একটা সরাসরি প্রভাব আছে।'

'আমি একমত।'

'তাহলে আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত এ বাড়িতে কারা কারা আছে।'

'আমি তাদের নাম বলতে পারি।' এই বলে সে তাদের নামগুলো পুনরাবৃত্তি করে বললো, 'মেজর রিডল, সম্ভবত এদের সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

'স্বাভাবিক ভাবে কিছু জানি বৈকি। লেডী সেভেনিক্স-গোরে ও স্যার গারভেজ এ ওর প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিলেন। বলতে গেলে একরকম পাগল বলা যেতে পারে। কেউ এ ব্যাপারে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেও লেডী সেভেনিক্স পরোয়াই করতেন না।'

'মিস সেভেনিক্স-গোরে তাঁদের একমাত্র দত্তক কন্যা', বললেন পোয়ারো 'অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী।'

'এবং আকর্ষণীয়াও বলা যেতে পারে। সে তার রূপের আগুনে বহু যুবকদের পুড়িয়ে মারতে কসুর করে না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কম হাসি-ঠাট্টা হয় না।'

'এই মুহূর্তে, সেটা আমাদের কোনো চিন্তার কারণ নয়।'

'হ্যাঁ, তা নয় বটে—ঠিক আছে, এবার বাড়ির অন্য লোকেদের কথা ধরা যাক। বৃদ্ধ বারিকে আমি অবশ্যই জানি। বেশীর ভাগ সময় এখানেই থাকেন তিনি। লেডী সেভেনিক্স-এর পুরনো বন্ধু। আমার ধারণা, বারি এবং স্যার গারভেঞ্জ উভয়েই উভয়ের সঙ্গ কামনা করতেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।'

'অসওয়াল্ড ফরবেস-এর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।'

'মিস লিনগার্ড?'

'তার নাম কখনো শুনিনি।'

'মিস সুসান কর্ডওয়েল?'

'ভালো দেখতে, লাল চুল। গত কয়েকদিন রুথ সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

'মিঃ বারোস?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে জানি। সেভেনিক্স-গোরের সেক্রেটারি। আমার মতো আপনি নিশ্চয়ই তাকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতে চাইবেন না।'

'স্যার গারভেজের সঙ্গে তিনি কি খুব বেশীদিন ছিলেন?'

'প্রায় দুই বছর হবে।'

'আর কেউ নেই? পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

ঠিক সেই সময় এক দীর্ঘদেহী পুরুষ ঘরে এসে ঢুকলো। সযত্নে চুল আঁচড়ানো, পরনে লাউঞ্জ স্যুট। তাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো।

'শুভ-সন্ধ্যা মেজর বিডল। শুনলাম, স্যার গারভেজ নাকি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন? স্নেল বলছিল খবরটা সত্যি। অবিশ্বাস্য। আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করার পক্ষে এটা যথেষ্ট। পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন ক্যাপ্টেন লেক, স্যার গারভেজের এস্টেট এজেন্ট।' আর, পোয়ারোর দিকে ফিরে বললো সে, 'মিঃ এরকুল পোয়ারো, যাঁর নাম আপনি শুনে থাকবেন।'

লেকের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'মিঃ পোয়ারো? আপনার দেখা পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু—' চকিতে তার মুখে একটা কালো ছায়া পড়তে দেখা গেলো 'ওঁর আত্মহত্যার পিছনে কোনো রহস্য কিংবা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে নেই তো স্যার?'

'ষড়যন্ত্র? কেন কেন আপনি এ কথা বলছেন?' সঙ্গে সঙ্গে চীফ কনস্টেবল তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

'এই কারণে যে আমি বলতে চাইছি মিঃ পোয়ারো এখানে আছেন বলে। ওঃ, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য।'

'না না', সঙ্গে সঙ্গে বললো পোয়ারো, 'স্যার গারভেজের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি এখানে আসিনি। আমি আগেই এখানে একজন অতিথি হিসেবে এসেছিলাম।'

'আশ্চর্য, আজ দুপুরে স্যার গারভেজের দেখা সঙ্গে হওয়ার সময় তিনি কিন্তু একবারও বললেন না, আপনি এখানে আসছেন।'

শান্তভাবে বললেন পোয়ারো, 'ক্যাপ্টেন লেক, আপনি দু-দুবার 'অবিশ্বাস্য'কথাটা ব্যবহার করলেন। তবে কি স্যার গারভেজের আত্মহত্যা করার ব্যাপারটা আপনার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। তিনি একটু ক্ষ্যাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, তবে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তাঁকে ছাড়া পৃথিবী যে চলতে পারে, তার চিন্তা তিনি করতে পারেন কখনো।

'হ্যাঁ', পোয়ারো স্বীকার করলো, 'এটা একটা সূত্র বটে।' ক্যাপ্টেন লেকের সততা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্যে তার দিকে প্রশংসার চোখে তাকালেন।

'ক্যাপ্টেন লেক আপনি যখন এসেই পড়েছেন', মেজর বিডল বললো, 'আপনি বসুন কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে।'

'অবশ্যই স্যার।'

তাদের বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে লেক বসতেই মেজর বিডল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার গারভেজকে আপনি শেষ জীবিত অবস্থায় কখন দেখেছিলেন?'

'আজ দুপুরে, ঠিক তিনটের আগে। কিছু হিসেবপত্র পরীক্ষাকরার দরকার ছিলো। আর ওঁর একটা ফার্মের নতুন ভাড়াটের প্রশ্নটাও ছিলো।'

'একটু ভেবে বলুন তো, ওর হাবভাবে কোনো অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কিনা।'

যুবকটি একটু চিন্তা করে জবাব দিলো, 'না, আমার ত' মনে হয়নি। তবে একটু উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বললেও, সেটা অস্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়নি।

'কেন, তাঁকে কি একটুও বিষণ্ণ মনে হয় নি?'

'না। আগের মতোই তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তাদের পরিবারের ইতিহাস লেখার কাজ করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। মাস ছয় হলো সেই ইতিহাস লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।'

'তার মানে মিস লিনগার্ড আসার পর থেকে?'

'না। মাস দুই আগে সে এখানে আসে। তখন স্যার গারভেজের মনে হয়, এ গবেষণার কাজ তিনি নিজে একা সামলাতে পারবেন না।'

'বেশ তাহলে আপনি মনে করেন, স্যার গারভেজের মনে আদৌ কোনো চিন্তাই ছিলো না?'

একটু থেমে মনে হয় কি যেন চিন্তা করে জবাব দিলো ক্যাপ্টেন লেক, 'না।'

হঠাৎ পোয়ারো তাদের আলোচনার মধ্যে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার কি কখনো মনে হয়নি স্যার গারভেজ তাঁর ঘরের ব্যাপারে একটু চিন্তিত ছিলেন?'

'তাঁর মেয়ে?'

'হ্যাঁ, আমি তো তাই জিজ্ঞেস করেছি।'

'আমার জানা নেই।' যুবকটি দৃঢ়স্বরে বলল।

এরপর পোয়ারো আর কিছু বললো না। মেজর রিডল বললো, 'ধন্যবাদ লেক। তবে আপনি কাছাকাছি থাকবেন, দরকার হতে পারে।'

'অবশ্যই স্যার।' উঠে দাঁড়ালো সে চলে যাবার জন্য।

'আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব', মন্তব্য করলেন এরকুল পোয়ারো।

'হ্যাঁ, চমৎকার ছেলে, আর কথায় ও কাজে ও চমৎকার। সবাই তাকে পছন্দ করে থাকে।'

☐ পাঁচ ☐

'বসো স্নেল', বন্ধুর মতো করে বললো মেজর রিডল, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। আমার ধারণা, এ ব্যাপারে আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তাতো পেয়েছি স্যার, ধন্যবাদ স্যার,' থমকে গিয়ে বললো স্নেল, 'ষোলো বছর ধরে তাঁর কাছে আছি, এখানে এসে তিনি স্থিতি হওয়ার পর থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে আছি, ভাবতেই পারিনি তিনি—'

'স্নেল, এখন বলোতো, আজ সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রভুকে শেষ কখন দেখেছিলে?'

'আমি স্যার রান্নাঘরে ছিলাম। ডিনার-টেবিল সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হলের দরজা খোলা ছিলো, দেখলাম স্যার গারভেজ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন, হল পেরিয়ে করিডোর পথ দিয়ে সোজা স্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকলেন।'

'সেটা ঠিক কখন?'

'আটটা বাজার ঠিক আগে। এই মিনিট পাঁচেক আগে হবে। সেই আমার শেষ দেখা।'

'গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?'

'ও হ্যাঁ স্যার, শুনেছিলাম বৈকি। তবে সময় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, আর থাকবেই বা কি করে বলুন?'

'তা অবশ্য ঠিক। শব্দটার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম গাড়ির আওয়াজ, সামনেই তো রাস্তা। তারপর আবার এও ভাবলাম, কাছে জঙ্গলে সম্ভবত কোনো শিকারী গুলি ছুঁড়ে থাকবে। স্বপ্নেও ভাবিনি—'

মেজর রিডল তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তখন সময় কতো ছিলো?'

'ঠিক আটটা বেজে আট মিনিট স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে বললো চীফ কনস্টেবল, 'সময়টা একেবারে মিনিট ধরে বললে কি করে?'

'এতো খুবই সহজ ব্যাপার স্যার। ঠিক মুহূর্তে আমি প্রথম নৈশভোজের ঘণ্টটা বাজিয়েছিলাম। স্যার গারভেজের হুকুম ছিলো। নৈশভোজের ঠিক সাতমিনিট আগে প্রথম খাবার ঘণ্টা বাজাতে হবে। তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়ে, তাঁর হুকুম মতো ড্রয়িং-রুমে যাই ওঁদের নৈশভোজের আয়োজন হয়ে গেছে, খবরটা দেবার জন্যে। আর সবাই তখন ডাইনিং-রুমে চলে আসে।'

'এখন বুঝতে পারছি', পোয়ারো মন্তব্য করলেন, 'কেন তুমি ড্রইং-রুমে ঢুকেই অমন চমকে উঠেছিলে। অন্য দিনের মতো ঐ সময় স্যার গারভেজের ড্রইং-রুমেই থাকার কথা ছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ, তিনি যে সেখানে থাকতে পারেন না, আমি ভাবতেই পারিনি। তাই তাঁকে দেখতে না পেয়ে আমার কেমন আশঙ্কা হলো—'

এবারও মেজর রিডল তাদের কথার মাঝে বাধা দিলো, 'আর অন্যান্যরা সবাই অন্যদিনের মতো সেখানে ছিলো তো?'

'সত্যি কথা বলতে কি অন্যরা নৈশভোজে দেরী করলেও, তাদের কোনো খোঁজ করা হয় না।'

'হুম, অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা তো!'

'হ্যাঁ স্যার তাঁর এই হুকুম, লেডী সেভেনিস্ক-গোরে, এমন কি মিস রুথও তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার সাহস পেতেন না।'

'তাই বুঝি? বললো রিডল, 'তাহলে নৈশভোজের সময় রাত সোওয়া-আটটায়?'

'না, স্যার এটাই রোজকার স্বাভাবিক সময়। স্নেল বলে, 'স্যার গারভেজ নৈশভোজের সময় বাঁধা দিয়েছিলেন রাত আটটায়। তবে আজ তিনি পনেরো মিনিট পিছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন। আজ তাঁর এক অতিথি আসার কথা তাই এই সময়ের পরিবর্তন।' এই বলে পোয়ারোর দিকে তাকালো সে।

'তা তোমার প্রভুকে স্টাডি রুমে যাওয়ার সময় চিন্তিত অবস্থায় দেখেছিলে?'

'তা বলবো না স্যার। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলেন বলে তাঁর মুখের ভাব ঠিক কি রকম ছিলো বলা মুশকিল।

'স্টাডিরুমে যাওয়ার সময় তিনি কি একা ছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।

পরে আর সেই স্টাডিরুমে গিয়েছিলে?'

'তা বলতে পারবো না স্যার। তারপরেই আমি রান্নাঘরে চলে যাই। প্রথম ঘন্টা বাজানোর আগে পর্যন্ত আমি সেখানেই থেকে যাই। রাত আটটা বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত -'

'আর তখনি তুমি গুলির আওয়াজ শুনতে পাও?

'হ্যাঁ স্যার।'

পোয়ারো তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন 'অন্যোরাও নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শুনে থাকবে?

'হ্যাঁ স্যার মিঃ হ্যুগো, মিস কর্ডওয়াল এবং মিস লিনগার্ড।' মিস লিনগার্ড ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে আসেন আর মিস কর্ডওয়াল ও মিস হ্যুগো ঠিক সেই সময় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছিলেন।'

'বাড়ির আর সব লোক কোথায় ছিলেন তখন?'

'আমি বলতে পারবো না স্যার।'

এবার মেজর বিডল জিজ্ঞেস করলো, 'এই পিস্তলটার ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?'

'হ্যা স্যার। ওটা স্যার গারভেজের। তিনি সব সময় ওটা এখানকার ডেস্কের ড্রয়ারে রাখতেন।

'এর মধ্যে সচারচর গুলি ভরা থাকতো?'

'আমি তা বলতে পারি না স্যার।'

মেজর বিডল এবার গলা পরিষ্কার করে বললো, 'দেখো স্নেল, এবার আমি তোমাকে একটা খুব জরুরী প্রশ্ন করবো, আশাকরি খুব ভেবে চিন্তে উত্তর দেবে। তোমার প্রভু কেন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন, তার কারণ তুমি বলতে পারো?'

'না স্যার। আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

'আত্মহত্যা করার আগে স্যার গারভেজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি? বিষণ্ণ হতে দেখা যায়নি? কিংবা চিন্তিত? এই তো?'

'মাফ করবেন স্যার।' একটু ইতস্ততঃ করে খানসামা স্নেল আবার বললো

'আমার ধারণা, কোনো একটা ব্যাপারে স্যার গারভেজ চিন্তিত ছিলেন।'

'তাঁর চিন্তার কারণ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?' মেজর রিডল জানতে চাইলেন। 'মানে বিশেষ কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে?'

'না স্যার, বলতে পারবো না। যাইহোক, এটা আমার ব্যক্তিগত অনুমান।'

পোয়ারো আবার তাদের কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলেন 'উনি আত্মহত্যা করায় তুমি খুব আশ্চর্য হয়েছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব আশ্চর্য হয়েছি। স্বপ্নেও ভাবিনি, তিনি কখনো আত্মহত্যা করতে পারেন।'

এবার মেজর রিডল তার দিকে তাকালো, 'ঠিক আছে স্নেল, এর বেশী কিছু তুমি যখন আর বলতে পারো না, তখন তুমি এখান থেকে যেতে পারো এবার।'

'ধন্যবাদ স্যার।' দরজা দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো স্নেল, পরনে ওরিয়েন্টাল স্টাইলের পোশাক। তাঁর মুখটা থমথমে।

'লেডী সেভেনিক্স-গোরে, আপনি এখানে?' চকিতে তাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো মেজর রিডল।

'ওরা বললো, আমাকে নাকি আপনাদের প্রয়োজন', উত্তরে বললেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে, 'তাই এলাম।'

'আমরা কি অন্য ঘরে যাবো?' এ ঘরটা আপনার কাছে খুবই বেদনাদায়ক বলে মনে হতে পারে, তাই না মিসেস গারভেজ ?'

'না, না। প্রথমে একটু আঘাত পেলেও', স্বীকার করে নিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর সহজ, স্বচ্ছ এবং পরক্ষণেই আবার মুখর হয়ে উঠলেন, 'মৃত্যু বলে কোনো কিছু নেই এ জগতে। ওটা একটা খোলস বদলানো মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমি মনে করি, আপনার বাঁ-কাঁধের পিছনে আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ঈষৎ বাঁদিকে ফিরে আবার মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন মেজর রিডল।

হাসিমুখে তার দিকে তাকালেন তিনি, সে হাসি সুখের।

'আপনি অবশ্য বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি করি, মানুষের আত্মার অস্তিত্ব আছে বলে আমার ধারণা। সে যাইহোক, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি একটুও ভেঙ্গে পড়িনি। আপনি আমাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন। সবই ভাগ্যের ব্যাপার, বুঝলেন। কোনো মানুষ তার কর্মকে এড়াতে পারে না। আয়নায় তার প্রতিবিম্বের ছাপ পড়বেই!'

'ম্যাডাম, আয়না মানে?' পোয়ারো এই প্রথম প্রশ্ন করলেন তাঁকে।

ভাষা ভাষা চোখে তার দিকে ফিরে তাকালেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে। 'হ্যাঁ, এটা একটা প্রতীক! টেনিসনের কবিতা পড়েছেন? খুব ছেলেবেলায় আমি

পড়েছিলাম। তখন ওর রহস্যময় দিকটার অর্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। ''দা মিরর ক্র্যাকড ফ্রম সাইড টু সাইড।'' ''দা কার্স ইজ কাম আপন মি।'' স্যালটের লেডী'র চিৎকার। গারভেজের জীবনেও তাই ঘটেছে। হঠাৎ তার ওপর অভিশাপ নেমে আসে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অধিকাংশ প্রাচীন পরিবারের ওপর অভিশাপ নেমে থাকে। .. ঐ আয়নাটা চিড় খায়। তখনি তিনি জেনে যান, তিনি শেষ হয়ে গেছেন! ওর ওপর অভিশাপ নেমে আসে।'

'কিন্তু ম্যাডাম, আয়নার ওপর চিড় খাওয়ার দাগ নয়—ওটা বুলেটের দাগ।'

তা সত্ত্বেও লেডী সেভেনিক্স বললেন, 'ওই একই কথা হলো ..সত্যি এটা ভাগ্য।'

'কিন্তু আপনার স্বামী নিজেই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন।'

লেডী সেভেনিক্স-এর ঠোঁটে আগের মতোই তেমনি তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'অবশ্য ওরকম ওর করা উচিত হয়নি। কিন্তু গারভেজ সব সময়ই একটু অধৈর্য ছিলেন। কখনো অপেক্ষা করতে পারতেন না। ওর সময় হয়ে এসেছিল—তার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তিনি এগিয়ে যান। সত্যি এটা একটা খুবই সহজ ব্যাপার।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজর রিডল তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে আপনার স্বামী আত্মহত্যা করার ব্যাপারে বিস্মিত হননি? এরকম যে একটা ঘটতে যাচ্ছে, আপনি আন্দাজ করেছিলেন?'

'না, না', চোখ বড় বড় করে তাকালেন তিনি, 'সব সময় কেউ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। গারভেজ ছিলো অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত নয়, অস্বাভাবিকও। আমি তো ওকে বহুদিন থেকে দেখছি', 'ওই দেখুন, এখন ও হাসছে কেমন। ও এখন ভাবছে, আমারা সবাই কতো বোকা, ঠিক বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতো। বেঁচে থাকাটা একটা অলৌকিক ঘটনা মাত্র।'

হাবা-যুদ্ধে লড়াই করছিলেন স্যার গারভেজ। মনে মনে ভাবলেন মেজর রিডল।

'আপনার স্বামী কেন যে আত্মহত্যা করলেন, এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কোনো ভাবেই সাহায্য করতে পারেন না?'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'একটা ইচ্ছাশক্তি আমাদের চালিত করে! আপনি তা বুঝতে পারবেন না।'

'আচ্ছা ম্যাডাম, বলতে পারেন আপনার স্বামী কত টাকা রেখে গেছেন?'

'টাকা?' অবাক চোখে মেজর রিডলের দিকে তাকালেন তিনি। 'টাকার কথা আমি কোনোদিন চিন্তা করিনি।' তাঁর কথায় অবজ্ঞার সুর ধ্বনিত হলো।

অন্য আর এক প্রসঙ্গ তুললেন পোয়ারো। 'আজ রাতে ওই সময় আপনি রাতের খাবার খেতে নিচে এসেছিলেন?'

'সময়? কিসের সময়? সময় অসীম। সেটাই উত্তর।'

বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো, 'কিন্তু ম্যাডাম, আপন'র স্বামীর সময়ের খুব জ্ঞান ছিলো। বিশেষ করে নৈশভোজের সময়ের ব্যাপারে উনি ভীষণ কঠোর ছিলেন।'

'হাঁ, প্রিয় গারভেজ বোকা ছিলো বলে আমরা তার কথার অবাধ্য হইনি। তাই আমরা কখনো দেরী করতাম না।'

'প্রথম খাবার ঘণ্টাটা বাজার সময় আপনি কি ড্রইং-রুমে ছিলেন ম্যাডাম?'

'না, আমার ঘরে ছিলাম।'

'ড্রইং-রুমে ঢুকে কাকে কাকে দেখেছিলেন মনে আছে আপনার?'

'আমার মনে হয় প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলো সেখানে', অস্পষ্টভাবে বললেন সেভেনিক্স-গোরে।

'আপনার স্বামী কখনো কি বলেছিলেন, তাঁর অর্থ ছিনতাই হতে পারে?'

'ছিনতাই?' তেমন আগ্রহ দেখালেন না তিনি, 'না, আমি তা মনে করি না। সেরকম কিছু হলে গারভেজ খুব রেগে যেতেন।'

'আচ্ছা লেডী সেভেনিক্স, আপনি আপনার স্বামীকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'নৈশভোজের আগে নিচে নামবার পথে অন্য দিনের মতো চারিদিকে তাকিয়েছিলো। আমার পরিচারিকা সেখানে ছিলো। ও বলেছিল, নিচে যাচ্ছে।'

'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনার সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হয়েছিল, বলবেন?'

'ওঃ, সে তো পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে। ইদানিং তিনি ওঁর পারিবারিক ইতিহাস রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ কাজে মিস লিনগার্ড তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিলো। আর সেই মেয়েটি লর্ড মুলাকাস্টের সঙ্গে কাজ করেছিল এক সময়। সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। গারভেজ ছিলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মেয়েটি আমাকে সাহায্য করে। হ্যাটসোপসাটের পুনরবতার আমি।' কথাগুলো বলতে গিয়ে গর্ববোধ করেন লেডী সেভেনিক্স, 'তার আগে আমি এ্যাটলান্টিকের যাজিকা ছিলাম।'

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলো মেজর রিডল।'

'দারুণ আকর্ষণীয় তো', বললো মেজর রিডল, 'সত্যি লেডী সেভেনিক্স, আশা করি এ সবই যথেষ্ট। আপনার এই সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।'

লেডী সেভেনিক্স উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুভ-রাত্রি।' তারপর মৃত স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'শুভ-রাত্রি প্রিয় গারভেজ। আশা করি তুমিও আসতে পারো কিন্তু আমি জানি এখন তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টাতো বটেই। তারপর তুমি মুক্ত, স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে'

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মেজর রিডল অবজ্ঞার সুরে বললো, 'এরকম পাগল আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এই সব বাজে কুসংস্কার তিনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন?'

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। হয়তো এরই মধ্যে তিনি সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে এটা তাঁর একান্ত দরকার। এই রকম একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারলে তিনি হয়তো ভেবে দেখবেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন তিনি।

'ওঁকে আমার ভয়ঙ্কর আহাম্মক বলে মনে হয়', বললো মেজর রিডল, 'বিবেকহীন নির্বোধ।'

'না বন্ধু, তা নয়। মিঃ হুগো ট্রেন্ট এক সময় আমাকে বলেছিল, লেডী সেভেনিক্স কথায় কথায় মিস লিনগার্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। স্যার গারভেজ তাঁদের পরিবারের ইতিহাস লিখছিলেন, আর মিস লিনগার্ড কাজে তাঁকে সাহায্য করছিল। এটা লেডী সেভেনিক্স-এর পছন্দ ছিলো না। তাহলে এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, তিনি আদৌ বোকা নন।'

'এ ব্যাপারে অনেক কিছু ঘটনা আছে যা আমার পছন্দ নয়। না, আদৌ আমি সে সব পছন্দ করি না।'

কৌতূহলী চোখ নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালো রিডল।

'আপনি কি মনে করেন, এই আত্মহত্যার পিছনে কোনো মোটিভ আছে?'

'আত্মহত্যা—আত্মহত্যা?' এ সবই ভুল, ভ্রান্ত ধারণা। আমি আপনাদের বলছি, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা ভুল। সেভেনিক্স-গোরের মতো একজন সম্মানিত ও উল্লেখযোগ্য লোক আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবেন কি করে? নিশ্চয়ই নয়। বরং যারা তাঁর ক্ষতির কারণ হতে পারে, তিনি তাদেরই খতম করতে পারেন। তাই বলে নিজের ক্ষতি? না কখনোই নয়।'

'খুব ভালো কথা পোয়ারো। কিন্তু প্রমাণ তো স্পষ্ট। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। চাবি তাঁর পকেটে। জানালাও বন্ধ। গল্প-উপন্যাসে এরকম ঘটনা ঘটতে শুনেছি—কিন্তু বাস্তব জীবনে এরকম ঘটনা ঘটতে কখনো দেখিনি। আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ' পোয়ারো চেয়ারে বসে আবার বলতে শুরু করলো, 'আমি এখানে। আমি সেভেনিক্স-গোরে। আমি আমার ডেস্কে বসে আছি। আমি নিজেকে খতম করতে বদ্ধপরিকর। কারণ—কারণ, বলা যাক, পরিবারের নামে একটা ভয়ঙ্কর অসম্মানের কথা আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। খুন একটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও, কিন্তু দুর্নাম রটনার পক্ষে সেটা যথেষ্ট। হায়, এখন আমি কি করি? একটা ছোট্ট চিরকুটে 'দুঃখিত' শব্দটা লিখে ফেলি। হ্যাঁ, সেটা খুবই সম্ভব। তারপর আমি ডেস্কের ড্রয়ার খুলে পিস্তল বার করি, গুলি না থাকলে পিস্তলে গুলি ভরি নিই—আমি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হই। না, এখুনি নয়। আমি প্রথমে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিই, তারপর বাঁদিকে একটু ঝুঁকে পড়ি—আর তারপর—তারপর আমি পিস্তলের নলটা কপালে ঠেকিয়ে গুলি করি।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পোয়ারো জানতে চাইলেন, 'এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এর কোনো অর্থ আছে? চেয়ারটা ঘোরানোর কি দরকার ছিলো?

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ মুহূর্তে ভালো ছবি দেখে যাওয়ার বাসনা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে জানালার পর্দা—আঃ এর কোনো অর্থই হয় না।'

'তিনি হয়তো জানালা পথে বাইরের প্রকৃতির ছবিটা দেখতে চেয়েছিলেন। নিচের এস্টেটটা শেষ বারের মতো নিজের চোখে দেখে যাওয়া।

'প্রিয় বন্ধু, আপনার এই যুক্তি আদৌ ধোপে টিকবে না। সে আপনি বেশ ভাল করেই জানেন। রাত আটটা আট মিনিটের সময় বাইরেটা অবশ্যই তখন অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তাছাড়া জানালার পর্দাটা ফেলা ছিল। না,না, এর পিছনে অবশ্যই অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে!'

'একটাই ব্যাখ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি,—গারভেজ সেভেনিক্স পাগল ছিলেন।'

পোয়ারো ঘন ঘন মাথা নেড়ে তার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করলেন। মেজর রিডল উঠে দাঁড়ালো। 'চলুন,' তারপর বললো, 'যাওয়া যাক, বাকি সবার জবানবন্দী নিতে হবে। সেই সময় হয়তো কোন একটা সূত্র পেয়ে যেতে পারি।'

□ ছয় □

লেডী সেভেনিক্স-গোরের কাছে সরাসরি সঠিক জবাব না পেলেও ধুরন্দর উকিল ফর্বসের সঙ্গে আলোচনা করে একটু স্বস্তি পেলো মেজর রিডল। মিঃ জবানবন্দী দিতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছিল। যাতে বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে। তবে তার উত্তরগুলো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার মতো।

স্বীকার করলো সে,গারভেজের আত্মহত্যা বেদনাদায়ক, এবং তিনি যে একাজ করতে পারেন ভাবা যায় না, সে রকম লোকই ছিলেন না তিনি। 'স্যার গারভেজ কেবল আমার মক্কেলই ছিলেন না,' ভারাক্রান্ত গলায় বললো ফর্বস। 'তিনি ছিলেন আমার ছোটবেলার পুরোন বন্ধু। বলতে পারি, জীবনাকে সে সব সময় উপভোগ করে গেছে। সেই মানুষ কি করে নিজের জীবন খতম করতে পারে বলুন?'

'এই পরিস্থিতিতে আপনাকে আমি খোলা খুলি ভাবেই জিজ্ঞেস করছি মিঃ ফর্বস, স্যার গারভেজ জীবনে কোন গোপন দুশ্চিন্তা কিংবা দুঃখ ছিলো কিনা আপনার জানা আছে?'

'না। ছোট খাটো দুঃখ ছিলো বটে, তবে সব মানুষের জীবনই সেরকম থেকে থাকে।'

'অসুখ কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য?'

'না। আর স্যার গারভেজ ও লেডী সেভেনিক্স-গোরে উভয় উভয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।'

মেজর রিডল এবার সর্তকতার সঙ্গে বললো, ' লেডী সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হলো, তাঁর কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময়!'

হাসলো ফর্বস। 'মেয়েদেব বললো সে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশিব ব্যাপাবে আমাদেব মাথা না ঘামানোই ভালো।'

প্রসঙ্গ পাল্টালো চীফ কনস্টেবল 'স্যাব গাবভেজেব আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাজইতো আপনি দেখেন তাই না?'

'হঁ' আমাব প্রতিষ্ঠান— 'ফর্বস অ্যাগলবি এ্যাণ্ড স্পেন্স' আব প্রায় একশো বছবেবও বেশী— সেভেনিক্স পবিবাবেব কোন ব্যাপাব আছে বলে আপনাব কি মনে হয়?'

'সত্যি আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পাবলাম না?'

'মিঃ পোয়াবো যে চিঠিটা আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন, সেটা মিঃ ফর্বসকে দেখান না।'

নিঃশব্দে সেই চিঠিটা ফর্বসেব হাতে তুলে দিলেন পোয়াবো।

'এটা একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য চিঠি বটে, বললো ফর্বেস, এখন আমি আপনাব প্রশ্নেব প্রশংসা কবছি। তবে আমাব যতদূব ধাবনা এ চিঠি লেখাব কোন যুক্তি নেই।'

'সে যাইহোক, এ চিঠিতে কি ইঙ্গিত কবেছে, সে ব্যাপাবে আপনাব কি কিছুই জানা নেই?'

'আন্দাজে একটা বাজে মন্তব্য আমি কবতে চাই না।'

মেজব বিডল তাব নির্ভিক উত্তবেব প্রশংসা কবলো।

'তাহলে মিঃ ফর্বস, এখন আপনি কি আমাদেব বলবেন স্যাব গাবভেজ তাব সম্পত্তিব ভাগ-বাঁটোযাবা কি ভাবে কবে গেছেন?'

'নিশ্চয়। এতে কোন আপত্তি থাকতে পাবে না। তিনি তাঁব স্ত্রীকে বাৎসবিক ছ'হাজাব পর্যন্ত দিয়ে গেছেন, সেই সঙ্গে লেডী সেভেনিক্স-গোবে তাব পছন্দ মতো ডোভাব হাউস কিংবা লাউডন স্কোযাবেব টাউন হাউসে বসবাস কবতে পাবেন। তাঁব সম্পত্তিব বকি অংশ তিনি তাঁব কন্যা রুথকে দিয়ে গেছেন, তবে একটা শর্তে, রুথ যদি বিয়ে কবে তাহলে তাব স্বামীকে সেভেনিক্স-গোবে পদবী গ্রহন কবতে হবে।'

'তিনি তাব ভাগ্নে হুগো ট্রেণ্টকে কিছু দিয়ে যান নি?'

'হ্যাঁ, এককালিন পাঁচ হাজাব পাউণ্ড।'

'আমাব অনুমান, স্যাব গাবভেজ অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তিনি খুবই ধনবান ছিলেন। তাঁব এস্টেটেব আয প্রচুব। তবে আগেব মতো অতো আয তাব এখন নেই। বস্তুতঃ তাঁব লগ্নী কবাব অর্থ খুব কমই ফেবত আসছে এখন। তাছাড়া প্যাবাগন সিনথেটিক বাবাব সাবসিচুট কোম্পানীতে স্যাব গাবভেজ অনেক টাকা খাটান—কর্নেল বাবিব পবামর্শেই তিনি তা কবেন। যে কোম্পানীব ভবিষ্যত অন্ধকাব।'

'পবামর্শটা ভালো নয, তাই নয কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মিঃ ফর্বস। 'অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের অর্থনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামালে এই রকম বাজে ফল ফলতে দেখা যায়।'

'কিন্তু এই দুঃখজনক লগ্নী আশাকরি স্যার গারভেজের মোট আয়ের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।'

'না, না তেমন কিছু নয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অত্যন্ত বিত্তবান পুরুষ ছিলেন তিনি।'

'এ উইল কবে তৈরী হয়?'

'বছর দুই আগে।'

'এই ব্যবস্থাটা স্যার গারভেজের ভাগ্নে হুগো ট্রেন্টের প্রতি অবিচার নয় কি?' বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো, 'হাজার হোক স্যার গারভেজের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।'

'পারিবারিক ইতিহাস কেউ অস্বীকার করতে পারে না।'

'যেমন—?'

মিঃ ফর্বসের মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, এর বেশী সে আর এগুতে চায় না।

'আপনি ভাববেন না, পুরনো স্ক্যাণ্ডাল কিংবা ওই ধরনের ব্যাপারে আমরা অযথা মাথা ঘামাচ্ছি।' মেজর বিডল বলতে থাকে, 'তাই মিঃ পোয়ারোকে লেখা স্যার গারভেজের ওই চিঠির ব্যাখা করতেই হবে!'

'স্যার গারভেজের ভাগ্নের প্রতি তার আচরন কিংবা মনোভাবের পিছনে কোনো স্ক্যাণ্ডাল জড়িয়ে নেই।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো ফর্বস, 'ব্যাপারটা খুবই সরল, স্যার গারভেজ সব সময় মনে করতেন তাঁর পরিবারের তিনিই প্রধান। তাঁর এক ছোট ভাই ও একটি বোন ছিলো। ছোট ভাই এ্যান্থনি সেভেনিক্স-গোরে যুদ্ধে মারা যায়। বোন পামেলা তার পছন্দ মত একজন পুরুষকে বিয়ে করেছিল। যে বিয়ে স্যার গারভেজ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। তার দাবী ছিলো, পামেলা বিয়ে করার আগে স্যার গারভেজের অনুমতি অবশ্যই নেওয়া উচিত ছিলো। তিনি ভেবেছিলেন, ক্যাপ্টেন ট্রেণ্ট কোন রকম ভাবেই সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের উপযুক্ত নয়। এর ফলে স্যার গারভেজ সব সময় তাকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। আমার মনে হয়, তাঁর সেই মনোভাব শেষ পর্যন্ত রুথকে দত্তক কন্যা হিসাবে গ্রহন করতে বাধ্য করেছিল।'

'আচ্ছা, তার নিজের সন্তান হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না?'

'না। সেটা তার দুর্ভাগ্য। তাদের বিয়ের এক বছরের মধ্যে একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে। সেই ঘটনার পর চিকিৎসকরা ভবিষ্যদ্বানী করে, লেডী সেভেনিক্স-গোরে জীবনে কখনো মা আর হতে পারবেন না। তারপর বছর দুই পরে রুথকে দত্তক নেন স্যার গারভেজ।'

'কে এই রুথ?' পোয়ারো জানতে চাইলেন, 'ওরা তাকে নির্বাচন করলোই বা কি করে?'

'আমার ধারনা, মেয়েটি তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হবে।'

'আমারও তাই অনুমান ' বললেন পোয়ারো, দেওয়ালে টাঙ্গানো পারিবারিক ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে আবার বললো যে কেউ মেয়েটির নাক চিবুক ইত্যাদি 'দেখলে বলে দেবে সেভেনিক্স-গোরেপরিবারের সঙ্গে তার রক্তের মিল আছে যথেষ্ট।'

'মেয়েটি এই পরিবারের মেজাজটিও পেয়েছিল ' শুকনো গলায় বললো ফর্বস।

'তাহলে সহজে অনুমান করে নেওয়া যায় স্যার গারভেজ ও তার দত্তক কন্যা কি ভাবে দিন কাটাতেন বিশেষ করে দুজনেই যখন মেজাজী ছিলেন।'

'আপনার অনুমান থেকেও অনেক বেশী কিছু। সব সময়েই দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকত । তবে অত সব ঝগড়া বিবাদ থাকা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতাও ছিলো বৈকি।

'তবে সে যাই হোক, মেয়েটি তাঁকে বেশ ভালো রকম ভাবেই দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ তা ঠিক। তবে এও ঠিক যে তিনি নিজের জীবন খতম করার পক্ষে সেই দুশ্চিন্তাটা কোন কাজের নয়।'

'না, আমি তা ভাবি না,' তার সঙ্গে এক মত হয়ে বললেন পোয়ারো, 'তাহলে বাকী সম্পত্তি কণ্ডই পাবে। আচ্ছা মিঃ ফর্বস ' পোয়ারো তাকে জিজ্ঞেসা করলেন,'উইল পরিবর্তনের কথা স্যার গারভেজ কখন চিন্তা করেন নি?'

'হ্যাঁ, মানে', আমতা আমতা করে জবাব দিলো ফর্বস 'আমি এখানে এসেছি দু দিন হলো। তারপর থেকেই তিনি তাঁর হাবভাব বুঝিয়ে দেন যে তিনি আর একটা নতুন উইল করতে চান।'

'সে আবার কি?' চমকে উঠে ফর্বসের দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে মেজর বিডল বললো, 'কিন্তু একথা আপনি তো আগে আমাদের বলেননি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো ফর্বস, 'কিন্তু আপনারা শুনতে চাইলেন, স্যার গারভেজের উইলের শর্ত কি? আপনারা যতটুকু জানতে চেয়েছেন, আমি ততটুকুই বলেছি। তাছাড়া উইলটা ঠিক মত এখনো তৈরীও হয়নি—উইল হস্তগত হওয়ার আগেই—'

'তা সেই নতুন উইলের বন্দোবস্ত কি রকম ছিলো? কোন আমুল পরিবর্তন?'

'না, ঠিক তা নয়। বন্দোবস্ত আগের উইলের মতই ছিলো তবে নতুন শর্ত হলো, মিঃ হুগো ট্রেন্টকে মিস সেভেনিক্স-গোরে বিয়ে করলে তবেই সে স্যার গারভেজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হবে। অবশ্য এ শর্ত আমি অনুমোদন করিনি।' বললো ফর্বস, 'আদালতও মনে হয় না এ ধরনের শর্ত মেনে নেবে। যাই হোক স্যার গারভেজ একেবারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।'

'আর যদি মিস সেভেনিক্স-গোরে (কিংবা প্রসঙ্গত মিঃ ট্রেন্ট) সেটা কার্যকর করতে অস্বীকার করে?'

'মিঃ ট্রেণ্ট যদি মিস সেভেনিক্স-গোরেকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তাহলে সব টাকা নিঃশর্ত ভাবে চলে যাবে মেয়েটির কাছে। আর মিঃ ট্রেণ্ট যদি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কিন্তু মিস সেভেনিক্স অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে স্যার গারভেজের সমস্ত সম্পত্তি মিঃ ট্রেণ্ট পাবে।'

'এ একেবারে অবাস্তব বন্দোবস্ত' মন্তব্য করলো মেজর রিডল।

পোয়ারো এবার ঝুঁকে পড়ে ফর্বসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এই ধরনের শর্ত আরোপ করার সময় স্যার গারভেজের মনে কি ছিলো অনুমান করতে পারেন? নিশ্চয়ই একটা সঠিক কিছু ছিলো...... আমার অনুমান, অন্য এক ব্যক্তির প্রভাব.. ...যাকে তিনি পছন্দ করতেন না। মিঃ ফর্বস, আমার ধারনা, কে সেই ব্যক্তি, আপনি নিশ্চয় জানেন?'

'সত্যি বলছি মিঃ পোয়ারো, বিশ্বাস করুন, এসবের কিছুই আমি জানি না।'

'কিন্তু আপনি কি আন্দাজ করতে পারেন না?'

'আমি এখনো অনুমান করতে পারি না, ' ফর্বসের গলার স্বরটা কেমন কাঁপা কাঁপা যেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আপনারা আর কিছু জানতে চান?

'এই মুহূর্তে নয়,' উত্তরে বললো পোয়ারো ,'আমার অন্তত কিছু জানার নেই আপাতত।'

মিঃ ফর্বস এবার চীফ কনস্টেবল মেজর রিডলের দিকে ফিরে তাকালো তার মতামত জানার জন্যে।

'ধন্যবাদ মিঃ ফর্বস, মনে হয় এই যথেষ্ট। আমি এখন মিস সেভেনিক্স-গোরের সঙ্গে কথা বলতে চাই—'

'নিশ্চয়ই। মনে হয় সে এখন ওপর তলার লেডী সেভেনিক্স-গোরের কাছে আছে।'

'ও তাই বুঝি' তাহলে ঐ যে লোকটি কি যেন নাম তার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে বারোজকে প্রথমে তারপর পারবারিক-ইতিহাস রচয়িতা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওরা দুজনেই এখন লাইব্রেরীতে রয়েছে। আমি ওদের বলে দেখবো।'

□ সাত □

'খুবই কঠিন কাজ', উকিল ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই বললো মেজর রিডল, 'এই সব সাবেকী আমলের উকিলদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা মুশকিলের ব্যাপার। তবে এ সবের মূলে রয়েছে ওই মেয়েটি।'

'হ্যাঁ আমারো তাই মনে হয়।'

'ওই বারোজ আসছে।'

গডফ্রে বারোজ-এর হাসিটা যতোটা না স্বতঃস্ফূর্ত তার থেকেও বেশী যান্ত্রিক।

'মিঃ বারোজ, আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'অবশ্যই মেজর রিডল। যে কোনো প্রশ্ন আপনি করতে পারেন।'

'তাহলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, স্যার গারভেজের আত্মহত্যার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত মতামত কি বলবেন?'

'কিছুই না। তবে এটা আমার [illegible] দুঃখজনক ঘটনা।'

'গুলির আওয়াজ শুনতে পে[illegible]?'

'না। আমি তখন লাইব্রেরীতে ছিলাম। জানেন তো লাইব্রেরী ঘর স্টাডিরুমের ঠিক উল্টোদিকে! তাই কোনো শব্দই আমার শোনার কথা নয়।'

'ড্রইংরুমে আপনি কখন আসেন?'

'মিঃ পোয়ারো এখানে এসে পৌঁছানোর ঠিক একটু আগে। সেখানে তখন সবাই ছিলো, কেবল অনুপস্থিত ছিলেন স্যার গারভেজ।'

'তাঁর অনুপস্থিতিটা আপনার মনে দাগ কাটেনি?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি খাবার প্রথম ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড্রইংরুমে চলে আসতেন।'

'স্যার গারভেজের আচরণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন? চিন্তা, আশঙ্কা কিংবা বিমর্ষ হতে দেখেছিলেন তাঁকে?'

'না, সেরকম কিছু আমার চোখে পড়েনি।'

'কোনো আর্থিক চিন্তা?'

'হ্যাঁ, ইদানীং একটা কোম্পানীর ব্যাপারে তাঁকে খুব চিন্তিত থাকতে দেখতাম। সিন্থেটিক প্যারাগন রাবার কোম্পানি। তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, বৃদ্ধ বারি হয় নিশ্চয়ই বোকা কিংবা প্রতারক। বোকাই হবে হয়তো। তবে ভান্ডার স্বার্থে এটা সহজ ভাবেই নিতে হচ্ছে আমাকে।'

'ভান্ডার স্বার্থে—এ কথা কেন, কেন তিনি বলতে গেলেন?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'দেখুন, কর্নেল বারি লেডী সেভেনিক্স-গোরের অত্যন্ত প্রিয়, আর বারি তাঁকে পূজো করতো। পোষা কুকুরের মতো লেডী সেভেনিক্স-গোরেকে অনুসরণ করতো সে।'

'স্যার গারভেজের হিংসে হতো না?'

'হিংসে? অবাক চোখে একটু সময় তাকিয়ে বারোজ হেসে উঠলো, 'স্যার গারভেজ হিংসে করবেন? হিংসের উদ্রেক কি করে হয় তিনি জানতেনই না, বুঝলেন?'

'আমি ঠিক বুঝেছি', শান্ত ভাবে বললেন পোয়ারো। 'কিন্তু আপনি বোঝেননি স্যার গারভেজ মনে মনে ভীষণ ঈর্ষা পোষণ করতেন, আর সেটাই স্বাভাবিক।'

'ও হ্যাঁ, এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এ সব জিনিষ আজকাল কারোর মনকে অস্বাভাবিক ভাবে নাড়া দেয়।'

'এ সব জিনিষ মানে?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

'সমস্ত্রপাধিক মেটিভ যাকে বলে। এ ধরণের উপাসনা ব্যক্তিগত গৌরব। স্যার গারভেজ ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী ব্যক্তি, তাঁর জীবনটা ছিলো আকর্ষণীয়। তবে তাঁর জীবনটা আরো রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারতো যদি তিনি নিজের অহমিকায় না আঘাত করতেন।'

'ওঁর মেয়ে আপনার সঙ্গে একমত?'

'আমার ধারণা মিস সেভেনিক্স-গোরে যথেষ্ট আধুনিকা। স্বভাবতই ওঁর সঙ্গে ওঁর বাবার প্রসঙ্গ নিয়ে আমি কখনো আলোচনা করিনি।'

'কিন্তু আধুনিকারাই তাদের অভিভাবকদের ব্যাপারে বেশী কৌতূহলী। সে যাইহোক।' বললেন পোয়ারো, 'আপনি বলছেন, তাঁর কোনো আর্থিক চিন্তা ছিলো এই তো? তা না হয় হলো, স্যার গারভেজ কখনো কারোর শিকার হয়েছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি আপনাকে?'

'শিকার? গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে বারোজ বললো, 'ওহো, না, না—'

'ঠিক আছে মিঃ বারোজ। শুনেছি আপনার সঙ্গে স্যার গারভেজের বেশ হৃদ্যতা ছিলো। তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। আপনি জানেন মিঃ পোয়ারোকে স্যার গারভেজ একটা চিঠি লেখেন এখানে চলে আসতে বলে?'

'না।'

'স্যার গারভেজ কি সাধারণতঃ নিজের হাতে চিঠি লিখতেন?'

'না, তিনি প্রায়ই মুখে বলে দিতেন, আমি তাঁর জবানীতে চিঠি লিখে দিতাম।'

'কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তা করেননি, বলতে পারেন কেন তিনি এই বিশেষ চিঠিটা নিজের হাতে লিখতে গেলেন?'

'না স্যার, আমার জানা নেই।'

'আঃ। একটু বিরক্ত হয়েই মেজর রিডল এবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি শেষ কখন স্যার গারভেজকে দেখেন?'

'নৈশভোজের জন্যে পোশাক বদলাতে যাওয়ার ঠিক আগে। আমি তাঁর কাছে যাই কয়েকটা চিঠি সই করানোর জন্য, তখন তাঁকে বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো একটা ব্যাপারে তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।'

'তাহলে এটাই হলো আপনার অনুভূতি তাই না?' এবার পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু একটা ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, এই তো। তবু বলবো, সেই খুশির আমেজটা বেশীক্ষণ ছিল না একটু পরেই তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন। এটা খুব অস্বাভাবিক নয় কি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো গডফ্রে বারোজ, 'আমার অনুভূতির কথাই আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা খুবই মূল্যবান। হাজার হোক একমাত্র তো তাঁকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন?'

'না, স্নেলই তাঁকে শেষ বারের মতো দেখেছিল।' শুধরে দিলো বারোজ।

'তাঁকে সে দেখেছিল বটে, তবে কথা বলেনি, তাই না?' বারোজ উত্তর দিলো না।

মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার গারভেজ নৈশভোজের পোষাক পড়তে কত সময় নিতেন?'

'তা প্রায় তিন কোয়ার্টার তো বটেই।'

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নৈশভোজের সময় যদি সওয়া-আটটায় নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে তা হলে তিনি নিশ্চয়ই পোষাক বদলাতে যান সাড়ে-সাতটার সময়।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই তাই।'

'আর আপনিও তো একটু তাড়াতাড়ি পোষাক বদল করতে যান, ঠিক তাই না?'

'হ্যাঁ, ভাবলাম আগে ভাগে পোষাক বদল করে ডিনার-টেবিলে যাওয়ার আগে একটু লাইব্রেরী ঘুরে যাবো, কয়েকটা রেফারেন্স সংগ্রহ করার জন্যে।'

তার শেষ কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর পোয়ারো নিজের মনে মাথা নাড়লেন।

'ঠিক আছে আমার মনে হয়, আজকের মতো এতেই যথেষ্ট।' মেজর রিডল তাকালো গডফ্রে বারোজের দিকে, 'আপনি দয়া করে মিস—কি যেন নাম মেয়েটির?'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিস লিনগার্ড ঘরে এসে ঢুকলো। একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে উদাস কণ্ঠে বললো সে,

'এটা একটা খুবই দুঃখের ঘটনা।' কথাটা উদাস ভাবে বলে লিনগার্ড।

'এ বাড়িতে আপনি কখন আসেন?' মেজর রিডল জানতে চাইলো।

'তা প্রায় মাস দুয়েক আগে। স্যার গারভেজ মিউজিয়ামে কর্নেল ফোদারিঙ্গকে চিঠি লেখে। ওঁরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। কর্ণেল ফোদারিঙ্গে আমার নাম সুপারিশ করেন। ইতিহাসের গবেষণার কাজ আমি অনেক করেছি।'

'স্যার গারভেজের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আপনি কখনো অসুবিধে বোধ করেন নি?'

'ওহো, একেবারেই নয়। তিনি ছিলেন দারুণ কৌতুক প্রিয় লোক।'

'তাই বুঝি? আচ্ছা আপনার কাজ কি ছিলো বলুন তো?'

মিস লিনগার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর উত্তর দিতে গিয়ে সে বললো, 'জানেন আসলে আমার কাজ হলো লেখার খোরাক হিসেবে সেই নোটগুলো ব্যবহার করা। সব শেষে স্যার গারভেজ যা লিখতেন সেটা মিলিয়ে দেখতে হতো।'

'মিস লিনগার্ড', পোয়ারো এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন বলুন, এই দুঃখজনক ঘটনার ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন?'

মিস লিনগার্ড জোরে জোরে মাথা নাড়লো। 'আমার আশঙ্কা আমি জানি না। দেখুন, স্বাভাবিক ভাবেই আমার ওপর আস্থা রাখতে পারতেন না তিনি। বস্তুত ওঁর কাছে আমি একজন আগন্তুক মাত্র। পারিবারিক গন্ডগোলের প্রসঙ্গে তিনি কারোর সঙ্গেই আলোচনা করতে চাইতেন না।'

'কিন্তু আপনার ধারণা সেই পারিবারিক ঝামেলাটাই তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! আমি জানি তাঁর মনে একটা প্রচন্ড বিপর্যয় ঘটেছিল।'

'ওহো, আপনি তা জানেন?'

'কেন, জানবো না কেন?'

'তাহলে মাদামোয়াজেল, এ ব্যাপারে তিনি কি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন?'

'খুব একটা বিস্তারিত ভাবে নয়।'

'বেশ তো, কি বলেছিলেন?'

'দাঁড়ান, মনে করতে দিন', একটু থেমে কি ভেবে মিস লিনগার্ড আবার বললো, 'সাধারণত আমরা দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে থাকি। কিন্তু আজ দুপুরে স্যার গারভেজ ঠিক মন বসাতে পারছিলেন না তার কাজে। তাঁর মনটা খুব চিন্তিত ছিলো তখন। তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই। তবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, জানেন মিস লিনগার্ড, পরিবারের গর্ব করার মতো কাজের মধ্যে ওই রকম অসত্য কোনো ঘটনা ঘটলে, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর অসহ্য হয়ে ওঠে।'

'আর আপনি তার উত্তরে কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, সব বংশেই থাকে— বা তাদের মহানুভবতার জরিমানা স্বরূপ— তবে তাদের সেই পতন উত্তরপুরুষরা কদাচিৎ মনে রাখে।'

'আর আপনার এই মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন?'

'অল্প-বিস্তর। আমরা তখন স্যার রজার সেভেনিক্স-গোরের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমি তাঁর ইতিহাস লিখতে গিয়ে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কিন্তু স্যার গারভেজের মন তখন বিক্ষিপ্ত। এক সময় তিনি বললেন, তখনকার মতো তিনি আর আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান না। কেন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি নাকি শক পেয়েছেন।'

'শক ?'

'হ্যাঁ, তিনি তো সেরকমই বলেছিলেন। অবশ্য আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। আমি কেবল বলেছিলাম, 'স্যার, কথাটা শুনে আমি দুঃখ পেলাম।' আর তারপরেই তিনি বললেন আমি যেন স্নেলকে বলে দিই, মিঃ পোয়ারো আসবেন, নৈশভোজ যেন রাত

সোয়া আটটা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। সাড়ে সাতটার ট্রেনে তিনি আসছেন, তাঁকে আনবার জন্যে স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার কথা বলেন।'

'তিনি সাধারণত এ সব কাজের ব্যবস্থা আপনাকেই করতে বলেন?'

'না, আসলে এসব কাজ মিঃ বারোজের। আমার কাজ লাইব্রেরীতে গবেষণা করার, সেক্রেটারি আমি নই।'

'আপনার কি মনে হয়', পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ বারোজকে না বলে কাজটা আপনাকে করতে বলার পিছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকতে পারে?'

মিস লিনগার্ড একটু সময় কি যেন চিন্তা করে বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর কোনো উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে। তখন আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করিনি। ভেবেছিলাম, হয়তো সুবিধার জন্যে এই ব্যবস্থা। তিনি আমাকে এও বলেছিলেন আগে থেকে মিঃ পোয়ারোর আসার খবরটা কাউকে দিতে চান না সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্যে।'

'আঃ! তিনি এই কথা বলেছিলেন নাকি? দারুণ কৌতূহলের ব্যাপার তো! আর আপনি কাউকে এ কথা বলেছিলেন নাকি?'

'না, কখনো বলিনি মিঃ পোয়ারো। কেবল স্নেলকে নৈশভোজের কথা বলি, আর সেই সঙ্গে স্টেশনে সোফারকে পাঠাবার কথা বলি—একজন ভদ্রলোকের আসার কথা আছে। বাস এই পর্যন্ত।'

'স্যার গারভেজ আর কিছু বলেছিলেন?'

'না। তবে ঘর ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি বলেন, 'মিঃ পোয়ারো এখন যে এখানে আসছেন, তাতে ভালো কিছু হওয়ার আশা আর নেই। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে।'

'কেন, কেন তিনি এ কথা বললেন, অনুমান করতে পারেন?'

'না, না—'

'অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে', স্যার গারভেজের কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন পোয়ারো, নিজের মনে, 'অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে' ....

'আচ্ছা মিস লিনগার্ড', এবার মেজর রিডল প্রশ্ন করলো, 'স্যার গারভেজ হঠাৎ কেন ভেঙ্গে পড়লেন, তার কারণ আপনি অনুমান করতে পারেন?'

'আমার ধারণা, এর সঙ্গে মিঃ হুগো ট্রেন্টের কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।'

'হুগো ট্রেন্টের সঙ্গে? কেন, কেন আপনার একথা মনে হলো জানতে পারি?'

'সঠিক করে কিছু বলতে পারি না, তবে গতকাল দুপুরে স্যার হুগো দা সেভেনিক্সের (আমার আশঙ্কা, এই ভদ্রলোক সততা রক্ষা করতে পারেননি) প্রসঙ্গ উঠলে স্যার গারভেজ বলেন, আমার বোন তার স্বামীর পরিবারের হুগো নামটাই ব্যবহার করতে পারে তার পুত্র সন্তানের ব্যাপারে। আমাদের পরিবারের সব সময়েই

এ নামটা অসাফল্যের স্বাক্ষর বহন করছে। আমার কোনও নিশ্চয়ই জানতো, কোনো ভাবেই ভালো হয়ে উঠতে পারে না।'

'এ পর্যন্ত আপনি আমাদের যা বললেন সবই পরামর্শমূলক।' পোয়ারো জোর দিয়ে আরো বললেন, 'এটা আমার কাছে একটা নতুন আলোর পথ দেখিয়ে দিলো যেন।' একটু থেমে সে আবার বললো, 'মাদামোয়াজেল, আপনি তো এখানে একজন নবাগতা, মাত্র দু'মাস হলো এখানে এসেছেন। তবু আমি বলবো, এটা অনুমানও ধরে নিতে পারেন, এ দু'মাসে এই পরিবার ও এ বাড়ির ব্যাপারে আপনার অভিমতটা জানালে আমাদের তদন্তের কাজে বিশেষ উপকার হতে পারে।'

'আমি তাহলে খোলাখুলি ভাবেই বলছি', মিস লিনগার্ড কোনো ভূমিকা না করেই বললো, 'আমার কেন জানি না মনে হয়েছে, আমি বোধহয় একটা পাগলা-গারদে প্রবেশ করেছি। যেমন ধরা যাক, লেডী সেভেনিক্স-গোরের অভিযোগ মতো এ বাড়িতে তিনি যে সব দৃশ্য লক্ষ্য করে থাকতেন তা আমাদের চোখে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বটে! আর স্যার গারভেজ তো নিজেকে সব সময় সম্রাট বলে মনে করতেন। এমন মানুষের সংস্পর্শে এর আগে কখনো আসিনি। অবশ্য মিস সেভেনিক্স একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মহিলা, অত্যন্ত দয়ালু এবং চমৎকার মহিলা। তাঁর মতো মেয়ে হয় না। অন্য দিকে স্যার গারভেজ ছিলেন পাগল। ইগোতে ভুগতে ভুগতে দিনকে দিন তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল ইদানিং।'

'আর অন্যেরা?'

'আমার ধারণা স্যার গারভেজের সঙ্গে থাকাকালীন মিঃ, বারোজের সময়টা ইদানীং খুব খারাপ যাচ্ছিল। পারিবারিক ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করার পর তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। যাক স্যার গারভেজ এ কাজে ব্যস্ত থাকলে তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। স্যার কর্ণেল বারির মুখ সব সময়ই হাসিখুশিতে ভরা থাকতো। লেডী সেভেনিক্স-গোরের প্রতি অনুগত সে, স্যার গারভেজের সঙ্গে তার একটা ভালো বোঝাপড়া ছিলো। মিঃ টেন্ট, মিঃ ফর্বস আর মিস কার্ডওয়েল খুব অল্পদিনই এখানে এসেছিলেন। তাই ওদের ব্যাপারে আমি খুব বেশী কিছু জানি না।'

'ধন্যবাদ মাদ্‌মোয়াজেল্‌। আর এজেন্ট ক্যাপ্টেন লেক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'ওহো, তিনি খুব ভালো লোক। সবাই তাকে পছন্দ করে থাকে।'

'সেই সঙ্গে স্যার গারভেজ?'

'হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তাঁর মতো ভালো এজেন্ট তিনি নাকি এর আগে কখনো পাননি। অবশ্য স্যার গারভেজের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোন অসুবিধে বোধ করছিল ক্যাপ্টেন লেক। তবে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নেয় সে।'

পোয়ারো তার কথাগুলো শুনতে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে। তার কথা শেষ হতেই পোয়ারো বলে উঠলো। 'একটা কথা আমি সেই থেকে জিজ্ঞেস

করবো ভাবছিলাম—কিন্তু এখন ঠিক মনে পড়ছে না। স্যার গারভেজকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'তাঁর ঘরে চায়ের সময়। তখন তাঁকে বেশ স্বাভাবিক দেখেছিলাম।'

'চা পানের পর স্যার গারভেজ কোথায় যান?'

'রোজকার অভ্যাস মতো মিঃ বারোজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্টাডিরুমে যান। তাঁকে সেই শেষবারের মতো দেখি। তারপর আমি আমার ছোট ঘরে গিয়ে সাতটা পর্যন্ত স্যার গারভেজের দেওয়া নোট টাইপ করি। তারপর আমি ওপরতলায় উঠে যাই। নৈশভোজের পোষাক বদল করার জন্যে।'

'শুনেছি, আপনি নাকি গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ আমি তখন ঘরে ছিলাম। গুলির আওয়াজের মতো একটা শব্দ শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে ছুটে যাই। মিঃ ট্রেন্ট জিজ্ঞেস করছিল, নৈশভোজে স্যাম্পেনের ব্যবস্থা আছে কিনা। ব্যাপারটা গভীর ভাবে চিন্তা করার কথা আমাদের কারোর মাথায় তখন আসেনি। আমরা ভাবলাম, সামনের রাস্তায় কোনো গাড়ি থেকে ব্যাকফায়ারের শব্দ হয়তো ভেসে এলো।'

'মিঃ ট্রেন্টকে আপনি বলতে শুনেছেন, খুনের সম্ভাবনা সব সময় লেগেই থাকে?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই বলেছিল বটে সে—তবে অবশ্যই ঠাট্টা করে বলে থাকবে।'

'তারপর?'

'আমরা সবাই এখানে এসে হাজির হই। আমার ধারণা প্রথমে আসে মিস সেভেনিক্স-গোরে, তারপর মিঃ ফোর্বস। আর তারপর কর্ণেল বারি ও লেডী সেভেনিক্স-গোরে একসঙ্গে আসেন। তাঁরা আসার পরেই মিঃ বারোজ আসেন।'

'প্রথম ঘণ্টা বাজার পরেই কি তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে স্যার গারভেজের সময় জ্ঞান ছিলো প্রখর। আর তার ভয়েই বাড়ির অন্য সবাই সময় মতো হলঘরে এসে প্রবেশ করতো। এমন কি এক এক সময় স্যার গারভেজ প্রথম ঘণ্টা পড়ার আগেই হলঘরে এসে হাজির হলেন।'

'কিন্তু আজ সেই গারভেজকে অনুপস্থিত দেখে আপনারা আশ্চর্য হননি?'

'হ্যাঁ, খুবই অবাক হয়েছিলাম বৈকি!'

'হ্যাঁ, এবার সেই কথাটা আমার মনে পড়েছে।' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পোয়ারো বললেন, 'আজ সন্ধ্যায়, আমার এবার মনে পড়ছে, স্নেলের ডাক শুনে আমরা সবাই স্টাডিরুমের দিক দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে একটা কিছু কুড়িয়ে নেন, কি সেটা?'

'আমি?' মিস লিনগার্ডের দু'চোখে গভীর বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ঠিক স্টাডিরুমের দিকে যাওয়ার করিডোরটা বাঁক নিতে গিয়ে একটা ছোটো উজ্জ্বল জিনিষ—'

'কি অদ্ভুত ব্যাপার—আ-'র ঠিক মনে পড়ছে না। এক মিনিট— হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে। ঠিক মনে ছিলো না। দেখি সেটা হয়তো আমার কাছেই আছে।' সাটিনের ব্যাগটা খুলে তার সংগ্রহ জিনিষগুলো বার করে টেবিলের ওপর রাখলো সে।

পোয়ারো এবং মেজর রিডল কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকালো সেই জিনিষগুলোর ওপর। পাউডার মাখানো দু'টি রুমাল, এক গুচ্ছ চাবি, চশমার একটা খাপ, আর একটা জিনিযের ওপর পোয়ারোর লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলো এক সময়।

'বুলেট!' বললো মেজর রিডল।

জিনিষটা অবশ্যই বুলেটের মতো দেখতে, তবে আসলে সেটা একটা ছোট্ট পেন্সিল।

'এই হলো আমার সংগ্রহের জিনিষ', বলল মিস লিনগার্ড, 'কথাটা আপনাদের বলতে একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'মিস লিনগার্ড আপনি জানেন এগুলো কার?'

'ও হ্যাঁ, কর্ণেল বারির। তাঁর ধারণা, এই রকম একটা বুলেট দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়, কিংবা কার্যক্ষেত্রে সেটা তাঁর গায়ে আদৌ লাগেনি। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন—দক্ষিণ আমেরিকার যুদ্ধে—'

'আপনি জানেন, তাঁর হাতে এটা কখন দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, জানি বৈকি, দুপরে ব্রীজ খেলার সময়। ওই পেন্সিল দিয়েই তিনি ব্রীজ খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ করছিলেন।'

'কারা কারা ব্রীজ খেলছিল?'

'কর্ণেল বারি, লেডী সেভেনিক্স-গোরে, মিঃ ট্রেণ্ট আর মিস কর্ডওয়েল।'

'এটা আমরা আপাতত আমাদের কাছে রেখে দিচ্ছি', বললেন পোয়ারো, 'আমরাই এটা কর্ণেলকে ফিরিয়ে দেবো।'

'হ্যাঁ, সেই করুন। আমার এমন ভুলো মন যে, ওটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। ছিঃ ছিঃ—'

'মাদ্‌মোয়াজেল, এখন আপনি যদি ফিরে গিয়ে কর্ণেল বারিকে এখানে একবার আসতে অনুরোধ করেন তো খুব ভালো হয়।'

'নিশ্চয়ই আমি এখুনি তাঁর খোঁজ করে দেখছি।'

মেয়েটি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওদিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে পোয়ারো।

'আজকের ঘটনাটা এইভাবে শুরু করা যাক্‌', দুপুরের ঘটনাগুলো এক এক করে সাজিয়ে নিয়ে বলতে থাকে সে, 'আড়াইটের সময় ক্যাপ্টেন লেকের সঙ্গে হিসাবপত্র নিয়ে আলোচনায় বসেন স্যার গারভেজ। ব্যবস্থাটা আগে থেকেই করা ছিল হয়তো। তিনটের সময় মিস লিনগার্ডের সঙ্গে তিনি বই লেখার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন তাঁর মনটা খুব বিক্ষিপ্ত ছিলো। মিস লিনগার্ডের ধারণা

হলো। ট্রেন্টের ব্যাপারে কয়েকদিন থেকেই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আবার চায়ের সময় তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। গডফ্রে বারোজ বলেছে, চায়ের পর তাঁরে আরো স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তারপর আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় তিনি নিচে নেমে এসে স্টাডিরুমে গিয়ে একটা চিরকুটে ছোট একটা শব্দ লেখেন— 'দুঃখিত।' আর তারপরেই তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি', ধীরে ধীরে বললো রিডল। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'

'স্যার গারভেজের মনে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটাটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা নিয়মমাফিক কাজে যোগ দেওয়া—ভয়ঙ্কর ভাবে মানসিক বিপর্যয়—তারপরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া—খানিক পরেই আরো বেশী উজ্জীবিত হয়ে ওঠা! এ সবই অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আর তারপরেই তিনি সেই প্রবাদ বাক্যটি উচ্চারণ করেন—অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। তার মানে আমার এখানে আসাটা অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কথাটা খুবই খাঁটি। সত্যি আমি তো এখানে অনেক দেরীতে এসে হাজির হয়েছি—তাকে জীবিত অবস্থায় দেখা আমার আর হলো না।'

'তাই বুঝি। সত্যিই আপনি এ সব কথা চিন্তা করেন?'

'তিনি আমাকে কেন যে এখানে ডেকে আনলেন, সেই কারণটা যে কোনোদিন জানা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

পোয়ারো তার বক্তব্য শেষ করার পরেও ঘরের মধ্যে আগের মতোই পায়চারি করতে থাকলেন। মাঝে মাঝে ঘরের মেন্টলপীসের ওপর রাখা দু'একটি জিনিষের দিকে তাকিয়ে দেখছিল স্থির চোখে। দেওয়ালে টাঙ্গানো কার্ডটেবলটা পরীক্ষা করে দেখলো সে, যেটার ড্রয়ার খুলে তার ভেতর থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত একটা কার্ড বার করে নিলো। তারপর সে লেখার টেবিলের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে তার পাশে রাখা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের ওপর ছোট ছোট চোখ করে তাকালো। সেখানে একটা পেপার-ব্যাগ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না। সেটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন পোয়ারো। নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কমলালেবুর গন্ধ।' তারপর সে সেই পেপার ব্যাগের ওপর লেখাগুলো পড়তে শুরু করলো— কার্পেন্টার এ্যান্ড সন্স, ফলবিক্রেতা, হ্যামবোরের স্ট্রীট, কেরি। সেটা কুড়তে যাবে ঠিক সেই সময় কর্ণেল বারি ঘরে এসে ঢুকলো।

□ আট □

চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো কর্ণেল, 'এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার রিডল। চমৎকার ভদ্রমহিলা লেডী সেভেনিঙ্ক-গোরে! সাহসের একটুও ঘাটতি নেই।'

পোয়ারো নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন তারপর কর্ণেলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার অনুমান, অনেক বছর থেকে আপনি ওঁকে চেনেন, তাই না?'

'হ্যাঁ অবশ্যই। তখন উনি মাথায় গোলাপ ফুল গুঁজতেন, আমার বেশ মনে আছে, সাদা ফোলানো-ফাঁপানো পোষাকে চমৎকার মানাতো ওঁকে। ওকে তখন কেউ স্পর্শ করতে পারতো না।'

সেই ছোট্ট পেন্সিলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন পোয়ারো, 'আমার অনুমান, এটা আপনারই।'

'কি এটা? ওঃ ধন্যবাদ।'

'জানতে পারলাম, চায়ের আগে আপনি ব্রীজ খেলছিলেন', বললেন পোয়ারো, 'চা খেতে আসার সময় স্যার গারভেজের মনের অবস্থা কি রকম ছিলো বলতে পারেন?'

'স্বাভাবিক—খুবই স্বাভাবিক। মনেই হয় নি যে ওই মানুষটিই খানিক পরে নিজেকে খতম করার স্বপ্ন দেখছিলেন তখন। তাছাড়া সম্ভবত স্বাভাবিক সময় থেকে সেই সময় ওঁকে দারুণ উজ্জীবিত দেখাচ্ছিল। এখন ভেবে দেখতে হচ্ছে, হঠাৎ ওঁর এই পরিবর্তনই বা কেন?'

'আপনি ওঁকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'কেন চা খাওয়ার সময়!'

'নৈশভোজে যোগ দিতে আপনি কখন আসেন?'

'প্রথম ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর।'

'কর্ণেল বারি, আশাকরি আপনি কিছু মনে করবেন', মেজর রিডল এই প্রথম মুখ খুললো, 'আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। সিনথেটিক প্যারাগন রাবার কোম্পানির ব্যাপারে স্যার গারভেজের সঙ্গে আপনার বচসা হয়েছিল?'

হঠাৎ কর্ণেলের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। যাইহোক, কোন রকমে সামলে নিয়ে উত্তর দিলো সে, 'মোটেই দ্বন্দ্ব নয়, মোটেই নয়। জানেন, বৃদ্ধ গারভেজ ছিলেন একজন অবিবেচক লোক। তিনি মনে করতেন কোনো কিছুতে তিনি হাত দিলেই সেটা সোনা হয়ে যাবে। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না এখন সারা বিশ্বে ব্যবসার অস্থিরতা চলছে। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

'তাহলে ধরে নিতে হয় যে, এ ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে একটু মন কষাকষি চলছিল।'

'কোনো মন কষাকষি ব্যাপার নয়। আসলে অবিবেচক গারভেজ তেমনি পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই মোকাবিলা করতে চাইছিলেন না।'

'তাঁর এই লোকসানের জন্যে আপনার ওপর দোষারোপ করেছিলেন তিনি?'

'গারভেজ ঠিক সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ ছিলো না। ভান্ডা সে কথা জানতো। তবে সব সময় সে তাঁকে মানিয়ে নিতো। তাই ব্যাপারটা আমি তাঁর স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিই।'

এই সময় পোয়ারো কেসে উঠলো। মেজর বিডল চকিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে প্রসঙ্গ বদল করে বললো 'কর্ণেল বারি, আমি জানি, গার্ভেজ পরিবারের সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ আপনার। স্যার গারভেজ তাঁর সঞ্চিত অর্থ কি ভাবে বণ্টন করে গেছেন জানেন?'

'হাঁ আমি অনুমান করতে পারি, তাঁর অর্থের সিংহ ভাগ গেছে রুথের পক্ষে।'

'আপনার কি মনে হয় না, এর ফলে হুগো ট্রেন্টের ওপর অবিচার করা হয়েছে?'

'হুগোকে পছন্দ করতেন না গারভেজ। আর তাকে কখনো সহ্যও করতে পারতেন না।'

'কিন্তু তাঁর পারিবারিক জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিলো। হাজার হোক মিস সেভেনিক্স গোরে তাঁর পালিত-কন্যা।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললো কর্ণেল বারি, 'দেখুন এখানে আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। অত্যন্ত গোপনীয় খবর, বাইরে যেন প্রকাশ না পায়।'

'অবশ্যই—অবশ্যই।'

'রুথ হলো অবৈধ সন্তান তবে সেভেনিক্স গোরে পরিবারের রক্ত তার দেহে অবশ্যই আছে। স্যার গারভেজের ভাই এ্যান্থনির মেয়ে সে, যিনি যুদ্ধে নিহত হন। শোনা যায়, একজন টাইপিস্ট গার্লের সঙ্গে এ্যান্থনির অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। যুদ্ধে তিনি নিহত হওয়ার পর মেয়েটি ভান্ডাকে চিঠি লিখে খবরটা দেয়। ভান্ডা তাকে দেখতে যায়—মেয়েটি তখন সন্তান সম্ভবা ছিলো। সঙ্গে স্যার গারভেজও গিয়েছিলেন। ভান্ডা তাঁকে বোঝায়, সে কোনোদিন মা আর হতে পারবে না। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁরা রুথকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্মের পর। মেয়েটিকে ওঁরা নিজেদের মেয়ের মতো করে ঘরে এনে তোলে। আপনাদের এখন তাকে সেভেনিক্স-গোরের মেয়ের চোখেই দেখতে হবে, বুঝলেন!'

'আঃ', বললো পোয়ারো, 'এখন স্যার গারভেজের মনোভাব অনেকটা স্পষ্ট। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি মিঃ হুগোকে সহ্যই না করতেন, তাহলে কেনই বা তিনি মিস রুথের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন?'

'পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে।'

'তা সত্ত্বেও তিনি সেই যুবকটিকে পছন্দ কিংবা বিশ্বাস করতে পারতেন না?'

কর্ণেল বারি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'আপনি ঠিক সেই বৃদ্ধ গারভেজকে বুঝতে পারছেন না। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে জ্ঞান করতেন না। নিজের স্বার্থটাই বেশী ভালো বুঝতেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন রুথ ও হুগোর বিয়ে হোক। হুগোকে সেভেনিক্স-গোরের পদবী নিতে হবে। এ ব্যাপারে হুগো আর রুথ কি চিন্তা করলো তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না।'

'তা মিস রুথ এ বিয়েতে রাজী ছিলেন?'

'না। সে একজন দুর্নীতিগ্রস্থ মহিলা।'

'আপনি কি জানেন স্যার গারভেজ তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তাঁর আগের উইল বদলাতে যাচ্ছিলেন, তাঁর নতুন উইলে মিস সেভেনিক্স-গোর তাঁর সম্পত্তির অধিকারিনী হবে একটা শর্তে যদি সে তাঁর মনোনীত মিঃ ট্রেন্টকে বিয়ে করে তবেই।'

কর্ণেল বারি শিষ দিয়ে উঠলো 'তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মিস রুথ ও বারোজের—'

কথাটা শেষ করার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে গেলো কর্ণেল বারি।

'তবে কি মাদমোয়াজেল রুথ আর যুবক মঁসিয়ে বারোজের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটু ছিলো?'

'সম্ভবতঃ কিছুই নয়—আদৌ কিছু নয়।'

মেজর রিডল একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে বললো, 'কর্ণেল বারি, আমার মতে আপনি যা জানেন সব খুলে বলা উচিৎ। এতে স্যার গারভেজের মনের খবর আমরা পেতে পারি।'

'আমিও তাই মনে করি?' বললো কর্ণেল বারি, 'তাহলে সত্যি কথাই বলি শুনুন, যুবক বারোজ খারাপ দেখতে নয়—অন্তত মেয়েরা সেইরকমই মনে করে থাকে। সে এবং রুথ একটু দেরীতে হলেও তারা এ ওকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ওদের সেই অন্তরঙ্গতা স্যার গারভেজ পছন্দ করতে পারেননি, একেবারেই নয়। আবার বারোজকে তিনি কাজ থেকে ছাড়িয়েও দিতে পারছিলেন না ভয়ে কিনা কে জানে। আর তিনি এও জানতেন, রুথ কাকে পছন্দ করে। জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়াও যায় না। আবার প্রেমের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করার মেয়েও নয় সে। অর্থের প্রতি তার দারুণ লোভও ছিলো।'

'তা আপনি নিজে মিঃ বারোজকে পছন্দ করেন?'

কর্ণেল তার মতামত জানাতে গিয়ে বললো, গডফ্রে বারোজের পায়ের গোড়ালিতে সামান্য একটু চুল আছে। তার এ ধরণের কথা পোয়ারোকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ করে দিলো। কিন্তু মেজর রিডলের ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

এরপর আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কর্ণেল বারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চিন্তামগ্ন পোয়ারোর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলো, 'মিঃ পোয়ারো, এর থেকে আপনার কি ধারণা জন্মালো?'

'আমি একটা প্যাটার্ন—একটা অতি প্রয়োজনীয় ছবি যেন দেখতে পাচ্ছি।'

'সেটা খুবই শক্ত ব্যাপার—' বললো রিডল।

'হ্যাঁ, কাজটা খুবই শক্ত বটে। তবে যতো ভাবছি, ততই যেন সেই শক্ত বাধাটা একটু একটু করে অতিক্রম করছি।'

'সে কি রকম?'

'হুগো, ট্রেন্টের সেই মন্তব্যটা—খুনের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই থাকে... ..'

'হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি সেই থেকে কথাটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন।'

'প্রিয় বন্ধু, আমরা যতো জানবো, ততোই আমরা এই আত্মহত্যার মোটিভ থেকে দূরে সরে যাবো। এ ব্যাপারে আপনি কি আমার সঙ্গে একমত নন? তবে খুনের ক্ষেত্রে আমরা এক বিস্ময়কর মোটিভ সংগ্রহ করতে পেরেছি।'

'তবু আপনাকে মনে রাখতে হবে—ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো, চাবিটা মৃত ব্যক্তির পকেটে ছিলো। তবে হ্যাঁ আমি জানি, পথ এবং জানার উপায় দুটোই এক্ষেত্রে বর্তমান। বাঁকানো পিন, দড়ি—এ ধরণের সব সরঞ্জাম। আমার মনে হয় এগুলোর সাহায্যে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু ওগুলো সত্যি সত্যি কি কাজ করবে? আর সেই কারণেই আমার খুব সন্দেহ হয়. ....'

'সে যাইহোক, কেসটা আত্মহত্যা নয় খুনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

'ওহো ঠিক আছে। আপনি যখন এ দৃশ্যে রয়েছেন, সম্ভবতঃ খুনই হবে।'

এক মুহূর্তের জন্যে হাসলো পোয়ারো। 'এ ধরণের মন্তব্য আমার খুব পছন্দ।'

তারপর সে আবার গম্ভীর হয়ে বললো, 'আসুন খুনের নিরীখে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। গুলির শব্দ শোনা গেছে। ও দিকে হলের মধ্যে চার ব্যক্তি ছিলো—মিস লিনগার্ড, হুগো ট্রেন্ট, মিস কর্ডওয়েল এবং স্নেল। অন্যেরা সব কোথায় ছিলো তখন?'

'বারোজের জবানবন্দী মতো লাইব্রেরীতে ছিলো সে। তার কথার সত্যতা যাচাই করার মতো কেউ নেই। সম্ভবতঃ অন্যেরা যে যার ঘরে ছিলো তখন, কিন্তু সত্যি যে যে যার ঘরে ছিলো, কে বলতে পারে? দেখা যাচ্ছে, সবাই আলাদা আলাদা ভাবে নিচে নেমে এসেছিল। এমন কি লেডী সেভেনিক্স-গোরে ও বারি দুজনে মুখোমুখি হন ডাইনিং-রুমে। প্রশ্ন হলো বারি কোথা থেকে এসেছিল? এও তো হতে পারে, ওপরতলা থেকে না এসে সে এসেছিল স্টাডি-রুম থেকে? সেই পেন্সিলটার কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

'হ্যাঁ, সেই পেন্সিলটা বেশ রহস্যজনক। সেটা তাকে ফেরত দিতে গেলে কোনো রকম উচ্ছ্বাস দেখালো না সে। কারণ সে জানেই না, ওটা আমি কোথ্থেকে পেয়েছি, আর সেও জানে না, কোথায় সে ফেলে গিয়েছিল পেন্সিলটা। এখন দেখতে হবে পেন্সিলটা ব্যবহার করার সময় কে কে ব্রীজ খেলছিল? হুগো ট্রেন্ট ও মিস কর্ডওয়েল, এক্ষেত্রে তাদের দুজনকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। মিস লিনগার্ড এবং বাবুর্চি তাদের এ্যালিবি প্রমাণ করতে পারবে। এখন চতুর্থজন হলেন লেডী সেভেনিক্স-গোরে।'

'আপনি তাকে সন্দেহ করতে পারেন না।'

'কেন নয় বন্ধু? আমি সবাইকেই সন্দেহ করতে পারি। তার কারণ ধরুণ না কেন,

স্বামীর প্রতি গভীর ভাবে অনুগত হয়েও লেডী সেভেনিক্স সত্যিকারের ভালবাসেন ববিকে। এটা কি তাঁর বিশ্বাস যোগ্যতার পরিচয়? আর সেই কারণেই স্যার গারভেজ এবং কর্ণেল ববির মধ্যে মন কষাকষি চলছিল।'

'এ কথা সত্যি যে, স্যার গারভেজ-এর মনোভাব একটা বিশ্রী দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল। তার থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায়, সে পথ আমাদের জানা নেই। আপনাকে ডেকে পাঠানোর মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কোনো প্রচার চাননি, এই কারণে যে, তাঁর এত সন্দেহ ছিলো, যদি তাঁর স্ত্রী এ ব্যাপারে জড়িত থাকেন? হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। আর সেই কারণেই কি স্বামীর মৃত্যুর পর লেডী সেভেনিক্স-গোরে তাঁর মৃত্যুটা শান্তভাবে গ্রহন করলেন? তাঁর চোখে-মুখে তার কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যা কিছু পরিবর্তন, সে সব হয়তো তার অভিনয়ও হতে পারে!'

'তারপর আরো জটিলতা আছে', বললেন পোয়ারো, 'মিস সেভেনিক্স-গোরে বারোজ। তাদের স্বার্থ হলো, নতুন উইলে স্যার গারভেজ যাতে সই করতে না পারেন। কারণ এই নতুন উইলে লেখা থাকতো, বিয়ের পর তার স্বামীকে সেভেনিক্স-গোরে পরিবারের পদবী গ্রহণ করতে হবে, এটা একটা প্রধান শর্ত স্যার সেভেনিক্স সম্পত্তির অধিকারিণী হতে গেলে।'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় স্যার গারভেজের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারোজ বলেছিল, তাঁকে নাকি খুব উৎফুল্ল এবং বেশ উজ্জীবিত দিখাচ্ছিল, যা অন্যদের বক্তব্যের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি নেই।'

'আর মিঃ ফর্বসকে নিয়ে কি করা যায়? তার আইন প্রতিষ্ঠানটি বহু বছরের পুরনো, আরো পুরনো তার ক্লায়েন্ট স্যার সেভেনিক্স-গোরে। অথচ তাঁর আর্থিক দিকটার ব্যাপরে তিনি যেন একেবারে অনভিজ্ঞ। এটা কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়?'

'পোয়ারো, আপনার কথাগুলো অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ।'

'আমি যা বলি তাই চিন্তা করুন, ঘটনাটা ছবির মতোন নয় কি? কিন্তু মেজর রিডল, কৌতুকের ব্যাপার হলো, জীবনটা এক এক সময় ছবির মতো মনে হয়।'

'ওয়েস্টশায়েরে এরকম ছবি খুব একটা দুষ্প্রাপ্য নয় কি?' বললো চীফ কনস্টেবল, 'বাকী লোকেদের সাক্ষাৎকার নিয়ে নেওয়া যাক। আপনার কি মনে হয়? এমনিতেই বেশ দেরী হয়ে গেছে। রুথ সেভেনিক্সকে আমরা কেউ এখনো দেখিনি। সম্ভবতঃ ওর জবানবন্দী এই কেসের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে।'

'আমি একমত। মিস কর্ডওয়েলও রয়েছে। সম্ভবত তার জবানবন্দীই আমাদের প্রথম নেওয়া উচিৎ। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে—মিস কর্ডওয়েলের জবানবন্দী নিতে খুব বেশী সময় লাগবে না। তারপরেই মিস সেভেনিক্স-গোরের জবানবন্দী নেওয়া যেতে পারে।'

'এটা একটা খুব ভালো মতলব!'

নয়

সেদিন সন্ধ্যায় সুসান কর্ডওয়েলকে ভাসা ভাসা চোখে দেখেছিল পোয়ারো। এখন সে তাকে খুব কাছ থেকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষন করছিল। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, ভাবলো সে, খুব একটা ভালো দেখাতে না হলেও মেয়েটির মুখে একটা আলগা শ্রী ছিলো, যা যে কোনো সুন্দরী মেয়ের হিংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তার কাঁধ ছুঁই-ছুঁই চুলগুলোর মধ্যে যাদু ছিলো। তার চোখ দুটি, পোয়ারোর মনে হলো, সব সময় সজাগ যেন।

কয়েকটা প্রাথমিক প্রশ্নের পর মেজর স্পিন্ডল বললো, 'মিস কর্ডওয়েল, জানি না, এই পরিবারের সঙ্গে আপনি কতোটা ঘনিষ্ঠ?'

'আমি তাঁদের সবাইকে চিনিও না। হুগোই আমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

'তাহলে তুমিই এখন হুগো ট্রেন্টের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, এখানে আমার এটাই একমাত্র পরিচয়। আমি হুগোর মেয়ে বন্ধু।' বলেই হাসলো সে।

'ওঁর সঙ্গে কি আপনার কি অনেক দিনের পরিচয়?'

'ওহো না, না—মাত্র এক মাসের মতো হবে।' একটু থেমে মেয়েটি আবার বললো, 'আমি এখন ওর বাগদত্তা।'

'আর সে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে?'

'না, সেরকম কিছু নয়। বরং আমাদের ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করে আসছি। আমি এখানে এসেছি নজর রাখার জন্যে। হুগো আমাকে বলেছিল, এটা নাকি একটা পাগলখানা। তাই ভাবলাম নিজের চোখে জায়গাটা দেখে যাই। বেচারা হুগো ভালো প্রেমিক হলে হবে কি, তার মাথার বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে কিছুই নেই বুঝলেন। এখন আমাদের অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। আমার কিংবা হুগোর কারোর হাতেই টাকা নেই। স্যার গারভেজ, হুগোর প্রধান আশা-ভরসা, রুথের সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। জানেন হুগো একটু দুর্বলচিত্তের মানুষ। টাকার জন্যে সে হয়তো এই বিয়েতে রাজী হয়ে যেতে পারতো।'

'তাই আপনি নিজের চোখে প্রেমিককে পাহারা দেবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন এখানে?'

'হুঁ।'

'সাচ্চা প্রেমেও ভয়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! হুগো ঠিকই বলেছিল। পরিবারের সবাই প্রায় পাগল কেবল রুথ ছাড়া যাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে আমার মনে হয়েছে। মেয়েটির নিজের এক বয়-ফ্রেন্ড আছে।'

'আপনি কি এপ্রসঙ্গে মিঃ বারোজের কথা উল্লেখ করছেন?'

'বারোজ? অবশ্যই নয়। তার মতো একটা বাজে লোকের প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে কথ নয়।'

'তাহলে তাঁর সেই প্রেমিক প্রবরটি কে?'

'তা কথকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়। হাজার হোক এ আমার ব্যাপার নয়।'

এবার মেজর রিডল জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার গারভেজকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'চায়ের সময়।'

'তখন তাঁকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়েছিল?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো কর্ডওয়েল, 'স্বাভাবিকের থেকে বেশী কিছু নয়।'

'চায়ের পর কি করেছিলেন?'

'হুগোর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলি।'

'গুলির শব্দের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?'

'দেখুন, সেটা একটা কিরকম অদ্ভুত ব্যাপার যেন। প্রথমে ভেবেছিলাম; বুঝি নৈশভোজের প্রথম ঘণ্টা। তাই আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে যাই পোষাক পাল্টানোর জন্যে। তারপর আর একটা ঘণ্টা বাজতেই নিচে চলে আসি। হুগো আসার আগেই চলে এসেছিল। ওর ধারণা ছিলো, গুলির শব্দটা স্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার মতো! কিন্তু স্নেল বলে, আমার মনে হয় না, শব্দটা ডাইনিং-রুম থেকে এসেছে। মিস লিনগার্ডের ধারণা, শব্দটা ওপরতলা থেকে এসেছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলাম, শব্দটা রাস্তার কোনো গাড়ির ব্যাক-ফায়ার থেকে হবে হয়তো। এরপর আমরা সবাই কথাটা বেমালুম ভুলে যাই।'

'স্যার গারভেজ যে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করতে পারেন, কথাটা একবারও আপনাদের কারোর মনে হয়নি?' জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো।

'আমি আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করছি, এরকম একটা অশুভ চিন্তা আমাদের মনে আসতে পারে। কি কারণে? লোকটাকে আমরা সবসময় হাসি-খুশিতে ভরা থাকতে দেখেছি। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি, বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ কাজ করতে পারেন!'

'এ এক অশুভ ঘটনা বটে—'

'অত্যন্ত অশুভ—হুগো এবং আমার ক্ষেত্রে তো বটেই। আমি দেখেছি, হুগোর জন্যে বস্তুত তিনি কিছুই রেখে যান নি।'

'এ কথা কে আপনাকে বলেছে?'

'বৃদ্ধ ফর্বস-এর কাছ থেকে হুগো জেনেছিল।'

'ঠিক আছে মিস কর্ডওয়েল' একটু থেমে মেজর রিডল বললো, 'আমার মনে হয়, এই যথেষ্ট। আপনার কি মনে হয় এখানে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার মতো সুস্থ আছেন কিনা সেভেনিক্স-গোরে?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। ঠিক আছে ফিরে গিয়ে আমি ওকে বলবো।'

পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এক মিনিট মাদমোয়াজেল, এটা আপনি এর আগে কখনো কি দেখেছেন?' এই বলে সেই বুলেট-পেন্সিলটা পকেট থেকে বার করে দেখালো সে তাকে।

'ও হ্যাঁ, ব্রীজ খেলার সময় কর্ণেল বারিকে ওটা ব্যবহার করতে দেখেছিলাম স্কোর লেখার জন্যে।'

'রাবার জেতার পরেও তিনি এটা নিয়েছিলেন?'

'না, আমার ঠিক খেয়াল নেই।'

'ধন্যবাদ মাদ্‌মোয়াজেল ব্যাস এই পর্যন্ত। আপনি এখন যেতে পারেন।'

'ঠিক আছে, রুথকে আমি বলবো—'

রানীর মতো সেজে গুজে ঘরে এসে ঢুকলো সেভেনিক্স-গোরে। তবে তার চোখ দুটো সুসান কর্ডওয়েলের মতোই সজাগ, সতর্ক তার দৃষ্টি। কাঁধের ওপর গোলাপ, এক ঘণ্টা আগে ওটা টাটকা ছিলো।

'ভালো কথা', রুথই নিজের থেকে প্রথমে মুখ খুললো, 'আপনারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত', শুরু করলো মেজর রিডল।

তার কথায় বাধা দিয়ে রুথ বলে উঠলো। 'অবশ্যই আমাকে বিরক্ত করবেনই তো। শুধু আমাকে কেন সবাইকে। তবে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেন যে আত্মহত্যা করতে গেলেন, বুঝতে পারছি না। শুধু এই কথাই বলবো, তাঁর মনটা অতো দুর্বল ছিলো না।'

'না, সেরকম কিছু দেখিনি—'

'আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন তাঁকে?'

'চায়ের সময়।'

এবার পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, 'পরে আপনি তাঁর স্টাডিরুমে যাননি?'

'না। তাঁকে আমি শেষবার দেখি এই ঘরে, ওই চেয়ারের ওপর বসে থাকতে।'

'তাই বুঝি? মাদ্‌মোয়াজেল, দেখুন তো এই পেন্সিলটা আপনি চিনতে পারেন কিনা?'

'কর্ণেল বারির পেন্সিল।'

'স্যার গারভেজ ও কর্ণেল বারির মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'আপনি কি প্যারাগন রাবার কোম্পানির কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমারো তাই মনে হয়। স্যার গারভেজের আশঙ্কা ছিলো ওই কোম্পানির পিছনে টাকা ঢেলে সবটাই লোকসানে গেছে।'

'খুব স্বাভাবিক', পোয়ারো এবার প্রসঙ্গ বদল করে বললো, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো—প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক বটে!'

'নিশ্চয়ই, আপনি যদি করেন—'

'প্রশ্নটা হলো এই রকম : আপনাব বাবার মৃত্যুতে আপনি দুঃখিত?'

স্থির চোখে তার দিকে তাকালো রুথ। 'হ্যাঁ, দুঃখিত বৈকি। বৃদ্ধ পিতাকে হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব। জানেন, বাবাকে আমি খুব ভালবাসতাম! হুগো আর আমি তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম। তবু সেই অপ্রিয় কথাটা না বলে থাকতে পারছি না। তিনি ছিলেন অপরিণত মস্তিষ্কের মানুষ। অসম্মান করা হবে, তবে বলতেই হচ্ছে, তার মাথা ছিলো কাদামাটিতে ভরা, ওঁর মতো বৃদ্ধ গর্ধভ কখনো দেখিনি।'

'মাদ্‌মোয়াজেল, আপনাব কথাগুলো বেশ আকর্ষণীয়।'

'তাহলে আরো শুনুন, বলতে খুব খারাপ লাগছে, তাঁর ব্রেনটা ছিলো কীটে ভর্তি, একথা খাঁটি সত্যি। মাথা খাটানোর যে কোনো কাজে তিনি ছিলেন অপদার্থ।'

পকেট থেকে সেই চিঠিটা বার করলেন পোয়ারো।

'এটা পড়ুন মাদ্‌মোয়াজেল।'

চিঠিটা পড়ে নিয়ে আবার পোয়ারোর হাতে তুলে দিলো রুথ। 'ও এই কারণেই আপনি এখানে এসেছেন।'

'এই চিঠিটা থেকে কিছু অনুমান করতে পারেন?'

'না', মাথা নেড়ে বললো মেয়েটি, 'সম্ভবত এটা খাঁটি সত্যি। বৃদ্ধ মানুষটিকে যে কেউ প্রতারণা করতে পারে।'

'হ্যাঁ, জন বলেছিল—আগের এজেন্টেও তাঁকে ঠকিয়েছিল। দেখুন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেমন ভালো লোকটি ছিলেন তেমনি আবার কম অহঙ্কারীও ছিলেন না।'

'কিন্তু মাদ্‌মোয়াজেল', পোয়ারো তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি আপনার একটু আগের ভাবধারা থেকে সরে আসছেন, আসছেন না? একটু আগে আপনি স্যার গারভেজকে মাথা-মোটা গর্দভ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, আর এখন—'

'ও হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, ভান্ডা (মানে আমার মা) তাঁকে পরিচালনা না করলে কবেই তিনি তলিয়ে যেতেন। তিনি এতো সুখ-ভোগ এবং বিলাসে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন যে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতেন না। শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি ঈশ্বরের দূত বলে মনে করতেন। এ ধরণের অহঙ্কারী লোকের মৃত্যু হওয়াতে আমি খুশি। এটাই তাঁর যোগ্য পুরস্কার—'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মাদ্‌মোয়াজেল।' পোয়ারো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে একটু রুক্ষস্বরেই বললো, আপনি কি জানেন, স্যার গারভেজ তার আগের উইল বদল করতে চলেছিলেন? নতুন উইলের শর্ত ছিল, কেবলমাত্র মিঃ হুগোকে আপনি যদি বিয়ে করেন, তবেই তার সম্পত্তির অধিকারী হবেন আপনি।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলো রুথ, 'যাইহোক, আইন অনুসারে বিতর্কিত জিনিসটা আইনের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি কাউকে হুকুম করতে পারেন না, অমুক লোককে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

'তিনি যদি সত্যি সত্যি তাঁর নতুন উইলে সই দিয়ে থাকেন, তাহলে মাদমোয়াজেল, সেই উইলের সর্তগুলো আপনি কি মানবেন?'

'আমি—আমি—' বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো রুথ। তারপর হঠাৎই সে তার কথার জের টেনে বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন!'

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন লেককে সাথে নিয়ে।

'এখন নিজেকে প্রকাশ করার সময় হয়ে গেছে', প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে চললো মিস রুথ, 'আপনাদের এখন জানা দরকার। তিন সপ্তাহ আগে জন আর আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।'

□ দশ □

তাদের দুজনের মধ্যে ক্যাপ্টেন লেককে অনেক বেশী বিহ্বল করে তুলেছিলো।

'এটা যে একটা বিরাট চমক মিস সেভেনিক্স-গোরে—মিসেস লেক, এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে', বললো মেজর রিডল, 'আপনাদের এই বিয়ের খবর কেউ জানেনা।'

'না, আমরা সবাইকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছি। প্রচারে জনেরও আপত্তি আছে।'

'আ—আ—আমি', একটু তোতলামি করে লেক এবার সাফাই গায়, 'আমি জানি এ অন্যায়, এ অন্যায়, আসলে কি জানেন, আমি তো একবার ঠিকই করে ফেলেছিলাম, সোজা স্যার গারভেজের কাছে গিয়ে বলি—'

রুথ তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'যদি তাঁর কন্যাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, আর উত্তরে তিনি তোমার মাথায় বুটের ঠোক্কর দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন, সেই সঙ্গে সম্ভবত তিনি আমাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও করতেন। আর আমরা তখন দুজনে বলাবলি করতাম—কি সুন্দর ব্যবহার না আমরা করেছি। বিশ্বাস করুন আপনারা', রুথ এবার পোয়ারো এবং রিডলের দিকে ফিরে বললো, 'আমার পথই ভালো ছিলো তাই না?'

তখনো লেককে অখুশি দেখাচ্ছিল। পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কখন খবরটা স্যার গারভেজের কাছে প্রকাশ করলেন?'

উত্তরে রুথ বললো, 'জমি তৈরী করছিলাম। আমার জনকে দিনকে দিন সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন তিনি। তাই আমি গডফ্রের দিকে ফেরাবার ভান করতে থাকি। তাতে কাজ হলো। আমি জানি, আমাদের বিয়ের খবরটা প্রকাশ হয়ে গেলে অনেকটা

বেহাই পাওয়া যেতে পারে। সেই মতো খবরটা আমি ভাভাকে দিয়েওছিলাম একেবারে শেষ দিকে। আমি তাঁকে আমার দিকে টানতে চেয়েছিলাম।'

'সফল হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। দেখুন, হুগোর সঙ্গে আমার বিয়েতে তাঁর খুব একটা উৎসাহ ছিলো না। কারণ সে আমার পিসতুতো ভাই বলে মনে হয়।'

'আপনি ঠিক জানেন, আপনাদের এই বিয়ের ব্যাপারে গারভেজ একটুও সন্দেহ প্রকাশ করেন?'

'ওহো, না, একেবারেই নয়।'

'ক্যাপ্টেন লেক, এটা কি সত্যি', পোয়ারো জিজ্ঞেস করলো, 'আজ বিকেলে স্যার গারভেজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আপনাদের বিয়ের প্রসঙ্গটা ওঠেনি?'

'না স্যার, ওঠেনি।'

'দেখুন ক্যাপ্টেন লেক, আমাদের কাছে একটা প্রমান আছে। আপনার সঙ্গে সময় কাটানোর পর স্যার গারভেজকে উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল, এমন কি তখন তাঁকে পরিবারের অসম্মানের কথা দু একবার বলতে শোনা গিয়েছিল।'

'বলছি তো ব্যাপারটা উল্লেখ করা হয়নি', লেক তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো বটে, তবে তার মুখটা যেন সাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল।

'আজ সন্ধ্যায় আটটা বেজে আট মিনিটের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কোথায় ছিলাম? কেন, আমার বাড়িতে। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে এখান থেকে আধ মাইল দূরে হবে।'

পোয়ারো এবার মেয়েটির দিকে ফিরলেন। 'মাদ্‌মোয়াজেল, আপনার বাবা আত্মহত্যা করার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'বাগানে।'

'বাগানে? গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?'

'ও, হ্যাঁ। কিন্তু ওভাবে আমি চিন্তা করিনি। ভাবলাম, ইঁদুর মারার জন্যে কেউ হয়তো ছোট গুলি ছুঁড়ে থাকবে। তবে এখন মনে হচ্ছে, শব্দটা আমার হাতের কাছ থেকেই এসেছিল।'

'কোন্ পথ দিয়ে আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'ঐ জানালাটা পেরিয়ে।' রুথ পিছন ফিরে ঘরের জানালাটা দেখালো।

'তখন এখানে কেউ ছিলো?'

'না। তবে ঠিক সেই সময় হুগো, সুসান আর মিস লিনগার্ড হলঘর থেকে এ ঘরে এসে ঢুকেছিল। তারা শুটিং, খুন আর কি সব নিয়ে আলোচনা করছিল।'

'তাই বুঝি!' পোয়ারো মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, আমার ধারণা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি......'

মেজর রিডল সন্দেহের চোখে তাকালো।

'ঠিক আছে—ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপাতত এই যথেষ্ট।'

রুথ ও তার স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'কি শয়তান—' মেজর রিডল বলতে শুরু করল, 'কেসটা যেন ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে,' শেষ করলো নিরাশ হয়ে।

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। মেঝের ওপর থেকে এক টুকরো মাটি সে তাঁর হাতে তুলে নিলো। সেটা রুথের জুতো থেকে পড়ে থাকবে। মাটির টুকরো হাতে নিয়ে সে ভাবতে থাকে।

'দেওয়ালে গুঁড়িয়ে যাওয়া আয়নার মতো এটা,' বললো সে, 'মৃত ব্যক্তির আয়না। প্রতিটি নতুন তথ্যের মুখোমুখি হলেই আমরা মৃতব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত হয়ে উঠছেন তিনি। খুব শীগ্‌গীর একটা সম্পূর্ণ ছবি আমরা দেখতে পাবো।'

উঠে দাঁড়িয়ে সেই মাটির টুকরোটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিলো সে।

'বন্ধু, আমি আপনাকে একটা কথা বলবো। সমস্ত রহস্যের একমাত্র ক্লু হলো ওই আয়নাটা। আমাকে বিশ্বাস না করলে আয়নার কাছে গিয়ে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করুন, তাহলেই আমার কথার যথার্থতা ঠিক বুঝতে পারবেন।'

মেজর রিডল দৃঢ়স্বরে বললো, 'এটা যদি খুন হতো তার প্রমাণ করার দায়িত্ব আপনার। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলবো, এটা অবশ্যই আত্মহত্যার ঘটনা। আপনি লক্ষ্য করেছেন মেয়েটি কি বলে গেলো, আগের এজেন্টও নাকি স্যার গারভেজের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছিলো? আমি বাজি ধরে বলতে পারি, লেক তার নিজের প্রয়োজনে সেই কাহিনীটা শুনিয়েছিল। তার সন্দেহ ছিলো স্যার গারভেজ নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করেছিলো, আর সেই কারণেই পোয়ারোকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ স্যার গারভেজ তখনো জানতেন না, রুথ ও তাদের প্রেমের ব্যাপারে ঠিক কতদূর এগিয়েছিলো। তারপর আজ বিকেলে লেক তাঁকে খবর দেয়, তারা বিবাহিত। সেই খবর শুনে ভেঙ্গে পড়েন স্যার গারভেজ। অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে, এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, এরপর মানুষ এমন অবস্থায় পড়লে যে কোন কাজ সে করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর মাথায় সামান্য কম বুদ্ধিও অবশিষ্ট ছিলো না; এরপর আত্মহত্যা করা ছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিলো না। এখন আপনি বলুন, আমার এই বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে আপনার কি অভিমত?'

পোয়ারো তখন ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

'আমাকে কি আর বলতে হবে? আপনার এই মতবাদের বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই—কিন্তু এ নিয়ে বেশীদূর এগোনোও যায় না। সংসারে এমন কতকগুলো জিনিষ আছে, যা হিসেবের বাইরে—

'যেমন?'

'অস্ক স্যাব গাবভেজেব মানসিক বিপর্যয়, কর্ণেল ব্যবিব পেন্সিলটা কুড়িয়ে পাওয়া, মিস কর্ডওয়েলের জবানবন্দী সে অত্যন্ত জরুরী ছিলো। মিস লিনগার্ডের স্বীকারোক্তি, এবপবেই আদেশ মতো সবাই ডিনাবেব জন্যে নিচে নেমে আসে। স্যার গাবভেজেব চেয়াবেব অবস্থা কিবকম সেটাও দেখতে হবে, সেই ফলেব প্যাকেটটা, এবং শেষ পর্যন্ত সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো ওই ভাঙ্গা আয়নাটা।'

স্থিব চোখে তাকালো মেজব বিডল। 'আপনি কি আমাকে বোঝাতে চাইছেন, এই দীর্ঘ অসলগ্ন বক্তৃতাব কোনো অর্থ আছে?'

সংক্ষেপে উত্তব দিলেন এবকুল পোযাবো, 'আশাকবি আগামীকাল আমি সেটা কবে দেখাতে পাববো।'

□ এগাবো □

সবে তখন বাতেব অন্ধকাবটা সবে গিয়ে ধীবে ধীবে আলোব বেখা ফুটে উঠতে শুরু কবেছিল। পরদিন খুব সকালে এবকুল পোযাবোব ঘুম ভেঙ্গে গেলো। বাড়ির পূর্ব দিকেব একটা ঘব তাব জন্য বন্দোবস্ত কবা হয়েছিল।

বিছানা থেকে নেমে জানলাব পর্দা সবাতেই সন্তুষ্ট হলো সে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সে তাব প্রাতঃকালীন পোষাক গায়ে চাপিয়ে নিলো, নিঃশব্দে, গলায় একটা মাফলাব লাগাতে ভুললো না সে। তাবপব নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ড্রইং-রুমে এসে ঢুকলেন। ড্রইংরুমেব জানলা খুলে তেমনি নিঃশব্দে জানলা পেরিয়ে বাগানে নেমে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে স্যাব গাবভেজেব স্টাডিরুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। দৃশ্যটা অনুধাবন কবলেন। বাড়িব দেওয়াল ববাবর ঘাসেব কেয়ারি, সরু গালচেব মতো বিছানো ছিলো বাড়িব দেওয়াল ববাবব। আর তাব ঠিক সামনেই লতাপাতার বর্ডাব। সেই লতাপাতাব বর্ডাবেব সামনেই দাঁড়িয়েছিলো পোয়াবো। টেরেসের সীমানা পেবিয়ে সেই সরু ঘাসেব কেয়াবি। কতকগুলো ছেঁড়া ঘাস মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলো পোযাবো। নিচু হযে ছেঁড়া ঘাসগুলো সর্তক দৃষ্টিতে পবীক্ষা কবে দেখলো সে। সেই বর্ডাবের উভয় দিকেই দৃষ্টি ফেললো সে।

ধীবে ধীবে মাথা দোলালো সে, ঘাসেব গালচের ডানদিকে কতকগুলো পায়ের ছাপ—খুবই স্পষ্ট। নিচু হয়ে সেই পায়েব ছাপগুলো দেখতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা শব্দ শুনে দ্রুত মাথা উঁচু কবে ওপব দিকে তাকালো সে। তাব মাথার ওপরের জানলাটা খুলে গেলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তাব চোখের সামনে একটা লাল চুলের মুখ ভেসে উঠতে দেখা গেলো। সেই বুদ্ধিদীপ্ত মুখ সুসান কর্ডওয়েলেব।

'এই সময় মাটির ওপর কি করছেন মিঃ পোয়ারো? পায়ের ছাপ খুঁজছেন নাকি?'

পোয়ারো মাথা নিচু কবে শুধালো, 'সুপ্রভাত মাদ্‌মোয়াজেল্‌। হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক। আপনি তো দেখছি ঝানু গোয়েন্দা হয়ে উঠেছেন। আপনার বিশ্লেষণ অদ্ভুত তো!'

প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে জবাব দিলো সুসান, 'আমার স্মৃতির পাতায় আপনার এই মন্তব্যটা সযত্নে লিখে রাখবো। এখন বলুন, আপনাকে সাহায্য করার জন্যে নিচে নেমে আসবো?'

'আপনি এলে আমি খুবই খুশি হবো।'

'তা কোন্ পথ দিয়ে আপনি ওখানে গেলেন?'

'ড্রইং-রুমের জানলা টপকে।'

'ঠিক আছে, এক মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।'

সুসান আসতেই পোয়ারো তাকে বললো, 'মাদমোয়াজেল দেখুন দেখি পায়ের ছাপ চোখে পড়ে কিনা।'

বলতে বলতেই—দু'জোড়া পায়ের ছাপ ভিজে মাটির ওপর দেখতে পেলো ওরা।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো?'

'চারটে পায়ের ছাপের মধ্যে,' পোয়ারো বলতে থাকে, 'আমি আপনাকে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি। দু'টি পায়ের ছাপ জানলামুখো এবং বাকী দু'টো জানলার দিক থেকে ফেরার পথে।'

'কার পায়ের ছাপ? বাগানের মালির?'

'মাদমোয়াজেল! এসব পায়ের ছাপ হাই-হীল পরা কোনো মহিলার। ওই ছাপগুলোর ওপর আপনি পা রেখেই দেখান না।'

একটু ইতস্ততঃ করে পোয়ারোর নির্দিষ্ট এক জোড়া পায়ের ছাপের ওপর তার পা দুটো রাখলো আড়াআড়ি ভাবে।

সব দেখেশুনে পোয়ারো বললো, 'দেখুন, আপনারটা প্রায় একই সাইজের। তবে একেবারে সঠিক মাপ নয়। আপনার থেকে একটু বড় সাইজের পা। সম্ভবত মিস সেভেনিক্স গোরে—কিংবা মিস লিনগার্ডের—তা না হলে এমন কি লেডী সেভেনিক্স-গোরেরও হতে পারে।'

'না, না লেডী সেভেনিক্স-গোরের নয়, ওঁর পা অনেক ছোটো।' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো সুসান, 'আর মিস লিনগার্ডও নয়, কারণ চ্যাটালো হাই-হীলের জুতো পরে থাকে সে।'

'তাহলে কি এই ছাপগুলো মিস সেভেনিক্স-গোরের পায়ের? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, তিনি বলেছিলেন, কাল সন্ধ্যায় বাগানে বেরিয়েছিলেন।'

বাড়ির দিকে পা বাড়ালো সে অতঃপর।

'আমরা কি এখনো পায়ের ছাপ খুঁজছি?' জিজ্ঞেস করলো সুসান।

'না, তবে এখুনি একবার স্যার গারভেজের স্টাডিরুমে আমাদের যেতে হবে।'

সুসান কর্ডওয়েল তাকে অনুসরণ করে চলে।

স্টাডিরুমের ভাঙ্গা দরজাটা তখনো ঝুলছিলো। গতকাল যাকে যেমনটি দেখে গিয়েছিলো পোয়ারো ঠিক তেমনি সব কিছু পড়ে রয়েছে। পোয়ারো পর্দাগুলো

সবাতেই ঘবেব ভেতবটা বোদেব আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো। জানলা পথে বাগানে সেই সূর্যালোকের পড়াবের দিকে চোখ রেখে পোয়াবো বললো 'মাদমোয়াজেল, চতুর ধরনের চোরের সঙ্গে আপনি খুব একটা পরিচিত নন তাই না?'

সুসান অস্বস্তি প্রকাশ করে বললো 'ঠিক বলেছেন, আমি দুঃখিত—'

'চীফ কনস্টেবলেরও চোরেদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি কখনো। অপরাধীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা একেবারে অন্য ভাবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা হয় না। একবার এক চোবেব সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ ধবে খোসগল্প চালিয়ে ছিলাম। ফ্রেঞ্চ জানালাব ব্যাপারে সে আমাকে এক কৌতূহলকর কাহিনী শুনিয়েছিল। —কখনো কখনো একটা চালাকি খাটানো যায় তবে ছিটকিনিটা যদি অনেকটা ঢিলেঢালা থাকে তবেই।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতে জানলার হাতলটা ঘোরালো সে। মাঝের দণ্ডটা নিচের খাঁজ থেকে কেমন উপরে উঠে এলো দেখলেন? জানলার পাল্লা দুটো এবার নিজের দিকে টানতে সক্ষম হলো। পাল্লা দুটো সম্পূর্ণ খুলে আবার বন্ধ করে দিলো সে। হাতলটা না ঘুরিয়েই জানলাটা বন্ধ করলো সে এমন কি সেই সঙ্গে সেই দণ্ডটাও নিচে তার সকেটের মধ্যেও পাঠাতে হলো না। তারপর সে হাতলটা ছেড়ে দিয়েএক মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করলো তারপর সেই দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে জোরে ধাক্কা দিতেই দণ্ডটা নিচে সকেটের মধ্যে এলো — হাতলটা তার নিজের খুশি মতো ঘুরে গেলো।

'দেখলেন তো মাদমোয়াজেল?'

'হ্যাঁ দেখলাম তো, সুসানের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠলো হঠাৎ।

জানলা এখন বন্ধ। জানলা বন্ধ থাকলে ঘবেব ভেতবে প্রবেশ কবা অসম্ভব। তবে ঘব থেকে বেবিয়ে এসে সেটা কবা সম্ভব। বাইবে থেকে জানলাব পাল্লা দুটো টানুন, তাবপব ধাক্কা মারুন, আমি যেমন ভাবে মাবলাম। এব ফলে বল্টুটা নিচেব দিকে নেমে যাবে, হাতলটা ঘুবিয়ে দিয়ে। তখন যে কেউ দেখে বলবে, জানলাটা ভেতব থেকে বন্ধ।'

'তাই কি?' কাঁপা কাঁপা গলায় সুসান বললো, 'গতকাল বাতে ঠিক এমনি ঘটেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ মাদমোয়াজেল, আমাব তাই মনে হয়।'

সুসান এবাব চিৎকাব কবে বলে উঠলো, 'আমি এব এক বর্ণও বিশ্বাস কবি না।'

পোয়াবো উত্তব দিল না। ম্যান্টলপীসেব দিকে হেঁটে গেলো সে।

'মাদমোয়াজেল, আমি আপনাকে একজন সাক্ষী হিসেবে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি। গতকাল বাতে আয়নাব এই ছোট্ট কাচেব ফালিটা আবিষ্কাব কবতে দেখেছিল সে আমাকে। এ ব্যাপাবে আমি তাব সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিসেব তদন্তেব জন্যে আমি এটা যেখানে ছিলো সেখানেই ফেলে বেখে যাই। চীফ কনস্টেবলকেও আমি বলেছিলাম মূল্যবান ক্লু যদি কোথা থেকে পাওয়া যায় তা ওই ভাঙ্গা আয়না থেকেই

দেওয়া যাবে। কিন্তু তিনি অভাবে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করলেন না। এখন আপনাকে সবটা বলছি (কিং ফ্রেডরিককে দেখিয়ে রেখেছি) এটা আমি একটা ছোট্ট আয়নার উপরে পুরে রাখছি। আর এই আয়না দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখছি নীলও করছি। মাদমোয়াজেল, আপনি আমার একজন সাক্ষী?

হ্যাঁ নিশ্চয়—কিন্তু আমি এ সবের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঘরের অপরদিকে হেঁটে গেলেন পোয়ারো। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে সামনের সেই ভাঙা আয়নার দিকে তাকালো সে স্থির চোখে।

এর অর্থ কি তা আমি আপনাকে বলছি মাদমোয়াজেল। গতকাল রাত্রে আপনি যদি আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন সামনের ওই ভাঙা আয়নাটার দিকে তাকালে তাহলে এই আয়নায় আপনি খুন হওয়ার দৃশ্যটা দেখতে পেতেন।

☐ বারো ☐

রুথ লেভেরিঞ্জ লেস্টার, বর্তমানে রুথ লেক—জীবনে এই প্রথম ঠিক সময়ে প্রাতঃরাশ খাবার জন্যে নিচে নেমে এলেন। এরকুল পোয়ারো তখন হলের মধ্যেই ছিলো। রুথের সামনে এসে তার পথ আগলে বললো, 'ম্যাডাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিলো।'

হ্যাঁ, বলুন।

গতকাল রাতে আপনি তো বাগানে গিয়েছিলেন। স্যার গারভেজের স্টাডিরুমের জানলার বাইরে ফুলের বাগানে আপনি কোনো সময়ে পা রেখেছিলেন কি?'

পোয়ারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রুথ জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, দু'বার।'

'আঃ! দু'বার? দু'বার কেমন করে?'

'প্রথমবার আমি ফুল তুলতে যাই তখন প্রায় সাতটা।'

'ফুল তোলার পক্ষে সময়টা একটু খাপছাড়া নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা বৈ কি। সত্যি কথা বলতে কি, গতকাল সকালেই আমি ফুলের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু চায়ের পর ভান্ডা বলেন ডিনার টেবিলের ফুলগুলো ভালো নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, ফুলগুলো তো বেশ ভালোই রয়েছে, তাই আমি আর টাটকা ফুলের ব্যবস্থা করলাম না।'

'কিন্তু আপনার মা যে ফুলগুলো বদলাতে বলেছিলেন? কথাটা ঠিক নয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেই তো শেষ পর্যন্ত সাতটার কিছু আগে আমি সেখানে ফুল তুলতে যাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা বেশ, কিন্তু দ্বিতীয়বার কখন যান? আপনি বলেছেন, দ্বিতীয়বার বাগানে গিয়েছিলেন। তা কখন?'

নৈশভোজের ঠিক একটু আগে। আমার পোষাকে কাঁধের ওপর কেশরাগ পড়ে দাগ হয়ে যায়। পোষাক পাল্টানোর ঝামেলা পোয়াতে চাইলাম না। কৃত্রিম ফুল দিয়ে

ব্যাপারটা ঢেকে দেবো সেরকম মাচ করা রঙের ফুলও ছিলো না আমার সংগ্রহে। মনে আছে মিকলমাস ডেইইসি তোলবার সময় দেবীতে ফোটা একটা গোলাপ ফুল দেখে এসেছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার বাগানে ছুটে গিয়ে সেই গোলাপফুলটা তুলে কাঁধে পিন দিয়ে আটকে নিই।

'হ্যাঁ, মাথা নেড়ে বললো পোয়ারো 'আমার মনে পড়ছে, গতকাল রাতে আপনার কাঁধে একটা গোলাপ ফুল আটকানো থাকতে দেখেছিলাম। তা কখন সেই গোলাপ তুলতে গিয়েছিলাম ম্যাডাম?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু সময়টা আমার জানা খুবই প্রয়োজন ম্যাডাম। মনে করবার চেষ্টা করুন—?'

ভ্রু কুঁচকে বললো রুথ, 'সঠিক সময়টা আমি বলতে পারবো না। সময়টা হয়তো আটটা বেজে পাঁচ মিনিট কিংবা ঐ রকম কিছু একটা হতে পারে। কারণ আমি তখন ফেরার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওটা বুঝি দ্বিতীয় ঘণ্টা, প্রথম ঘণ্টা নয়।'

'আঃ' আপনি তাহলে সেই কথাটা ভেবেছিলেন? ফুলের বাগানে থাকার সময় স্টাডিরুমের জানলা খুললেন না কেন?

'হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি আমি চেষ্টা করে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, জানলাটা খোলা থাকলে সেটা টপকে তাড়াতাড়ি ডাইনিংরুমে গিয়ে হাজির হতে পারবো। কিন্তু জানলা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিলো।'

'তাহলে সব কিছুই আপনি ব্যাখ্যা করলেন। ম্যাডাম, আমি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

রুথ স্থির চোখে তাকালো তার দিকে,'তার মানে কি বলতে চান আপনি?'

'মানে সব কিছুর জন্যে ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে—আপনার জুতোর কাদার দাগ, ফুলের বাগানে আপনার পায়ের ছাপ, স্টাডির জানলার ওপর আপনার হাতের ছাপ —এগুলো খুবই কার্যকরী হবে এক্ষেত্রে।'

রুথ উত্তর দেবার আগে মিস লিনগার্ড দ্রুত ছুটে এলো পোয়ারোর কাছে। তার চোখে মুখে ভয়ের আর্তি, আতঙ্কের ছাপ। তার উপর রুথ ও পোয়ারোকে এক সঙ্গে দেখে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেলো সে।

'মাফ করবেন,' পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো মিস লিনগার্ড 'ব্যাপার কি বলুন তো? শুনলাম—'

রাগতস্বরে রুথ জবাব দিলো, 'আমার মনে হয়, মিঃ পোয়ারো পাগল হয়ে গেছেন।'

মিস লিনগার্ড অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো পোয়ারোর দিকে তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই পোয়ারোর। মাথা দুলিয়ে বললো যে, 'প্রাতঃরাশের পর আমি ব্যাখ্যা করে সব বলে দেবো। আমি চাই স্টাডিরুমে আজ বেলা দশটার সময় সবাই হাজির থাকবেন।'

ডাইনিং রুমে ঢোকবার সময় সে তার এই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলো।

সুসান কর্ট্রেল চকিতে তার দিকে তাকালো। তারপর সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কফির ওপর স্থির নিবদ্ধ করলো। শুকনো গলায় বললো, 'এঃ, এ আবার কি ...' ওর দিকে তাকাতেই চুপ করে গেলো সে একান্ত অনুগতের মতোন।

ব্রেকফাস্ট সেরে উঠে দাঁড়াতেই হলঘরের বড় ঘড়িটার ওপর দৃষ্টি পড়লো পোয়ারোর। দশটা বাজতে পাঁচ এখন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্টাডিরুমে নিশ্চয় হাজির হতে হবে তাকে।

স্টাডিরুমে ঢুকে চারিদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলো পোয়ারো। সবাই এসে গেছে, কিন্তু কেউ বসেনি। পরক্ষণেই সেই রাজকীয় মানুষটি ঘরে এসে ঢুকলো। লেডী সেভেনিক্স-গোরে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। তাঁকে কৃশ ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

'গারভেজ এখনো আছে' মন্তব্য করলেন তিনি, 'বাচারা গারভেজ ... বন্দীদশার মুক্তি পেয়ে গেছে সে।'

গলা পরিষ্কার করে বললেন পোয়ারো, 'আমি আপনাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি স্যার গারভেজের আত্মহত্যার ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রকাশ করার জন্যে।'

'সেটা ভাগ্য', বললেন লেডী গারভেজ, 'শক্ত সমর্থ লোক ছিলেন, কিন্তু ওঁর ভাগ্যটা ছিলো আরো বেশী শক্তিশালী।'

কর্নেল বারি এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললো, 'ভান্ডা—প্রিয় ভান্ডা।'

হাসলেন লেডী গারভেজ, তারপর হাতটা টেবিলের ওপর রাখলেন। বারি তাঁর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিলেন।

লেডী সেভেনিক্স-গোরে নরম গলায় বললেন, 'তোমার স্পর্শটা কতো মোলায়েম।'

ওদিকে রুথ দ্রুত বলে গেলো, 'মিঃ পোয়ারো, তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে, আমার বাবার আত্মহত্যা করার কারণটা আপনি সঠিক জেনে গেছেন?'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না ম্যাডাম।'

'তাহলে এতো সব দীর্ঘ অসঙ্গত বক্তৃতা কেন?'

শান্ত ভাবে পোয়ারো বললেন, 'স্যার গারভেজ সেভেনিক্স গোরের আত্মহত্যা করার কারণ আমার জানা নেই। আসলে তিনি আত্মহত্যাই করেননি। তিনি নিজেকে খুন করেননি। তিনি খুন হয়েছেন।'

'খুন?' সমবেত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো। অনেকগুলি বিস্ময়ভরা মুখ ফিরে তাকালো পোয়ারোর দিকে। লেডী সেভেনিক্স-গোরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুন? ওহো না নয়।' বিড় বিড় করে পাগলের প্রলাপ বকতে থাকলেন তিনি।

'আপনি বলছেন, এটা খুন?' এই প্রথম হগো কথা বললো, 'অসম্ভব।' দরজা ভেঙে স্টাডিরুমে ঢুকে আমরা অন্য আর কাউকে দেখতে পাইনি। জানালার ছিটকিনি দেওয়া ছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। আর চাবিটা আমার পকেটেই ছিলো। এর পরেও কি করে তিনি খুন হতে পারেন?'

'সে যাইহোক, তিনি অবশ্যই খুন হয়েছিলেন।'

'আর খুনী ওই চাবির গর্তের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেলো?' কর্ণেল বারি ব্যঙ্গ করে বললো, 'কিংবা আমার অনুমান, ঘরের ওই চিমনির ভেতর দিয়ে খুনী পালিয়েছে।'

'খুনী', বললো পোয়ারো, 'জানালা টপকে পালিয়েছে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, কি করে পালালো সে।'

সে এখন জানালার সঙ্গে তার কলাকৌশল নিপুণভাবে প্রদর্শন করলো।

'আপনারাই দেখুন', বললো সে, 'কি ভাবে সেই নিষ্ঠুর কাজটা করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম, স্যার গারভেজ কখনই আত্মহত্যা করতে পারেন না। তিনি ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, এমন মানুষ কখনোই নিজেকে খুন করতে পারে না।' একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'তাছাড়া আরো কয়েকটা ব্যাপার আছে। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, মৃত্যুর আগে স্যার গারভেজ তাঁর ডেস্কের সামনে বসেছিলেন, একটা চিরকুটে 'দুঃখিত' কথাটা লেখার পর তিনি নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ কাজটা সম্পন্ন করার আগে যে কারণেই হোক, তিনি তাঁর চেয়ারের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটান অন্যদিকে ঘুরিয়ে যাতে করে সেটা ডেস্কের পাশে থাকে। কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিলো। ঘটনাস্থলে একটা ব্রোঞ্জের টুকরো, আয়নার একটা ছোট্ট কাঠের ফালি চোখে পড়তেই আমি যেন আশার আলো দেখতে পাই। নিজেকে তখন প্রশ্ন করি সেই কাঠের টুকরোটা সেখানে এলো কি করে? উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। আয়নাটা ভেঙেছিল বুলেটের আঘাতে নয়, তবে ভারী ব্রোঞ্জের টুকরোর আঘাতে সেটা ভেঙে থাকবে হয়তো। আর ইচ্ছাকৃতভাবে আয়নাটা ভাঙা হয়েছিল।'

'কিন্তু কেন? ডেস্কের কাছে ফিরে এসে নিচে চেয়ারের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। সব মিথ্যে। আত্মহত্যা করতে পারে কোনো ব্যক্তি এ ভাবে চেয়ার ঘুরিয়ে তারপর নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে না। সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত। আত্মহত্যার ব্যাপারটা সাজানো।'

'আর আমি এখন একটা খুব জরুরী তথ্য সংগ্রহ করেছি। মিস কর্ডওয়েলের স্বীকারোক্তি। মিস কর্ডওয়েলে বলেছেন, গতকাল রাতে তিনি দ্রুত পায়ে নিচে নেমে আসছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন, দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে। তার মানে তিনি ভেবেছিলেন, প্রথম ঘণ্টা আগেই বেজে গেছে।'

'এখন প্রত্যক্ষ করুন, স্যার গারভেজ গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় যদি তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় ডেস্কের সামনে বসে থাকতেন তাহলে বুলেটটা কোথায় যেতো? সোজা

পথে চলতে গিয়ে শব্দটা যদি কেউ শুনেও থাকে সেক্ষেত্রে বুলেটটা ঘণ্টায় গিয়ে আঘাত করতো। এখন মিস কডওয়েলের ব্যাপারটার গুরুত্বপূর্ণ দিকটা দেখুন। অন্য কেউ প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পায় নি। কিন্তু যেহেতু মিস কডওয়েলের ঘরটা ছিলো ঘণ্টার ঠিক উপরে, তাই সেই ঘটনাটি শব্দ শোনার পক্ষে উপযুক্ত ছিলো। তাহলে এর থেকে অনায়াসে বলা যেতে পারে স্যার গারভেজ কখনোই নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন নি। কারণ একজন মৃত ব্যক্তি ঘরের দরজা কখনোই বন্ধ করতে পারে না। তাই কর্নেলই বা কোনো অন্য কেউ নিশ্চয়ই ঘরের ভেতরে ছিলো। অতএব আত্মহত্যা একেবারে বাতিল। কেউ একজন উপস্থিতি সহজেই মেনে নেওয়ার মতো ছিলো স্যার গারভেজের কাছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল সে। স্যার গারভেজ লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন। খুনী পিস্তল উঁচিয়ে তাঁর মাথার ডানদিক লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কাজ খতম। খুনী তাড়াতাড়ি তৎপর হয়ে ওঠে তারপর। হাতে তার দস্তানা পরা ছিলো। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে সে নিঃশব্দে। চাবিটা স্যার গারভেজের পকেটে চালান করে দেয় তেমনি নিঃশব্দে। দরজা খোলা প্রথম গুলির শব্দ হওয়ার সময় স্টাডির দরজাটা খোলা ছিল। যে কারণে বুলেটটা ছুটে গিয়ে ঘণ্টায় আঘাত করবার শব্দ উঠেছিল। পরে চেয়ারটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে মৃতদেহ নতুন করে সাজিয়ে রাখে সে। তারপর খুনী জানালা টপকে ফুলের বাগানে লাফ দেয়, পায়ের ছাপ মুছে ফেলে বাড়ির ভেতর চলে যায়, সেখান থেকে ড্রইং-রুমে।'

একটু থেমে পোয়ারো আবার বললো, 'গুলি ছোঁড়ার সময় মাত্র একজন মহিলাই বাগানে গিয়েছিলেন। আর সেই মহিলাই বাগানে ফুলের কেয়ারিতে তার পায়ের ছাপ ফেলে রেখে আসে, আর তার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে বাইরে জানালার ওপর।'

রুথের কাছে এসে সে তাকে বললো, 'আর সেখানে একটা মোটিভ ছিলো না? আপনাদের গোপন বিবাহের খবরটা আপনার বাবা জেনে গিয়েছিলেন। আপনাকে এখনি তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।'

'মিথ্যে কথা।' তাঁর গলায় প্রতিবাদ করে উঠলো রুথ, 'আপনার কাহিনীতে একটা বর্ণও সত্যি নেই। একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যেয় ভরা।'

'ম্যাডাম, আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ। একজন জুরি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারবে, কিন্তু সেই প্রমাণগুলো করবে না।'

'ওকে জুরির মুখোমুখি হতে হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই ফিরে তাকালো—ভয়ার্ত মুখ। মিস লিনগার্ড দাঁড়িয়েছিল। তার মুখটা বদলে গেলো। সারাক্ষণ কাঁপছিল সে।

'আমি স্বীকার করছি, আমি, হ্যাঁ আমিই তাঁকে গুলি করেছি। কারণ আছে। আ-আমি কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। মিঃ পোয়ারো ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁকে এখান পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি। আগেই তাঁর ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বার করে

রেখেছিলাম। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর বই এর ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম— তার আমি ওঁকে গুলি করি— ঠিক অট্টহাস্যের পরে। বুলেটটা ঘণ্টার গিয়ে লাগে। আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি ওভাবে গুলিটা ঠিক তাঁর মাথার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাবে। ঘরের বাইরে গিয়ে বুলেটটা খুঁজে দেখার মতো সময়ও ছিলো না। দরজা বন্ধ করে চাবিটা তাঁর পকেটে ফেলে দিই। তারপর তাঁর চেয়ারটা ঘুরিয়ে রাখি, আয়না ভেঙ্গে ফেলি। তারপর একটা চিরকুটে 'দুঃখিত' কথাটা লিখে রেখে জানালা টপকে ঘরের বাইরে বাগানে লাফিয়ে পড়লাম। যেমন করে মিঃ পোয়ারো আপনাদের দেখালেন। ফুলের কেয়ারিতে আমার পায়ের ছাপ পড়েছিলো, আকর্শি দিয়ে পায়ের ছাপগুলো মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তারপরেই আমি ড্রইং-রুমে চলে যাই। জানালাটা খোলা রেখে এসেছিলাম। জানতাম না, ওটা টপকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সামনে সে যেতেই আমি পিছন দিকে ঘুরে বেড়ালাম। আঁকশিটা শেডের মধ্যে সরিয়ে রাখতে হবে। ওপরতলা থেকে একজনের নিচে নেমে আসার শব্দ না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। এবং গেল ঘণ্টাটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরেই –'

পোয়ারো'র দিকে তাকালো সে।

'জানেন না তারপর আমি কি করেছিলাম?'

'ওহ হ্যাঁ' জানি বৈকি। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের মধ্যে কাগজের ব্যাগটা আমি দেখতে পাই। আপনার ওইরকম মতলব খাটানোর মধ্যে আপনার যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি যা করেছেন বাচ্চা ছেলেরা সেটা করতে ভালোবাসে। ব্যাগে ফুঁ-দিয়ে সেটা ফুলিয়ে তারপর তাতে আঘাত করেন। ফলে শব্দটা বেশ জোরেই হয়। তারপর ব্যাগটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করেই আপনি হলঘরে চলে যান। ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করার সময়টা আপনি সবার মনে গেঁথে ফেলেছিলেন—আপনার পক্ষে সেটা একটা এ্যালিবি। কিন্তু তখনো একটা জিনিষ আপনাকে চিন্তায় ফেলে রেখেছিলাম। বুলেটটা কুড়িয়ে নেবার সময় আপনি পাননি। সেটা ঘণ্টাটার কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকবে। বুলেটটা স্টাডিরুমের আয়নার কাছাকাছি কোথাও পড়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী ছিলো। জানি না কর্ণেল রাবির পেন্সিলটা নে   র মতলব আপনার মাথায় কখন এসেছিল।'

'আমরা সবাই হল থেকে বেরিয়ে আসার পর—' উত্তরে মিস লিনগার্ড বললো, 'ঘরের মধ্যে রুথকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। বুঝতে পারলাম, বাগান থেকে আসছে সে। এবং বলাবাহুল্য জানালা টপকে ঘরে ঢুকে থাকবে সে। তারপর ব্রীজ টেবিলের কাছে কর্ণেল রাবির পেন্সিলটা পড়ে থাকতে দেখলাম। পরে কেউ যদি বুলেটটা আমাকে কুড়াতে দেখে থাকে, তাহলে আমি তখন সেই পেন্সিলটা কুড়ানোর ভান করবো। তবে যাই হোক , আমার মনে হয় না বুলেটটা কুড়াতে কেউ আমাকে দেখেছে। আপনারা যখন ওর মৃতদেহ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত আমি তখন বুলেটটা আয়নার নিচে ফেলে রেখে দিই। আপনারা যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। আমি তখন সেই পেন্সিলের প্রসঙ্গটা তুলি।'

'হ্যাঁ খুব চালাকি করেছিলেন। ওটা আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।'

'আমার ভয় ছিলো কেউ নিশ্চয়ই পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনে ধরে ফেলবে। তবে সবাই তখন ডিনারের পোশাক বদলাতে এমন ব্যস্ত ছিলো যে যার যার ঘরের দরজা বন্ধ করে। চাকর বাকররা যে যার কোয়ার্টারে ছিলো তখন। একমাত্র মিস কার্ডওয়েলেরই শব্দটা শোনার কথা। এখন সম্ভবত সে সেই শব্দটাকে গাড়ির ব্যাকফায়ার বলে ধরে নেবে। তবে সেই শব্দটা সে প্রথম ঘণ্টা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। ভাবলাম, সব কিছু বেশ নির্বিবাদেই ঘটে গেলো।'

মিঃ ফরবস তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে বললো, 'এ এক অভূতপূর্ব গল্প। কারণ এর পিছনে কোনো মোটিভ নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস লিনগার্ড বলে উঠলো, 'হ্যাঁ মোটিভ অবশ্যই আছে।' তারপর ভয়ে ভয়ে বললো সে, 'পুলিশকে ফোন করুন। এখনো কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

শান্তভাবে বললো পোয়ারো, 'দয়া করে আপনারা সবাই এই ঘর ছেড়ে চলে যাবেন এখন? মিঃ ফরবস, মেজর রিডলকে ফোন করুন। তিনি এখানে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো।'

একে একে সবাই চলে যেতে থাকে। সবাই এ-ওর দিকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলো এই প্রথম। সবার শেষে রুথের পালা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ইতস্ততঃ করে সে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' রাগতস্বরে পোয়ারোকে অভিযুক্ত করে ফোঁস করে উঠলো সে, 'একটু আগে আপনিই তো ভাবছিলেন, আমিই খুন করেছি।'

'না, না', মাথা নেড়ে পোয়ারো বললো, 'না, ও কথা আমি কখনোই ভাবতেই পারি না।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রুথ।

পোয়ারোর সামনে তখন একজন মাঝবয়সী মহিলা, একটু আগে সে স্বীকার করেছিল, কিভাবে কৌশলে ঠাণ্ডা মাথায় স্যার গারভেজকে খুন করেছিল সে।

'না', বললো মিস লিনগার্ড, 'ওই মেয়েটি খুন করেছে এ কথা আপনি আদৌ ভাবেননি। আসলে আমাকে মুখ খোলানোর জন্যেই আপনি ওকে অভিযুক্ত করেন। বলুন আমি ঠিক বলেছি কিনা?'

মাথা নিচু করে রইলো পোয়ারো।

'আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম', আলোচনার ভঙ্গিমায় মিস লিনগার্ড নিজের থেকেই আবার বলতে শুরু করলো, 'আপনি আমাকে কেন সন্দেহ করলেন, সে কথা আপনি বলতে পারতেন।'

'সন্দেহ করার কারণ অনেক। প্রথম থেকেই ধরা যাক— স্যার গারভেজ সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের কথা। স্যার গারভেজের মতো একজন অহঙ্কারী মানুষ তাঁর

সংসাব ব্যাপাবে বাইবেব লোকের সঙ্গে কখনোই খোলাখুলি ভাবে আলোচনা কবতে চাইবে না, বিশেষ কবে আপনাব মতো মহিলাব কাছে। আত্মহত্যা কবাব ঘটনাটা আপনি বিশ্বাসযোগ্য কবে তুলতে চেয়েছিলেন। আপনি আবো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বোঝাতে চান, হুগো ট্রেণ্টেব সঙ্গে মনোমালিন্যেব জন্যেই আত্মহত্যা কবতে বাধ্য হন তিনি। এক্ষেত্রেও আমাব মনে সন্দেহ জাগে একজন আগন্তুকেব কাছে স্যাব গাবভেজ তাঁব পাবিবাবিক সমস্যা নিয়ে কখনোই আলোচনা কবতে পাবেন না। তাবপব হলঘব থেকে একটা জিনিষ আপনি তুলে নেন যা আপনি রুথ কিংবা অন্য কাউকে উল্লেখ কবেননি। তাবপব এবকম এক সম্ভ্রান্ত পরিবাবেব বাড়িব ড্রইং-রুমেব ওয়েস্টপেপাব বাস্কেটে হামবোবো ক্রোজেব কাগজেব ব্যাগ পড়ে থাকাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকছিল আমাব চোখে। গুলিব শব্দ হওয়াব সময় আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সেই সময় ড্রইং-রুমে ছিলেন। কাগজেব ব্যাগেব চালাকি মেয়েদেবই একমাত্র ঘবোয়া খেলা। অতএব সব কিছুই উপযুক্ত আপনাব ক্ষেত্রে। প্রথমে হুগো ট্রেণ্টেব ওপব সন্দেহ জাগানো, তাবপব রুথেব ওপব থেকে সব সন্দেহ অপসবণ কবাব প্রচেষ্টা ইত্যাদি---অপবাধেব ধবণ এবং মোটিভ সব কিছুই।'

ধূসব চুলেব মহিলা বিস্ময়ভবা চোখে তাকালো পোয়াবোব দিকে, 'মোটিভেব কথা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়। রুথের সুখ-আনন্দ—এ সবই মোটিভ। আমাব ধাবণা রুথকে জন লেকেব সঙ্গে আপনিই দেখে থাকবেন হয়তো—আপনি তাদেব সম্পর্কেব কথা জানতেন কিংবা অনুমান কবে নিয়েছিলেন। তাবপব স্যাব গাবভেজেব কাছে আপনাব সহজ প্রবেশাধিকাবের ফলে তাঁব শেষ উইলের খসরার কথা আপনি খুব সহজেই জেনে যান। সেই উইলেব শর্ত ছিলো—হুগো ট্রেণ্টকে বিয়ে কবলে মিস রুথ তাঁর সম্পত্তিব অধিকাব থেকে বঞ্চিত হবেন। এর থেকেই আপনি তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, আপনাব নিজেব হাতে আইন তুলে নিতে হবে, এই বকমই একটা কিছু আন্দাজ কবে স্যাব গাবভেজ আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তবে কোন্ সন্দেহের বশে তিনি আমাকে সেই চিঠিটা লেখেন তা আমার জানা নেই। তিনি হয়তো সন্দেহ কবে থাকবেন—বাবোজ কিংবা লেক তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতাবণা কবে চলেছিল। রুথের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর অনিশ্চিয়তা তাঁকে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছিল। এসব তথ্য জেনে ইচ্ছাকৃত ভাবে আত্মহত্যা করাব নাটক তৈরী করেন আপনি। আমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে স্যার গারভেজকে জানিয়ে দেন, আমার আসতে একটু দেরী হতে পারে।'

উত্তেজিত হয়ে মিস লিনগার্ড বললো, 'গারভেজ সেভেনিক্স গোরে ছিলেন কাপুরুষ, হীন স্বভাবের লোক! তিনি যে তাঁর নতুন উইলের বলে রুথের সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেবেন, আমি তা চাইনি।'

ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো পোয়ারো, 'রুথ কি আপনার মেয়ে।'

'হাঁ, ও আমার মেয়ে—ওর কথা আমি প্রথমেই ভাবতাম। খবর পেলাম স্যার গারভেজ তাঁর পারিবারিক ইতিহাস লেখার কাজে সাহায্য করার জন্যে একজন লোক চান, সেই সুযোগটা গ্রহণ করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার মেয়েকে দেখার জন্যে আমি তখন দারুণ কৌতূহলী। আমি জানতাম লেডী সেভেনিক্স-গোরে আমাকে চিনতে পারবেন না। সে অনেক বছর আগের কথা হবে—তিনি যখন আমাকে দেখেন, আমি তখন পূর্ণ যুবতী ছিলাম এবং রীতিমতো সুন্দরীও বটে। আর সেই ঘটনার পর আমি আমার নামটাও বদল করে ফেলি। তাছাড়া তাঁকে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সেভেনিক্স গোরে পরিবারকে আমি ঘৃণা করি। ওরা আমাকে একটা খেলো মেয়ে হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আবার গারভেজ এখন আমার মেয়ে রুথের জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে যাচ্ছিলেন। কোন মা নিজের মেয়ের সর্বনাশ দেখতে চান বলুন? তাই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম, রুথের সুখের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে তোলার জন্যে। আর ও সুখী হতে পারে—যদিও ও আমার সম্পর্কে কখনো জানতে না পারে।'

'এই একটা অনুরোধ—কোনো প্রশ্ন নয়।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো পোয়ারো। 'আমি কথা দিচ্ছি আমার কাছ থেকে কেউ অন্তত জানতে পারবে না।'

শান্তভাবে মিস লিনগার্ড বললো, 'ধন্যবাদ।'

পরে পুলিশ এলো এবং চলে গেলো। রুথ লেক তার স্বামীর সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—পোয়ারোর নজর এড়ালো না। চ্যালেঞ্জ নিয়ে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলো রুথ, 'মিঃ পোয়ারো আপনি সত্যি ধরে নিয়েছিলেন, আমিই খুন করেছি।'

'আমি জানতাম ম্যাডাম, এ কাজ আপনি করতে পারেন না—মিকল্‌স্যাস ডেইইসের জন্যে।

'মিকল্‌স্যাস ডেইইসির? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ম্যাডাম, বাগানের বর্ডারের কাছে মাত্র চারটে পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু আপনি যদি ফুল তুলতে যেতেন তাহলে অনেকগুলো পায়ের ছাপ দেখা যেতো। এখন এর অর্থ হলো, আপনার প্রথম ও দ্বিতীয়বার বাগানে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেলে থাকবে। আর সেই কাজ কেবল মাত্র দোষী ব্যক্তিই করতে পারে। স্বভাবতই আপনাকে দোষীদের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি।'

রুথের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'ওহো, তাই বুঝি। জানেন, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর বটে, তবে ওই ভদ্রমহিলার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। হাজারহোক আমাকে গ্রেপ্তার হতে না দিয়ে তিনি তাঁর সব দোষ অকপটে স্বীকার করে নিলেন। এটা তাঁর বদান্যতারই পরিচয়। এখন তাঁর বিচারের কি ফলাফল দাঁড়ায় তার ওপর নজর রাখতে হবে।'

নরম গলায় বললো পোয়ারো, 'নিজেকে অখুশি করবেন না। আপনি যা ভাবছেন তা হবে না। ডাক্তার আমাকে বলেছে মিস লিনগার্ড হার্টের রোগী। বেশীদিন বাঁচবে না সে।'

'শুনে আনন্দ পেলাম।' শরতের একটা ফুল তুলে অলস ভঙ্গিমায় রুথ তার চিবুকের ওপর চেপে ধরলো।

'বেচারা ভদ্রমহিলা। আমি ভেবে পাচ্ছি না, কেন তিনি ও কাজ করতে গেলেন '